নির্মলকুমার বসু

সাতচল্লিশের ডায়েরি

৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

নিবেদন

নির্মলকুমার বসুর জন্মশতবর্ষে নিজের খেয়ালে তাঁর গ্রন্থ ও রচনাপঞ্জি প্রণয়নে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। সেই সূত্রে তাঁর ভাগিনেয় শ্রী রবীন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে আমার পরিচয়। তিনি তাঁর প্রিয় মাতুলের বিপুল গ্রন্থসম্ভার ও মূল্যবান কাগজপত্র এযাবৎকাল পরমযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করছিলেন। বর্তমানে অবশ্য সেই সংগ্রহের সিংহভাগ বিভিন্ন গ্রন্থাগারে তিনি দান করেছেন। তাঁরই উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় আমি এই সাতচল্লিশের ডায়েরি সম্পাদনা করতে উদ্যোগী হই। কাজটি করবার যোগ্যতা আমার আছে কিনা তা বিচার করবার অবসর পাইনি। ডায়েরিটি আমি শ্রী শঙ্খ ঘোষকে দেখিয়েছিলাম। তাঁর আদেশে এই ডায়েরির দেশ বিভাগ সংক্রান্ত অংশটি 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার জন্য সংকলন করি। সেটি 'চতুরঙ্গ'-এর ৬৪ বর্ষ সংখ্যা ২-৩ মাঘ ১৪১১-আষাঢ় ১৪১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। একাজের সেই শুরু। কাজটি শেষ হওয়ার পরে তাঁকে দেখিয়েছি। মধ্যপর্বেও আলোচনা করেছি তাঁর সঙ্গে। আমার পক্ষে বলবার কথা এইটুকুই।

আর একটি মানুষের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ্য। তিনি শ্রী শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় দেশ বিভাগ অংশ প্রকাশিত হলে তিনি একটি চিঠিতে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন। সেই চিঠি উক্ত পত্রিকায় (শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪১২) প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর এই সহৃদয় প্রতিক্রিয়া আমাকে উৎসাহ দিয়েছে এবং তাঁর সঙ্গে সর্বত্র একমত না হলেও কয়েকটি মূল্যবান তথ্য পেয়েছি। আমি কৃতজ্ঞ।

রোজনামচা বা ডায়েরি লেখার অভ্যাস ছিল নির্মলকুমার বসুর। তাঁর নিজস্ব বই-খাতা কাগজপত্রের বিশাল সংগ্রহের মধ্যে বছরে বছরে লেখা ডায়েরিগুলিও সঞ্চিত আছে। তারমধ্যে ১৯৪৭-এর ডায়েরিটির একটি পৃথক মূল্য যে আছে সে কথা বলাই বাহুল্য। এই ডায়েরি বর্তমান গ্রন্থের বিষয়বস্তু।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই বছরটি একাধারে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো বছর। তেমনই রক্তে হাহাকারে বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন বছর। এই বছরই ভারতবর্ষ তার স্বাধীনতা অর্জন করেছে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চূড়ান্ত বীভৎসতায় পৌঁছে দেশের ভাগ্য নির্ধারণ করেছে। এই বছরই অখণ্ড ভারতবর্ষ খণ্ডিত আকার নিয়েছে।

নির্মলকুমার বসু ছাত্রাবস্থা থেকেই রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। পড়াশোনায় ছেদ পড়েছিল (১৯২১-২৩), তবে তা নিতান্তই সাময়িক। জ্ঞানচর্চা তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা। তিনি অধ্যাপক, তিনি নৃবিজ্ঞানী, ভারতে স্থাপত্যবিদ্যাচর্চার পথিকৃৎ এবং আরও অনেক কিছু। এরই সঙ্গে মহাত্মা গান্ধির একান্ত সচিব হিসেবে তাঁর যে ভূমিকা তারও গুরুত্ব সামান্য নয়।

গান্ধিজির আদর্শের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ তাঁর। অনেক আগেই উভয়ের পরিচয়। নির্মলকুমার বসু সম্পাদিত *Selections from Gandhi* গ্রন্থ ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই বছরের শেষে ওয়ার্ধায় গান্ধিজির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে নির্মলকুমারের। অবশ্য এর অনেক আগে থেকেই দুজনের পত্রালাপ চলত। গান্ধি রচনা সংকলন আর গান্ধি বিষয়ক রচনার প্রয়োজনে নির্মলকুমারই চিঠি লিখতেন। উত্তরও পেতেন যথাসময়ে। ঘনিষ্ঠতা শুরু হয়েছিল ১৯৪৫ সালে, গান্ধিজি সোদপুরে যখন ছিলেন। সে সময় একদিন ডেকে বলেছিলেন :

তুমি আমার লেখা হইতেই আমাকে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছ, কিন্তু আমার নিকটে থাকিয়া কাজের মধ্যে কখনও আমাকে দেখিবার সুযোগ পাও নাই। আমার লেখার মধ্যে যে মূর্তি প্রকাশ পায়, তাহা তো আমার সমগ্র রূপ নয়। তুমি আমার নিকটে থাকিলে, একসঙ্গে ভ্রমণ করিলে, প্রতিদিনের ঘটনাবলি পর্যবেক্ষণ করিলে আমাকে আরও ভালোভাবে চিনিতে পারিবে।

সঙ্গে থাকার সুযোগটা এল বড়ো মর্মান্তিক পরিস্থিতিতে। বাংলার চারদিকেই তখন দাঙ্গার আগুন জ্বলছে। নোয়াখালি যখন সেই আগুনে বিধ্বস্ত, সন্ত্রস্ত জনমানসে শান্তি স্থাপন এবং নিরূপায় অসহায় গৃহহীন মানুষের পুনর্বাসন সাধনের লক্ষ্য নিয়ে পূর্ববাংলার সেই অঞ্চলে এসে দাঁড়ালেন আটাত্তর বছর বয়সি এই ভারত পথিক।

নোয়াখালি যাওয়ার আগের দিন গান্ধিজি নির্মলকুমারকে তাঁর সঙ্গী হতে বলেন। সেদিন ছিল গান্ধিজির মৌনদিবস, তাই তিনি লিখে জানালেন :

> I want you, if you can and will, to be with me wherever I go and stay while I am in Bengal. The idea is that I should be alone only with you as my companion and interpreter.
>
> This you should do only if you can sever your connection with the university and would care to risk death, starvation etc. Satis Babu knows all about my design. You will know from him.

নির্মলকুমার তখনই সম্মতি জানিয়ে তাঁকে লিখলেন :

> The University releases me for your service as long as you are in Bengal. All for the rest, all I can say is that I shall try to fulfil your conditions; more than that I can hardly say.

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে লিখেছিলেন :

> I have been asked by Gandhiji to go to Noakhali to help him.
>
> I have to leave for Noakhali tomorrow the 15th November I beg to apply for leave for the period of my absence.

নোয়াখালির দিনগুলিতে নির্মলকুমার হলেন গান্ধিজির সফরসঙ্গী। তাঁর অভ্যাসমতো এই সফরের প্রতিদিনের ঘটনাবলি তিনি লিখে রাখতেন। অশোকা গুপ্তের লেখায় নির্মলকুমারের সেখানকার কর্মব্যস্ত দিনগুলির কিছু কিছু বিবরণ পাই।

গান্ধিজির সঙ্গে ভালোই পরিচয় ছিল। তাঁর সম্পর্কে পড়াশোনাও যথেষ্ট ছিল নির্মলকুমারের। বাকি ছিল একান্ত কাছ থেকে এই অসামান্য মানুষটিকে তাঁর প্রাত্যহিক জীবনাচারণের মধ্যে দেখা। তাঁর জীবন ভাবনার নানা ছোটোবড়ো স্তরের নেপথ্যলোকে প্রবেশ লাভ। ১৯৪৬-৪৭-এর বছর সেই সুযোগটাও এনে দিয়েছিল।

নির্মলকুমারের গান্ধি বিষয়ক রচনাগুলি পাঠ করলে সহজেই বোঝা যায় গান্ধি-আদর্শে পরিপূর্ণ হয়েও তিনি অন্ধ অনুসরণকারী ছিলেন না। গান্ধিজির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সময় থেকে পরবর্তী দিনের আলোচনাগুলি প্রায়শই থাকত নির্মলকুমারের নানান উৎসুক জিজ্ঞাসায় ভরা। গান্ধিজির সঙ্গে অনায়াসেই বিচরণ করতে পারতেন সামাজিক, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক এবং শিল্প বিষয়ক প্রশ্নগুলি নিয়ে। কৃষক, মজুর বা ধনী-নির্ধনের কারও সমস্যার প্রসঙ্গই আলোচনায় বাদ যেত না। রাজনৈতিক বিষয়তো থাকতই পাশাপাশি অসংকোচে হাজির করতেন গান্ধিজির ব্যক্তিগত জীবনের দিকগুলিকেও। গান্ধিজির কাছে তাঁর ব্যক্তিগত বা একান্ত নিজের বলে যেন কিছুই ছিল না। জীবনের যে কোনও প্রসঙ্গ নিয়ে অসংকোচে তিনি আলোচনা করতে পারতেন। বুদ্ধিদীপ্ত যে কোনও আলোচনার আহ্বানে তিনি সাড়া দিতেন, তাকে স্বাগত জানাতেন। মহাত্মার আড়ালে থাকা মোহনদাস করমচাঁদ সহজেই সমাজবিজ্ঞানী নির্মলকুমারের বিশ্লেষণের মুখোমুখি হয়েছেন।

বেশ বোঝা যায় এমন খোলাখুলি আলোচনায় তিনি আনন্দ পেতেন। ডায়েরির সে সব প্রসঙ্গ নোয়াখালির ধ্বংসলীলা বা ভারতবর্ষের রাজনীতি থেকে আমাদের অনেক দূরের পথে চলার সঙ্গী করে।

নোয়াখালির আরব্ধ কর্ম অসমাপ্ত রেখেই বিহারে ছুটে যেতে হয়েছিল গান্ধিজিকে। কারণ একই, ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। নির্মলকুমার বসুও সঙ্গে গিয়েছিলেন। বিহারের পরিস্থিতি স্বচক্ষে দেখার ইচ্ছে ছিল এবং গান্ধিজির সহস্রবিধ কাজের দায়িত্ব স্বীকারে আপত্তি ছিল না। কিন্তু খুব বেশি দিন কেন তখন আর তিনি গান্ধিজির সঙ্গে রইলেন না, ডায়েরিতে সে কথা স্পষ্ট করে বলেছেন। ফিরে যাওয়ার জন্য পরোক্ষ আহ্বান এসেছে কয়েকবারই, গান্ধিজি যে তাঁর অভাববোধ করছিলেন সেকথা মহাত্মার কাছে যাঁরা ছিলেন তাঁরা অনেকেই নির্মলকুমারকে জানিয়েছিলেন। গান্ধিজিও কথাপ্রসঙ্গে বলতেন, 'বাংলায় গেলে নির্মলবাবু আবার মিলবেন।' নির্মলকুমার আর ফিরে যাননি কিন্তু বাংলায় আবার যখন গান্ধিজি এসেছেন তখন আবার তাঁকে দেখা গেল গান্ধিজির পাশে। যথারীতি দিনরাত্রি গান্ধিজির সব কাজের ছায়াসঙ্গী হয়ে থেকেছেন, দায়িত্ব সামলেছেন, যেমনটি নোয়াখালিতে করতেন, চিঠিপত্র লিখছেন, দর্শনার্থীদের সামলাচ্ছেন, সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হচ্ছেন।

শুধু গান্ধিজি নয় গান্ধি শিবিরের অন্যান্য কর্মীদের সুবিধে অসুবিধে তাঁদের সমস্যা, তাঁদের ভাবনা সব কিছুর সঙ্গেই নির্মলকুমারের মন জড়ানো। প্রয়োজনে যেমন তিনি সারারাত চিঠিপত্র-রিপোর্ট ইত্যাদি প্রস্তুত করার কাজে ব্যস্ত থাকেন তেমনি আবার কোনও কোনও রাত কাটান কোনও কর্মীর সঙ্গে আলোচনায়। সহস্র ব্যস্ততার মধ্যেও যেখানেই যান নির্মলকুমার তাঁর দৃষ্টি তখন সজাগ থাকে সেখানকার চলমান জীবনের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ণয় করে তথ্য সংগ্রহের কাজে।

নির্মলকুমার বসুর মন যেন বিক্ষুব্ধ আলোড়িত সমুদ্রের তলাকার শান্ত সমুদ্রের মতন। সেই বছরের ডায়েরি জুড়ে এইসবেরই আভাষ ছড়িয়ে আছে। আছে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপযুক্ত রসদ জোগানোর ভাবনা এবং আরও নানা কথা। এই সবই ধরে রেখেছে তাঁর এই বছরের ডায়েরি। আবার তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ছোটো ছোটো ঘটনা বা আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের প্রসঙ্গও বাদ পড়ে না। আপন অধিকারে নিজের জায়গা করে নেয়।

এরই মাঝে ইংরেজ শাসক দেশ বিভাগের শর্তে শেষ পর্যন্ত এদেশের স্বাধীনতার দাবি মেনে নিলেন। দেশবিভাগ চূড়ান্ত হওয়ার পথে এগোল। পাঞ্জাব ও বাংলা বিভক্ত করার আয়োজন শুরু হয়েছিল। দুই বাংলার বিভাজন রেখা নির্ধারণ করার জন্য সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি একটি সর্বদলীয় কমিটি গঠন করলেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের পাশাপাশি কয়েকজন বিশিষ্ট মানুষও এই কমিটিতে ছিলেন। সভাপতি অতুলচন্দ্র গুপ্ত আর সম্পাদক হলেন নির্মলকুমার বসু। এই গুরু দায়িত্ব যখন তাঁর মনযোগের সিংহভাগ দাবি করছে তখনও তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর কাজ পুরো দমে চলেছে। আজকের আমরা রাজনৈতিক নেতাদের বা প্রশাসনিক আমলাদের গতিবিধি কাজকর্ম এবং অবস্থানের আনুষ্ঠানিক আড়ম্বর, ব্যয়বাহুল্যের ঘটা দেখতেই অভ্যস্ত। আর এই ডায়েরির সংক্ষিপ্ত দিনলিপিগুলির ভিতর দিয়ে আদ্যন্ত অনাড়ম্বর সহজ জীবনচর্যায় অভ্যস্ত উন্নতশীর্ষ বলিষ্ঠমনা এই মানুষটির সাবলীল গতিবিধির যে পরিচয় পাই, তাতে দেখা যায়, বাউন্ডারি কমিটির সম্পাদক স্বয়ং প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলতে সাইকেলে শহরের এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলেছেন, কোনওদিন বা কমিটির কাজ সেরে বাড়ি ফেরার সময় ধর্মতলার মোড়ে এসে দেখলেন পরবর্তী এলাকায় কার্ফু চলছে। কারও না কারও গাড়িতে বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে এসে অনায়াসে বাকি পথটুকু হেঁটে বাগবাজারের বাড়িতে ফিরছেন। আর বর্ষায় জল জমা পথ পেরিয়ে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফেরা তো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

আবার দায়িত্বের বোঝা যতই ভারি হোক দিল্লিতে গিয়ে কনট প্লেসে ছোট্টো বুড়ুর জন্য কাঁচের চুড়ির খোঁজ করতে ভোলেন না। তাঁর এমনি সব বিচিত্র ব্যস্ততার মধ্যে দেশ বিভক্ত হল, রাজনীতি চলল তার নিজের পথে। সেপ্টেম্বরের প্রথমে গান্ধিজি বাংলা ছেড়ে গেলেন। সেই থেকে তাঁর জীবনাবসান পর্যন্ত দুজনের আর দেখা হয়নি। কিন্তু তিনি রয়ে গেলেন নির্মলকুমারের অন্তরে, তাঁর বহুমুখী চর্চার অন্যতম বিষয় হয়ে। তাঁর অন্য কাজও বিস্তর। আর ডিসেম্বরে যখন একটা বিয়ের ব্যাপারে রাঁচি যান। তাঁর পারিবারিক সত্তাটি বেশ একটু প্রাধান্য পায়। আবার একটু বেদনা বোধ করেন বুড়ুকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারা গেল না বলে। কিন্তু তাঁর সন্ধানি মনটি সঙ্গেই থাকে। সে যে কখন তাঁর জীবনের ছোট্ট বৃত্তটুকু অতিক্রম করে পথের খোঁজে বেড়িয়ে পড়ে তার হদিস পাওয়া যায় না। এইসব নিয়েই ভরে আছে তাঁর সাতচল্লিশের ডায়েরি।

আমরা তাঁর এবছরের দুটো ডায়েরি পেয়েছি। একটি ছোটো পকেট ডায়েরি, যাতে তাঁর প্রতিদিনের হিসেবপত্রও আছে। এই পকেট ডায়েরির ভিত্তিতে কাজ শুরু হয়েছিল। পরে আর একটি বড়ো ডায়েরির সন্ধান পাই। সেটি একেবারে ছিন্নভিন্ন অবস্থা। যাই হোক বর্তমান গ্রন্থে সেটির যথাসম্ভব বয়ান আমরা প্রতি পৃষ্ঠাতেই দিতে পেরেছি। কোথাও কোথাও পাঠোদ্ধার অসম্ভব হলে [...] এই চিহ্নের দ্বারা তা বোঝানো হয়েছে। প্রাসঙ্গিক তথ্য ও মন্তব্য যা সংযুক্ত করেছি তা এই ছোটো ডায়েরি অনুসরণে। এই বছরে তাঁর সঙ্গে অন্য যে সব মানুষের চিঠিপত্র আদানপ্রদান হয়েছিল, প্রাসঙ্গিক বোধে তার কয়েকটি এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তারমধ্যে স্বয়ং গান্ধিজি আছেন, আছেন জওহরলাল নেহরু, মনু গান্ধি, সুশীলা নায়ার প্রমুখ অনেকেই। এ ছাড়া সেসময়কার নোয়াখালির কিছু হতভাগ্য মানুষের জবানবন্দি এখানে দেওয়া হল। এগুলি সবই নির্মলকুমার বসুর সংগ্রহে ছিল, সে-কথা বলা বাহুল্য এবং এর সঙ্গে রক্ষিত হয়েছিল টুপি, ভাঙা শাঁখা ইত্যাদি, অর্থাৎ ধর্মান্তরণ বা নির্যাতনের নানা চিহ্ন।

নির্মলকুমার বসু বাংলার সীমা নির্ধারণ কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক হয়েছিলেন সে কথা আগেই বলা হয়েছে। স্বভাবতই বাংলা বিভাগ সংক্রান্ত বহু কাগজপত্রও তাঁর কাছে জমা হয়েছিল। সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি আচার্য কৃপালনির বিবৃতি, সভার নোটিশ এবং কার্যবিবরণী, সদস্যদের কাছে বা সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে অন্যদের কাছে লেখা চিঠি, তাঁকে লেখা কোনও কোনও সদস্যের চিঠি বা অন্য কারও চিঠি, দেশ বিভাগ বিষয়ে সরকার প্রকাশিত প্রস্তাব, পার্টিশান কমিশনের কাছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উপস্থাপিত মেমোরান্ডাম এই গ্রন্থে সংযোজিত করা হল। এই গ্রন্থের নির্দেশিকায় সংযোজন অংশ স্থান পায়নি।

এই দুই প্রসঙ্গে বিভিন্ন সংবাদপত্রে যেসব প্রতিবেদন প্রকাশিত হত তার বেশ কিছু অংশ নির্মলকুমার বসু সংরক্ষণ করেছিলেন। চিঠিপত্র বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রের মধ্য থেকে যেমন সংবাদপত্র প্রতিবেদনগুলি থেকেও তেমনি বেশ কিছু নির্বাচিত অংশ আমরা প্রয়োজনমতো ব্যবহার করেছি। আমরা মুখ্যত ব্যবহার করেছি আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদনগুলি। সংরক্ষিত পুরোনো কাগজপত্র জীর্ণতা সংক্রান্ত সমস্যা নিরসনে সম্পূর্ণ সংবাদপত্রটি দেখার প্রয়োজন ছিল। সে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস-এর গ্রন্থাগারে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এজন্য কৃতজ্ঞতা জানাই।

দিল্লির ন্যাশনাল আর্কাইভস অফ ইন্ডিয়া-র ব্যক্তিগত সংগ্রহ বিভাগে নির্মলকুমার বসুর বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফাইল সংরক্ষিত হয়েছে, তা আমার জানা ছিল না। মাত্র কয়েকমাস আগে এই কাজ যখন অনেকটাই এগিয়েছে হঠাৎ সেগুলির সন্ধান পেয়ে খুব আনন্দ ও আগ্রহ বোধ করেছিলাম। ১৯৪৭-এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র সেখান থেকেও ব্যবহার করা গেল। যেগুলি (NKB PC, NA, ND) রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। আমার হাতে সময় বেশি ছিল না কিন্তু ন্যাশনাল আর্কাইভস কর্তৃপক্ষের মধ্যে যে সহানুভূতি

ও সহযোগিতার নিদর্শন দেখেছি তা আমাকে অভিভূত করেছে। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ গ্রন্থাগারে এদুটির অভাব বড়ো পীড়াদায়ক। ন্যাশনাল আর্কাইভস কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

দিল্লির গান্ধি সংগ্রহশালা এবং জওহরলাল নেহরু সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার সম্পর্কেও একই কথা বলব। ন্যাশনাল আর্কাইভস-এর মতোই এই দুই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে যাঁরা আছেন তাঁরা আমার কাজকে গুরুত্ব ও সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখেছেন। প্রয়োজনীয় তথ্য ও ছবি ব্যবহারে অনুমতি দিতে তাঁরা কেউই কার্পণ্য করেননি। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থে ব্যবহৃত আলোকচিত্রগুলির মধ্যে গান্ধি চিত্রের কয়েকটি নির্মলকুমার বসুর সংগ্রহে ছিল। বাকিগুলি ব্যবহার করতে পেরেছি গান্ধি সংগ্রহশালা, নতুন দিল্লির সৌজন্যে। হীরা উপজাতিদের ছবি দুটি প্রকাশ সম্ভব হল আমার কর্মস্থল অ্যানথ্রোপলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার সৌজন্যে। সেকথা আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করি। অনমিত্র সেনগুপ্তের সহায়তায় পাটনার পি এন অ্যাংলো সানসক্রিট উচ্চ বিদ্যালয়ের ছবিটি প্রকাশ করা সম্ভব হল। আলোকচিত্রী শ্রী দীপককুমারকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। অন্য ছবিগুলি আমার তোলা।

এই ডায়েরিতে যেসব স্থানের প্রতিষ্ঠানের বা ব্যক্তির উল্লেখ আছে সেগুলির পরিচয় সন্ধানে বাংলাদেশ বাদে আমি সব জায়গাতেই গেছি। শুধু পাটনাতে যেতে পারিনি। পাটনার তথ্য সংগ্রহে সহায় হয়েছেন শ্রী অনমিত্র সেনগুপ্ত। রাঁচিতে যখন গিয়েছিলাম আমার সেখানকার সহকর্মী শ্রী বাণেশ্বর ওঁরাও ছিলেন আমার পথপ্রদর্শক। বিভিন্ন অঞ্চলে ও ঠিকানায় আমার যাওয়া দরকার ছিল, তিনি আমার সঙ্গে থেকেছেন। রাঁচিতে সেই সন্ধানের দিনগুলি তাঁর সাহচর্যে আনন্দে কেটেছিল। ধুবড়ির কাজে সহায়তা পেয়েছি কল্যাণী দত্তের পরিবারের কাছ থেকে। মেদিনীপুরের তথ্য সংগ্রহে সাহায্য পেয়েছি তরুণ শিক্ষক শ্রী সোনার বাংলা গিরির কাছ থেকে। তাঁর অকুণ্ঠ উৎসাহী ও অনুসন্ধানী মন আমাকে মুগ্ধ করেছে। এই কাজের জন্য কাঁথি গিয়ে আমার বন্ধু শ্রী ব্যোমকেশ দাসের গৃহে সহৃদয় আতিথ্যলাভ করেছিলাম। প্রয়োজনীয় বিভিন্ন স্থানগুলিতে তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন, বেশ কিছু তথ্যও সংগ্রহ করে দিয়েছেন। জয়নগর-মজিলপুরে কালিদাস দত্ত-র পরিবারের সাহায্য আমার কাজ সহজ করে দিয়েছে। নদিয়ার সাহেবনগরে সঙ্গে ছিলেন বন্ধু শ্রী সম্পদনারায়ণ ধর। তাঁর আন্তরিকতা কাজের আনন্দকে দ্বিগুণিত করেছে। চেষ্টা সত্ত্বেও যেসব প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি সম্পর্কে আমার পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি সেসব স্থানে নীরব থাকতে বাধ্য হয়েছি। আর বিস্তারিত পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা থেকে বিরত থেকেছি সুবিখ্যাত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে।

আমার যে ক-খানি কাজ এ পর্যন্ত দু-মলাট বন্দি হওয়ার সুযোগ পেয়েছে তার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আমার দিদি শ্রীমতী প্রণতি মুখোপাধ্যায়ের। একাজেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কাজ শেষে হলে পরই তাঁর উৎকণ্ঠার অবসান হয়। তাঁর কল্যাণ কামনা আমার চির পাথেয় হয়ে থাকুক এই প্রার্থনা করি।

এই কাজ শুরু করা থেকেই বন্ধু শ্রী ইন্দ্রজিৎ চৌধুরীর আগ্রহ ও সহায়তা আমার চলার পথকে সুগম করেছে। ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিচিত্র দিকে নতুন পথ খোঁজায় তাঁর নিজের যেমন আগ্রহ তেমনি বহুকাজের ব্যস্ততা সত্ত্বেও বন্ধুদের কাজে সাহায্য করতে পারলে তিনি আনন্দ বোধ করেন। যখনই কোনও বাঁধায় ঠেকেছি পথ না পেয়ে হতাশ হয়েছি ইন্দ্র নিজের তাগিদেই সেই বাঁধা দূর করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই বন্ধুত্বের সজীব স্পর্শ যেন নিত্য অনুভব করে সঞ্জীবিত হতে পারি।

আমার আর এক বন্ধু শ্রী সুমিত মুখোপাধ্যায়। এই কাজে তাঁরও সহায়তা আমার পক্ষে বিশেষ মূল্যবান হয়েছে। এই গ্রন্থে যে কয়টি মানচিত্র ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলি তিনি মুদ্রণের জন্য ব্যবহার উপযোগী করে

দিয়েছেন। বালি সাধারণ গ্রন্থাগারের খাতায় নির্মলকুমার বসুর স্বাক্ষর সহ মন্তব্যের প্রতিলিপি তিনিই আমাকে সংগ্রহ করে দিয়েছেন। বালি সাধারণ গ্রন্থাগারের ছবিটিও তিনি দিয়েছেন। তাঁর নিজের সংগ্রহের বই দিয়েও আমায় সাহায্য করেছেন।

আরও অনেক মানুষের আন্তরিক সহযোগিতা আমি পেয়েছি তা যদি না পেতাম এই ডায়েরিতে উল্লেখিত অনেক ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের পরিচয় আমার পক্ষে দেওয়া অসম্ভব হত। শ্রীমতী সুনন্দা বসু, শ্রীমতী শুক্লা মিত্র, শ্রীমতী মনস্বিতা সান্যাল, শ্রী অশোক উপাধ্যায়, শ্রী অরণি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী অরুণকুমার সিং, শ্রী নবকুমার দুয়ারি, শ্রী পরিতোষ দত্ত, শ্রী হারাধন রক্ষিত, শ্রী গৌতম বসুমল্লিক, শ্রী আশিস হাজরা, শ্রী সুনন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, ডা. অসিত ভট্টাচার্য, শ্রীদেবাশিস চৌধুরী, শ্রীমতী গোপা বসুমল্লিক, শ্রীমতী সোমা বসু প্রমুখ অনেকের কাছে আমি ঋণী। সে কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি।

এই গ্রন্থ সম্পাদনার কাজে আমার সাফল্য ব্যর্থতা বিচার করবেন পাঠকরা। আমার দিক থেকে এটুকু বলতে পারি যে ফাঁকি দিইনি, যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি কাজটি সম্পূর্ণ করতে। এই কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষে পরোক্ষে যে সব সহকর্মী বন্ধুদের নাম জড়িয়ে রইল তাঁরা হলেন শ্রী অমিতাভ সরকার, শ্রী দুর্গাপদ বিশ্বাস, শ্রী প্রদ্যোতকুমার গুহ, শ্রী শ্রীদাম কুণ্ডু, শ্রী গৌতম বসু, শ্রীমতী মৃন্ময়ী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীমতী শকুন্তলা দে। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের সম্পর্ক তাঁদের সঙ্গে আমার নয়, তাঁদের সকলকে আমার প্রীতি ও শুভ কামনা জানাই।

গ্রন্থটির মুদ্রণ বিষয়ের দায় হাসিমুখে বহন করেছেন শ্রী রোমিও দে। প্রুফ সংশোধন কাজের সহায়তায় ছিলেন শ্রী গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁরা আমার কৃতজ্ঞতাভাজন।

পুনশ্চ-র কর্ণধার শ্রী সন্দীপ নায়ক গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব স্বীকার করে আমাকে নিশ্চিন্ত করেছেন। তিনিও আমার বন্ধু স্থানীয়, বেশ কিছুকালের পরিচয়ে তাঁর প্রতি বোধ করি একটি সহজ অধিকারের দাবি জন্মেছে। সুতরাং আনুষ্ঠানিক কৃতজ্ঞতা স্বীকারের পথে যাব না। তিনি আমার ভাবনা ও পরিকল্পনার শরিক, তাঁর রুচিবোধ ও সহমর্মিতা আমাকে মুগ্ধ করে।

দাঙ্গাদীর্ণ নোয়াখালিতে

ANUARY Wednesday 1 1947

Samvat—9 Pous (Sudi) 2003 : Fasalee—24 Pous 1354 — Hijri—7 Safar 1366

১৬ই পৌষ বুধবার, সন ১৩৫৩ সাল, নবমী রা. ঘ ১১-৩২

"New Year's Day"

1

শ্রীরামপুর— নোয়াখালি

1947

1

JANUARY

Wednesday

১৬ই পৌষ বুধবার, সন ১৩৫৩

৭৭।৶১৫

আজ এখানকার শেষ দিন। নৃপেনের মন খুব খারাপ। পিসীমারও তদ্রূপ। নৃপেন নিজের অংশ গান্ধীজীর নামে আশ্রম করে তার হাতে দিতে চায়। আমি বারবার নিষেধ করছি।

গান্ধীজীর দু-একটা জিনিষ ভাল লাগছে না। পরশুরাম ওঁর চরিত্রের একটা দিক নিয়ে কঠিন সমালোচনা করেছে। সরল সত্য যেমনভাবে তার মনে এসেছে তেমনি করেই বলেছে। ওকে আমার খুব ভাল লাগছে।

***

ভোর [...] মিনিট থেকে বসে বসে কাল গান্ধীজীর সঙ্গে যে সব কথা হয়েছে, সে সমস্তটা লিখে ফেললাম। তারপর অনেক চিঠির উত্তর দিতে বসলাম। গান্ধীজীর মনেও সারাদিন কালকের ব্যাপারটা ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধি শৈলেন চাটুয্যেকে বলেছেন, সাংবাদিকরা তাঁর পিছনে এখানকার ঘটনা নিয়ে গল্পগুজব করে এ সংবাদ তিনি পেয়েছেন। গান্ধীজী সাংবাদিকদের তিরস্কার করেছেন এই ব্যাপারটি আলোচনা এসে হিন্দু কাগজের প্রতিনিধি রঙ্গস্বামী বেচারি কেঁদে ফেললো।

প্রার্থনায় গান্ধীজী বললেন, যে প্রকৃত বন্ধু হয় সে বন্ধুকে দোষের কথা জানিয়ে মুক্ত হওয়ার দিকে সাহায্য করে। প্রার্থনা থেকে ফিরে তিনি শৈলেনবাবুর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললেন।

মুখে যা বলেছিল, পরশুরাম, চিঠিতে তাই পুরাপুরি লিখে দিয়েছে। কোনও অভিযোগ গোপন করেনি। নরম করে বলার চেষ্টা করেনি। অপরকে দেখানোর নিষেধ ছিল। কিন্তু গান্ধীজীকে না জানিয়ে সুশীলা নায়ার ওটা পড়েছেন। অন্যায় করা হয়েছে।

[...] কুকার, চলন্তিকা, কিছু কাগজপত্র, মাসিমপুরে তৈরি যাঁতি, কাটারি আজ কাজিরখিলে অরুণাংশুবাবুর মারফত পাঠিয়ে দিলাম। কাল খাদি প্রতিষ্ঠানের মারফত কলিকাতা চলে যাবে।

2
JANUARY
Thursday

চণ্ডীপুর, নোয়াখালি

1947

১৭ই পৌষ বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৩

৭৭/১৫

ভোরে তৈরি হয়ে নিলাম। পিঠে হাভারস্যাক, জলের পাত্র ও কুচো জিনিষের থলি সঙ্গে নিয়ে বিছানা ও কাপড়ের বাণ্ডিল কেবল গান্ধীজীর জিনিষপত্রের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলাম।

সঙ্গে চরিতামৃত ও একটি বাংলা গদ্যে গীতার অনুবাদ আছে, ভক্তিসূত্র তো আছেই।

মজুমদার বাড়ী পৌঁছতে ৯টা হ'ল। পরশুরাম জিনিষ-পত্র নিয়ে অনেক বেলায় পৌঁছাল।

বিকেলে গান্ধীজী চাঙ্গিরগাঁও-এ সুশীলা নায়ারের বাড়ী গেলেন। আমরা শ্রী অবনী মজুমদারের বাড়ীতে উঠেছি।
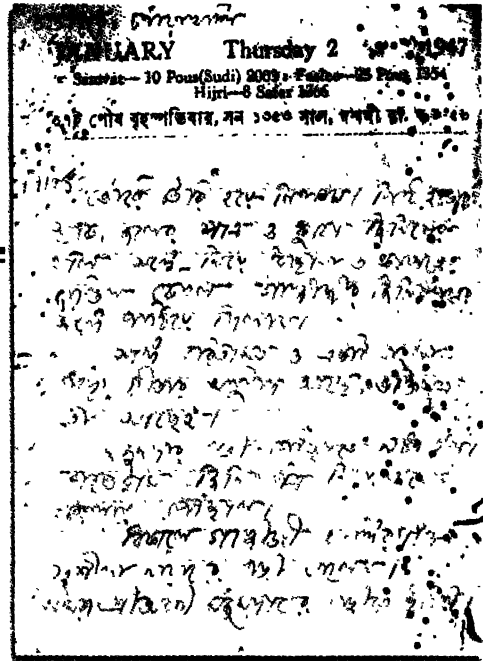
গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাত্রাপথে

মাল্য বন্ধনে

JANUARY Friday 3 1947

Hijri—9 Safar 1366
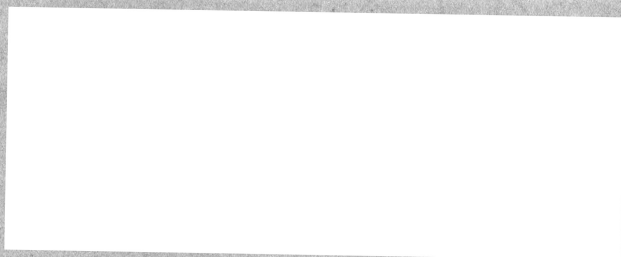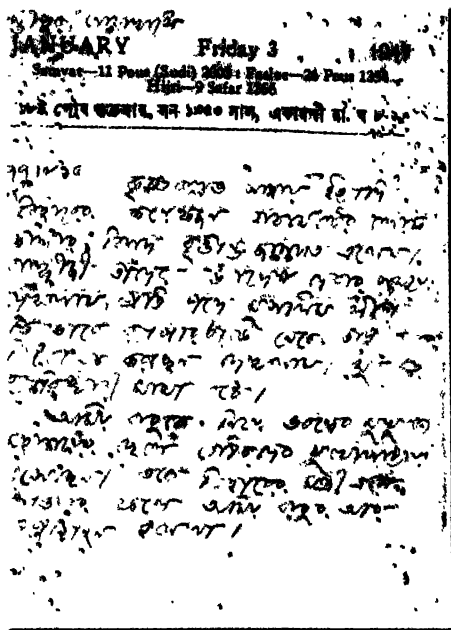
চণ্ডীপুর, নোয়াখালি

1947

3 JANUARY

Friday

১৮ই পৌষ শুক্রবার, সন ১৩৫৩

৭৭।৴১৫

কৃষ্ণবল্লভ সহায় ইত্যাদি বিহারের কয়েকজন গবর্মেন্টের লোক দাঙ্গার বিশদ বৃত্তান্ত জানাতে এলেন। গান্ধীজী তাঁদের উপদেশ দেবার সময়ে দেখলাম, প্রতি পদে মুসলিম লীগ কিভাবে ব্যাপারটাকে নেবে তাই বিবেচনা করছেন দেখলাম। খুব বড় ব্যারিষ্টারী মাথা বটে।

অমিয়বাবুকে নিয়ে ভবদেব মুখুয্যে মহাশয়ের ছেলে গৌরদেব মুখোপাধ্যায় এসেছেন। তবে বিহারের মন্ত্রী এসে যাওয়ার ফলে অমিয়বাবুর আর প্রয়োজন হ'ল না।

* * *

ভোরবেলা গান্ধীজী আমার সঙ্গে সুশীলা নায়ারের সঙ্গে যে কথা হয়েছিল সেই প্রসঙ্গ তুললেন। তাঁর ধারণা আমি সুশীলার অপরাধ গুরুতর বলে মনে করেছি। বিষয়টি পরিষ্কার করে বললাম। পিয়ারেলাল কাছে ছিলেন। কথা শেষ করে মনে হ'ল, চিঠির আকারে লিখে ফেলি। লিখে ফেলেছি, কাল দেবো।

দুপুরে অমিয় চক্রবর্তী, ভবদেব মুখুয্যে মশায়ের ছেলে গৌরদেব মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে করে এসেছিলেন। তা ছাড়া বিহারের মন্ত্রী কৃষ্ণবল্লভ সহায় [মিঃ টি. পি...] সিং ও মিঃ হোলটন নামে দুজন অফিসার এসে গান্ধীজীকে বিহার সম্পর্কিত সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করলেন। বিকালে ৩টের সময়ে মেয়েদের জন্য এক সভা হল। তাতে গান্ধীজী মেয়েদের নিজেকে সাহসী হতে হবে এই উপদেশই দিলেন। তাছাড়া অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে বললেন, মানুষে যেমন ঠাকুরকে নিবেদন করে প্রসাদ গ্রহণ করে, তেমনি করে প্রতিদিনের খাওয়া ও পান করার জল যেন আমরা একজন নমঃশূদ্রের হাতে ছোঁওয়া পেলে তবে খাই। যে পাপ আমরা করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত এমনি করেই করতে হবে। সন্ধ্যার প্রার্থনা তমালতলা রামকৃষ্ণ আশ্রমের পোড়া বাড়ীতে হোলো। ভারি শান্ত মনে প্রার্থনা সাঙ্গ হল।

4

চণ্ডীপুর, নোয়াখালি

1947

JANUARY
Saturday

১৯শে পৌষ শনিবার, সন ১৩৫৩

JANUARY Saturday 4 1947
Samvat—12 Pous (Sudi) 2003 Faslee—27 Pous 1354
Hijri—10 Safar 1366

৭৭।৴১৫

আজ বাজে কাজে দিনভর কোনো কাজ করতে পারিনি। তাই বড় অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছি। পরশুরাম ছেলেটি ছেলেমানুষ হলেও অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ, সাহসী। নিজের শরীর খুব লম্বা চৌড়া নয় বলে মনে বড় গ্লানি আছে। তাই দুরন্ত সাহসের কাজ করে ফেলে। পাছে সে ভীতু এই কথা মনের কাছেও প্রকাশ হয়ে পড়ে এই ভয়ে। গান্ধীজীর কাছে যে বিষয় নিয়ে সে বলেছে, ঠক্কর বাপা, মশরুওয়ালা জেনেও বলেন না শুনছি।

***
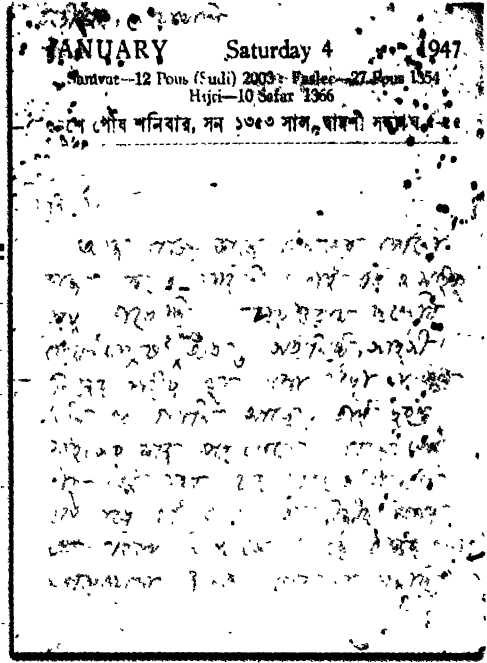
আজ সকাল থেকে বহু কাজ জমে গেছে। কিছু কিছু কাজ করছি। কিন্তু গ্রামের লোক বা [...]

বিহারের কৃষ্ণবল্লভ সহায়, মিঃ টি. পি. সিং চারজন কর্মচারী এখানেই খেলেন। তারপর ৩।।. টের সময় চণ্ডীপুর, চাঙ্গির গাঁও গ্রামসেবা সংঘের [...]

গান্ধীজী এক বক্তৃতা করলেন। প্রার্থনা [...] হাটে হল।

পরশুরাম চলে যাবে স্থির করেছে। তার কাজে আর কোনরকমেই মন বসছে না। আমাকেও আরও চেপে কাজ করতে হচ্ছে, উপায় নাই। অথচ ঘুম যা পেয়েছে বলতে পারি না। যাই হোক ভোরে উঠেই লেখার কাজ করতে হবে।

JANUARY Sunday 5 1947

Samvar—13 Pous (Sudi) 2003 : Faslee—28 Pous 1354

Hijri—11 Safar 1366
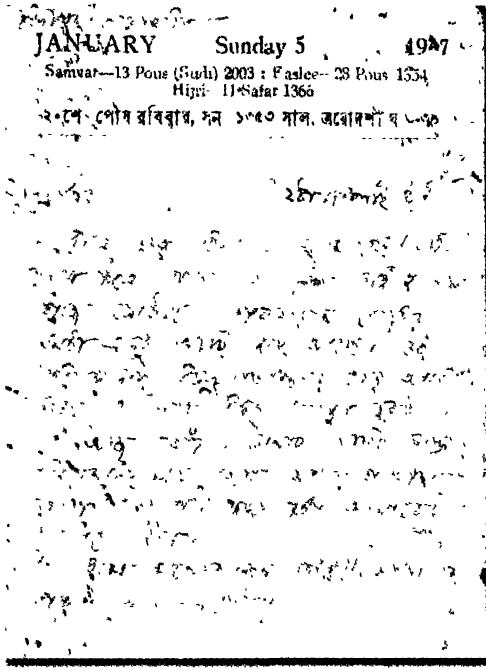
চণ্ডীপুর, নোয়াখালি

1947

5

JANUARY

Sunday

২০শে পৌষ রবিবার, সন ১৩৫৩

৭৭।৶১৫ ২টা দেশলাই ৶০

রাত্রে শুধু তিনঘণ্টা ঘুমি ছি। বাকি লেখাপত্রে গেছে। সারাদিন তাই হালকা কাজে কেটেছে। পরশুরাম বেচারির মনটা একটু ভারি হয়ে আছে। ওর কলকাতায় কিছু পড়াশুনার ইচ্ছা আছে। কানুকে লিখে কিছু ব্যবস্থা করব।

আজ তাঁতি, কামার, মালি, ডাক্তার, কবিরাজদের এক ছোট সভায় গান্ধীজী অল্প বললেন। কথাবার্তা আমাকেই চালাতে হ'ল।

রাত্রে মনোরঞ্জন চৌধুরী, সতীশবাবু প্রভৃতি অনেকে এলেন।

* * *

কাল রাত ১১ টায় শুয়ে রাত ২টায় উঠে কাজে বসলাম। ২, ৩ আর ৪ তারিখের ডায়েরি বের করে দুপুরে গ্রামসেবা সংঘের মিটিঙের আর প্রার্থনাসভার বক্তৃতা সব পেন্সিলে লিখে ফেললাম। সকালে পরশুরাম সমস্ত খুব তাড়াতাড়ি টাইপ করে ফেললে। চিঠিপত্রের কাজ বহু সেরে ফেলেছি। সামান্য দু একখানা বাকি আছে। [...] তাঁতি, কামার, মালি, ডাক্তার কবিরাজদের সভা হয় তাতে গান্ধীজী অল্প বললেন। কারিগরদের সঙ্গে কথাবার্তা আমাকেই চালাতে হয়। বিকালে চাঙ্গির গাঁও। আমরা প্রার্থনা সভায় গেলাম।

পরশুরাম চলে যাবে বলে ঠিক হয়ে গেছে, তাই বই এর ফর্দ তৈরি করে ফেলেছে। বেচারি ক-দিন ধরে কাজকর্ম কিছুই করতে পারছে না। গান্ধীজীকে আজ বলেছে যে আপনি মেয়েদের বিছানায় শুতে আর দেবেন না এরকম প্রতিজ্ঞাই করেছিলেন। তবে ভঙ্গ করলেন কেন। উনি প্রশ্ন এড়িয়ে অন্য কথা পাড়েন। এটা ঠিক না।

চণ্ডীপুর, নোয়াখালি

6

JANUARY

Monday

২১শে পৌষ সোমবার, সন ১৩৫৩

1947

৭৭৶০১৫

আজ কাজ হালকা রেখেছি। গান্ধীজীর মৌন বলে দেখা সাক্ষাৎ নাই।

নারিকেল তেল তৈরি দেখলুম। নারিকেল কোরা গরম জলে চটকে ৫ /১০ মিনিট ফুটিয়ে জলটা ছেঁকে জ্বাল দিতে হয়। জল মরে গেলে তেল থেকে যায়। নীচে খাঁকরির মত একটা জিনিষ পড়ে থাকে। নারিকেলটাকে বেটে করলে খাঁকরির পরিমাণও বেশি হয়। তেল আজ ভাতে মেখে খেলাম, চমৎকার গন্ধ।

***
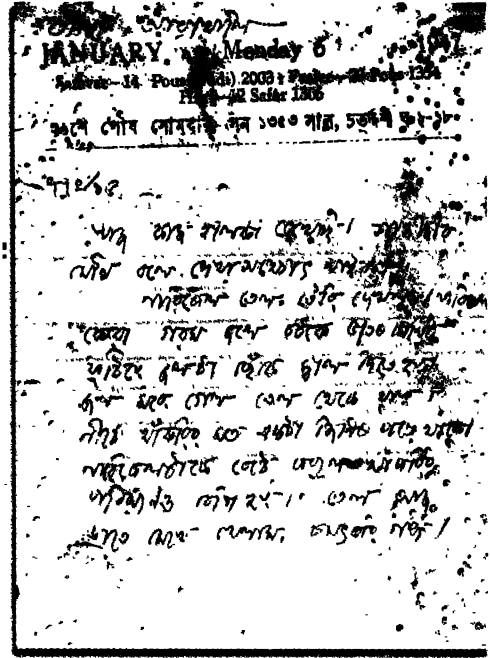
গান্ধীজীর মৌন চলেছে। আজ কাজকর্ম হালকাভাবে করছি। নানালোকের ভিড়ে কাজের গোলমাল হয়ে যায়। যারা আসে তারা শুধু চান শোনাতে, কেউ অসুখ হয়েছে বলে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে এসেছে। এ ধরণের ভক্তি আমার ভাল লাগছে না।

[...] ঠিক এমনভাবে হয় বলে মনে হয় না, কারণ স্থায়ী জীবন বন্ধন এবং সহ [...] এই দ্রুতভাবে তো হয় না। পথে যেতে যেতে এ যেন বীজ ছড়ানোর মত। প্রতি জায়গায় [...] যদি চারাগাছের পরিচর্যা করে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে না পারেন তবে শুধু বীজ ছড়িয়ে কাজ হয় না। আর বীজের ব্যাপারেও দেখছি economic দৃষ্টি কম সেও যেন কমজোর বস্তু বলে মনে হচ্ছে।

মুসলমানদের উপর ওঁর কথা বা বক্তৃতার প্রভাব শুধু উপরের স্তরেই হতে পারে। দ্রুত গভীর স্তরে প্রভাব বিস্তারে লক্ষণ এখন পর্যন্ত দেখছি না তো। [...] চলুক।
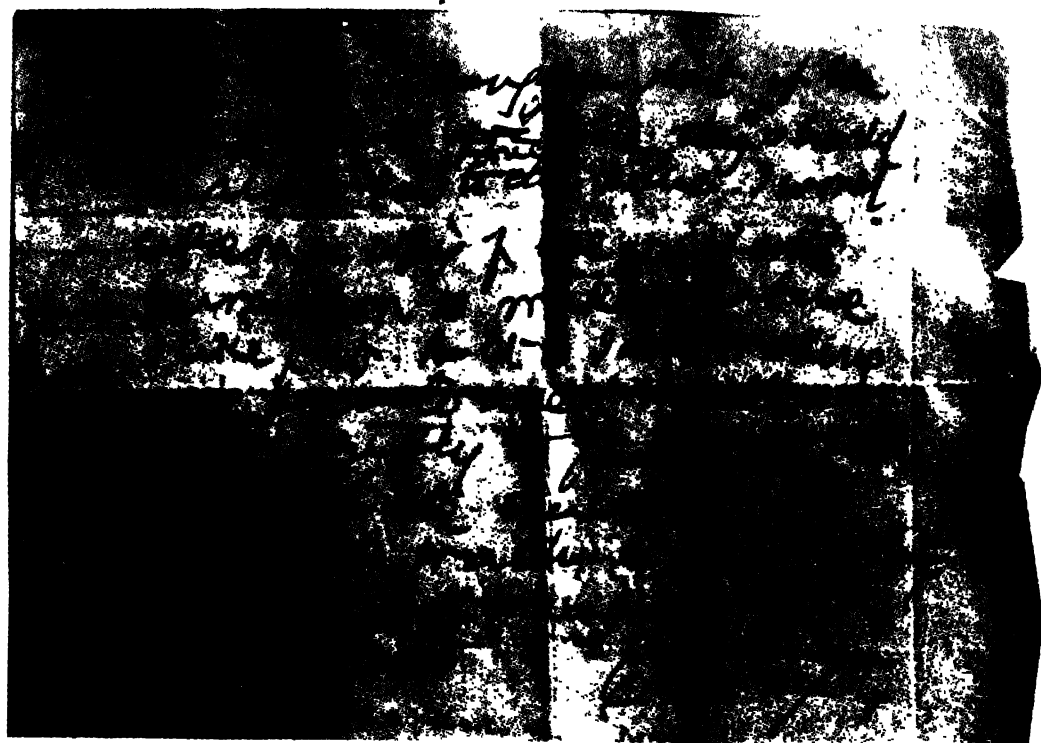
মৌনদিনে নির্দেশ

সাংবাদিক বৈঠক

JANUARY Tuesday 7 1947
Samvat—15 Pous (Sudi) 2003 ; Faslee—30 Pous 1354
Hijri—13 Safar 1366

মাসিমপুর, নোয়াখালি

1947

7
JANUARY
Tuesday

২২শে পৌষ মঙ্গলবার, সন ১৩৫৩

৭৭৬৩১৫

আজ গ্রাম থেকে গ্রামান্তরের যাত্রা ঠিক শুরু হ'ল। খাটুনিতে, কাজের আনন্দে ভাল লাগছে। চলার পথে বড্ড লোক হয়। খানিকটা ঐশ্বর্য দেখার ভাব। মহাপ্রভুর সেই 'বাদিয়ার বাজি'র কথা মনে হচ্ছে। যে সব বাড়ীতে বা বাড়ীর পাশ দিয়ে গান্ধীজী চলেছেন, মেয়েরা উলুধ্বনি দিতে লাগলেন। পুরুষেরা হাত যোড় করে প্রণামও করলেন।

এখানে এসে চিঠিপত্র অনেক শেষ করে ফেলেছি। আজকের কাজ কিছু বাকি রয়েছে। কেননা কালকের ডায়েরি লেখা হয়নি।

[পরশুরাম আজ ঠিক যাবার সময়ে আর দেখা করল না। অদৃশ্য হয়ে রইল। বিষয়টা আমার ভাল লাগলো না।]

***

সাড়ে সাতটায় বেরিয়ে শ্রীযুক্ত দুর্গা [...] এম-ই স্কুলের হেড মাস্টার মশায়ের বাড়ী [...] জিনিষপত্র কিছু এবং পরশুরাম পিয়ারেলাল [...] আমার হ্যাভারস্যাক পাশে হালকা [...] শান্তিনিকেতনের তৈরি তালপাতার টুপি [...] গান্ধীজীর পায়ের নীচে ফোটে [...] শুধু পায়ে বুড়ো আঙুলে ন্যাকড়া [...] ওঁর আপিসের জিনিষপত্র যা [...] সব একটা ট্রাঙ্কে ভরে নিয়ে চলেছে [...]

bag এর ভিতরে কাপড় জামা গামছা নিয়ে একটা হয়েছে, মোট তিনটে। পৌঁছেই কালকের শোনা বক্তৃতার ইংরেজী অনুবাদ শুদ্ধ করে লিখে ফেললাম। দুপুরে অর্থাৎ তিনটের পর মাসিমপুর বরোয়া গ্রামসেবা সঙ্ঘের মিটিং হ'ল। তাতে অল্প স্বল্প প্রশ্ন ছিল, তার জবাবও দিলেন। বিকালের প্রার্থনায় মুসলমানেরা অনেকে রামধুনের সময়ে উঠে গেলো। গান্ধীজী সেইটিকে উপলক্ষ্য করে বক্তৃতা দিলেন।

সুশীলা বেন এসে গান্ধীজীকে আমার লেখা সেই চিঠির বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন। দোষ গান্ধীজীকে দিয়েছি, এতে ওঁর পছন্দ হচ্ছে না। উনি মনে করেন দোষ তাহলে ওঁরই উপর পড়লো। গান্ধীজীর কাজ করতে গেলেই কি তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপারে জড়িয়ে থাকতে হবে? এ বড় খারাপ রীতি।

ফতেপুর — নোয়াখালি

8
1947

JANUARY
Wednesday

২৩শে পৌষ বুধবার, সন ১৩৫৩

৭৭৬/১৫

এখানে একটা স্কুলে থাকার বন্দোবস্ত হয়েছে। খাওয়া দুবেলাই শিখেদের লঙ্গরখানায় হয়েছে।

প্রার্থনা সভায় মুসলমানের বেশ ভালভাবেই ছিলেন এবং বক্তৃতাও শুনলেন।

বঙ্কিম Reynold's এর ৪৫৲ দামের একটা নতুন ধরনের ink-pencil কিনে পাঠিয়েছে। জ্যোতি সেনগুপ্ত পাওয়া মাত্র ৪৫৲ দিয়ে ওটাকে কিনে নিলেন। আমার কাছে তো পণ্ডিতজীর দেওয়া কলম রয়েছেই।

এখানে কাজকর্মের ব্যবস্থা সম্পর্কে শিখদের সঙ্গে খাদি প্রতিষ্ঠানের একটা বিরোধ ঘনিয়ে আসছে।

* * *
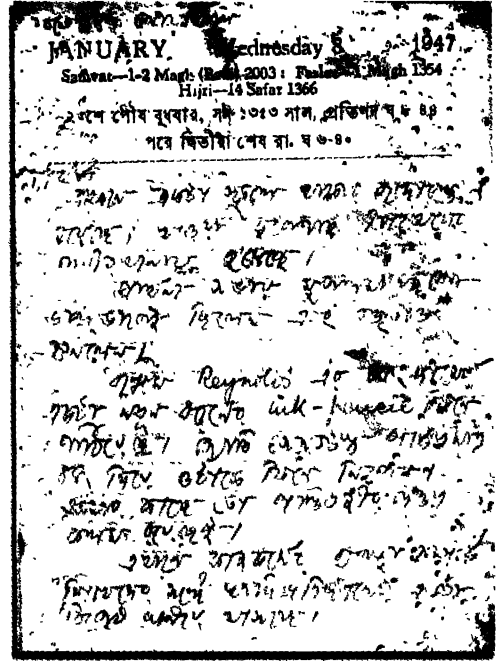
৭৷৹ টায় বেরিয়ে ফতেপুর পৌঁছতে ৮-৪০ আন্দাজ হ'ল। মুসলমানদের গ্রাম। একটি মসজিদের পাশে স্কুলে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।। [...] বিঘ্ন নাই বললেই ভাল হয়। সারাদিন লোকজন কেবল উঁকি মেরে দেখতেই এসেছে, বিকালে এক মৌলবি আবদুর রজাক [...] সঙ্গে বিহার নিয়ে একটু তর্ক করে [...] সৌরেনকে জানিয়ে দিয়েছেন মসজিদের পাশে প্রার্থনায় বাজনা বাজানো চলতে [...] সুর করে বা হাততালি দিয়ে রামনাম করায় দুএকজনের আপত্তি থাকলেও সকলের নাই। খাদি প্রতিষ্ঠানের কেউ সারাদিন আসেন নি। একেবারে প্রার্থনার শেষ দিকে এলেন। তখন তো আবার গান্ধীজী বেড়াতে বেরিয়ে গেছেন। ঐ বেড়ানোয় গান্ধীজীর কষ্ট হল। একে শুধু পা, তার উপর আধমাইলের জায়গায় পথ ডবলের বেশি বলে শেষ পর্যন্ত প্রমাণ হল। সন্ধ্যার দিকে কিছু কিছু লোক বাজে কাজে শুধু দর্শন করার অভিপ্রায়ে এসেছিলেন।

একটি শিবিরের সামনে

ধ্বংসের নমুনা

JANUARY Thursday 9 1947

Samvat—3 Magh (Badi) 2003 : Fasler—2 Magh 1354

Hijri—15 Safar 1366

২৪শে পৌষ বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৩ সাল,
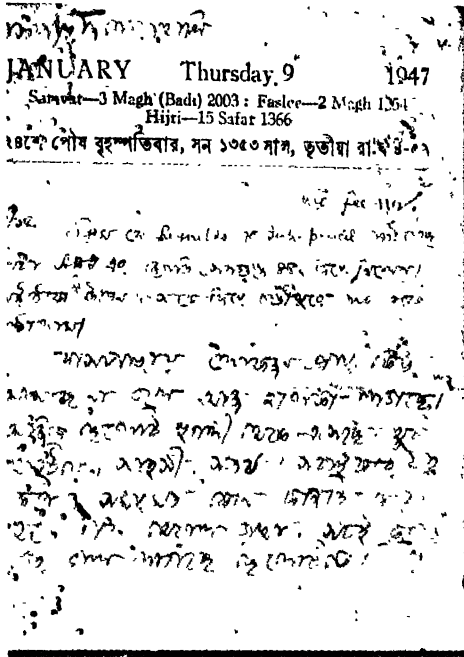
দাসপাড়া, নোয়াখালি

1947

9 JANUARY

Thursday

২৪শে পৌষ বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৩

৭৭৶১৫

m.o.fee ।৵০

বঙ্কিম যে Reynold's এর Ink-pencil পাঠিয়েছে সেটি API এর জ্যোতি সেনগুপ্ত ৪৫৲ দিয়ে নিলেন। সেই টাকা উপেন দাসকে দিয়ে চণ্ডীপুরে m.o করতে পাঠালাম।

দাসপাড়ায় লোকজন প্রায় কেউ আসছে না বলে আজ হালকা লাগছে। অজিত ছেলেটি হুগলী থেকে এসেছে। খুব খাটিয়ে। সাহসী, সতর্ক। সবাইকার যত্ন করা। সময়মত কোন কাজটি করতে হবে তার খেয়াল রাখা, সবই করছে। বড় ভাল লাগছে ছেলেটিকে।

10

JANUARY

Friday

জগতপুর, নোয়াখালি

1947

২৫শে পৌষ শুক্রবার, সন ১৩৫৩

৭৬ ।/০ ১৫

JANUARY Friday 10 1947

Samvat—1 Magh (Badi) 2003 : Fasli—3 Magh 1354

Hijri—16 Safar 13..

জগতপুরে পোড়ানো, লুঠ ধর্মান্তর চূড়ান্ত হয়েছে। কিছু নারী ধর্ষণও হয়েছিল। তেমনি একটি মেয়ে লাবণ্য নাম, এসেছিল। তার কাহিনী সব লিখলাম।

আজ কদিন নারিকেল তেল ও অত্যধিক নারিকেলের খাবার খেয়ে পেটটা গোলমাল হয়েছে। এতদিনে এই প্রথম হ'ল। টিবেটিন খেয়ে ভাল আছি। সারাদিন ডাব ও সন্ধ্যায় ২।১টা কমলালেবু খেয়ে আছি।

সতীশবাবু বড় ম্যাপ নিয়ে এসেছিলেন।

লাবণ্যকে এক বছর থেকে মণীন্দ্রচন্দ্র দে (রাধাচরণ দের বাড়ী) বিয়ে করতে চায়। তার অনিচ্ছা নাই। গ্রাম জগৎপুর, পোঃ লামচর। ওর কুমিল্লা আশ্রমে থাকার কোন ইচ্ছা নাই। বাড়ীতে থাকতে সাহসও হয়।

***
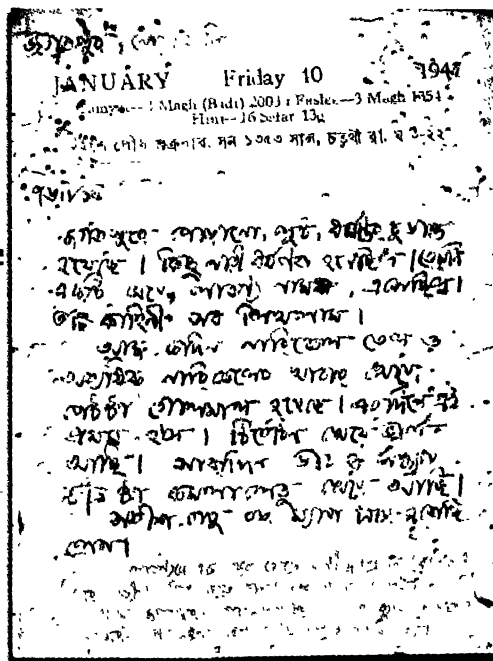
[...] বেরিয়ে ৫০ মিনিটে দাসপাড়া পৌঁছলাম বাড়ীটি যোগেন্দ্রনাথ [...] বলে পরিচিত। পথে চঁন্দ্রমোহন [...] সব পুড়ে গেছে। কয়েকজন খুন [...] হার্টফেল করে মারা যায়। তার [...] মৃতদেহ দাহ না করিয়ে কবর [...] কবর খুঁড়ে শেয়ালে ঢোকবার [...] গর্তের ভিতরে খুলি দেখা যাচ্ছে। [...] আমরাও দেখলাম। চঁন্দ্র [...] গান্ধীজীর কাছে তিনটের সময় দেখা [...] হাতে স্বামীর একখানা লম্বা femeur ভাঙা। খানিক পোড়া।

আমার বড় অদ্ভুত মনে হ'ল। গান্ধীজী মেয়েদের জবানবন্দী নিতে বললেন। প্রার্থনায় অনুবাদ অরুণ দাসগুপ্ত করলেন। আমি লাবণ্য বলে একটি মেয়ের জবানবন্দী নিলাম। আর একজনের নিলাম কিন্তু লিখিনি। এই প্রথম এরকম rape এর দৃষ্টান্ত সযত্নে সমস্ত জিজ্ঞাসাবাদ করে পেলাম।

JANUARY Saturday 11 1947
Samvat—5 Magh (Badi) 2003 : Faslee—4 Magh 1354
Hijri—17 Safar 1366

লামচর, নোয়াখালি

1947

11
JANUARY
Saturday
২৬শে পৌষ শনিবার, সন ১৩৫৩

৭৬৷৷/• ১৫

লামচরে যথেষ্ট পোড়ানো বাড়ী রয়েছে। গ্রামে ১১টি খুন হয়েছে। কয়েকটি গলিত মৃতদেহ আজ উদ্ধার করে আনা হয়েছে।

পেটটা ভাল রয়েছে কিন্তু সারেনি। অরুণ দাসগুপ্ত একটা ওযুধ পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাই ৪ দাগ আধঘণ্টা অন্তর অন্তর খেলাম। অত্যধিক নারিকেল তেল খেয়েই হয়েছে। সারাদিন ডাবও কমলা লেবু খেয়ে কাটালাম। রাত্রে ভাত ও নিরামিষ ঝোল খেয়েছি।

লামচর ধনী ও মধ্যবিত্ত চাকরিজীবী হিন্দুর বাড়ী, তাঁরা বাহিরেই থাকেন। মুসলমানদের দেখা বিশেষ পাওয়া গেল না। হিন্দু ভদ্রলোকের সঙ্গেই দেখা বেশি হ'ল। মনোরঞ্জন বাবুর ভাই নিরঞ্জন Scottish এ আমাদের সহপাঠী,[Jomery] থাকতেন। নীহার তো দিল্লীতে, শীঘ্রই দু-বছরের জন্য চীনযাত্রা করবে।

* * *

ভোরে লাবণ্যপ্রভা মজুমদার, তার মা ও ভাই এর সঙ্গে আবার দেখা করতে গেলাম। আরও দু-একটা কথা বলল। ওদের বাড়ী সব পোড়া। যে জায়গায় ওর একজন ভাই বিলাস এবং সতাতো ভাইকে খুন করে পোড়ায় সেখান থেকে কিছু পোড়া হাড় তুলে নিলাম। ফিরে এসে দেখলাম গান্ধীজী কয়েক মিনিট আগে রওনা হয়ে গেছেন। তাঁকে অর্দ্ধেক পথে ধরে ফেললাম। লামচরে মনোরঞ্জন চৌধুরীর বাড়ী একেবারে রাজসিক ব্যাপার। সাবধানের জন্য ডাব কমলালেবুর রস খেয়ে রয়েছি, রাত্রে শুকতো অল্প দিয়ে ভাত খেলাম। একটি ইস্কুলের সামনে প্রার্থনা হ'ল। সেখানে ৪টি মৃতদেহ ও আরও নাকি [...] টি মৃতদেহের গলিত অংশ, হাড় ইত্যাদি সব এনে জমা হয়েছিল। একটি শাড়ী ব্লাউজ এর ছিট বোঝা গেল। আর সব পচে এমনভাবে গলেছে যে আর কিছু চেনা যায় না। মনোরঞ্জন বাবুর অনুমান যে করপাড়ার নমিতা হয়ত এর মধ্যে আছে। কারণ তাকে মেরে ফেলা হয়েছে এরকম সংবাদ নাকি তিনি শুনেছেন। প্রার্থনাসভা থেকে বেরিয়ে তিনি চৌধুরী বাড়ীতে আশ্রয়প্রার্থীদের ক্যাম্প ও আরও কয়েকটি বিধ্বস্ত বাড়ী দেখে ফিরলেন।

12

JANUARY

Sunday

২৭ শে পৌষ রবিবার, সন ১৩৫৩

করপাড়া, নোয়াখালি

1947

JANUARY Sunday 12 1947

Samvat—6 Magh (Badi) 2003 : Fasli—5 Magh 1354

Hijri—18 Safar 1366

পৌষ রবিবার, সন ১৩৫৩ সাল

৭৬॥/•১৫ পোস্টকার্ড ২

ভোরে উঠেই লামচরে জগন্নাথ তলাপাত্রের শ্বশুরবাড়ী রজনীবাবুর বাড়ী দেখে এলাম। জ্বলিয়ে পুড়িয়ে নষ্ট করে দিয়েছে। পরিমলবাবু (জ্যোতির দাদা) এখন লক্ষ্মীপুরে থাকেন। এখানে কেউ নাই।

সকালে পাকা বেল খেলাম। শরীরটা সারাদিন ভাল আছে। ডাব কয়েকবার খেয়েছি। তা ছাড়া সাধারণ খাবারই খেলাম।

আজ করপাড়ার ঁরাজেন রায়ের বাড়ীতে ধ্বংসলীলা কিরকম হয়েছিল দেখে মনটা খরাপ হয়ে গেল। Leica তে অনেক ছবি নিলাম।

* * *

আজ সকালে লামচর থেকে করপাড়া এসে পৌঁছলাম। সুশীলা পাই এখানে কাজ করছেন। বন্দোবস্ত ভাল। পাশেই ঁরাজেন রায়দের বাড়ী দেখতে গেলাম। এখানে যেমন বিধ্বস্ত অবস্থা গোড়ায় হয়েছে তাই আছে। জঘন্য অবস্থা হয়ে রয়েছে। আনন্দবাজারের Leica নিয়ে অনেক ছবি তুললাম।

[...] কয়েকটি সভা ছিল, অরুণ দাসগুপ্ত এসেছিলেন। তাঁকে দিয়েই কাজ চালিয়ে নিলাম। সাধারণ সভাতে আমি অনুবাদ করে দিলাম। গান্ধীজী তারপর কয়েকটি ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ী দেখতে গেলেন।

সভার সংখ্যা বেশি হলেও কাজের ভিড় এখানে কম বলতে হবে। প্রার্থনার সময়তেই গান্ধীজী খানিকটা পর্যন্ত প্রার্থনার রিপোর্ট নিজেই লিখে ফেললেন।

করপাড়াতে যেসব জায়গায় খুন হয়েছে তার একটিতে এখনও হাড় পড়ে আছে। বাকি সব মুসলমানেরা দাঙ্গার পরেই সরিয়ে ফেলেছে। সমস্ত কাণ্ডটা যে কি বিশ্রী হয়েছিল বুঝতে পারছি।

JANUARY Monday 13 1947
Samvat—7 Magh (Badi) 2003 : Faslee—6 Magh 1354
Hijri—19 Safar 1366
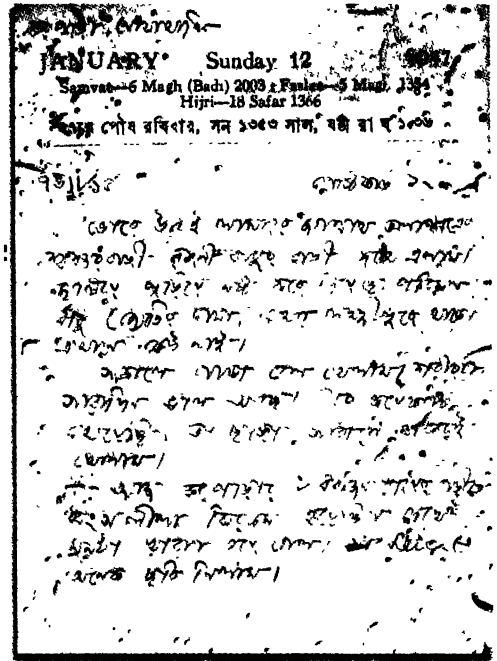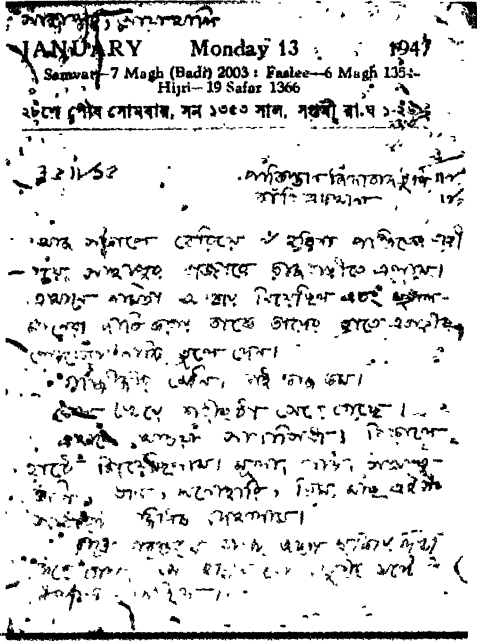
সাহাপুর, নোয়াখালি

1947

13
JANUARY
Monday
২৮শে পৌষ সোমবার, সন ১৩৫৩

৭৫৷৵৹১৫ পাকিস্তান জিন্দাবাদ টুপি ই পি ৷৵
কাঁচি একখানা ৷৵

আজ সকালে বেরিয়ে হরিশ পণ্ডিতের বাড়ী হয়ে সাহাপুর বাজারে রাজবাড়ীতে এলাম। এখানে নমিতা আশ্রয় নিয়েছিল এবং মুসলমানেরা দাবি করায় তাকে তাদের হাতে এ বাড়ীর লোকেরা নাকি তুলে দেন।

গান্ধীজীর মৌন, তাই কাজ কম।

বেল খেয়ে শরীরটা সেরে গেছে।

এখানে খাওয়া সাদাসিধা। বিকালে হাটে গিয়েছিলাম। মূলা, লাউ, সামান্য কপি, ধনে, মনোহারি, ডিম, মাছ এইসব সাধারণ জিনিষ দেখলাম।

রাত্রে পরশুরাম যাবার আগে লুকিয়ে দেখা করে গেল। সে হারাণ ঘোষ চৌধুরীর সঙ্গে Jeep এ এসেছিল।

সকালে হরিশ পণ্ডিতের বাড়ী হয়ে আমরা এখানে পৌঁছলাম। তিনি গোলাম সারোয়ারের শিক্ষক ছিলেন তবুও তাঁকে ও তাঁর ছেলেকে [...] টাকা লীগের চাঁদা বাবদ আদায় করার পরেও হত্যা করা হয়। সাহাপুর বাজার থেকেই লুটতরাজ আরম্ভ হয়। আমরা রাজবাড়ী নামে এক বাড়ীতে উঠেছি। করপাড়ার নমিতা নাকি এই বাড়ীতে পালিয়ে লুকিয়ে ছিল, পরে মুসলমানেরা তাকে নিতে এলে এ বাড়ীর লোকেরা তাকে সমর্পণ করে। যে বিধবা মেয়েমানুষটি এই কাজ করেছিলেন তাঁর সঙ্গে কথা হ'ল। তিনি বললেন যে রোগের যন্ত্রণায় তিনি কাতর হয়েছিলেন। কত লোক এসেছিল সে সবের তিনি কোনই খবর রাখেন [...]।

বিকালে সুচেতা কৃপালানি, বীণা দাশ প্রভৃতি কয়েকজন এসেছিলেন।

সতীশবাবু সর্দার জীবন সিংহের লোকজনের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ করেছেন, সেগুলি গান্ধীজীর ইচ্ছানুসারে তাঁকে শোনালাম। পরে নিরঞ্জন সিং গিলের সঙ্গে তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করবেন বললেন।

সভী বীণা দাশের মারফত ইসলাম ও লীগ সম্বন্ধে বহু বই পাঠিয়েছে। সুচেতা কৃপালানির কেন্দ্রের জন্য দিলেন।

14
JANUARY
Tuesday
২৯শে পৌষ মঙ্গলবার, সন ১৩৫৩

ভাটিয়ালপুর, নোয়াখালি

1947

JANUARY Tuesday 14
Samvat—8 Magh (Badi) 2003 : Faslee—7 Magh 1354
Hijri—20 Safar 1366

৭৪॥/•১৫ খাম পোষ্টকার্ড ২

বেলপোড়া করে আজ খেলাম, শরীরটা সেজন্য চমৎকার আছে। আজ যে বাড়ীতে রয়েছি, সেটি নাথেদের বাড়ী, তাঁদের সমাধি দেওয়ার রীতি এখনও চলতি আছে। পদ্মাসনে শবকে সমাধি দেন। এঁদের এখানে আজ জ্বাল দিয়ে নারিকেলের তেল তৈরি হ'ল দেখলাম। চমৎকার সুগন্ধ তেল, নীচে খাঁকরি বেশ মিষ্টি খেতে লাগে।

আজ সারাদিন মুলাকাৎ ও লেখার কাজ নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। আজ মাসিমপুরের কামারেরা আমার জন্য চমৎকার একটা বড় ছুরি করে দিয়েছে। হাতের উপর চালালে লোম প্রায় খুরের মত কেটে যায়।

জহরলালজীর দেওয়া কলমটা হঠাৎ বিগড়ে গেছে বলে জিতেনদার (দত্ত) হাতে মেরামতের জন্য কলিকাতা পাঠালাম।

***

সকালে সাহাপুর থেকে বেরিয়ে ভাটিয়ালপুরে [...] বাড়ীতে পৌছলাম। চমৎকার উঠানের চারদিকে খানকয়েক বাড়ী, বেশ ভাল বন্দোবস্ত হয়েছে। সকালে মুসলিম লীগের যুবকের সঙ্গে অনেকখন তর্কই হ'ল। ছেলেটি নাকি পরে বলেছে, নৃপেন রাজা শুনেছেন, যে আমরা তো চাই সারা পৃথিবী ইসলামে ভরে যাক।

গান্ধীজীর বক্তৃতা বেশ দীর্ঘ ও ভাল হয়েছে। তাড়াতাড়ি অনুবাদে বেশ কিছু দরকারী কথা ছেড়ে গিয়েছিল। কাল থেকে বাংলায় নোট নেবার সময় দরকারি জায়গাগুলিতে নীচে দাগ দিয়ে যাবো।

এখানকার ঠাকুরঘর নষ্ট করে সবাইকে মুসলমান করেছিল। আজ প্রার্থনার পর উঠানে ঠাকুরঘরে গান্ধীজী একটি বাঁধান ছাপা রাধাকৃষ্ণের ছবি বসিয়ে দিলেন। অর্থাৎ নূতন করে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করে দিলেন। শাঁখ ঘন্টা বাজিয়ে তিনমাস পরে আবার পূজা আরম্ভ হ'ল।

গান্ধীজীর মেজাজ তিরিক্ষে দেখছি। সুশীলা নায়ার থাকলেই যেন এ অবস্থাটা বেশি করে দেখতে পাই।
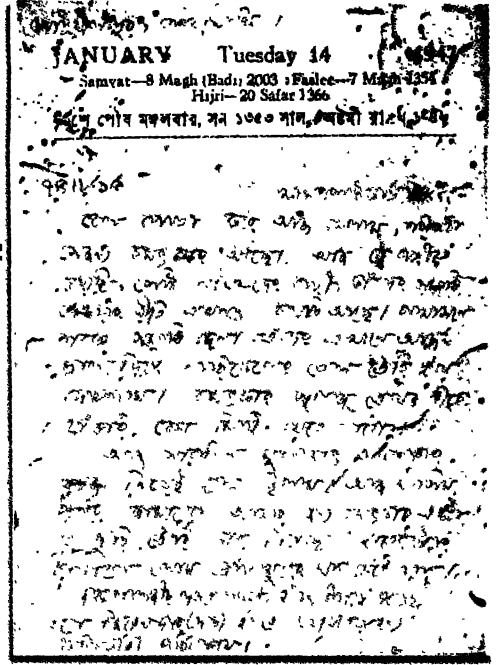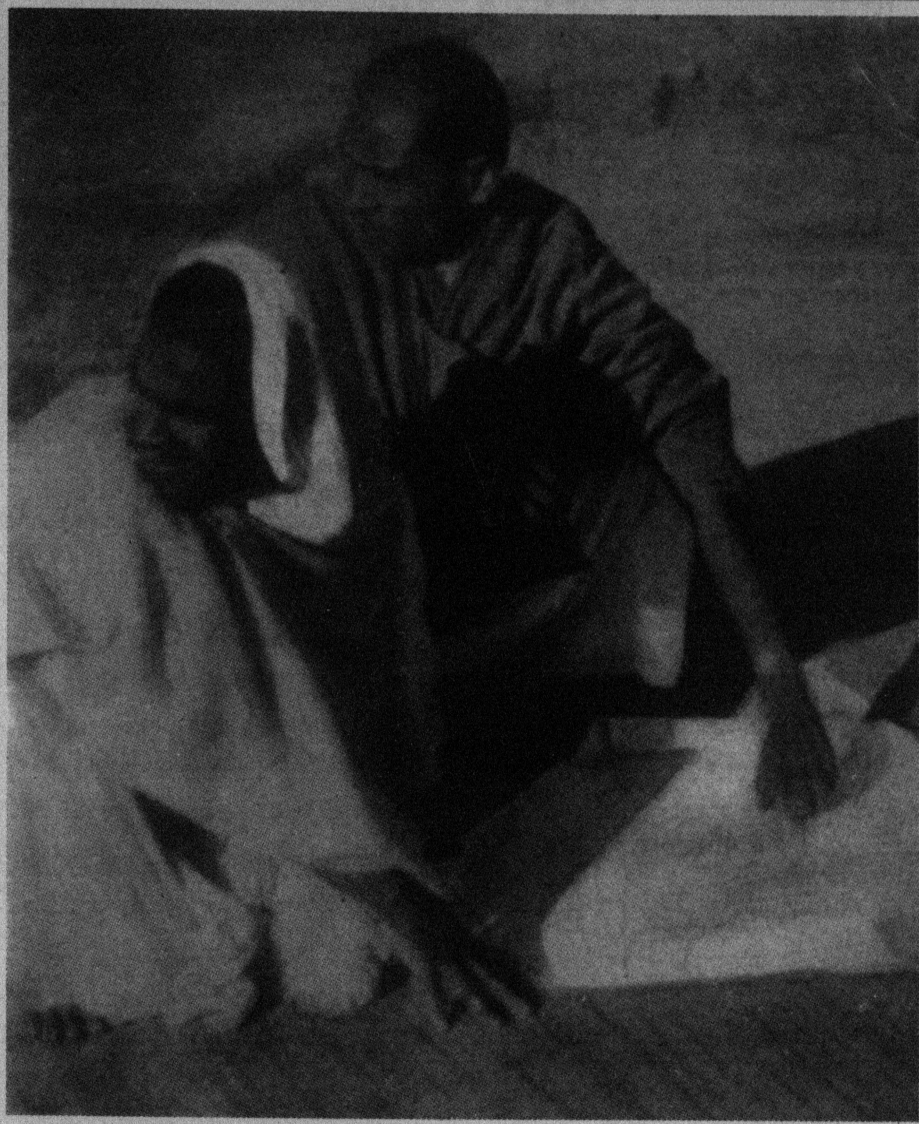
যাত্রাপথের খোঁজে

17 York Road,
New Delhi.

15 January 1947

My dear Nirmal Babu,

I have your letter of the 9th. I have given considerable attention to the problem of Polish refugees in India. They are an extraordinarily difficult lot to deal with and we are at our wits end. Nobody is harming them or injuring them, and yet they continue complaining and shouting. They are afraid of being sent back to Poland. We are not forcing them to go there. Obviously they cannot continue indefinitely in India. In any event we are not taking any step at all against their wishes.

Yours sincerely,

Jawaharlal Nehru

Prof. Nirmal Kumar Bose,
Noakhali, Bengal.
(c/o Mahatma Gandhi)

JANUARY Wednesday 15 1947
Samvat—9 Magh (Badi) 2003 : Fasli 3 Magh 1354
Hijri—21 Safar 1366
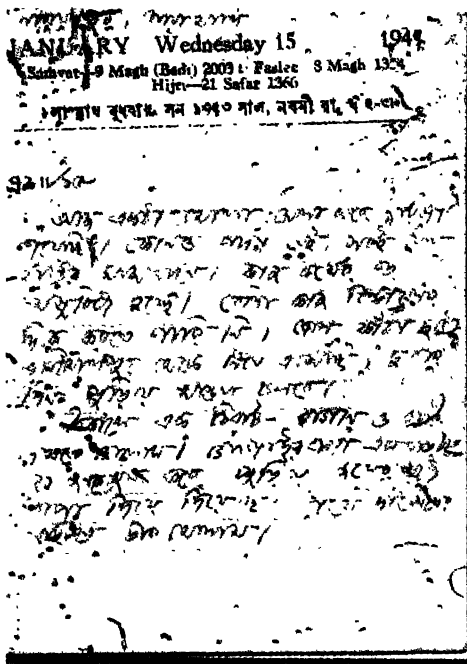
নারায়ণপুর, নোয়াখালি

1947

15
JANUARY
Wednesday
১লা মাঘ বুধবার, সন ১৩৫৩

৭২॥/•১৫

আজ একটা খোলামেলা ঘরে জায়গা পেয়েছি। কোনও পর্দা নেই, সবই যেন হাটের মাঝখানে। কাজকর্মের বড় অসুবিধা হচ্ছে। বেশি কাজ বিকেলের দিকে করতে পারিনি। বেল কাঁচা দুটো ভাটিয়ালপুর থেকে নিয়ে এসেছি, দু চার দিন পুড়িয়ে খাওয়া চলবে।

বিকালে এক বিরাট-বাগান ও বাড়ী দেখতে গেলাম। গোপাইর বাগে এক বাড়ীতে ২১জনকে খুন করে পুড়িয়ে জলের মধ্যে চাপা দিয়ে দিয়েছে। পথে দাসেদের বাড়ীতে ডাব খেলাম।

* * *

সকালে ভাটিয়ালপুর থেকে বের হয়ে নারায়ণপুরে এক মুসলমান ভদ্রলোকের বাড়ীতে আশ্রয় নেওয়া হ'ল। এঁদের দু-একজন দাঙ্গার সময়ে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু বেশি অপরকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন। সারাদিন চিঠিপত্র কিছু মুলাকাৎ চললো। বিকাল তিনটেয় নারায়ণপুর সেবাসমিতির কর্মীদের সভা বসলো। গান্ধীজী গঠনকর্মের যে তিনদফা কর্মীদের বিবরণীতে লক্ষ্য বলে নির্দিষ্ট হয়েছে তার বিষয়ে বললেন। প্রার্থনার পর পাশের গ্রাম গোপাইর বাগে বারুজীবী বাড়ীতে গেলাম। পান, ধান, সুপারি বেচে এঁদের মাসে ২০০০ আয় হ'ত। তাঁদের সঙ্গে মামলা মকদ্দমা নিয়ে আবুল কাশেমের বিবাদ দীর্ঘদিন ধরে ছিল। দাঙ্গার সময়ে তাঁদের বাড়ীর ২১ জনকে কেটে ফেলে। ১৯টি মেয়ে বিধবা হয়ে গেছে— এই স্থানেই নাকি নারীর উপরে অত্যাচার সকলের চেয়ে বেশি হয়ে গেছে। যাদের কাটা হয় তাদের মৃতদেহ বাড়ীর যত পেরেছে কাঠ জড় করে জ্বালিয়ে দিয়েছিল। এখনও পোড়া হাড় কিছু কিছু অবশিষ্ট আছে।

সুচেতা দেবী, কমলা দাশগুপ্ত, মায়া ঘোষ, ধীরেন দত্ত৹

16

JANUARY

Thursday

২রা মাঘ বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৩

দশঘরিয়া, নোয়াখালি

1947

৭২॥/•১৫

ভোরে নারায়ণপুরে গান্ধীজী দেখি পিয়ারেলালজীর সঙ্গে গুজরাতীতে মনু গান্ধীর সম্বন্ধেই কথা বলছিলেন বলে মনে হ'ল। সময় বড় কম গেল না তাতে। কিন্তু দুপুরে যে বহু নরনারী ওঁর দর্শনের জন্য গোলমাল না করেও ভিড় করেছিল তাদের যেভাবে সারলেন, খুব ভাল লাগলো না।

বেলটা খেয়ে শরীর চমৎকার হয়ে গেছে।

আজ এ বাড়ী ছেড়ে একটুও বেরুতে পারিনি। তাও তো আজকের ডাকের চিঠি ভালো করে দেখাই হ'ল না।

JANUARY Thursday 16 1947

Samvat—10 Magh (Badi) 2003 : Faslee—9 Magh 1354

Hijri—22 Safar 1366

JANUARY Friday 17 1947
Samvat—11 Magh (Raj) 2003 : Fasle—10 Magh 1354
Hijri—23 Safar 1366
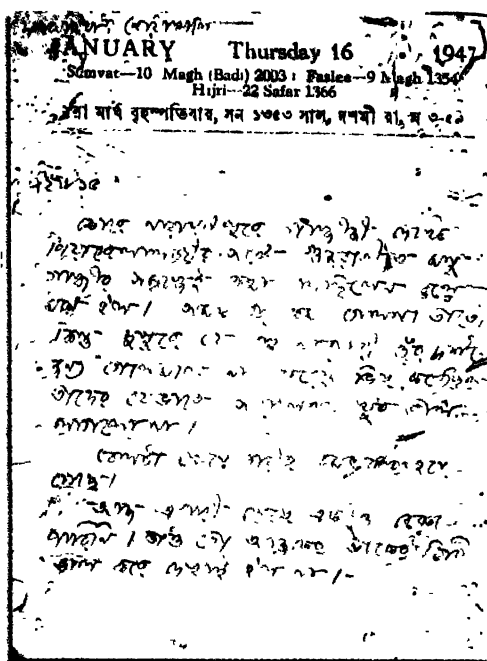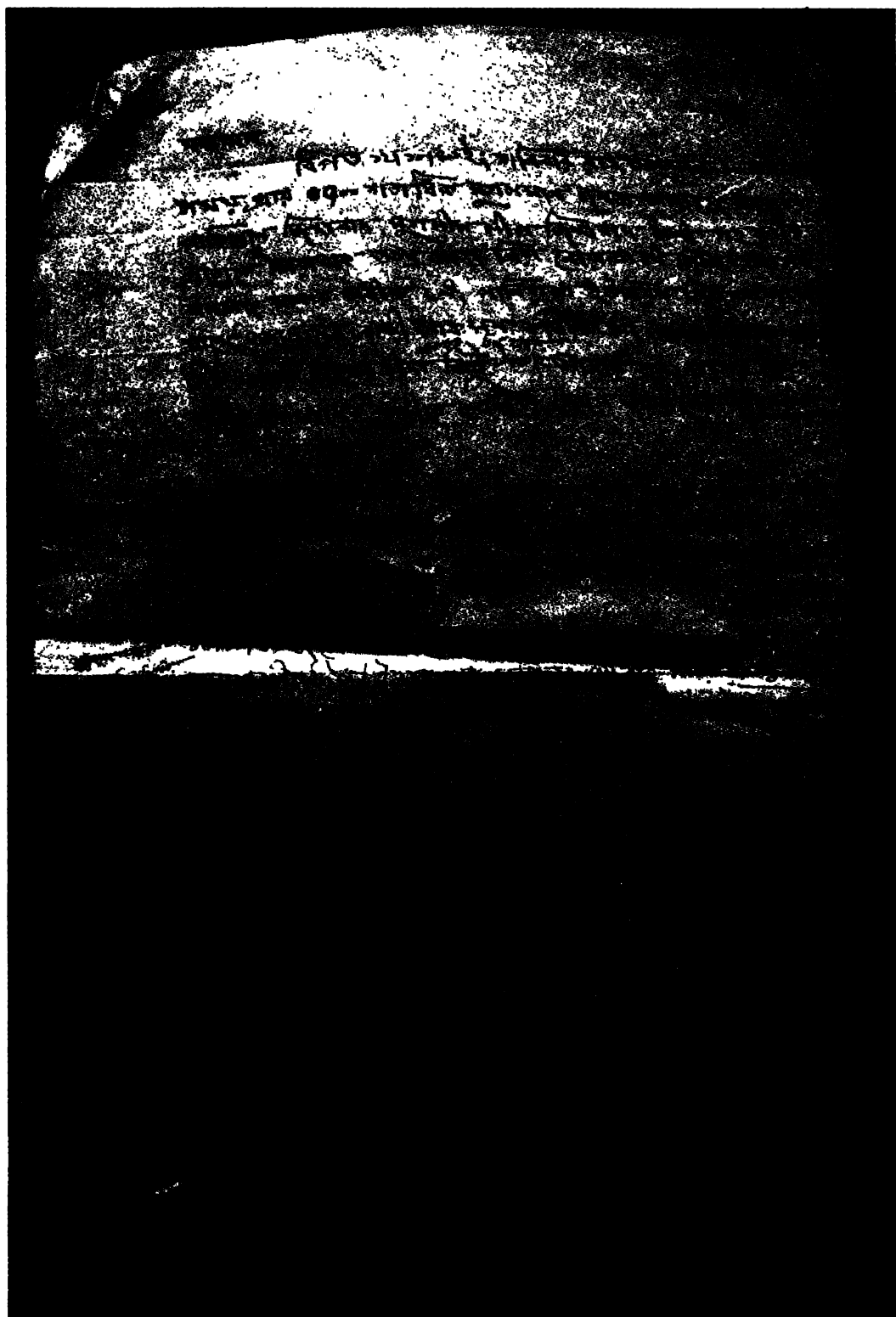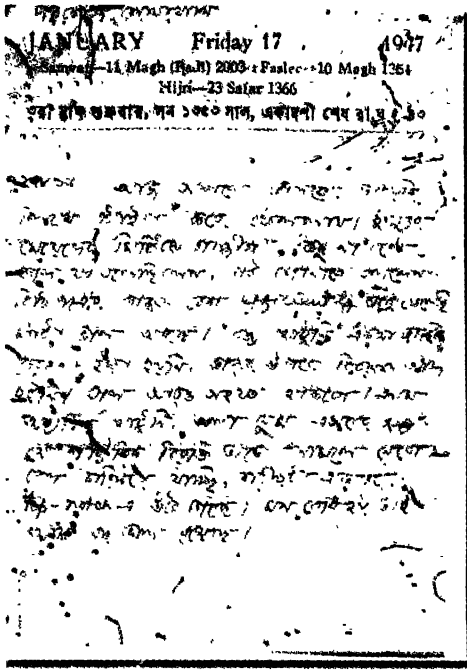
পরকোট, নোয়াখালি

1947

17
JANUARY
Friday

৩রা মাঘ শুক্রবার, সন ১৩৫৩

৭২॥/০১৫

আজ সকালে কালকের ডায়েরি লিখে টাইপ করে ফেললাম। দুপুরে মেয়েদের মিটিঙে গান্ধীজী কিছু না বলে কাল যা বলেছিলেন, তাই শোনাতে বললেন। চিঠিপত্রের কাজও বেশ efficiently করে ফেলেছি। মনটা ভাল আছে। "বড্ড খাটুনি" একথা জাহির করতেও ইচ্ছা হয়নি, কারুর উপরে বিরক্তও আজ হইনি। কাল আরও সংযত থাকবো। ক্রমে অত্যধিক খাটুনি, অল্প ঘুম, এসবের জন্য যে শারীরিক বিরক্তি তাকে সামলে নেবো। বেল চালিয়ে যাচ্ছি, শরীরটা একেবারে Top-notch এ উঠে গেছে। মন বোধহয় তাই আজ বড় ভাল রয়েছে।

দশঘরিয়া কামদেবপুর থেকে বেরিয়ে আজ দুটি বাড়ী পথে পড়িল। দশঘরিয়াতে ধনী ব্যবসাদারের বাড়ী নবদ্বীপচন্দ্র নাথের বাড়ী। পাকাবাড়ীটাকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে। দরজা জানালা পোড়া [...] খসে গেছে। কিন্তু ছাত রাজেন রায়ের বাড়ীর মত ধ্বসে পড়েনি। শ্রীচন্দ্রকুমার শীলের বাড়ীতে আমাদের থাকার ভাল ব্যবস্থা হয়েছে। সাধন মিত্র ও প্রভুদাস নামে যুবকটি এখানে রয়েছে। এখানকার কর্মীরা খেটে রাস্তাঘাট জায়গা জমি এমন সুপরিচ্ছন্ন করে রেখেছে যে খুশি হয়ে যেতে হয়। অনেকের সঙ্গে পুনর্বাসন ও ব্যবসার ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা হ'ল। এক ভদ্রলোক বললেন, দাঙ্গার সময়ে তাঁদের বাড়ীতে ৬১ জন লোক ছিল। তার এখন ১২/১৩ জন রয়েছে। বাড়ীতে রান্নার পিতল কাঁসার বাসন, বিছানা মাদুর সব লুট বা ছিঁড়ে খুঁড়ে দিয়েছে। ফলে তাঁরা যে কজন রয়েছেন তাঁরা এক বাড়ীতে চাল দিয়ে রাঁধিয়ে নেন, অন্য বাড়ীতে অর্ধেক লোক শুতে যান। দুরবস্থার শেষ নাই। তার উপর দু পাঁচ হাজার যার দশঘরিয়া বাজারে খোয়া গেছে, গবর্মেন্টি তাদের উর্ধ্বপক্ষে দুইশত টাকা দিয়ে ব্যবসা পুনরায় আরম্ভ করতে বলে ব্যঙ্গ করছে বলা যায়।

18
JANUARY
Saturday

বদলকোট, নোয়াখালি

1947

৪ঠা মাঘ শনিবার, সন ১৩৫৩

৭২‖/০১৫

আজ সকালে ও দুপুরে গুছিয়ে কাজ করতে পেরেছি। কিন্তু বিকালের পর থেকে বহু দর্শকের ভিড়ে কাজ গুলিয়ে গেল।

সুচেতা দেবী এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে যোগেশবাবু এসে দত্তপাড়ার তৈয়ারি একখানা কাঁচি দিয়ে গেলেন।

কাজ গুছিয়ে ঠিক হচ্ছে না বলে মনটা খারাপ হয়ে যায়। গান্ধীজী আজ শিখ নেতা নিরঞ্জন সিং গিল এবং জীবন সিঙ্গের পিছনে অন্তত দুঘণ্টা ব্যয় করেছেন। অথচ সময়ের জন্য সর্বদাই অপরের উপর চাপ দেন, বকাবকি করেন। নিজে অপর্যাপ্ত সময় নষ্ট করেন ঐভাবে।

JANUARY Saturday 18
Samvat—12 Magh (Badi) 2003 : Faslee—11 Magh 1354
Hijri—24 Safar 1366
৪ঠা মাঘ শনিবার, সন ১৩৫৩ সাল, ...

* * *
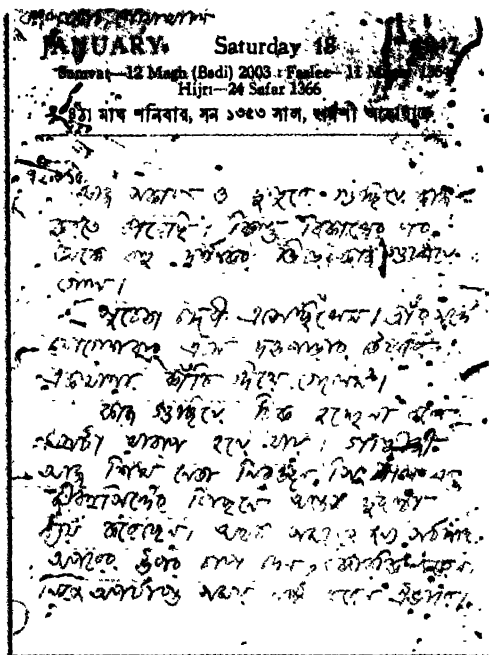
সকাল ৭.৩৫ মিনিটে পরকোট থেকে বেরিয়ে ৮.২০ মিনিটে গান্ধীজী বদলকোটে পৌঁছলেন। মোটের উপর দিনের বেলায় কাজকর্ম সেরে বেশ চলেছে। প্রার্থনার আগে অমিয় চক্রবর্তী, নিতাই সরকার, মিসেস সরকার প্রভৃতি অনেকে এসে উপস্থিত হলেন। একেবারে ভিড়ে ভর্তি হয়ে গেল। সুচেতা দেবী, যোগেশবাবু, ধীরেন দত্ত প্রভৃতি অনেকে এসেছিলেন। সন্ধ্যায় কাজ কর্মের বড় অসুবিধা ঘটতে লাগলো বিরক্ত হয়ে ভলান্টিয়ারদের বললাম। ভিড় যদি আমাদেরই সামলাতে হয় তাহলে কাজ করবো কখন?

কাল থেকে আরও গুছিয়ে সংক্ষেপে কাজকর্ম করতে হবে। দেখা যাক।

JANUARY Sunday 19 1947
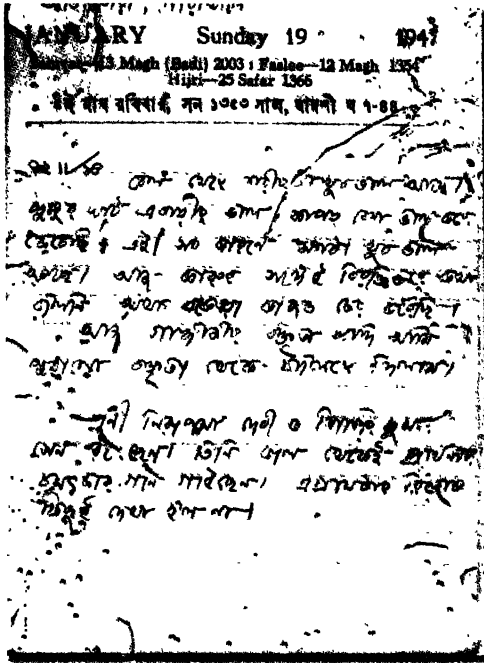
আতাখোরা, নোয়াখালি

1947

19

JANUARY

Sunday

৫ই মাঘ রবিবাব, সন ১৩৫৩

৭২॥/০১৫

বেল খেয়ে শরীরটা খুব ভাল আছে। পুকুরঘাট এ বাড়ীর ভাল, কাপড় বেশ ভাল করে কেচেছি। এই সব কারণে মনটা খুব ভাল আছে। আজ কারুর সঙ্গেই বিরক্তিভরে কথা বলিনি অথচ বকেয়া কাজও ঢের করেছি।

আজ গান্ধীজীর বক্তৃতা আমি পুরানো বক্তৃতা থেকে চালিয়ে দিলাম।

রাণী নিরূপমা দেবী ও শিশিরকুমার সেন রয়েছেন। তিনি কাল থেকেই প্রার্থনায় চমৎকার গান গাইছেন। এ গ্রামটার বিশেষ কিছুই দেখা হ'ল না।

* * *

বদলকোট থেকে ৭.৩৫ এ বেরিয়ে গান্ধীজী ৮.৪৫ মিনিটে আতাখোরা পৌঁছলেন। আজ সকালে চট্টগ্রাম পাঞ্চজন্যের সম্পাদক ও আর দুই ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছিলেন। গান্ধীজী তাঁদের সঙ্গে অল্প কথা বলে আমার উপরে ছেড়ে দিলেন।

যাঁদের বাড়ীতে আছি তাঁরা ঠাকুরবাড়ীর লোক। বছর আষ্টেক নতুন বাড়ী করে এখানে এসেছেন। সব চুরি গেছলো, মুসলমান হয়েছিলেন। বাড়ী চমৎকার পুকুরঘাট সবই ভাল। শ্রীরমণীমোহন শর্মা, কালিমোহন শর্মা ও কামিনীমোহন শর্মা তিনভাই। মধ্যম ঢাকায় কোন স্কুলে খুব নামজাদা হেডমাষ্টার।

মেয়েদের মিটিং প্রভৃতিতে গান্ধীজী কিছু বললেন না। কাল শিরিণ্ডি যাওয়া, তাই আজ ১২টা থেকে কাল ১২টা পর্যন্ত মৌন থেকে আমতুস সালামের সঙ্গে কথা বলবেন।

আজ বকেয়া কাজ খানিকটা চেপে ১১।। পর্যন্ত জেগে অনেকটা সেরে এনেছি।। এ বাড়ীর যত্ন খুব। আজ শরীরটা খুব ভাল বলে মন মেজাজটা খুব ভাল আছে। ডাঃ নিতাই দে সরকারের মারফত মেনুর কাছে Confidential Diary র এখন পর্যন্ত লেখা পাঠিয়ে দিলুম।

সিরন্দি, নোয়াখালি

20
JANUARY
Monday

947

৬ই মাঘ সোমবার, সন ১৩৫৩
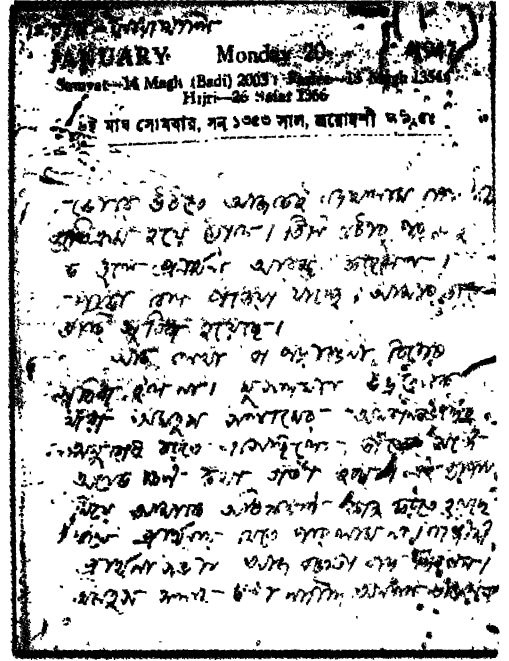
ভোরে উঠতে আজকেই দেখলাম গান্ধীজীর ব্যতিক্রম হয়ে গেল। তিনি ৫টার পর মনুকে তুলে প্রার্থনা আরম্ভ করলেন। পাকা বেল পাওয়া যাচ্ছে, আমার তাই ভারি সুবিধে হয়েছে।

আজ লেখা বা পড়াশুনা বিশেষ সুবিধে হ'ল না। মুসলমান ভদ্রলোক যাঁরা অমতুস সলামের অনশনভঙ্গের অনুরোধ করতে এসেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হল। এই ব্যাপার নিয়ে আমাকে অধিকক্ষণ কাজ করতে হয়েছে বলে প্রার্থনায় যেতে পারলাম না।'
প্রার্থনাসভায় আজ বক্তৃতা বাদ দিলেন। অমতুস সলাম ৮টা নাগাদ অনশন ভাঙলেন।

***

সকালে আতাখোরা থেকে বেরুবার সময়ে মালপত্তর নিয়ে যাওয়া সম্পর্কে বড় অগোছালো ব্যবস্থা দেখলাম। সবাই গান্ধীজীর সঙ্গে দৌড়ল বলে আমি টাইপরাইটার, বিছানা, পিঠে থলি, জলের বোতল নিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম। সামান্য কুয়াশা হয়েছিল, মাঠের মাঝখান দিয়ে পথ, জন পনের কুড়ি লোক আলের উপর দিয়ে সার বেঁধে চলেছে। পিছনে কুয়াশাবৃত, দূরে বৃক্ষশ্রেণী, মাঝে আবছা অস্পষ্ট যাত্রীশ্রেণী চলেছে, বেশ ভাল লাগছিল। আমি তখন মাঠে গিয়ে অনেকটা সরে চলেছি।

আজ অমতুস সলাম এবং অরুণাংশুবাবুরা যে গ্রামে আছেন সেই গ্রামে এলাম। এমনি মিটিং ইত্যাদি রাখা হয়নি। বিকাল তিনটার সময় থেকে স্থানীয় মুসলমানদের মিটিং হল। অনেক আলোচনার পর গান্ধীজীর লিখিত খসড়া মঞ্জুর হ'ল, সন্ধ্যার সময় মুসলমানেরা সই করলেন। ৮টার পর অমতুস সালাম অনশন ভঙ্গ করে গান্ধীজীর হাতে কমলালেবুর রস খেলেন।

বিহার থেকে শ্রীকৃষ্ণ সিংহ একজন এম-এল-এ শ্রী যদুবংশ সহায়কে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সঙ্গে দুজন ভদ্রলোক আছেন।

অমতুসের অনশনভঙ্গ

চলার পথে
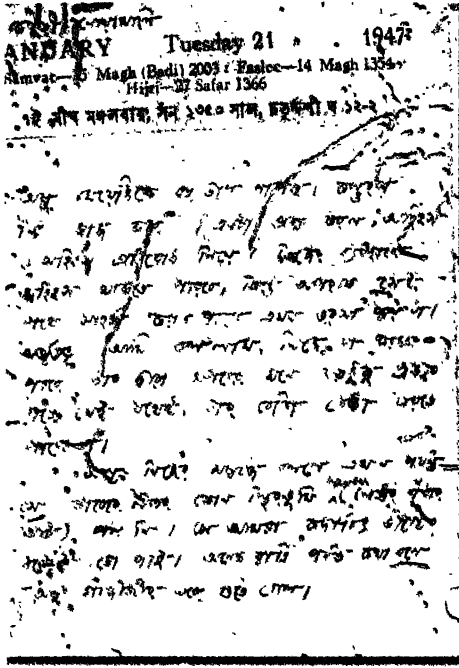
কেতুড়ি— নোয়াখালি

1947

21
JANUARY
Tuesday
৭ই মাঘ মঙ্গলবার, সন ১৩৫৩

অনু মেয়েটিকে বড় ভাল লাগছে। কস্তুরবা নিয়ে কাজ করে। একটা প্রশ্ন করল, অহিংস ও সহিংস প্রতিরোধ নিয়ে। নিজের ব্যাপারে অহিংস থাকতে পারবে, কিন্তু অপরকে সেই পথে সাহসী করতে পারবে এমন ভরসা পায় না। আমি বললাম, নিজে যা করতে পারে তার দ্বারা অপরের মনে যতটুকু প্রভাব পড়ে সেই যথেষ্ট, তার বেশি চেষ্টা করতে পারে না।

অনু নিজের সম্বন্ধে বললে এখন পর্যন্ত সে কাজের ভিতর কোন স্থিরভূমি haven (নোঙর বাঁধার ঘাট) পায় নি। সে আমরা কদাচিৎ ভাগ্যের বশেই তো পাই। অনেক রাত্রি পর্যন্ত কথা বলে অনু গান্ধীজীর ঘরে শুতে গেল।

সিরন্দি থেকে কেথুড়ী বেশি দূর নয়। জায়গাটি ঠাকুরবাড়ী নামে ব্রাহ্মণদের বাড়ী, টোল, ছাত্রাবাস সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। এই বাড়ীরই দুটি ছেলে বোনেদের উপর অত্যাচার নিবারণ করতে গিয়ে মারা যায়। সতীশ চক্রবর্তী নামে তাদের পিতাও অপরাপর পরিবারের লোকজন কাশী বিশ্বনাথ সমিতিতে আশ্রয় নিয়ে রয়েছেন। সারাদিন কাজকর্ম হালকা, জায়গাটিও বেশ সুন্দর [...] অথচ কি অত্যাচারই না হয়েছে।

অনু (জয়গোপালবাবুর মেয়ে এসেছেন) চমৎকার মেয়ে। কাজের মেয়ে, লাজুক, সাহসী।

আজ বিকাল থেকে সমস্ত সন্ধ্যারাত্রি [...] সিরন্দী সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি নিয়ে কাটলো। [...] আমিনউল্লা চৌধুরী, মফিজুল হক, মীর লুৎফর রহমান নামে চার ভদ্রলোকের সঙ্গে বিকালে ১।- ঘন্টা রাত্রে ২।।- ঘন্টা আলোচনা হ'ল। প্রতি লাইন, প্রতিবাদ নিয়ে তর্ক, যুক্তি খণ্ডন চলতে লাগলো। কাল আর আজকের ডায়েরি লেখা বাকি আছে। আজ টুকে রাখলাম। কালকে লিখে শেষ করবো।

22

JANUARY
Wednesday
৮ই মাঘ বুধবার, সন ১৩৫৩

পানিয়ালা— নোয়াখালি

1947

JANUARY Wednesday 22 1947
Samvat—16 Magh (Badi) 2003 : Faslee—15 Magh 1354
Hijri—28 Safar 1366
"Akheri-Chahar-Sumba"
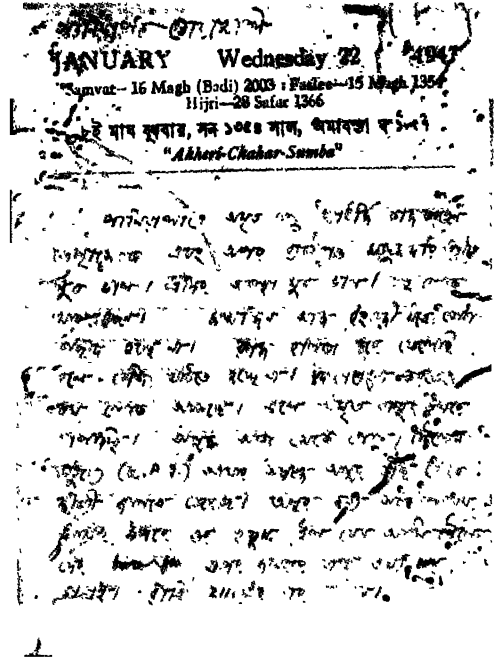
পানিয়ালাতে অমৃতলাল চ্যাটার্জি কাজ করছেন। স্বেচ্ছাসেবক এবং অপর ব্যবস্থাও মজুমদার বাড়ীতে খুব ভাল। এঁদের অবস্থা খুব ভাল। বহু লোক খাওয়াচ্ছেন। জন্মদিন আজ ইংরেজি মতে, সেটা পছন্দ হচ্ছে না। কাজ হালকা করে ফেলেছি বলে বেশি খাটতে হচ্ছে না। দেখাশোনা করতেও কম লোক আসছে। এলে অমৃতবাবুর উপরে চাপাচ্ছি। অনু আজ থেকে গেল। শৈলেন চাটুয্যে (U.P.I) আমার সম্বন্ধে অনুর কাছ থেকে জানতে চেয়েছে। অনুর জন্য সব বললাম, আমার উপরে ওর হুকুম রইল যেন আমি শৈলেনদের ওদের জানাবার যোগ্য তথ্য জানাই। রাত্রি ২॥° টের পর শুলাম।

* * *

পানিয়ালা গ্রামে লোকজন বেশি রয়েছে। অমৃতলাল চাটুয্যের চেষ্টায় স্বেচ্ছাসেবকদের আয়োজনাদিও বেশ ভাল দেখলাম। বাড়ীতে যেন মহোৎসব লেগে গেল। খাওয়ানো, দাওয়ানো, লোকের যাওয়া আসা সব নিয়ে যেন একটা জমাট অবস্থা হয়ে উঠলো। গ্রামের চেহারা দেখে ধনী ও মধ্যবিত্ত কিছু হিন্দুর বাস আছে বলে মনে হয়। আবার গরীব হিন্দুও যথেষ্ট আছে।

অনু আজ থেকে গেলেন। কাল যাবেন। কিছু লেখার কাজ দিয়েছি।

গান্ধীজী বিকালে শুধু এক বক্তৃতা দিলেন, মধ্যে বৃষ্টি হওয়ায় বক্তৃতার এক জায়গায় থামলেন। বৃষ্টির মধ্যেই সেই পর্যন্ত অনুবাদ করে শোনালাম। ইতিমধ্যে বর্ষা থেমে গেল, তিনি আবার অনেকক্ষণ বক্তৃতা করলেন। সব শুদ্ধ ৪।।--৭ পর্যন্ত চললো।

আমি যেখানে আশ্রয় নিয়েছি সেটা তিনটে চাল দিয়ে তৈরি ঘর। বেশ তাঁবুর মত লাগছে।

Date 23.11.46

Date — 23-11-46.

JANUARY Thursday 23 1947
Samvat—1 Magh (Sudi) 2003 : Fasler—16 Magh 1354
Hijri- 29 Safar 1366

দলতা—নোয়াখালি

1947

23
JANUARY
Thursday

৯ই মাঘ বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৩

ভোরে অনুর টাকা ফেরৎ দেবার সময় কিছু সঙ্গে নেবার জন্য জোর করে ছিলাম। চলে যাবার পর দেখি এই ডায়েরির ভিতর রেখে গেছে। সুচীপাড়া গ্রামে (ত্রিপুরা জেলায়) কাজ করে। আজই ৯ই মাঘ, আমার জন্য এক ছড়ি সুতা ও ওর নিজের কাঁসার বাটী রেখে গেল, aluminium বা কলাই করা মগে খেতে পাবো না। দলটাতে এক মালী বাড়ীতে আমরা উঠেছি।

আজ গান্ধীজী AICC draft যেটা করেছিলেন সেটা খোঁজ করলেন, অথচ আমি সেটিকে কলিকাতায় confidential papers এর মধ্যে পাঠিয়ে বসিয়ে আছি। কাল কোন উপায়ে সেটা আনাতে হবে কিনা গান্ধীজীর কাছে জিজ্ঞাসা করবো। মেনুর চিঠি আজ ৯ই পেলাম। মেনু, রবি, চিঠি লিখেছে।

* * *

দলতায় প্রায় আড়াই হাজার লোকের বাস। এক মালি বাড়ীতে (রাইমোহন মালি) আমাদের থাকা হয়েছে। বক্তৃতায় গান্ধীজী আজ সুভাষচন্দ্রের সম্বন্ধে কথা বললেন।

AICC meeting এর জন্য উনি যে draft করে দিয়েছিলেন সেটি আজ হঠাৎ চেয়ে বসেছেন। অথচ সেটি আমি কদিন আগে ডাঃ নিতাই দে সরকারের হাতে কলিকাতা পাঠিয়ে দিয়েছি। কাল যা হয় বন্দোবস্ত করতে হবে।

আজ কাজকর্ম হালকা। সাক্ষাৎ নাই। চিঠিপত্রও । কম।

মুরেইম— নোয়াখালি

24
JANUARY
Friday
১০ই মাঘ শুক্রবার, সন ১৩৫৩

1947

JANUARY Friday 24 1947
Samvat—2 Magh (Sudi) 2003 : Faslee—17 Magh 1354
Hijri—1 Rabbi-ul-Awwal 1366
১০ই মাঘ শুক্রবার, সন ১৩৫৩ সাল, দ্বিতীয়া
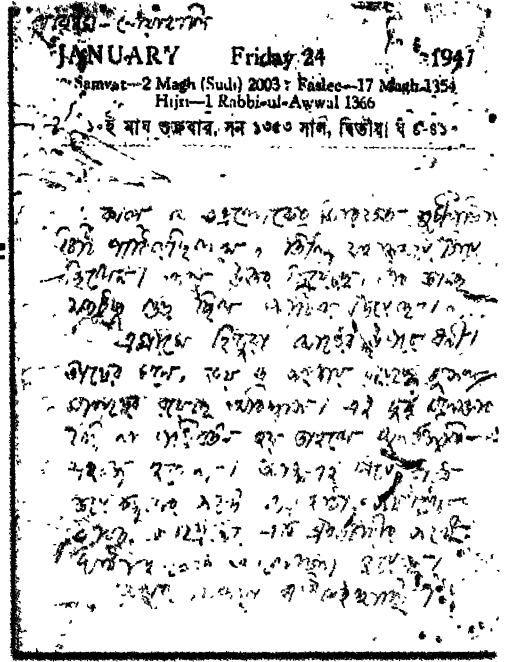
কাল যে ভদ্রলোকের মারফত সুচীপাড়ায় চিঠি পাঠিয়েছিলাম, তিনি যথাসময়ে গিয়েছিলেন। অনু উত্তর দিয়েছে। তার কাছে যতটুকু গুড় ছিল পাঠিয়ে দিয়েছে।

এ গ্রামে হিন্দুরা মোটের উপরে ধনী। তাদের মনে ভয় ও সংশয় রয়েছে মুসলমানদের রয়েছে অবিশ্বাস। এই দুই মনোভাব যদি না পরিবর্তন হয় তাহলে পুনর্বসতি সহজে হবে না। আজ এই নিয়ে রাত্রে কয়েকজনের সঙ্গে দেড় ঘণ্টা, সকালে ভারত সেবাশ্রমের এক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে ঘণ্টাখানেক আলোচনা হয়েছে।

অনুর দেওয়া বাটিতেই খাচ্ছি।

* * *

সকালে দলটা থেকে মুরেইম পৌছালাম। মাঠে মাঠে পথ কাছেই ত্রিপুরা জেলার সীমানা। হবিবুল্লা পাঠারি নামে জনৈক মুসলমান ভদ্রলোকের বাড়ী আমাদের থাকার বন্দোবস্ত হয়েছে। কাজ কম, তবু খুচরা কাজ মেটাতে মেটাতে আজ বেলা তিনটা হয়ে গেল। খেয়ে ফিরলাম ৪টে। প্রার্থনাসভা কোথায় বসবে এই নিয়ে গ্রামের মধ্যে কিছু বিভেদ ও অসহযোগ, মনোমালিন্য দেখা গেল। মিটিঙে হাসনাবাদ পিপল্‌স্ রিলিফ কমিটি থেকে এক মিছিল এসেছিল। বেশ সুসংবদ্ধ ভাবে সমস্ত মিটিং হ'ল। কেবল [...] দিকে বসবার পূর্বে কিছুক্ষণ এলোমেলো ভাব দেখা গেল। আমার মনে হচ্ছে, কাল থেকে জনতাকে আরও সুসংবদ্ধভাবে বসবার বা চলাফেরা করবার ভার নিতে হবে। দেখি কালকের মিটিং এ কিছু করতে পারি কিনা।

সতীশবাবু ও জেলার ম্যাজিস্ট্রেট একবার এসেছিলেন। প্রার্থনায় থেকে তারপর চলে গেলেন। সন্ধ্যার পর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পুনর্বসতির সমস্যা উপলক্ষ্য করে উপনিধিবাদের বিষয় আলাপ করলাম। ও ছাড়া বাঁচা যাবে না।

যাত্রা পথে

গ্রামবাসীদের সকাশে

JANUARY Saturday 25 1947

Samvat— Magh (Sudi) 2003 : Faslee—18 Magh 1354

Hijri—2 Rabbi-ul-Awwal 1366
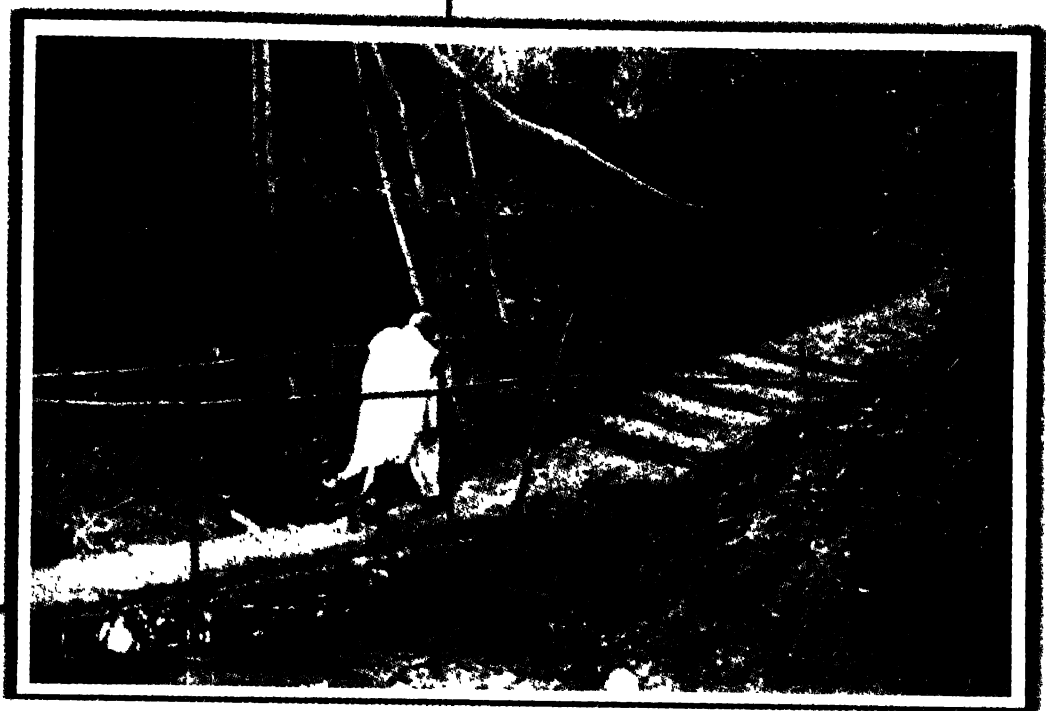
১১ই মাঘ শনিবার, সন ১৩৫৩ সাল,
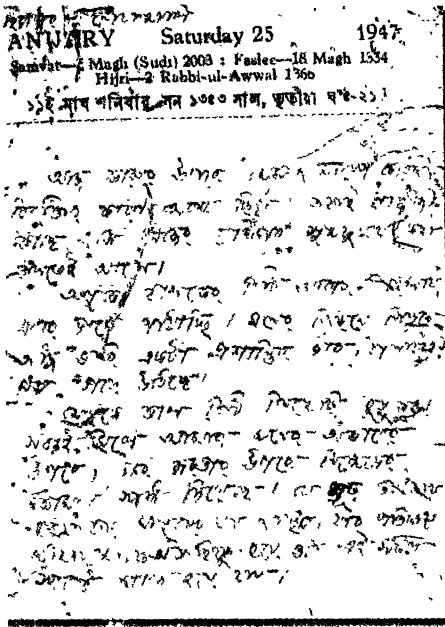
হীরাপুর — নোয়াখালি

947

25 JANUARY Saturday

১১ই মাঘ শনিবার, সন ১৩৫৩

আজ কারুর উপরে মেজাজ খারাপ করিনি। বিরক্তির কারণ অবশ্য ছিল। সবাই গান্ধীজীর কাছে এসে নিজের ব্যক্তিগত সুখদুঃখের কথা বলতেই আসে।

অনুকে কালকের চিঠি আবার লিখলাম। এবার ডাকে পাঠাচ্ছি। মনের পিছনে পিছনে আজ ভারি একটা প্রশান্তির ভাব, চালচিত্রের মত গড়ে উঠেছে।

মেনুকে কাল চিঠি লিখেছি, বুড্ডুকেও। সবাই মিলে আমার মনের অভাবের উপরে। তার রূঢ়তার উপরে নিজেদের কোমল স্পর্শ দিয়েছে। যে মূঢ় তমসায় এখানকার মানুষের মন আচ্ছন্ন, যার প্রতিঘাতে আমার মনও অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে, এই সকল স্পর্শে শান্ত হয়ে যায়।

ছোটগ্রাম হীরাপুর। একটি নাপিতদের বাড়ীতে আশ্রয় পেয়েছি। প্রেসের বন্ধুরা হাজিবাড়ী নামক এক মুসলমান বাড়ীতে আশ্রয় পেয়েছেন। আমি এক ক্ষুদ্র ঠাকুরঘরে স্থান পেয়েছি। তার মেঝেতে এই বাড়ীর এক বৈষ্ণব বাবাজীকে ৩০ দিন আগে সমাধি দেওয়া হয়েছে। তাঁর ব্যবহৃত হুঁকা রয়েছে। বিধবা তাঁর নিত্য ভোগরাগ সেবা করেন।

গান্ধীজীর শরীর খাবার দোষেই হোক বা অপর কারণে হোক দুপুরে [...] খারাপ হয়ে পড়েছিল। শান্তভাবে শুয়ে ঘুমোনর চেষ্টা করলেন। নাড়ীর rate কম হয়ে গেছিল, কিন্তু নাড়ীর জোর ছিল। পরে শরীর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো।

প্রার্থনার পর বক্তৃতা ছোট হ'ল। গান্ধীজী পর্দাপ্রথাকে উপলক্ষ্য করে ইসলামের সম্পর্কে লোকের সমালোচনা কীরূপ ধারণ করিতে পারে তাই বললেন।

বাঁশা— নোয়াখালি

26 JANUARY 1947

Sunday

১২ই মাঘ রবিবার, সন ১৩৫৩

JANUARY Sunday 26 1947
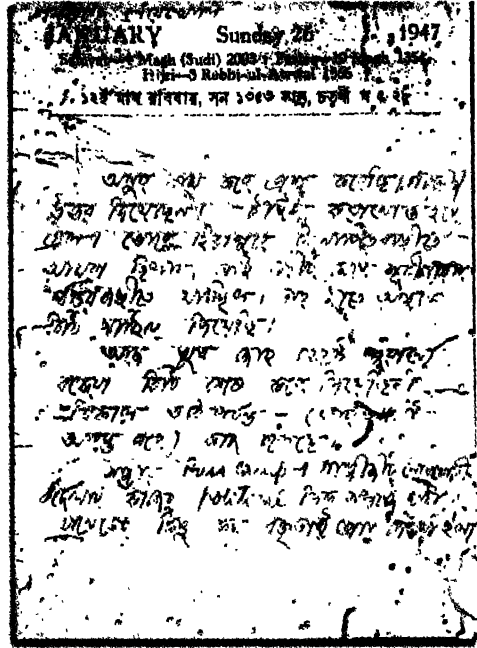
অনুর নাম করে প্রশ্ন করেছি। গান্ধীজী উত্তর দিয়েছেন। টাইপ করানোও হয়ে গেল। ভোরে হিরাপুরে যে নাপিত বাড়িতে আমরা ছিলাম, সেই বাড়ির মেয়ে সুচীপাড়ায় শ্বশুরবাড়ীতে যাচ্ছিল। তার হাতে অনুকে চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছি।

আজ খুব জোর খেটে পুরানো বকেয়া চিঠি শেষ করে দিয়েছি। বিকাল ৩টে পর্যন্ত (ভোর ৬॥• আরম্ভ করে) কাজ চলেছে।

সন্ধ্যায় Press Camp এ গান্ধীজীর নোয়াখালি জেলায় কাজের Political দিক সম্বন্ধে ঘণ্টাখানেকের কিছু কম বক্তৃতাই প্রায় দেওয়া হ'ল।

* * *

আজ অমিয় বলে ছেলেটির সঙ্গে দুবারে দরিদ্র মুসলমানদের মনোভাবের সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করলাম। দারিদ্র ও সমাজের নিষ্ঠুরতার ফলে তাদের মন এমন অবস্থা আনা হয়েছে যাঁর জন্য তারা সেই নিষ্ঠুরতা ক্ষণেকের জন্য অপরের প্রতি প্রয়োগ করে সাময়িক তৃপ্তি পায়। ধনতন্ত্র [...] মানুষে মানুষে যে সম্পর্ক পোষণ করে যুদ্ধ বিদ্রোহে সেই মনোভাবই ব্যাপক আকার ধারণ করে মৃত্যুর তাণ্ডব ঘটায়। মুক্তির উপায় [...] দারিদ্র রোগের নিরসন ঘটানো। গান্ধীজীর [...] এবং সমাজতন্ত্রবাদ ও কম্যুনিষ্টগণের [...] তুলনা করলে বোঝা যায় দ্বিতীয়টি মানুষের মনে বর্তমান সংস্কৃতির ফলে যে বিকৃত নিষ্ঠুর মনোভাব উৎপন্ন হয়েছে তাকেই প্রয়োগ করে বর্তমান সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে চায়।

সন্ধ্যায় আনাতলী নামে একটি গ্রামে প্রার্থনা সভায় অহিংস এবং হিংস উপায়ে আত্মরক্ষার বিষয়ে তুলনা করলাম।

JANUARY Monday 27

"Saraswati Puja"

পাল্লা— নোয়াখালি

1

27
JANUARY
Monday
১৩ই মাঘ সোমবার, সন ১৩৫৩

কানু Confidential কাগজপত্র নিয়ে এসে গেছে। 'নারীর সঙ্কট' নাম দিয়ে অনুর interview আজ আর একটু গান্ধীজীর কাছে পূর্ণ করে নিলাম। কর্মীদের প্রশ্ন গান্ধীজীর মৌনের জন্য আমিই আলোচনা করলাম। এখানকার অর্থনীতিক অবস্থা আলোচনা করে যখন সকলে স্বীকার করলেন, হিন্দুর জীবনের ফলে তারা নিজেরা যত লাভবান হয়েছে, মুসলমান তত হয় নি। তখন বললে —"দেখুন, বুঝেও কিন্তু এই পরিবর্তন আমাদের দ্বারা কিছুতেই হবে বলে মনে হয় না।" মুসলমান হয়েছিলেন কি করে? আমায় যে উত্তর দিলেন তার অর্থ দাঁড়ালো, 'তাতে জীবনযাত্রার ব্যাপারে পরিবর্তন তো কমই করতে হয়েছে।'

* * *

পাল্লা বেশি দূরে নয়, পৌঁছতে আধঘন্টা কিছু বেশি লাগলো। বেশ বড় গৃহস্থের কুটীর থাকবার বন্দোবস্ত ভাল। এখানে যতীশ কাজ শেষ করে আমার সঙ্গে চলতে থাকবে। পল্টুকে আজ যখন বললাম, অনু চিঠিতে তার খোঁজ করেছে। ৮ মাইল দূরে অনুর ওখানে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো। ভোরবেলা গান্ধীজীর কাছে অনুর নাম করে কিছু প্রশ্ন লিখে গান্ধীজীকে [...] করে জিজ্ঞাসা করলাম। যেখানে মেয়েদের [...] আত্মহত্যা না পরাজয় ভাল, সেখানে আত্মহত্যা করবে পূর্বে বলেছেন। কিন্তু এবার জিজ্ঞাসা করলাম, আত্মহত্যা এবং আততায়ীকে হত্যার মধ্যে যেখানে বাছতে হবে, সেখানে কি? উনি নিঃসংশয়ে লিখলেন আত্মহত্যা। অনুকে এই রিপোর্ট পল্টুর হাতে দুপুরে পাঠিয়ে দিলাম।

প্রার্থনার পর দেখি কানু কাগজপত্র নিয়ে পৌঁছে গেছে। তার কাছে কলিকাতার সব খবর পেয়েছি। মেনু এক শিশি তেল ও টিবেটিন পাঠিয়েছে। ভালই হয়েছে। আজও চিঠির কাজ বেশি।

দুপুরের বক্তৃতা কর্মীদের কাছে আমি চালালাম।

28

JANUARY

Tuesday

১৪ই মাঘ মঙ্গলবার, সন ১৩৫৩

পাঁচগাঁও

1947
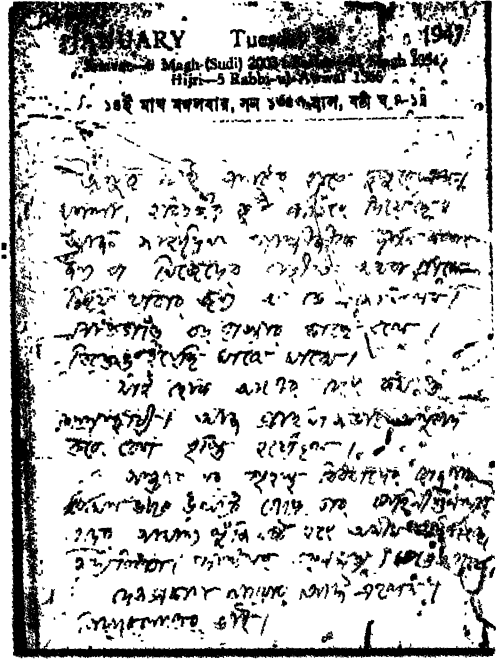
অনুর চিঠি পল্টুর হাতে দুপুরে এল। মশলা, হরিতকীর কুচি পাঠিয়ে দিয়েছে। আজ সারাদিন গান্ধীজীকে দর্শন করার জন্য বা নিজেদের বাড়ীতে অথবা গ্রামে নিয়ে যাবার জন্য অনেকে এসেছিলেন। পাঁচগাঁও বড় রাস্তার কাছে বলে। বিরক্তও হয়েছি মাঝে মাঝে।

যাইহোক আগের চেয়ে কম ও ক্ষণস্থায়ী। আজ প্রার্থনাসভায় অনুবাদ করে বেশ তৃপ্তি হয়েছিল।

সন্ধ্যার পর গৃহস্থ বিধবাদের রোজগার কেমনভাবে উলটে গেছে তার কাহিনী শুনলাম এদের সামান্য পুঁজি নষ্ট হয়ে অসীম সঙ্কটে পড়েছে। সদ্যবিধবাও (দাঙ্গার দরুণ মৃত্যু) আছে।

দেওপ্রকাশ নায়য়ার আজ এলেন। পিয়ারেলালের ভাই।

* * *

পাল্লা থেকে বেরিয়ে চাটখিলের কাছে পাঁচগাও এ পৌঁছলাম। পথ অল্প, এখানে থাকার ব্যবস্থা কোন বর্ধিষ্ণু গৃহস্থের বাড়ীতে। পথের কাছে বলে দুঃখ জানাতে লোকজন বেশি আসছে। তিনটের সময় মেয়েদের একটা ছোট সভা হ'ল। যে সব মেয়ের স্বামী মারা গেছে, হাত ভেঙ্গে যাওয়ায় রোজগার বন্ধ হয়েছে। দোকান লুঠ হয়ে রোজগারের পথ বন্ধ তাদের সমস্যা।

প্রার্থনা সভায় গান্ধীজী নিজেই রিপোর্ট লিখলেন। আমি তারপর ফিরে এলাম। গান্ধীজী বেড়াতে গেলেন।

অনু লবঙ্গ, হরিতকীর কুচি পল্টুর হাতে পাঠিয়ে দিয়েছে। চিঠি লিখেছে। কানুকে দিয়ে কিছু কিছু কাজ করিয়ে নিলাম। সকালে পথে গান্ধীজী তার সঙ্গে মহানদীর বিষয়ে কথাবার্তা বললেন। আমাকে বললেন মহতাবকে এ বিষয়ে একটা চিঠি লিখতে। কানুকে দিয়েই তার খাড়া করালাম। সন্ধ্যার পর মেয়েদের মিটিং করলাম। পাটি বুনে, মটর, চীনাবাদাম বিক্রি করে অপরের বাড়ীতে কিছু কাজ করে দিয়ে মেয়েদের যা বাড়তি আয় হোতো. তার ফলে ভাল করেই তাদের চলে যেত। লুটের পর এখন কি করে? দেও প্রকাশ নায়ার আজ থেকে রইলেন।

JANUARY Wednesday 29 1947
Sumvat—7 Magh (Sudi) 2003 : Fasalee—22 Magh 1354
Hijri—6 Rabbi-ul-Awwal 1366
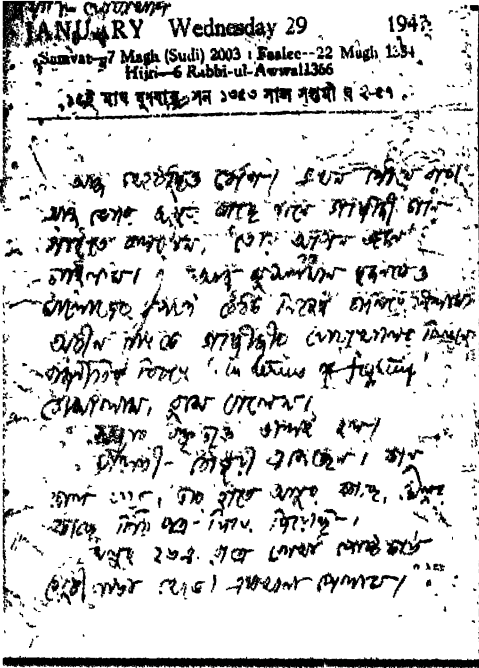
জয়াগ— নোয়াখালি

1947

29
JANUARY
Wednesday
১৫ই মাঘ বুধবার, সন ১৩৫৩

আজ খেটেছিও বেশি। এখন পৌনে বার। আজ ভোরে মনুর কাছে শুনে গান্ধীজী গান গাইতে বললেন, 'তোর আপন জনে' গাইলাম। আজ মুসলমান দুজনকে ও মালোদের সঙ্গে বৈঠক নিজেই চালিয়ে নিলাম। অতীন রায়কে গান্ধীজীর নোয়াখালির পিছনে রাজনীতির বিষয়ে 'in terms of fighting' বোঝালাম। বুঝে গেলেন।

সন্ধ্যার বক্তৃতাও ভালই হল।

মালতী চৌধুরী এসেছেন। কানু কাল যাবে। তার হাতে অনুর কাছে, মেনুর কাছে চিঠিপত্র দিয়ে দিয়েছি।

অনুর ২৬এ রাত্রে লেখা পোষ্টকার্ড (সুচী পাড়া থেকে) একখানা পেলাম।

***

জয়াগও খুব বেশি দূরে নয়, জেলা বোর্ডের রাস্তার ধারে হওয়ার ফলে আজ অনেক লোক এসেছিলেন। হিন্দু এখানে বর্ধিষ্ণু, কিন্তু অধিকাংশ বিদেশী হয়ে গেছেন। গান্ধীজী জয়াগের সীমানায় পৌঁছানোর সঙ্গে যুবকদল নানাবিধ জয়ধ্বনি করে অভ্যর্থনা জানালো। গান্ধীজী কুটীরে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে নাথ মেয়েরা নেচে নেচে তাঁকে নামকীর্তন শোনালো। গান্ধীজীর শরীর মনটা বোধ হয় একটু খারাপ রয়েছে। সাক্ষাৎ কম করে দেওয়া হয়েছে। তিনটার কিছু পরে সঙ্গীদের এক সভা হ'ল। সন্ধ্যায় যখন গান্ধীজী প্রার্থনার বক্তৃতা দিলেন তাতে কালকের মুসলীম লীগ কর্মচারীর সঙ্গে তাঁর কথা ও আজ কর্মী সভার কথা একত্র করে বললেন। তারপর রিফিউজি ক্যাম্পে ছাত্রদের সামান্য ড্রিল এবং শিশুদের পরিদর্শন করে তিনি স্কুলের সূচনা করে দিলেন। একটি ছোট ছেলেকে দুতিনখানা বই দিয়ে কাজ আরম্ভ করেন।

সেখান থেকে বাসায় ফিরলেন। মালতী দেবী হাইমচর থেকে এসেছেন। সেদিকে গান্ধীজীর পরিভ্রমণের সূচী কালকে তৈরি হয়ে যাবে।

আমি রাত্রে মালোদের সঙ্গে একটা বৈঠক করলাম। তাঁদের দুঃখ নিয়ে। তাদের যন্ত্রপাতি চলে গেছে। কিন্তু আসল ঘা খেয়েছে মুসলমান এবার পুকুরে তাদের দিয়ে আর মাছ ধরায় না। নিজেরা ধরছে ও বেচার ব্যবসাও করছে।

আমকি — নোয়াখালি

30

JANUARY

Thursday

1947

১৬ই মাঘ বৃহস্পতিবার, সন্ ১৩৫৩

JANUARY Thursday 30 1947
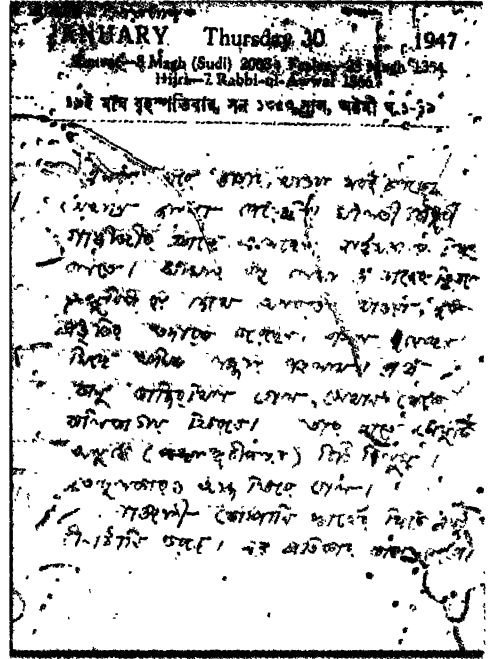
একটা ঘরে ভাড়ার, খাওয়া সবই চলছে। সেখানে জায়গা পেয়েছি। মালতী চৌধুরী গান্ধীজীর কাছে এসেছেন। হাইমচরের বিষয়ে বলতে। আমার বহু লেখা ও কাজের ভিতরে অসুবিধা হয় দেখে অনবরত খাওয়া, দুধ প্রভৃতির তদারক করেছেন, বাসন ধুয়েছেন। মিছে খানিক লজ্জায় পড়লাম। রাত্রে কানু কাজিরখিল গেল, সেখান থেকে কলিকাতায় ফিরবে। তার হাতে মেনুকে, অনুকে (সূচীপাড়া) চিঠি দিলুম। তেন্দুলকারও আজ ফিরে গেল।

পাঞ্জাবী কোম্পানী স্বার্থের দিকে একটু টানাটানি করছে। এর প্রতিকার কাল করবো।

গ্রাম অত্যন্ত বিধ্বস্ত। এক ভদ্রলোক গিরিশ মজুমদারের ছেলে অনিল মজুমদারকে আঘাত করার পর গায়ে লেপ জড়িয়ে কেরোসিন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। সমস্ত গ্রাম ছারখার হয়ে গেছে। তাঁর মাকে দেখলাম। বাপের বয়স ৭০ হবে, তাঁর মার বয়স ১১৪, তিনি অন্য গ্রামে থাকেন। আমরা ছিলাম যশোদা দের বাড়ী। সব বাড়ী সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। গিরিশবাবু যশোদাবাবু উভয়ে বহুদিন পরস্পরের সঙ্গে মামলা মকদ্দমা চালিয়েছেন। উভয়ে কিছু কিছু মুসলমান সপক্ষে রাখেন। গ্রামে যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন জ্বলে তখন সব খড়ের মতন দাহ্য বস্তুতেই আগুন ধরে যায়। মালতী চৌধুরী অনেকক্ষণ গান্ধীজীর সঙ্গে হাইমচর নিয়ে আলাপ করেন। অধ্যাপক হরেস আলেকজাণ্ডার রাত্রে থেকে গেলেন।

এখানে ২৫ টাকার বাড়ীর নমুনা গান্ধীজীকে দেখানো হোলো। গৃহস্থের পক্ষে এরকম বাড়ী অচল। ধান রাখার জায়গা নাই। পুরুষদের পার হয়ে মেয়েদের আসতে হবে, বৃষ্টির ছাট এলে দোর জানালা বন্ধ করতে হবে। গান্ধীজী প্রার্থনা সভায় বাড়ীটির যথেষ্ট নিন্দা করলেন।

RABINDRA-BHAVANA
SANTINIKETAN, BENGAL.

January 31, 1947.

Dear & esteemed friend,

Shri Rathindranath Tagore has passed on to the Rabindra-Bhavana a specimen of Bengali writing of Gandhiji for being carefully preserved among the contents of the Bhavana. On behalf of the Rabindra-Bhavana Samiti the undersigned conveys its grateful thanks to your goodself for the gracious gift.

With kind regards,

Yours sincerely,

For Curator.

Shri Nirmal Kumar Bose,
Village: Dashgharia,
Noakhali (Dist.
(East Bengal)
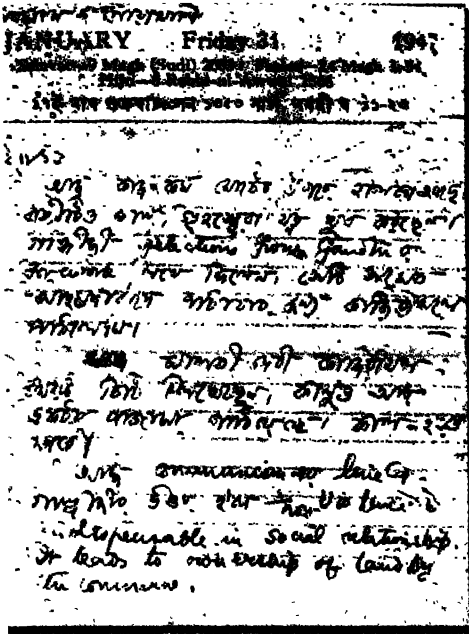
নবগ্রাম — নোয়াখালি

1947

31
JANUARY
Friday
১৭ই মাঘ শুক্রবার, সন ১৩৫৩

৭২।/০১৫

আজ কাজকর্ম মোটের উপর হালকা আছে। বাড়ীটিও ভাল, গৃহস্থেরা যত্ন খুব করছেন। গান্ধীজী Selections from Gandhi-র foreward লিখে দিলেন। সেটি সমেত আহমদাবাদে পাঠাবার জন্য কাজিরখিলে পাঠালাম।

মালতী দেবী কাজিরখিল থেকে চিঠি লিখেছেন। কানুও আর একটা পাজামা পাঠিয়েছে। কাল হয়ত যাবে।

আজ Communism এর line এ গান্ধীজীর উত্তর হ'ল— non-violence is indispensable in Social relationship. It leads to ownership of land by the commune.

* * *

শ্রী নক্ষত্র ভৌমিকের বাড়ীতে আমাদের আশ্রয়। প্রচুর যত্ন করলেন। গান্ধীজীর রান্না খাওয়া ইত্যাদি ব্যাপার সর্দার জীবন সিং এর উপরে ছেড়ে দিয়েছি। আজ সকালে দুধ নিয়ে একটু মনোমালিন্যের আভাস দেখা দিতেই চার টিন দুধ আনিয়ে জগদীশ স্বামীকে দিয়েছি। আর ছেলেদের ওখান থেকে কোন জিনিষ নিতে বা খেতে বারণ করেছি। আস্তে আস্তে যতীশ, অজিত যে সব কম্বল নিয়েছিল সেগুলিও ফেরৎ দিইয়ে দিয়েছি।

কর্মীদের একটা সভা ছিল। কি প্রশ্ন করবে ঠিক না থাকায় তাঁদের দুটো প্রশ্ন লিখে দিতে বললাম। এক, মুসলমান চাষীরা নূতন নূতন ব্যবসায় আসার ফলে হিন্দু কারিগর শ্রেণীর লোক অসহযোগের চাপে কোণঠাসা হয়ে গেছে, অতএব এই অসহযোগ সম্পর্কে কর্মীরা কি করবেন? দ্বিতীয় বর্গ প্রথা বা ভাগচাষের ব্যাপারে অর্ধেকের জায়গায় তিনভাগের একভাগ ফসল rent হিসেবে দেওয়ার বিষয়ে তাঁর মত কি? মেয়েদেরও একটা সভা ছিল। তাতে মামুলিভাবে চরকা, তাঁত, মুসলমান মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার কথা, গ্রামের পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি বিষয়ে বললেন। তারপর প্রার্থনাসভায় উপরের প্রশ্ন দুটি নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করলেন। রাত্রে অনেকক্ষণ এ বাড়ীর ভদ্রলোকদের Economic [...] এখন স্বেচ্ছায় সে পরিবর্তন ঘটানোর কথা বললাম।

1

FEBRUARY

Saturday

আমিষাপাড়া — নোয়াখালি

1947

১৮ই মাঘ শনিবার, সন ১৩৫৩

৭২॥/০১৫

সাবান ৸০

al. থালা ১৷০

২ গামছা ৩৷০

গান্ধীজীর economic ideas নিয়ে সেদিন বর্গায় ভাগের অংশ নিয়ে করেছিলেম। আজ উপনিধিবাদ নিয়ে আর একটি তুললাম। কিন্তু পুরা সন্তুষ্ট হওয়া গেল না: আরও কিছু প্রশ্ন করে করে বার করতে হবে।

সন্ধ্যা নাগাদ বড় গোবিন্দপুর গ্রামে ভারত ভৌমিকের বাড়ী দেখতে যাই। এখনও রক্তের দাগ দেওয়ালে শুখিয়ে রয়েছে। অনেকক্ষণ এই শ্মশানে ঘুরলাম। ফেরার সময় মনটা সরে যেতে চাইল। মেনুর কথা, ক'দিন আগে অনুর কথা মনের মধ্যে এসে এই থেকে মন সরিয়ে রাখলাম।

আজ আমিষাপাড়াতে বারাহী-বাড়ীতে পৌঁছলাম। কাজ বাকি কিছু নাই। বিকালেই তাই বেশী কাজ পড়লো। অনেক দেখা শোনা, বিরক্তির ভিতর দিয়ে গান্ধীজীকে যেতে হ'ল। ইতিমধ্যে রামচন্দ্রন চলে যাবো যাবো করছে। পিয়ারেলালের ও তার বোন সুশীলা নায়ারের মাথায় মনুর বিষয়ে একটা চিন্তা ও চেষ্টাই ঘুরছে। জিনিষটা আমার কাছে অতি বিসদৃশ ন্যক্কারজনক মনে হচ্ছে। এটুকু কাটিয়ে গান্ধীজীর যে অংশ Politico-economic দেশের সঙ্গে তাঁর সরাসরি সেই যোগ আমি করিয়েই দেবো। তার মধ্যে কোনো বাধা থাকবে না। কালকের প্রার্থনা সভার জন্য বর্গাপ্রথা সম্বন্ধে প্রশ্নটি করেছিলাম। আজ উপনিধিবাদ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছি, তাকে খাটো করে গান্ধীজীর স্বীয় ব্রহ্মচর্য বা বীর্যধারণ সম্পর্কিত প্রশ্নকেই বড় করে তুললেন। আমি প্রার্থনার পর অনুবাদ করার সময় সেটিকে ছোট করে দিয়েছি।
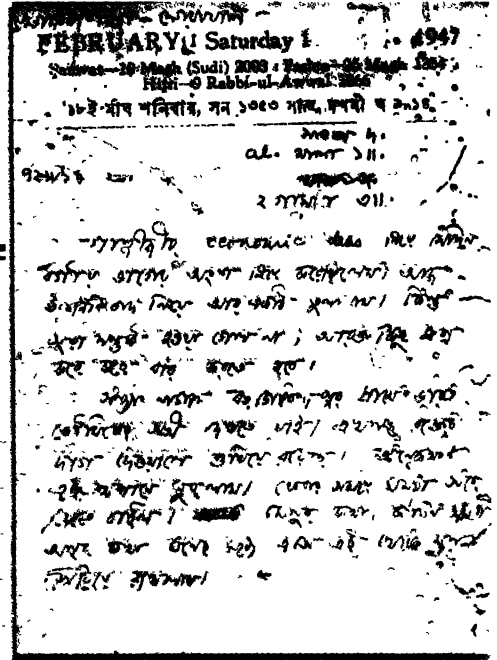
you
my work lies in
opposite direction. Non-
violent defence is the
supreme self defence,
being infallible. No
trainer is required for
the purpose. And in
this part of the country
self defence through
training in some kind
of arms is suicide. Any
way I am the wrong
person to look to for the
purpose. yours sincerely
M. K. Gandhi

FEBRUARY Sunday 2 1947

Samvat—11-12 Magh (Sudi) 2003 : Faslee—26 Magh 1354

Hijri—10 Rabbi-ul-Awwal 1366
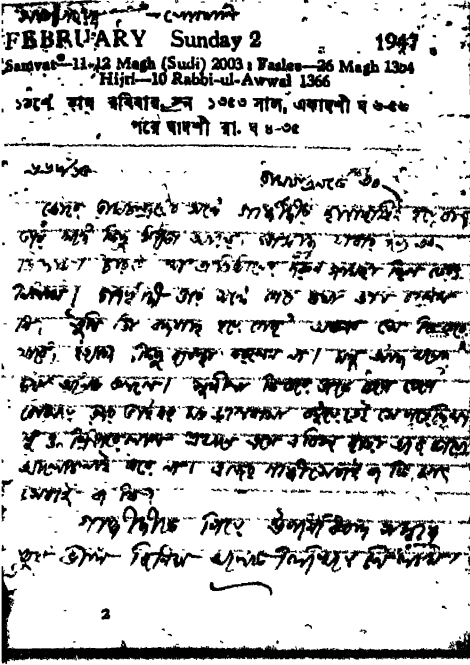
সাতঘরিয়া—নোয়াখালি

1947

2

FEBRUARY

Sunday

১৯শে মাঘ রবিবার, সন ১৩৫৩

৬৬ দ/ ১৫ রামচন্দ্রনকে ৩০্

ভোরে রামচন্দ্রনের সঙ্গে গান্ধীজীর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। তার সঙ্গে কিছু টাকা আছে, মাদ্রাজ যাবার জন্য ৩০্ টাকা দিলাম। চারটে খা° প্রতিষ্ঠানের দরুণ গামছা ছিল ফেরত নিলাম। গান্ধীজী তার সঙ্গে শেষ কথা ভাল বলেন নি, 'তুমি তো বাদশাহ হয়ে গেছ' অতএব সে কি করে যাবে, ইত্যাদি কিছু ব্যবস্থা করলেন না। মনু আজ মনের কথা অনেক বললে। সুশীলা কি করে তাকে চেপে চেপে বোঝায় তার ভাই এর মত ভালবাসা বইয়েতেই সে পড়েছিল। সু ও পিয়ারেলাল এখানে এসে এ বিষয় ছাড়া আর কোনো আলোচনাই করে না। এদের গান্ধীসেবাই বা কি জগৎসেবাই বা কি?

গান্ধীজীকে দিয়ে উপনিধিবাদ সম্বন্ধে খুব ভাল জিনিষ অনেক লিখিয়ে নিলাম।

* * *

একটু দূরের গ্রাম বলে বিশেষ কেউ আসে নি। আজ সকালেই আমিষাপাড়াতে রামচন্দ্রন ছেড়ে গেল। তার হাতে সামান্য টাকা আছে, তাই মাদ্রাজ যাবার জন্য ৩০্ দিলাম। এখানে পৌঁছে কাজকর্ম হালকাই ছিল। ৫ মিনিটের পথ দাসেদের বাড়ীতে ভগ্নাবশেষ দেখতে গেছলাম। পাগল না হলে এমনভাবে ধ্বংস কেউ করে না। গান্ধীজীর সঙ্গে ভোরে উপনিধিবাদ নিয়ে আলোচনা করলাম। তাঁর প্রার্থনাসভার রিপোর্টকে যতদূর সম্ভব পুরা করার জন্য নূতন কতকগুলি প্রশ্ন করলাম। তিনি উত্তর আজ লিখিতভাবে দিয়েছেন। তাতে তাঁর আদর্শ বহু ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা বর্জন করেছে। আরও যা যা দরকার, ধীরে ধীরে প্রশ্নের মারফত বার করে নেবো।

আজ মনু পেয়ারলাল কেমনভাবে একটা মেয়ের পিছনে ঘুরছে সে সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে বহু কথা বললে। মনে হচ্ছে এঁরা অর্থাৎ গান্ধীজীর কাছে থেকেও, বড় খোঁড়া হয়ে চলেন। অপরাধ করেন, ক্ষমা চান, এই নিয়ে মশগুল থাকেন। ব্যর্থ জীবন ছাড়া একে আর কিছু বলা যায় না।

3

সাধুরখিল — নোয়াখালি

1947

FEBRUARY

Monday

২০শে মাঘ সোমবার, সন ১৩৫৩

৩৬ দ/ ১৫

মস্তু চিঠি লিখেছে, গোলাপ ফুলের পাপড়ি পাঠিয়েছে। ৯ই মাঘ লেখা, এত দেরী হ'ল কেন বুঝলুম না। আজ গান গাইতে হল ভোরের প্রার্থনায় : 'প্রভু দাঁড়াও তোমায় দেখি' গাইলাম।

এখানে চিঠির কাজ আজ অনেক হলেও মোটের উপর বিশ্রাম হয়েছে।

গান্ধীজীর সংসারে গোলমাল চলেছে। পিয়ারেলাল সম্পর্কে, সুশীলার সম্পর্কে গোলযোগ চলছে। আজ আবার এক বড় চিঠি— Sex morality সম্পর্কে স্বীয় মত কি, এই নিয়ে গান্ধীজীকে লিখছি। আজ তার খসড়া তৈরি হোলো।

* * *
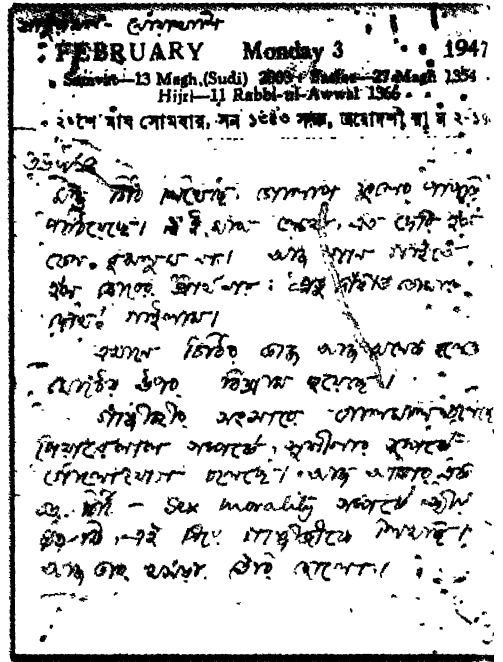
সারাদিন বিস্তর চিঠির কাজ করতে হয়েছে। বাড়ীটা ভাল। বাড়ীর পুরুষ ও মেয়েরা রয়েছেন, বেশ গৃহস্থ ভাব বজায় রয়েছে।

এখানে গান্ধীজীর এক মাস শেষ হোলো। এর পরে সপ্তাহে কোনো এক জায়গায় দুদিন করে থাকবেন, শনি-রবি বা রবি-সোম থাকা হবে।

আজকের বক্তৃতায় আবার মনুর বিষয় উল্লেখ করলেন, তারপর গণপরিষদ নিয়ে আলোচনা হোলো।

রামচন্দ্রনের জায়গা অজিত নিল, সর্দার, দেওপ্রকাশ এবং জগদীশ স্বামী একত্র গান্ধীজীর রান্নার দিকে ঝুঁকেছেন; তাঁরা অসুবিধা ঘটাচ্ছেন বলেই মনু অজিতকে তার জায়গায় নিতে চায়।

সতীশবাবু, চারুবাবু এসেছিলেন, তাঁদের ৩/১/৪৭ এর চিঠি পড়ে শোনালাম। আজ সারা সকাল দ্বিতীয় চিঠির খসড়া করেছি।

যাত্রার প্রস্তুতি

প্রার্থনা সভায়

FEBRUARY Tuesday 4 1947
Samvat—14 Magh (Sudi) 2003; Fasles—28 Magh 1354
Hijri—12 Rabbi-ul-Awwal 1366

সাধুরখিল — নোয়াখালি

1947

4 FEBRUARY Tuesday

২১শে মাঘ মঙ্গলবার, সন ১৩৫৩

৩৬ ৮/১৫

আজকেও সাধুরখিলে থাকা হ'ল বলে ভাল লাগছে। গান্ধীজীকে — Sex morality, public judgement এবং মনু ও পিয়ারেলালের বিষয়ে দীর্ঘ চিঠি লিখেছি।

এক মুসলমান বন্ধুর বাড়ীতে প্রার্থনা করার নিমন্ত্রণ হ'ল। সেখানে বক্তৃতায় কয়েক সপ্তাহের অভ্যাসমত একটু বিস্তার করে বললাম। মুসলমানদের সোজা দোষ দেখিয়ে বলার ফলে তারা নরম হয়ে গেল। পরে দু-একজন কথা বলার সময়ে বলল, 'মুসলমান কি অস্বীকার করতে পারবে যে নোয়াখালিতে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে?' আজ দোষারোপের মধ্যেও রাগ ছিল না, যে ভুল করেছে তার ভুল দেখানোর ব্যাপারই ছিল।

***

আজ সকালভর প্রায় দুপুর পর্যন্ত গান্ধীজীর কাছে দীর্ঘ চিঠি লিখলাম ও টাইপ করলাম। তাতে মনুর বিষয়ে যা বলেছিলেন সে অংশ অনুবাদ করিনি বলে কারণ নির্দেশ করেছি। বলেছি, আপনি জনতার সামনে বিচারের জন্য যদি দাঁড়ান তবে প্রকৃত তথ্য কি সে বলার অধিকারী আপনি নয়। অপরের হাতে বিচারের ভার দিলে তখনও তাদেরই নির্ধারণ করতে হবে, মতামত তারা দেবে। আপনি যেভাবে তথ্য দেবেন তাতেই জনতা ভক্তির বশে আপনাকে ক্ষমা করে বসবে। মনু ও পিয়ারেলালের সম্পর্কে লিখেছি, পিয়ারেলালকে মনু বলেছে, তার শ্রদ্ধা নষ্ট হয়ে গেছে— এমন করে একটি মেয়ের পেছনে লেগে আছেন দেখে— তার পরেও যখন তিনি ছাড়বেন না। তখন বুঝবো গ্রামের কাজে তিনি রস পান না, অন্যত্র রস সংগ্রহের চেষ্টা করছেন। আমি তাঁর জায়গায় হ'লে সরে যেতাম। সংসারী হতাম, এ মিথ্যা, আনন্দহীন সেবায় থাকতাম না। আর যদি মনে হ'ত দেশকে আমার সেবা থেকে বঞ্চিত করতে পারি না, তাহলে সেই বিষয়ে মনোনিবেশ করে, অনন্য হয়ে অপর সকল বিষয়ে উদাসীন থাকতাম। হৃদয়ের বেদনা ক্রমে ক্ষীণ হয়ে যেতো, তার বহিঃপ্রকাশ আর থাকতো না।

গান্ধীজী যত্ন করে পড়েছেন। চিন্তান্বিত হয়েছেন এইরকম মনুর কাছে শুনলাম।

শ্রীনগর— নোয়াখালি

5

FEBRUARY

Wednesday

২২শে মাঘ বুধবার, সন ১৩৫৩

1947

FEBRUARY Wednesday

৩৬ ৸/ ১৫ পোষ্টকার্ড খাম ২

বিতরণের জন্য গান্ধীজীর ছবি ১৲

আজ শান্তিতে দিন কাটলো। বীণা দাস নিকটেই নোয়াখোলা গ্রামে আছেন। দুপুরে গান্ধীজীর সঙ্গে কথা হ'ল।

আজ কাজ হালকা। ভোরে প্রার্থনায় 'আলোকের এই ঝরণাধারায়' গাইলাম। গান্ধীজী মনুকে বলেছেন, রোজ যেন আমাকে দিয়ে সে গাওয়ায়।

কাছে এক ডাক্তারদের সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত বাড়ী দেখতে গেছলাম। খুব নাকি ধনী লোক ছিলেন। একজায়গাতেই ৬০,০০০৲ নগদ ছিল। এঁরা গাঁয়ের হাটে বাজারে বড় কারবার করেন, তাই ব্যাঙ্কের সুযোগ নিতে পারেন না। এখানেই কাছে টাকা রাখেন।

* * *
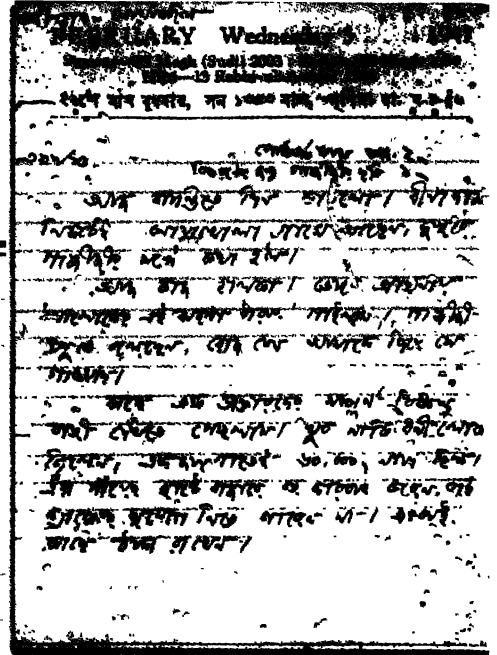
সকালে সাধুরখিল থেকে বেরিয়ে পূর্ব শ্রীনগরে পৌঁছলাম। একটি ঠাকুরঘরে আমার থাকার জায়গা হয়েছে। গৌরনিতাই এর ছবি ছেঁড়া, বাহিরে হরেকৃষ্ণ লেখা ছিল, সেই জায়গার চুণ বালি খুঁড়ে খুঁড়ে খসিয়ে দিয়েছে। গান্ধীজীর সারাদিন আজ শান্তিতে কেটেছে। বীণা দাস ও মৃদুলা দত্ত এখান থেকে মাইল খানেক দূরে নোয়াখালিতে আছেন। তাঁদের রিপোর্ট দিলেন, কাজের অসুবিধা সম্বন্ধে আলোচনা করলেন।

আজ প্রার্থনাসভায় গান্ধীজী গণপরিষদ সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। তার মধ্যে প্রথম বললেন, যদি ইংরেজের মনে কপটতা আছে এই কথা ধরা পড়ে তবে ভারতবর্ষে তার পরিচিত কন্টকাকীর্ণ অরণ্যপথে যাত্রা করবে। এতে ভবিষ্যতের নূতন এক আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। গণপরিষদ সম্বন্ধে আরও কিছু প্রশ্ন বাকি রইল। রাষ্ট্র সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করার আছে।

মন যখন লেখায় মগ্ন

বাংলা চর্চা
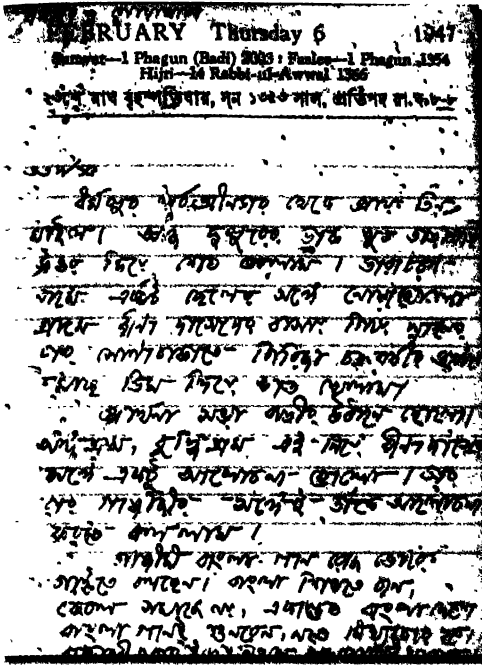
ধর্মপুর — নোয়াখালি

1947

6
FEBRUARY
Thursday
২৩শে মাঘ বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৩

৩৩ ৮/১৫

ধর্মপুর পূর্ব শ্রীনগর থেকে প্রায় তিন মাইল। আজ দুপুরের ডাক খুব তাড়াতাড়ি উত্তর দিয়ে শেষ করলাম। তারাচরণ নামে একটি ছেলের সঙ্গে নোয়াখোলা গ্রামে বীণা দাসেদের বাসায় গিয়ে স্নানের পর সোণাচাকাতে গিরিজা চক্রবর্তীর ওখানে মাছ ডিম দিয়ে ভাত খেলাম।

প্রার্থনা সভা বাড়ীর উঠানে হোলো। অঙ্গশ্রম, বুদ্ধিশ্রম এই নিয়ে বীণা দাসের সঙ্গে একটু আলোচনা হোলো। তারপর গান্ধীজীর সঙ্গেই তাঁকে আলোচনা করতে বললাম।

গাং   বাংলা গান রোজ ভোরে গাইতে বলছেন। বাংলা শিখতে চান, কেবল সমাজে নয়, একান্তও বাংলাদেশে বাংলা গানই শুনবেন, নয়ত মিথ্যাচার হবে। বাঙালী হবার ইচ্ছা তা হলে পোষাকী থাকবে।

* * *

সকালে পূর্ব শ্রীনগর থেকে হেঁটে ৩ মাইল দূরে ধর্মনগর পৌঁছানো গেল। আজ নোয়াখালিতে গিরিজা চক্রবর্তীর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেলাম। তাঁদের বাড়ীতে মন্দির, মূর্তি ও ঘরদোর প্রায় সব পোড়া গেছে। গ্রামের নাম সোনাচাকা। পাশে চৌধুরী বাড়ী দেখতে গেলাম, সেখানে ৮জন খুন হয়েছিল। একঘরে একটি ছেলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ছিল, তার ক্লাশের মুসলমান বন্ধুও এসে লুটে যোগ দেয়। ছেলেটি নাকি তাকে বই নষ্ট করতে বারণ করে, পরীক্ষা শীঘ্র দিতে হবে বলে। তারপর তাকে মারা হয়। কাছে মথি লিখিত সুসমাচারের ছেঁড়া দুচার পাতা পড়ে রয়েছে দেখলাম। একটা পোড়া ভিটার ধারে লাল টকটকে দোপাটি ফুল ফুটেছে।

বীণা দাসেরা এখানে রয়েছেন।

প্রার্থনাসভায় গান্ধীজী অঙ্গশ্রম সম্বন্ধে বললেন। বীণা দাস রুশ দেশের উদাহরণ দেখিয়ে বললেন ও দেশের মত বুদ্ধিজীবীদের মজুরদের সঙ্গে সমপর্যায়ে ধরা হবে না কেন? উত্তরে গান্ধীজী বললেন যদি বুদ্ধিজীবী সমাজের কল্যাণার্থে দৈহিক শ্রমও করে তাহলে বুদ্ধির বিকাশও আরও উচ্চাঙ্গের হবে।

প্রসাদপুর — নোয়াখালি

7 FEBRUARY 1947
Friday

২৪শে মাঘ শুক্রবার, সন ১৩৫৩

৩৩৮/১৫

প্রসাদপুর দত্তপাড়ার কাছে, সদর রাস্তার উপরেই ধরা যায়। সকালে ও বিকালে আজ বহুজনের মধ্যে আলাপ আলোচনা চালাতে হয়েছে। প্রার্থনা সভার বক্তৃতা ছোট হলেও অঙ্গশ্রম সম্পর্কে প্রামাণ্য বক্তৃতা হয়েছে। চিঠিপত্র লিখতে ও সাক্ষাৎ কথাবার্তা বলতেই দিনটা গেল। কোথাও বাহির হতে পারিনি

অনু ছোট একখানা চিঠি শ্রীযুক্ত কুমার জানার হাতে লিখে সঙ্গে খেজুর গুড় ও একটা সাদা বেকেলাইটের তৈরি গ্লাশ আছে।

***
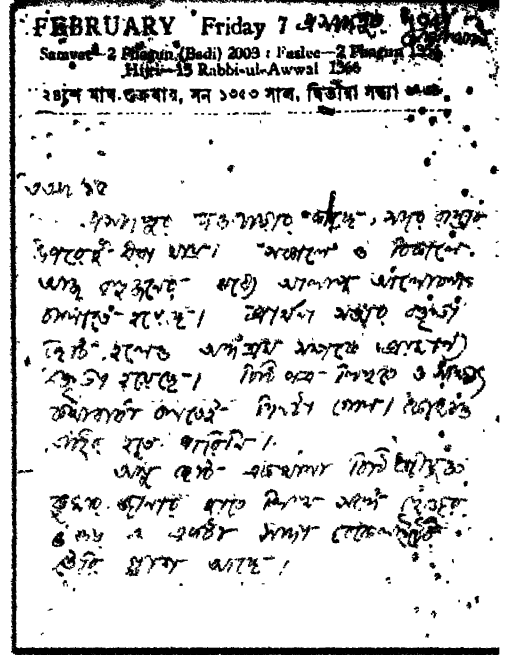
আজ মাত্র ২৫ মিনিট মাঠের পথে হেঁটে প্রসাদপুর পৌঁছলাম। বড় লোকের বাড়ী, পথের পাশেই গ্রাম। লোকসমাগম খুব হোলো। জেনারেল শাহনওয়াজ, হরিদাস ও বেলা মিত্র ছাড়া দত্তপাড়া থেকে লামচর, কাজিরখিল থেকে অনেকে এলেন। সারাদিন আজ চিঠিপত্র ও ফাইলের অনেক কাজ করলাম। গান্ধীজীর জন্য অঙ্গশ্রম সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন করে দিলাম। প্রার্থনা সভায় খুশী হয়ে বললেন।

মনোরঞ্জন বাবুর কাছে একটা জিনিস চাইলাম। কয়েকটি গ্রামের হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন ব্যবসায়ের লোকসংখ্যা কত তা জানার দরকার। তিনি শীঘ্র এ বিষয়ে কিছু তথ্য দেবেন।

গান্ধীজী আজ ভোরে আমার ৪ তারিখের চিঠির উত্তর দিয়েছেন। কিন্তু পিয়ারেলালকে যেভাবে তিনি আগলে রেখেছেন, তাতে মনে হয় পিয়ারেলাল সম্পর্কে ওঁর বিচার কখনও মুক্তভাবে চলে না। সতীশবাবু, হেমপ্রভা দেবীর সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে কিছু আলোচনা করলাম।

বেলাকে অনেকদিন পরে দেখছি। কুমার জানা কুমিল্লা থেকে এসেছেন, অনু ১লা তারিখ তাঁর হাতে ভাল পাটালি (মুচি) ও একটা সাদা রঙের গ্লাস পাঠিয়েছে।

নন্দীগ্রাম — নোয়াখালি

8
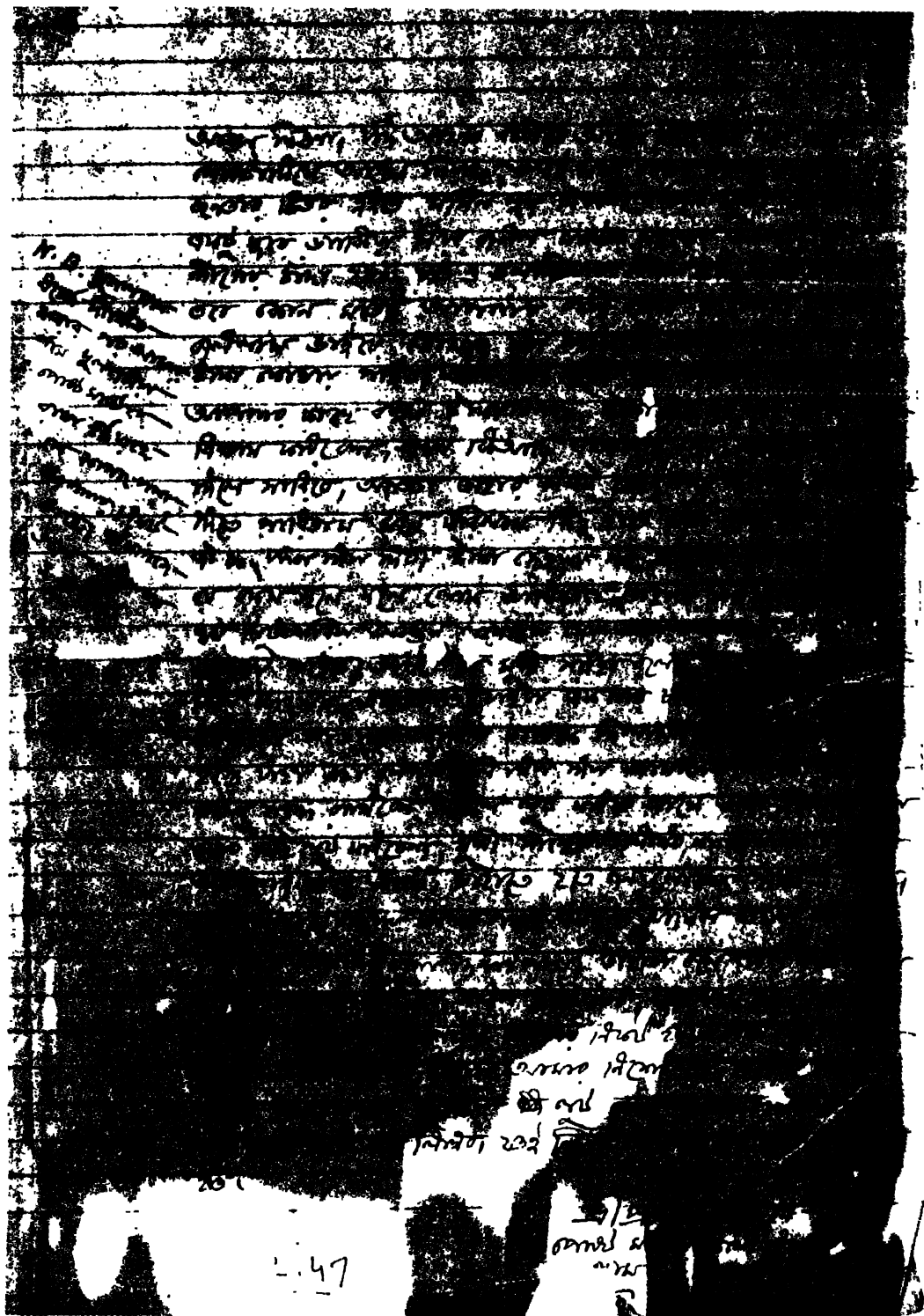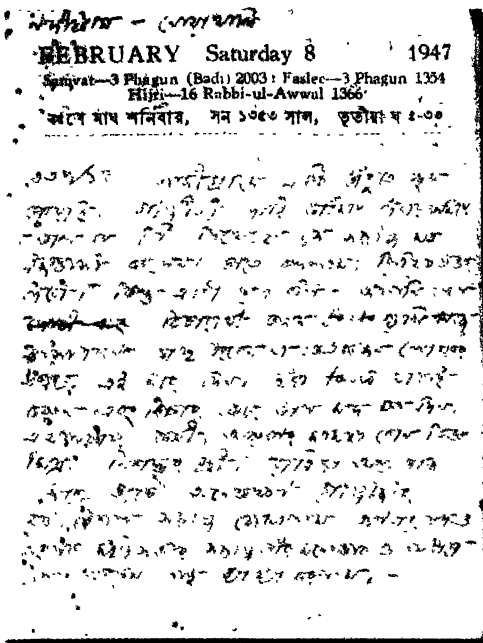
1947

FEBRUARY

Saturday

২৫শে মাঘ শনিবার, সন ১৩৫৩

৩৩ ৮/ ১৫

নন্দীগ্রামে একটা তাঁবুতে স্থান পেয়েছি। গান্ধীজী দাড়ি কামিয়ে দেবার সময়ে— কাল যে চিঠি লিখেছেন সে সম্বন্ধে মত জিজ্ঞাসা করলেন। তাতে বললাম, লিখিত উত্তর দেবো। কিন্তু একটা কথা বলি— আপনি যখন বিচারার্থী তখন facts গুলি নিজে জনসাধারণের কাছে ধরবেন না। কএকজন লোকের উপরে এই ভার দিন। তাঁরা facts যাচাই করুন এবং বিচার করে ভাল মন্দ মত দিন। এখানকার কর্মী, অরুণের মামাত বোন বিভা মিত্র, নিশম্ভুর স্ত্রী। রাত্রিতে অন্য কাজ সেরে তাকে অনেকক্ষণ গান্ধীজীর রণকৌশল সম্বন্ধে বোঝালাম। গণপরিষদ ও বাংলার মন্ত্রিসভার সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব ও কর্মধারা কেন এরকম তাই ব্যাখ্যা করলাম।

* * *

প্রসাদপুর থেকে নোয়াখালি অন্যান্য জায়গার চেয়ে কিছু বেশি দূর, মাইল তিনেকের মত হবে। এখানে একটু তাঁবুর ভিতরে বাসা হয়েছে। বেশ ভাল লাগছে। কাছেই আশ্রয়প্রার্থীদের একটি আড্ডা রয়েছে— বেলা ও হরিদাস মিত্র গান্ধীজীর সঙ্গে সন্ধ্যায় অনেকক্ষণ আলোচনা করার সময় পেয়েছেন। হরিদাসবাবুর সঙ্গে তাদের পারিবারিক গণ্ডগোলে গান্ধীজী কিভাবে পুনাতে নিষ্পত্তি করতে চেয়েছিলেন তার সব ইতিহাস শুনলাম। শ্রীসুরেন ঘোষ, লাবণ্যপ্রভা দত্ত, শ্রীঅদ্বৈত দত্ত গান্ধীজীর সঙ্গে অল্পক্ষণ দেখা করে গেলেন। এসেমব্লিতে কংগ্রেসী দল মন্ত্রীগণের বিরুদ্ধে যদি একে অন্যকে আনাস্থা প্রস্তাব এনে পরাজিত হয়ে যান তাহলে তাঁদের oposition হিসাবে যথেষ্ট কাজ করা হবে বলে মনে করেন। কিন্তু সেই কাজের ফলে গান্ধীজীর শান্তি মিশনের কোনও ক্ষতি হবে কিনা, এ প্রসঙ্গে গান্ধীজীর উপদেশ কি তাই জানতে এসেছিলেন। গান্ধীজী শুনে বললেন, এ বিষয়ে তিনি কিছু 'দখল' দিতে চান না, যে কাজ বিচার করে সভ্যেরা ভাল মনে করে তাই করবেন।

প্রার্থনা সভার বক্তৃতায় আজ বড় বেবন্দোবস্ত হয়েছিল। বক্তৃতায় শান্তিমিশন সম্বন্ধেই কয়েকটি দরকারী প্রশ্ন ছিল। সন্ধ্যার পর বেলা ও হরিদাস মিত্রের সঙ্গে অনেকক্ষণ গান্ধীজী পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে আলাপ করলেন।

কমলাপুর
চরলাড়ুয়া
চরসোনাদি
চরকৃষ্ণপুর
হাইমচর
চরদুখিয়া
আলুনিয়া
দেবীপুর
রায়পুর
মসিমপুর
হামচাদী
ফ রি দ গ
চাঁ দ পু র
রা য় পু র
গান্ধী - পরিক্রমা
প্রথম পর্ব
দ্বিতীয় পর্ব
DRAWN BY K.K.DUTTA & CO.

পানিরালা
দাল্‌তা
কেশুরি
মুরাইম
হীরাপুর
বাদলকোট
জগৎপুর
নারায়ণপুর
শ্রীনগর
প্রসাদপুর
নন্দিগ্রাম
পাচসাঁও
নবগ্রাম
আমিশাপাড়া

বিজয়নগর — নোয়াখালি

9
FEBRUARY
Sunday
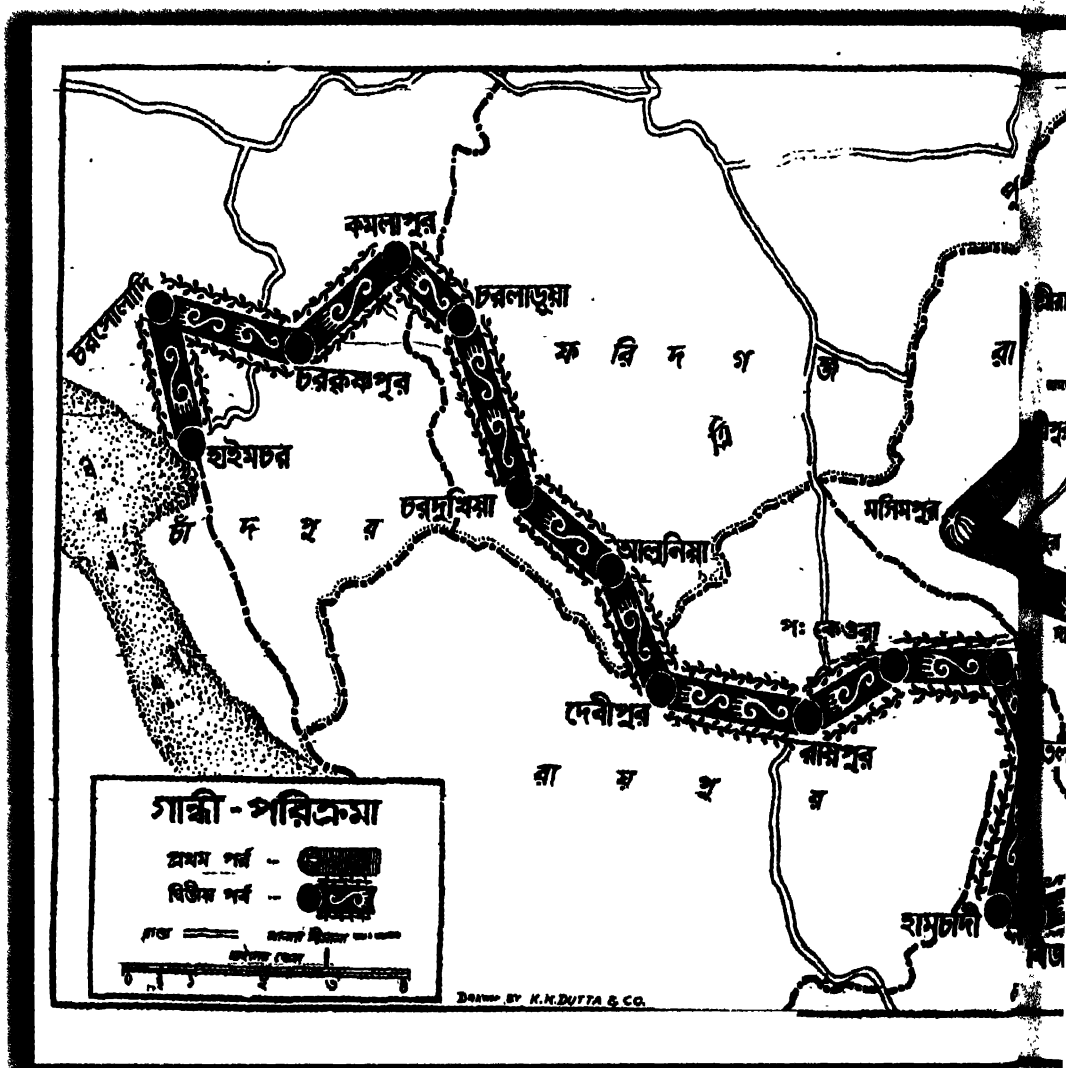
1947

২৬শে মাঘ রবিবার, সন ১৩৫৩

বেলা ও হরিদাস মিত্র আজ চলে গেলেন। তাঁদের সঙ্গে সোয়েটার ও ঘুমের থলির ভিতরের তুলাভরা বস্তুটা কলিকাতায় ফেরত পাঠালাম।

আজ প্রার্থনা সভা খুব বড় হয়েছিল। কিন্তু তার মধ্যে কোনও গোলমাল ছিল না।

অশোকা টুমার থেকে এলেন। ৮/৯ মাইল বেশ স্বচ্ছন্দে হেঁটে যাতায়াত করছেন।

FEBRUARY Sunday 9 1947
Samvat—4 Phagun (Badi) 2003 : Faslee—4 Phagun 1354
Hijri—17 Rabbi-ul-Awwal 1366

* * *
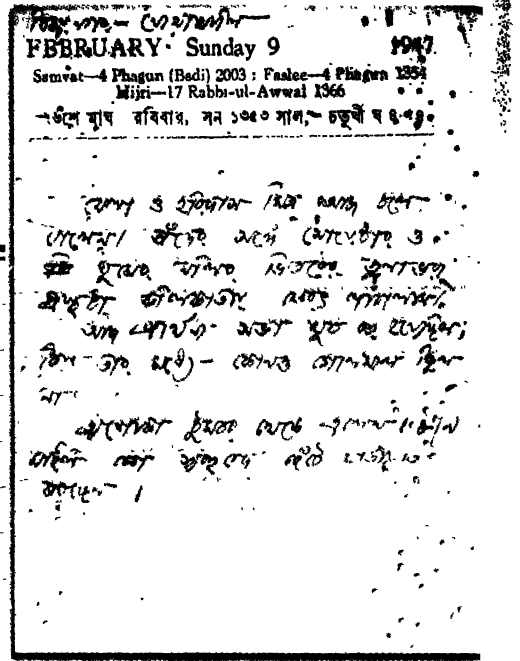
এখানে কমলা দাসগুপ্ত, রামপুরহাট থেকে মায়া ঘোষ, কল্যাণী দত্ত প্রভৃতি অনেকে কংগ্রেসের অধীনে, সুচেতা দেবীর নায়কত্বে কাজ করেন। আমাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা চমৎকার, যত্নের সীমা নাই। গান্ধীজীর বিকালে প্রার্থনাসভা বেশি দূরে হওয়ায় একটু শ্রান্ত বেশি হয়ে পড়েছিলেন।

গ্রামের কর্মীদের নানা অসুবিধা আছে। দলাদলি আছে, তা ছাড়া ক্ষমতাপ্রিয়তা কারুর কারুর মধ্যে দেখা তো দেয়ই। এই সব কথা প্রশ্নের আকারে গান্ধীজীকে দিলাম। তিনি লিখে জবাব দিলেন। কেননা আজ তিনি মৌন থাকেন।

দুই দল মুসলমান গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করলেন। একজন গোপীনাথপুর থেকে এসে যথেষ্ট ভদ্রতা করলেন। কয়েকটি কূটপ্রশ্নও করলেন। গান্ধীজী আজ আর তার জবাব দিলেন না।

বেলা ও হরিদাস আজ চলে গেলেন। আমি Sweater ও Sleeping bag-এর ভিতরের তুলার খোলটা ফিরিয়ে দিলাম। রবিকে ফোন করে দেবে। সে এসে নিয়ে যাবে।

FEBRUARY Monday 10 1947

Samvat—5 Phagun (Badi) 2003 : Faslee—5 Phagun 1354
Hijri—18 Rabbi-ul-Awwal 1366

২৭শে মাঘ সোমবার, সন ১৩৫৩ সাল, পঞ্চমী দ ৪-১৫

বিজয়নগর — নোয়াখালি

1947

10
FEBRUARY
Monday
২৭শে মাঘ সোমবার, সন ১৩৫৩

সারাদিন বহু দলের সঙ্গে কেবল আলাপ আলোচনা করতে হয়েছে। তার মধ্যে অশোকা গুপ্তাদের সঙ্গে সাধারণভাবে আলোচনাতো করলামই, তা ছাড়া নন্দীগ্রামের বিভা এসে, ইদানীং মুসলমানদের ভিতরে যে উত্তেজনা দেখা যাচ্ছে সে সম্পর্কে জানালেন। কমলা দাসগুপ্তার রিলিফ সম্পর্কে কিছু বিশেষ প্রশ্ন ছিল। এরা আমাদের থাকা, খাওয়া ও সকল ব্যবস্থাই যত্নের সঙ্গে ভালভাবে। শুতে ১২।৷০ বেজে গেল।

***

সকালে গোপীনাথপুরের দিকে বেড়াতে গিয়ে গান্ধীজী ফিরে এলেন, অনেক দূর বলে। সারাদিন অশোকা গুপ্ত (শৈবালবাবুর স্ত্রী) ও মায়া ও কমলা এবং পরে নিশম্ভুর স্ত্রী বিভা মিত্রের (নন্দীগ্রাম) সঙ্গে তাঁদের কাজে কোথায় কোথায় অসুবিধা হচ্ছে আলোচনা করলাম।

কমলা দেবীদের সঙ্গে যে আলোচনা করলাম তার সার হ'ল এই যে নোয়াখালির ঘটনাকে কোনো রকমে Class-war বলা যায় না। ধনী হিন্দু গরিব হয়ে মধ্যবিত্ত হয়েছে, গরিব মুসলমান লীগ গবর্মেন্টের ফলে ধনী হয়েছে, মধ্যবিত্ত হয়েছে এবং মধ্যবিত্ত হিন্দু যে সব ব্যবসায়-বাণিজ্য নিয়ে ছিল সেগুলি দখল করার জন্য লড়ছে। গরিব মুসলমান স্ত্রীলোক ও লুঠের ধনসম্পদের লোভে তাদের সঙ্গে রয়েছে। অতএব Class-war কার্যত Fascism এর ইন্ধন যোগাচ্ছে।

বিভা মিত্র মুসলমানরা সম্প্রতি যেভাবে নতুন করে নড়াচড়া করছেন তার বিষয় বললেন। তাকেও গান্ধীজির সঙ্গে কথা কয়ে এসে বোঝালাম। রাত্রে ১২৷৷র পর শুলাম।

এখানে মেয়েদের যত্নে আজ অজস্র মানুষ পরিতৃপ্ত হয়ে গেল।

হামচাদি — নোয়াখালি

11 FEBRUARY 1947

Tuesday

২৮শে মাঘ মঙ্গলবার, সন ১৩৫৩

বিজয়নগর থেকে বেরিয়ে হামচাদিতে এলাম। বাড়ীতে পৌছানর কিছু আগে মুসলমানেরা বোধহয় ঝুড়ি করে পায়খানা এনে পথ অপরিষ্কার করে গেছে। এখানকার ব্যবস্থা ভূপাল করেছে। কোন বেবন্দোবস্ত নাই।

কল্যাণী দত্ত (সুনীতিবাবুর বাড়ীর পাশে 15B, Hindusthan Park) এম.এ পড়িত; এখন কমলা দাসগুপ্তার সঙ্গে কাজ করে। মেয়েটি বড় শান্ত। তাকে গান্ধীজীর বাংলা লেখা একটু কেটে দিলাম। তাছাড়া 19.1.47 এ মুহম্মদের বাণী যা উদ্ধৃত করেছিলেন, সে কাগজ দিয়ে দিলাম। আজ বাংলা চিঠিগুলি নিয়ে আমার জন্য খেটেওছে।

* * *

বিজয়নগর থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে হামচাদি। গান্ধীজীর সঙ্গে বিজয়নগর থেকে কল্যাণী দত্ত ও স্যর পি. সি. রায়ের ভাইঝি কমলা (দত্তপাড়া ক্যাম্পে সুচেতা দেবীর সঙ্গে কাজ করেন) এই দুজন এলেন। কল্যাণী এম এ পড়তো এখন বিজয়নগরে কাজ করছে। সারাদিন আজ বিস্তর চিঠিপত্রের কাজ করেছি। কিছু বাংলা চিঠির কাজ কল্যাণীকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছি।

ভোরে কমলা দাসগুপ্তা ওখানে রিলিফ সম্বন্ধে যে সকল অসুবিধায় পড়েছেন তার বিষয়ে কাগজ দিয়েছেন এবং আলোচনাও করলেন। সে সম্পর্কে গান্ধীজীর সঙ্গে একটু পরামর্শ করতে হবে।

কাছাড়বাসী মণিপুরী সম্প্রদায়ের চার জন ভদ্রলোক এসেছেন। তাঁরা বর্ণ হিন্দু থেকে পৃথক হয়ে বিশেষ সুবিধা ভোগ করতে চান। এতদিন তাঁরা অবহেলিত ও দলিত হয়েছেন, এখন শিক্ষা, চাকুরিতে অগ্রসর হতে চান।

বিহারের এক ভদ্রলোকও সেখানকার পুনর্বসতি ও আশ্রয়গুলির বিষয়ে কিছু বলবার জন্য গান্ধীজীর সঙ্গে কিছুক্ষণ দেখা করলেন।
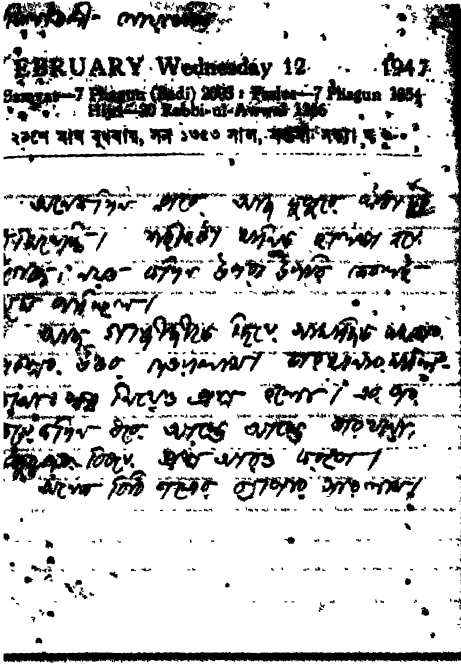
কাফিলাতলী — নোয়াখালি

1947

12
FEBRUARY
Wednesday
২৯শে মাঘ বুধবার, সন ১৩৫৩

অনেকদিন পরে আজ দুপুরে ঘণ্টা দুই ঘুমিয়েছি। শরীরটা খানিক হালকা হয়ে গেছে। নয়ত কদিন উপরা উপরি ঘুম পাচ্ছিল।

আজ গান্ধীজীকে দিয়ে সামাজিক সমতার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ালাম। কারখানার মালিকানা স্বত্ব নিয়েও প্রশ্ন হলো। এরপর কয়েকদিন ধরে আস্তে আস্তে কারখানা বিষয়ে প্রশ্ন আরও করবো।

অনেক চিঠি পত্রের ব্যাপার সারলাম।

অতি অল্প দূরেই কাকিলাতলী। পথে ফ্রেন্ডস্ সারভিস ইউনিটের শিবির পড়ে, সেখানে গান্ধীজী মিনিট পনের কাটালেন। যে বাড়ীতে উঠেছি, বেশ বর্ধিষ্ণু গৃহস্থ। যত্ন ও ব্যবস্থা ভাল। আজ কমলা দাসগুপ্তার রিলিফের ব্যাপার নিয়ে গান্ধীজীর কাছ থেকে জমানের কাছে চিঠি লিখিয়ে বিজয়নগরে কমলা দেবীর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। আজ প্রশ্নের মধ্যে অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ, নোয়াখালিতে হিন্দুদের একত্রীকরণ ও কারখানা স্থাপন সম্বন্ধে প্রশ্ন করা গেল। কারখানা সম্পর্কে আরও জিজ্ঞাসাবাদ পরে করবো। অনেকদিন পরে আজ দুপুরে একটু ঘুমিয়েছি। বেশ লাগলো।

শীত কমে গেছে, জিনিষপত্র অনেক হালকা হয়ে গেছে, আরও কমানো যায় কিনা দেখি।

পূর্ব কেরোআ —(নোয়াখালি)

13
FEBRUARY
Thursday

1947

১লা ফাল্গুন বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৩
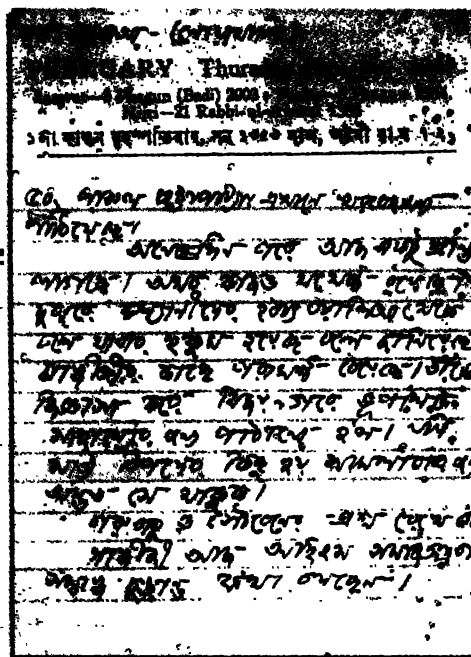
৫০্ পারুল চট্টোপাধ্যায় এখানে খরচের জন্য পাঠিয়েছে।

অনেকদিন পর আজ একটু শ্রান্ত লাগছে। অথচ কাজও যথেষ্ট রয়েছে। দুপুরে কল্যাণীদের হঠাৎ বড়ালিআ থেকে চলে যাবার হুকুম হয়েছে বলে জানিয়েছে। গান্ধীজীর কাছে পরামর্শ চেয়েছে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করে বিজয়নগরে ভূপালকে সাহায্যের জন্য পাঠানো হ'ল। যদি সত্যি বিপদের কিছু হয় সামলাবার জন্য অন্তত সে থাকুক।

চারুবাবু ও সৌরেনের প্রশ্ন রেখে গেল।

গান্ধীজী আজ অহিংস সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে চূড়ান্ত কথা বলছেন।

* * *

আজ ৪০ মিনিট মাত্র হেঁটে কেরোআ গ্রামে পৌঁছানো গেল। আজ একটু ক্লান্ত লাগছে। কাজকর্ম খেটে কমিয়ে দিয়েছি। এক মুসলমান মৌলবীর সঙ্গে অনেকক্ষণ আলোচনা করলাম। দুপুরের পরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিয়ে ৩টায় কর্মীদের মিটিং করা হ'ল। গান্ধীজী সাধারণভাবে কিছু উপদেশ দিলেন। কল্যাণী বিজয়নগর থেকে হঠাৎ তাদের চলে যেতে লেখা হয়েছে বলে জিজ্ঞাসা করেছে, এর দ্বারা পুনর্বসতির কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে কিনা। গান্ধীজীকে জিজ্ঞাসা করে ভূপালকে আজ রাত্রেই ওখানে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল, কি উত্তর কাল নিয়ে আসে দেখা যাক। বিকালের জন্য যে প্রশ্ন করে রাখা হয়েছিল, গান্ধীজী তার উত্তরে অহিংস সমাজতন্ত্রবাদের চূড়ান্ত নির্দেশ দিলেন।

চারু চৌধুরী, সৌরেন প্রভৃতি এসেছিলেন। তাঁদের চরকা ও পুনর্বসতি সম্বন্ধে প্রশ্ন রেখে গেলেন।

FEBRUARY Friday 14 1947

Sambat—9 Phagun (Badi) 2003 : Faslee—9 Phagun 1354 .
Hijri—22 Rabbi-ul-Awwal 1366

পশ্চিম কেরোয়া (নোয়াখালি)

1947

14
FEBRUARY
Friday

২রা ফাল্গুন শুক্রবার, সন ১৩৫৩

৩৩ ৸/ ১৫ খাম পোস্ট কার্ড ৪
দর্জি ৸৹
সাবান নীল ৩

কল্যাণীদের বিজয় নগর ক্যাম্পে কমলা দাসগুপ্তা খোলাখুলিভাবে কিছু আলোচনা না করে ব্যাপার খানিক ঘোরালো করে তুলেছেন। সুচেতা কৃপালাণী, হারান ঘোষ চৌধুরী ও কমলা দাসগুপ্তকে এই নিয়ে লিখলাম। দেখি কি হয়। আজ এ বাড়ীতে যত্ন খুব হচ্ছে। সারাদিন বহু লোকের সঙ্গে কথাবার্তাও বলেছি। আর কল্যাণী ও বিজয়নগর শিবিরের এক ডাক্তারের সঙ্গে ঘন্টা ২/৩ করে কমলা দাসগুপ্তা ও যোগেশ বাবুর বিজয়নগর শিবিরের অধিনায়কত্ব সম্পর্কে খানিকটা ধারণা করে নিয়েছি।

***

ভোরে গান্ধীজীর কাছে প্রার্থনাসভার রিপোর্ট নিয়ে গেলাম। তিনি যা লিখেছেন তার কদর্থ হতে পারে। জমিদার শ্রেণীর মানুষ হিসাবে উচ্ছেদ চান না, প্রথার উচ্ছেদ চান এইটে স্পষ্ট করা দরকার। তাঁর রিপোর্টে আরও এক প্যারা। অন্যত্র ছোট একটি প্যারা যোগ করে দিতে উনি দেখে কিছু সংশোধন করে মঞ্জুর করে দিলেন।

বিকালে সুধীর ঘোষ এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে কথায় কথায় বললেন, আমার নিকটতম জনও আমাকে ছেড়ে যাবে বলে তো আমি ভয়ে ভীত হতে পারি না। I do not want to be cowed down I do not want to prove a coward. শারীরিক ভয়হীনতা তো গুণ্ডাদেরও থাকে। আমি বলছি ভয়শূন্যতা। যাতে মানুষ সর্বজনের সঙ্গ ত্যাগ করেও চলবার সাহস রাখবে। I do not want to die a discredited and defeated man. So I have kept one loophole, I have said I would rather die in Noakhali; than go back defeated, I do not want to die a paralytic, or slowly by inches. An assassins knife would be good, and better still, while I am speaking, if suddenly I breathe my last. But I do not know what God has in store for me.

I am trying to reach the state described in *Gita*-II. I get impatient & worried; Why should I be? I flare up. There should be no reason why I should. That state of is yet far, I know.

বিজয়নগর—নোয়াখালি (রায়পুর)

15 FEBRUARY 1947

Saturday

৩রা ফাল্গুন শনিবার, সন ১৩৫৩

২৫৬০/১৫ রায়পুর পৌঁছলাম

সকাল থেকে কল্যাণী দত্তের দুখানা চিঠি বিজয়নগব থেকে পেয়ে বিকালে গান্ধীজীকে বলে বেরিয়ে পড়লাম। সন্ধ্যায় মীরা, কল্যাণী, অর্চনা প্রামাণিক এদের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম কমলা দাসগুপ্তা দলাদলি বা অনুগত কর্মীদের হাতে কাজের ভার দেবার জন্য অকারণ কল্যাণীর সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করেছেন। সারা জিনিষটা নোঙ্‌রা লাগছে, কেননা যাদের সহকর্মী বলে এনেছেন, তাদের সম্বন্ধে প্রীতি এতই যদি ঠুনকা হয় তাহলে মানুষের সঙ্গে মানুষের নির্ভর করে কাজ করা চলেনা।

FEBRUARY Saturday 15 1947

Samvat—10 Phagun (Badi) 2003: Faslee—10 Phagun 1354; Hijri—23 Rabbi-ul-Awwal 1366

রায়পুর থেকে বিজয়নগর ৭৷৷০ মাইল হবে খুব জোরে হেঁটে ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিটে পৌঁছলাম

***

বিজয়নগর সম্পর্কে যে গোলমালের সূচনা হয়েছে সে সম্বন্ধে ভোরে সুচেতা দেবী, কমলা দাসগুপ্ত ও হারান ঘোষচৌধুরীকে চিঠি লিখে বিজয়নগরের কাছে মির্জাপুরের এক ভদ্রলোকের হাতে দিলাম।

গান্ধীজী বেরুনোর আধ ঘন্টা আগেই আমি পশ্চিম কেরোআ থেকে রওনা হয়ে রায়পুরাতে হরেন রায়ের কাছারিতে পৌঁছাই। চিঠিপত্রের কাজ কম ছিল। ইতিমধ্যে অনিল সেন কল্যাণীর চিঠি নিয়ে আসে। তার পরে যোগেশ মজুমদার অর্থাৎ বিজয়নগরে যাঁর বাড়ীতে ছিলাম, তিনি আর একটি চিঠি নিয়ে এলেন। গান্ধীজীর সঙ্গে পরামর্শ করে ৩-৪৫ মিনিটের সময়ে বেরিয়ে ৫-২৫ মিনিটে বিজয়নগর পৌঁছলাম। কল্যাণী, মীরা, অর্চ্চনা এবং অনিল সেন ও ডাঃ কালিপদ বসু সকলেই গ্রামে কোনও বাড়ীতে গিয়েছিলাম।

রাত্রে অর্চ্চনা,কল্যাণী ও আমি অন্য মিত্রার বাড়ীতে যাই। তিনি গান্ধীজী মেয়েদের কাঁধে ভর রেখে চলেন বলে টিপ্পনি কাটলেন।

আজ হাসনাবাদে Circle Officier Gohar সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে গিয়ে কংগ্রেস সমর্থিত বহু এজাহারে ভুল পেয়েছেন।

FEBRUARY Sunday 16 1947

৪ঠা ফাল্গুন রবিবার, সন ১৩৫৩ সাল

বিজয়নগর — নোয়াখালি

1947

16
FEBRUARY
Sunday
৪ঠা ফাল্গুন রবিবার, সন ১৩৫৩

২৫৮৫/ ১৫

সকালে কল্যাণী, অর্চনা, কৃষ্ণ বেরা প্রভৃতিকে দিয়ে organisation এর নিয়ম মানার মত কতকগুলি চিঠি নিয়ে চলে গেলাম ৪ /৫ মাইল দূর হবে। সেখানে সুচেতা দেবীও দেখলাম, যোগেশ নাগ ও কমলা দাশগুপ্তের কথায় মাতেন। তাঁর অবশ্য অন্য উপায় নাই। সমস্তটা খারাপ লাগছে। ওখান থেকে ফিরে গান্ধীজীর কাছে বিজয়নগর থেকে চিঠি লিখে পাঠালাম। রাত্রে সবাইকে নিয়ে বসে আলোচনা করলাম। অনিল সেন (চট্টগ্রামের), কল্যাণী এরা কাঁদতে লাগলো। অর্চনা যদিও BPCC র, কিন্তু এরা একেবারে নির্দোষ তাই। রাত্রে কল্যাণীকে অজস্র সান্ত্বনা দিলাম।

সকালে কালকের সেই ভদ্রলোক চিঠি তিনখানি দিয়ে গেলেন, মাত্র ২৪ ঘণ্টা দেরি হয়েছে। এখান থেকে ৪।০৫ মাইল বড়দলিয়াতে গিয়ে দেখি কমলা দাস ও তাঁর লোকজন Jeep থেকে পড়ে শরীর জখম হয়েছে। বাপুর শরীর পূর্বাপেক্ষা ভাল।

ফিরে এসে কল্যাণীদের সকলকে আভাস দিলাম, তাদের কেন সরানো হচ্ছে। এদের বদলে অন্যলোক আনার যখন ইচ্ছা তখন সোজাসুজি তাই করা উচিত। বা কর্মীদের মধ্যে কিছু যদি আভাস পাওয়া যায় সকলে মিলে আলোচনা করা ভাল। কিন্তু তা না করে, এক উদ্দেশ্যতে অন্য কথা বলা মিথ্যাচার হয়। সব কর্মীদের বোঝালাম যে সংস্থার স্বার্থপুষ্টির জন্য ওদের উপরওয়ালার হুকুম মেনে নেওয়া উচিত। নিজেকে defend না কারই এখানকার best policy। কল্যাণীরা রাজি হ'লো।

17
FEBRUARY
Monday

দেবীপুর — নোয়াখালি

1947

৫ই ফাল্গুন সোমবার, সন ১৩৫৩

২৫৮৮/১৫

সকালে সবাইকে বুঝিয়ে বিদায় নিয়ে ৯৪০/১০ মাইল দূরে দেবীপুর চলে এলাম। এরপরই ত্রিপুরা জেলা।

কল্যাণীকে সান্ত্বনা দেবার কোন উপায় পাচ্ছি না। তাই গান্ধীজীকে দিয়ে বাংলা একখানা চিঠি লিখে সই করিয়ে সুকুমার দাস নামে যে ভদ্রলোক বিজয়নগর থেকে এসেছিলেন, তাঁর হাতে পাঠালাম। এটা পেয়ে খানিক শান্ত হবে।

উড়িষ্যার মালতী চৌধুরী (মিনু) কাল থেকে অসুস্থ হয়ে এখানে রয়েছেন।

এসে অবধি চিঠিপত্র, রিপোর্ট ইত্যাদির কাজ অনেক করলাম। কিছু কাজ জমে গেছে কিন্তু কাল পরশুর মধ্যেই সেরে নেবো।

সকালে দুধ খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। পৌঁছাতে ২ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট লাগলো। দেবীপুর পৌঁছে গান্ধীজী [কে] মোটামুটি বৃত্তান্ত বললাম। কল্যাণীর নামে একখানা চিঠি সুকুমার দাস নামে যে ভদ্রলোক আমার সঙ্গে এসেছিলেন, তাঁর মারফত পাঠালাম। কাউকে তাড়াতে হলে চরিত্র সম্বন্ধে এরকম সন্দেহের সৃষ্টি করা আমার কাছে নিতান্ত দুর্বলচিত্ত নোঙরা ব্যাপার লাগছে। কল্যাণী তাই নিয়ে কাল অজস্র কেঁদেছে। কমলা, বীণা দাস, সুচেতা কৃপালাণী প্রভৃতির কাছে বিচারের ভান করেছে। বাপুর সমবেদনা পায় নি। অথচ সবাই তো মিত্ররূপে এক যাত্রায় সহযাত্রী হয়ে চলেছে। গান্ধীজীর চিঠিতে কাজ কি হয় দেখা যাক। হয়ত কল্যাণী কান্নাকাটির পরে এই চিঠি পেয়ে খানিক সান্ত্বনা পাবে।

এখানে পাশের গ্রাম সায়েস্তানগরে চিত্ত রায়ের বাড়ী দেখতে গেলাম। একেবারে পুড়ে ভেঙ্গে নিঃশেষ হয়ে গেছে। ইনি বন্দুকের গুলি যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ লড়েছিলেন। তারপর গুলিতে মাকে মেরে শেষে নিজে মরেন। বেশ বড় কাছারিবাড়ী ছিল।
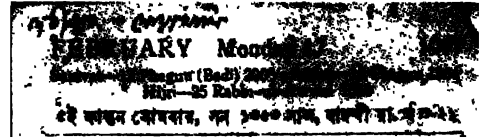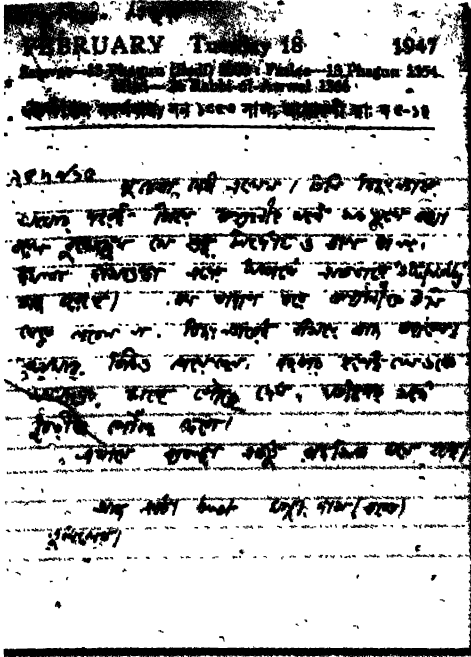
আলুনিআ— ত্রিপুরা

1947

18
FEBRUARY
Tuesday
৬ই ফাল্গুন মঙ্গলবার, সন ১৩৫৩

২৫৮৬/১৫
সুচেতা দেবী এলেন। তিনি বিজয়নগরে আমার পরেই গিয়ে কল্যাণীর সঙ্গে সব খুলে কথা বলে বুঝেছেন সে শুধু নির্দোষ ও ভাল তা নয়, কমলা দাসগুপ্তা এদের সম্পর্কে stupidly কাজ করেছে। মন খারাপ করে কল্যাণীকে উনি যেতে দেবেন না, বিজয়নগরেই বসিয়ে কাজ করাবেন। আমার চিঠিও পেয়েছেন, দরকার হলেই যেন ওকে আমাদের কাছে পৌঁছে দেন, যতীশের সঙ্গে ধুবড়ীতে পৌঁছে দেবো।

এখানে ব্যবস্থা একটু রাজসিক মনে হচ্ছে।

আজ একটা bust মনুজ দাস (ভাবত) তুললেন।

সকালে ত্রিপুরা জেলায় প্রবেশ করলাম। ভাষায় অন্য রকম একটা টান আলুনিয়া গ্রামেই কানে পড়ছে। এখানকার ব্যবস্থাপত্র ডাক্তার নৃপেন বসু প্রভৃতির হাতে আছে। গান্ধীজীর থাকা, আমাদের ব্যবস্থা সবই ভাল। আজ প্রার্থনাসভায় সেদিন বিজয়নগর থেকে ফিরে যে প্রশ্নগুলি মনে হয়েছিল সেগুলি জিজ্ঞাসা করলাম। 'পুনর্বসতি ও দেশত্যাগ সম্পর্কে' গান্ধীজী আজ বললেন যে যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় কিছুতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সুখে বা স্বাধীনতার মধ্যে কাজ করতে না দেয় তবে দেশত্যাগ বিধেয় এবং গবর্মেন্ট পুরা খেসারৎ দিয়ে এই বিষয়ে ব্যবস্থা করে দেবে।

সুচেতা দেবী এসেছেন। তিনি বিজয়নগরে কাল গিয়েছিলেন। তাঁর ধারণা যে কল্যাণীর বিষয়ে কমলা ভুল নিশ্চয়ই করেছেন। তাকে ১৫দিন নিজের কাছে বড়ালিতে রেখে তারপর কলিকাতায় নিয়ে যাবেন।

কল্যাণীকে আজ ছবি ও প্রার্থনা সভায় রিপোর্ট ইত্যাদি পাঠালাম।

19
FEBRUARY
Wednesday
৭ই ফাল্গুন বুধবার, সন ১৩৫৩

বিরামপুর— ত্রিপুরা

1947

২৫৬৮/১৫

এখানে সকালে খানিক রাগারাগি করতে হ'ল বেদানা, কিসমিস দিয়ে সকালে জলখাবার দেওয়া হয়েছে। একেবারে কিছু খাব না বলে ফেলাতে তাড়াতাড়ি মুড়ি ও বাড়ীর আনারস টুকু রেখে বাকি নিয়ে গেলেন।

আজ কস্তুরবার মৃত্যুর তৃতীয়বার্ষিকী। সন্ধ্যা ৭টা-৩৫ মিনিটে গীতা পাঠ শুরু হ'ল। সবটাই পড়া হ'ল।

আর্য্যনায়কম, অমিয় চক্রবর্তী ও আসামের দু একজন এসেছেন। আজ চিঠিপত্রের চাপ বড় বেশি, শেষ করতে পারা গেল না।

বেরুবার সময় ২টা haversack শুদ্ধ ছবি মনুজ দাস তুললেন

* * *

বিরামপুরেও ব্যবস্থা বেশ ভাল। কিন্তু আমাদের পেস্তাবাদাম খেতে দেওয়া হয়েছিল বলে এবং দেওপ্রকাশের জন্য আলাদা ভাবে ১০টা ও ৪টেতে রুটী তরকারি রেঁধে দেওয়া হয় বলে রাগরাগি করে এসব বন্ধ করে দিলাম। মনু গান্ধীজীর কাছে এই কথা শোনাতে উনি খুব খুশী হয়ে গেলেন, বলেছেন আমি কি চাই, ও ঠিক বুঝতে পেরেছে। আজ বা দু-একদিন ধরে দেখছি আমাকে 'তুম' বলছেন, এতদিন 'আপ' বলছিলেন, বা যাতে কিছু না বলতে হয় সেইরকম ভাবে কথা বলছিলেন। বেশ ভাল লাগলো।

ডঃ অমিয় চক্রবর্তীর কাছে শুনলাম। আমি গান্ধীজীর সঙ্গে রয়েছি এতে শ্যামাপ্রসাদবাবু বা ইউনিভার্সিটির কর্তৃপক্ষ ভালভাবেই এটা নিয়েছেন। অমিয়বাবুর সঙ্গে গান্ধীজীর এই যাত্রা নিয়ে অনেক কথাবার্তা হ'ল। বেশ ভাল কথাই। উনি তার রিপোর্ট তৈরি করবেন।

গান্ধীজীর কানে তালা লেগে গেছে। চড়াসুরে সর্বদা বাঁধা থাকলে শরীরের উপরে যে ধকল পড়ে এ তারই লক্ষণ।

বিষকাঠালি — ত্রিপুরা
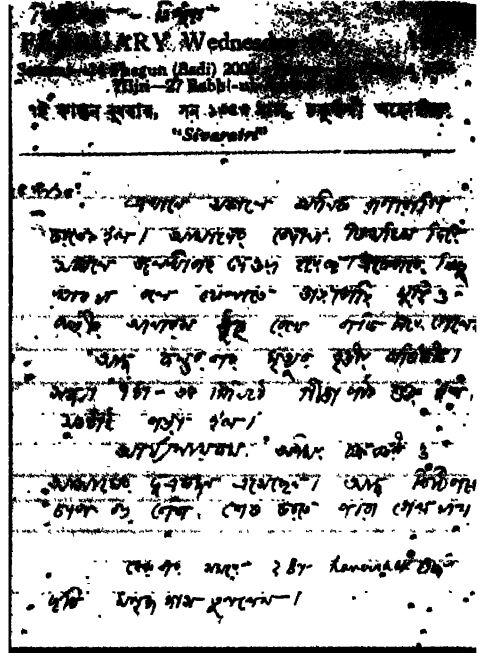
1947

20
FEBRUARY
Thursday
৮ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৩

২৫৬৮/১৫

ছোট জায়গা, বেশ শান্তিতে দিন কাটলো। আজ সমস্ত বাকি চিঠির উত্তর শেষ করলাম। filing indexing যা বাকি ছিল শেষ হ'ল। দুপুরে নিশ্চিন্ত আরামে খানিক ঘুমিয়ে নিলাম। অনু চিঠি লিখেছেন। সেখানে কি কাজের জন্য আসতে পারেন নি। আরও পরে আসবেন জানিয়েছেন।

প্রার্থনা সভায় সামাজিক আদর্শ নিয়ে গান্ধীজী একেবারে বৈপ্লবিক মত প্রকাশ করলেন। শুধু বিভিন্ন জাতের মধ্যে বিবাহ নয়, বিভিন্ন ধর্মের লোকের মধ্যেও উনি চান। স্বামী স্ত্রী হিন্দু মুসলমান হলেও একজনকে অপরের জন্য কলমা পড়তে হবে তা নয়। দুজনেই স্বধর্মে থাকতে পারবে বললেন। কাল এ বিষয়ে আরও বলবেন।

* * *

ভোরে বিশ্রামের কথা বললাম। উনি হাইমচর পৌঁছে বেশ কিছুদিন থাকতে পারেন। আমি পরামর্শ দিলাম, হাইমচরে চাঁদপুর থেকে যাতায়াত সহজ, বহু লোকের ভিড় হতে পারে। অতএব এমন নিরালা জায়গায় যাওয়া যাক যেখানে লোকে সহজে নাগাল পাবে না। উনি বললেন সেবাগ্রাম সেইরকমই ছিল, কিন্তু ক্রমশঃ ছোট শহরে পরিণত হয়েছে। এখানেও সহজে ছাড়বে না। অথচ সত্যি তীর্থযাত্রা লোটাকম্বল নিয়েই হওয়া উচিত। কালকে আমার রাগারাগির উল্লেখ করলেন। বিষকাঠালি আসতে আমার ৫০ মিনিট সময় লাগলো। মালের সঙ্গে ৬-৫৫তে বেরুলাম। পথে হাতে লেখা ৪টি দেওয়ালপত্র বা বিজ্ঞাপন চোখে পড়লো।

প্রার্থনা সভায় জাতিভেদ প্রথা সম্বন্ধে গান্ধীজী একেবারে বিপ্লবী মতবাদ প্রকাশ করলেন। Inter caste marriage তো বটেই, inter religions ও চলে। রিপোর্টে কিন্তু শেষেরটি বাদ দিলেন। মনে করিয়ে দিতে বললেন এরকম বিষাক্ত আবহাওয়ার মধ্যে ঐ মত প্রকাশ করতে চান না। আমি বললাম, তা সত্ত্বেও বলা উচিত। ওঁর বৈপ্লবিক মতবাদ সম্বন্ধে মানুষের স্পষ্ট ও পুরা ধারণা হোক। কাল প্রশ্ন করে দেবো, উনি বিস্তারিত উত্তর দিতে রাজি হয়েছেন।

কমলাপুর — ত্রিপুরা

21

FEBRUARY

1947

Friday

৯ই ফাল্গুন শুক্রবার, সন ১৩৫৩

২৫৮/১৫

আজ অল্প চিঠিপত্র, বাকি কাজ কিছু নাই। বেশ হালকাভাবে দিন কাটালাম। গান্ধীজীর মনে বিহার সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা হতে আরম্ভ করেছে। উপরন্তু হাইমচরে বেশ কিছুদিন বিশ্রাম করার বাসনাও হয়েছে। হয়ত সব ভ্রমণের প্রোগ্রাম কিছু পরিবর্তিত হয়ে যাবে।
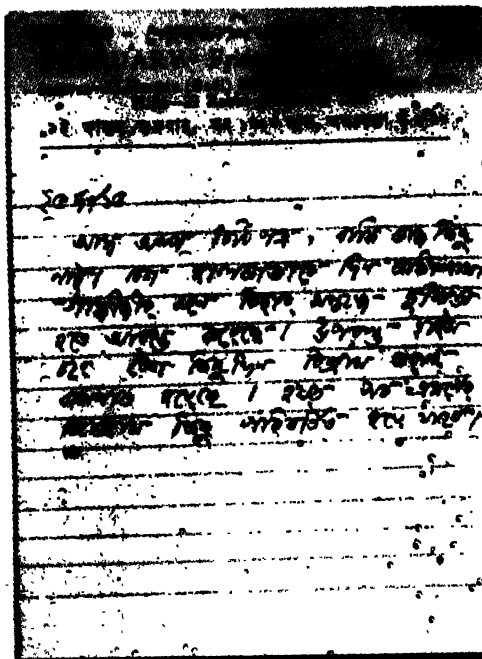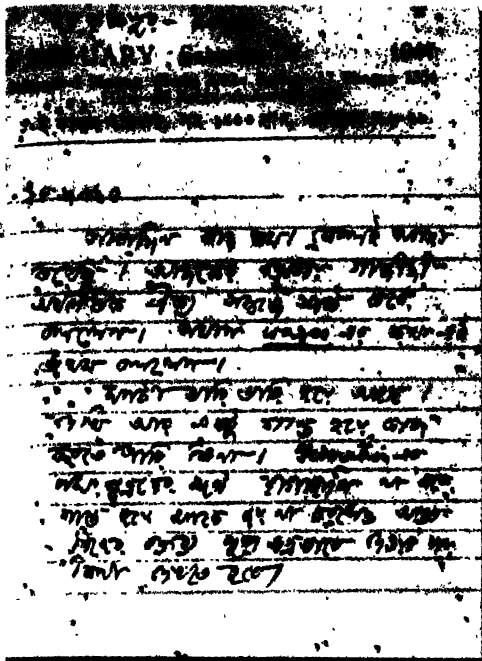
চরকৃষ্ণপুর— ত্রিপুরা

1947

22
FEBRUARY
Saturday

১০ই ফাল্গুন শনিবার, সন ১৩৫৩

২৫৬৮/১৫

সারাদিন কাজ কম। কেবলই ঝগড়া করেছি। আজকের বক্তৃতায় গান্ধীজী অর্থনৈতিক ঐক্য সম্বন্ধে স্পষ্ট করে বললেন। সমান wages এর কথা এই প্রথম বললেন।

মনটা ভারি ভারি হয়ে আছে। দেখি আর একটু শান্ত হয়ে কাজ করতে পারি কিনা। Fedaration-এর নমঃশূদ্রদের সঙ্গে রাগারাগি না করে শান্ত হয়ে মনকে জয় না করলেও অন্তত নিজের বক্তব্য পুরা ভদ্রভাবে দেওয়া যায় কিনা ভেবে দেখতে হবে।

বিজয়নগর— নোয়াখালি

23

1947

FEBRUARY

Sunday

১১ই ফাল্গুন রবিবার, সন ১৩৫৩

৫০, মেনু পাঠিয়েছে

২৫৮০/১৫

দুপুরে Mac Alexandre এর গাড়ীতে দালালবাজারের কাছে নন্দনপুরে একটা enquiry করে গেলাম। রাত্রে হামচাদিতে থাকতে বললেন, তখন ৮টা। কিন্তু বিজয়নগরে যেতে ইচ্ছে হ'ল। একজন ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে চলে এলাম, পৌঁছতে একঘণ্টা ঠিক লাগলো।

রাত্রে নন্দনপুরের বিষয়ে রিপোর্টটা লিখে ফেললাম। তার পর কল্যাণীর কাছে এখানকার কথাবার্তা হ'তে হ'তে রাত ৪৷৷০ টেতে শুলাম। বেচারি প্রত্যাখ্যানের দুঃখের আঘাত প্রথম সইছে।

* * *

চর সোলাদি পৌঁছালাম। এখানে হাইমচরের কাছে বলে মালতী, বিশু সবাই এসেছিল। আজ দুপুরে গান্ধীজী একটা মিথ্যা এজাহার সম্পর্কে খোঁজ নেবার দরকার, এই রকম আভাস দিলেন। ইচ্ছা আমি যাই, অথচ বলতেও চান না। আমি Mac Alexandre এর গাড়ী এসেছিল, সেই গাড়ীতে আসার বন্দোবস্ত করে বেরিয়ে পড়লাম। গান্ধীজীকে বলতেই বললেন। Iam glad at your decision ৩টেতে বেরিয়ে ফরিদগঞ্জ— রায়পুর— হামচাদি— নন্দনপুর গেলাম। সেখানে এক পোড়াবাড়ীর পাশে পালেদের বাড়ী থেকে যে সব তথ্য সংগ্রহ করা দরকার Mac 'র এক ডাক্তারের সহায়তায় শেষ করে ঐ জীপে আবার হামচাদি ফিরলাম। সারা পথ (চর সোলাদি থেকে হামচাদি) পর্যন্ত Morrison নামে এক discharged naval officer এর সঙ্গে non-violence নিয়ে আলোচনা হয়েছে। Individual এর বেলায় আমরা violence পরিহার করেছি। Groups এর বেলা করিনি এইটেই তার কাছে নতুন বলে মনে হ'ল।
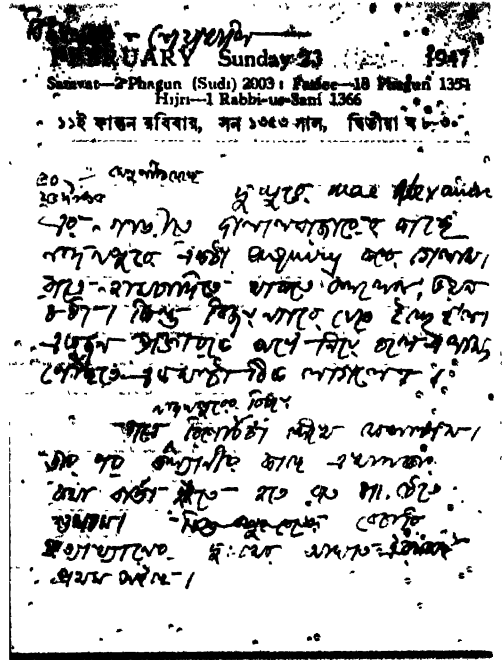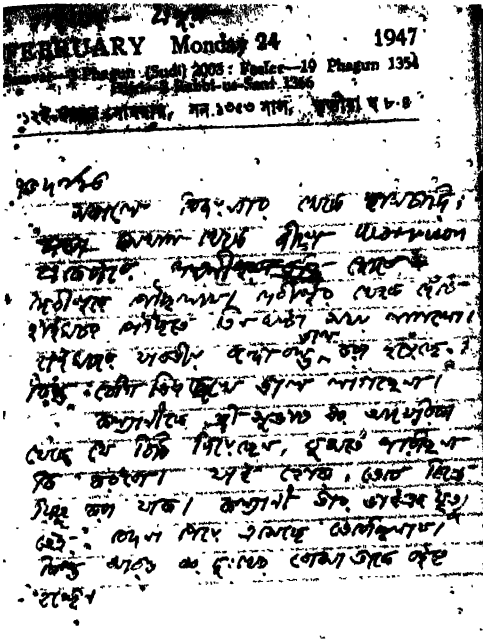
হাইমচর, ত্রিপুরা

1947

24
FEBRUARY
Monday
১২ই ফাল্গুন সোমবার, সন ১৩৫৩

৭৫৬/১৫

সকালে বিজয়নগর থেকে হামচাদি, সেখান থেকে জীপে একেবারে দেবীপুর পৌঁছলাম। দেবীপুর থেকে হেঁটে হাইমচর পৌঁছতে তিন ঘণ্টা সময় লাগলো। হাইমচরে যাবতীয় বন্দোবস্ত ভাল করা হয়েছে। কিন্তু বেশি ভিড় দেখে ভাল লাগছে না।

কল্যাণীকে শ্রীসুভাষ ধর আমেরিকা থেকে যে চিঠি দিয়েছেন, বুঝতে পারছি না কি করবো। যাইহোক, ভেবে চিন্তে কিছু করা যাক। কল্যাণী তার ভাই-এর মৃত্যুতেই বেদনা পেয়ে এসেছে ভেবেছিলাম। কিন্তু আরও বড় দুঃখের বোঝা তাকে বইতে হচ্ছে।

* * *

সকালে বিজয়নগর থেকে রওনা হয়ে ইন্ডিয়ান রেড ক্রশের হামচাদি কেন্দ্রে পৌঁছাতে এক ঘণ্টা সময় লাগলো। তারপর জীপে রায়পুরার পশ্চিমে দেবীপুর আরও এক ঘণ্টায় পৌঁছলাম। দেবীপুরে একজন লোক ঠিক করে ১০.৩২ মিনিটে হাইমচরের দিকে রওনা হয়ে সেখানে পৌঁছতে ১.৩০ হল। গাইয়ার চর, বড়চর হয়ে গন্ডামার অল্প দক্ষিণ দিয়ে রাস্তা গিয়েছে। এখান দিয়ে গান্ধীজী যাবেন বলে গ্রামবাসীরা বহু পরিশ্রম করে ভাল রাস্তা করেছে।

হাইমচরে স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা অনেক। কাজ কর্মে বেশ গুছিয়ে বিলিব্যবস্থার কিছু অভাব দেখলাম। থাকবার জন্য একটি তাবু পেয়েছি। যতীশ ও হুনর সঙ্গে আছে।

বিকালে প্রার্থনা সভায় মঞ্চ বড্ড জমকালো করা হয়েছিল। জনতা মন্দ হয়নি। আজ আর প্রশ্ন কিছু করে দিইনি, নিজের থেকেই যা বলার বললেন।

অনুর সূচীপাড়া কেন্দ্র থেকে কয়েকজন ছাত্রী ও অভয় আশ্রমের ললিত এসেছিল। তারা সবাই দু একদিন কৃষ্ণপুরে রয়েছে।

হাইমচর— ত্রিপুরা

25
FEBRUARY
Tuesday

1947

১৩ই ফাল্গুন মঙ্গলবার, সন ১৩৫৩

৭৫৮৮/১৫ [২৬-এর ডায়েরি]

আজ সকালে রামকৃষ্ণ মিশনে চা-এর নিমন্ত্রণ ছিল, শুধু এক কাপ দুধ খেলাম। চিঠিপত্র বহু জমেছিল। কম করতে করতে একেবারে হালকা করে ফেলেছি।

এখানে আমার নিজের ভাল লাগছে না। গায়ে-পড়া কারুরই ভাল লাগে না, বিশেষ করে যদি কেউ ছেলেমানুষ সেজে করতে চায়।

আজ গান্ধীর প্রশ্ন ভাল করে অনুবাদ করলাম। নিজের মনের মতন প্রশ্ন ছিল, তাই বলতেও ভাল লাগছিল।

[এটা ২৬ তারিখের ডায়েরি, দুদিন পরে লিখছি বলে এরকম হয়েছে]

***
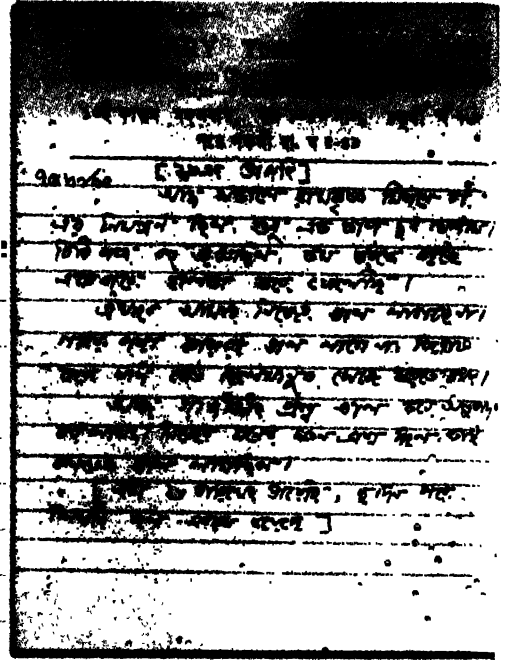
আজ আজেবাজে কাজ বড় করতে হয়েছে। অনেকে শুধু দেখাসাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। চিঠিপত্রও আজ গুনতিতে খুব বেশি এসেছে। সারাদিনেও সামলাতে পারলাম না।

দুপুরের পরে তিনটের সময়ে রিলিফ কমিশনের নুরুন্নবি চৌধুরী সাহেব শান্তিকমিটির এক মিটিং ডেকেছিলেন, গান্ধীজী তাতে মিনিট পনর বক্তৃতা দিলেন। তাঁর বক্তব্য হ'ল,আদর্শ— যত ব্যাপক ও ভাল হোক না কেন আজকার দিনে তাকে কাজে পরিণত করতে গেলে যে কাজের দরকার তারই সাধন করা সর্বোত্তম কাজ। যদি বর্তমান দিনের ক্ষুদ্রতম সমস্যাকে মেটাতে আমরা না পারি তবে আদর্শ বড় হয়েও আমাদের বাঁচাতে পারবে না।

সূচীপাড়ার দল আজ প্রার্থনাতে এসেছিল।

তাদের বলে দিলাম অনু এলেই যেন ধুলাপায়ে হাইমচরে চলে আসে। প্রার্থনা সভার বক্তৃতার Subject Index করা এবং সমস্ত কাগজপত্র ফাইলগুলিকে আরও detailed classification অনুসারে সাজাতে হবে।

Regd.with
A.D.

Minister of Revenue.

File

PATNA.

26. 2. 1947.

My dear Nirmal Babu,

I am in receipt of your letter dated the 19th February. Vindeshwari Babu was sent to Gandhiji through mistake, though it was not my mistake. Dhwaja Babu wrote to me that Vindeshwari Babu would go to Gandhiji to recite the Ramayan. I thought he was just the man who used to recite for Gandhiji when he was in Madhubani. I understand that Dhwaja Babu has now succeeded in finding out the exact person and has sent him to Gandhiji.

I am glad that all my letters reached you and I hope that they were able to give some relief to Gandhiji.

Yours sincerely,

K B Sahay

হাইমচর—ত্রিপুরা

1947

26 FEBRUARY Wednesday

১৪ই ফাল্গুন বুধবার, সন ১৩৫৩

৭৫৬০/১৫ [২৫-এর ডায়ারি]

অনুর সূচীপাড়া থেকে অনেকগুলি ছেলেমেয়ে এসেছিল। দুজন ওর দেখাদেখি সালোয়ার পরে এসেছিল, তাদের সঙ্গে অভয় আশ্রমের ললিতও ছিল। তারা কৃষ্ণপুর ফিরে গেল, কাল চাঁদপুর থেকে ট্রেনে সূচীপাড়া ফিরবে। বলে দিলাম, অনু এলে যেন ধুলা পায়ে এখানে পাঠিয়ে দেয়।

প্রার্থনা সভায় বক্তৃতার সূচীপত্র করতে হবে।

***

আজ গান্ধীজীর জন্য ১১টা থেকে একেবারে বিকাল পর্যন্ত একটানা সাক্ষাৎ বা কথাবার্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিষয়টা আমার ভাল লাগছে না।

ঠক্কর বাপা পরশুরাম সংক্রান্ত ঘটনার প্রশ্ন করলেন। আমি গান্ধীজীকে যা বলেছি সে সম্বন্ধে উল্লেখ করলাম.

আজকের প্রার্থনা সভায় প্রশ্নগুলি ভাল দেখে দিয়েছিলাম। অনুবাদ করতেও আমার বেশ ভাল লাগছিল।

27 FEBRUARY 1947

Thrusday

১৫ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৩

৭৫৮/১৫

গান্ধীজী মনুকে আজ মজার কথা বলেছেন। মনু আমার লোকের সঙ্গে মেলামেশা ও কথাবার্তা দেখে গান্ধীজীকে বলেছিল 'নির্মলদাকে এবার চিনে নিয়েছি, খুব মজার লোক। একেবারে পাগলের সঙ্গে পাগল, গম্ভীর হয়ে, যেন আপনার সঙ্গে কথা বলছেন, তেমনি করে বলেন।' গান্ধীজী বললেন, 'তুই তো বুদ্ধু। আমিই এ তিনমাসে চিনতে পারলুম না।'

আজকের বক্তৃতায় অনেক জিনিষ মুড়ে দিয়ে লম্বা করে দিলুম।

***
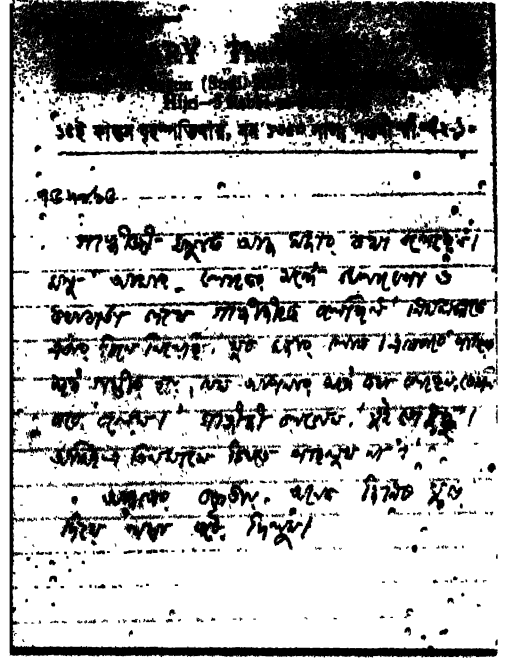
আজ ফজলুল হক সাহেবের সঙ্গে গান্ধীজীর সাক্ষাৎ হ'ল। তিনি গান্ধীজীকে বললেন তাঁর বিহারে যাওয়া উচিত। দ্বিতীয়ত, এখানে অর্থাৎ বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ পাকিস্তান হওয়া সত্ত্বেও অত্যাচারিত হচ্ছে; মোকদ্দমাগুলি তুলে নিলে শান্তি ফিরে আসবে। তৃতীয়, পাকিস্তান সম্বন্ধে হিন্দু (যারা ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ)-দের ভয় যদি দূর না হয় তাহলে তিনি ভারতের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখছেন। শান্তিস্থাপনা গান্ধীজীই করতে পারেন। তাঁর উচিত গণপরিষদে পরামর্শ দানের জন্য থাকা।

আজ গান্ধীজীর বিকালের বক্তৃতায় কিছু কিছু যুড়ে বড় করে দিলাম। প্রায় amendment করার মতো বলা চলে। Exploitation শব্দটি রিপোর্টে যেখানে যোগ করেছি। বক্তৃতায় সেই জায়গায় বিশদভাবে বাড়িয়েছিলাম। তেমনই মেয়েদের ব্যাপারও সর্বশেষে যুড়েছিলাম।

FEBRUARY Friday 28 1947
Samvat—8 Phagun (Sudi) 2003 : Faslee—23 Phagun 1354
Hijri—6 Rabbi-us-Sani 1366
১৬ই ফাল্গুন শুক্রবার সন ১৩৫৩ সাল,

হাইমচর — ত্রিপুরা

1947

28
FEBRUARY
Friday
১৬ই ফাল্গুন শুক্রবার, সন ১৩৫৩

৭৫৮/১৫

বিকালের দিকে কল্যাণী, সুচেতা দেবী, অশোকা গুপ্তা প্রভৃতি সকলে এসে খেয়ে গেলেন। কল্যাণী বাড়ী ফিরে যাওয়াই স্থির করেছে।

দুপুরে ডাঃ সৈয়দ মহমুদের সেক্রেটারী মুস্তাফা সাহেব এক জরুরি চিঠি নিয়ে এলেন। তাই পড়ে, আলোচনা করে গান্ধীজী বিহারে যাওয়া স্থির করেছেন। তিনি প্রার্থনা সভায় সে কথা আজ বললেন।

কলিকাতা, পাটনা প্রভৃতি কয়েক জায়গায় তার গেল।

রাত্রি ১২॥০টা পর্যন্ত জেগে অনেক চিঠি পত্র শেষ করলাম।

* * *

ডাক্তার সৈয়দ মহমুদের সেক্রেটারি একখানি চিঠি নিয়ে হাজির হলেন। তাঁর চিঠি পড়ে গান্ধীজী বুঝলেন যে বিহারে যাওয়া তাঁর প্রয়োজন। প্রার্থনাসভায় সেই কথা স্পষ্ট বললেন। মনুর সম্পর্কে আমার কাছে যে মত দিয়োছলেন তার জন্য আম মনুকে কিশোরলালের চিঠি শোনাতে বললাম। কিশোরলাল ওঁকে বলেছেন আপনি নিজেকে মায়াতে মুগ্ধ করছেন। বিষয় বাসনা সূক্ষ্মভাবে আপনার মধ্যে কাজ করছে। মনুও আজ প্রয়োগের বিষয়ে আমাকে স্পষ্ট সংবাদ দিয়েছে। তার নিজের শোওয়া যে প্রয়োজনীয় পর্যায়ে কি না একথা স্পষ্টভাবে বললে। আমি সেইসব জেনে গান্ধীজীকে কি মত দেবো ঠিক করে ফেললাম।

কল্যাণী ধুবড়ী ফিরে যাবে বলে বিজয়নগর থেকে সুচেতা দেবীর সঙ্গে চলে এসেছে। আশোকা গুপ্তও রাত্রে থেকে গেলেন।

গান্ধীজী আজ সুশীলা পাই ও অমতুস সলাম এসে বড্ড বকিয়েছেন। অমতুস মনুকে অদ্ভুত যুক্তি দেখিয়েছেন, পিয়ারেলালের সঙ্গে তার বিবাহের জন্য। গান্ধীজীকে দুশ্চিন্তা থেকে বাঁচাবার জন্য নাকি এটা করে ফেলা দরকার।

হাইমচর— ত্রিপুরা

1 MARCH 1947

Saturday

১৭ই ফাল্গুন শনিবার, সন ১৩৫৩

৭৫দ০/১৫

গান্ধীজীকে আজ মনুর বিষয়ে মত দিয়ে ছোট চিঠি লিখলাম।

সারাদিন কাজে কর্মে কাটলো।

গান্ধীজী বিহারে যাওয়া ঠিক করে ফেললেন, সেজন্য টেলিগ্রাম ইত্যাদি যা যাওয়ার গেল। মৃদুলা সারাভাই এলেন।

* * *

সারাদিন আজ বহু চিঠিপত্র লেখা বা পড়ার ভিতর দিয়ে দিনটা গেল। গান্ধীজীকে অমতুস সলাম, সুশীলা পাই প্রভৃতির হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেও সফল হওয়া গেল না। গান্ধীজীকে উত্তরোত্তর বিরক্ত হতে দেখছি। বিহারের ব্যাপার নিয়ে বিচলিত তো আছেনই। তা ছাড়া এই সংসর্গ পরিত্যাগের কথাও রয়েছে। আমার মত আজ দিলাম। — মনুর চলে যাওয়া হবে না তবে, অন্য জায়গায় শুতে হবে।

কল্যাণীর যাওয়ার ব্যবস্থা কলিকাতা দিয়েই হবে, কাল আমার সঙ্গে যাবে।

রাত্রে বেলা, বকুল, বীনা এসে প্রায় ১২ টা পর্যন্ত নিজেদের কাজের সুবিধা অসুবিধার কথা বললে। আমার মনে হয়, মেয়েদের অথবা পুরুষদের প্রত্যেকের অন্তরের মধ্যে একটা নিরালা শান্ত, ছায়াচ্ছন্ন মন্দিরের মত স্থান থাকা চাই। বাইরের আঘাত পেয়ে অন্তত সেখানে যেন ক্ষণিকের জন্যও বিশ্রাম পাওয়া যায়। কেউ ঘর সংসার দিয়ে এই কুঞ্জরচনা করে, কেউ কঠিন পাথর দিয়েই হয়ত দুর্গম প্রদেশের মধ্যে সেই গুহা রচনা করে। কিন্তু সেই ছায়া মানুষের একান্ত প্রয়োজন।

MARCH Sunday
Samvat—10 Phagun (Sudi) 2003 : Faslee—25 Phagun 1354.
Hijri—8 Rabbi-us-Sani, 1366
"Birth Anniversary of Ramkrishna Deva"

Merlin Steamer, চাঁদপুর

1947

2 MARCH Sunday

১৮ই ফাল্গুন রবিবার, সন ১৩৫৩

৭৫৮/১৫

চাঁদপুর জীপে আমরা এলাম। হরদয়াল নাগের বাড়ীতে ওঠা হল। সেখানে ঘন্টা কয়েক থেকে তারপর স্টীমারে রাত কাটাবার ব্যবস্থা হ'ল। যতীশকে সঙ্গে নিলাম। কল্যাণীও কলিকাতা যাচ্ছে।

অনুর সঙ্গে চাঁদপুরে দেখা হ'ল। ভিড় এবং অসংযত জনতা বলে প্রথমে রামধূন দিয়ে দেওয়া হ'ল। বক্তৃতা লাউড স্পীকার দিয়ে হওয়ায় ভালই হ'ল।

* * *

অজিত, যতীশ প্রভৃতি সবাইকে ফেরৎ পাঠাবার ব্যবস্থা করলাম। হুনর, দেওপ্রকাশ, মনু, আমি, এই সঙ্গে বললাম। কুমিল্লার সুধা সেন চাঁদপুর পর্যন্ত এলেন। চাঁদপুরে এসেই মনকুমার নাগ মহাশয়ের বাড়ীতে ওঠা হল। সেখানে অনুর সঙ্গে দেখা হ'ল।

অতি অসংযত ভিড় গান্ধিজীর পিছন পিছন চাঁদপুরের পথ দিয়ে হেঁটে চলল। মহাত্মাজী এসে পৌছনোর পর প্রথমে সৌরেন রামধুন আরম্ভ করলো। তারপর প্রার্থনা আরম্ভ হ'ল। প্রার্থনা শেষ হলে গান্ধীজী সাধারণ বক্তৃতা দিলেন, হরদয়াল নাগ মহাশয়ের সম্বন্ধে আর বিহার যাওয়ার কারণ সম্বন্ধে। অনুবাদের সময়ে প্রায় independent বক্তৃতা করে যেতে হোলো।

তারপর অনু যেখানে রয়েছে সেখানে গেলাম। এক গ্লাস ভাল দুধ খাওয়ালে। কল্যাণী, অনু আর আমি খানিক পরে ফিরে এলাম। অনুকে Red Cross-এর ব্যাগ দিয়ে সঙ্গে চিঠিও দিলাম। অনু তার ডায়েরি থেকে কেথুড়ি, পানিয়ালা ও ডলটার বিষয়ে যে টুকু আমার বিষয়ে লিখেছে পড়ে শোনালে।

রাত্রে Merlin নামে এক স্টীমারে পৌছলাম। আমাদের জন্য special steamer রেখেছে।

কলিকাতা

3 MARCH 1947

Monday

১৯ই ফাল্গুন সোমবার, সন ১৩৫৩

৭৫৮/ ৫১৫

স্টীমারে অকাজে বেলা গেল। গোয়ালন্দ বা রাজবাড়ী থেকে ক্রমাগত চেঁচাতে হয়েছে। কিছু কিছু পয়সা হরিজন ভাণ্ডারের জন্য উঠতে লাগলো।

মাঝে মাঝে বড্ড রাগ হচ্ছিল, জনতার উচ্ছৃঙ্খলতা দেখে। কল্যাণীকে কলিকাতা পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে তারপর আসাম পাঠানোর ব্যবস্থা করবো ভেবেছি।

সোদপুরে ৯।• রাত্রে পৌছলাম। কিছুপরেই গান্ধীজীর কাছে ছুটি চাইতেই তিনি দিলেন। কাল আসার জন্য যেন তাড়াতাড়ি না করি বললেন। মন্তু আমার কাপড়, জামা সব আলনায় সাজিয়ে রেখেছে। রাত্রে শুয়ে বড্ড কেঁদেছে। আমি গান্ধীজীর কাছেই চিরদিন থেকে যাবো, এই ভয়। রাত্রি ৩।• টে নাগাদ শুলুম। কল্যাণীকে রবির খাটে বিছানা করে দেওয়া হ'ল।

* * *

রাত্রে কখন স্টীমার ছেড়েছে টের পাইনি। শুক্লপক্ষের চাঁদ, নদীর জল, দূরে কাল বৃক্ষশ্রেণীর রেখা। একটা first class cabin -এ কল্যাণী ও আমি রইলাম। ঠিক গান্ধীজীর ঘরের পাশেই। বিশ্রামের বড্ড প্রয়োজন হয়েছিল। কল্যাণীর বিছানা কর্মীরা নিয়ে যেতে দেয়নি। তাকে বিজয়নগরে আমাকে যে কম্বল দিয়েছিল, সেই কম্বল ও আমার কাপড়ের বাণ্ডিল দিয়ে বালিশ করেছি, সেই দিয়ে শুইয়ে দিলাম। ডায়েরি লিখতে বসে ঘুমে চোখ জড়িয়ে এলো।

ভোর থেকে স্টীমারে বিনা কাজে কাটলো। গোয়ালন্দ ২টা আন্দাজ পৌছলাম। একটা 3rd class গাড়ী reserve করা হয়েছিল। এইবার গোয়ালন্দ থেকে হরিজন ভাণ্ডারের জন্য টাকা তুলতে বললেন। সারা পথ গাড়ী যেখানে থেমেছে সেখানে জনগণ শৃঙ্খলা রাখেনি। রাখানোর সহজ উপায় দেখলাম : এক দিকে সবাই সরিয়ে সরিয়ে দেওয়া।

৯।• সোদপুর। এখানে থাকতে ভাল লাগলো না। সতীশবাবুর জামাই-এর গাড়ীতে বাগবাজারে কল্যাণীকে সঙ্গে নিয়ে এলাম। মেন আমার কাপড়, জামা, রুমাল সব সাজিয়ে রেখেছে। রবি বাইরে শুলো। তার বিছানায় কল্যাণী শুলো।

রাত্রি ৩।• টের পর ঘুমুলাম।
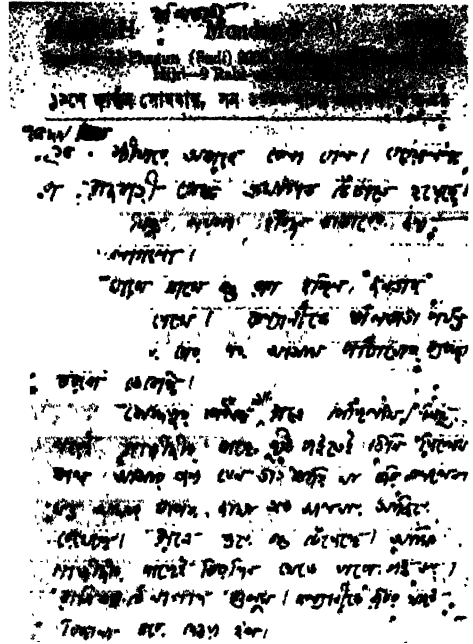
পাঞ্জাব মেল

MARCH Tuesday 4 1947

Samvat—12 Phagun (Sudi) 2003 : Faslee—27 Phagun 1354

Hijri—10 Rabbi-us-Sani 1366

২০শে ফাল্গুন মঙ্গলবার, সন ১৩৫৩ সাল,

1947

4

MARCH

Tuesday

২০শে ফাল্গুন মঙ্গলবার, সন ১৩৫৩

৭৫৮০/১৫

পাঞ্জাবী — ৩টে

পা জামা — ৩টে (রঙ্গীন ১টা)

লুঙ্গি — ২

ফতুয়া — ৩

রুমাল — ৪

সকালে বালিগঞ্জে অনেকের সঙ্গে দেখা করে দুপুরে তারাশঙ্করের গাড়ীতে সোদপুর এলাম। কিছু কিছু জিনিষপত্র বদলে নিলাম।

আজ প্রার্থনাসভার বক্তৃতা বেশ ভাল করে দিলাম।

জিনিষপত্র গুছিয়ে সন্ধ্যার সময়ে পঞ্জাব মেলে উঠলাম। বর্ধমান, আসানসোলে এলোমেলো ভিড় হ'ল। অন্যত্র বেশি গোলযোগ হয়নি। কল্যাণী যাবার আগে

সকালে তারাশঙ্করের গাড়ী নিয়ে কল্যাণীর জিনিষপত্রের জন্য হ্যারিসন রোডে এক জায়গা ও সজনীর সঙ্গে দেখা করে গেলাম। শ্যামাপ্রসাদবাবুর বাড়ি গিয়ে দেখি তিনি নাই। তারপর প্রিয়দার ওখানে গিয়ে ছুটীর এক দরখাস্ত করলাম। সেখান থেকে অনু এবং কল্যাণীর মামার বাড়ী ১৫. হিন্দুস্থান পার্ক গিয়ে শুনলাম তার মা ৬৪, বন্ডেল রোডে এসেছেন। সেখানে গিয়ে ওর মা, বোন টুটু, মেসোমশাই প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করে নিয়ে এলাম। বাড়ীতে খেয়ে দেয়ে সোদপুর প্রায় ২টার সময়ে পৌঁছলাম। সজনীও সঙ্গে এল। Nosis নামে এক কলম দিলে ওর BIR ফিরিয়ে দিলাম।

সোদপুরে জিনিষপত্র গুছিয়ে নিতে ৪টে বাজলে, যতীশ নিয়ে যাবে এবং ২/৪ দিন বিজয়দার কাছে থাকবে। প্রার্থনা সভায় গান্ধীজী বিহারে যাবার কারণ সম্বন্ধে বললেন। অনুবাদে যুড়ে যুড়ে অনেক জিনিষ ভরে দিলুম। নোয়াখালির বক্তৃতার কিছু কিছু দেওয়া গেল।

হাবড়া স্টেশনে পৌঁছলাম ৮টায়। ৮।।- টায় পাঞ্জাব মেল ছাড়ে, একেবারের পিছনে বেশ ভাল একটি বোগি দিয়েছিল। ট্রেনের সর্বশেষ কুঠরিতে শুলুম। একলা বেশ ভাল লাগছিল।

বাঁকিপুর

5

MARCH

Wednesday

২১শে ফাল্গুন বুধবার, সন ১৩৫৩

1947

৭৫৮/১৫

সকালে গান্ধীজী ফতোয়া স্টেশনে নেমে গেলেন। আমরা পাটনা জংশন (বাঁকিপুর) এলাম। ঐশ্বর্যের মধ্যে এসে পড়লাম। লীডার বলে চারিদিকে নমস্কার ও খাতিরের ছড়াছড়ি। ভাল লাগছে না। শচীন, বিনয়, রাজেনকাকা সবাইকার খবর নিলাম। শম্ভুদার ভগ্নীপতি বৈদ্যনাথও খবর নিয়েছিল।

গান্ধীজী মন্ত্রিমণ্ডলের সঙ্গে রাজেনবাবুর সঙ্গে বহুক্ষণ দেখাশুনা করলেন।

* * *

ডাঃ সৈয়দ মহমুদের গঙ্গার ধারের এক বিরাট বাড়ীতে স্থান পেয়েছি। বিস্তর চিঠিপত্র জমেছিল। সমস্ত পড়ে ঠিক করে ফেললাম, যা উত্তর দেওয়ার দিয়ে দিলাম। সারাদিন মন্ত্রীদের সঙ্গে ও রাজেনবাবুর সঙ্গে গান্ধীজির কথা হ'ল। তা ছাড়া অবদুল আজিজ বলে একজন নামী লীগারকে (অসুস্থ) দেখতে গেলেন। League-এর পক্ষ নিয়ে চিন্তা করছেন। আমি রঙ্গস্বামীকে দিয়ে steno-র কাজ না করানোর কথা বলতে রাজি হলেন, কিন্তু Govt.-এর পক্ষ থেকে steno নিতে চাইলেন না। কারণ তাহলে League বলতে পারে ওদের দিয়ে Confidential কাজ করাচ্ছেন।

প্রার্থনা সভা লনে হ'ল। বেশ বড় হয়েছিল। ভিড় যত না হয়েছিল তাদের উচ্ছৃঙ্খলতা ও চিৎকারের চোটে গান্ধীজীর পক্ষে যাওয়া প্রায় মুস্কিল হলো। গান্ধীজিকে মোটরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কিন্তু আসার সময় তিনি হেঁটে আসবেন বললেন, তাইতে প্রায় চাপা পড়ার মত হয়েছিলেন। রাজেন্দ্র বাবু এবং মন্ত্রিমন্ডল অনেকক্ষণ গান্ধীজির সঙ্গে কথাবার্তা বলেন।

প্রার্থনা সভার রিপোর্ট আমি তৈরি করেছিলাম। গান্ধীজীও একটা রঙ্গস্বামীকে দিয়ে steno করালেন। রঙ্গস্বামীর বিষয় বলে ত'কে দিয়ে আর কিছু না করাতে বললাম।

বাঁকিপুর

1947

6
MARCH
Thursday

২২শে, ফাল্গুন বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৩

৭৫৮৩/১৫

সকালে S N Majumdar ও পরে কৃষ্ণবল্লভ সহায়ের কাছে গেলাম। কিছু খবরাখবর সংগ্রহ করছি।

বিনয়ের বাড়ী ও রাজেনকাকার বাড়ী দেখা করে এলাম। চিঠিপত্রের কাজকর্ম সেরে দুপুরে আজ খানিক ঘুমিয়ে নিয়েছি। রাত্রে শচীনদের বাড়ী ঘুরে এলাম।

চারিদিকে বেজায় খাতির ও প্রশংসা খুব ভাল লাগছে না। মেনুর কথা, বেশি করে মনে হচ্ছে। সামনের জিনিষ ভাল না লাগলে মন এমনি করে অন্য ডালে বসবার চেষ্টা করে। দেখি কতদিন থাকতে হয়।

* * *

সকালে ডাঃ শচীন ঘোষের গাড়ী নিয়ে S.N. Majumdar এর বাড়ী চিঠি (সুচেতা দেবীর) পৌঁছে ছিলাম। ফিরে এসে গান্ধীজিকে কামিয়ে দিয়ে একখানা জিপগাড়ী নিয়ে কৃষ্ণবল্লভবাবুর ওখানে গিয়ে অনেক বিষয়ে খবর নেবার চেষ্টা করলাম।

গান্ধীজি সারাদিনই রাজেন্দ্র বাবুর সঙ্গে কথাবার্তা চালালেন। গণপরিষদের কাজ এবার কিভাবে চালাতে হবে, ওয়েভেলের সম্বন্ধে মতামত দিলেন। দেখছি Constituaonal Politics -এর ব্যাপারে "trained lawyer" এর কাজই বেশি। Non-violent method ইত্যাদি সবই তার পিছনে। এই দিকটা কোনদিনই আমার মনের কাছে ধরা দেয়নি, সাড়া পাইনি। তাই পলিটিক্স চিরদিনই পরধর্ম হয়ে থেকেছে।

বিকালে অনেকগুলো ছোটখাটো জিনিষ কিনতে বেরুলাম।

রাত্রে প্রার্থনার রিপোর্ট আজ আমি লিখে সামান্য সংশোধন করিয়ে Press এর লোককে দিয়ে টাইপ করিয়ে নিলাম।

7

MARCH

Friday

২৩ শে ফাল্গুন শুক্রবার, সন ১৩৫৩

1947

৭৫৮০/১৫

(Goods) ত্রিপুরাতে কোদাল ১

Postage ।৴•

(Goods) রবার ৴•

(Presents) বাঁকিপুরে মনুর গীতা ।৵•

(Loan) টর্চ ২৮/১৫

সাবান ।১০

গান্ধীজী গ্রামে গ্রামে বেশিদিন ঘুরবেন। সতীশবাবু ও শচীন মিত্রকে এই নিয়ে লিখতে বললেন। এর পর আমার এখানে থাকার সার্থকতা আছে মনে হচ্ছে না। যাব যাব মনে হচ্ছে।

এখানে অফিসার মহল ও বাঙালীদের মধ্যে ঘুরে কংগ্রেসী কর্মপরতার সম্বন্ধে নানা তথ্য পাচ্ছি। Inefficiency বেশি, আদর্শবাদ বড় কম মনে হচ্ছে।

গান্ধীজী আজ সারাদিন মুসলমানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। সেখানে হিন্দুদের বারণ করা চলতো, কিন্তু এখানে মুসলমানদের বারণ করা চলে না।

আমি কম্যুনিষ্ট পার্টির আপিসে ওদের বক্তব্য শুনতে গেলাম। সুনীল মুখার্জি প্রাদেশিক সেক্রেটারি। Subjective factors -এর উপরেই বেশি জোর দিলেন, Objective analysis করতে পেরেছেন বলে মনে হ'ল না। একটু অভিমানও আছে। মোটের উপর ভাল লাগলো না। ভূতনাথ সরকার, Director of Agriculture এর সঙ্গে মগধের প্রাচীন চাষের প্রথার বিষয়ে আলোচনা হ'ল। কিছু লেখা পড়তে দিয়েছেন।

রাত্রে শচীনের সঙ্গে Dr. P K Sen. Ex-Judge, Tagore Law Lecturer এর সঙ্গে দেখা করে খেয়ে এলাম। তারপর নগেন বকসি। কমিশনারের বাড়ীতে এখানকার মন্ত্রিসভা সম্বন্ধে কিছু সংবাদ সংগ্রহ করলাম। কিছু কিছু সংবাদ পাওয়া গেল। Patronage এর দিকে মন্ত্রিসভার বেশি ঝোঁক, সত্যিকারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কম আছে।

বিহারে

ধ্বংসলীলার সামনে

বাঁকিপুর

1947

8
MARCH
Saturday
২৪শে ফাল্গুন শনিবার, সন ১৩৫৩

৭০।৴০ ১০ ঘাটতি ॥৴০

সকালে P.R.Das ও বিনয়ের ওখানে খানিকক্ষণ ছিলাম। সারাদিন আর বাহির হলাম না। চিঠিপত্রের কাজই করলাম। ঘরটা বাদশা খানের জন্য ছেড়ে দিতে হ'ল। মন একটু খারাপ হ'ল বটে, অন্য একটা বাথরুম বিহীন ঘরে জায়গা পেয়েছি। যাক গুছিয়ে চালিয়ে নেবো। চিঠিপত্রের কাজ করতে করতে সারাদিন অন্য মনস্ক হয়ে রইলাম। মেনুকে লিখিনি, অনুর কাছে আর কল্যাণীর কাছে কয়েকখানা চিঠি পাঠাবার ছিল, সেগুলো লিখে পাঠালাম।

* * *

সকালে শচীনের গাড়ীতে পি. আর. দাশ মহাশয়ের বাড়ীতে গেলাম। তিনি নোয়াখালির মৌলিক অর্থনৈতিক কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন, জমিদার-প্রজার ঝগড়া কিনা। তাঁকে বললাম, আমার তো মধ্যবিত্তের লড়াই বলে জিনিষটিকে মনে হয়েছে। হিন্দু মধ্যবিত্তের জায়গায় মুসলমান মধ্যবিত্ত কি করে স্থান নিতে চায় তারই কাহিনী বললাম।

তারপর বিনয়ের বাড়ী সকালে খেয়ে এলাম। আজ সারাদিন চিঠির কাজই বেশি করেছি। বহু চিঠি আসছে। তবে ভালর মধ্যে আধাআধি হিন্দী-উর্দুতে।

আবদুল গফফার খান আসছেন বলে যে ঘরে ছিলাম সেটা ছেড়ে অন্য এক ঘরে এসে জিনিষপত্র গুছিয়ে নিলাম। মৃদুলা সারাভাই এই ব্যবস্থাটি করলেন। একটু খারাপ লাগলো। যাক্, কাজের আমার সুবিধাই হবে। ওঁর উপরেই আজকাল গান্ধীজীর সঙ্গে কে কে দেখা সাক্ষাৎ করবে সে সব ব্যবস্থার ভার দেওয়া হয়েছে, অতএব আমার একটা দিক হালকা হয়ে আছে।

আজ প্রার্থনার পরে বক্তৃতায় গান্ধীজীর মুসলমান দুর্গতদের সাহায্যের জন্য এক ভান্ডার খুললেন বলা চলে। বক্তৃতা সুবিধার হয়নি। ওঁর dictation নিয়ে রিপোর্ট লেখা হল।

9 MARCH 1947

Sunday

২৫শে ফাল্গুন রবিবার, সন ১৩৫৩

৭০৷১০

সকালে আজ আর বের হইনি, চিঠিপত্রের কাজই করলাম। দুপুরে জ্যোতি সেনগুপ্তের বাড়ী খেলাম, বড্ড দেরি হয়ে গেলো।

গান্ধীজীর মধ্যে একটা জিনিষ খারাপ লাগে। পুরানো মাষ্টারদের মত বকেঝকে মানুষকে শোধরানোর দিকে ঝোঁক বেশি। অপরাধ দোষ, অনুতাপ, প্রায়শ্চিত্ত এই সবই তাঁর মাথায় বেশি খেলে যায়। এগুলোকে সেকেলে ধরণ বলে পছন্দ করতে পারি না।

* * *

আজ সারাদিনের ভিতর একবার জ্যোতি সেনগুপ্তদের বাড়ী দুপুরে খেতে গেছলাম। তা ছাড়া বাহির প্রায় হইই নি। ইন্টারভিউ-এর কাজ সবটা মৃদুলা সারাভাই-এর উপরে ছেড়ে দিয়েছি। বিহার ফাইলের কাজও দেওপ্রকাশকে দিয়েছি। নিজের কাজ ক্রমে ক্রমে কমিয়ে দিচ্ছি। যে কাজ শুধু আমার দ্বারা হতে পারে, বিহারে এমন কাজ কম। এখানকার কংগ্রেসী মুসলমান বা জমিয়ৎ উল উলমার পক্ষ থেকে যাঁরা আসছেন তাঁদের ভদ্রতা, খাটুনি, সত্যনিষ্ঠা গুণ দেখছি। কংগ্রেসকর্মীদের মধ্যে আলস্য বেশি, যা কিছু করতে হবে সবই গবর্মেন্টের প্রতিষ্ঠানের মারফৎ করিয়ে নিতে চান। অর্থাৎ সুযোগ প্রচুর থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেসের প্রভাব বা সংযোগ জনসাধারণের মধ্যে তাঁরা বিস্তার করতে পারছেন না।

গান্ধীজীর মৌন আরম্ভ হওয়াতে ছোট একটি লেখা বক্তৃতা দিলেন।

বাঁকিপুর

1947

10 MARCH Monday

২৬শে ফাল্গুন সোমবার, সন ১৩৫৩

১০।৩।১০

আজ বহু চিঠি এসেছে। এই বাজে কাজে মনটা ভাল লাগছে না। মনুকে ও হুনরকে বলেছি যে এবার আমার যাবার সময় হয়ে এলো। বিহারে ধ্বংস কি ধরণের হয়েছে সেইটুকু নিজে চোখে দেখে নিতে হবে। অর্থাৎ এখানকার জনসাধারণের মধ্যে যে মনোভাব ধ্বংসলীলার সময়ে এবং পরেও কাজ করছে সেইটে বুঝতে হবে, তারপর চলে যাবো।

রাত্রে শচীনের সঙ্গে ওদের বাড়ীতে খেতে গেলাম। তার আগে সরদিন্দু ঘোষালের বাড়ী গিয়ে খানিক আলাপ করে এলাম। বহুদিন পরে দেখা, চিনতে পারলেন না। পরিচয় দিয়ে আলাপ জমাতে হ'ল।

* * *

সারাদিন শুধু চিঠির কাজেই কাটালাম। কিছু কিছু কাগজপত্র দেওভাই হারিয়ে ফেলেছে অথচ তার সেক্রেটারিগিরি করার আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই। যোগ্যতারও অভাব— গান্ধীজী কি জন্যে যে এদের বরদাস্ত করেন জানিনা। কাজটাই যদি বড় হয়, কাজের জন্য যতটুকু বা থাকে দরকার তাকেই শুধু রাখা উচিত। সুশীলা নায়ারদের সম্পর্কে যে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ ও বিচার ভ্রংশের পরিচয় পেয়েছিলাম, এদের বেলাতেও পাচ্ছি। মনুকে পিয়ারেলাল যেভাবে কথা বলছেন; যে সকল ব্যবস্থা করছেন, তাতেও পক্ষপাত দোষ যথেষ্ট পাওয়া যায়। মানুষের হৃদয় বা ভালবাসার ব্যাপার নিয়ে ওর বিচার ভুল হতে দেখছি। শিক্ষাদানের ব্যাপারে কেবল তিরস্কার করার অভ্যাস। শোধরাবার চেষ্টায় মানুষের ত্রুটির দিকে খেয়াল লক্ষ্য করা। 'প্রায়শ্চিত্ত' 'পাপবোধ' 'অনুতাপ' এই সবের বিষয়ে সমধিক গুরুত্ব দেওয়া কেমন একটা সেকেলে, গুমোট হাওয়া সৃষ্টি করে। এ জিনিষ কিছুদিন থেকেই ভাল লাগছে না।

বাঁকিপুর

11

MARCH

Tuesday

২৭শে ফাল্গুন মঙ্গলবার, সন ১৩৫৩

1947

৭০/১০

মেনু কান্নাভরা ছোট্ট চিঠি লিখেছে। বেচারির কাছে মোটে এক রাত্তির ছিলুম। একটু যত্ন করতে পারেনি। তার উপরে কল্যাণীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলুম। আবার বিহারে চলে আসছি। সব মিলিয়ে মন খারাপ করেছিল। চলে আসার পর বড্ড কেঁদেছে। চিঠি লিখে সব বুঝিয়ে বলেছি।

রাত্রে শচীন S N Majumdar এর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেতে নিয়ে গেল। সুচেতাদেবীর বোন বেশ ভাল রবীন্দ্রসঙ্গীত করেন। কয়েকটা গান শুনলাম।

চলে যাবার কথা গান্ধীজীকে বলেছি। তিনি শুধু বলা , কাজ নেই বলছ, কিন্তু সত্য সত্যই তো ারের সম্পর্কে বা হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্পর্কে তোমার যথেষ্ট কাজ রয়েছে।

যাই হোক। মার্চ মাস তো চলুক। কাল থেকে বিধ্বস্ত গ্রাম পরিদর্শনের কাজ শুরু হবে।

* * *

আজ চিঠিপত্রের কাজ তাড়াতাড়ি খানিক সেরে নিয়েছি। মনুকে বলেছিলাম, চলে যাবার সময় হয়েছে। যখন গান্ধীজীর দাড়ি কামিয়ে দিচ্ছিলাম, তখন সে কথা জিজ্ঞাসা করলেন। বললাম, আপনার আশেপাশে তো লোক অনেক হয়ে গেছে। আমার কাজ একটুকু কেবল বাকি আছে। যে সব জায়গায় মুসলমানদের উপরে আক্রমণ হয়েছে সেগুলি দেখে বোঝা, কি কারণে এই ধরণের স্রোত বয়েছিল। তারপর মার্চের শেষ নাগাদ চলে যাবো। উনি বললেন দেও প্রভৃতির দ্বারা কাজ ওঁর হয় না, তুমি ভুল ওদের ধরিয়ে শুধরে নাও। আমি বললাম, মানুষের দোষগুণ দেখিয়ে দেখিয়ে শোধারান যায় না। যদি সে কাউকে খাতির করে, আদর্শ বলে মানে, তার আচরণের অনুকরণ করে বদলায়; নয়ত নিজে কোনও আদর্শের জন্য নিজেকে উপযুক্ত করার চেষ্টা করলেও বদলাতে পারে। দেওপ্রকাশের মধ্যে আমার প্রতি ঐ মর্যাদাবোধ নাই, আর নিজের আদর্শবাদও তেমন শক্তিশালী নয়। নিজের সুখ, নিজের সুনাম, ক্ষমতা প্রভৃতির চেষ্টায় যে লিপ্ত তাকে কি শুধু শুধু দোষ দেখিয়ে শোধরানো যায়?

গান্ধীজী প্রসঙ্গক্রমে বললেন, আমি তো এদের কাউকে বেছে আনিনি, আপনি এসে গেছে। আমি বললাম, সেই তো আপনার ত্রুটি। আপনার বিশেষ কাজের জন্য যাদের দরকার, তাদের বেছে বাকি ছাঁটাই করাই তো উচিত। অন্য মানুষকে থাকতে দেবেন কেন? কালকের মত প্রার্থনার রিপোর্ট আমিই লিখলাম।

MARCH 12. 1947.
Samvat—5 Chait (Badi) 2003 ; Fuslee—5 Chait 1354
Hijri—18 Rabbi-us-Sani 1366

বাঁকিপুর

1947

12
MARCH
Wednesday
২৮শে ফাল্গুন বুধবার, সন ১৩৫৩

৭০৶১০

৫০ দেশে'র দরুণ চেক ভাঙানো

কল্যাণীর মা তার পরীক্ষার ও অসুখের খবর দিয়ে চিঠি দিয়েছেন, বড় দুঃখ করে। আমাকে ধুবড়ীতে যেতেও একবার বলেছেন। অনুও দুঃখ করে লিখেছে। আজ এদের চিঠি পড়ে মনটা সারাদিন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে রইল। কল্যাণীকে লিখেছি; কাল অনুকে লিখবো।

বিকালে কুমড়াহার গ্রামে গেলাম। নোয়াখালির ধ্বংসলীলার সামনে কিছুই নয়। জিনিষপত্র নষ্ট করেছে, দরজা জানালা খুলে নিয়েছে বটে, তবে নোয়াখালিতে যেমন ঘরদোর নিশ্চিহ্ন করার উন্মাদ ব্যগ্রতা ছিল এখানে ঘরদোরের ব্যাপারে তা দেখছি না।

* * *

অনুর একখানা চিঠি এসেছে। কল্যাণীর মাও চিঠি লিখেছেন তার অসুখ বলে। চিঠিপত্র যত তাড়াতাড়ি পারি শেষ করলুম।

বিকালে কুমড়াহার গ্রামে মুসলমানদের বিধ্বস্ত বাড়ী দেখতে গেলাম। গান্ধীজী মনুকে আলাদা বললেন, 'নোয়াখালিতে তো এর চেয়ে অনেক বেশি ধ্বংস হয়েছে। এদের দেওয়াল, ঘর, বাগানের গাছপালা সবই তো দাঁড়িয়ে আছে।' কুমড়াহারে আজই মুসলমানেরা ফিরে এসেছেন। সেখান থেকে পাটনা সিটিতে মঙ্গলতলাও এর পাশে বেশ বড় জনসভায় বক্তৃতা হ'ল। মেয়েদের অংশ থেকে বড্ড চ্যাঁ ভ্যাঁ হচ্ছিল। বক্তৃতা গোলমালের মধ্যে আরম্ভ হলেও গান্ধীজী বলতে আরম্ভ করে বেশ জমে গেলেন। এখানে কিন্তু দেখছি, বাংলা অনুবাদ করে যে ব্যাপার করা যেত সেটি হচ্ছে না। অন্ধ ভক্তিই বেশি, শোনার আগ্রহ অপেক্ষাকৃত কম। 'মানি না' একথা যেন কেউ জোর করে বলার ভরসা রাখে না।

বাঁকিপুর

13
MARCH
Thursday

1947

২৯ শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৩

১২০৶১০ (Presents) কল্যাণীর জন্য

Discovery of India ১১৶.

Postage ১

দুপুরে কল্যাণীর জন্যে Discovery of India কিনে আনলাম। আজ টেলিগ্রামের একটা ব্যাপার নিয়ে দেওপ্রকাশ নায়ারকে অত্যন্ত বকেছি। আর একটু শান্তভাব রাখলে ভাল হ'ত। চিঠিপত্র জমেছে, কাজ করতে ভাল লাগলো না খানিক বাদ দিলাম।

* * *

আজ চিঠিপত্রের কাজে খানিক ঢিলা দিয়েছি। বিলাতে একখানা টেলিগ্রাম পাঠানো নিয়ে দেওপ্রকাশকে আজ কড়া রকমের ধমক দিয়েছি। হয়ত এতটা না দিলেই ভাল ছিল।

বিকালে এবাদুল্লা চক নামে একটা জায়গায় যাওয়া হয়েছিল। তার পাশে পারশা গ্রামে ২০ ঘর মুসলমানের বাস ছিল। তাদের ঘরদোর ভেঙ্গে লুঠ করে, কিছু কিছু জ্বালিয়ে দিয়েছে। মানুষ মারা যায়নি, ঠিক সকালে ৯-১০টার সময় তখন একটা ট্রেন ছিল, তারা ট্রেনে পালায়। আজ গান্ধীজী আসছেন জেনে ফিরে এসেছে।

গ্রামের মধ্যে মুসলমানদের অবস্থা ওরই ভিতর একটু ভাল।

আজকের সভা অপেক্ষাকৃত সুসংযত ছিল। গান্ধীজী ছোট বক্তৃতা করলেন।

বারি সাহেব (বা অন্য কংগ্রেস নেতাদের) কথাবার্তা ভাল লাগছে না। কেবল বকে ধমকে জনতাকে অপমান করে কাজ করছেন। ভালভাবে বুঝিয়ে কিছু করার ক্ষমতা দেখছি না। আর গুছিয়ে, সব দিক ভেবে, কাজ করার ক্ষমতাও দেখতে পারছি না। ইচ্ছা আছে, কিন্তু চালাতে হলে খুঁটিনাটির উপরে যে নজরের দরকার তার কিছু নাই।

MARCH Friday 14 1947

বাঁকিপুর

1947

14
MARCH
Friday

৩০শে ফাল্গুন শুক্রবার, সন ১৩৫৩

১০৮৲১০ কল্যাণীর Book Post ৸ ১০

গরমিল ৶৹

আজ স্বামী আনন্দ এবং নাথজী এসে পৌঁছেছেন। তাঁরা গান্ধীজীর ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে এসেছেন। আমার মত জিজ্ঞাসা করলেন, মনু ওঁর বিছানায় শোয় এই ব্যাপার নিয়ে। আধঘন্টা আলোচনা করলুম।

মেনুর একখানা ক্ষমা চেয়ে চিঠি এসেছে, আজকেই উত্তর দিলাম। বুকপোষ্টে কল্যাণীকে Discovery of India পাঠিয়ে দিলাম।

খুশরুপুর নামে এক জায়গায় প্রার্থনা সভা হ'ল। মুসলমানেরা এ অঞ্চলে ধনী, লুটতরাজ ও গৃহদাহ হয়েছে। অন্যত্র যেখানে গরিবে গরিবে লড়াই, সেখানে খুনই বেশি হয়েছে।

উমানাথবাবু Asst. Director Information এর কাছে এ বিষয়ে সংবাদ পেলাম।

আজ স্বামী আনন্দ ও নাথজী (শ্রী কিশোরলাল মশরুওয়ালার গুরু) গান্ধীজীর মেয়েদের নিয়ে শোওয়ার ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে এসেছেন। তারা এই বিষয়ে তীব্র বিরোধী এবং গান্ধীজী যে মনুকে নিয়ে শোওয়াকে কেন তাঁর যজ্ঞের 'আবহকে' ভাগ বলে বা অঙ্গ বলে বিবেচনা করছেন তার কিছুই বুঝতে পারছেন না।

আমি সুশীলা নায়ার প্রভৃতির সম্পর্কে যে চিঠিপত্র লিখেছি তার বিষয়ে উল্লেখ করলাম। মনু কাছে শুলেও আপত্তি না করে বললাম। আপরে শুলে করি— তাদের ঈর্ষ্যা হতে দেখেছি বলে।

আজ খুশরুপুর গ্রামে সম্পত্তিশালী মুসলমানদের বাড়ীতে ধ্বংস কিরকম হয়েছে দেখতে গেছিলাম। উমানাথ বাবু Asst. Director, Information এর সঙ্গে পথে দীর্ঘ আলোচনা হ'ল। পাটনা জেলায় মুসলমানেরা ধনী। সেইজন্য লুঠতরাজই বেশি হয়েছে। সারন প্রভৃতি জায়গায় হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই গরিব। সেখান খুনই প্রধান, লুটের ব্যাপার কম। খুশরুপুরে মিটিং অপেক্ষাকৃত সংযত ছিল। এখানে শৃঙ্খলা রাখার অভ্যাস স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম বলে মনে হ'ল। আব্দুল বারি সাহেব দেখলাম তিরস্কারই করতে পারেন, এরা সংযত উপায়ে চালানোর কৌশল জানেন না, বা দক্ষতা নাই।

বাঁকিপুর

15
MARCH
Saturday

1947

১লা চৈত্র শনিবার, সন ১৩৫৩

১০৭৶০ কাজিরখিলে টেলিগ্রাম ১৬৹

নাথজী ও স্বামী আনন্দের সঙ্গে গান্ধীজীর বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হ'ল। মনুকে কেন কাছে শোয়ান তার বিষয়ে পূর্বে বলেছেন ও (১) কচি মেয়ে, (২) ওকে Medical case এর মত মনে কর, মানুষ করছি। কিন্তু আজ বলছেন (৩) ধর্মের দৃষ্টিতে করছি। পেয়ারেলাল আশ্চর্য কাজ করছে। তার প্রতি স্নেহের বশে। সে যাতে মনু কাছে থাকলে ভালো কাজ করতে পারে, সেইজন্য মনুকে আনিয়েছিলাম।

আমার শুনে নোঙরা লাগছে। যদি {সত্যিকারের আকাঙ্ক্ষার কারণ অন্য হয়, বলতে পারবেন না কেন?}

কতদিন আর থাকবো বুঝতে পারছি না।

*পরে বুঝেছি এটা ভুল। পিয়ারেলালের প্রতি মাতৃত্ববোধের থেকে এই গণ্ডগোল ঘটেছে।

নি. বসু ১৭-৭-১৯৫০

* * *

আজ নাথজী ও স্বামী আনন্দের সঙ্গে গান্ধীজীর মনু সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হ'ল। তাঁদের দুজনকেই তীক্ষ্ণ ধীশক্তি সম্পন্ন, পবিত্র কিন্তু কঠোর ব্রতী বলে মনে হ'ল। সত্যনিষ্ঠ, গান্ধিজীর প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ। আমার লেখা তিনখানি চিঠি পড়ে শোনালাম। খুশী হলেন আমি তাতে যে মত প্রকাশ করেছি, শুনে। গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা চর্চা চলেছে।

বিকালে গান্ধীজী গবর্ণরের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, সঙ্গে গেলাম। গান্ধীজী ও গবর্ণর একটি খাস কামরায় রইলেন। আমি আর এক ঘরে রইলাম। একখানা চিঠি পড়ে তার জবাব লিখলাম।

অ্যাংলো সানসক্রিট স্কুল, পাটনা

বাঁকিপুর

1947

16
MARCH
Sunday
২রা চৈত্র রবিবার, সন ১৩৫৩

Sunday 16
9 Chait (Badi) 2003 : Fasli—9 Chait 1354
Hijri—22 Rabbi-us-Sani 1366

১০৫৸৴.

(Presents) একজনকে ।•
(Tr.) রিকশ ভাড়া ১I•

নাথজী ও স্বামী আনন্দের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হল। আমার মত পরিষ্কার করে শ্রী কিশোরলাল মশরুওয়ালাকে চিঠি লিখেছি।

আজ সকালে Anglo Sanskrit School যেখানে প্রথম ক্লাসে ভর্তি হয়ে বসি, যেখানে খেলা করতুম, যেখানে লাট্টু খেলতুম, যেখানে আখ কিনে, টেঁপারি, নারিকেলের ফোঁপর কিনে খেতুম সেই সব জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখে এলুম। তারপর শ্রীমথুর সিংহ ও জ্যাঠাইমার সঙ্গে দেখা হল না। মথুরাবাবুর বয়স ৮০ হয়েছে, ভুতুদার সঙ্গে দেখা হ'ল না। পুঁটু জামালপুরে কাজ করে। দেবু হাইকোর্টে চাকরি করে। পুঁটু আর আমি একসঙ্গে পড়তাম, খেলতাম ভুলে গেছি। ছেলেবেলার চেনা রাস্তা, বাড়ীগুলিও ঘুরে ঘুরে দেখলাম।

নাথজী ও স্বামী আনন্দের সঙ্গে আরও আলোচনা হ'ল। গান্ধীজী বিলাতী বন্ধুদের সংসর্গে এসে স্ত্রীপুরুষের মেলামেশা সম্পর্কে মত বদলেছেন। স্বচ্ছন্দে মিশেও যে পবিত্রতা রক্ষা করা যায়, এ তিনি বিশ্বাস করেন। ওঁর ব্রহ্মচর্যের ব্যবহার সাবেকী ব্যবস্থার থেকে ভিন্ন হয়ে গেছে। এই কথা প্রসঙ্গে নাথজীকে আরও বলেছেন, হ্যাভলক এলিস, ফ্রয়েড বা বার্ট্রান্ড রাসেলের থিওরির সঙ্গে তিনি পরিচিত।

এই প্রসঙ্গে কিশোরলাল মশরুওয়ালাদের চিঠি লিখে আমি স্বামী আনন্দের সঙ্গে পাঠাচ্ছি।

সকালে র্যাডিক্যাল পার্টির সভ্য অরুণ, মেজমেসোমশাই, বিশ্বেশ্বর বাবুর ছেলে অনিলদের সঙ্গে ঘণ্টাখানেক আলোচনা হ'ল। তিনি তো সব দোষ কংগ্রেসের উপরেই দিলেন। কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিকে বাড়িয়েছে একথা বললেন। যখনই কোন লোক নির্বাচনের দরকার হয় তখন একজন মোমিন, একজন হরিজন, একজন এমনই মুসলমান নেবার চেষ্টার অর্থই হ'ল সাম্প্রদায়িক ভেদকে merit এর উপরে স্থান দেওয়া। কথাটা সত্যি বটে এবং দুর্বলতা থেকে হয়েছে সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই।

মকাউড়ি

17

MARCH

Monday

৩রা চৈত্র সোমবার, সন ১৩৫৩

1947

১০৩৸৴০ (Goods) করনি ।৴০

টর্চ ২৮/১৫

আজ গান্ধীজীর সঙ্গে ট্রেনে মসৌড়ি এলাম। এখানে প্রায় ১০০ লোক তারেগনা স্টেশনে এবং গ্রামে মারা গেছে। ...ীর কাছ থেকে যাবার সময় এবার হ'লো।

* * *

গান্ধীজীর সঙ্গে মশৌড়ি পর্যন্ত স্পেশাল ট্রেনে এলাম। উনি আমার জন্য একটা চিঠি লিখে দিলেন। ভাল লাগলো না। এবার যাবার সময় হয়েছে। রাত্রে জিনিষপত্র আলাদা করে গুছিয়ে ফেললাম।

দিল্লী এক্সপ্রেস

1947

18 MARCH

Tuesday

৪ঠা চৈত্র মঙ্গলবার, সন ১৩৫৩

১০৭॥৶০১৫ Postage ।০

Taregna to Patna ।৶.

Int. Patna to Burdwan ৮৸৴

Bradshaw ২॥১৫

কুলি ।০

১২॥৶১৫

বেলা পৌনে তিনটেতে গান্ধীজীর কাছে বিদায় নিয়ে রওনা হলাম। মনু, সৈয়দ মহমুদ অহমদ হুনার কাঁদতে লাগলো। গান্ধীজী বললেন 'বড় তাড়াতাড়ি করলে'। বললাম, 'আমি তো মুসাফির, বাপুজী।'

* * *

গান্ধীজীকে চিঠির উত্তর দিলাম। তিনি দাড়ি কামানোর সময়ে ঐ বিষয়ে খানিক আলোচনা করলেন। তাঁর ঝোঁক সুশীলাদের দোষ বাঁচানো। আমি ওঁর কাছে জিজ্ঞাসা না করে কিশোরলালকে জানিয়েছি, এতে বিষয়টা private থেকে public হয়ে গেল বলে ওঁর ধারণা। উপরন্তু তিনি নাথজীকে বলেছিলেন, 'আমার আশেপাশের লোকে তো আমার দোষ দেখে না,' এটা ভুলে গেছেন; বললেন 'আমি ওদের বলেছিলাম, আমার আশপাশের কার কি মত তোমরা জেনে নিও।' আমি জানিনা মনু বললে, উনি আশেপাশের লোকদের দোষ দেখেন না। এ বিষয় ওঁকে সমর্থন করে, এমন ভাবে লিখেছেন। তার মানে বড্ড ভুলতে আরম্ভ করেছেন।

আমতুস সলামকে বাঁচানোর জন্য মনে করছেন। সে ওকে দেখার বা সান্নিধ্য পাবার জন্য অনশন করেনি। conscious ও unconscious motivation নিয়ে খানিক কথা বললাম। সাড়ে তিনটেতে একটা গাড়ী ছিল, সেইটেতে চলে এলাম। ওঁকে বললাম, 'আমি তো মুসাফির বাপুজী, দরকার হলেই ডাকবেন।' মনু, সৈয়দ মহমুদ, আহমদ হুনার ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে। পথই ভাল।

কলিকাতা

19 MARCH Wednesday 1947

৫ই চৈত্র বুধবার, সন ১৩৫৩

৯৫।০

বর্ধমান কুলি।৶০

রিকশা।৵০

Int. Bdn to Hwh ২৷০

খবরের কাগজ ৶০

বাস কুলি ।৶০

জিব ছোলা, দাতন।১০

৪।০ টে ভোরে বর্ধমানে নেবে মা, দিদি, জামাইবাবু, গীতা সবাইকার সঙ্গে দেখা করে খেয়ে আবার ৮-১০ এর গাড়ীতে কলিকাতা এলুম।

দুপুরে কানু, নারাণ চৌধুরী, সজনীর সঙ্গে দেখা করলাম। সজনীর সঙ্গে গান্ধীজীর বিষয়ে সমস্ত আলোচনা

* * *

ভোরে বর্ধমানে নামলাম। মার কাছে খেয়ে আবার ৮টায় রওনা হয়ে ১১টায় কলিকাতা পৌঁছলাম।

নারানের দোকানে গিয়ে পরিব্রাজকের ডায়েরি নিলাম। অপূর্ববাবুর সঙ্গে খাদি প্রতিষ্ঠানে দেখা হ'ল। শক্তি প্রেস, চারুপ্রভা সেন প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করলাম। সজনীর সঙ্গে গান্ধীজীর সেই সমস্যা এবং ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে অত্যন্ত বিশদ আলোচেনা করে বেশ ভাল লাগলো।

সজনীর ধারণা, ঠিকই করেছি এবং আমার গান্ধীবাদ আলোচনার চিন্তার এই personal factor সম্পর্কে আঘাত এবং মোহভঙ্গের প্রয়োজন ছিল। তবে একদম যেন অপরকে না বলি। কাকে কাকে বলার ইচ্ছা, তা সজনীকে বললাম।

চাঁদপুর

1947

20
MARCH
Thursday
৬ই চৈত্র বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৩

৯১৫১০

Tr. বাস ৵০
Int চাঁদপুর ৮।৵১০
খ. কাগজ ৵.
খাওয়া ॥৵০

ভোরে Chittagong mail এ বেরিয়ে পড়লাম। ভিড় বেশি, রাজবাড়ীতে রাণুর স্কুলের কোন ছেলেকে দেখতে পেলাম না। স্টিমারে জায়গা বেশ ভাল পাওয়া গেল, গোয়ালন্দ থেকে না থেমে চাঁদপুর পৌঁছলাম। সেখানে জেলা সাহায্য সমিতি T.D.R.R.R.Co. পক্ষ থেকে কয়েকজন আমাকে খুঁজতে এসেছিলেন। সোদপুর থেকে phone করা হয়েছে। কি কান্ড! কাজ সারবো তা আর হ'ল না।

কৃষ্ণদাসজীর ওখানে দেখা করে এলাম।

* * *

ভোরে উঠে চাটগাঁ মেলে রওনা হলাম। সকালের খাওয়া ছিল দই, সন্দেশ, বেল। সারাদিন ট্রেনে বা স্টীমারে কিছু খেলাম না। স্টীমারে বসে confidential খাতায় পরশুরাম যে সব চিঠি লিখেছিল, তা ছাড়া আমার নিজের ডায়েরি পড়ে ফেললাম। ৩১ শে ডিসেম্বর গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনায় যেসব কথা বলেছিল। তার পরের দিনের ডায়েরিতে তা [...] সে জিনিষটি সে সময়ে সদ্য সদ্য গান্ধীজীকে লিখে পাকা করে রাখলে ভালো হ'ত।

চাঁদপুরে পৌঁছে ইচ্ছা ছিল, ৯।। ট্রেনে গিয়ে মেহের কালিবাড়ীতে রাত কাটাবো। ভোর সূচীপাড়া যাবো। স্টেশনে হিন্দু হোটেল খেয়ে দেখি ত্রিপুরা জেলা সাহায্য উদ্ধার ও পুনর্বসতি আপিস থেকে কয়েকজন (শ্রী প্রবোধ দাশগুপ্ত) খুঁজতে গেছেন। সাধু আস্তির এখানে। সোদপুর থেকে ফোন করা হয়েছে, আমি আসছি বলে। ধরা পড়ে গেছি, উপায় নাই। শ্রী কৃষ্ণদাসের ওখানে (মাধব-ভবন) দেখা করে এলাম। স্টেশনেও এক ভদ্রলোক চিনে ফেললেন। চুপিচুপি নড়া শক্ত হয়ে উঠেছে।

সূচীপাড়া — ত্রিপুরা

21

MARCH

Friday

৭ই চৈত্র শুক্রবার, সন ১৩৫৩

1947

৮১ ।৴০ Tr.।/০১০

ভোরের ট্রেনে চাঁদপুর থেকে রওনা হয়ে মেহার কালিবাড়ী স্টেশনে নেমে দক্ষিণ দিকে প্রায় ৪।০ মাইল দূরে সূচীপাড়া নাগেদের বাড়ী পৌছলাম। অনু, শিবানী, চামেলি, অরুণা ললিত এবং Bengal Medical Relief Commiteeর ডাক্তার ফণী দাস এখানে কাজ করছেন। সর্বত্রই লোকে ভয় পেয়েছে ২৩ তারিখে পাকিস্তান দিবস উপলক্ষ্যে কিছু গোলমাল না হয়। বিহারের পর এই শান্ত জায়গাটিতে এসে বেশ ভাল লাগছে।

রাত্রে প্রার্থনাসভায় বিহারের অভিজ্ঞতা এবং হিংস ও অহিংস উপায়ে আত্মরক্ষার বিষয়ে আলোচনা করলাম।

* * *

মেহার কালিবাড়ী স্টেশনে পৌঁছে দক্ষিণে প্রায় ৪।০-৪।০ মাইল দূরে ডাকাতিয়া নদী পার হয়ে সূচীপাড়া গ্রাম। শ্রী ননীগোপাল নাগরায় মহাশয় বাড়ীতে নাই, কলিকাতা গেছেন। অনু, চামেলী চৌধুরী (শ্রীহট্ট), শিবানী সেন (মুর্শিদাবাদ), অরুণা সেন (পাটনা), ললিতবন্ধু চক্রবর্তী (অভয় আশ্রম) B.M.R.C. C- র ডাক্তার ফণী দাস সকলে এখানে কাজ করছেন। বিহারের হট্টগোলের পর মনটা শান্ত লাগছে। কাল রাত্রে গান্ধীজীর বিষয়ে যে চিঠিখানা কিশোরলাল মশরুওয়ালা ও স্বামী আনন্দকে লিখেছিলাম, সেটি সংস্কার করে আজ পাঠালাম। কি উত্তর আসে দেখি। গান্ধীজীর সমগ্র বিষয় নিয়ে অনুর সঙ্গে রাত্রে আলোচনা করলাম। অনু সব শুনে বললে, 'আপনি কিরকম নির্মম হতে পারেন'। পরে বললে 'মেয়েরা বস্তুর চেয়ে মানুষের প্রতি মমতা বেশি রাখে, আমি আপনার অবস্থায় থাকলে গান্ধীজীকে ওরকম অসহায় অবস্থায় ছেড়ে আসতে পারতাম না।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'চলে এসে ঠিক করেছি না ভুল করেছি।' অনু মত দিলে যে আমার দিক থেকে ওছাড়া পথ ছিল না। কিন্তু মেয়েরা হলে ক্ষমার চোখে দেখে গান্ধীজীকে আবরণ করে রাখতো।

Patna.
March 21, 1947

Dear Shri Nirmal Babu,

Gandhiji has received a letter from a friend Stephen Hobhouse of the Fellowship of Reconciliation who is an earnest student ~~and [illegible]~~ of satyagraha on which he has published a number of booklets. In his letter he quotes a saying of Gandhiji which runs— 'I cannot detach myself from the wickedest soul'. Hobhouse says that he has forgotten the context in which it was [illegible] whether Bapu could help him get the reference. Gandhiji asked me to write to you to ask if you can lay your hands on it and send it to him. Gandhiji has written to Hobhouse saying that you have made study of his writings and that you have made a copious index as a [illegible] of love.

We are just [illegible] plodding on. How are you ? I am sure you would have re[illegible]ished yourself in the [illegible] surroundings as before, [illegible] the boys philosophy and above all telling them of your experiences of Noakhali and Bihar.

[illegible]

MARCH Saturday 22 1947
Samvat—15 Chait (Badi) 2003 : Faslee—15 Chait 1354
Hijri—28 Rabbi-us-Sani 1366

সূচীপাড়া — ত্রিপুরা

1947

22
MARCH
Saturday
৮ই চৈত্র শনিবার, সন ১৩৫৩

৮১৫১০

আজ সারাদিনের মধ্যে সময় করে কয়েকবারে অনুর কিছু লেখা শুনলাম। ভাল লেখা, দু একটায় একটু অপটু ভাব আছে, কিন্তু অতি সহজে চলে যাবে। ভাষার স্পষ্টতা ও মাধুর্য আছে। ডায়েরিরও কয়েক পাতা পড়ে শোনালো, বেশ ভাল লাগলো।

রাত্রে পাথই গ্রামের ঠাকুরবাড়ীতে প্রার্থনা সভা হল। হিংস-অহিংস আত্মরক্ষার তুলনা করে বললাম কেন হিংসার পথে স্থায়ী শান্তি কঠিন। আর হিংসাতেও যখন মৃত্যুর স্বীকার করে তবে মানুষ ভাল সৈনিক হয়, অহিংসাতেই বা তা হবে না কেন?

* * *

'উনি হয়তো জেনেশুনে কাউকে আকৃষ্ট করতে চান না— হয়তো ওঁর চারিত্রের অভিনবত্ব মেয়েদের শ্রদ্ধা ভালবাসা জাগায়। কিন্তু ওঁর একটা অবিচার ঘটে। কাউকে তুচ্ছ বা অবহেলা করতে চান না— সকলকে মূল্য দেন এবং তারা যখন আত্মনিবেদন করে তখন ওঁর সহানুভূতিতে মনটা সিক্ত হয়— যথাসাধ্য প্রীতি ও যত্ন দিয়ে তাকে তৃপ্ত করতে চান, ফলে সে পায়ের তলার মাটি থেকে পিছলে যায়— আরও জড়িয়ে পড়ে। উনি যদি প্রথম থেকে উদাসীন ও কঠিনভাব দেখাতেন একটু অবজ্ঞা করেন তাহলে তাদের প্রীতিকে ছাপিয়ে মনটা মাথা তোলে— তারা বিমুখ হ'তে পারেন। এ তাদের নির্ম্মম লাগতে পারে কিন্তু তাদের শুভ হয়।

ওঁর জীবনে বহুবিধ ঐশ্বর্য্য প্রচুর ভোগ দাক্ষিণ্য ভরা মন কূল ভাসিয়ে তটভূমিকে শ্যামল করে। মনের অনেক সঞ্চয় আছে বলেই এমন সহজে দুহাত ভরে দিতে পারেন। তারপর ওঁর আছে বহির্জগৎ— আছে কর্ম্মলোক, সৃষ্টি সাধনা— বহু সঙ্গ। কিন্তু এসব ঘরবাঁধা এককেন্দ্রী কোমলমনা মেয়েদের এ প্লাবন সয় না— তারা ভেসে যায়। তারা কি নিয়ে থাকবে? তাদের বই লেখা, বিজ্ঞান সাধনা, মহাজন সংসর্গ, আত্মোপলব্ধি, পড়া, ভ্রমণ, সমাজ সমস্যা নিয়ে ব্যস্ততা কিছু নেই— তারা পায় না। কারো দুঃখের নিমিত্ত হওয়া কি ওঁকে সাজে?'

পাথইর গ্রামে এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে প্রার্থনা হলে সেখানে সামান্য বললাম।

23
MARCH
Sunday
৯ই চৈত্র রবিবার, সন ১৩৫৩

সূচীপাড়া — ত্রিপুরা

1947

৮১৫১০

সারাদিন অনুর ডায়েরি পড়লাম, তাঁর লেখাও পড়লাম। কিছু প্রুফ এসেছে, দেখতে আরম্ভ করেছি।

মুসলমানদের পাকিস্তান দিবস; কিছু মিছিল আল্লা হো অকবর প্রভৃতি শব্দ করতে করতে গেল।

রাত্রে প্রার্থনাসভায় বীরকিশোর মহান্তির কাহিনী বলে গঠনকর্মের বিষয়ে পরোক্ষে বললাম।

অনুর লেখা ডায়েরি পড়লাম। প্রতিভাদীপ্ত শক্তিময়ী লেখা, যতটুকু ত্রুটি মনে হ'ল সে সামান্য অপরিণতির দোষ। সে থাকবে না দ্রুত মুছে যাবে, এর লক্ষণ আছে।

মুসলমানদের পাকিস্তান দিবস। গ্রামের একদল ছেলেছোকরা কয়েকটা স্লোগান দিতে দিতে কোথায় মিটিং করতে গেল।

সন্ধ্যায় প্রার্থনাসভায় আজ বীরকিশোর মহান্তির গল্প বললাম।

কাজিরখিল— নোয়াখালি

1947

24
MARCH
Monday
১০ই চৈত্র সোমবার, সন ১৩৫৩

৮১৫১০

Tr. সবাইকার এবং আমার bus
Sonaimuri to Kzkhil ৬৷/•

অনু, শিবানী, ডাক্তার ফণী দাস, চামেলী সবাই চলে এলাম। আমি কাজিরখিলে এলাম। ফণীবাবু সাহেবনগর আর তিনজন কুমিল্লা।

রাত্রি ১২৷• পর্যন্ত হেমপ্রভা দেবী ও সতীশবাবুকে বিহার এবং গান্ধীজীর বৃত্তান্ত বললাম এবং উনি কি করে অজ্ঞাতসারে সুশীলা নায়ার ও পিয়ারেলালের জন্য আবার নিজের পাশে জায়গা করছেন তাও বললাম।

* * *

ফণী দাস (BMRC) resign করে সাহেব নগর যাচ্ছেন। চামেলী আখাউড়া হয়ে সিলেট যাবে। অনু দুপুরে কর্মী সম্মেলনের জন্য কুমিল্লা চললো। আমি সোনাইমুড়ি হয়ে কাজিরখিলে এলাম।

অনুকে বললাম সে যেন নিজেকে তৈরি করতে প্রয়োজন হলে দু এক বৎসর ও ভারতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে থেকে পড়াশুনায় আত্মনিবেদন করে— অর্থাৎ, কাজ না করে ও নিজের সংকল্পের কথা বললে, বিবাহ করবে না, সারাজীবন কাজই করবে।

আসাম যাবার ইচ্ছা ছেড়ে দিলাম। সেখানে বলাও নেই, আর কল্যাণীর বিষয়ে ধারণা, তার সর্বপ্রকার সেবা যত্নে শরীর সেরে গেলে মনও ক্রমশ সেরে উঠবে।

কাজিরখিলে সতীশবাবু এবং হেমপ্রভা দেবীকে রাত ১২ টা পর্য্যন্ত বিহারের অবস্থা এবং গান্ধীজী, স্বামী আনন্দ নাথজী সম্পর্কিত কথাবার্তা বললাম। কেন চলে এসেছি আবার কবে যেতে পারবো। সব কথাই হ'ল।

25
MARCH
Tuesday

সূচীপাড়া — ত্রিপুরা

1947

১১ই চৈত্র মঙ্গল , সন ১৩৫৩

৭৪।৶০ ১০ Tr ।৶০ ১০

চারুচন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে বিশদ আলোচনা করলাম। তারপর ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নিয়ে হেমপ্রভা দেবী ও সতীশবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা হ'ল। মনটা ছটফট করছে, একটু নিশ্চিন্ত আরামে থাকতে চাই। অনু কাল ফিরবে। আজকেই দুপুরে সোনাইমুড়ি পর্যন্ত খাদি প্রতিষ্ঠানের জিপে এসে ট্রেন ধরলাম।

উর্মিলা দেবী চণ্ডীপুর থেকে চলে যাচ্ছেন, তাঁর জন্য জিপ যাচ্ছিল।

সন্ধ্যার পর সূচীপাড়া পৌঁছলাম। অরুণা দুধের যোগাড় করে। া খেয়ে দেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে শোয়া যাবে।

সকালে চারু চৌধুরীর কাছে বিশদভাবে বললাম, গান্ধীজীর মন কেমনভাবে সুশীলা- পিয়ারে দেওপ্রকাশ এদের কেন্দ্র করে চলছে। তাদের বিষয় চিন্তা-ভাবনা থেকে উনি নিজেকে মুক্ত করতে পারেন না। অনু বলেছে, 'মেয়েমানুষ হলে গান্ধীজীকে আমি ছেড়ে আসতে পারতাম না। তাঁর ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধার কথা ভেবে সকল ত্রুটি ঢেকে থেকে যেতাম।' 'আমার দিক থেকে আমি ঠিকই করেছি, যা স্বাভাবিক তাই করছি।— তাও বললাম।

সতীশবাবু ও হেমপ্রভা দেবীর সঙ্গেও বিশদ আলোচনা ভবিষ্যতের সম্বন্ধে হোলো। সব চান যে নোয়াখালির বিষয়ে আমি গান্ধীজী এবং এখানকার মধ্যে সংযোগ রক্ষা করার কাজ করবো। কিন্তু মন এধরণের কাযে সায় দেয় না। লেখাপড়ার কাজেই ফিরে যাবো; কিন্তু তার আগে কয়েকদিনের সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেবো। হালকা কাজ ও গাছপালা, মাঠঘাট দেখে দেখে দিন কাটিয়ে দেবো।

তাড়াতাড়ি করে দুপুরে বেরিয়ে সূচীপাড়ায় চলে এলাম। এখানে অনু নাই, অরুণা আছে। এসেই বেশ ভাল লাগছে। —

SAILEN [illegible]
Secretary
Padma Camp (On tour with Gandhiji),
East Bengal.

Camp पूना

Dated 25-3-1946.

पूज्य निर्मलदा,

आपका प्रेमाल और करुण खत जब मैं बापुको खाना दे रही थी तब मिला पढने पर ही रोना आ गया इस लिये बापुको न सुना सकी फीर बापुने खुद ने अपने हाथमे लेकर पढा। मैं जब पिताजी श्रीरामपुरसे छोड कर गये तब जरा सा लगा कि ~~अब कौन रहे। लेकिन~~ ईश्वरने मेरे लिये आगे से ही इन्तजाम कर रखे थे। और जितनी मुझे आपने अपनी छोटीसी बहेन समज कर मदद कि योग्य सलाह दी उनको किस तरह भूलुं निर्मलदा आपको हम सब लोग भूलनेकि कोशीश करते है लेकिन भूल नही सकते। आपका कमरेमे मैं पांव भी नहीं देती हुं जब प्रार्थनासे हम लोग लौटते थे तब आप सब दरवाजे खुले करके खेलते खेलते खाते खाते प्रवचन लिखते थे आज वही दरवाजा बंध हो कर (शांतीके लिये) लिखी जाती है तो भी प्रेसवालेको

3

बिचारे को मिलती नही है कुछ
लिखते है लेकिन कुछ कामकी
नही रहती बेचारे सब प्रेस वाले
मेरे कमरेमे बैठता है वहां जरा
जाते है तो जवाब मिलता है
मगज मत खाओ। ऐसी हालतमे
मुजे छोड दी? आपकी जगाह पर
बीसेनभा जी आये है लेकिन
अंग्रजी नही जानते है मेरा सेव
खत आपको मिला होगा अब तो
कैंची चप्पु दीयासलाई किसकी
पासमे सो लो इसलिये समालना।
पहला है रंगस्वामी हेड बन
गया है लेकिन अब तक
मेरे कैंफ्रोलमे है आपके
बिना कोई संदेश नही है
भेजते है।

प्यारे निर्मलदा,

आप बहुत याद आते हैं। अब तक
आपकी याद आने से आँसू नहीं रुकते।
कल बापू को खत लिखा तो मृदुला के वाली टेंट में
जाकर लिख सका क्योंकि उसमें भी आपका
ज़िक्र था और उसके लिखने में भी रोना था।
मैं खुद सोचता हूँ कि आपसे क्यों इतनी मुहब्बत
हो गई। आज ही मैंने मनु से कहा था कि अब
निर्मल दा मिलें तो उनसे झगड़ा कर लेना
चाहिये जिसमें छूटने का दुःख न हो।
खुदा करे आपको कोई रंज न हो।
देखिये कब मिलना होता है।
फ़ोटोग्राफ़ के लिये आपको क्या लिखूँ।
एक से अधिक बार कह चुका हूँ और अब
आपकी स्मरण-शक्ति का अपमान करना है यह
लिखना कि दो कापी भेजवाइयेगा।

आपका खादिम

'हुनर'

पटना,
२५/३/४७

সূচীপাড়া — ত্রিপুরা

1947

26
MARCH
Wednesday

১২ই চৈত্র বুধবার, সন ১৩৫৩

৭৪

অনু দুপুবের গাড়ীতে এসে পৌছল। আমি ইতিমধ্যে বাংলা proof অনেকখানি দেখে আজ বাহির করে দিলাম।

অনুর কয়েকটি লেখা বাববার পড়েছি। আমাকে নিয়েও আছে। সত্যিকারের সত্যনিষ্ঠ, ঋজু মন।

রাত্রে যাচাই করলাম উভয়েব মধ্যে কোনও কামনার বন্ধন জেগেছে কিনা। মনের দিকে চেয়ে দেখছি চরিত্রেই আকৃষ্ট হয়েছি। এবং তার জন্যই সামান্য শরীরের নৈকট্য প্রিয় বোধ হচ্ছে। তাবচেযে আর অগ্রসব হয় না। মনের নৈকট্য সন্ধানেও সংগ্রহ বোধ নাই, possession এর বুদ্ধি জাগলে তাকে ঘৃণাই করে চলবো।

[২৬এ রাত্রে প্রার্থনাসভায় আত্মরক্ষাব প্রসঙ্গে বললাম, হিংসা বা অহিংসাব পথে মরণের দাম দিতে হ। প্রার্থনাসভায

***

অনু, আমিয়কুমার গুপ্ত (গইলা), ললিত, শিবানী এখানে দুপুরে ফিবে এলো। আমি স্ববাজ ও গান্ধীবাদ বই-এব প্রুফ অনেকখানি দেখাব পর বেয়ারিং বুক পোস্টে নাবানেব কাছে পাঠিয়ে দিলাম।

প্রার্থনাসভায় আত্মরক্ষায় হিংসা অথবা অহিংস দুই উপায়েই যে মৃত্যুপণ কবা ছাডা গতি নাই, এই কথাই বললাম।

রাত্রে অনু জিজ্ঞাসা করায় উত্তর দিলাম, যে তার চরিত্রগুণে আকৃষ্ট হয়েছি। প্রসঙ্গক্রমে শরীরের নৈকট্যের প্রয়োজন বোধ করেছি। কিন্তু চরিত্রের প্রতি ঐ মর্যাদা যদি না করি তাহলে শবীবের নৈকট্য একদম ফালতু বা অকেজো মনে হোতো। অতএব শরীরের সান্নিধ্যকে পবিহার কবা কর্তব্য। মনেব নৈকট্য তো দূব থেকেও অনুভব করবো। সকাল হতে উঠে পড়লাম।

সূচীপাড়া — ত্রিপুরা

27 MARCH 1947

Thursday

১৩ই চৈত্র বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৩

৭৪

অনুর সঙ্গে আলোচনা করে কতকগুলি জিনিষ আরও স্পষ্ট হয়ে গেল। উভয়ের মধ্যে মৈত্রীর সম্পর্ক স্থায়ী হোক। অনুর মধ্যে যে শক্তির সুর আছে, সেটি উগ্রতায় তার চরিত্রের মাধুর্যকে আচ্ছন্ন না করে এইটুকু কামনা করি। আমারও চরিত্রে মাধুর্যের আশ্রয়ে ক্লেদ যেন না আত্মগোপন করে আসে; শক্তি যেন জটিল আকার ধারণ না করে ঋজুতার রূপে, স্বচ্ছন্দ পথে পরিস্ফুট হয়।

সন্ধ্যায় আনাতলি গ্রামে প্রার্থনাসভার পর হিংস ও অহিংস উপায়ে আত্মরক্ষায় যে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুকে অবলম্বন করতেই হয় সেই কথা বললাম।

* * *

আজ, অমিয় বলে ছেলেটির সঙ্গে দু বারে দরিদ্র মুসলমানদের মনোভাবের সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করলাম। দারিদ্র্য ও সমাজের নিষ্ঠুরতার ফলে তাদের এমন অবস্থায় আনা হয়েছে যার জন্য তারা সেই নিষ্ঠুরতা ক্ষণেকের জন্য অপরের প্রতি প্রয়োগ করে সাময়িক তৃপ্তি পায়। ধনতন্ত্র যা মানুষে মানুষে যে সম্পর্ক পোষণ করে, যুদ্ধবিগ্রহে সেই মনোভাবই ব্যাপক আকার ধারণ করে মৃত্যুর তাণ্ডব ঘটায়। মুক্তির উপায় দারিদ্র্য রোগের নিরসন ঘটানো। গান্ধীজীর উপায় এবং সমাজতন্ত্রবাদ ও কম্যুনিষ্টগনের প্রাধান্যে পায় তুলনা করলে বোঝা যায় দ্বিতীয়টি মানুষের মনে বর্তমান সংস্কৃতির ফলে যে বিকৃত নিষ্ঠুর মনোভাব উৎপন্ন হয়েছে তাকেই প্রয়োগ করে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে চায়।

সন্ধ্যায় আনাতলী নামে একটি গ্রামে প্রার্থনাসভায় অহিংস এবং হিংস উপায়ে আত্মরক্ষার বিষয়ে তুলনা করলাম।

MARCH Friday 28 1947
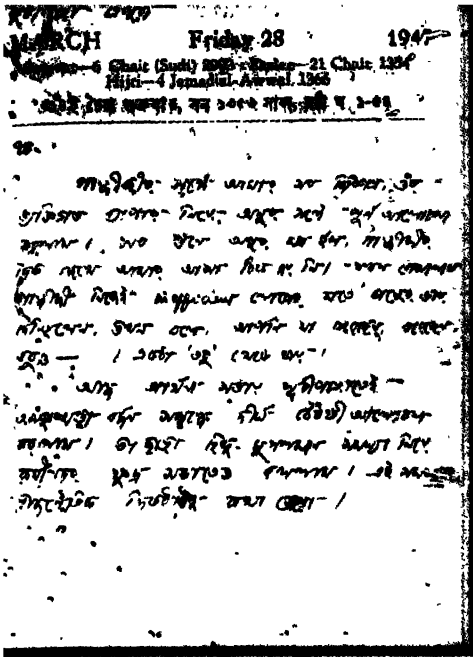
সূচীপাড়া — ত্রিপুরা

1947

28
MARCH
Friday
১৪ই চৈত্র শুক্রবার, সন ১৩৫৩

৭৪

গান্ধীজীর সঙ্গে আমার সব চিঠিপত্র, ওঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে অনুর সঙ্গে পূর্ণ আলোচনা করলাম। সব শুনে অনুর মত হ'ল, গান্ধীজীর দিক দেখে আমার আসা ঠিক হয় নি। যখন বোঝালাম গান্ধীজী নিজেই inefficient লোকের হাতে কাজের ভার দিচ্ছিলেন, তখন বলে, আপনি যা করেছেন, করেছেন তবুও —। একটা 'তবু' থেকে যায়।

আজ প্রার্থনাসভায় সূচীপাড়াতেই অস্পৃশ্যতা বর্জন সম্বন্ধে দীর্ঘ বৈঠকী আলোচনা করলাম। তাছাড়া হিন্দু মুসলমান সমস্যা নিয়ে কর্মীদের ক্ষুদ্র সভাতেও বললাম। এই সময়ের রাজনৈতিক দিকটারই কথা হোলো।

* * *

অনুকে গান্ধীজীর সঙ্গে লেখা চিঠিপত্র সব শোনালাম। ধীরভাবে শুনে বললেন, আপনি থাকলে গান্ধীজীর কাছ থেকে আমাদের দেশ যে-সেবাটুকু পেতো সে জিনিষ কমে যাবে। অতএব আপনার চলে আসা ঠিক হয়নি। যখন বললাম গান্ধীজী আশপাশে inefficient লোক নিয়ে জড়িয়ে আছেন, 'পুরাতন গান্ধী শেষ হয়ে নূতন গান্ধী আরম্ভ হোলো' — শ্রীরামপুরের এই সঙ্কল্প সত্ত্বেও আবার পুরাতন সত্ত্বাকে আঁকড়ে ধরে পুরাতন সঙ্গীদের সাহচর্যের জের টেনে আছেন ছাড়তে পারছেন না, তখন কি যাওয়া অযৌক্তিক অনু বুঝে বললেন, 'তবু —' একটা থেকে যায়, হয়ত আপনি থাকলে খানিক বাঁচাতে পারতেন।

বিকালে কর্মীদের সম্মিলনে শুধু মুসলমান সমস্যার রাজনৈতিক দিকটা আলোচনা করলাম। রাত্রে প্রার্থনাসভায় অস্পৃশ্যতা এবং হিন্দু সমাজের বর্তমান অবস্থার বিষয়ে বিশদ বৈঠকী আলোচনা হোলো।

রাত্রে খাবার পর দীঘির পাড়ে অনেকক্ষণ বসে রইলাম।

29 MARCH 1947

Steamer "Mohmand", Chandpur

MARCH

Saturday

১৫ই চৈত্র শনিবার, সন ১৩৫৩

৭৪ কুলি ইত্যাদি ধরে Travelling ৬॥৶১০

Postage ।৫

দুপুরে সুচীপাড়া থেকে বেরিয়ে মেহার কালিবাড়ী থেকে চাঁদপুর J.D.R আপিসে এলাম। কলিকাতায় দাঙ্গার সংবাদ খারাপ বলে এসেছে। হয়ত রাজবাড়ীতে দুচারদিন থেকে যেতে হবে।

রাত্রে স্টীমারে শুয়ে রইলাম।

* * *

সুচীপাড়া থেকে মেহার কালিবাড়ী রওনা হলাম। অনুও এখান থেকে বিদায় নিয়ে কলিকাতা চললেন। তারপর ৪ তারিখ নাগাদ সাহেবনগর পৌছবেন। সন্ধ্যায় চাঁদপুর পৌছে সুবোধ ভৌমিক, অমিয় গুপ্ত, বিশু প্রভৃতির সঙ্গে দেখা হল। সেখানে খেয়ে রাত্রে চাঁদপুর স্টীমার স্টেশনে পৌছে স্পেশাল স্টীমার, অর্থাৎ সেটি চাঁদপুর ছেড়ে সোজা গোয়ালন্দ এসে থামবে। সেটিতে ইন্টার ক্লাশে শুয়ে রইলাম।

রত্রি ৪।।· টের পর স্টীমার ছাড়লো।

কলিকাতায় আবার দাঙ্গা বেধে গেছে। হয়ত রাজবাড়ীতে দু-চারদিন আটতে থাকতে হবে।

"BASANTI PUJA"

রাজবাড়ী, ফরিদপুর

1947

30

MARCH

Sunday

১৬ই চৈত্র রবিবার, সন ১৩৫৩

৬৭৶১৫ খাওয়া ইত্যাদি ২৷৹

রাজবাড়ীতে অনু আর আমি পৌছলাম। রাণু তার ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে রয়েছে। আজই আমাদের পৌছনোর চিঠি পেয়েছে।

রাত্রে সুকুমার দেবরায় ক্ষিতীশ রায় ও শ্রী অমরেন্দ্র বিশ্বাস বাংলা বিচ্ছেদ, নোয়াখালির বর্তমান অবস্থা নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে এলেন।

* * *

গোয়ালন্দে পৌছে অনু দই চিঁড়া প্রভৃতি খাবারের পরিপাটি আয়োজন করলে। খেয়ে দেয়ে ৯টা নাগাদ রাজবাড়ীতে পৌছলাম। এখানে রাণুর চমৎকার গোছালো ব্যবস্থা রয়েছে। ও আজ সকালেই আমার সূচীপাড়া থেকে লেখা চিঠি পেয়েছে। ছেলেদের স্টেশনে পাঠিয়ে দিয়েছিল। সবাই মিলে একটি কুলির মাথায় কিছু বিছানা চাপিয়ে চলে এলাম।

আজকের খবরের কাগজে কলিকাতার গতকালের অবস্থা থেকে আরও খারাপ বলে প্রকাশ।

অনুকে কি সোজা সাহেবনগর রেখে আসব না দু-চারদিন অপেক্ষা করে কলিকাতা পৌছে দেবো।

রাত্রে সুকুমার দেবরায় মহাশয় বঙ্গভঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা করে গেলেন। সঙ্গে আরও দুজন ছিলেন। violence এর দ্বারা জিততে পারবো, সমস্যার সমাধান হবে সে সম্বন্ধে যেন প্রধানত একটা বিশ্বাসের বশে চলেছেন। পরিশ্রমসাধ্য বিচার করে দেখেননি।

রাজবাড়ী, ফরিদপুর

31 MARCH 1947
Monday

১৭ই চৈত্র সোমবার, সন ১৩৫৩

৬৪ ৷৵১৫ Postage ৵৫

আজ বার লাইব্রেরীতে শ্রীসুরেন মৈত্র মহাশয় নিয়ে গেলেন। বঙ্গভঙ্গ হিন্দু মুসলমান সমস্যা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হ'ল। ভাসা ভাসা, কেতাবী রাজনীতির আলোচনা, তৃপ্তি হয় না।

সকলে কোনোরকমে পাপ বিদায় করার মত বঙ্গভঙ্গ করে সমস্যার সমাধান করতে চান।

রাত্রে নীলু (দেবব্রত)দের বাড়ীতে খেয়ে এলাম। ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ গুহ গান্ধীজীর বিরুদ্ধে বললেন।

* * *

সুরেন মৈত্র মহাশয় বার লাইব্রেরীতে নিয়ে গেলেন। সেখানে নোয়াখালির বর্তমান অবস্থা ও বঙ্গভঙ্গ সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা হলো। ভাল সুর না, ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রভাবে কংগ্রেসের কোন্ কোন্ দোষে এমন দুরবস্থা দেশের হয়েছে তাই শুনতে শুনতে সময় গেল।

বঙ্গভঙ্গ করলেই যে পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা শেষ পর্যন্ত বাঁচবে এ ভরসাও কারুর নাই। কিন্তু যেন মুসলমানের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে, তাদেরও পাকিস্তানকে খানিক দুর্বল করে দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে, খানিক অসহায় অবস্থায় বঙ্গবিচ্ছেদ চাইছেন।

আমি গান্ধীজীর আপত্তিগুলি যথাসাধ্য বোঝাবার চেষ্টা করলাম।

APRIL
Samvat—11 Chait (Sudi) 2003 ; Faslee—25 Chait 1354
Hijri—8 Jamadial-Awwal 1366

রাজবাড়ী, ফরিদপুর

1947

1

APRIL
Tuesday
১৮ই চৈত্র মঙ্গলবার, সন ১৩৫৩

৬৪৷৵১০ বাজারের জন্য ১০

আজ সন্ধ্যায় স্থানীয় কয়েকজন গভর্মেন্ট কর্মচারীর সঙ্গে একই বিষয়ে আলোচনা হল।

কলিকাতার অবস্থা কাগজে দেখছি খারাপ। অনু সাহেবনগর চলে যাবেন; সেই ভাল হবে। আমি কলিকাতায় একটু হাঙ্গামা কমলে ফিরবো।

* * *

অনু যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। আমারও এমন অনিশ্চিত প্রবাস ভাল লাগছে না। কলিকাতায় কবে যে বেশ শান্তিতে কাজকর্ম চলবে, ভেবে ঠিক করতে পারছি না। পথই বা কি!

সন্ধ্যায় অমরেন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের বাসায় কয়েকজন গভর্মেন্ট কর্মচারীর সঙ্গে বর্তমান সাম্প্রদায়িক অবস্থা নিয়ে বিশদ আলোচনা হলো। অনু সঙ্গে ছিল। ফেরার পথে অনুকে বললাম, তার যাওয়াই ভাল হবে। সকালে রওনা হয়ে সন্ধ্যায় সাহেবনগর পৌঁছাবে।

2

রাজবাড়ী, ফরিদপুর

1947

APRIL

Wednesday

১৯শে চৈত্র বুধবার, সন ১৩৫৩

APRIL Wednesday 2

Samvat—12 Chait (Sudi) 2003 : Fasli—26 Chait 1354

Hijri—9 Jamadial-Awwal 1366

৫৪।৵১০

অনু আজ সকালে সাহেবনগর চলে গেল। গাড়ী গোয়ালন্দ থেকে ২ ঘণ্টা পরে এলো, গাড়ী ছাড়ার পর ফিরে এলাম। কাজকর্মহীন হয়ে ভাল লাগছে না। নটীর পূজা ও এমনই সাহিত্যের বই কিছু পড়লাম।

কালকের দিনটা দেখে অন্তত সোদপুর হয়ে কলিকাতায় চলে যাবো।

* * *

যে দিন সকল মুকুল গেল ঝরে

আমায় ডাকলে কেন গো, এমন করে।।

যেতে হবে যে পথ বেয়ে শুকনো পাতা আছে ছেয়ে,

হাতে আমার শূন্য ডালা কী ফুল দিয়ে দেবো ভরে।।

গানহারা মোর ঃ

তোমার ব্যাকুল বাঁশি কী যে বলে।

নেই আয়োজন, নেই মম ধন, নেই আভরণ, নেই আবরণ

রিক্ত বাহু এই তো আমার বাঁধবে তোমায় বাহুডোরে।

APRIL Thursday 3 1947
Samvat—13 Chait (Sudi) 2003 : Faslee—27 Chait 1354
Hijri—10 Jamadial-Awwal 1366

রাজবাড়ী, ফরিদপুর

1947

3
APRIL
Thursday
২০শে চৈত্র বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৩

৫৪।৵১০

আজ সারাদিন কুঁড়েমি করে কাটলো। নটীর পূজা ও শনিবারের চিঠির কয়েকটা লেখা পড়লাম।

সমস্ত দিন মনটা অলসতার জন্য ভার হয়ে আছে; তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

কলিকাতার অবস্থা একটু ভাল হয়েছে মনে হচ্ছে, কাল পরশুর মধ্যে যাওয়া দরকার।

বিকালে পদ্মার দিকে বেড়িয়ে এলাম। খানিক দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল, সেইখান থেকে ফিরলাম।

রাত্রে অনেকক্ষণ গান্ধীজীর বিষয়ে অমর বাবু ও মজুমদার মশাই এর সঙ্গে আলোচনা হোলো। ভালই লাগলো— ওঁর political method, constitutional means of agitatian এর বিষয়ে বললাম।

* * *

আজও সারাদিন রবীন্দ্রনাথের নটীর পূজা ও আজে বাজে কিছু লেখা পড়ে কাটিয়ে দিলাম। খবরের কাগজে দেখছি কলিকাতার গণ্ডগোল একটু কমেছে। কাল হবে না, পরশু সকালের গাড়ীতে যাবো।

বিকালে মাইল ২ দূরে পদ্মা নদীর দিকে বেড়াতে গেলাম। সন্ধ্যা হয়ে এলো বলে নদীর ধার পর্যন্ত যাই নি, আগে থেকে ফিরে এলাম।

মনটা আলস্যের জন্য ভারাক্রান্ত হয়ে আছে।

4

APRIL

Friday

২১শে চৈত্র শুক্রবার, সন ১৩৫৩

রাজবাড়ী, ফরিদপুর

1947
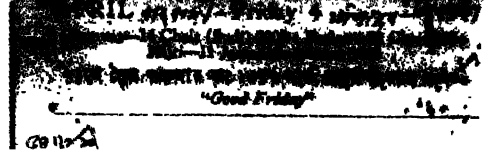
৫৪।৶১০ রাজবাড়ীতে খরচের জন্য ৬

সাবান (501 Bar) ১

ভোরে পদ্মা নদীতে গিয়ে খুব আরামে স্নান করে এলাম।

আজ সারাদিন বিনা কাজেই কাটলো বলতে পারি। ভোরবেলা উঠে পদ্মার ধারে— প্রায় দুই মাইল দূরে স্নান করতে গেলাম। বেশ ভাল লাগলো। নদীর ওপারে অস্পষ্ট তরুশ্রেণী; অনেক জায়গায় দেখাই যায় না। সমুদ্রে যেমন চক্রবাল ও আকাশের মিল রেখার সৃষ্টি হয়, তেমনই। কেবল নীচের জল সমুদ্রের মত নয়। স্থির অতি ছোট ঢেউ চোখে পড়ে, নীলের আভাও গভীর নয়। সমুদ্রের রূপই অন্য।

কাল সকালে যাওয়ার জন্য জিনিষপত্র গুছিয়ে ফেললাম। অনুর বালতি, কুমিল্লা থেকে আনা ঝুড়ি, কাপড়চোপড়, রাণুর ডিমের ঝুড়ি, খাবার ও ২টা জামা; বাকি আমার।

অনু যাবার দিন বলে গিয়েছিল নির্মলদা রাণুর (যে কোন মেয়ের মনে) গোলমাল করে দেবেন না। শক্তিশালী না হলে ভেসে যাবে; এমন আপনি দিয়েছেন। (আর না হয়) আপনি নিজের জন্য (লোভে বা প্রচ্ছন্ন কামনার বসে) মেশেন ভাবতে ভাল লাগে না।

এই আশা আমাকে শুদ্ধ করুক, বর্মের মত আবৃত করুক।

অনু ধুবড়ি যেতে বারণ করেছে। তার কাছে কৃতজ্ঞতায় আমি যেন নম্র হয়ে থাকি।

APRIL Saturday 5 1947

Samvat—15 Chait (Sudi) 2003 : Faslee—29 Chait 1354
Hijri—12 Jamadial-Awwal 1366

২২শে চৈত্র শনিবার, সন ১৩৫৩ সাল, পূর্ণিমা রা. ঘ ৯-১৪

"Easter Saturday"

কলিকাতা

1947

5

APRIL

Saturday

২২শে চৈত্র শনিবার, সন ১৩৫৩

৪৭৷৴১০ রাজবাড়ী থেকে বারাকপুর ২৷৶০

খাওয়া ।৶০

সকালে রাজবাড়ী থেকে রওনা হয়ে বারাকপুর স্টেশনে নামলাম। সোদপুর থেকে গাড়ী এসেছিল, তাই খাদি প্রতিষ্ঠানে এলাম। অল্প বিশ্রাম করে গাড়ীতে চারুপ্রভা সেনগুপ্তের ওখানে রাণুর পাঠানো জিনিষপত্র পৌঁছে দিয়ে বাড়ী ফিরলাম।

চিঠিপত্র অনেক জমেছে, তার কাজ আরম্ভ করে দিলাম।

***

রাজবাড়ী থেকে সকালের গাড়ীতে রওনা হয়ে বারাকপুর থেকে খাদি প্রতিষ্ঠানের গাড়ীতে সোদপুর এলাম। সেখানে বিশ্রাম করে কিছু দুধ খেয়ে, ঐ গাড়ীতে সোজা দর্জিপাড়ায় রাণুর পাঠানো জিনিষপত্র পৌঁছে বোসপাড়া পৌঁছলাম। বিস্তর চিঠিপত্র জমে রয়েছে। এসেই তার কাজ আরম্ভ করেছি। গান্ধীজীর ১৯ তারিখের একখানা চিঠি রয়েছে, যেদিন চলে আসি তার পরদিন লিখেছেন। কিশোরলাল মশরুওয়ালার একখানা রয়েছে। কল্যাণী, অনু সবাইকার চিঠি এসেছে। সব একে একে উত্তর দিলাম।

কলিকাতা

6

1947

APRIL

Sunday

২৩শে চৈত্র রবিবার, সন ১৩৫৩

৪৪।/০১০

নোয়াখালির ফাইল গোছানোর কাজ করলাম। প্রায় শেষ করে এনেছি। গোছানো ঠিকমত হয়ে গেলে তারপর ঐ বিষয়ে লেখা শুরু করবো।

অন্তুর লেখা সজনীকে শোনালাম। সজনীরতো মত যে একেবারে rare type, পোড়াবাড়ীর যে বর্ণনা 'স্মরণে' গল্পে লিখেছে তা যে কোন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর হাতের কাজের মত। 'মুসাফিরের ডায়েরি' নাম সজনীর অভিপ্রেত। 'অন্তু' নাম আমি অন্যকে ব্যবহার করতে দেবো না।

* * *

সকালেও বহুক্ষণ চিঠিপত্রের কাজ চললো। তারপর জিনিষপত্র গুছিয়ে খানিক বন্দোবস্ত ঠিক করে ফেললাম।

এইবার বই ছাপার কাজে ভাল করে মন দিতে হবে। পড়াশুনাও রীতিমত আরম্ভ করবো। সকালে Stella Kramrisch phone করেছিলেন। তাঁর বই পড়াও এবার আরম্ভ করতে হবে।

সারা দুপুর নোয়াখালির কাগজপত্র তারিখ অনুসারে একটা ফাইলে গোছালাম। আজ শেষ হোলো না।

বিকালে বড় Rucksackটা ঠিক করার চেষ্টা করলাম। একটু অদল বদল করার পর একটু সেলাই বাকি রইল। মুচির বাড়ী দিয়ে Traders Bureauতে গেলাম। সজনী, দেবী, তারাশঙ্কর প্রভৃতির সঙ্গে নোয়াখালি নিয়ে কথাবার্তা হোলো।

অনুর লেখা সজনীকে দুটো শোনালাম ওর বাড়ী গিয়ে, স্মরণে ও পথের সঞ্চয়। সজনী তো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। যে একটা discovery হোলো। অনু লেখক হিসাবেই সত্যিকারের আত্মপ্রকাশ করবে। অসীম দরদ। শিল্পীর সংযম ও অন্তরদৃষ্টি সবই ওর মধ্যে প্রচুর আছে। আমার সন্দেহ নাই যে ভবিষ্যৎ অনুর পক্ষে

APRIL Monday 7 1947

Samvat—2 Baisakh (Badi) 2004 : Faslee—2 Baisakh 1354
Hijri—14 Jamadial-Awwal 1366

"Easter-Monday"

কলিকাতা

1947

7

APRIL
Monday
২৪শে চৈত্র সোমবার, সন ১৩৫৩

৪৪।/•১০

[Goods] Haversack এর Strap সেলাই ।/•

[Personal] চুলকাটা ।/•

Tr. /•

[Presents] বুড়ুর মাজন ।/১০

সকালে ছাত্র সংসদের সভায় (২৩ ওয়েলিংটন স্ট্রীট) নোয়াখালির বিষয়ে বললাম।

সন্ধ্যায় নন্তুদার বাড়ীতে চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল। সজনী, সুবল, দেবীও ছিল। সেখানে গান্ধীজীর দিনচর্য্যার বিষয়ে বর্ণনা করলাম।

* * *

সকালে ছাত্রসংসদের চেষ্টায় অনুষ্ঠিত এক সভায় গেলাম ২৩ ওয়েলিংটন স্ট্রীটে। প্রসন্ন পাল, কানু প্রভৃতির সঙ্গে দেখা হোলো। নোয়াখালিতে গান্ধীজী কেমন করে সমস্যার সম্বন্ধে আমাদের সজাগ করেছেন। কি দায়িত্ব কর্মীদের উপরে দিয়ে গেছেন। ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে সামান্য সমস্যার সমাধান অহিংস উপায়ে করে বৃহত্তর সমস্যারও কিভাবে সম্মুখীন হওয়া যাবে— তার ইঙ্গিত কেমনভাবে দিয়েছেন, তাই বললাম। ওদের কমিটিতে আমাকে থাকতে বলছে। পরামর্শ দেবার জন্য ও খানিক গোলমাল হবার জন্য রাজি হয়ে গেছি। শেষের চাপটাই বেশি, নয়ত অনুরোধ, প্রতিবাদ চলতে থাকতো। গোলমাল ভাল লাগে না।

আজ সারা দুপুর ও রাত্রি ১১টা পর্যন্ত হিসাব লিখলুম। অনেক গণ্ডগোল হয়ে গেছে। যাই হোক আবার নতুন করে ঠিক হিসাব করতে হবে।

কলিকাতা

8

APRIL

Tuesday

1947

২৫শে চৈত্র মঙ্গলবার, সন ১৩৫৩

৪৩৵০ Tr. ৵০

২টা চোখের dust protector ৵০

সারা সকাল স্বরাজ ও গান্ধীবাদের প্রুফ দেখলাম। দুপুরে কলেজে গিয়ে সেক্রেটারির কাছে কাজে ফিরে আসার চিঠি দিলাম।

প্রফেসারদের ঘরে ত্রিপুরারি বাবুর সঙ্গে নোয়াখালির সম্বন্ধে আলোচনা হোলো।

বিকালে অনুর 'পথের সঞ্চয়' ও 'স্মৃতি উৎসব' এই দুটির প্রুফ দেখে এলাম।

শরীরের সংযম আরও অভ্যাস করতে হবে। অনু 'toying' বলে একটা কথা ব্যবহার করেছিল। সেই বৃত্তি বা সংস্কার আজ দুর্বল করে বলে ঠিক সেইখানে শক্তিমন্ত্রের প্রয়োজন।

APRIL Tuesday 8 19

Samvat—3 Baisakh (Badi) 2004 : Fasle—3 Baisakh 1354

Hijri—15 Jamadial-Awwal 1366

২৫শে চৈত্র মঙ্গলবার, সন ১৩৫৩ সাল, তৃতীয়া।

* * *

আজ ইউনিভার্সিটির কাজে চিঠি দিয়ে ফিরে এলাম। দেবপ্রসাদ ঘোষ এবং ত্রিপুরারি চক্রবর্তীর সঙ্গে নোয়াখালি নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা হোলো। ভাল নিজেরই লাগেনি, অথচ ইউনিভার্সিটির আবহাওয়ায় যেখানে বসে বসে মানুষে বৈঠকী আলোচনা করে, তার বিরুদ্ধে আমার পুরানো বিরক্তি প্রকট হয়ে উঠলো।

এতদিন নোয়াখালিতে কাজের প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও কেন এই দুর্বলতা থেকে গেছে? সাক্ষাৎ আক্রমণ না করলে যায় না, জের থেকে যায়। অতএব ভক্তিসূত্র অনুসারে 'তদ্বিরোধিষুদাসীনতা'র অভ্যাস সচেষ্ট হয়ে করতে হবে।

অনুর দুখানি লেখা 'পথের সঞ্চয়' ও 'স্মৃতি উৎসব' আজ 'মুসাফিরের ডায়েরি' নাম দিয়ে ছাপা হচ্ছে। সুবল প্রুফ দেখতে লাগলো, আমি কপি ধরলাম।

Dt. Intellegence Branch
Office, Sonapur, Noakhali.

No 1960. D/ 9-4-47

Dear Mr. Bose,

Reference your letter dated 16.3.47.

I am sorry there has been a long delay in replying to your letter. I am enclosing herewith a copy of the S.I's report on the disputed structure. I am waiting for an amicable settlement. If the Hindus and Muslims of that area cannot come to any agreement I shall decide how best the matter can be disposed of in consultation with the saner people of both the communities of that locality.

Yours sincerely,

[signature]
9/4

[illegible] Bose,
[illegible]
[illegible]
[illegible]

To
The Superintendent of Police,
Noakhali.

Sir,
I have the honour to submit most respectfully that I had talk with Babu Srinath Chandra, Ambica Charan Saha and many Hindu gentries and Mlvi. Majibul Haq, President, Moklesswar Rahman Yakub Ali Bepari and many Muslim gentries about the house now made Pakistan Club. It transpired that originally the Hindu and Muslim public long before subscribed themselves and built a hut and founded it Palli Mangal Samity House. Sometimes it [illegible] carried well after that the Hindus and Muslims transformed this house to b Congress House. Both Muslims and Hindus used to come to the house for sometimes. The house again became Khelafat House- then Harendra Das Zamindar had taken away the house but public then protested and replaced the same place and turned it [illegible]. Before this communal incident it was transformed [illegible] Pakistan Club.

I was told by the Hindus and Muslims to form a committee and amicably settle the matter but they do not yet form any committee or pay much interest in the matter though requested. None [illegible] in the house.

I have the etc.

Sd/ A.Z.Khan Lodhi.
O/C Raipur P.S.

Wednesday 9 1947

Samvat—4 Baisakh (Badi) 2004 : Faslee—4 Baisakh 1354
Hijri—16 Jamadial-Awwal 1366

২৬শে চৈত্র বুধবার, সন ১৩৫৩ সাল, চতুর্থী রা. ঘ ১১-৩৩

কলিকাতা

1947

9 APRIL

Wednesday

২৬শে চৈত্র বুধবার, সন ১৩৫৩

৪২৸৵• Tr. ৵•

৫০০ advance Studies in Gandhism এর জন্য লেজার খাতা ১৸৵•

সারা সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত 'নবীন ও প্রাচীন' নামে প্রবন্ধের বইএর জন্য অনেক লেখা সাজালাম। মোটের উপর খারাপ হবে না। তবে একটু পাঁচমিশালী হোলো।

কলেজে VI th year এর ক্লাশ হোলো না। ছাত্রেরা নাই।

নরেন চাটুয্যে 'নবীন ও প্রাচীন' বইখানা চায়। Studies in Gandhism এর জন্য advance ৫০০ আজ দিয়ে দিলে।

রাত্রি পর্যন্ত হিসাব নিকাশ করলাম। গত সেপ্টেম্বর থেকে আজ পর্যন্ত ৭৷• টাকার হিসাব মিললো না।

* * *

অনেকগুলি প্রবন্ধ একত্র করে 'নবীন ও প্রাচীন' নাম দিয়ে ছাপার জন্য গোছালাম। সাধনা-শিক্ষা-সমাজ-বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি এই পাঁচ ভাগ করা গেল।

দুপুরে ইউনিভার্সিটিতে VIth Year ক্লাসের ছেলেরা নাই। কাল থেকে Teachers Training-এর Short Course আবার পড়াতে হবে। প্রথম পর্বের Human Geography যেরকম পড়িয়েছিলাম। সেই ধরণের জিনিষ ৬টা বক্তৃতায় শেষ করতে হবে।

নরেন চাটুয্যের ইচ্ছা 'নবীন ও প্রাচীন' ছাপায়। যাতে অপর কাউকে না দিই সেজন্য Studies in Gandhism এর নাম করে আজ ৫০০ দিয়ে দিলেন।

কলিকাতা

10

APRIL

Thursday

২৭শে চৈত্র বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৩

1947

Ledger এর সঙ্গে মিল করিয়ে

৫৪০৮৶/১৫ স্কাউট ছুরিটা শান ।•

আজ ২৫ ঘন্টা কারফিউ পড়েছে তাই ইউনিভার্সিটি বন্ধ। সারাদিন anthropology ও গান্ধীজীর বইএর আলমারি দুটি ঠিক করে সাজালাম। লেখার কাজ বা পড়া আজ কিছু হোলো না। বিকালে ও রাত্রে শক্তি প্রেস ও রাণুদের বাড়ী, হালদারদের বাড়ী হয়ে এলাম। কাল থেকে ঠিক কাজে বসবো।

সাহেবনগর থেকে শ্রী হরিপদ চাটুয্যে দাশুর হাতে যাবার জন্য চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন। অনু ছোট্ট চিঠি লিখেছে।

APRIL Thursday 10 194

Samvat—5 Baisakh (Badi) 2004 : Fasli 5 Baisakh 13..

Hijri 17 Jamadi-ul-Awwal 1366

২৭শে চৈত্র বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৩ সাল, পঞ্চমী

* * *

হিসাবপত্র চুকিয়ে নেওয়ার পর এবার বই গোছানোর পালা। নৃতত্ত্বের আলমারি ও গান্ধীজীর বই-এর আলমারি, দুইটি বেশ ভাল করে গোছাতে গোছাতে প্রায় বিকেল হয়ে গেল।

আজ জোড়াসাঁকো ইত্যাদি থানায় সান্ধ্য আইন ২৪ ঘণ্টার জন্য জারি থাকায় ডক্টর চাটুয্যের বাড়ি গিয়ে শুনে এলাম যে ক্লাশ হওয়া সম্ভব নয়। অতএব বাড়ীতেই কাজকর্ম করলাম।

সন্ধ্যা ও বিকালে দর্জিপাড়া। শ্যামপুকুরে ঘুরে এসেছি। কাজ কিছু করিনি।

সাহেবনগর থেকে শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ও অনুর চিঠি নিয়ে দাশুবাবু এসেছেন। কাল দুপুরে যেতে হবে।

কলিকাতা

APRIL. Friday 11 1947

Samvat—6 Baisakh (Badi) 2004 : Faslee—6 Baisakh 1354
Hijri—18 Jumadi-ul-Awwal 1366

২৮শে চৈত্র শুক্রবার, সন ১৩৫৩ সাল, ষষ্ঠী রা. দ ৩-১২

1947

11 APRIL

Friday

২৮শে চৈত্র শুক্রবার, সন ১৩৫৩

৫৪০॥৶১৫ Tr. ৶০

Postage ৯

Presents রাজহংস ১॥৶০১০ 8॥৴০১৫

Tolstoy what then etc. ২॥৫

২ নিব ৶০ গরমিল ১০১

আজ Teacher's Training Short Course এর Human Geography আরম্ভ করলাম। VIth year এর ছেলেদেরও ঐ সঙ্গে বসতে বলে Human Geography এর কেন্দ্রগত, মৌলিক সমস্যা কি, কেমনভাবে আমরা নিরীক্ষণ করি, তার সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলাম। অনেকদিন পরে পড়াতে বেশ ভাল লাগলো।

* * *

আজ Teacher's Training-এর ছাত্রদের যারা Short Course in Geography নিতে এসেছে, তাদের human geography-র মৌলিক সমস্যার বিষয়ে বললাম। ছোটনাগপুর, ওড়িষা, মধ্যপ্রদেশের যাবতীয় অরণ্যবাসী জাতির বিষয়ে আলোচনা করে দেখালাম। প্রকৃতির সঙ্গে সম্পদের যোগ কোথায়, তারাই বা প্রকৃতিকে কতটুকু স্বীয় প্রয়োজনে বুঝতে পেরেছে।

আজকের বক্তৃতা অনেকদিন পরে দিলাম। বেশ ভাল লাগলো।

শরীরটা সর্দি হয়ে বড় ভারি হয়েছে।

সাহেবনগর, নদীয়া

12
APRIL
Saturday
২৯শে চৈত্র শনিবার, সন ১৩৫৩

1947

APRIL · Saturday 12 1947
Baisakh (Bali) 2004 : Faslee 7 Baisakh 1354
Hijri—19 Jamadiul-Awwal 1366

৫৩৫৶১০

বাস ও কুলি	।৶০
পলাশী III	২
খবরের কাগজ	৶০
	২।৶০

সকালে জিনিষপত্র গুছিয়ে দুপুর ২।। টের গাড়ীতে পলাশী রওনা হলাম। পৌছে দেখি গাড়ী ঠিক আছে, সন্ধ্যার আগে বেরিয়ে ৯ মাইল আসতে রাত ১২টা হোলো।

সকালে জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে ২।।. টার গাড়ীতে রওনা হলাম। পলাশী স্টেশন পৌছতে প্রায় সন্ধ্যার কিছু আগে হোলো। গরুর গাড়ীতে সাহেবনগর রওনা হলাম। অতি আস্তে ধূলার রাস্তায় পৌছতে রাত বারোটা হোলো। সত্যেশ ভট্টাচার্য, শিশির সেন. দাশু, দেবু, প্রভৃতি সকলের সঙ্গে দেখা হোলো। অনু Stew ও দুধ রেখে দিয়েছিল।

সত্যেশবাবু বললেন মে-মাসের মাঝামাঝি তাঁরা কর্মীদের জন্য একটি শিক্ষাশিবির স্থাপনা করবেন; সেই সময় গান্ধীজীর মতবাদ সম্বন্ধে ২/৪ দিন এসে যদি বলি ও উদ্বোধনের দিন উপস্থিত থাকি তাহলে ভাল হয়। এখনও পাকাপাকি কিছু বলতে পারলাম না।

এখানে কালকে বিকালে সভা আছে এবং তা ছাড়া ১লা বৈশাখের অনুষ্ঠানের জন্যও আমাকে থাকতে হবে। সেই রাত্রেই অবশ্য যেতে পারি। রাত ২টা নাগাদ একটি গাড়ী আছে।

APRIL Sunday 13 1947

Samvat—8 Baisakh (Badi) 2004 : Faslee 8 Baisakh 1354
Hijri—20 Jamadial-Awwal 1366

সাহেবনগর, নদীয়া

1947

13
APRIL
Sunday
৩০শে চৈত্র রবিবার, সন ১৩৫৩

৫৩২৷৷৴•১০ গরুর গাড়ীর দরুন ৫

আজ শিশিরবাবুর কাছে থেকে এখানকার কাজকর্ম সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা পেলাম। হরিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে সাহেবনগর আশ্রমে আনুপূর্বিক ইতিহাস সংগ্রহ করলাম।

বিকালে পতাকা অবতরণ, সভা এবং শহীদ স্মৃতিতর্পণ অনুষ্ঠান হোলো। নিরূপমা দেবীর মন শিল্পীর মন। সমস্ত অনুষ্ঠানগুলি সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্য তিনি পরিশ্রম যথেষ্ট করেছেন, প্রত্যেকটি শোভন ও সুন্দর হয়েছে।

বক্তৃতা নোআখালি উপলক্ষ্য করে ...ীর আদর্শবাদ সম্বন্ধে বললাম।

সকালে শ্রী হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে সাহেবনগর প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস শুনলাম। শ্রীযুক্ত শিশির সেন মহাশয়ের সঙ্গে কস্তুরবা শিবিরের কাজ কর্ম। এইসকল মেয়েদের কিরকম কাজে লাগানো যায়, সে সকল বিষয়ে কথাবার্তা হোলো। সাহেবনগর কেন্দ্রের জায়গাটি নদীর ধারে চমৎকার বাছা হয়েছে। মাটিও খুব ভাল, চাষ ভাল হয়।

পতাকা নামানো, সভা এবং সন্ধ্যায় শহীদ তর্পণের অনুষ্ঠান হোলো। সবটুকুই শিল্পীর স্পর্শে শোভন হয়েছিল। নিরূপমা দেবীর এবিষয়ে যথেষ্ট অনুরাগ এবং উৎসাহ আছে।

সভায় চড়কের পূর্বদিন বলে গ্রামের ভদ্রলোকেরাই এসেছিলেন জনসাধারণ আসতে পারেননি। তাঁদের এবং এখানকার কর্মীদের পেয়ে সভা ছোট হলেও ভাল হোলো। হরিপদবাবু গান্ধীবাদ সম্বন্ধে কিছু বলতে বললেন। নোয়াখালিতে গান্ধীজীর যাত্রা উপলক্ষ্য করে তাঁর আদর্শবাদ এবং বাঙলা দেশের সামনে ও কর্মীদের জন্য তিনি কি সমস্যা ও কি আহ্বান জানিয়ে গেছেন তার বিষয়ে বললাম। গোড়ায় বলাটা একটু ঢিলা হয়েছিল তারপর জমতে একটু সময় নিলো।

14

APRIL
Monday
৩১শে চৈত্র সোমবার, সন ১৩৫৩

সাহেবনগর, নদীয়া

1947

APRIL Monday 14 1947
Samvat—8 Baisakh (Badi) 2004 : Fasli—9 Baisakh 1354
Hijri—21 Jamadial-Awwal 1366
৩১শে চৈত্র সোমবার, সন ১৩৫৩ সাল,
"Charak Puja"

৫২৭৷৷/•১০

ভোরে নিরূপমা দেবীর সঙ্গে এখানকার মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা হ'ল। এবার ছাত্রী মোটে ২৫জন নেওয়া হয়েছে। তাতে কাজের অসুবিধা হয়। এই ব্যবস্থাতেই ৪০জনকে শিক্ষা দেওয়া যেত। তার জন্য যে যে শিক্ষকের উপরে চাপ পড়তো তাঁরা রাজি থাকা সত্ত্বেও মাত্র ২৫জন নেওয়া ঠিক হয়নি। [অভয় আশ্রমের কর্মী (ননীদি) সংখ্যা নির্ধারণ করেছেন।]

দুপুরে মেয়েদের বর্গে আদিবাসী জাতিবৃন্দের সমাজ ও সংস্কৃতির বিষয়ে বললাম।

সন্ধ্যায় সাহেবনগর তরুণ সংঘের সভায় বর্তমান পরিস্থিতি ও গঠনকর্মের বিষয়ে আলোচনা হোলো। ভাল লাগছিল বলে বলাও সহজ হোলো।

* * *

সকালে নিরূপমা দেবীর সঙ্গে এখানকার কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা হোলো। এদের মেয়ে মাত্র ২৫জন নেওয়ায় কি অসুবিধা হয়েছে বললেন। শিক্ষকদের প্রায় সমান খাটতে হয়, অথচ স্বচ্ছন্দে ৪০ পর্যন্ত মেয়েদের নেওয়া যেত। এরপর লাবণ্যময়ী চন্দ নিজে থেকে, অর্থাৎ এঁদের সঙ্গে পরামর্শ না করে সংখ্যা স্থির করার জন্যই অসুবিধা হয়েছে।

দুপুরে মেয়েদের বর্গে ভারতীয় সমাজের সম্বন্ধে কিছু বলার উদ্দেশ্যে জুয়াং, কোলদের জীবনযাত্রা প্রণালী বর্ণনা করলাম। তাদের সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি কী জাতীয় তাই বললাম। গল্প হিসাবে ভালো, কিন্তু তত্ত্বের দিকে বেশি নিয়ে যেতে পারলাম না। সকল মানুষকে মনুষ্যত্বের জন্য শ্রদ্ধা করতে হবে। যার যে কোন সংস্কৃতি থাকুক না কেন, তার পিছনে সেই সনাতন মানুষের সন্ধান পেলে তবেই আমরা তৃপ্ত হব। এই কথাই জানালাম। শিশির সেন মহাশয়ের "ভাল লেগেছে", নিরুপমা দেবীর এমন হালকা জিনিষ পছন্দ হলো কিনা জানি না।

সন্ধ্যায় তরুণ সংঘের সভাতে বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও গান্ধীজীর গঠনকর্মের বিষয়ে ঘণ্টাখানেক আলোচনা করলাম। বলতে ভাল লাগছিল। বলাও খারাপ হয়নি।

APRIL. Tuesday 15 1947
Samvat—9 Baisakh (Badi) 2004 : Faslee—10 Baisakh 1354
Hijri—22 Jamadial-Awwal 1366
১লা বৈশাখ মঙ্গলবার, সন ১৩৫৪ সাল, নবমী ব ২-৬

পলাশী স্টেশন

1947

15
APRIL
Tuesday
১লা বৈশাখ মঙ্গলবার, সন ১৩৫৪

৫২৭৷৷/•১০

১লা বৈশাখ বৈতালিকের দল গান গেয়ে গেলেন। আধঘন্টা সূতা কাটলাম ১২৫ তার হয়েছে, বেগ ঘণ্টায় মোটে ৩০০ হোলো। "Ideal Health" by Alexander Brijce (John Wright) 5/- একখানা বই এখানে দেখলাম, মনে হচ্ছে ভাল বই।

দুপুরে মেয়েদের বর্গে পড়ালাম। রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর পলাশী রওনা হলাম। অনুও যাচ্ছে। মহিষের গাড়ী বেশ জোরেই চলে এলো।

পয়লা বৈশাখ অন্ধকার থাকতে থাকতে নিরূপমা দেবী বৈতালিকের গান মেয়েদের নিয়ে গেয়ে গেলেন, সুন্দর লাগলো। অনু তার পরেই এসেছিল।

স্নানের পর ১১-১২টা কস্তুরবা শিবিরের মেয়েদের বর্গে পড়ালাম। গ্রামের আর্থিক বন্দোবস্ত কিরকম ছিল তার বিষয়ে আলোচনা করে ভারতবর্ষের ঐক্য তীর্থাঞ্চল ও গ্রাম সংগঠনের কোথায় মিল আছে বললাম। জাতি ও বর্ণ ব্যবস্থার দোষগুণ বিচারের পর সত্যাগ্রহের দ্বারা কি করে শুদ্ধ আদর্শ স্থাপনা করা যায় তারই আভাষ দিলাম। সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে অল্প বললেও মৌলিক বিষয়ের অবতারণা করলাম।

রাত্রে খেয়ে দেয়ে কৃষি প্রতিষ্ঠানের বড় মহিষের গাড়ীতে অনু ও আমি রওনা হলাম। পলাশী স্টেশনে পৌঁছাতে প্রায় ৩ ঘণ্টা লাগলো। যখন পৌঁছলাম তখন রেলের ২টা বাজতে বার মিনিট।

কলিকাতা

16 APRIL 1947

Wednesday

২রা বৈশাখ বুধবার, সন ১৩৫৪

৫২৭॥/৹১০ বদ্যিনাথ (গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান) ১

২ খানা Inter পলাশী-কলিকাতা ৫।৹

খবরের কাগজ ৵৹

খুচরা যাতায়াত।৵৹

Time Table ২খানা।৹

লালগোলা প্যাসেঞ্জার কয়েকঘণ্টা দেরি করে ১০।৹ টা নাগাদ পৌঁছালো। অনুকে বালিগঞ্জের ট্রেনে তুলে দিয়ে বাসে বাড়ী এলাম। কলেজ কাল থেকে বন্ধ, তাই ছাত্রদের পড়ার বন্দোবস্ত ছুটিতে প্রত্যহ Seminar এ এক বা দু ঘণ্টা করে করতে হবে। পরশু থেকে আরম্ভ করবো।

অনু টেলিফোন করার চেষ্টা করেও পায়নি, বিকালে তাকে ফোন করলাম

* * *

গাড়ী খুব দেরি করে এলো। এখান থেকে বাঙলা টাইম ৪-২০তে রওনা হয়ে কলিকাতায় ১০টা নাগাদ পৌঁছলাম। অনুকে বাসের ভিড় থেকে বাঁচানোর জন্য বালিগঞ্জ স্টেশন পর্যন্ত ট্রেনে যাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে এলাম।

কলেজে গিয়ে শুনি কাল থেকেই গরমের ছুটি আরম্ভ হচ্ছে। ছাত্রদের Human Geography ও Special paper "Cultural Landscape" কিছুই পড়ানো হয়নি। পরশু থেকে Seminar এ প্রত্যহ তাদের পড়ানোর ব্যবস্থা করছি। চেপে পড়ালে ৩০।৩৫ দিনের মধ্যেই সবটা শেষ করতে পারবো।

অনুকে বিকালে ফোন করলাম, তার পৌঁছনোর খবর তো পাইনি। শুনলাম চেষ্টা করেও টেলিফোনের connection পায়নি।

APRIL Thursday 17 1947
Samvat—11 Baisakh (Badi) 2004 : Fasli—12 Baisakh 1354
Hijri—24 Jamadial-Awwal 1366

কলিকাতা

1947

17
APRIL
Thursday

৩রা বৈশাখ বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৪

৫২/•১০ Tr. ১০

সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত অনুর জন্য নারদীয় ভক্তিসূত্রের নকল ও অনুবাদ কিছু বদলে লিখলাম। এবার পছন্দ হয়েছে।

দুপুরে ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে দেখি অনু বসে আছে, ২টার আগেই এসেছে। তাকে ও কানুকে সঙ্গে করে অমৃতবাজারের station wagon এ বোসপাড়া এলাম। সতীশবাবুর তার এসেছে, রামগঞ্জ যেতে হবে। ক্ষিতীশবাবু ও বীরেনবাবু সোদপুর থেকে এসেছিলেন। তাঁদের গাড়ীতে অনুকে বাড়ী পৌঁছে দিলাম। সেখান থেকে একটু চেষ্টা করে bus ধরে কোন রকমে বাড়ী এলাম।

* * *

সতীশবাবু রামগঞ্জ থেকে কাগজপত্র নিয়ে গান্ধীজীকে পৌঁছে দেবার জন্য তার করেছেন। দুপুরে ক্ষিতীশবাবু এসেছিলেন, শনিবার সকালে বেরুনো ঠিক করেছি। Teacher's Training এর প্রশ্নপত্র আজ করে দিয়েছি। অনু ইউনিভার্সিটিতে এসেছিলো, তাকে বাড়ী এনে মেনুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম। খাদি প্রতিষ্ঠানের গাড়ীতে অনুর জিনিষপত্র নিয়ে তাদের বাড়ী গেলাম। অনুর বাবা ও মার সঙ্গে আলাপ হোলো। অনুকে নারদ ভক্তিসূত্রের অনুবাদ লিখে আজ দিলাম।

ফিরতে মুস্কিল হোলো। একটা Bus এ Esplanade পৌঁছলাম। তারপর এক ভদ্রলোকের গাড়ী থামিয়ে বৌবাজারের মোড়ে এলাম। হ্যারিসন রোডের মোড়ে একটা bus দৌড়ে ধরে curfew area পার হয়ে এলাম। নয়তো পথে কোথাও থাকতে হোতো।

কলিকাতা

18
APRIL
Friday

1947

৪ঠা বৈশাখ শুক্রবার, সন ১৩৫৪

৪০০	অনুর Safetypin ।/•
৫২০৵১০	২খানা নবীন ও প্রাচীন ।৵০
	Belt ।•
	dropper ৴১০
	Tr. ৶•
	কস্তুরবা শিবিরের ডাক্তারের জন্য ৩০০
	" জলের কলের জন্য ১০০

সকালে অনুদের বাড়ি গিয়ে খাওয়ার পর শচীবাবুর সঙ্গে কলেজে এলাম। ওর বড়দা ফনীবাবু, মা, বাবা সবাইকে ভারি ভাল লাগলো। অনুকে ওদের বাড়ীর আবেশের ভিতরে ভারি মিষ্টি লাগছে। অন্যত্র শক্তিদীপ্ত মাধুর্য পেয়েছি। এখানে মাধুর্যই বেশি। বেচারির শরীরটা রৌদ্রে অযত্নে একটু খারাপ করেছে।

খাদি প্রতিষ্ঠান থেকে IInd class টিকিট কিনে দিলেন।

APRIL Friday 18 1947
Samvat—12 Baisakh (Badi) 2004 : Fasles—13 Baisakh 1354
Hijri—25 Jamadial-Awwal 1366
৪ঠা বৈশাখ শুক্রবার, সন ১৩৫৪ সাল

* * *

সকালে Selections from Gandhi-র প্রুফ বাকিটুকু দেখে বালিগঞ্জে অনুদের বাড়ী চলে গেলাম। সেখানে শিবুর সঙ্গে আলাপ হোলো। বুদ্ধিদীপ্ত সত্যনিষ্ঠ চরিত্র, গান্ধীবাদ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন আছে, আলোচনা করতে চান। পূর্বে মানতেন না, এখন অভিজ্ঞতার ফলে মনে হয়েছে সাধনোপায়ের দ্বারা সাধ্যের বা লক্ষ্যের তারতম্য ঘটে। তাই গান্ধীজীর মত ও পথের সম্বন্ধে নতুন করে মনে প্রশ্ন জেগেছে।

অনুর বড়দা ফণীবাবুর সঙ্গে আলাপ হোলো। অপর ভাই শচীর সঙ্গে দেখা হতেই চিনতে পারলেন; ১৯২৯ সালের পরে দেখা। মেজদা সুধীনবাবুর সঙ্গে শুধু পরিচয় হোলো।

অনুকে আজ নতুন আবেষ্টনের মধ্যে নতুন করে পেলাম। বাড়ী, ঘর, আত্মীয়পরিজনের সঙ্গে তার সম্পর্ক, অনুর ভালোবাসা, মমতা অথবা তার দৃঢ়তা ও সহজ একাকীত্বের ভাব সব যেন নতুন রূপে দেখা দিল। ভাইয়েদের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার ফলে যেমন ওর চরিত্রের একান্তভাবে individualized হয়ে গড়ে ওঠার কারণ পাচ্ছি। তেমনই অনুর চরিত্রে মাধুর্যেরও নূতন এক কারণ পাচ্ছি। বাড়ীতে যে স্বাধীন আবহাওয়ার মধ্যে অনু মানুষ হবার সুযোগ পেয়েছে, সেই স্বাধীনবৃত্তির ফলেই আজ ওর পক্ষে এই বাড়ীর আবদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে জীবন যাপন করা আর সম্ভব নয়। অনু সত্যের সন্ধানে পূর্ণতর জীবনের বংশ ধ্বনি ওকে আকর্ষণ করেছে। ঘর ছেড়ে চলে যাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব করেছে; কিন্তু এই স্বাধীনতা ও স্বীয় চরিত্রের পরিণতির জন্য বাড়ীর সবাইকার প্রতি ওর ভালবাসার ও কৃতজ্ঞতার যেন অন্ত নেই। এ যেন ঘর ছাড়া পাখী শক্তির ঘরের মানুষকে প্রণতি জানিয়ে আকাশের দিকে ডানা মেলেছে।

APRIL Saturday 19 1947

Sanvat—13 Baisakh (Badi) 2004 : Faslee—14 Baisakh 1354

Hijri—26 Jamadial-Awwal 1366

৫ই বৈশাখ শনিবার, সন ১৩৫৪ সাল, ত্রয়োদশী দ ১২।০

সোনাইমুড়ি স্টেশন

1947

19

APRIL

Saturday

৫ই বৈশাখ শনিবার, সন ১৩৫৪

১১৮॥৶০ খবরের কাগজ।

পেঁপে ও বাজে।

সকালে রওনা হয়ে রাত্রি ১-৫০ মিনিটে চাঁদপুর হয়ে সোনাইমুড়ি স্টেশনে পৌছলাম। পথে প্রুফ দেখার কাজ ও গান্ধীজীর প্রার্থনার রিপোর্ট গোছানো ও পড়ার কাজই করেছি।

খাবার মেনু যা সঙ্গে দিয়েছিল তাছাড়া পেঁপে কিনে দুবেলা চালিয়ে দিলাম। অনুর কমলালেবু দুটিও ছিল।

* * *

যেন বলছে 'মা আমার ভাই আমার' তোমরা আমার অন্তরে থেকো তোমাদের সঙ্গে এক ঘরে আমি আর এখানে বাস করতে পারবো না। আকাশের নীল আভা তারই বুকে ঝড়, তারই উড়ে আসা ধূলা বালির মধ্যেই আমার যাত্রার পথ আঁকা রয়েছে। যে ধুলা এখানে উড়ে এসে আমার গায়ে পড়ে সেই আমার যাত্রীরা মাটিরই ধূলা, কিন্তু ইচ্ছা করলেই আমি চলেওতো যেতে পারি। তোমাদের ঘরে, সংসারেরও সেই ঘাটে। কিন্তু সেখানে জড়িয়ে পড়ার ভয় আছে। তাই, আমার পক্ষপুটে যে ধূলাটুকু এসে পড়ে, সেই আমাকে মাটির মানুষের স্পর্শ এনে দেয়, সে আমার অধিক প্রিয়, কেননা সে আমায় বাঁধতে পারে না। তোমরা সবাই শুধু আন্তরে থেকো। তোমাদের জন্য মমতায় আমার হৃদয় সিক্ত হয়ে আছে। সকল ভালোবাসা, সকল কৃতজ্ঞতা তোমাদের দূর থেকে জানাই।

কাজিরখিল, গান্ধীক্যাম্প, নোয়াখালি

20

APRIL

Sunday

৬ই বৈশাখ রবিবার, সন ১৩৫৪

1947

১১৮৶০ খুচরা (খাওয়ান) ৮৶১০

সোনাইমুড়ি জিপ পরে এলো, তারপর মালগুদাম থেকে কোদাল নিয়ে বেরিয়ে কাজিরখিল দেরিতে পৌঁছলাম। সতীশবাবুর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা হোলো। গান্ধীজীর সেবায় ফিরিয়ে দিতে চান এইটেই মূল লক্ষ্য। উপলক্ষ্য হোলো— এখানে ভবিষ্যতে কি পদ্ধতিতে সূতার কাজ (১৪০০০ হিন্দু, ৪০০ মুসলমান তাঁতি), রিলিফের কাজ (ধান কয়েক লক্ষ টাকার কিনে control দরে বিক্রি করা) এবং এখানকার অবস্থা সম্বন্ধে সাক্ষাৎ পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

আমার জিনিষটা clammy গোছের লাগছে। পছন্দ হচ্ছে না।

বিকেলে সতীশবাবুর সঙ্গে খাজুরিয়া, হামচাপুর গিয়ে ফিরে এলাম। খাজুরিয়ার কেন্দ্র Mrs. Rebecca Ghosh সতীশবাবুর হাতে দিতে চান, কেন্দ্রটি কৃষ্ণদাস মহাশয়দের বাড়ীতে আছে।

***

রাত্রি দুটা নাগাদ সোনাইমুড়ি স্টেশনে পৌঁছে স্টেশন মাষ্টারের ঘরে ruck sack রেখে বেঞ্চির উপরে শুয়ে রাত কাটিয়ে দিলাম। জিপ ভোরের ট্রেনের খানিক পরে এলো। সতীশবাবুর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হোলো। তাঁর ও চারুবাবুর ইচ্ছা আমি গান্ধীজীর সেবায় ফিরে যাই। সেইজন্যে কতকগুলি কাজ দিয়ে পাঠাতে চান। যেন সেখানে গিয়ে আর না ফিরি। ব্যাপরটা মোটের উপরে আমার ভাল লাগছে না। গান্ধীজীকে আমি যা লিখেছি তার কথা তো বললাম। কিন্তু ওঁর যেন ইচ্ছে সব ছেড়ে ছুড়ে চোখ বুজে গান্ধীজীর সেবা করি। তিনি নাকি কষ্ট পাচ্ছেন। ইঙ্গিতে আভাসে এইরকমই জানিয়েছেন। আমার তা ইচ্ছা নয়। এখন ছেলেদের বাকি পড়া পড়িয়ে দেবার ভার নিয়েছি। ৪ খানা বই-এর ছাপা চলছে। ১৬ই মের পর সাহেবনগরে নদীয়া জেলা কর্মীদের শিক্ষাশিবিরে কয়েকদিন পড়াবো বলে আধাআধি ভরসা দিয়ে এসেছি। এমন অবস্থায় বিক্ষিপ্ত হয়ে গান্ধীজীর কাছে যাওয়া চলে না।

কাজিরখিল, গান্ধী শিবির, নোয়াখালি

1947

21
APRIL
Monday

৭ই বৈশাখ সোমবার, সন ১৩৫৪

১১৭॥/০১০ মেনুকে Express Telegram
যেতে দেরি হবে ৩৴০

Post ৵০

ডাঃ সৈয়দ মহমুদ ও অরুণাংশু বাবু আসছেন বলে যাওয়া পিছিয়ে গেল। বড় খারাপ লাগছে। ঠিক যে ভাব নিয়ে গান্ধীজী নোয়াখালির কাজ আরম্ভ করেছিলেন, এখানে গান্ধী ক্যাম্পের পক্ষ থেকে যে কাজ হচ্ছে, গবর্মেন্টের চাপে পড়ে তা থেকে বিচ্যুত হয়ে সেই কাজ হিন্দুর সাহায্য ও পুনর্বসতির চেষ্টায় পর্যবসিত হয়েছে। সতীনবাবুর সঙ্গে এই নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হোলো। যদি তিনি বীর্যবান, জ্ঞানদীপ্ত অহিংস পথের একটি পরীক্ষা এখানে করেন তাহলে ভাল হয়। তিনি নিজেও নাকি এই ধরনের কথা ভাবছিলেন।

সুচেতা দেবী, নৃপেন বসু, সুশীলা পাই, এসেছিলেন। সু-র সঙ্গে কস্তুরবা শিক্ষাকেন্দ্র নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে আমি যেভাবে ওঁদের পড়ানোর শিক্ষকদের শিক্ষা দেওয়ার সহায়তা করতে পারি তা জানালাম।

উনি দিল্লীর কাজে চলে যাচ্ছেন। কৃপলানীজী নাকি পদত্যাগপত্র দিয়েছেন। সে বিষয়ে উনি ঠেকিয়ে রেখেছেন।

* * *

সতীন সেন মশায়ের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হোলো। গান্ধীজী নোয়াখালিতে ঠিক যে জিনিষ চেয়েছিলেন (৩-১-৪৭-এর *প্রার্থনার রিপোর্ট*) এখানকার কাজ সে পথ— *হিন্দু-মুসলমান* অপক্ষপাতে গ্রামোন্নয়নের কাজ না নিয়ে হিন্দুকে রক্ষা করা ও পুনর্বসতির চেষ্টায় সংকীর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠের অন্তর সেবার দ্বারা জয় করে তাদের দিয়েই সংখ্যালঘুদের রক্ষা করার আদর্শ থেকেই, কাজিরখিল গান্ধী ক্যাম্প বিচ্যুত হয়ে গেছে। বিকেন্দ্রীকরণ শুধু টাকার নয়, অহিংসার সাধনায় এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারেও থাকা চাই সেই বস্তুর অভাব সতীনবাবু ও আমি দুজনেই অনুভব করছি। যদি স্বাধীনভাবে উনি একটি খুব খারাপ জায়গা দেখে কাজ নেন ও বীরের অহিংসা ও মানুষকে বদলানোর ভরসা ও সাহস নিয়ে অগ্রসর হয়ে চলেন তাহলে বোধ হয় ভাল হয়।

ডাঃ সৈয়দ মহমুদ এবং অরুণাংশু বাবু আসছেন এইরকম সংবাদ আসায় আমার যাওয়া স্থগিত রাখতে হোলো। ভাল লাগছে না।

সুচেতা দেবীর সঙ্গে কস্তুরবা শিবির নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করলাম। যেভাবে যা ভাল হতে পারে, অনুকে নিজের দিক থেকে উপযোগী করে নেবার জন্য ছুটির কথা, গ্রামের সঙ্গে যোগসৃষ্টি শিক্ষকদের পরস্পরের সঙ্গে বসে আলাপ আলোচনার ব্যবস্থা, এগুলি হলে ভাল হয়। শিক্ষয়িত্রীদের স্বীয় অভিজ্ঞতা জিজ্ঞাসা করে তদনুসারে ব্যবস্থা করা উচিত। আমি মে মাসে শেষের দিকে কয়েকদিন থেকে Teachers' Training পড়াতে পারবো, শরৎবাবুকে দিয়ে খানিক পড়ানোয় সাহায্য করতে পারবো, এই সব বললাম। উনি নিরুপমা দেবীকে জানাবেন। আসল গলদ কোথায়, অর্থাৎ অভয় আশ্রম সব জিনিস নিজেদের হাতে ক্ষমতা লিপ্সা থেকে রাখতে চান সেটা জানেন দেখলাম। যাইহোক এই প্রতিষ্ঠানটিকে যদি ভাল করা যায়, চেষ্টা করবো বলায় খুশী হয়েছেন।

22

কাজিরখিল, গান্ধী শিবির, নোয়াখালি

1947

APRIL
Tuesday
৮ই বৈশাখ মঙ্গলবার, সন ১৩৫৪

১১৩১/০১০

শ্রীসতীন সেনের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা সারাদিন ধরে করলাম। কাজের লোক এবং লড়াইএ অভ্যস্ত বলে মাথা ঐ দিক দিয়ে অত্যন্ত পরিষ্কার। শুধু গঠনতান্ত্রিক আন্দোলনে যদি না হয়, তবে প্রাত্যহিক চুরি, মুসলমানের নিকট অপমান অত্যাচার নিরোধ করার জন্য অপর কি পথ অহিংসায় হতে পারে তার কথা ভাবছেন। একথা আর কাউকে তো ভাবতে দেখছি না। তাঁর ধারণা রক্ষীদল করা ছাড়া চোর ডাকাতের বাড়িতেও সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য অহিংসভাবে ধরআনা-রেডের মত কোন উপায় উদ্ভাবন করা উচিত। ভারি ভাল লাগছে। এমন স্পষ্ট বীর্যবান অহিংস উপায়ের চিন্তা অপর কাউকে করতে দেখেছি কিনা মনে পড়ে না।

* * *

সৈয়দ মহমুদ সাহেব, তাঁর বড় ছেলে, মির মামুন (সুরাওয়ার্দি সাহেবের সেক্রেটারি) ও বিহার প্রাদেশিক লীগের পক্ষ থেকে আজ বিকালে পৌঁছলেন। আসার পরেই তাঁদের সঙ্গে সতীশবাবু বর্তমানে যে সব ঘটনা ঘটছে তার বিষয় বললেন। আমি এখানকার riot এর সম্পর্কে বিশ্লেষণ করলাম। হিন্দুরা অস্বাভাবিক অবস্থার ভিতর দিয়ে গেছে বলে তাদের মনের অবস্থাও অস্বাভাবিক। অতএব এখানকার (দুর্ঘটনাগুলি) চুরি ডাকাতি স্বাভাবিক স্তরে রয়েছে বললেও তাদের আতঙ্ক দূর হয় না। League Govt. যদি নিজেদের যথাসাধ্য করেন, মুসলিম লীগ তদ্রূপ প্রচারের চেষ্ট করেন, স্থানীয় হিন্দু কর্মীদের সহযোগিতায় কাজ করেন, তবে তাদের জিনিষপত্র পুরা না থাকলেও মনের দিক থেকে পরিবর্তন সূচিত হলে হিন্দু মুসলমানের মানসিক অবস্থা পরিবর্তিত হবে। কাল বলবো গান্ধীজী যে দৈনন্দিন জীবনে উন্নতি বিধানের চেষ্টার কথা বলেছেন। লীগ কর্মীরা শুধু প্রচারের চেষ্টা না করে এদিকটাও যদি করেন, ভাল হয়।

ডাঃ সৈয়দ মহমুদ পরশু এরোপ্লেনে ফিরবেন। তাঁকে কাল কিছু ধ্বংস (চণ্ডীপুর ও করপাড়া) এবং গঠনমূলক প্রস্তাব যদি সতীশবাবুর মারফত দেওয়ান যায় তাহলে খুব ভাল হয়। সতীনবাবুর সঙ্গে এই নিয়ে পরামর্শ করলাম। দেখা যাক কতদূর হয়।

APRIL Wednesday 23 1947

Hijri—1 Jamadias Sani 1366

"Akshey Tritiya"

কাজিরখিল, গান্ধী শিবির, নোয়াখালি

1947

23
APRIL
Wednesday
৯ই বৈশাখ বুধবার, সন ১৩৫৪

১১০।/০১০ ২ ডাব—।৵০

সতীশবাবু এখানকার পুনর্বসতি সমস্যা নিয়ে গবর্মেন্টের সঙ্গে যেভাবে কাজ ও কথাবার্তা চালাচ্ছেন, তাতে মনের দিক থেকে হিংসা ছাড়া অহিংসার কোন লক্ষ্মণ নাই। সরিষার মধ্যেই যেখানে ভূত সেখানে ভূত ছাড়ানো যাবে কেমন করে?

বিকালে মুসলমানদের জনসভায় খুব জোর চেপে ধরার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সকল সত্ত্বেও দেখলাম সম্মিলিত চেষ্টার ক্ষেত্র আছে। তার ফলে হয়তো মনের অবস্থা পরিবর্তিত হতে পারে। বীজ বোনার ক্ষেত্র আছে। ঐটুকু কম লাভ নয়।

* * *

সকালে S. P., ডাঃ সৈয়দ মহমুদ, চারুবাবু, সতীশবাবু ও আমি বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যতে কর্মধারা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করলাম। সতীশবাবু বড্ড উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলেন, ভবিষ্যতে কি করা উচিত সেদিকে না গিয়ে গবর্মেণ্টের দোষ দেখানোর দিকে বেশি ঝোঁক দিচ্ছিলেন। ডাঃ সৈয়দ মহ্‌মুদ, মহবুব (ওঁর ছেলে)। মঝরুল ইমাম (Secy. Bihar for Muslim League) প্রতাপ সিং এঁদের নিয়ে নাদনপুর দেখানো হোলো।

বিকালে ডাঃ সৈয়দ মহমুদের একটি মিটিং-এ গিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যতে কিভাবে কাজ হওয়া উচিত তাই নিয়ে বহু আক্রমণ সহ্য করে দীর্ঘ বক্তৃতা দিলাম। ধৈর্য ধরে সব আক্রমণ কাটিয়ে ওঠায় ফল ভাল হোলো। মুসলমানরা ভোঁতা হয়ে গেল কিন্তু active কাজের দিকে চাড় কম দেখলাম।

মিথ্যায় তাদের কথার আবহাওয়া, আত্মপ্রবঞ্চনাও যথেষ্ট আছে।

24
APRIL
Thursday
১০ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৪

চাঁদপুরে ষ্টীমারে (MAHATI)

1947

১১৩/১০ Tr. টাইম টেবল।•
খবরের কাগজ ৵•
৬টা Safety pin। ১০
খাওয়া সতীন সেন ও আমার ১।•

ডাঃ সৈয়দ মহমুদ, মহবুব ইত্যাদি আজ সকালে যাবার পর হারান ঘোষ চৌধুরীকে নিয়ে সতীশবাবুর সঙ্গে কালকের মিটিং এবং ভবিষ্যতের কর্মপন্থার বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করলাম। কাল উনি লীগ ও কংগ্রেসের মিলিত হবার খুব পক্ষপাতী ছিলেন না; আজ সতীনবাবুর নাম সম্পূর্ণ বাদ দেওয়ার পর নিজেই হারানবাবুকে উৎসাহ ভরে এই কাজ করতে বললেন।

বিকালে সোনাইমুড়ি এসে ট্রেনে রাত্রে চাঁদপুর পৌঁছলাম। অমিয় ও সুবোধের সঙ্গে দেখা হলো। ত্রিপুরার অবস্থা নোয়াখালির কাছাকাছি, অসুবিধা প্রায় একরকম। তাদের সাহস করে কাজ চালিয়ে যেতে বললাম।

* * *

সকালে সতীশবাবুকে (এবং সতীশবাবুকে লক্ষ্য করে সৌরেন বসুকে) ও হারানবাবুকে অনেকক্ষণ সমস্ত মিটিং-এর কথা বোঝালাম। লীগ ও কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শান্তির জন্য সম্মিলিত চেষ্টার কথা শেষ পর্যন্ত বুঝলেন। ইচ্ছা করে সতীনবাবুকে নিইনি, তাঁর কথাও পাড়িনি। ওঁকে বললাম হারানবাবুকে স্থানীয় কর্মী ও গান্ধী শিবিরের কেন্দ্রগুলিতে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের নিয়ে কাজ করতে হবে। সতীনবাবুকে বাদ দিয়ে স্থানীয় সহায়তার উপরে জোর দেওয়ার ফলেই বোধ হয় উনি ভিতরে ভিতরে আশ্বস্ত হয়ে হারানবাবুকে উপদেশ দিলেন, এ কাজ খুব উৎসাহভরে করতে হবে। নিজের যখন চাড় হয়েছে তখন কাজ হবে, তবে routine মাফিক হবে, তাতে 'বিশ্বাসের' তেজ থাকবে না। নাই হোক, এটুকু তো চলুক।

রাত্রে অমিয়র কাছে ইব্রাহিমপুর, সুবোধের কাছে ত্রিপুরা কাজের সাধারণ সুবিধা অসুবিধার কথা শুনলাম। নৃপেনবাবুর মধ্যে কাজ গুছিয়ে তোলবার মত (সতীশ দাশগুপ্তের তুলনায়) যথেষ্ট যোগ্যতা নাই। পবিচালনায় এ জেলায় গাফিলতিও যথেষ্ট আছে। মুসলমানদের মনোভাব সরকারি প্রশ্রয় পাওয়ার ফলে যথেষ্ট খারাপ হয়েছে। কি কারণে আমাদের লড়ে যেতে হবে, সব বললাম। উৎসাহ না পেলেও আশ্বাস একটু পেয়েছে।

APRIL Friday 25 1947

খাদি প্রতিষ্ঠান, সোদপুর

1947

25

APRIL

Friday

১১ই বৈশাখ শুক্রবার, সন ১৩৫৪

১১০৸/০ খবরের কাগজ।০

Barrackpur to Sodepure
২খানা cycle rickshaw } ৩৷০

ভোরে স্টীমার ছাড়লো, আলস্যেই সারাদিন কাটিয়ে রাত আটটা নাগাদ বারাকপুর পৌছলাম। সেখান থেকে সতীনবাবু, হীরালাল ও আমি সাইক্ল রিকশতে চড়ে একেবারে সোদপুরে পৌছলাম। হেমপ্রভা দেবীকে ওখানকার সব খবর দিলাম। তিনি পাটনা যেতে পারবেন না; গান্ধীজীকে তাঁর পক্ষ থেকে বলতে হবে যে গান্ধীজীর দিনের পর দিন ইচ্ছা ওঁরা নোয়াখালিতে কাজে পরিণত করেছেন। যদি কাজের ধরণ বদলাতে হয় অথবা গুটিয়ে ফেলতে হয়, যাই করুন না কেন, মাসখানেক কাজিরখিলে থেকে ওঁকে ব্যবস্থা করে আসতে হবে। যদি ধরন বদলে ওখানকার লোকের হাতে সব দায়িত্ব দিয়ে আসতে চান তাই করুন, অথবা গুটিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত করলে তাই করে আসুন।

* * *

স্টীমার ভোরের দিকে চাঁদপুর থেকে ছাড়লো। সকালে সতীনবাবুই সব খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। স্নান করে গান্ধীজীর জন্য যে সব কাগজপত্র নিয়ে যাচ্ছি সেটা সব পড়ে ফেললাম। যে সকল ঘটনার ফর্দ সতীশবাবু তৈরি করেছেন, তার মধ্যে অনেকগুলি বাদ দেওয়া উচিত ছিল। কীর্তন করার জন্য টিল মেরেছে, ছুরি মেরেছে, যারা ফিরে এসে ঘরবাড়ী তৈরি করছে, তাদের ঘরের টিন চুরি যাচ্ছে, কেননা অল্প টিন পেয়ে তারা ঘর তৈরি শেষ করতে পারেনি— এই জাতীয় ঘটনার বিবৃতি শুধু দিলে সতীশবাবু প্রমাণ করতে পারতেন যে হিন্দুর পক্ষে এখানে স্বচ্ছন্দে থাকা শক্ত এবং পূর্ব পূর্ব বৎসরে এ ধরণের ঘটনা ঘটতো না। উনি নজর দিয়েছেন সংখ্যা বা গুনতির উপরে; কিন্তু ওঁর কাজ নিঃসন্দেহে কাঁচা হয়েছে। গান্ধীজীকে বলে ওঁকে দিয়ে case গুলির সম্পর্কে আরও বুদ্ধিমানের মত ছাঁটাই ও বাছাই করবার ব্যবস্থা করবো।

রাতে বারাকপুর থেকে সোদপুর সাইক্ল-রিকশতে পৌছলাম। হেমপ্রভা দেবী তাঁর মতামত কি কি গান্ধীজীর কাছে জানাতে হবে, বললেন। গান্ধীজীর ইচ্ছাই ফলে পরিণত করার ভার সতীশবাবুরা নিয়েছিলেন। সে ইচ্ছা যদি আজ এমন হয় যে স্থানীয় লোককেই সকল দায়িত্ব নিতে হবে, তবে সে ব্যবস্থা গান্ধীজীকে থেকে করে দিয়ে আসতে হয়। কাজ গুটিয়ে নিতে চাইলেও তাই।

কলিকাতা

26
APRIL
Saturday
১২ই বৈশাখ শনিবার, সন ১৩৫৪

1947

১০৭৵০ (Tr.) সতীন সেনকে ২
Tr. ।৹

সকালে সোদপুর থেকে মোটরে বাড়ী এলাম। দুপুরে নরেনের দোকানে Studies in Gandhism এর প্রুফ দিয়ে অরুণাংশুদের (১০ বি. গৌর ঘোষ রোড) সঙ্গে কথাবার্তা বলে থিয়েটার রোডে ডাঃ সৈয়দ মহমুদের কাছে গেলাম। সেখান থেকে আলিপুরে সতীশ দাশগুপ্ত মহাশয়ের জামাই (অমিয় সেন, পাঁচুবাবু) বাড়ীতে হেমপ্রভা দেবী ও অরুণ দাশগুপ্তের সঙ্গে কথা কয়ে বাড়ী ফিরলাম।

* * *

সোদপুর থেকে সকালে খাদি প্রতিষ্ঠানের মোটরে ফিরে বাড়ীতে Studies in Gandhism এর reference গুলি মূলের সঙ্গে মিলিয়ে নিলাম। তারপর নরেনের দোকানে প্রুফ দিয়ে অরুণাংশুদের বাড়ী ও ডাঃ সৈয়দ মহমুদের ওখানে গেলাম। তিনি বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন যেন নোয়াখালিতে লীগ-কংগ্রেসের সম্মিলিত প্রচার কার্যে আমি গোড়ার দিকে অন্তত দশ পনর দিন নিজে থাকি। (সতীশবাবুর উপরে মিলনের এই ধরণের কাযে তিনি ভরসা পান না) অরুণাংশু বাবুর সঙ্গে দিল্লীতে কৃষ্ণর দেখা হয়েছিল। আমি চলে গেছি শুনে কৃষ্ণ নাকি সন্তোষ প্রকাশ করেছে।

অরুণাংশুবাবুর সঙ্গে নোয়াখালির এখনকার অবস্থা নিয়ে আলোচনা হোলো। তাঁকে আমার মতামত বললাম।

PRIL Sunday 27 1947
Sunvat 7 Baisakh (Sudi) 2004 : Faslee—22 ... 1354
Hijri—5 Jamadias Sani 1366
১৩ই বৈশাখ রবিবার, সন ১৩৫৪ সাল, সপ্তমী ...

কলিকাতা

1947

27

APRIL

Sunday

১৩ই বৈশাখ রবিবার, সন ১৩৫৪

১০৪৸৹

অনুর প্রথম দফা 'মুসাফিরের ডায়েরি' ফাইল করে পরের মাসের জন্য লেখা বাছলুম। 'লাঠিখেলা' ও 'অনামিকা' পছন্দ হচ্ছে। 'চৈতলী বর্ষণ' পরে যাওয়াই ভাল।

সন্ধ্যায় শ্যামবাজার সেবাসঙ্ঘের কা-নি সমিতির সভ্য নির্বাচিত হলাম।

* * *

নবীন ও প্রাচীনের নূতন সংস্করণের জন্য ভূমিকা ও সূচীপত্রের খসড়া করলাম। সকালে সজনীর 'যোগাযোগ' সম্বন্ধে রেডিওতে বক্তৃতা বেশ ভাল হলো। শ্রী রণেন আচার্য্য রেডিও আপিসে Asst. Director নোয়াখালি সম্পর্কে একটা বক্তৃতার বিষয়ে চেষ্টা করবেন বললেন।

সন্ধ্যায় শ্যামবাজার সেবা সঙ্ঘের মিটিঙে কা-নি-স'তে সভ্য নির্বাচিত হলাম। ৮২ শ্যামবাজার স্ট্রীটে কেশব, মাধব, বিষ্ণু এদের চেষ্টায় হয়েছে।

কলিকাতা

28

APRIL

Monday

১৪ই বৈশাখ সোমবার, সন ১৩৫৪

1947

১০৪৸৶৹ Postage ৶৹

Tr. ।১০

কলেজে পড়িয়ে বালিগঞ্জে চলে গেলুম। রমার কাছে খবর পেলুম অনু পৌঁছেছে, কিন্তু বোধহয় অসুস্থ। রুবি ও তার ছেলেমেয়েরা বড় রোগা হয়ে গেছে। অনাথের ওখানে রাত্রে থাকলুম। পারু, অপু, টুনুর সঙ্গে দেখা হোলো। অপুর সঙ্গে অনুর দেখা হয়েছিল। আমার জন্মদিনে পায়েস করেছিল গল্প করেছে।

রাত্রে অনুর ওখানে নোয়াখালি নিয়ে গল্প হোলো।

APRIL Monday 28 1947

Samvat—8 Baisakh (Sudi) 2004 : Fasler—23 Baisakh 1354

Hijri—6 Jamadias Sani 1366

* * *

অনু খুব যত্ন করে নারদ-ভক্তি-সূত্র নকল করে লিখেছে, অসুস্থ শরীর নিয়ে জিদ করে সাহেবনগর গেছে— রমার কাছে এই সব খবর পেলুম। অপুর সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল, জন্মদিনে আমার জন্য পায়েস করেছিল 'গল্প করেছে'। অনুর আত্মশিক্ষালাভের আকাঙ্ক্ষায় হয়তো সাহায্য করতে পারি। কিন্তু দূরেও থাকতে চায়। ওর পক্ষে সেইই ভালো। ইতিহাসের বইখানা লেখা ক্রমশ শেষ করে ফেলতে হবে, অনুর কাজে লাগবে। তাছাড়া ভূগোল ও গান্ধীবাদ সম্বন্ধেও যদি অনুকে লেখা দিয়ে সাহায্য করতে পারি চেষ্টা করবো।

কলেজে ছেলেদের পড়ানো আজ ভালই হোলো। কাশ্মীর সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করলাম। তারপর Cultural Landscape এর ক্লাশে ইচ্ছা আছে নোয়াখালির উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা এবং গ্রাম প্রভৃতির বিষয়ে ব্যাখ্যা করবো।

APRIL · Tuesday 29 ; 1947
Samvat—9 Baisakh (Sudi) 2004 : Faslee—24 Baisakh 1354
Hijri—7 Jamadius Sani 1366
১৫ই বৈশাখ মঙ্গলবার, সন ১৩৫৪ সাল, নবমী ঘ ৩-২৩

কলিকাতা

1947

29
APRIL
Tuesday
১৫ই বৈশাখ মঙ্গলবার, সন ১৩৫৪

১০৪৷৴০১০ Tr. ৶১০

শরৎবাবুর বাড়ী খেয়ে কলেজে এলুম। ছেলেদের পড়িয়ে Geo. Board এর একটা মিটিং করে বাড়ী ফিরলুম।

* * *

গান্ধীজী আমার চিঠির যে উত্তর দিয়েছিলেন তার নকল পাঠিয়েছেন ও হিন্দীতে আর একখানা চিঠি লিখেছেন। ইংরেজী চিঠির সার কথা এই যে 'আমি তাঁকে' less than truthful কারণ জানিয়ে চলে এসেছি, আরও সাহসী হওয়া উচিত ছিল। যেসব অভিযোগ করেছি, সেগুলির বিষয়ে আলোচনা করবেন, শুধু এই বলে স্থগিত রেখেছেন। সামনে অভিযোগ করেও অথচ সেখানে দেখেছি যে সোজা উত্তর দেননি, এড়িয়ে গেছেন বা কাউকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন। মোটের উপর এই ওকালতি এবং প্রচ্ছন্ন অসত্যকে আশ্রয় হতে পারে ওঁর মনের অগোচরে— আমার ভাল লাগছে না। তার চেয়ে অহিংসার পথকে জীবনের সর্বত্র আশ্রয় করে চলবো। অনু যেভাবে সত্যের আশ্রয়ের দৃষ্টান্ত দিয়েছে। মেনু যেমনভাবে সত্যকে নিজের ও আমার কাছে প্রকট করেছে, দোষেগুণে মেশানো, ভুলের ধোঁয়ায় ঢাকা, অথচ বহ্নিময়। অন্তর্নিহিত সেই জাতীয় সত্যই আমার আশ্রয় হোক। তার চেয়ে বেশি pure stuff কোনো মানুষের মধ্যে আশা করে ঠকেছি; গান্ধীজীর বেলাতেও তাই।

কলিকাতা

30 APRIL 1947

Wednesday

১৬ই বৈশাখ বুধবার, সন ১৩৫৪

১০৪।৵০ Insurance ১৪।৶০

Postage ২।১৫

বই ৪।০

Tr. ।০

আজ ভূগোলের ছাত্রদের জন্য বক্তৃতা যত্ন করে তৈরি করলুম। সাধারণ VI year কে নুলিয়াদের জীবনযাত্রার পদ্ধতি সম্বন্ধে ও তাদের সঙ্গে প্রকৃতির কি ধরনের সংযোগ তাই বললাম। Cul. landscape ক্লাসের ছাত্রদের নোয়াখালি এবং কুলি-অনার ম্যাপ নিয়ে কোথায় মিল কোথায় তফাৎ তাই বোঝাবার চেষ্টা করলাম।

APRIL

Samvat—10 Baisakh (Sudi) 2004

Hijri -8 Jamadias Sani 1366

১৬ই বৈশাখ বুধবার, সন ১৩৫৪ সাল

বিকালে Renaissance Publishers দের ওখানে গিয়ে শিবুর Radicalism এবং M N Roy র একখানা বই কিনে আনলাম।

* * *

মেনু সেদিন আমায় বলেছিল তুমি আমাকে নিয়েও খেলা করেছ, আমাকে শেষ করেছ, অন্য মেয়েদেরও শেষ করেছ। এর ভিতর সত্যি আছে। মেনুর তরুণ জীবনের দুঃখ দেখে পক্ষপুটের ছায়ায় বাঁচাবার চেষ্টা সত্যি এসেছিল, নিজের শারীর সুখ তার জন্য পরিত্যাগ করার বাসনা হয়েছিল। কিন্তু মনের তলায় বিজয় লাভের ভাব, হয়ত খেলার ভাব তার সঙ্গসুখে প্রশমিত হয়নি বলে অপরকে উদ্বাস্তু করেছি। অনু ঠিকই বুঝেছে, মেনু ঠিকই বলেছে।

আজ কামনা প্রশমিত হয়ে আসছে বলে আর বৃহত্তর জীবনের প্রাচুর্যে আরও তৃপ্তি পাচ্ছি বলে এদের দুজনের সাহচর্যই আমার অন্তরকে সকল তৃপ্তি দিক।

অনু সরে যেতে চায়। আমাকে বলি দিতে চায় একথা ঠিক নয়। শরীরসঙ্গের দিক থেকে, এমন ধারণা কয়েকদিন থেকে মনে হচ্ছে। সে একান্তভাবে অনিকেতন হয়ে প্রকৃতির মধ্যে, মানুষপ্রকৃতির শিক্ষার শিল্প রচনার মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চায়। এই যদি সত্য হয়, তার শিল্প জীবনের প্রয়োজনই সিদ্ধ হোক। আমি দূর হতে মানসসঙ্গে তৃপ্ত হবার চেষ্টা করবো।

MAY Thursday 1 1947
Samvat—12 Baisakh (Sudi) 2004 : Faslee—26 Baisakh 1354
Hijri—9 Jumadias Sani 1366
১৭ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৪ সাল, একাদশী দ ১১-৫৭

কলিকাতা

1947

1
MAY
Thursday
১৭ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৪

৮৩ ৫৫ Tr.৵৹
গরমিল৴৹

ছাত্রদের আজকে method of investigation সম্বন্ধে পড়ানো আরম্ভ করলাম। বোধহয় ৯-১০ তারিখ পর্যন্ত পড়িয়ে ছেড়ে দেবো, তারপর কলেজ খুললে পরে আবার ভাল করে পড়ানো আরম্ভ করবো।

* * *

অনুর কাছে লেখা চিঠির উত্তর পাচ্ছি না। তার শরীরও ভাল ছিল না, হয়ত নিজেকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে দিয়ে যেতে চায় : — সব মিলিয়ে ভাল লাগছে না। কষ্টই হচ্ছে। শরীরের চাওয়া, মেনুর কাছে আমি চাইনি, যতটুকু নিয়েছি তাতে পুরুষের তৃপ্তি হয় না জানি। অনুর কাছে তো শরীরের চাহিদার কথাই নেই। একে তার নৈকট্য ও সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হবে ভাল লাগে না। অনুকে ভাল লেগেছে তার অপূর্ব শক্তিশালী শিল্পী মনের জন্য। তার চরিত্রের অন্তর্নিহিত মাধুর্যের জন্য সকলের চেয়ে বেশি তার সত্যনিষ্ঠার জন্য। অনু নিজের শিল্পী জীবনের ভয়েতে হয়ত আমার শারীরসঙ্গ হতে দূরে সরে যাওয়া প্রয়োজন মনে করছে— এমনই কোন সংকল্প তার মনে হয়েছে। কিন্তু যে শিল্পীমনের সঙ্গ সে আমাকে দিতে পারে, তার থেকে বঞ্চিত করছে আমাকে। এই সম্পদ তো কারুর কাছে পাইনি; এ বস্তু নারীর সাহচর্য নয়, সহধর্মী শিল্পী মনের সাহচর্য। কেবল নারীর অন্তরমাধুর্যে মণ্ডিত হয়ে উজ্জ্বল হয়ে আছে। শরীরটুকু বাদ দিয়ে নারী যা দিতে পারে মেনু সে অভাব আমার ভরে দিয়েছে; তবু সে জানে জীবনের একান্তে আমি নিঃসঙ্গ হয়ে চলি। আকাশ পথে চলার হয়ত ধর্মই হোলো কারুর সঙ্গ এখানে পাবো না। তাই হোক।

2 MAY 1947

Friday

১৮ই বৈশাখ শুক্রবার, সন ১৩৫৪

৮৩ ৸৶ ৫	Tr.	/০
	খুর শান	/০
	ফাইল ইত্যাদি	১।০
	ছাতা মেরামত	৵০
	হারানো	১

শ্রীযোগেশ চক্রবর্তী (রেজিস্ট্রার) মারা যাওয়ার ফলে ইউনিভার্সিটি বন্ধ। সেইজন্য আজ VI year Geography ক্লাস নিলাম না।

* * *

বই ছাপার কাজটা বড় আস্তে আস্তে চলছে। স্বরাজ ও গান্ধীবাদের ভূমিকা লিখে দিয়েছিলুম, নারাণ চৌধুরী হারিয়ে ফেলেছে। কাল সকালে আবার লিখে দেবো। কিন্তু মেজাজটা এই হারানোর জন্য খারাপ হয়ে গেল।

ইংরেজী বইটার কাজ 'Studies in Gandhism' যদি তাড়াতাড়ি চলে তাহলে বেশ ভাল হয়। বইখানা পাইকা অক্ষরে ছাপার ফলে বড় হয়ে যাবে।

এইবার ক্রামরিশের Hindu Temple বইখানা আরম্ভ করবো।

সর্ব্বত্র
[illegible] বোধ করেন করবেন।

তোমার প্রীতিনমস্কার জানবেন।

আশা করি সুস্থ ও স্বচ্ছন্দে আছেন।

শুভার্থিনী

আশা দেবী

MAY Saturday 3 1947
Sambat—13 Baisakh (Sudi) 2004 : Faslee—28 Baisakh 1354
Hijri—11 Jamadius Sani 1366

কলিকাতা

1947

3
MAY
Saturday

১৯শে বৈশাখ শনিবার, সন ১৩৫৪

Bank ৬৫ Tr. ⁄•
Tr. ২ (সতীন সেন) অনাসক্তি যোগ ।⁄•
রাঙামামীমা ২৫

আজ ছাত্রদের পড়িয়ে ইউনিভার্সিটি ইনসিটিটিউটে ‘মহারাজা প্রতাপাদিত্য জয়ন্তী’ শুনতে গেলাম। একেবারে বাজে জিনিষ মনে হোলো।

রাত্রে শ্রী অজিত ঘোষ (৪২, শ্যামবাজার স্ট্রীট) ভুবনেশ্বরের কয়েকটা ছবি কোন মন্দিরের তাই ঠিক করে দেবার জন্য ডেকেছিলেন।

***

আজ ছাত্রদের anthropology-তে ব্যবহৃত Distribution Method সম্বন্ধে পড়ালাম। সোমবার থেকে diffusion of culture, differentiation, centre Province ইত্যাদি নিয়ে কিছু কিছু পড়াবো।

সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ (42, Shyambazar St. Calcutta -4) ভুবনেশ্বরের কয়েকখানা ফটোগ্রাফ কোন মন্দিরের তাই ঠিক করে বলার জন্য ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

Morning News কাগজে নাকি মজরুল ইসলাম নোয়াখালির বিষয়ে বিবৃতি দিয়েছেন, আমার গান্ধীজীর খবরের কাগজওলাদের নিন্দা করেছেন। তাই আজকের ‘ভারতে’ সম্পাদকীয় মন্তব্য করা হয়েছে।

অনুর চিঠি এসেছে। আমাকে চিঠি লিখতে বারণ করে। আগে নাকি দুখানা চিঠি দিয়েছে, কিন্তু পাইনি।

কলিকাতা

4

MAY

Sunday

1947

২০শে বৈশাখ রবিবার, সন ১৩৫৪

১২২৸৵৫ ৴৫ সরিষার তেল ৯৷৵০

সকালে শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহের সঙ্গে নোয়াখালির সমস্ত বিষয় নিয়ে প্রায় তিনঘণ্টা আলাপ আলোচনা হোলো।

বিকালে শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ের সঙ্গে গান্ধীজীর দিনচর্যা ও তাঁর আদর্শ ও বাস্তবজীবনের বিষয়ে আলাপ করলাম।

* * *

সকালে পাইকপাড়ায় কুমার বিমলচন্দ্র সিংহের বাড়ী প্রায় তিন ঘণ্টা নোয়াখালির সমস্ত বিষয় আলোচনা করলাম। নিজেরও চিন্তা আরও গোছানো হয়ে গেল।

ইতিহাসের বই-এর এবার বৈদিক ও বৌদ্ধকালের বিষয়ে লিখতে হবে। তাই সন্তোষ দাসের বইখানা পড়ছি। ক্রামরিশের মন্দির সংক্রান্ত বইটিও আরম্ভ করেছি।

বিকালে শ্রীযামিনী রায়ের কাছে গান্ধীজীর দিনচর্যার বিষয়ে বললাম; তা ছাড়া ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি ধরণের ছিল, ওঁর আদর্শ-নিষ্ঠা ও কঠোরীবৃত্তি, Co-operation and achievement এর বিষয়েও কথাবার্তা হোলো।

MAY Monday 5 1947
Samvat—13 Baisakh (Sudi) 2004 : Faslee—30 Baisakh 1354
Hijri—13 Jamadius Sani 1366

কলিকাতা

1947

5
MAY
Monday
২১শে বৈশাখ সোমবার, সন ১৩৫৪

১১৩।৫ Tr.৶•

Transportation বই ৪৷৶•১৫

"Rules for composition" etc.

বুদ্ধ পূর্ণিমার জন্য কলেজ বন্ধ। গিয়ে ফিরে এলাম। ইতিহাসের বইখানা লেখার জন্য সন্তোষ দাসের "Economic History of Ancient India" পড়ছি। তথ্যবহুল বই, নূতন নূতন সংবাদ পাচ্ছি, কিন্তু চিন্তা বা বিচারের দিক থেকে কিছু পাওয়া যায় না।

* * *

60 years of Congress বইখানা দেখার পরেই বুক কোম্পানি থেকে নিয়ে এসেছি; পড়ে হালকা ধরণের মনে হচ্ছে।

Economic History of Ancient India থেকে বৈদিক ও বৌদ্ধকালের সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাচ্ছি। হিন্দু সমাজের সমগ্র রূপ কি আদলে গড়ার চেষ্টা হয়েছিল সেই অংশটুকু শেষ দু পৃষ্ঠা আজ লিখলাম। এইবার ইতিহাস বা পরিণতি বিচার করতে হবে।

তারাশঙ্করবাবুর ছেলে সনৎকে প্রথম ভাগটুকু পড়তে দেবো। আমার নিজের মনে হচ্ছে, বিষয়টি জটিল বলে যতটা সত্য ও স্পষ্ট করা উচিত ততটা স্পষ্ট করতে পারিনি। সনতের স্বাধীনভাবে কি মনে হয়, শুনে তারপর যদি দরকার মনে হয়, জায়গায় জায়গায় বদলে দেবো।

6

কলিকাতা

1947

MAY · Tuesday 6 · 1947
Samvat—1 Jeth (Badi) 2004 ; Faslee—1 Jeth 1354
Hijri 14 Jamadias Sani 1366
২২শে বৈশাখ মঙ্গলবার, সন ১৩৫৪ সাল, প্রতিপদ

MAY
Tuesday
২২শে বৈশাখ মঙ্গলবার, সন ১৩৫৪

১০৮।৶১০ Tr. ⁄•

আজ ছাত্রদের কাছে খুব জটিল এক বক্তৃতা দিলুম। Environment যে মানুষে স্বীয় সংস্কৃতিগত সংস্কার অনুযায়ী পেছনের এই কথা বললাম।

কল্যাণী Palace Hotelএ এসে রয়েছে। তাকে নোয়াখালি না গিয়ে ধুবড়ীতে কাজকর্ম করতে বললাম।

Morning News এ Syed Mazhar Imam M.L.A. যে বিবৃতি দিয়েছেন, ক্ষিতীশ দাশগুপ্ত সেটি

* * *

ছাত্রদের কাছে আজ environment-এর অর্থ নিয়ে যা বললাম তা জটিল হয়ে গেল। আপাতত এই ভৌগোলিক অবস্থার মধ্যে বিভিন্ন সংস্কৃতি— এবং একই সংস্কৃতি বিভিন্ন ভৌগোলিক অবস্থার মধ্যে যদি পাওয়া যায় তবে Environment & Culture : independent variables হয়ে যায়। man chooses from among the possibilities set by nature ; এই choice ও পূর্বতন সংস্কৃতি এবং সামাজিক সংস্থানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

রাতের সৈয়দ মজহর ইমামের একটা উত্তর মনে মনে ঠিক করে ফেললাম।

MAY Wednesday 7 1947

Samvat—2 Jeth (Badi) 2004: Fasles—2 Jeth 1354
Hijri—15 Jamadias Sani 1366

কলিকাতা

1947

7

MAY

Wednesday

২৩শে বৈশাখ সোমবার, সন ১৩৫৪

১০৮৮/১০ Rev. Stamp /•

গান্ধীজী আজ দিল্লী থেকে কলিকাতা রওনা হবেন। আজ সৈয়দ মজহর ইমামের উত্তর সারা সকাল লিখে কলেজে নিজে টাইপ করে U.P.I. এর বিধুবাবুর কাছে ভারত, অমৃতবাজার, HS ও আনন্দবাজারের জন্য চার কপি দিয়ে এলাম।

কল্যাণীকে আজও বোঝালাম যে তার পক্ষে স্বদেশের কাজ না করে বিবাহ করে সংসারী হওয়াই উচিত।

রাত্রে সোদপুরের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হোলো। বর্ধমান থেকে গান্ধীজীর সঙ্গে আসতে হবে। কাল দুপুরে যাবো।

* * *

সকাল মর্নিং নিউজে (২/৫/৪৭) সৈয়দ মজহর ইমামের বিবৃতির দীর্ঘ উত্তর লিখলাম। কলেজে গিয়ে টাইপ করে ইউ-পি-আই-এর বিধুবাবুর কাছে চার কপি বিভিন্ন কাগজের জন্য দিয়ে এলাম।

গান্ধীজী পরশু সকালে কলিকাতা পৌঁছবেন। তাঁর জন্য বর্ধমান যেতে হবে। কাল যাবো।

বর্ধমান

8

MAY

Thursday

২৪শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৪

1947

১০৮।/০১০ Enteroquinol ২৶০

সকালে প্রভাস এসেছিল, আর ভোজেন্দ্রনারায়ণ ঝা ও সুরেন্দ্রনারায়ণ ঝা।

দুপুরের গাড়ীতে (২।৷ টে) বর্ধমান রওনা হলাম। মা, দিদি, জামাইবাবু, গীতা রয়েছেন। সত্তার ইত্যাদি কারুর সঙ্গেই দেখা হোলো না। অমরবাবু (ময়ূখের ভগ্নীপতি)র সঙ্গে বঙ্গব্যবচ্ছেদ নিয়ে বৃথা খানিক আলোচনা হোলো।

MAY Thursday 8 1947
Samvat—3 Jeth (Badi) 2004 : Fasles—3 Jeth 1354
Hijri—16 Jamadias Sani 1366

* * *

বর্ধমানে বিকালে পৌঁছলাম। ময়ুখের ভগ্নীপতি অমরবাবু (উকীলের) সঙ্গে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হোলো। কিন্তু বড় রাগেন। এর দ্বারা হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান হবে না, এই কথাই বললাম।

কংগ্রেসকে গান্ধীজী যে উপদেশ দিচ্ছেন, অহিংসার সে আদর্শ মানুষের অগম্য— এই যুক্তি দিলেন। আমি বললাম, গান্ধীজী তো ১৯২১ থেকে আস্তে আস্তে পর্দা চড়াচ্ছেন। আমরা যদি সময়মত তাঁর কথা না শুনি, না মানি, তবে দোষ আমাদের। তিনি শক্তির অতিরিক্ত কিছু দিয়েছেন

MAY Friday 9 1947.
Samvat—4 Jeth (Badi) 2004 Fasli—4 Jeth 1354
Hijri—17 Jamadus-Sani 1366

সোদপুর

1947

9
MAY
Friday

২৫শে বৈশাখ শুক্রবার, সন ১৩৫৪

১০৬১/•১০

ভোর তটেতে উঠে স্টেশনে এলাম। দিল্লী এক্সপ্রেসে গান্ধীজীর গাড়ীতে উঠে কলিকাতা পৌঁছলাম।

সারাদিন সোদপুরে ইন্টারভিউ ইত্যাদি ব্যাপারে কাটলো। বিকালে ওঁর বর্তমান উদ্দেশ্য নিয়ে, রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি উপলক্ষ্য করে প্রার্থনাসভায় দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। তার দীর্ঘতর অনুবাদ করলাম।

* * *

গান্ধীজীর সঙ্গে ভোরের গাড়ীতে কলিকাতা ও মোটরে সোদপুর পৌঁছলাম।

আজ যাঁদের সঙ্গে গান্ধীজীর আলোচনা হোলো তাতে তিনি এই কথাই বললেন, ইংরেজ শুধু Quit India করতে পারে, তার সকল চিন্তা, সকল চেষ্টা ঐ দিকে হওয়া চাই। ভারত ব্যবচ্ছেদ হবে কি হবে না, বঙ্গভঙ্গ হবে কি হবে না। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি থাকবে বা থাকবে না, সব আমাদের কারবার। এতে দখল দেবার কোনো অধিকার ইংরেজের নাই। তার শুধু Quit করার অধিকারী।

এই মৌলিক বিষয়টি তিনি আত্মস্থ করেছেন। তাই অপর সকল সমস্যা তাঁর কাছে গৌণ এবং ইংরেজের অধিকারের বহির্ভূত বলে মনে করতে হবে।

সোদপুর

10

MAY

1947

Saturday

২৬শে বৈশাখ শনিবার, সন ১৩৫৪

১০৬।/•১০

আজ বাংলা ব্যবচ্ছেদ নিয়ে দুটো প্রশ্ন করে দিলাম (১) হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে থাকতে পারবে কিনা (২) বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ সম্পর্কে মত।

* * *
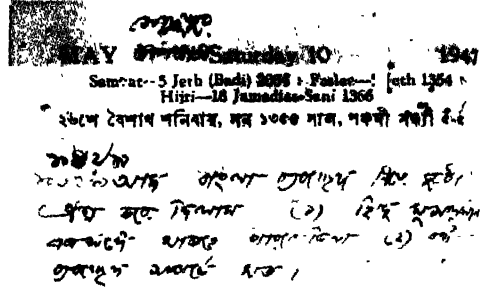
গান্ধীজী বঙ্গব্যবচ্ছেদ সম্পর্কে বললেন (সুহরাবর্দী সাহেব ও তিনি) মুসলিম গবর্মেন্টই এরকম অঘটনের জন্য দায়ী হবে।

দুপুরে হাসেম সাহেব এক ঘণ্টা গান্ধীজীর সঙ্গে কথা বললেন। তিনি অখণ্ড 'বাঙলার' কথা তুললেন। গান্ধীজী pan Islamism এর কথা তুলে বললেন ওতে তো দোষ নেই যদি voluntary association হয় ও অপরকে exploit না করে। হাসেম সাহেব এতে আপত্তি করলেন না তারপর গান্ধীজী বাঙালী মুসলমান যে উর্দু বলে না উল্লেখ করে তাদের লেখা বাঙলা হাতের লেখা একটা বই দেখিয়ে বললেন এই ভাষাও তো সংস্কৃতে ভরা। এ ভাষা ও সংস্কৃতিকে অবশিষ্ট ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার কি যুক্তি হতে পারে? হাসেম সাহেবের উত্তর পাওয়া গেল না।

MAY Sunday 11 1947.
Samvat—6 Jeth (Badi) 2004 | Faslee—6 Jeth 1354
Hijri—19 Jamadias-Sani 1366
২৭শে বৈশাখ রবিবার, সন ১৩৫৪ সাল

সোদপুর

1947

11

MAY

Sunday

২৭শে বৈশাখ রবিবার, সন ১৩৫৪

১০৬ ।৵৹১০ ডাব ।৵৹

দুপুরে গান্ধীজী (তটের সময়ে) বহুলোক জমার ফলে কয়েক মিনিট প্রার্থনাসভার মঞ্চে দাঁড়িয়ে দর্শন দিলেন। বিকালে বিস্তর ভিড় হয়েছিল।

***

সুহরাবর্দী সাহেব গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করে ভবিষ্যৎ (স্বাধীন) বাঙলার এক সুখস্বপ্ন আঁকলেন। গান্ধীজী তাঁকে বললেন, 'বর্তমান ও অতীতকে বাদ দিয়ে হয় না। সেখানে পুরো গলদ, অতএব সেটিকে শুদ্ধ না করলে ভবিষ্যতের আশ্বাসে কেমন করে আস্থা স্থাপন করা যায়? সু° তখন দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে দেখালেন তাঁর গবর্মেন্টে অবিচার নাই, পক্ষপাতিত্ব নাই, নয়ত হিন্দুরা রয়েছে ও সমর্থন করছে কেন? গান্ধীজী বললেন, এতো ইংরেজ imperialist -এর কাছে শেখা কথা।

শ্রী সুকুমার দত্তের [...] চিঠি সু°-কে পড়ান হোলো। আমি যদুনাথ সরকারের ছেলের মৃত্যুর কথা বললাম, পুলিশ 29th পর্যন্ত খোঁজ করেনি। নানা কথা সু° সাহেব বললেন, আমি এমন চিঠি পেয়েছি যাতে আমাকেই murderer বলা হয়েছে, আমি কি তাই? গান্ধীজী বললেন, 'হাঁ, তুমি তো তাইই। বাঙলায় আজ যত হিন্দু যত মুসলমান মরেছে তার জন্য দায়ী।' সু° হেসে বললেন, 'ভারতে যত মরেছে তার জন্য তো তুমি।'

প্রার্থনা সভায় দুটি প্রশ্ন প্রায় এড়িয়ে গেলেন।

সোদপুর

12

MAY

Monday

1947

২৮শে বৈশাখ সোমবার, সন ১৩৫৪

১০৬৻১০

সন্ধ্যায় সুহরাবর্দী সাহেবের সঙ্গে হাস্যকৌতুকের মধ্যে গান্ধীজী যে কথা বললেন, তাই নিয়ে ভবিষ্যতে গুরুতর অবস্থার উদ্ভব হতে পারে।

* * *

সুহরাবর্দী সাহেবকে হাসিতামাশা করতে করতে গান্ধীজী প্রস্তাব করে বসলেন যে তিনি যদি আন্তরিকভাবে বাঙলা অখণ্ডিত রাখতে চান— অহিংস উপায়ের দ্বারা— তাহলে গান্ধীজী অখণ্ড বাঙলার সপক্ষে মনোভাব সৃষ্টির জন্য সুহরাবর্দি সাহেবের সঙ্গে ঘুরতে রাজি আছেন। তাঁর বাড়ীতে থেকে যতদিন হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই-এর মত না হয়ে যান ততদিন Honarary private secretary-র কাজ করবেন। গান্ধীজীর প্রস্তাবের পর সুহরাবর্দী বাহিরে আমাকে বললেন, 'What a mad offer! I have to think ten times before I can fathom its implication'

রাত্রেই গান্ধীজী চিঠি লিখলেন ঐ মর্মে।

MAY Tuesday 13 1947

Samvat 8 Jeth (Badi) 2004 : Faslee—8 Jeth 1354

Hijri—21 Jamadias-Sani 1366

সোদপুর

1947

13

MAY

Tuesday

২৯শে বৈশাখ মঙ্গলবার, সন ১৩৫৪

১০৬৫১০ গরমিল ।৶ ১৫

ভোরে উঠে সুরাবর্দী সাহেবের বাড়ীতে টাইপ করে চিঠি দিয়ে মেনুর কাছে গিয়ে ফিরে এলুম। মেনুর আমাশা হয়ে শরীরটা বড্ড কাহিল করে ফেলেছে।

দুপুরে শ্রমিকদের একদল চেঁচামেচি করে ঢুকে এলো। তাদের সঙ্গে রসিকতা করে আটকালুম।

প্রার্থনার আগে (ফরওয়ার্ড ব্লকের) ছাত্র কংগ্রেস অশোভন চেঁচামেচি করছিল বলে বড্ড বিরক্ত হয়ে উঠেছিলুম, রাগ করা উচিত হয়নি।

গান্ধীজীর সঙ্গে কথা হোলো, বিহার যাবো না বললাম— বাঙলায় ফিরলে আবার কাজ করবো বললাম।

***

ভোরে সেই চিঠি টাইপ করে সুহরাবর্দী সাহেবের বাড়ী দিয়ে এলুম।

প্রমথ বন্দ্যোপাধ্যায় এসেছিলেন। শ্যামাপ্রসাদবাবুকে গান্ধীজী বোঝালেন অখণ্ড বাংলা অখণ্ড ভারতে থাকবে এটাকে Conditoin করা উচিত নয়। বাঙালী পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে যদি এক হতে পারে, তবে সে পরে ভারতবর্ষের সঙ্গে কি সূত্রে আবদ্ধ হবে সেই নির্ধারণ করবে। ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কি সে থাকতে পারে? আর বাঙলা এক অখণ্ড স্বীকার করলে Two-nation theory-র মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। আর গান্ধীজী, সুহরাবর্দীকে অবিশ্বাস করতে একভাবে নিষেধ করলেন। সে পরম বিশ্বাসহীন ব্যক্তি জেনেও আমরা তার বর্তমান কথার পুরা দাম দিয়ে নিতে পারি। সে ভাঙবে না মুসলিম লীগের নীতি ভাঙবে।

কলিকাতা

14

MAY

Wednesday

1947

৩০শে বৈশাখ বুধবার, সন ১৩৫৪

১০৫ ॥ ১৫

সারাদিন দারুণ কাজের চাপ গেছে। বিকালে গান্ধীজী উল্টাডিঙ্গি, মানিকতলা, শুঁড়ো, পার্কসার্কাস প্রভৃতি দেখে এলেন। মনুকে বলেছেন, 'এবারের দাঙ্গায় যেরকম ক্ষতি হয়েছে বলছে, তার মধ্যে অতিশয়োক্তি আছে।' মাখনবাবু, কেদারবাবুদের দেওয়া Case-এ সন্তুষ্ট হতে পারেননি।

সোদপুরে ফিরে প্রার্থনার পর আমায় বেড়াতে বেড়াতে আলাদা ডেকে বললেন, "সেই চিঠির উত্তর দিও। তোমার বা আমার যারই ভুল হোক, সেটা দূর হওয়ার দরকার।" স্টেশনে তুলে দিয়ে বাড়ীতে ফিরলাম।

নীলরতন দাস (নোয়াখালির) একটা Parker 51 (Rs. 63/=) উপহার দিলেন- গান্ধীজীর কাছে বাংলার প্রতিনিধি হয়ে কাজ করছি বলে।

MAY Wednesday 14 1947
Samvat—9 Jeth (Badi) 2004 : Faslee—9 Jeth 1354
Hijri—22 Jamadiax-Sani 1366
৩০শে বৈশাখ বুধবার, সন ১৩৫৪ সাল, নবমী রা. ঘ ১২-৫

***

আজ বহুলোকের চাপে বড্ড দৌড়াদৌড়ি করতে হয়েছে। কলিকাতার দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চল দেখে গান্ধীজী আমাদের পক্ষে exaggeration করা হয়েছে, এইরকম মনে করলেন (damage to property সম্বন্ধে)। সন্ধ্যায় বেড়াতে বেড়াতে বললেন, 'আমার চিঠির উত্তর তুমি তাড়াতাড়ি দিও। তোমার বা আমার, যারই ভুল, সেটা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার দরকার। এ জিনিষ অন্য কাজের কাজের চাপ আছে বলে ফেলে রাখা ঠিক নয়। আর তা ছাড়া মনে অশ্রদ্ধা রেখে আমার সেবা করবে কখনও হতে পারে না।'

স্টেশনে তুলে দিয়ে এলাম।

MAY Thursday 15 1947

Samvat—10 Jeth (Badi) 2004 : Faslee—10 Jeth 1354

Hijri—23 Jamadias-Sani 1366

কলিকাতা

1947

15

MAY

Thursday

৩১শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৪

১০৫॥১৫ Tr. ৶৹

খবরের কাগজ ৶৹

। বালিগঞ্জে রমার কাছে খবর পেলুম সাহেবনগরে কর্মীশিক্ষাকেন্দ্র হবে না। হরিপদবাবু আমাকে সংবাদ দেবার জন্য রমাকে বলে গেছেন।

দুপুরে অনাথের ওখানে খেলুম। রাত্রে ধীরেনের বাড়ীতে কালুদা, প্রিয়দা, শরৎবাবুকে গান্ধীজী বাঙলা বিভাগ সম্পর্কে কি বলেছেন তাই বললাম। ধীরেনের গাড়ীতে রাত দশটা নাগাদ বাড়ী ফিরলাম।

[রুবির চেহারা অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেছে। মেনু চ'দিন আমাশায় ভুগছে, ওষুধ ইচ্ছা করে খায়নি। অনু য় ভুগছে, ওর মেজদার কাছে লুকিয়ে একটা টনিক চেয়ে পাঠিয়েছে।]

* * *

বালিগঞ্জে সারাদিন কাটালাম। ধীরেন মুখুজ্যে, প্রিয়দা, কালুদা, অনু, শরৎবাবু এদের সকলকে গান্ধীজী বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ সম্পর্কে যে কথা বলেছেন তাই বোঝালাম। হিন্দুর পক্ষে আগে থেকে ইউনিয়নে থাকবো— এ সর্ত দেওয়া উচিত নয়। মুসলমানও পাকিস্তানে থাকবো আগে থেকে বলতে পারে না। বাঙালী হিন্দু, বাঙালী মুসলমান (Joint electorate with reservation of seats) সম্মিলিতভাবে (mutual consent-এর অর্থ simple majority vote দিয়ে নয়, উভয় পক্ষের majority 60% হোক, 75% সেটা পূর্বে ঠিক করে নিতে হবে) যদি হিন্দুস্থানে চায় সেখানে যাবে পাকিস্তানে যায় সেখানে যাবে। কিন্তু যদি উভয়পক্ষে মতের অমিল হয় তখন উভয়ে ভদ্রভাবে partition করে দেবে।

আমাদের কাজ এ নয়- Constituent Assembly of Bengal কি করবে তার ইঙ্গিত দেওয়া। আমাদের কাজ হোলো, সমস্ত জনগণের মত ঠিক ঠিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিরূপিত হলো।

কলিকাতা

16
MAY
Friday

1947

১লা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার, সন ১৩৫৪

১০৫ ৬·১৫ পোষ্টেজ ২

গান্ধীজীর কাগজপত্র গুছিয়ে ফেললাম। চিঠিরও অনেক জবাব দিলাম। খাদি প্রতিষ্ঠান (কলেজ স্কোয়ারে) বিজয়দা এসেছিলেন। অপর ২/৪ জন ছিলেন। সকলকে বঙ্গবিচ্ছেদ সম্বন্ধে মত বোঝালাম। বিকালে ট্রেডার্স বুরোতেও সুবল ইত্যাদিকে বললাম। বড় হালকা মন নিয়ে ভাবের গতিকে এদের চিন্তাধারা চলে— অত্যন্ত বাজে লাগছে।

MAY Friday 16 1947

* * *

সজনী এবং বিকালে সুবল, দেবী প্রভৃতিকে বঙ্গ বিচ্ছেদ সম্বন্ধে বললাম। সুবল বড় হালকা ধরণের প্রশ্ন করতে লাগলো।

সজনী একটা কথা ভাল বলেছে যে গান্ধীজী এবার এলে বাঙলার লেখকবৃন্দের সঙ্গে তাঁর একবার দেখা করানো। গান্ধীজীর মত তাঁরা ঠিকমত বোঝেন না, একবার উভয়ের সাক্ষাৎ হওয়ার দরকার।

কাল থেকে Hindu Temple আরম্ভ করতে হবে।

MAY কলিকাতা Saturday 17 1947

Samvat 12 Jeth (Badi) 2004 : Faslee—12 Jeth 1354

Hijri—25 Jamadiar-Sani 1366

২রা জ্যৈষ্ঠ শনিবার, সন ১৩৫৪ সাল, বাঙ্গলা রা.ব ১২০

কলিকাতা

1947

17

MAY

Saturday

২রা জ্যৈষ্ঠ শনিবার, সন ১৩৫৪

১০৩ ৫/১৫

বিকালে বেরিয়ে কানুর ওখানে তাপসের সঙ্গে দেখা হোলো। এমনই শান্ত ছিল আরও শান্ত হয়ে গেছে। আমার বিষয়ে কিছু জানতে চাইল।

মেনুর শরীরটা খারাপ হয়েছে, রক্ত আমাশা হয়েছে কিন্তু যত্নের অভাব ঘটেছে বলে ৭দিন কোনও ওষুধপত্র খায়নি। পথ্যও কেউ যত্ন করে দেয়নি।

***

তাপস কলিকাতায় এসেছে। গেরুয়া কাপড় পরে মাথার চুল ছোট ছোট করে কেটে ফেলেছে। আলমোড়ায় 'অনির্বাণের' লেখা ও কাজকর্মের সম্পর্কে কিছু কিছু জিজ্ঞাসা করলাম। তাঁর Life Divine এর অনুবাদ অল্প ছাপা হয়েছে। ঋগ্বেদের অনুবাদ করছেন। তাপস আমার সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা করল। শনিবারের চিঠিতে অনুর লেখা পড়েছে। ভাষা ভাল লেগেছে। নিজের দুর্বলতা বড় দ্রুত প্রকাশ করেছে, বললে। আমার সম্পর্কে যেখানে উল্লেখ আছে। সে জায়গা ও পূর্ববর্তী জায়গার মধ্যে একটু ব্যবধান দেওয়া উচিত ছিল, এইরকম মত প্রকাশ করলে।

আমি কেমন আছি জানতে চাইলে। ইন্দুর কাছে শান্তিনিকেতনে আমার থাকার সময়ের গল্প শুনেছে, ইন্দু কলিকাতায় এসেছে, যদি সম্ভব হয় একদিন দেখা করতে চায়। মেজ জামাইবাবুর (দুর্গাপদ ঘোষ) কথা বললাম। তাঁর কথা তাপসও জানে।

কলিকাতা

18

MAY

Sunday

৩রা জ্যৈষ্ঠ রবিবার, সন ১৩৫৪

1947

MAY Sunday 18 1947

Samvat—13 Jeth (Badi) 2004 : Faslee—13 Jeth 1354
Hijri—26 Jamadies-Sani 1366

৩রা জ্যৈষ্ঠ রবিবার, সন ১৩৫৪ সাল, ত্রয়োদশী

১০৩ / ১৫

আজ বিকেলে কাননের বাড়ী যেতে তাপসের সঙ্গে দেখা হোলো। গেরুয়া পরে মাথার চুল ছোট করে কেটে একদম বৌদ্ধ ভিক্ষুণীর পোষাক করেছে। মনের তৃপ্তিতেই আছে। অনির্বাণের লেখা ও কাজ কর্মের বিষয়ে প্রশ্ন করলাম।

Stella Kramrisch এর বইখানা ধরে আজ অনেকদূর এগিয়ে গেছি। জুনের মধ্যে সমালোচনা শেষ করে দিয়ে দেবো।

* * *

Kramrich এর 'The Hindu Temple' পড়তে আরম্ভ করেছি। লেখার মধ্যে পাণ্ডিত্যের সূক্ষ্ম অভিমান দোষ থাকায় সর্বজনের জন্য যে সরল যুক্তি, যে সরল ভাষা আশ্রয় করা উচিত ছিল। সেটি পারেন নি। দ্বিতীয় মন্দিরের অন্তরঙ্গভাবের বিশ্লেষণে পূর্বাপর সম্বন্ধে গোলোযোগ বেধেছে। মন্দির দেখে ভাবুকের অন্তরে যে ভাবের উদয় হয়, আর মন্দিরের রচয়িতা শিল্পীর মনে আদিতে যে ভাব আসে, দুই'এর মধ্যে অন্তর থাকা স্বাভাবিক। উনি প্রথমটি ধরে (সংস্কৃত সাহিত্যের সহায়তায়) দ্বিতীয়টির স্থানে বসিয়েছেন।

MAY Monday 19 1947

Samvat—14 Jeth (Badi) 2004 : Faslee—14 Jeth 1354
Hijri—27 Jamadias-Sani 1366

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ সোমবার, সন ১৩৫৪ সাল, চতুর্দশী রা. ঘ ৯. ৩৫

Postage ।৵০

1947

19

MAY

Monday

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ সোমবার, সন ১৩৫৪

১০৩ ৷১৫ Postage ।১০

Tr. ।•

আজ Hindu Temple আরও অনেকখানি পড়লাম। বড় বেশি কল্পনাপ্রবণ। যে ভাবনা মন্দির তৈরির পিছনে ছিল বলে উনি অনুমান করছেন, সত্যিই শিল্পীর মনে তা ছিল কিনা সন্দেহ। ভাবুক, কবি মন্দিরে অনেক ভাবই তো পরে আরোপ করতে পারেন। সেগুলি গোড়া থেকে ছিল। অথবা সেইসব ভাব আশ্রয় করেই মন্দিরের রূপ গড়ে উঠেছে, এটি প্রমাণ করতে পারেননি।

সমস্ত বইখানি মন্দির সম্পর্কে লেখকের metaphysical speculation বলা যায়। সেই speculation এর সমর্থন উনি সংস্কৃত সাহিত্যে পেয়েছেন। প্রমাণাদি দেবার চেষ্টা করেছেন।

গৌরী ভট্টাচার্যের বাড়ীতে নোয়াখালির বিষয়ে আলোচনা করলাম।

* * *

ক্রামরিশের বই আরও পড়লাম। গৌরী ভট্টাচার্যের সঙ্গে নোয়াখালির বিষয়ে ও গান্ধীজীর বর্তমান কাযকর্মের উদ্দেশ্য এবং রীতি সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। বুদ্ধিমান লোক, আলোচনা করে ভালো লাগলো।

Studies in Gandhism -এর দু ফর্মা (১ম ও ৩য়) ছাপা হয়ে গেছে। কাল ২য় ছাপা হবে। প্রুফ কিছু নিয়ে এসেছি। যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাবার চেষ্টা করবো।

20
MAY
Tuesday
৫ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার, সন ১৩৫৪

কলিকাতা

1947

MAY Tuesday 20 1947
Samvat—15 Jeth (Badi) 2004 : Faslee—15 Jeth 1354
Hijri—28 Jamadias-Sani 1366
৫ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার, সন ১৩৫৪ সাল, অমাবস্যা

১০২৬৮/৫

সকালে Studies in Gandhismএর প্রুফ দেখলাম। তাপস এসে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলে কিছু বইপত্র নিয়ে চলে গেল।

বিকালে হেমপ্রভা দেবী খাদি প্রতিষ্ঠানে কলেজ স্কোয়ারে দেখা করতে বলেছিলেন। গান্ধীজী এবার এলে সোদপুরে ব্যবস্থা কিরকম করে আরও ভালভাবে করা যায় তাই নিয়ে কথা হোলো।

* * *

প্রুফ দেখা নিয়ে প্রচুর কাজ ভাল লাগছে। কাজ বেশ এগিয়ে যাচ্ছে। Studies বইখানা ভাল হবে মনে হচ্ছে।

MAY Wednesday 21 : 1947
Samvat—1 Jeth (Sudi) 2004 : Faslee—16 Jeth 1354
Hijri—29 Jamadias-Sani 1366

কলিকাতা

1947

21
MAY
Wednesday
৬ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, সন ১৩৫৪

১০২৮৴৫

আজ সুকুমার দত্তকে গ র মতামত বোঝাবার চেষ্টা করলাম। খানিক বৃথা পরিশ্রম হোলো।

Studies এর প্রুফ বেশ এগুচ্ছে।

* * *

সুকুমার দত্তকে বৃথাই গান্ধীজীর মতামত ও political position বোঝাবার চেষ্টা করলাম। নিজেরও ভাল লাগলো না, সেও তর্ক করতে লাগলো।

সুধীর বসু N. C. & C. C.-র সভাপতির সঙ্গে আলাপ হোলো, অতুল সুর ও ঐ ভদ্রলোককে শিশিরকুমার institute এর বারান্দায় গান্ধীজীর মত বোঝালাম : — Partition, Quit India ইত্যাদি নিয়ে।

22

Punjab Mail

MAY

1947

Thursday

৭ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৪

১০২৸৴৫ Lemonade।•

শ্যামাপ্রসাদবাবু একটা Confidential report on Noakhali গান্ধীজীকে দেবার জন্য বললেন। সেটা নিয়ে পাটনা রওনা হলাম ৮-১৫ মিনিটে পাঞ্জাব মেলে।

দুপুরে সুহৃদ সিংহের বাড়ীতে খেলাম। রাণী সম্প্রতি এসেছে, ওখানে দেখা হোলো।

MAY Thursday 22 1947

Samvat—2 Jeth (Sudi) 2004 : Fasle—17 Jeth 1354

Hijri—1 Rajab 1366

৭ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৪ সাল, দ্বিতীয়া

***

প্রুফ দেখে ছাপাখানায় দেওয়ার পর সুহৃদ সিংহের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেতে গেলাম। বাড়ী ফিরে শ্যামাপ্রসাদবাবুর ফোন— একটা Confidential report নিয়ে গান্ধীজীকে দিয়ে আসতে হবে।

পাঞ্জাব মেলে রওনা হলাম।

Beneras Express

1947

23
MAY
Friday
৮ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার, সন ১৩৫৪

১০২৷৵৫

সকালে পাটনায় পৌঁছলাম। গান্ধীজী স্নানের পর বসলেন, তাঁকে কাগজপত্র দেখালাম, এসেছি বলে খুশী হয়েছেন এবং কদিন থাকবো জিজ্ঞাসা করলেন। আজই চলে যাবো বলায় মনে হোলো দুঃখিত হলেন। কিন্তু ছাপার কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য যেতেই হবে।

শচীনের বাড়ী গেছলাম। দাদা কাল রাত্রে হাজারিবাগ গেছেন। বিনয় বাড়ী বদলেছে এবং উপস্থিত ভাগলপুরে গেছে।

* * *

দুপুরে গান্ধীজীকে বললাম, আজ রাত্রে ফিরে যাবো। বিষেণের কাছে শুনলাম, উনি আমার কাছে থাকা চাইছেন, অপর সকলের বিষয়ে বললেই বলেন, আমার দরকার নাই। ওঁকে ভারত ব্যবচ্ছেদের কথা বললাম। উনি বললেন, ইংরেজ সে কাজ কেমন করে করতে পারে? আমরা তো তার কাছে কোনো award চাইনি? সে award দেবে কিসের জোরে? জিন্না করিডর সম্পর্কিত বিবৃতির উল্লেখ করায় বললেন সাপ hiss করলেই ভয় পাবে কেন? যত কামড়াতে পারে সাপ তার চেয়ে বেশি শব্দ করে।

কলিকাতা

24

MAY

Saturday

৯ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার, সন ১৩৫৪

1947

MAY Saturday 24 1947

Samvat—4 Jeth (Sudi) 2004 : Faslee—19 Jeth 1354

Hijri—3 Rajab 1366

৯ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার, সন ১৩৫৪ সাল, চতুর্থী ঘঁ ১২॥৩৭।

১০২॥৵৫

(Books) খবরের কাগজ ৵০

Tr. ৵৫

(Personal) খাওয়া ৸৵০

দুপুরে কলিকাতা পৌঁছলাম। খাদি প্রতিষ্ঠানের আপিসে কানু গান্ধীর cine camera দিয়ে এসেছি, তার সঙ্গে কিছু cine spools ও আছে। সতীশবাবুকে চিঠি ও গান্ধীজীর কাছে যে কাগজ নিয়ে গেছলাম, তার নকল পাঠিয়ে দিলাম। এর মধ্যে যদি কেউ যায়, তার হাতেই যেন পাঠানো হয়।

***

দুপুরে পৌঁছে কলেজ স্কোয়ারে খাদি প্রতিষ্ঠানের আপিস কে-পি-বসুর ছাপাখানা হয়ে বাড়ী ফিরলাম। ছাপাখানা থেকে ৪-৫ ফর্মা এখন ছাপা নিয়ে এলাম। তাড়াতাড়ি কাজটা যতসম্ভব এগিয়ে নিতে হবে।

MAY Sunday 25 ; 1947
Samvat—5 Jeth (Sudi) 2004 : Fasli—20 Jeth 1354
Hijri—1 Rajab 1366
জ্যৈষ্ঠ রবিবার, সন ১৩৫৪ সাল, পঞ্চমী ঘ ৮-১২
"Jamai Sasthi"

কলিকাতা

1947

25
MAY
Sunday
১০ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার, সন ১৩৫৪

১০১।০

রাত্রে রাঙা মামীমার ওখানে খেলুম।

কলিকাতা

26
MAY
Monday
১১ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার, সন ১৩৫৪

1947

MAY Monday 26 1947
Samvat—6-7 Jeth (Sudi) 2004 ; Faslee—21 Jeth 1354
Hijri—5 Rajab 1366

১০১৷০

প্রুফ দেখার কাজই চলছে। Kramrish এর বই প্রথম খণ্ড শেষ করলাম।

যমুনা আজ থেকে কাজ আরম্ভ করেছে।

ঠিকানা ঃ—

দুর্গা ধোপি— বরানগর বাজারে থাকে (সুহৃৎ সিংহের কাচে) আজ কাপড় দিলুম। বাজারে গাঁজার দোকান যে বাড়ীতে সেই বাড়ীতে থাকে।

* * *

ক্রামরিশের বই-এর প্রথম খণ্ড শেষ হোলো। পাণ্ডিত্য আছে কিন্তু বস্তু কম। বস্তুর বোধ স্পষ্ট হয়নি। নিজের কল্পনা অতিরিক্ত খাটিয়েছেন, শিল্পীরাও যেসকল কথা ভাবেনি তাই ভেবেছেন। মোটের উপর খুশী হতে পারিনি।

প্রুফ চলছে ৬, ৭, ৮ ফর্মা প্রায় তৈরি।

Tuesday 27 1947
Samvat—8 Jeth (Sudi) 2004 : Faslee—22 Jeth 1354
Hijri—6 Rajab 1366

কলিকাতা

1947

27
MAY
Tuesday
১২ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার, সন ১৩৫৪

১০১৷৹ Tr. ৶৫
Stationery খাতা ।•

আজ তাপসের চিঠি অনুসারে ইন্দু দেবীর সঙ্গে কালিঘাটে দেখা করতে গিয়ে শুনলাম বোলপুর গেছেন। রমার কাছে অনুর খবর নিয়ে, সুতার বাণ্ডিল নিয়ে এলাম।

* * *

Garrod এর Environment Tools and Man চটি বই, আজ পড়ে ফেললাম। মানুষের will উপরে ঝোঁক বেশি দিয়েছেন। প্রকৃতির পরাজয় ঘটিয়ে মানুষ বড় হয়েছে, এই অভিমান বড় বেশি করে দেখা দিয়েছে। অথচ শেষ পর্যন্ত মানুষ যে প্রকৃতির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় তার স্বাধীনতা মানে 'freedom to choose' গর্ডন চাইল্ডের প্রদর্শিত এই সত্যটিকে অভিমানবশে তিনি অবহেলা করেছেন।

কলিকাতা

28
MAY
Wednesday

1947

১৩ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, সন ১৩৫৪

১০১ ৫১৫

সারা সকালের দিকটা প্রুফই দেখলাম। পড়া (Hindu Temple) দুদিন কমে গেছে।

বিকালে কে-পি-বসুর ছাপাখানায় গিয়ে মায়া ঘোষের সঙ্গে দেখা হোলো। কে-পি-বসু তাঁর দাদামশাই। ওখানে খানিক রাজনীতি আলোচনা হোলো।

6/2 নিবেদিতা লেনে শ্রী সুরেন চক্রবর্তী (সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক)র বাড়ীতে আধঘন্টার উপর নোয়াখালির বর্তমান অবস্থা নিয়ে আলোচনা হোলো।

MAY Wednesday 28 1947

Samvat—9 Jeth (Sudi) 2004 : Faslee—23 Jeth 1354
Hijri—7 Rajab 1366

১৩ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, সন ১৩৫৪ সাল, নবমী

* * *

বিকালে কে-পি-বসুর ওখানে (ত্রিদিবেশ বাবুর ভাগ্নী) মায়া ঘোষের সঙ্গে দেখা হোলো। নোয়াখালির বিষয়ে খানিক রাজনৈতিক আলোচনা হোলো। একটু হালকা, কেতাবী আলোচনা।

শ্রী সুরেন চক্রবর্তী (6/2 Nivedita Lane) মহাশয়ের সঙ্গে নোয়াখালি সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা হোলো।

IAY Thursday 29 1947
Samvat—10 Jeth (Sudi) 2004 : Faslee—24 Jeth 1354
Hijri—8 Rajab 1366
"Dasahara"

কলিকাতা

1947

29
MAY
Thursday
১৪ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৪

১০১৫১৫

Presents 1•

শংচি° (২ সংখ্যা) ৮•

প্রুফ দিয়ে দুপুরে প্রভাসের ওখানে গোপাল হালদারের সঙ্গে পাকিস্তান Self determinations, Progress (Social) নিয়ে খানিক আলোচনা হোলো। বড় বই-ঘেঁষা আলোচনা ও তর্ক করলেন। Realityর নাম করলেন বটে, কিন্তু সবই বইএর জানালা দিয়ে দেখা, নিজের অভিজ্ঞতাপ্রসূত নয়। এরচেয়ে Radical Democratic Partyর শিবু (নারায়ণ রায়) কে অনেক বাস্তবধর্মী ও চিন্তায় সত্যসত্যই সমৃদ্ধ মনে হয়েছিল।

সন্ধ্যার আগে গঙ্গাদার বাড়ী গল্প করে নিমন্ত্রণ খেয়ে এলাম।

* * *

আজ প্রভাসের বাড়ীতে শ্রী গোপাল হালদারের সঙ্গে ২ ঘন্টার মতো আলোচনা হোলো। ওঁরা nationality-র self-determination বলতে কি বোঝেন, মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীর ব্যাপার কি সূত্রে সমর্থন করেন, সব বোঝার চেষ্টা করলাম। বড় কেতাবী মতে কথাবার্তা বলেন। গোঁড়ামি তো আছে, তার উপরে কেতাবিয়ানা। র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির শিবুর (শিবনারায়ণ রায়) সঙ্গে কথা বলে সত্যি তৃপ্তি হয়েছিল, খোলা মন, জিজ্ঞাসা আছে। কিন্তু গোপালবাবুর জিজ্ঞাসা নাই, সকল বিষয়ে উত্তর আছে, পরিপুষ্ট মত আছে, তাতেই তাঁর সন্তোষ। অপরেও যে আসলে নিজেদের সংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন এই প্রমাণ করেই খুশী হন। সত্যের বৈজ্ঞানিক সন্ধান সম্বন্ধে সংশয়ান্বিত। খারাপই লাগলো। এই যদি Communist Party Intellect এর নমুনা হয় তবে ওঁরা গোঁড়ামিতেই আটকা পড়বেন। ঐ পাঁক আর পার হয়ে বেরুতে পারবেন বলে মনে হয় না।

30
MAY
Friday
১৫ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার, সন ১৩৫৪

1947

MAY Friday 30 1947
Samvat—11 Jeth (Sudi) 2004 : Faslee—25 Jeth 1354
Hijri—9 Rajab 1366
১৫ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার, সন ১৩৫৪ সাল, একাদশী রা. ৮।১৮

১০০৲১৫ Photography ১৯
(মনুজ দাসকে)

হিমাংশুর ঠাকুমা আজ বিকাল ৪।৹ টে মারা গেলেন। আমিও সঙ্গে গেলাম। শ্মশানে দাহ হতে ৮টা থেকে ১০।৹ লাগলো। তারপর বাগবাজার ঘাটে স্নান করে ওদের বাড়ী হয়ে বাড়ী ফিরলাম বারোটার সময়ে।

***

হিমাংশুর ঠাকুমা আজ বিকাল ৪ ।।. টে (বেঙ্গল টাইম) মারা গেলেন। বাড়ী ফিরতে রাত্তির বারোটা হোলো।

MAY Saturday 31 1947

Samvat—12 Jeth (Sudi) 2004 : Faslee—26 Jeth 1354
Hijri—10 Rajab 1366

১৬ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার, সন ১৩৫৪ সাল, ...

কলিকাতা

1947

31

MAY

Saturday

১৬ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার, সন ১৩৫৪

৯০৲১৫ Tr. ৶০

সকালে স্নান করে খেয়ে প্রুফ দেখে, দুপুরবেলা বালিগঞ্জ গেলাম। ইন্দু দেবীর সঙ্গে দেখা করতে। মেজজামাইবাবু, তাপস প্রভৃতির বিষয় কথা হোলো। নোয়াখালির বিষয়েও। কমলা দাসগুপ্তা ও চাটগাঁর অনন্ত সিং এর সঙ্গে দেখা হোলো।

বেরিয়ে সুনীল চাটুয্যের সঙ্গে পথে দেখা। তাঁর বাড়ীতে বসে খানিক নোয়াখালি নিয়ে আলাপ আলোচনা হোলো।

৫।০ টার পর রমাদের Study Circle এ গান্ধীজী নোয়াখালি যাবার ফলে সেখানে কি প্রভাব বিস্তার হয়েছে তাই নিয়ে বললাম। রাত্রে নিমাইদার বাড়ীতে খেয়ে শুলাম।

* * *

আজ কমিউনিষ্টদেরই কয়েকজনের সঙ্গে ফের দেখা হচ্ছে। তাপসের ইন্দুদি, সুনীল চাটুয্যে, নিমাইদার শালা সাঁটুল— এই ক'জনের সঙ্গে নোয়াখালি ও বর্তমান ভারতবর্ষের পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তর আলোচনা হোলো। সুনীলবাবু কেতাবী মানুষ, তাঁর বিচারও দেখলাম কেতাবী ধরণের। সাঁটুলের বুদ্ধি বেশ ঝরঝরে। ইন্দু দেবীও বেশ। এঁদের সঙ্গে কথা বলে অল্পক্ষণ পরেই দেখি যেন নিজেদের রাজনৈতিক মতকে defensive মন নিয়ে আঁকড়ে আছে, justify করার চেষ্টা করছেন। সাঁটুলের স্বাতন্ত্র্য বুদ্ধি ও নিজের চিন্তা আছে তাই ভাল লাগলো।

সন্ধ্যায় ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষের ওখানে রমাদের Study Circle-এ গান্ধীজীর নোয়াখালিতে কাজের ফলাফল নিয়ে প্রায় ১ঘন্টা আলোচনা করলাম। হিন্দু ধনী ও দরিদ্র, মুসলমান জনসাধারণ, মধ্যবিত্ত রাজনীতি সম্পর্কে অনুরাগী শ্রেণীও দাঙ্গাপ্রিয় গুণ্ডাশ্রেণী— এই পাঁচ শ্রেণীর উপরে কি কি প্রভাব রয়েছে বিশ্লেষণ করলাম। বর্তমান রাজনীতির জটিল অবস্থার মধ্যে গান্ধীজী কি মৌলিক পথ ধরেছেন তার বিষয়েও বিস্তারিত বললাম। বিহারের দাঙ্গা আলোচনা করতে গিয়ে সে কথা এসে পড়লো।

1

JUNE

Sunday

১৭ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার, সন ১৩৫৪

1947

৮৯৮০/১৫ Tr. /১৫

সকালে কৌশিকদের বাড়ীতে দেখা করে ফিরে এলাম।

* * *

সকালে রমাদের বাড়ীতে গেলাম। গোবরডাঙ্গায় অনুর মামার বাড়ী থেকে আম এসেছে। সেই আম আমার কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্য অনু বলেছে। ওখানে গিয়ে রমা আম বেঁধে দিলে, নিয়ে এলাম। ফণীবাবুর সঙ্গে 'আদর্শবাদ ও বাস্তব' নিয়ে আলোচনা হোলো। খুব স্বাধীন চিন্তার লোক। শেলীর মতোই আদর্শবাদীদের দশা হয়, বললেন। কিন্তু আমার ধারণা গান্ধীজী তা মানেন না? সত্যাগ্রহী নিজের সত্যপথে অবিচলভাবে চলবে শুধু জীবনের এক বৃহৎ ক্ষেত্রে অহিংস উপায় আশ্রয় করা যথেষ্ট নয়, পারিবারিক, ব্যক্তিগত, সামাজিক — সকল সমস্যার সমাধান যদি আমরা অহিংসার প্রয়োগের দ্বারা করার চেষ্টা করি তবেই বৃহত্তর ক্ষেত্রেও অবিচল থাকতে পারি, আদর্শের সার্থক ও সফল প্রতিষ্ঠা হয়, এই বললাম। ফণীবাবুর বুদ্ধি ও চিন্তা স্পষ্ট স্বাতন্ত্র্যবিশিষ্ট। বেশ ভাল লাগলো। ৩/৪ দিন কমিউনিষ্টদের ছাপমারা বিশ্লেষণের পর এই স্পষ্ট, চিন্তাশীলতা ভাল লাগছে। অবশ্য সাঁটুলকে ভাল লেগেছিল; সে চিন্তায় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

কলিকাতা

1947

2

JUNE

Monday

১৮ ঠ সোমবার সন ১৩৫

৮৯৬/

Hindu Temple আর খানিক পড়লাম। বড় কল্পনা বেশি, বইটাতে তীক্ষ্ণ বিচার বা critical ability কম. artistic penetration অর্থাৎ intuition এর উপরে আশ্রয় অধিক।

আজ ৫খানা "স্বরাজ ও গান্ধীবাদ" এলো। মলাটের রং কভাবের ছাপা পছন্দ হচ্ছে না।

* * *

"স্বরাজ ও গান্ধীবাদ" বইখানা আজ পেলাম। উপরের মলাটের রঙ ও ছাপা একেবারে পছন্দ হয়নি। ছাপা ভাল, কিন্তু দপ্তরি আনাড়ি বলে মনে হচ্ছে। ফর্মা ভাঁজ করার দোষে মার্জিন কোনো জায়গায় কম, কোনো জায়গায় বেশি হয়ে গেছে।

3

JUNE

Tuesday

১৯শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবাব, সন ১৩৫৪

কলিকাতা

1947

৮৯৬/৹

খববেব কাগজ ৶৹

২ আশ্রম ভজনাবলী ৷৹

হাবু ও অনাথের জন্য জন্য থলি ২

সকালে সোদপুর গেলাম, খাদি প্রতিষ্ঠানেব গাডীতে। গান্ধীজী এবাব এলে ফটকে ২জন, ভিতবে ২জন ও আমি দেখাসাক্ষাৎকাবীদেব বিষযে ব্যবস্থা কববো।

* * *

Studies বইখানাব ছাপা বেশ এগিযে চলেছে। আব মাসখানেক সময় পেলে হযত শেষ করে ফেলা যাবে।

JUNE Wednesday 4 1947
Samvat—1 Asarh (Badi) 2004 : Faslee—1 Asarh 1354
Hijri 14 Rajab 1366
২০শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, সন ১৩৫৪ সাল, প্রতিপদ রা.ঘ ১-৫৫

কলিকাতা

1947

4
JUNE
Wednesday
২০শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, সন ১৩৫৪

৮৭৶৹

Postage ।১০
খাওয়ানো ২৸৹

প্রুফ দেখতেই দিন গেল। সজনী ও দেবীর মেয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে।

* * *

কদিন ধরে ক্রমাগত বাঙলাদেশের বিচ্ছেদ নিয়ে কথাবার্তা চলছে। ভাল লাগছে না। যারা সব গান্ধীজীর অহিংস সমাজব্যবস্থাকে সমর্থন করেছিল, তারা কাজের বেলায় অহিংস প্রচেষ্টার দায়িত্ব নিতে পারছে না। প্রতিদিনের জীবনে যদি আমরা অহিংস সমাধানের চেষ্টা না করি, যদি দৈনন্দিন জীবনে দৃঢ় হয়ে অহিংসা না বসে, তাহলে বৃহৎ সমস্যার সমাধান যখন প্রয়োজন, তখন আর আমরা পারি না, অহিংস উপায়ের খেই হারিয়ে ফেলি।

আমার মেজাজ তর্ক করতে করতে খারাপ হচ্ছে। সেখানে প্রেমধর্ম পরিহার করলে কেমন করে চলবে? তাকে বজায় রাখতেই হবে। তবেই বৃহত্তর ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে কিছু হয়ত অহিংস ভাবে করা সম্ভব হবে। নয়তো আমারই বা বলবার অধিকার হয় কোথা থেকে?

5

কলিকাতা

1947

JUNE
Thursday
২১শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৪

৮৪।৶০ Man Bread and Destiny বই ৭৮১৫
খাওয়ানো ২

আজকেও প্রুফ দেখাতেই দিন গেল।

* * *

An Interview with Mahatma Gandhi অধ্যায়ের পরিশিষ্ট হিসাবে Secularisation of the State অর্থাৎ রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মমতের কোন সম্পর্ক থাকবে না, এই বিষয়ে গান্ধীজীর একটি উক্তি যোগ করে দিলাম।

এইবাব Studies এর index তৈরি কবতে হবে।

તા-૬-૫-૪૭
ન્યુ દીલ્હી-

ચિ. નિર્મલદા.

આપ તો ગયે સો ગયે ફિર કોઈ ~~ખબર~~ ખત ભી નહીં? કેમેરા કાનુભાઈકો ભેજ દીયા હોગા।

યહાં હર હાઈનેસ (સુ. જૈન) આઈ હૈ તબસે રોનેકા તમાશા ચલ રહા હૈ. બાપુ બહુત દુ:ખી હૈ એક તો હિન્દુસ્તાનકા ભાગ હુઆ ઈસલિયે ઔર દૂસરા ઈનકા ચલ રહા હૈ આજકલ કરતે હૈ. અબ મૈં જ્યાદા નહીં લિખનેવાલા હું। ~~ઔર બાકી કો મૈં બુલાયા ફિર આયાથા લોક~~ ઐસી હાલત હો રહી હૈ કિ કિસન ભાઈ આપકો લિખ રહે હૈ તો મુઝે પૂછા તુમકો કુછ લિખના હો તો મુઝે લિખનેકી ઈચ્છા હો ગઈ। આપ આગર હોતે તો

२

कुछ कर गये कि 'निर्मल बाबू
नहीं आयेंगे'' बापूने कहा मैंने
मना नहीं किया है लेकिन वह
~~अब~~ बंगालमें ही काम करना
चाहते हैं। और मैं जाता हूं तब
बराबर हाजर हो जाते हैं''
और क्या लिखूं सब बाता
परचा गरमागरम है। शरद बाबू
रोज बापूजीको ~~सात~~ रातको
मिलते हैं। हमारा प्रोग्राम कुछ
नहीं बना है A.I.C.C तक
यहां ही है फिर पंजाब या
काश्मीर या कलकत्ताकी बात
है देखें क्या होता है —
सब - लिखेंगेना?
आपकी छोटी बहन बकुला
प्रणाम

JUNE Friday 6 1947
Samyat—3 Assarh (Badi) 2004 : Faslee—3 Assarh 1354
Hijri—16 Rajab 1366

২২শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার, সন ১৩৫৪ সাল, তৃতীয়া অহোরাত্র

কলিকাতা

1947

6
JUNE
Friday

২২শে, শুক্রবার, সন ১৩৫৪

৭৪৷৵১৫ রাজবাড়ীর আমের মোরব্বা ৸৹

বিকালে কে-পি-বসুর দৌহিত্র ইন্দুবাবুর সঙ্গে টালাতে পাটু মুখুয্যে মশায়ের বাড়ীতে গিয়ে ২৷৹ ঘন্টা (চা৷৹পর্যন্ত) নোয়াখালি হিন্দু মুসলমান সমস্যা ও বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ নিয়ে সহজ বৈঠকী আলোচনা করলাম।

রাত্রে বীরেন সিংহের তোলা নোয়াখালির cinema দেখলাম। খানিকটা রঙীন, তার মধ্যে লাল রং চড়া হয়ে গেছে।

* * *

বিকালে টালায় শ্রী পাটু মুখুয্যের বাড়ীতে নোয়াখালি— বাংলা ও ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা এবং বাংলার বিভাগ নিয়ে ২।। ঘণ্টা বৈঠকী আলোচনা করলাম।

ইংরেজদের চক্রান্তের বিষয়ে না ভাবিয়ে নিজেদের কোন্ কোন্ গাফিলতির জন্য এমন ঘটলো, তাই বললাম। মুসলমান সমাজে মধ্যবিত্তের অভ্যুদয়, মুসলমান জনতার দারিদ্র্য প্রভৃতি আমরা কেমনভাবে দূর করতে পারতাম সেই কথা বললাম।

মনে হচ্ছে, গঠনকর্মের এই যুক্তি সকলের সামনে বেশি করে ধরতে হবে যে যারা আইন অমান্যের সংগ্রাম বা বিপদের মধ্যে নামবে না তারা অন্তত এইটুকু করুক— কম বিপদের মধ্যে পরিশ্রম করে নতুন সমাজ গড়ার চেষ্টা করুক। বিলাতে যুদ্ধের সময়ে যারা পিছনে ছিল তারা কলকারখানা চালিয়েছে, এখানেও তেমনি অহিংস সংগ্রামের পিছনে জনসাধারণকে গঠনকর্মের দ্বারা পিছনের defence বজায় রাখতে হবে।

কলিকাতা

7 JUNE 1947

Saturday

২৩শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার, সন ১৩৫৪

৭৩৮/০১৫
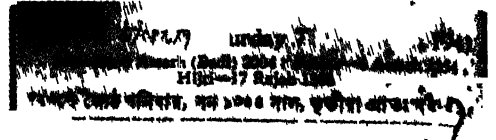
জালের দোলা Nilon ৩৸০
এর তৈরি

Harijan ৵০

আজ সারাদিন প্রুফের কাজ খুব জোর দিয়ে করেছি। দুপুরে প্রভাসের বাড়ীতে শ্রীগোপাল হালদারের সঙ্গে দেখা ও বঙ্গব্যবচ্ছেদ সম্বন্ধে কথাবার্তা হোলো। ওরা একসময়ে পাকিস্তানের দাবি স্বীকার করে নেওয়ার কথা বলেছিলেন। অগস্টে direct action সমর্থন করেছিলেন। আজ যা বলছেন, তার সঙ্গে বেশ মেলাতে পারছি না।

***

আজ দুপুরে শ্রীযুক্ত গোপাল হালদারের সঙ্গে আলোচনা হোলো। তাঁদের পার্টি আজ বঙ্গব্যবচ্ছেদ সম্বন্ধে যে মত বা বিধান দিচ্ছেন পূর্বের মতের সঙ্গে তাকে মেলাতে পারছি না। এ ধরণের ভাসা রাজনীতিতে স্থৈর্য নাই, ভাল লাগে না।

প্রভাসের ধারণা কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে আলাপ আলোচনা হলেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। প্রভাসের উদ্দেশ্য ভাল, কিন্তু কি করে যে হবে তা বোধ হয় ভেবেও দেখেনি।
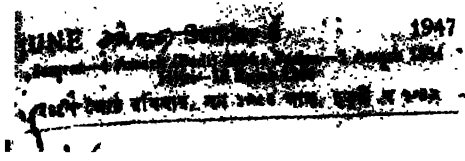
কলিকাতা

1947

8
JUNE
Sunday
২৪শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার, সন ১৩৫৪

৬৯৬/১৫

সকালে সরসী সরস্বতী ঘন্টা তিনেক ছিলেন। মন্দিরের ছবি দিয়ে মন্দিরের আসন সম্পর্কে ওঁর সঙ্গে আলোচনা করলাম।

বিকালে (সন্ধ্যায়) সজনী প্রভৃতির সঙ্গে শ্রী করুণাকণা গুপ্তের ওখানে AIWC-র কেন্দ্র দেখতে গেলাম। বড় ঐশ্বর্যের দিকে ঝোঁক মনে হোলো। গরীবের নিজের জীবনের মান বৃদ্ধি করতে পারে, এমন শিক্ষা দেওয়া হয় মনে হ'ল না। তারা রোজগার করবে, হয়ত ধনীর সংস্কৃতির ব্যর্থ অনুকরণের প্রয়াস করবে। এইটুকু মনে হ'ল। দরিদ্রের নিজের সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক। এমন চিন্তা আছে বলে মনে হোলো না। সংসারে বড়লোকেরই স্থান। তাদের ব্যবহারের জন্য শিল্পসম্পদ সৃষ্টি ক'রে গরিব রোজগার করবে। এমনই একটা ধারণা কাজ করে মনে হ'ল। গবর্মেন্ট মাসে ১৫০০ + ৪৫০ (বাড়ি ভাড়া) দিয়ে থাকে। সেই সম্পদ এঁদের মনের সহজ সংস্কারকে দৃঢ়তর করেছে। গরিবের দৃষ্টিকোণ থেকে এঁদের পক্ষে কিছু দেখা শক্ত।

9

JUNE
Monday
২৫শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার, সন ১৩৫৪

কলিকাতা

1947

Monday
5 Assarh (Badi) ... Hijri—19 ...
২৫শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার, সন ১৩৫৪ সাল, পঞ্চমী

৬৯৯/১৫
প্রাফ = প্রাফ

* * *

কালকের বক্তৃতায় একটা জিনিষ পরে নিজের কানে খারাপ লাগলো। monazite ও সুহরাবর্দী সাহেবের উল্লেখ করার সময় 'আমি' এসে গেছলো। আমি monazite sands নিয়ে কাজ করেছিলাম। সুহরাবর্দী সাহেবের সঙ্গে বন্ধুত্বের সময়ে কি দেখেছি, এই কথা এসে পড়েছিল।

এইভাবে সুযোগ পেলেই, নিজের কথাও একটু যুড়ে দিতে হবে? এ জিনিষ বাদ দিতেই হবে। বিষয়ের উপরে আরও একাগ্র হলে আমিত্বের গ্লানি কেটে যাবে।

JUNE Tuesday 10 1947
Hijri—20 Rajab

কলিকাতা

1947

10
JUNE
Tuesday
২৬শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার, সন ১৩৫৪

৬৯৬/১৫ প্রদফ = প্রদফ

11

JUNE

Wednesday

২৭শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, সন ১৩৫৪

কলিকাতা

1947

৬৯৮৶১৫ (Goods) গদি ও বাক্স ২।৶০

(Personal) বাদাম ও

কামানো ৮৶০

Tr. ।০

প্রুফ — ১৪-১৫ ফর্মা অর্ডার হয়েছে, ১৬ দ্বিতীয় প্রুফ।

রাত্রে টালাতে হীরেন বাবুর (Councillor এবং নামকরা তবলা বাজিয়ে) বাড়ীতে ২ঘন্টা (৮-২০ থেকে ১০-৩০ পর্যন্ত) বাংলা ব্যবচ্ছেদ, আমাদের কি কর্তব্য, এই নিয়ে আলোচনা হোলো। বৈঠকী ধরণ হলেও মাঝারি গোছের হোলো।

* * *

দু' তিনদিন Studies in Gandhism-এর প্রুফ দেখা নিয়েই ব্যস্ত রয়েছি। অন্য কোনো কাজই বিশেষ হচ্ছে না।

আজ রাত্রে টালাতে হীরু বাবুর বাড়ী দুঘণ্টা বাংলার বর্তমান অবস্থায় কর্তব্য কি, তাই নিয়ে আলোচনা হোলো। সভা ছোট হলেও ভাল হয়েছিল। স্বাধীনতা আমরা নিজের শক্তির জোরেই পাচ্ছি না। ইংরেজের দুর্বলতা এর জন্য অনেকাংশে দায়ী। অতএব স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে শক্ত ব্যয় করতে হয়নি, আজ তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য ও প্রস্ফুটিত করার জন্য সে পরিশ্রম করতেই হবে। হিন্দু-মুসলমান, বর্ণ-অবর্ণ, ধনী-নির্ধনের মধ্যে যে ভেদ রয়েছে, আমাদের সেই ভেদ নিরাকরণ করতে হবে। রাষ্ট্রশক্তি হাতে পেলে আইনের দ্বারা সব হয়ে যাবে, এমন ভাববার হেতু নেই। আমরা জাগ্রত থাকলে তবেই ভাল আইন করার সার্থকতা আছে। সেই দিকে মন দেওয়ার সময় হয়েছে।

হিংসার দ্বারা হিংসাকে পরাস্ত করা ইতিহাসে কোনোদিন সম্ভব হয়নি। অহিংসার পথ কঠিন মনে হলেও ঐ পথই আমাদের আশ্রয় করতে হবে; বাঁচবার আর অন্য কোনও পথ নাই।

কলিকাতা

1947

12

JUNE

Thursday

২৮শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৪

৬৬/০১৫

১৬ অর্ডার দিলাম। ১৭— 3rd proof,

১৮— first proof

বিকালে AIWCর বীটন রোতে কারখানা দেখলাম। সজনী, তারাশঙ্কর, দেবী, বর্ম্মীজ এর সঙ্গে। করুণাকণা গুপ্ত সব দেখালেন। ঐশ্বর্য দেখে ভাল লাগলো না।

সকালে সরসী সরস্বতীর সঙ্গে ঘন্টা ৩॥০ মন্দিরের ছবি ও negative নিয়ে নানা আলোচনা করলাম।

* * *

গান্ধীজী সুহরাবর্দী সাহেবকে যে প্রস্তাব দিয়েছেন দুপুরে ওসমান তার উত্তর নিয়ে এলেন। গান্ধীজীর সঙ্গে এক বাড়ীতে বাস করতে রাজি আছেন। কোথায় থাকা হবে সে বাড়ী নির্ধারণ করার ভার ওসমান ও আমার উপরে দিলেন। আমি ক্ষিতীশবাবুর নাম করলাম। ক্ষিতীশ বাবু, অরুণ দাশগুপ্ত ও ওসমান প্রভৃতি বেলেঘাটায় ১৫০ নম্বর বেলেঘাটা মেন রোডে হায়দারি ম্যাচ ফ্যাক্টরির একটা পোড়ো বাগান বাড়ি ঠিক করে এলেন।

আজ প্রার্থনা সভায় গান্ধীজী অত্যন্ত ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ ও বক্তৃতা দিলেন; ১৫ই আগষ্ট কেমনভাবে উৎসব পালন করতে হবে, ফরাসী ও পোর্তুগীজ ভারতের সম্বন্ধেও তিনি কাল নোআখালি না গিয়ে কি কারণে কলিকাতায় থেকে গেলেন, সে বিষয়ে বিশদ বৃত্তান্ত দিলেন।

রাত এগারটা নাগাদ প্রেসের ভদ্রলোকদের সঙ্গে বাড়ী ফিরলাম।

তারপর অতুল্য, রাধানাথ এবং মানিক দত্ত এলেন। কৃপালানি এলে পরে তাঁর কাছে মন্ত্রিত্ব নিয়ে সে সব কথা বার্তা হবে, গান্ধিজীকে কি জানানো উচিত এই নিয়ে আলোচনার পর অতুল্য বাড়ি ফিরলো।

সুভাষবাবুর ভিয়েনাতে শেন্‌কেল নামে একটি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ও ৪॥০ বছরের মেয়ের কথা লেখা প্যাটেলের পাঠানো একটি চিঠি গান্ধীজী পড়তে দিলেন।

এ পাতা ১২ অগাষ্টের। ভুল করে নিকুব এই পাতায় লিখেছেন। স.

13
JUNE

1947

কলিকাতা

Friday

২৯শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার, সন ১৩৫৪

৬৬৷৴•১৫

প্রূফ

Friday

(Badi)

Hijri—23

কলিকাতা

1947

14
JUNE
Saturday
৩০শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার, সন ১৩৫৪

৬৬।/•১৫ Tr. ৬/·১০

সকালে পঞ্চানন বসুর কাছে Congress Bulletin পেয়ে খুব সুবিধা হোলো।

প্রূফ দেখে বালিগঞ্জ গেলাম।

দুপুরে অতুল গুপ্ত মহাশয়ের বাড়ীতে কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘের মিটিং ছিল, সেটা সেরে ফিরলাম।

* * *

অতুল গুপ্ত মহাশয়ের বাড়িতে কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘেব মিটিং ছিল। কং-সা-স ভবিষ্যৎ ভারতের রূপ কেমন হবে। এবার সেই কথাই বলবেন। এই প্রসঙ্গে Industrialization এর ধারা নিয়ে আলোচনা হোলো। অতুলবাবুর তার্কিক মতের জন্য ভাল লাগলো না।

15

JUNE

Sunday

৩১শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার, সন ১৩৫৪

1947

৬৬৮/১৫ (Goods) Strap ১্

ও clip

বিকালে কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘে শ্রী যতীন দত্তের Partition of Bengal সম্পর্কে বক্তৃতা ছিল। তারপর একটি বক্তৃতা দিলাম। ওঁকে সমর্থন করে, কিন্তু অনেকখানি সংশোধন করে বললাম।

* * *

কংগ্রেস সাহিত্যসঙ্ঘে শ্রী যতীন্দ্রমোহন দত্তের বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ সম্পর্কে বক্তৃতা ছিল, তাতে পৌরহিত্য করলাম। ১৯৪১-এর আদমসুমারিতে কি ভুল আছে— হিন্দুর সংখ্যা অনুপাতে বাংলাদেশের কতখানি চাই, যুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য কোন্‌খান দিয়ে সীমারেখা টানলে সুবিধা হবে— তাই বললেন।

যুদ্ধের প্রসঙ্গ তুলে আমি global strategy-তে ভারতবর্ষ এবং সেই প্রসঙ্গে পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের বিষয়ে আলোচনা করলাম। ইংরেজ যদি পাকিস্তানে ঘাঁটি করতে চায়, তাকে কীভাবে পরাস্ত করা যেতে পারে বললাম। আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র (socialist economy) হলে পাকিস্তানের গরিব স্বতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবে। হিন্দু ও মুসলমান তখন মানুষ হিসাবে মিলবে, হিন্দুত্ব ও ইসলাম ভেদ সৃষ্টি না করে সংস্কৃতিগত ব্যাপার হয়ে থাকবে। উভয়ের শ্রীবৃদ্ধিতে মানুষের চিন্তাধন্যও সমৃদ্ধ হবে।

কলিকাতা

1947

16
JUNE
Monday

১লা আষাঢ় শনিবার, সন ১৩৫৪

৬৫৷৵১৫ (Tr.) মেনুর রিকশ ৸৴•

সকালে যতীন দত্ত (বরানগর) ও বিমল সিংহের বাড়ীতে গেলুম।

দুপুরে শরৎ বাবু খেতে এলেন না, কানু শুধু এসেছিল।

রাত্রে মেনুকে নিয়ে সজনীর বাড়ীতে বেড়াতে গেলুম।

* * *

Stella Kramrisch-এর বই Text অংশ শেষ হোলো। বড্ড কল্পনাপ্রবণ। মোটামুটি একটা খসড়া সমালোচনা করে ফেলেছি। যে phrase এলোমেলোভাবে মনে আসতে লাগলো, method of free association এ মনকে যেমন ঢিলে করে রাখতে হয়, সেইভাবে মনকে ঢিলে দিয়ে পর পর কতকগুলি phrase লিখে গেলাম। তারপর আস্তে আস্তে লেখা ও চিন্তা জমাট বেঁধে গেলো।

বেশি বড় লিখবো না, ছোটর ভিতরেই সমালোচনা শেষ করবো।

Diet সম্পর্কে বইখানা অল্প অল্প এগুচ্ছে।

Studies এর শেষাশেষি প্রায় পৌঁছে গেছে। ছাপা বোধ হয় আর সপ্তাহখানেকের মধ্যেই হয়ে যাবে। এর পর index, content, preface প্রভৃতি করে দিতে হবে।

কলিকাতা

17

JUNE

Tuesday

২রা আষাঢ় মঙ্গলবার, সন ১৩৫৪

1947

৬৪॥১৫ Personal ৶•

কামান ত দিন

সারাদিন প্রুফে গেল।

ক্রামরিশের বইএর Text অংশ আজ শেষ করে সমালোচনার একটা খসড়া তৈরি করলাম।

* * *

আজ Studies-এর text অংশের শেষ পর্যন্ত গেলি প্রুফ এসে গেল। ১৮ ফর্মা ছাপা হয়ে গেছে। ১৯ অর্ডার আজ দিলাম। ২০ অর্ডার কাল দেবো। ২১এর make-up কাল পাওয়া যাবে। ২২ এর make up পরশু নাগাদ পাবো। এই সপ্তাহেই text অংশ ছাপা শেষ হবে। তারপর index, contents, preface, title page ইত্যাদি যাবে। সবশুদ্ধ ২৩ ফর্মা দাঁড়াবে।

কলিকাতা

1947

18

JUNE

Wednesday

৩রা আষাঢ় বুধবার সন ১৩৫৪

৬৪।/•৫

Hooghly Bank ২৫০

Presents	মেনুর জন্য ফিতে	৵•
	রাঙামামীমাকে	২০
(goods)	ঘড়ি মেরামত	৬
(Books)	২ সেট কংগ্রেস হিস্ট্রি	৬৫৷৵•
	হরিজন পত্রিকার চাঁদা	৬
(clothes)	টুপি	১
(Stationery)	কালি	॥৶•
		৯৯৶•

৩১৪।/•৫

৯৯৶

২১৫৵৫

* * *

Studies -এর দাম কত করা যায় তাই নিয়ে আজ কে-পি-বসু-প্রিন্টিং ওয়ার্কসের মাষ্টার মশাই যতীন রায় মহাশয়ের সঙ্গে কথা হোলো। কাগজ ও ছাপা প্রতি কপি ২, বাঁধান ৪৮•, বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপনের folder ছাপানো ও ডাকে পাঠানোতে (১০০০) বই পিছু ১, তারপর 25% কমিশন, 25% রয়ালটি। ৭ ॥ দাম ধরলে সুবিধা হয়। এত বেশি দাম সইবে কিনা সন্দেহ। কাল নরেনের সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলতে হবে।

কলিকাতা

19
JUNE
Thursday
৪ঠা আষাঢ় বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৪

1947

২১৫৶৫	এক ভদ্রলোককে ২্
১৫৩।/০	বই ৪৶০
৫৮৮/৫	খ. কাগজ৶০
	May বাড়ীভাড়া ৫০্
	সংসার খরচ ১০০্
	১৫৬।/০

আজ studies এর 22 forma ও 23rd এর ২ পৃষ্ঠা make up করে দিয়েছেন। এই শেষ। এইবার index, contents ইত্যাদি করতে হবে।

নরেনের দোকানে পরামর্শ করে বই পিছু আমি ||০ royalty নেবো বললাম।

খরচ ছাপা ও কাগজ প্রতি কপি ২্

বাঁধান ৸০

advertisement (১০০০) ১বা ১।০× ৪্

বাইরের Book Seller's Commission $33\frac{1}{3}$ দিতে হবে

আজ হাবুর সম্বন্ধের জন্য অনিল সরকার এসেছিলেন। আবার রবিবার আসবেন।

* * *

নরেনের সঙ্গে বই-এর দাম সম্বন্ধে কথা বলে ৭||০ করা ঠিক হোলো, আমি বই পিছু ||০ করে নেবো। অর্থাৎ $\frac{1}{15} = 6\frac{2}{3}\%$ royalty ধরলাম।

আজ মে ও জুন মাসের আজ তারিখ পর্যন্ত হিসাব সব করে ফেললাম।

অনিল সরকার (রাঁচির) এখন Colombo University-তে দর্শনের অধ্যাপক। হাবুর সঙ্গে বোনের সম্বন্ধের জন্য এসেছিলেন।

কলিকাতা

1947

20

JUNE
Friday

৫ই আষাঢ় শুক্রবার, সন ১৩৫৪

৫৮৸৴৫ কস্তুরবা বিদ্যামন্দিরের খাওয়ানো ২৫৲
Tr. ।৫

অনুর জন্মদিন—{ ৫ই আষাঢ় ১৩২৪ / ২০এ জুন ১৯১৭ }

আজ সারা দুপুর বসে Studies এর 19-22 ফর্মা ধরে index করে ফেললাম। কাল টাইপ করবো।

দুপুরে একবার বেরিয়ে রমার কাছে অনুর জন্য 'নবীন ও প্রাচীন', 'স্বরাজ ও গান্ধীবাদ', Six sketches by Nandalal Bose ও রবীন্দ্রনাথের একখানা ছবি, গান্ধীজীর নোয়াখালি পরিক্রমার একটা cyclostyle করা ফর্দ এবং ২৫৲ রেখে এলাম।

অনু আমার নাম করে মেয়েদের ২৫৲ খাইয়েছে।

* * *

আজ Studies এর Index সবটুকু করে ফেললাম। ছাপ ৩৫৪ পৃষ্ঠা হলো। বাকি fly-leaf, title page, contents, Abbreviation নিয়ে আরও ১৪ পাতা করে পুরা ২৩ ফর্মা করা হবে।

কলিকাতা

21 JUNE 1947

Saturday

৬ই আষাঢ় শনিবার, সন ১৩৫৪

৩৩॥/• আম ও দাঁতন ১ ৻১০

Tr 1৬/৫

দুপুরে শ্রীসুরেন ঘোষের ফোন পেলাম যে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের সীমা নির্ধারণ করার জন্য (AICC) কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে কমিটি গঠিত হচ্ছে, আচার্য কৃপালানি তাতে আমাকে সম্পাদকের কাজ দিতে চান। সুচেতা দেবীর কাছে ওখানকার ব্যাপার শুনলাম, কৃষ্ণ বলেছে। উনিও দিল্লীতে শ্যামাপ্রসাদবাবু, সুরেন ঘোষ প্রভৃতিকে বলেন। শ্যামা-প্রসাদবাবু রাজি।

সন্ধ্যারাত্রে শ্যামাপ্রসাদ বাবুর সঙ্গে এই নিয়ে অনেকক্ষণ কথা হলো, তারপর গাড়ীতে বাড়ী ফিরলাম।

***

দুপুরের মধ্যে সব টাইপ করে ফেলেছি। খাবার সময়ে সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ মশাই ফোন করলেন। সেইমত ৫টায় ১০ সাবারবান রোডে আচার্য কৃপালানির কাছে গেলাম। তাঁর বিশেষ ইচ্ছা, AICC-র তরফ থেকে যে কমিটি নতুন বাঙলার সীমা নির্ধারণের জন্য স্থির হয়েছে, তার সম্পাদক আমাকে করেন। তবেই হিন্দু মহাসভা, বি-পি-সি-সি, মেজর এ.সি. চ্যাটার্জি ও ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের যে কমিটি হয়েছে, এই চারকে এক করে শুধু কংগ্রেসের নামে এক কমিটি হতে পারে। হয়ত অতুল গুপ্ত মহাশয় এই কমিটির সভাপতি হতে পারেন।

কৃপালানিজীর নিজের খুব ইচ্ছা, সুচেতাও একরকম জোরজার করে চার কমিটিকে এক করেছেন; বাধা বি-পি-সি-সির পক্ষ থেকেই বেশী হয়েছে। এই সব শুনে সুচেতা দেবীকে বললাম যে কাজ করবো।

সন্ধ্যায় শ্যামাপ্রসাদ বাবুর সঙ্গেও কথা হোলো। উনি হরিচরণ ঘোষকে নেওয়ার বিষয় আমাকে ভাবতে বলেছেন। একটু খারাপ লাগছে, একেবারে হিন্দু মহাসভার উৎসাহী হলেও, বাজে লোক। বড় করে কিছু দেখতে বা ভাবতে পারেন বলে মনে হয় না।

JUNE Sunday 22 1947

Samvat—4 Assarh (Sudi) 2004 : Faslee—19 Assarh 1354
Hijri—2 Shaaban 1366

কলিকাতা

1947

22

JUNE

Sunday

৭ই আষাঢ় রবিবার, সন ১৩৫৪

৩২৮/৫ Tr. ।১৫

সারাদিন অতুল গুপ্ত, শ্যামাপ্রসাদবাবু, প্রমথ ব্যানার্জি, সুরেন ঘোষ এঁদের নিয়ে বোঝাতে বোঝাতে সময় গেল। শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ২ বা ৬ জন করে দিয়ে Central Co-ordination Committee করার প্রস্তাব হয়েছে। ডক্টর ব্যানার্জি ইউনিভার্সিটি বা S.P. Chatterjeer নাম শুনলে খেপে যাচ্ছেন। দেখা যাক সামলে নিয়ে কি করা যায়।

* * *

New Bengal Association (Major General A. C. Chatterjee), Indian Association, B.P.C.C. ও Hindu Mahasabha— এই চার সমিতির সভ্য ও S. P. Chatterji কে নিয়ে কমিটির প্রস্তাব হ'লো। S.P.C.র বিরুদ্ধে ডঃ ব্যানার্জি দারুণ বিরাগ দেখলাম। প্রায় ছেলেমানুষী ব্যাপার করলেন।

মানুষ অপরের ভুলটা সহজে ধরতে পারে, নিজেরটা পারে না। যেমন যে পাহাড়ের চুড়ায় আছি। তার উঁচু নীচু দোষগুণ যত দেখতে পাই, অন্য পাহাড়ের গুলো আরও ভাল করে দেখা যায়। এও তেমনই—।

কলিকাতা

23 JUNE 1947

Monday

৮ই আষাঢ় সোমবার, সন ১৩৫৪

৩১৮/১০

কলম ৬০/০
Tr. ৷০/১৫
খঃ কাগজ ৶০

সকালে প্রমথ ব্যানার্জি মশাইকে নিয়ে South 1382, Mr. Lalwani (5 Judges Court Road) এ গিয়ে আচার্য কৃপালানি ওঁকে রাজি করালেন। শেষে আবার সুরেন ঘোষ ও প্রফুল্ল ঘোষ S.P. Chatterjee র ব্যাপারে আপত্তি জানালেন। সেইসব মিটিয়ে ঠিক air এ দিল্লী যাবার আগে আচার্য সই করে দিলেন। এইবারে কাজ বোধহয় সহজ হতে পারে।

* * *

গোলমাল, আপত্তি আজও চলছে। শেষ পর্যন্ত দুপুরের মধ্যে সুরেনবাবু, প্রফুল্ল ঘোষ সবাই রাজি হয়ে গেলেন। দুপুরে দিল্লী রওনা হওয়ার পূর্বমুহূর্তে আচার্য দুখানি বিবৃতি সই করে দিলেন।

দমদম পর্যন্ত গেলাম। সেখানে অনিল চন্দের সঙ্গে দেখা হ'লো। তিনিও দিল্লী যাচ্ছেন।

ফিরে আচার্যের বিবৃতি বি-পি-সি-সি থেকে টাইপ করিয়ে বালিগঞ্জ গেলাম। ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষের বাড়ীতে শ্যামাপ্রসাদবাবু, বঙ্কিমবাবু ও ডক্টর প্রমথ ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা হওয়ায় তাঁদের হাতে এক একখানা দিয়ে দিলাম।

Confidential For Office (20 copies) (5)

During my stay in Calcutta I have discussed with the President B.P.C.C., Dr. Syama Prasad Mookerjee, Major-General A.C.Chatterji and others about the immediate need for setting up a Central Co-ordination Committee which will take full responsibility for presenting our case before the Boundary Commission. Various organizations have set up their committees which are collecting valuable data and materials. These should be made available to the Central Co-ordinating Committee which will be representative of all concerned. After consultation with the President B.P.C.C. and other friends it has been decided that the Central Committee will consist of the following:-

Chairman - Sj. Atul Chandra Gupta

Members - Prof. S.M. Bose
Prof. Benoy Banerji
Sj. Samar Roy
Dr. Pramatha Nath Banerji
Sj. Bankim Mukherji
Rai Bahadur Chunilal Roy
Sj. Sanat Kumar Roychaudhuri
Prof. Haricharan Ghosh
Sj. Bhupendranath Lahiri
Sj. S.N.Modak
Rai Bahadur B.B.Mukherji
Dr. S.P.Chatterji

Secretary - Sj. Nirmal Kumar Bose

Now that this Co-ordiantion Committee has been appointed, I would request its members not to issue statements or join in public controversy over matters that are entrusted to this Committee. I am sure all materials in possession of different organizations would be made available to the Committee and that after full and free exchange of views a common and united front before the Commission will be ensured.

J.B.Kripalani

President,
Indian National Congress

23rd June, 1947 23.6.47

For Press,

During my stay in Calcutta I have discussed with the President, B.P.C.C., Dr. Syama Prasad Mookerjee, Major General A.C.Chatterjee and others about the immediate need for setting up a Central Co-ordination Committee which will take full responsibility for presenting our case before the Boundary Commission. Various organisations have set up their committees which are collecting valuable data and materials. These should be made available to the Central Co-ordinating Committee which will be representative of all concerned. After consultation with the President B.P.C.C. and other friends it has been decided that the Central Committee will consist of the following :-

Chairman - Sj. Atul Chandra Gupta.

Members -Prof. S.N.Bose
Prof. Binoy Banerjee
Sj. Samar Roy
Dr. Pramatha Nath Banerji
Sj. Bankim Mukherji
Rai Bahadur Chunilal Roy
Sj. Sanat Kumar Roychaudhuri
Prof. Haricharan Ghosh
Sj. Bhupendranath Lahiri
Sj. S.N.Modak
Rai Bahadur B.B.Mukherji
Dr. S.P.Chatterji

Secretary -Sj. Nirmal Kumar Bose

J.B.Kripalani
President,
23rd June, 1947 23.6.47 Indian National Congress

JUNE Tuesday 24 1947

Samvat—6 Asarh (Sudi) 2004 ; Fasler—21 Asarh 1354, Hijri—4 Shaban 1366

কলিকাতা

1947

24

JUNE

Tuesday

৯ই আষাঢ় মঙ্গলবার, সন ১৩৫৪

৩০॥/০১৫

খ: কাগজ ।০

কামানো /০

জুতা মেরামত ৵০

Tr. /০

আজ ক্রামরিশের বইএর সমালোচনা লিখে Modern Review এ দিয়ে গান্ধীজী সম্পর্কিত অনেক বই নিয়ে এলাম।

দুপুরে সমর রায় ও বিনয় ব্যানার্জির সঙ্গে অনেক কথা হলো। রাত্রে অতুল গুপ্ত মশায়ের সঙ্গে মিটিঙের বিষয়ে বললাম।

ধীরেনের বাড়ী খেয়ে অনাথের বাড়ীতে রাত্রে শুতে গেলাম। ধীরেনের জন্মদিন ছিল।

রুবি ও অরুণার কাছে গেছলাম। বাদল বেশ বড় হয়ে গেছে। অরুণাকে গান্ধীজীর একটু বাংলা লেখা ও স্বরাজ ও গান্ধীবাদ দিয়ে এলাম।

* * *

বালিগঞ্জে রাত্রে থেকে অতুল গুপ্ত মশায়ের সঙ্গে রবিবারে মিটিং করার কথা বললাম। সে মিটিঙে তাঁর ইচ্ছা কি নীতি অনুসারে বঙ্গব্যবচ্ছেদ হবে সেই বিষয়ে আলোচনা করা দরকার। প্রতি প্রতিষ্ঠান নিজের নীতি ও সে-অনুসারে কোন্‌খান দিয়ে সীমানা টানা হবে, যদি ঠিক করে আসেন, তাহলে ভাল হয়। যাঁরা Boundary Commission এর কাছে এই নিয়ে আলোচনা করবেন, সেই উকীলেরা এই কমিটিতে এখন থেকে থাকলে ভাল হয়, এই অতুলবাবুর মত।

রাত্রে ধীরেনের বাড়ী গান্ধীজীর উপনিধিবাদ সম্পর্কে আলোচনা করলাম।

কলিকাতা

25 JUNE 1947

Wednesday

১০ই আষাঢ় বুধবার, সন ১৩৫৪

২৯ ৸৵•১৫ — Tr. ৶•

পাখা ৶•

বুড়ু ও Mis ⁄১০

বোলপুরে মিটিং

সকালে মিঃ মোদক, বিজয় বাবু, রায়বাহাদুর চুনীলাল রায়, বিনয় ব্যানার্জি, ডক্টর প্রমথ ব্যানার্জির বাড়ী দেখা করে রবিবারের মিটিঙের বিষয়ে বলে এলাম।

মুসলিম লীগের সঙ্গে কোনও মীমাংসায় পৌঁছনো যায় কিনা তার বিষয় মোদক মশাই, বিজয়বাবুর সঙ্গে কথা বললাম। তারা বেশ ভালভাবে নিলেন। ডক্টর ব্যানার্জী খারাপ বলতে পারলেন না, কিন্তু Boundary Com. এর সামনে মীমাংসার দিকে ঝোঁক দিলেন। বিনয় বাবুর মত, এ বিষয়ে এখন বলা চলবে না।

দুপুরে Central Co-ordination Committee র কাগজপত্র গুছিয়ে ফেললাম।

এস. এন. মোদক মহাশয় ও বিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে বেশ ভাল লাগলো। মুসলিম লীগের সঙ্গে আপোষে একটা সীমানা স্থির করা যায় কিনা সে-বিষয়ে বললাম। দু'জনেই ভাল ভাবে নিলেন। চুণীবাবুর সঙ্গে দেখা হ'লো না। ডক্টর ব্যানার্জি খুব ভালভাবে নিলেন না। বিনয় ব্যানার্জির মত, এ বিষয়ে কথা তোলা এখন ঠিক হবে না।

NOTICE

The first meeting of the Central Co-ordination Committee (Bengal Boundary), appointed by the President of The Indian National Congress on the 23rd. instant, will be held on Sunday, June 29th, 1947 at 9.30 a.m. at No. 36, Wellington Street.

June 26th, 1947

N. K. Bose
Secretary.

(Agenda)

1. Evolution of a common plan of work for determining the Boundary-line.
2. Division of work among members of the Committee.
3. Discussion regarding (a) the inclusion in the Committee of the names of advocates who are likely to plead the case before the Boundary Commission; (b) formation of a sub-committee to instruct the lawyers in this connection.
4. Location of the office of the Committee, and arrangements for expenses.
5. Miscellaneous.

কলিকাতা

1947

26
JUNE
Thursday
১১ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৪

২৯।৬।৫

আজ সকালে সাইক্লে বরানগর গিয়ে প্র: সত্যেন বসুকে মিটিং-এর কথা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি যাবেন।

সন্ধ্যায় মিটিঙের নোটিস টাইপ করে ফেলেছি।

একটু সময় হয়ত পাওয়া যাবে। ভারতীয় সমাজের ইতিহাসের কথা আবার লিখতে আরম্ভ করবো।

ইউনিভার্সিটিতে কাল ছাতাটা ফেলে এসেছিলাম, আজ গিয়ে দেখি চুরি হয়ে গেছে।

***

সকালে অধ্যাপক সত্যেন বসুর কাছে বরানগরে গেলাম। তাঁর কথা, খানিক অনিচ্ছায় উপরোধে পড়ে তিনি বি-পি সি-সির কমিটিতে এসেছেন। কমিটির সীমা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু করার আছে বলে তাঁর মনে হয় না; হয়ত বাউন্ডারি কমিশনের সামনে আপত্তি জানানো ছাড়া বোধ হয় বিশেষ কিছু নাই।

কলিকাতা

27

JUNE

Friday

১২ই আষাঢ় শুক্রবার, সন ১৩৫৪

1947

২৯।৶৫ বুদ্ধু ।৶৹

৬৫৷৹ দু সেট History of the

৯৪৷৷৶৫ Congress, নমামা ও

অতুল্য ঘোষ দিলেন

সকালে শ্রী বিনয় ব্যানার্জীর বাড়ীতে ১২খানা নোটিশ বিতরণ করার জন্য দিয়ে এলাম। Studies এর ২১, ২২ ফর্মা ছাপা শেষ হয়ে গেছে। বাকি রইল ২৩, তাহলেই শেষ হয়ে যাবে।

* * *

সকালে রবিবার প্রথম মিটিঙের নোটিশ বিতরণের জন্য বিনয়বাবুর স্ত্রীর হাতে দিয়ে এলাম। দুপুর থেকে ইতিহাসের বইটার সম্বন্ধে আবার মন দিলাম।

ভেবে দেখছি বইটির ঐতিহাসিক অংশ ইতিহাস-রচনার কৌশল (method) সম্বন্ধে আলোচনা দিয়ে আরম্ভ করতে হবে। Economic ও Social History পুনর্গঠনের কৌশল সম্বন্ধে কিছু বলে তার পর বৈদিক আমল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতের সমাজগঠন ও আর্থিক ব্যবস্থার ইতিহাস লিখতে হবে।

কলিকাতা

1947

28

JUNE

Saturday

১৩ই আষাঢ় শনিবার, সন ১৩৫৪

৯৪।/•৫ Stationery ১।৶•

১ ডজন পেন্সিল (Co.or. Com.মিটিঙের জন্য)

আজ Leonard Woolleyর "Digging up the Past" ও Gordon Childe এর "What happened in History" উল্টে পালটে দেখছি। ঐতিহাসিক অংশের লেখার একটা কাঠামো মনে মনে ঠিক করে ফেলেছি।

শ্রীমতী সুধা সেনের নোয়াখালি ত্রিপুরার বিষয়ে লেখাটা আজ এসে পৌছালো। যতটুকু পড়লাম, খুব ধারালো হয়নি। সবটাই পড়ে দেখবো।

সুহৃৎ মিত্রদের বাড়ীতে আজ কামানো। কয়েকখানা ছবি লাইকায় তুললাম। অনেকদিন পর আজ আবার ক্যামেরা ধরেছি।

ইতিহাসের বইখানার দ্বিতীয়ভাগ এবার আরম্ভ করার জন্য Woolley Childe প্রভৃতি উলটে পালটে দেখছি।

ইতিহাসের মূল লক্ষ্য কি, বৈদিক সাহিত্য (কাব্য ইত্যাদি) প্রভৃতির ভিতর ঐতিহাসিক উপাদান কতটুকু পাওয়া যায় এই সব বিচার দিয়ে তার পরে বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্যকালে সমাজব্যবস্থার বিষয়ে বলবো। তারপর বৌদ্ধ কাল, মনুসংহিতা, বাৎস্যায়ন ও গুপ্ত সম্রাটদের যুগ। তারপর রত্নাবলী, মৃচ্ছকটিক প্রভৃতি ধরে একেবারে মুহম্মদ গজ্‌নির দস্যুবৃত্তির সময়ে পৌছাতে হবে।

মুসলমানী আমলের জন্য আইন-ই-আকবরী ছাড়া দু'একখানা ইতিহাসের বইও দেখতে হবে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সময় থেকে জাতিভেদ ও সমাজের ধনতন্ত্রের সম্পর্কে ভাল জিনিষ তো আছেই। Baden Powell, রমেশ দত্ত প্রভৃতির বই। প্রীতিকে এইবার air-mail -এ তার লেখাটা পাঠানোর জন্য লিখতে হবে।

কলিকাতা

29 JUNE 1947

Sunday
১৪ই আষাঢ় রবিবার, সন ১৩৫৪

৯২।৯/৫

আজ Central Co-ordination Com. র প্রথম অধিবেশন হ'লো। নানা আলোচনার পর ঠিক হ'লো প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান বঙ্গব্যবচ্ছেদ কি নীতি অনুসারে করতে চান সেইটে লিখে সেই অনুসারে সীমারেখা এঁকে আনবেন। মঙ্গলবার বসার কথা হ'লো। তাতে বড় তাড়াতাড়ি হবে বলে শেষে শনিবার ৫ই জুলাই দিন নির্ধারিত হয়েছে।

সুহৃৎ মিত্রদের বাড়ীতে আজ শ্রাদ্ধের কাজ শেষ হয়ে গেল। শচীন পাটনা থেকে এসেছে।

বিকালে পাইকপাড়ায় বিমল সিংহের সঙ্গে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ নিয়ে খানিক আলোচনা হ'লো।

* * *

আজ প্রথম মিটিং (বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ) বসলো। হিন্দু মহাসভা, ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন, নিউ বেঙ্গল এসোসিয়েশান ও বিপিসিসি কি নীতি অনুসরণ করে বিভাগ হওয়া উচিত তাই আলোচনা করলেন। বেশির ভাগ মত যত মানুষের অনুপাত জমিরও সেই অনুপাত পাওয়া চাই। পার্বত্য চট্টগ্রাম পশ্চিমবাঙলার সংলগ্ন নয় তাই তার সম্বন্ধে আমরা দাবি করবো না। তারা ভারতীয় ইউনিয়নে আসামের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে যাক, এই বলে ছেড়ে দেওয়া উচিত। অতুল বাবু জমির proportionate ভাগের পক্ষপাতী নয়। তিনি শেষে প্রস্তাব করলেন প্রতিষ্ঠানগুলি নিজের নিজের মূলনীতি আদ্যোপান্ত লিখে, সেই অনুসারে বিভাগ করে শনিবার ৮ ।।. টায় ম্যাপ নিয়ে আসুন। তখন সব মিলিয়ে আমরা একটা নীতি বিচার করে দাঁড় করিয়ে দেবো। আপিস ইউনিভার্সিটিতে হওয়াই ঠিক হ'লো।

কলিকাতা

1947

30
JUNE
Monday
১৫ই আষাঢ় সোমবার, সন ১৩৫৪

৯২।৵৫ Tr. ৶৫

খাওয়ানো ৮০

সুচেতা দেবীর সঙ্গে 24/1 Ballygunge Cir. Rd এ দেখা হ'লো। তাঁকে একজন Defence ও Economic Planning এর দক্ষ লোককে দিয়ে ব্যবচ্ছেদ রেখার বিচার করাতে বললাম। আচার্য কৃপালানি যেন অতুলবাবুকে এ বিষয় লেখেন।

প্রিয়দার বাড়ীতে মুর্শিদাবাদ ও দিনাজপুরের কয়েকজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা হ'লো।

দুপুরে ইউনিভার্সিটিতে ঘর ঠিক করার জন্য গেলাম। বৃহস্পতিবার পাওয়া যাবে।

* * *

সকালে সুচেতা দেবীর কাছে ২৪/১ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে গেলাম। কো-অর্ডিনেশন কমিটির কাজ কি রকম হচ্ছে তা বললাম। তারপর উপর থেকে একজন Defence ও একজন Economic Planning সম্বন্ধে পরামর্শ দেবার লোকের কথা বললাম। আচার্য যেন অতুলবাবুকে এ বিষয়ে লেখেন।

ধীরেনের বাড়ী প্রফুল্ল সেনকে বললাম, গান্ধীজীর গ্রাম্য-স্বরাজ তো বহুদূর সরে যাচ্ছে, নতুন গবর্মেন্ট হলে স্বরাজ যে কাছে এলো তা তো মনে হচ্ছে না। প্রফুল্লর মত যে আগে গান্ধীজী মাটির উপরে দাঁড়িয়ে জনসমাজকে বাণী শোনাচ্ছিলেন, এবার তাঁকে আমরা কুয়োতে ডুবিয়েছি; সেইখান থেকে বলছেন।

ধীরেনের নামে কৃপালানিজীর কাছে অনেকে যা' তা' বলেছে। তার ইচ্ছে আমি সুচেতা দেবীকে এবিষয়ে বলি।

কলেজে ঘর পাওয়া যাবে বৃহস্পতিবার ৩রা জুলাই। তারপর কাজ ঠিক মত চলবে।

কলিকাতা

1 JULY Tuesday 1947

১৬ই আষাঢ় মঙ্গলবার, সন ১৩৫৪

৯১॥৶• Applied Secretarial Practice ৩৷৶•

সকালে সুহৃদ সিংহের বাড়ীতে একখানা বই (কশারকের বিবরণ) দিয়ে এলুম। Studies এর শেষ ফর্মা ছাপতে দিলুম। নরেনকে মলাট বাঁধানোর কাপড় পছন্দ করে দিলুম।

দুপুরে হিমাংশুদের বাড়ীতে নিয়মভঙ্গের দরুণ নিমন্ত্রণ ছিল।

সন্ধ্যায় নেমিচাঁদ জৈনের বাড়ীতে বেড়াতে গেলুম।

Tuesday 1 1947

—13 Assarh (Sudi) 2004 : Faslee—28 Assarh 1354
Hijri—11 Shaaban 1366

"Half Yearly closing of Banks' a/c"

* * *

আজ সকালে ৫ই তারিখের মিটিঙের জন্য নোটিস টাইপ করলুম। লেখপড়ার কাজ বিশেষ এগুচ্ছে না। Boundary Commision-এর যা terms of reference বেরিয়েছে, তাতে বলা হয়েছে ১৫ই অগষ্টের মধ্যে বাঙলা ব্যবচ্ছেদের কাজ শেষ করে ফেলতে হবে; অতএব কাজ এক দিক থেকে হালকা হয়ে যাবে।

JULY কলিকাতা Wednesday 2 · 1947
Samvat—14 Asarh (Sudi) 2004 : Faslee—29 Asarh 1354,
Hijri—12 Shaaban 1366
১৭ই আষাঢ় বুধবার, সন ১৩৫৪ সাল, চতুর্দ্দশী ঘ ১-২৯

কলিকাতা

1947

2
JULY
Wednesday
১৭ই আষাঢ় বুধবার, সন ১৩৫৪

Tr. ৻১৫
খাওয়া ১
Harijan ৬
mo + Post ৶১০
৭।৶০৫
৶০?

সকালে প্রভাস ঘোষ এসেছিল। প্রিয়দা ফোন করলেন যে অতুলবাবু কালই ওঁর বাড়ীতে জরুরি মিটিং তলব করেছেন।

ইউনিভার্সিটিতে দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিঙে একটা ঘর পাওয়া গেছে। Dr. Kramrisch সমালোচনা পড়ে একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। জায়গায় জায়গায় সংশোধন করে দিতে হবে।

সুরেশ মজুমদার মহাশয়ের ওখানে গিয়ে HS ও আনন্দবাজারের সম্পাদকদের সঙ্গে Gen. Boundary Co-ordination Committee-র কর্মপদ্ধতির বিষয়ে খানিক আলোচনা হ'লো।

* * *

আজ University-তে ঘরটা পাওয়া গেছে। আনন্দবাজার, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের সম্পাদকের সঙ্গে Central Co-ordination Commiltee-র কাজ নিয়ে খানিক আলোচনা হ'লো। Press conference ডেকে এ বিষয়ে সকলকে বুঝিয়ে বলার জন্য সুরেশবাবু বললেন। কাল অতুলবাবুর সঙ্গে এই নিয়ে কথাবার্তা বলবো।

কালকাতা

3 JULY 1947

Thursday

১৮ আষাঢ় বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৪

৮০॥৶১৫ Tr. ৎ১৫

সকালে ক্রামরিশের সমালোচনা পুনরায় লিখে Modern Reviewএ দিয়ে এলাম।

বিকাল ৪টে-তে অতুল গুপ্ত মহাশয়ের বাড়ীতে মিটিং হ'লো। অনেক গণ্ডগোলের পর মোটামুটি একটা মত স্থির হ'লো।

রাত্রে প্রিয়দার বাড়ীতে খেয়ে শুলাম।

বিকালে অতুল গুপ্ত মহাশয়ের বাড়ীতে সেন্ট্রাল কো-অর্ডিনেশন কমিটির মিটিং হ'লো। বহু চিৎকার ও অনিয়ন্ত্রিত বাক্যালাপের পরে মোটামুটি বঙ্গবিভাগ সম্পর্কে একটা মত খাড়া হ'লো।

The President's Circular has been circulated to the members on the dates noted against their names.

Dr. Pramathanath Banerjea...23rd..N.K.B.
Sj. Bankim Chandra Mukherji .... 23rd...N.K.B.
Prof. Haricharan Ghosh ... 23rd...through S.P.Mookerjee
Sj. Bhupendra Chandra Lahiri..23rd.. do.
Sj. Sanat Kumar Roy Chowdhuri..23rd... do.
Rai Bahadur Chunilal Roy...25th....N,K.B.
Sj. S.N.Modak...25th...N.K.B.
Rai Bahadur Bijoy Bihari Mukherji..25th..N.K.B.
Sj. Atul Chandra Gupta..23rd..N.K.B.
Dr. S.P.Chatterji...24th...N.K.B.
Prof.B.N.Banerji...24th..N.K.B.
Sj. Samarendranath Roy..24th...N.K.B.
Prof. S.N.Bose..26th...N.K.B.

NOTICE

The second meeting of the Central Co-ordination Committee (Bengal Boundary), appointed by the President of the Indian National Congress, will be held at ~~6.30~~ 4 p.m. on Saturday, the 5th July, 1947 at the Office of the Committee in the Darbhanga Building Calcutta University.

1st July, 1947

N. K. Bose
Secretary

(Agenda)

1. Consideration of the schemes of partition and the principles of those partitions formed by the different Committees, with a view to framing of one set of principles and one scheme of partition, either one or alternative schemes.
2. Miscellaneous.

JULY Friday 4 1947

Samvat—1 Sawun (Badi) 2004 : Faslee—1 Sawun 1354
Hijri—14 Shaaban 1366

"Suberal"

কলিকাতা

1947

4
JULY
Friday
১৯শে আষাঢ় শুক্রবার, সন ১৩৫৪

Typewriter মেরামত ১৫

Tr. /১৫

সকালে প্রফুল্ল ঘোষ, সুচেতা দেবী, টুনু, পারু-অপু, রমাদের বাড়ীতে গেলাম। দুপুরে বঙ্কিমের ওখানে খেলাম। নৃপেনের সঙ্গে দেখা হ'লো। ইউনিভার্সিটিতে বসে আবার অতুল গুপ্ত মশায়ের ডাকে আবার বালিগঞ্জে গেলাম। তারপর সুচেতা দেবী, সেখান থেকে বিনয় ব্যানার্জির সঙ্গে ট্যাক্সিতে বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে নেমে হেঁটে বাড়ী ফিরলাম।

* * *

সকালে বালিগঞ্জ পাড়ায় অনেকের সঙ্গে দেখা করলাম। দুপুরে নৃপেনের ওখানে খেয়ে ইউনিভার্সিটিতে এসে আবার অতুলবাবুর বাড়ী যেতে হ'লো। উনি আজই Case লিখে ফেলছেন। কাল আবার সকাল থেকেই আসতে হবে।

কলিকাতা

5 JULY 1947

Saturday

২০শে আষাঢ় শনিবার, সন ১৩৫৪

৬৫৷৴৹৫ খাওয়া ৮৹

Tr. ৷৴৹১০

সকালে সুরেন ঘোষ মশায়ের সঙ্গে দেখা করে অতুলবাবুর বাড়ী গেলাম। তিনি কাল সকালে মিটিং ডেকেছেন।

খাওয়ার অসুবিধা হ'লো। খাদিমণ্ডলে এসে এক পোয়া দই ও একটা ফজলী আম খেলাম।

আপিসে রংপুর, নদীয়ার অনেকে এসেছিলেন। রংপুরের অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষও এসেছিলেন।

JULY Saturday 5 1947

Samvat—2 Swaun (Badi) 2004 : Faslee—2 Sawun 1351

Hijri—15 Shaaban 1366

২০শে আষাঢ় শনিবার, সন ১৩৫৪ সাল, দ্বিতীয়া

* * *

আজ সকালে অতুলবাবুর বাড়ী গেছলাম। দুপুরে আপিসে রংপুর নদীয়ার অনেকে এসেছিলেন।

কয়েকজন বেশ খেটে বিভিন্ন scheme করে এনেছিলেন। B.A. Ry [Bengal Assam Railway] র কিরকম প্রয়োজন। সেই বিষয়ে কিছু বলবার জন্য শ্রীযুক্ত অমিয় বসু এসেছিলেন। লালমনির হাট রাখার বেশ যুক্তিসঙ্গত কারণ দিলেন।

রংপুরের অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ এসেছিলেন। তাঁর মত যমুনা ব্রহ্মপুত্রকে সীমা করে সবটা চাওয়া উচিত। সাভারকারের মত যে Politics must be Hinduised and Hindus militarized সমর্থন করে মত দিলেন।

বহু লোক এ বিষয়ে ভাবছেন দেখা যাচ্ছে, এবং অনেকে বেশ যেত্ন করে খেটেছেনও দেখছি।

JULY Sunday 6 1947
Samvat—3 Sawun (Badi) 2004 : Faslee—3 Sawun 1354
Hijri—16 Shaaban 1366
২১শে আষাঢ় রবিবার, সন ১৩৫৪ সাল, তৃতীয়া রা.

কলিকাতা

1947

6
JULY
Sunday
২১শে আষাঢ় রবিবার, সন ১৩৫৪

৬৪৮/১৫ Tr. ২৸৶০

সকালে taxi করে কানুর বাড়ীতে map ও census report নিয়ে 36. Wellington St. এ ন-টার সময়ে মিটিঙে পৌঁছলাম। ১১৷৹ পর্যন্ত মিটিং হ'লো। অতুলবাবু তিনটি plan এর ফলাফল অঙ্কেতে কি দাঁড়ায় তাই পড়লেন। আমি বালিগঞ্জ চলে গেলাম। ডাঃ ঘোষ, সুরেন বাবু ও রাত্রে সুচেতা দেবীর সঙ্গে দেখা করে ৯টা বেজে গেল। প্রিয়দার বাড়ীতে শুয়ে রইলাম।

* * *

অতুলবাবু সকাল ৯-১১৷. টার মিটিঙে তিনটি Sheme এর ফলাফল পড়লেন। নির্মল চ্যাটার্জি, সত্যেন মোদক প্রভৃতি সকলে তাঁকে অনুরোধ করলেন যেন উনি আবার বিবেচনা করে দেখেন তিনটে প্ল্যানের কথা একসঙ্গে দেওয়া উচিত কিনা।

আমার মনে অতুল বাবুর যুক্তি ধরেছে। রাত্রে প্রিয়দার বাড়ী রইলাম।

কলিকাতা

7

JULY

Monday

২২শে আষাঢ় সোমবার, সন ১৩৫৪

1947

৬১।১৫ Tr. ১।৴০

Postage ১৲

খাওয়ানো ২।০

সকালে সুরেন ঘোষ, প্রফুল্ল ঘোষ ও ধীরেনের সঙ্গে দেখা করে তারক দাস ও ক্ষিতীশ চাটুয্যের (9 Lovelock Place) সঙ্গে দেখা করলাম। ক্ষিতীশবাবুকে ছাপা (ময়ূরভঞ্জের) বিষয়ে বলে এলাম। ২-৪ ইউনিভার্সিটিতে Co-ordination Committeeর আপিসে বসলাম। ৪টের সময়ে ট্যাক্সি করে 36 Wellington St. সেখানে ৬া০ পর্যন্ত আবার মিটিং হ'লো। বালিগঞ্জ গেলাম। সন্ধ্যায় Horace Alexander ও যতীন তালুকদারের সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর বাড়ীতে দেখা ও কথা হলো। রাত্রে ধীরেন মুখার্জির বাড়ীতে শুলাম।

রাত্রে প্রীতিদের বাড়ী গিয়ে ওর ঠিকানাটা নিয়ে এসেছি।

* * *

বিকালে আবার মিটিং। স্থির হ'লো কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অতুলবাবু পৃথক Case দেবেন। দেখা যাক্ আর কোনও উপায়ে একটাই Case দেওয়া চলে কিনা। শ্যামাপ্রসাদবাবুর সঙ্গে আলোচনা করে, রেণুকা রায়কে ধরে সত্যেন বসুর মারফত অতুলবাবুকে কিছু রাজি করানো যায় কিনা দেখা যাক।

যাঁরা পৃথক হলেন তাঁরা সংখ্যায় দশ:— চুনীবাবু, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর চাটুয্যে, ডক্টর প্রমথ ব্যানার্জি, বঙ্কিমবাবু, সনৎবাবু, সত্যেন মোদক, হরিচরণ ঘোষ, বিজয়বিহারী মুখার্জি, ভূপেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী।

বিপক্ষে— বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রশান্তবিহারী মুখার্জী ভোট দেন। সমরবাবু ও সত্যেন বসু কাজে ব্যস্ত থাকায় আসেননি।

7. 7. 1947.

The 7th July 194[illegible]

We consider that the following points are essential for acceptance by the Co-or. Com.

1. That not more than one plan or scheme embodying our demand be placed before the Commission

2. Alternative or additional plans will be prepared to be placed before the Commission in future as the occasion may demand. In all such plans no portion of 24 Perganahs should be excluded as the whole of this non-Muslim majority district is essential for defence and economic life of the city of Calcutta and the industrial area round Calcutta. Similarly as regards Khulna, no portion of the dist should be excluded except Thanas of Mor and Sarankhola. Regarding other districts & essential parts thereof the Co-ordination Committee will carefully examine their inclusion before final decision is made.

3. There should be no commitment at this stage that Chittagong Hill Tracts shall not form a part of West Bengal.

4. "Other Factors" shall include inter alia
(i) Defence and strategic considerations, including the security of Calcutta.
(ii) The population ratio between the Moslem and non-Moslem communities.
(iii) Possibility of transference of population
(iv) Communications.
(v) Economic and Geographical consideration

Yours Sincerely

(Sd) P. N Banerjea
B. C. Mukherji
SK. Ray Chowdhury
S N Modak.
S. P. Chatterji
N. C. Chatterji
Chunilal Roy.
H Ghosh
Bijay bihari
Bhupendranath. Lahiri

To
The Chairman,
Co-ordination Committee
Calcutta.

Formally moved by Dr P N Banerjea
(10) favour — Signatories.
(2) against — P.B..
2 absent Samar babu + Satyen babu

JULY Tuesday 8 1947
Sambat—5 Sawun (Badi) 2004 : Faslee—5 Sawun 1354
Hijri—18 Shaaban 1366

কলিকাতা

1947

8
JULY
Tuesday

২৩শে আষাঢ় মঙ্গলবার, সন ১৩৫৪

৫৬॥৶১৫ | বই বাঁধান ৩৸৹
খবরের কাগজ ৶৹
Tr. ৷৶১০

ভোরে সুচেতা দেবী মারফত একখানা চিঠি আচার্য কৃপালানি দিল্লীতে পাঠিয়ে সুরেন ঘোষ ও প্রফুল্ল ঘোষের সঙ্গে কথা বলে এলাম। ধীরেনের গাড়ীতে সুরেশ মজুমদারের বাড়ীতে এসে খানিক আলোচনা হ'লো। সুরেশ বাবুর গাড়ীতে শ্যামাপ্রসাদ বাবুর বাড়ী গিয়ে আলোচনা হ'লো; তারপর রেণুকা রায়কে বললাম তিনি যেন সত্যেন বসুকে ধরে বা শ্রী চন্দ্রশেখর সেনকে ধরে অতুলবাবুর উপরে কিছু চাপ দেন। যদি এখনও একটা caseই পাঠানো যায়।

***

সুচেতা দেবীর মারফত আচার্য কৃপালানিকে চিঠি দিলাম। কো-অর্ডিনেশন কমিটি তিনি যেন বাতিল করে দেন। বিষয়টা অত্যন্ত খারাপ লাগছে। যে যে বিষয়ে মতভেদ হয়েছে, কি করে মেটানো যায় তাই ভাবছি। অতুলবাবু যাদের উপরে বিশ্বাস রাখেন এমন ধারা লোককে দিয়ে ওঁকে যদি আর একটু নরম করা যায় তাহলে হতে পারে। ভদ্রলোক পাঁচজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে ব্যবহার কেমন করে করতে হয় জানেন না। পাণ্ডিত্যের অভিমানে শুষ্ক হয়ে গেছেন, বিদ্যার কাগজ যেন সব সময়ে খড়খড় করে উঠছে।

দেখা যাক কোনোরকমে যেন এখনও একটা কেস দাখিল করা যায়।

কলিকাতা

9
JULY
Wednesday
২৪শে আষাঢ় বুধবার, সন ১৩৫৪

1947

(১২ তারিখ এরোপ্লেনে পেন্সিলে লেখা। কলমের কালি বেরিয়ে পড়েছে)

৫২।৫ খবরের কাগজ ৶০

সারাদিনই গোলমেলে আলাপ আলোচনায় গেল। আমি কিছু বলতে চাইছি না। অতুল বাবু, সত্যেন বাবুর (অভিমান) ও (ব্যবহার) tactlessness এইবার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপরকে অকারণে আঘাত করছেন বলে তাঁদের সঙ্গে এক হওয়া কঠিন হচ্ছে। হয়ত অপরের মতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে চললে এবং মানীর মান নষ্ট না করে চললে ওঁদের মত অপরের পক্ষে মানায় এতো বাঁধা হতো না।

আজ Boundary Commission আলিপুরে বসলো। Co-ordination Committee মাঠে মারা গেল। রাত্রে সকলে মিলে অতুলবাবুকে অনুরোধ করলেন, যদি এখনও একটা Case যায়। হলো না।

* * *

আজ বাউন্ডারি কমিশনের কাজ দুপুরে আরম্ভ হ'লো। কেশব বসু গাড়ীতে সময়মত আলিপুরে বেলভেডিয়ারে পৌঁছে দিলেন। সেখানে অতুলবাবু কো-অর্ডিনেশন কমিটির কথা উল্লেখ না করে শুধু কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাঁড়াচ্ছেন বললেন। নির্মল চাটুয্যে মহাশয় কো-অর্ডিনেশন কমিটি, হিন্দু মহাসভা ও ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে দাঁড়াচ্ছেন বললেন। ব্যাপারটা বড় বেমানান দেখালো। কিভাবে কাজকর্ম হবে, জজ সাহেবেরা আজ তাই নিয়ে বিচার করে একটা কর্মপদ্ধতি ঠিক করলেন।

ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE
6 Jantar Mantar Road
New Delhi

9 July 47

My dear Nirmal Babu

I had your letter through Sucheta Devi. I am sending you herewith a copy of the letter I have addressed to Atul Babu. That contains my views about the matter of your Committee. I think the dissolution of the Committee will have a bad effect upon the public at this stage. The public will imagine all sorts of things. It is best to avoid the impression that even in tragic situations we are divided. If Atul Babu cannot convince his colleagues he can, if the Bengal P.C.C. executive so desires, present the Congress case separately. But I see no connection with separate presentation and the dissolution of the Committee which was meant also for collecting and coordinating facts. I hope you will appreciate my point of view.

Hope you are doing well. With blessings

Yours sincerely,

J. B. Kripalani

Received on the 14th of July 1947 after return from Delhi.

Prof. Nirmal Bose,
Geography Department,
Calcutta University,
Calcutta.

Received a telephonic message from Acharya Kripalani from Delhi this day (9th July, Wednesday) at 8-45 a.m. to lodge case on behalf of the Congress as made ready. But he thinks that there is no necessity of dissolving the Co-ordination Committee

(Sd) Atul chandra Gupta
9/7/47.

1947

10
JULY
Thursday
২৫শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৪

৫২৬/৫ Science & Culture বই ১
1941, November

নদীর বিষয় নিয়ে আলোচনা হ'লো। অতুলবাবু ও সত্যেন বসু দুজনে মিলে শুধু জলঙ্গী নদী নেবেন ও মাথাভাঙ্গা নেবেন না ধার্য করেছেন। কানুকে এনে ওঁদের যুক্তি দিতে মাথাভাঙ্গাও নিলেন। সারাদিন Jeep এ ঘুরে নদী সংক্রান্ত বইপত্র সংগ্রহ করলাম। তার মধ্যে অতুল বাবু Wilcooks খানা পড়বেন বলে রেখে এসেছি। সন্ধ্যায় অরুণার ওখানে আম, সরবৎ খেয়ে রাত্রে আর খেলাম না। প্রিয়দার বাড়ীতে শুলাম।

* * *

হাতে সাতদিন সময় পাওয়া গেছে বলে অতুলবাবু Plan I-কে একটু অদল বদল করছেন। অনেক মুসলমান Contiguous area নিতে হয়েছে বলে মাথাভাঙা ছাড়তে চান, শুধু জলঙ্গী রাখবেন। অথচ জলঙ্গী-মাথাভাঙ্গা একত্র না নিলে বহু অসুবিধা আছে। আজ সত্যেন বসু মহাশয়ের জীপখানা নিয়ে ঘুরে ঘুরে নদী সংক্রান্ত যাবতীয় বই একত্র করে ফেললাম। কাননকে এনে সত্যেনবাবুর সঙ্গে খানিক আলোচনা করাতে তাঁর বিশ্বাস হ'লো মাথাভাঙ্গা ছাড়া চলবে না।

গোদাগাড়ী, লালমনিরহাটের বিষয়েও বললাম কিন্তু পাত্তা পাওয়া গেল না।

কো-অর্ডিনেশন কমিটি যখন নাই, সংখ্যাগুরু দল থেকে অতুলবাবু সরে এসেছেন, তখন তাঁর সঙ্গে কাজ করায় আমার বাধা আছে। ভাবছি সকলের কাছে গিয়ে আমার এখন কি কর্তব্য জেনে নেবো।

11

JULY

Friday

২৬শে আষাঢ় শুক্রবার, সন ১৩৫৪

কলিকাতা

1947

JULY Friday 11 1947

Samvat—3 Sawun (Badi) 2004 Fuslee—8 Sawun 1354

Hijri—21 Shaaban 1366

২৬শে আষাঢ় শুক্রবার, সন ১৩৫৪ সাল, অষ্টমী রা.

৫১৵ ৫

সকালে দিল্লি থেকে কৃপালানিজী প্রফুল্ল বাবুকে ফোন করলেন যেন আমি অতুলবাবুর memorandum ও কমিটির সভ্যদের আপত্তি নিয়ে দিল্লী আসি। সারা সকাল চুনীবাবু, সত্যেন মোদক, শ্যামাপ্রসাদবাবুর সঙ্গে কথা বলে একটা মিটিং (Co-or.Com) করা স্থির হ'লো। সমস্ত দিন এন.সি. চ্যাটার্জির বাড়ী বসে memorandum type করানোর পর ফিরে রাত্রে ধীরেনের বাড়ীতে রইলাম। কাল সকাল ৭৷৷৹ টায় মিটিং।

ধীরেন ব্যাঙ্কের টাকায় Viking plane INA তে ২৮৫৲ return কিনে এনেছে। একটা Corona Sterling এর case ও আমার জন্য কোম্পানির কাছে complimentary আদায় করেছে।

ভোরে উঠে ডক্টর ঘোষের সঙ্গে আলোচনা করতে গেলাম। আচার্যের ফোন এলো। আচার্য কাগজপত্র নিয়ে আমাকে দিল্লী পাঠিয়ে দিতে বললেন।

অতুল বাবুর memo কমিটির দশজন, পড়ে কি মত দেন তাও নিয়ে যেতে হবে। আজ সারাদিন নির্মল চাটুয্যে মশায়ের বাড়ীতে টাইপ করে মেমোরন্ডম মোটামুটি দাঁড়ালো।

অতুল বাবু এই ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হয়েছেন। বিনয়বাবুর অধিকার ছিল না আমাকে দেবার এইরকম মত নাকি দিয়েছেন। সত্যেনবাবু আমাকে যথেষ্ট কটুকথা বললেন।

JULY Saturday 12 1947

Samvat—9 Sawun (Badi) 2004 : Faslee—9 Sawun 1354
Hijri—22 Shaaban 1366

২৭শে আষাঢ় শনিবার, সন ১৩৫৪ সাল, নবমী রা ৯ ১০-৪২

৫১৮৫

1947

12
JULY
Saturday
২৭শে আষাঢ় শনিবার, সন ১৩৫৪

৫১✓৫ টাঙ্গা ৮০
খবরের কাগজ ✓

আজ ৭.৩০এ যোগেশ সেন মশায়ের বাড়ীতে মিটিং হ'লো। NCC, SPM বললেন প্রথম plan যদি সংশোধন করে দেওয়া হয় তা হলে তাঁরা অতুলবাবুর সমগ্র মেমোরণ্ডম দেওয়াতেও আপত্তি করবেন না। আমি প্রস্তাব করলাম, General Staff এর কোনো expert কে নিয়ে 1st plan পরিবর্তন করিয়ে নিলে চলবে। ওঁরা রাজি হয়েছে। ওরকম বার্তা উপর থেকে এলে অতুলবাবুরও আপত্তি থাকবে না। "Jhelum" নামে Viking plane-এ 2.17 P.m. দিল্লী রওনা হলাম।

রাত্রে কৃপালানির ওখানে যেতেই খবর দিতে সর্দার প্যাটেলের বাড়ীতে রাজেন বাবু, রাজাজী, কৃপালানিজী ও প্যাটেলের কাছে সব case present করলাম, মুখে। তাঁরা নির্দেশ দিলেন। বাড়ি ফিরে লক্ষ্মীকান্তবাবু, প্রফুল্ল বাড়ুয্যে, সুরেশ মজুমদারদের সঙ্গে ১২ পর্যন্ত চললো।

আজ সকালে যোগেশ সেন মহাশয়ের বাড়ীতে মিটিঙে মেমোরাণ্ডাম বিষয়ে নির্মল চাটুয্যে মহাশয়দের সমালোচনা আলোচিত হ'লো। সেই সব কাগজপত্র নিয়ে বেলা পৌনে ২টাতে এরোপ্লেনে দিল্লী চললাম। অতুলবাবু বিনয়বাবুর হাতে শীলমোহর করা খামে ওঁর ম্যাপ, মেমোরণ্ডম প্রভৃতি দিয়েছেন। দিল্লী পৌছানোর পরেই সর্দার প্যাটেলের বাড়ীতে ডাক পড়লো। ৯টায় মধ্যে সব নির্দেশ পেয়ে গেলাম। AICC আপিসে এসে ১২টা পর্যন্ত সুরেশ মজুমদার, লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র, হরেন মজুমদার ও প্রফুল্ল বাঁড়ুয্যের সঙ্গে আলোচনা হলো। Major-General A.C. Chatterjeও ছিলেন। আচার্য আমার অনুরোধে অতুলবাবুকে লিখলেন, যদি 'Case is not prejudiced otherwise' তবে যেন ঐক্যের খাতিরে অতুলবাবু Plan I এ যশোরে-খুলনা লাইন যে কটি থানা দিয়ে গেছে, সেগুলি ও ঐ জেলার দক্ষিণ অংশ দাবি করেন।

অতুলবাবু করবেন বলে মনে হচ্ছে না।

কলিকাতা

13

JULY

Sunday

২৮শে আষাঢ় রবিবার, সন ১৩৫৪

1947

JULY Sunday 13 1947

Samvat—10 Sawun (Badi) 2004 : Faslee—10 Sawun 1354

Hijri—23 Shaaban 1366

৫০।৫ খবরের কাগজ ৵০

তাতেও একটা সরু পথ আবিষ্কার করে দুই দলকে মেলাতে চেষ্টা করলাম।

আজ ভোরে , মনু, বিষুণ সবাইকার সঙ্গে দেখা করে Jumna VT-ACAতে 9-15 (Take off 9-18/20) কলিকাতা রওনা হলাম। Cultural Landscape এর বেশ নোট নিচ্ছি।

1-53 P.m.-এ landing সত্যেন রায়ের গাড়ীতে অতুলবাবুর বাড়ী এসে মুখে সব বললাম। তারপর প্রফুল্ল বাবু, বঙ্কিম মুখার্জি, এন. সি. চ্যাটার্জির বাড়ী। রাত্রে অরুণার বাড়ীতে ফল ও দুধ খেলাম। শ্যামাপ্রসাদবাবুর ওখানে রাত ১০টার পর পর্যন্ত সব বলে চিঠি দুখানি দিলাম। প্রিয়দার বাড়ীতে রাত্রে রইলাম

ভোরে গান্ধীজীর সঙ্গে বাল্মীকী মন্দির যে ভাঙ্গী কলোনিতে সেখানে দেখা করলাম। মনু, আভা, রাজকুমারী, সুশীলা নায়ার, বিষ্ণুণ প্রভৃতির সঙ্গে দেখা হ'লো। মনু অনেক ফল দিয়ে দিলে। রাজেনবাবুও ছিলেন। তাঁর অনুমতি চাইলাম, আচার্য অতুলবাবুকে যে অনুরোধ করেছেন, ওঁর নাম সেই সঙ্গে করতে পারি কিনা। রাজেনবাবু রাজি আছেন।

বেলা পৌনে দু'টায় দমদম পৌঁছলাম। তারপর অতুলবাবু, প্রফুল্লবাবু, বঙ্কিম মুখার্জি, ডক্টর পি. এন. ব্যানর্জি, এন. সি. চ্যাটার্জি, সকলের সঙ্গে দেখা করে কালকের কথা সব বললাম।

রাত্রে শ্যামাপ্রসাদবাবুর কাছে গিয়া ১০টার পর বালিগঞ্জে।

JULY Monday 14 1947
Samvat—11 Sawun (Badi) 2004 : Faslee—11 Sawun 1354
Hijri—24 Shaaban 1366

কলিকাতা

1947

14
JULY
Monday
২৯শে আষাঢ় সোমবার, সন ১৩৫৪

৫০J৫ Tr. ৵১০
বাঁশি ৵১০

7-30 এ শ্রীযোগেশ সেনের বাড়ীতে কো-অর্ডিনেশন কমিটির মিটিং হ'লো। সকলে অতুলবাবুকে plan I এর মধ্যে যশোর-খুলনা রেলের লাইন পর্যন্ত নিতে অনুরোধ করলেন। 'On behalf of the people of Bengal'— অতুলবাবু বললেন 'who are the people, একশ জন যদি এসে বলে, তাহলেই কি সেইটে স্বীকার করতে হবে?' এর পরের শ্যামাপ্রসাদ বাবু, সনৎবাবুরা অনুরোধ করলেন। শেষ পর্যন্ত হ'লো না। যাবার সময়ে শ্যামাপ্রসাদবাবু ও N.C.Chatterjee বলে গেলেন যে ওঁরা একসঙ্গে কাজ করবেন। কেবল কংগ্রেসের দাবিকে supplement করা হবে, তার বেশি নয়।

দুপুরে সমস্ত রিপোর্ট, ডায়েরি ঠিক করে, সন্ধ্যায় ডাক্তার প্রফুল্ল ঘোষকে দিয়ে এলাম।

আজ ৭ ।।· সকালে কো-অর্ডিনেশন কমিটির মিটিং। আমার রিপোর্ট ভোরে লিখে ফেলেছি, তাই পড়ে দিলাম। সকলের অনুরোধ অতুলবাবু উপেক্ষা করলেন। যশোহর খুলনা লাইন পর্যন্ত Plan I-এ উনি কিছুতে ঢোকাবেন না। অথচ তাই করলে হিন্দু মহাসভা ইত্যাদি সকলে এক হয়ে demmand দিতো, ফলে কংগ্রেসের মর্যাদা অনেক বেড়ে যেতো। হিন্দু মহাসভা তলিয়ে যেতো। আজ মানুষের মন সাম্প্রদায়িক বিষে জর্জরিত। ফলে সেই মনের উপরে কংগ্রেস প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। যদি একটা দাবি পেশ হ'তো তাহলে তো কথাই নাই।

এর জন্য কংগ্রেস বাঙলায় দুর্বল হয়ে থাকবে। জনসাধারণের Sentiment ওদিকে চলবে না। হিন্দু মহাসভা বড় হবে না বটে, কিন্তু কংগ্রেসের লৌকিক সমর্থনের অভাবে দুর্বলতার আভাষ পেলেই Socialist কর্মীবৃন্দ তাকে আরও করে দুর্বলতর করে দেবে। তার ভূমি আজকের দিনে শিথিল হয়ে থাকবে।

সন্ধ্যায় বিনয় ব্যানার্জিকে বলে এসেছি। যেন আমার জন্য Belvedere-এ কার্ড নেওয়া না হয়।

Nirmal Kumar Bose

কলিকাতা

15

JULY

1947

Tuesday

৩০শে আষাঢ় মঙ্গলবার, সন ১৩৫৪

৪৯৯৮/৫ Tr. ৵১৫

সকালে চুনীবাবু, শ্যামাপ্রসাদ বাবুর বাড়ী হয়ে টুনুর ওখানে খেয়ে কলেজে এলাম। আজ VI year class এ Human Geogrphy আরম্ভ করেছি। তারপর দিল্লীতে পাঠানোর জন্য কৃষ্ণর নামে চিঠি লিখে বড় রিপোর্ট তৈরি করলাম। তাতে "বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের সীমানা নির্ধারণ সম্পর্কে" দলগত রাজনীতির বৃত্তান্ত পরিষ্কার করে লিখে দিয়েছি। কাল টাইপ করে ফেলতে হবে।

* * *

মানুষের অভিমান ও আমিত্ববোধ, অবিশ্বাস ইত্যাদি এমনই বাধার সৃষ্টি করে যে অতি অল্প খানার মতো একটা ব্যবধান শেষে অলঙ্ঘ্য বলে মনে হ'লো। উভয় পক্ষের যদি বিশ্বাস বা আন্তরিক চেষ্টা দেখি, তবে কাজ যে কতদূর পর্যন্ত এগিয়েছিল বোঝা যাবে। শেষ পর্যন্ত এক হলো না। এ জন্য দায়ী অতুলবাবুর বিচার। সত্যেনবাবুর বিশ্বাস অতুলবাবুর উপরে। তিনিও হয়ত চেষ্টা করলে অতুল বাবুকে নরম করতে পারতেন। অতুলবাবু যদি হিন্দু মহাসভার সকলকে যশোরের দক্ষিণ অংশ না নেওয়ার যুক্তিগুলি ধৈর্য ধরে বোঝাতেন তাহলে হয়ত ব্যাপারটা মিটে যেতো।

JULY Wednesday 16 1947
Samvat—13 Sawun (Badi) 2004 : Faslee—13 Sawun 1354
Hijri—30 Shaaban 1366
৩১শে আষাঢ় বুধবার, সন ১৩৫৪ সাল, ...

কলিকাতা

1947

16
JULY
Wednesday
৩১শে আষাঢ় বুধবার, সন ১৩৫৪

৪৯৬১৫

কলেজের কাজে ভাল করে মন দিয়েছি। আজ VIth year পরীক্ষার্থীদের Cultural Landscape কি পদার্থ তাই বোঝালাম।

কালকের চিঠিখানা টাইপ করে air-mail-এ দিল্লী পাঠালাম।

বিকালে অশোক মৈত্রর বাড়ী ও রাত্রে সুহৃৎ সিংহের বাড়ীতে গেছলাম।

* * *

কৃষ্ণ কৃপালানিকে ৮ পৃষ্ঠা টাইপ করে কো-অর্ডিনেশন কমিটির বিষয়ে বড় চিঠি বায়ুযান ডাকে পাঠালাম।

কলেজে এবারকার VIth year ও পরীক্ষার্থী VIth year কে ভাল করে পড়াচ্ছি। এবার পড়াশুনায় মন দিতে হবে।

কলিকাতা

17
JULY
Thursday
৩২শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৪

1947

৪৯৬১০ Tr. ৶১০

খবরের কাগজ ৵০

Tr. (পাটনা যাতায়াত) ২১৷৵০

ভোরে বালিগঞ্জ চলে গিয়ে কো-অর্ডিনেশন কমিটির দরুণ ৸৵০ পয়সা দেবার ছিল। সেই পয়সা ও অনেক চিঠিপত্র বিনয় বাবুর কাছে, অতুল বাবুর বাড়ীতে, পৌঁছে দিয়ে এসেছি।

ছাত্রদের Cultural Landscape Stereo ছবি দেখিয়ে আজ অনেকটা পড়ালাম।

বুড়ু আজ একটা রুমাল সেলাই করে N লিখে দিয়েছে।

JUUY Thursday 17
Samvat—14 Sawun (Badi) 2004 : Fasler—14 Sawun 1354
Hijri—27 Shaaban 1366
৩২শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৪ সাল, চতুর্দ্দশী ১২

সকালে সত্যেন বসু মহাশয়ের কাছে তাঁরা যে ভুল করেছেন সে বিষয়ে বললাম। আমার প্রতি ও জিজ্ঞাসা না করে যে ভুল করেছেন, তাও বললাম।

কলেজে Cultural Landscape সম্পর্কে ছবি দেখিয়ে ১৷৷৹ ঘণ্টার উপর ছাত্রদের পড়িয়েছি।

JULY Friday 18 1947
Samvat—15 Sawun (Badi) 2004 : Fasli—15 Sawun 1354
Hijri—28 Shaaban 1366

কলিকাতা

1947

18
JULY
Friday

১লা শ্রাবণ শুক্রবার, সন ১৩৫৪

২৭৸৴০ Tr.

সকালে য়দা (সেন) এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে অতুলবাবুর বাড়ী, হেমেনদের বাড়ী গেলাম।

ধীরেনকে একখানা চিঠি টাইপ করতে দিয়ে এসেছি।

কলেজে VIth year (outgoing) ছাত্রদের খানিক practical করালাম।

বাড়ী ফিরে কাগজপত্র ম্যাপ ইত্যাদি অনেক গুছিয়ে ফেলেছি।

অশোক মৈত্রের বাড়ী বিমল মুখুয্যের সঙ্গে আলাপ হ'লো। ইনি পৃথিবী পরিভ্রমণ করেছেন, সাইক্লে।

* * *

Stereo scope দিয়ে Cultural Landscape-এর কিছু পড়ানো আরম্ভ করেছি। তাতে ছাত্রদের উৎসাহ ভাল হচ্ছে, কিন্তু ঠিক observation যেরকম করানোর দরকার, সেই discipline অভ্যাস করাবার পথ পাচ্ছি না। এরা বেশিরভাগই arts-এর ছাত্র। বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণের অভ্যাস নাই। দেখি কতটা করানো যায়।

অশোক মৈত্রের বাড়ীতে বিমল মুখুয্যের সঙ্গে আলাপ হ'লো। ইনি সাইক্লে পৃথিবী ঘুরেছেন।

কলিকাতা

19 JULY Saturday 1947

২রা শ্রাবণ শনিবার, সন ১৩৫৪

JULY Saturday 19 1947
Samvat—1 Sawun (Sudi Adhik) 2004
Fuslee—16 Sawun (Adhik) 1354 : Hijri—29 Shaaban 1366

২৭৷৷/০ চুলকাটা ।৶০

Tr. ⁄১০

সাহিত্য পরিষদ ১৩৫৩ ও ৫৪ ১২

সকালে বিজয়দার সঙ্গে বেরিয়ে অশোক মৈত্রের বাড়ী হয়ে ডালহৌসি স্কোয়ারে গেলাম। সেখানে হুনরের বন্ধু বদিউজ্জমান (c/o হাজি আদমজী দাউদ, স্টিফেন হাউস) সাহেবের সঙ্গে দেখা করে বালিগঞ্জে অনুর বাড়ী গেলাম। সেখানে খেয়ে প্রিয়দার বাড়ী। রাত্রে অনুর জ্বর হয়েছে, তাকে দেখতে গেলাম। রুবি ও অরুণার বাড়ীতেও গেলাম। ধীরেনের বাড়ীতে খেয়ে প্রিয়দার বাড়ীতে শুতে গেলাম।

* * *

কৃষ্ণ কৃপালানিকে যে চিঠি লিখেছি, সেটি সামান্য সংশোধন করে ধীরেন মুখুয্যের আপিসে ৩ কপি টাইপ করিয়ে নেওয়া গেল। আমার মনে হয় বাউণ্ডারি কমিশনে হিন্দু মহাসভাকে আলাদা মেমোরাণ্ডাম দিতে বাধ্য না করে, একটু চেষ্টা করে, আমাদের পক্ষ থেকে শুধু একটা দাখিল করতে পারলে কংগ্রেস আজ আরও বেশি শক্তিশালী হ'তো। বাংলা দেশে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর জনমত কংগ্রেসের সপক্ষে যতদূর গেছে, তার চেয়ে আরও বেশি যেতো।

অনু সাহেবনগর থেকে ম্যালেরিয়া নিয়ে এসেছে। চারখানা নতুন লেখা নিয়ে এসেছে। চিঠিপত্র মেনুকে ও আমাকে লিখে সময়মত উত্তর পায়নি, তাই দুঃখ করেছে। ওর লেখা ডায়েরির খাতা পড়তে দিলে।

কলিকাতা

1947

20

JULY

Sunday

৩রা শ্রাবণ রবিবার, সন ১৩৫৪

১৫/১০ Tr. ।৫.

সকালে খুব বৃষ্টি। টুনুর ওখানে গিয়ে এগারটার সময়ে অনুকে দেখতে গেলাম। তারপর প্রিয়দার বাড়ী ও টুনুর বাড়ীতে খেয়ে ট্রামেবাসে কলেজ স্কোয়ার পর্যন্ত পৌঁছে, বাকি পথ জল ভেঙ্গে হেঁটে বাড়ী এলাম। চন্দননগরের হাবু সকালে বাগবাজারে গেছলো। মেনুর কাছে ঠিকানা নিয়ে অনুর ওখানে গেছলো। তারজন্য দিল্লীতে চিঠি লিখতে হবে।

* * *

সকালে ঘণ্টাখানেক অনুকে দেখতে গিয়ে ।ওর দাদা কুইনিন ইঞ্জেকশন দিয়েছেন। কয়েকদিন থেকে পুরোপুরি সেরে গেলে ভাল হয়।

Gedoles-এর Cities in Evolution বইখানা পড়ছি। আশ্চর্যরকম ভাল লাগছে। এই ধরণের বই অনেকদিন পড়িনি। মনের চিন্তা ও বুদ্ধি চাড়া দিযে ওঠে। ছাত্রদের Cultural Landscape, Special paper এর জন্য পড়াবার জন্য মনে হচ্ছে Cultural Anthropology বইখানার দ্বিতীয় অংশ হিসাবে লিখলে মন্দ হয় না। এবছরে হবে না, এবছর Cultural Landscape পড়িয়ে যদি মালমশলা খানিক জমে তাহলে পরে আসছে বছর লেখা যাবে।

কলিকাতা

21

JULY

Monday

৪ঠা শ্রাবণ সোমবার, সন ১৩৫৪

1947

JULY Monday 21 1947

Samvat—1 Sawun (Sudi Adhik)

Faslee—18 Sawun (Adhik) 1354 : Hijri—2 Ramzan 1366

৪ঠা শ্রাবণ সোমবার, সন ১৩৫৪ সাল, চতুর্থী

১৪৬/৫ Tr./১০

সকালে জলপাইগুড়ি, দার্জিলিঙের ব্যাপারে নিয়ে খগেন দাসগুপ্ত এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে কানন ও পরে দেবেশ ঘোষের বাড়ী গেলাম। অনুর জ্বর হয়েছে, তার ওখানে মিনিট পাঁচেক বসে কলেজে VI year ও outgoing VIth year এর ক্লাস নিলাম।

বাড়ী ফিরে সন্ধ্যায় বর্ম্মীজদার বাড়ীতে চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল।

* * *

সকালে খগেন দাসগুপ্তের সঙ্গে কাননের বাড়ী গিয়ে জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং সম্পর্কে মুসলিম লীগ যে দাবি উত্থাপন করেছে, তার জবাব তৈরি করলাম। পরে খগেনবাবুর সঙ্গে আলিপুরে অনাথের সম্বন্ধী দেবেশ ঘোষের বাড়ি গিয়ে কিছুক্ষণ আরও আলোচনায় যোগ দিলাম।

অনুর ম্যালেরিয়া হয়েছে। তার সঙ্গে দেখা করেই ইউনিভার্সিটিতে চলে এলাম। সেখানে VIth year outgoing ছাত্রদের Village houses and settlement types ৩ ঘণ্টা পড়ালাম। ব্যাডেন-পাওয়েলের বইএতেই শুধু এ বিষয়ে খানিক গুছিয়ে লেখার চেষ্টা আছে। বাংলাদেশ, বিহার ও ওড়িশার বিষয়ে আর একটু বেশি করে, নিজের দেখা জিনিষের বিষয়ে বলতে পেরেছি। স্টিরিও ছবির দরুণ ছোট ক্লাশে পড়ানোর খুব সুবিধা হচ্ছে।

JULY Tuesday 22 1947
Samvat—5 Sawun (Sudi Adhik) 2004 :
Faslee—19 Sawun (Adhik) 1354 : Hijri—3 Ramzan 1366

কলিকাতা

1947

22
JULY
Tuesday
৫ই শ্রাবণ মঙ্গলবার, সন ১৩৫৪

১৪॥৶১৫ কাজুবাদাম ।০

আজ Studies বাঁধিয়ে বাজারে বাহির হলো। নন্তুদা ও বর্ম্মীজের স্ত্রীর জন্য "গান্ধীজী কি চান" দুখানা দিয়ে এলাম।

I.B. Inspector সুশীল বসু পালিশের কিছু খবর লুকিয়ে দিয়ে গেলেন, প্রফুল্লবাবুকে পৌঁছে দিতে হবে। কাল দেবো।

তারাশঙ্করবাবুর জামাই-এর বদলির ব্যাপার নিয়ে অন্নদা চৌধুরীকে ফোন করলাম ও চিঠি লিখে সনৎকে Writer's Building এ পাঠালাম। দেখা হয়নি। আবার কাল হয়ত এই নিয়ে বালিগঞ্জে যেতে হবে।

B.S A Cycle একখানা ভেবু মেরামত করিয়ে কিনে দিলে।

* * *

আজ স্টাডীজ ইন গান্ধীজম বাঁধাই হয়ে বেরিয়ে গেল। সবুজ মলাট-ই ভাল লাগছে। প্রথম খানা মেনুকে দিয়েছি। কালকে অনুকে দ্বিতীয়খানা দেবো।

আজ VIth year (outgoing) ছাত্রদের rural habitation ও settlement types শেষ করলাম। কাল থেকে উপরো-উপরি কয়েকদিন practical করিয়ে এই বিষয়টা পাকা করে দেবো। তারপরে Town and Cities এইভাবেই পড়াবো। তারপর Irrigation, Roads and Communications

ক্রামরীশকে একখানা চিঠি লিখলাম। তাঁর বই-এর সমালোচনা M.R. এ ছাপা বন্ধ করতে পারিনি— আগেই কম্পোজ হয়ে গেছলো— বলে।

কলিকাতা

23

JULY

Wednesday

৬ই শ্রাবণ বুধবার, সন ১৩৫৪

1947

১৪৶১৫ — Tr. ৵১৫

Bank ২৪০৲ — বাড়ীভাড়া ৫০৲

Journalism etc. ৭২৸৶১৫ — সংসার ১০০৲

(দেশ বিদেশ) — (Loan) অনুর ম্যাপ ৪১৸১০

(mis) Rev. Stamp ৵০

সকালে তারাশঙ্করবাবুর গাড়ীতে প্রফুল্ল ঘোষ মহাশয়ের বাড়ী। তারপর মলিনার বিষয় নিয়ে শম্ভুদা ও প্রিয়দার সঙ্গে কথা। অনুকে বাংলাদেশের কতকগুলি ম্যাপ কিনে এনে দিলাম। দুপুরে কলেজ করে বালিগঞ্জ গেলাম। অনুর ওখানে রাত্রে খেলাম, ওর সঙ্গে কথা হ'লো। ওর এক বন্ধু ভিক্টোরিয়াতে ইতিহাস পড়ান— রমা মিত্র— তাঁর সঙ্গে কংগ্রেস সম্পর্কে আলোচনা হ'লো। রাত্রে প্রিয়দার বাড়ীতে শুলাম।

রাত্রে অনুর অনেক কথা শুনলাম। ওদের বাড়ীর মধ্যে কেমন করে দাদারা স্বীয় পারিবারিক সুখকে কেন্দ্র করে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন, বড়দার বিবাগী মনের কথা, ওর সাহেবনগরে কাজের সম্পর্কে সংবাদ, আমার প্রতি ওর নির্ভর করার কারণ। আমি সব শুনে বাড়ির সম্পর্কে বললাম, পরিবর্তিত অবস্থার মধ্যেই ওকে ভাইএদের মধ্যে প্রীতি ও ত্যাগের বোধ ফিরিয়ে আনতে হবে। যতটুকু পারবে ততটুকুই ওর আদর্শের জয়। নয়ত, যদি পারিবারিক জীবনে সত্যিকারের বাঁধার সামনে পরাস্ত হয়ে সামাজিক জীবনে আকাশে আকাশে আদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে এবং সেখানে আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, মাটিতে খাপ খাওয়ানোর কাজে নামতে না চায়, তাহলে আত্মতৃপ্তি লাভ হয়, আদর্শের সাধন হবে না। সেইজন্যে বাড়ীতে জয়লাভ করতে পারলে পরে কস্তুরবা সম্পর্কিত শিক্ষালয়েও প্রকৃত জয়লাভের সম্ভাবনা আছে।

আমার মনের কথা বললাম। মেনুর কথা। কেন নিজেকে 'বঞ্চিত' করি; অনুর নির্ভরশীলতা কেন ও কতখানি তৃপ্তি দেয়, বন্ধন ও আবদ্ধ না হওয়ার নেশার কথা, তৃপ্তির কথা, তৃপ্তিকে পরিহার করার কথা। অনু কষ্ট পাবে জানি, কিন্তু ওর শক্তিময় মন শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

JULY Thursday 24 1947
Samvat—7 Sawun (Sudi Adhik) 2004
Fasles—21 Sawun (Adhik) 1354 : Hijri—5 Ramzan 1366
শ্রাবণ বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৪ সাল, সপ্তমী রা. ঘ. ৯-৪২

কলিকাতা

1947

24

JULY

Thursday

৭ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৪

১৩৫।৫

Tr. ।১৫

(mis) ।৶১৫ una/c

মনির ওখানে খেয়ে কলেজে এলাম। Museum ঘরটার মধ্যে একটা টেবিলে জায়গা করে নিয়েছি। সকালে অল্পক্ষণের জন্য অনুর সঙ্গে কথা বলে এলাম।

কলেজের পর বাড়ী ফিরে কনেকার ওখানে ঘুরে হরিজন পত্রিকা হয়ে বাড়ী ফিরলাম।

* * *

অনুর কাছে সকালে অল্পক্ষণের জন্য গেছলাম। অনু বললে, কালকে মনটা তার 'মার খেয়েছে' শক্তির উপরে নির্ভর করতে চেয়েছে। অনুর মনে স্বভাবসিদ্ধ শক্তি স্ফুরিত হোক, এটুকুতে মঙ্গল হবে

দুপুরে অনুর জন্য ভারতবর্ষের একটা মানচিত্র কেনা বাকি ছিল কিনলাম।

কলিকাতা

25

JULY

Friday

৮ই শ্রাবণ শুক্রবার, সন ১৩৫৪

1947

১৩৪৷৵ ১৫ Cycle এর ঘণ্টা ২

৩০এ দিল্লী যাবো। হরিচরণবাবুকে কথা দিলুম। রাত্রে তারাশঙ্করের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ছিল।

***

হরিচরণবাবুর সঙ্গে দিল্লী যাওয়া নিয়ে কথা হ'লো। ৩০এ যেতে হবে। রাত্রে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন ছিল।

কলিকাতা

1947

26
JULY
Saturday
৯ই শ্রাবণ শনিবার, সন ১৩৫৪

১৩২৷৶১৫ Tr. ৵০
+৩৬/১০ (Loan শোধ অনু) কাঠের clip ৶•

সকালে ডক্টর ঘোষের ওখানে তারাশঙ্করের জামাইএর বদলির ব্যাপার নিয়ে গেলাম। প্রফুল্লবাবুর জন্য Studies একখানা দিয়ে এলাম। প্রিয়দার ওখানে খেয়ে অনুর ওখানে গেলাম। অনু দুপুরের ট্রেনে সাহেবনগর চলে গেল, স্টেশনে তাকে তুলে দিয়ে নরেনের দোকান হয়ে বাড়ী এলাম। আজ ইউনিভার্সিটিতে যাইনি।

(অনু ম্যাপের দাম ৩৬/১০ দিয়ে দিলে)

* * *

সকালে অনুর ওখানে গেলুম। অনু আমার বিষয়ে যে লেখাগুলো কদিন ধরে লিখেছে সেগুলো পড়ে ওর সাহেবেনগরের কাজের বিষয়ে, ও এখানকার বিষয়ে কথা বললুম। দুপুরের গাড়ীতে ২৷৷৹ টের সময়ে অরুকে সঙ্গে নিয়ে অনু সাহেবনগর গেল। স্টেশন পর্যন্ত গিয়ে নরেনের দোকান হয়ে বাড়ী ফিরলুম।

ভাঙ্গি কলোনিতে

JULY Monday 28 1947

Samvat—11 Sawun (Sudi Adhik) 2004

Faslee—25 Sawun (Adbik) 1354 : Hijri—9 Ramzan 1366

1947

28

JULY

Monday

১১ই শ্রাবণ সোমবার, সন ১৩৫৪

১২৯।/০১৫

২(খগেন দাসগুপ্ত)

৩৬/১০

সকালে গান্ধীজীর কাছে একবার গেলাম। তাঁকে Studies একখানি দিয়ে দিলাম। তারপর দুপুর পর্যন্ত বাউণ্ডারি কমিশনের রিপোর্ট হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড থেকে কেটে মুড়লাম। বিকালের দিকে প্রফুল্ল সেন, মিহির চাটুয্যে, ডক্টর এইচ. সি. মুখার্জি প্রভৃতির সঙ্গে দেখা হ'লো। বুড়োর সঙ্গে একবার তার আপিসে দেখা করলাম। খগেন দাসগুপ্ত ও উপেন বর্মন জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং সম্পর্কে একটা নোট করে দিলেন; সেটার সম্বন্ধে আলোচনা করে একটু ছোট করা হ'লো।

এখন কি করা যায়, এই নিয়ে সুরেশ মজুমদার, প্রফুল্ল সেন ও আমি ভাবনা চিন্তা করতে লাগলাম। কৃপালানিকে সর্দারের পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসাও করা হয়নি, তাঁকে আড়ালে বাতিল করে দিয়েছে। রাজাজী প্রফুল্ল ঘোষকে ধরে চেষ্টাও বোধ হয় করেছেন, অন্তত ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। অথচ রাজাজী হলে বাংলার লোক খুশি হবে না। কৃপালানি হলে খুশি-অখুশির মাঝামাঝি হবে। কিন্তু এখন আর কৃপালানিজীর কথা ওঠে না। শেষে পরামর্শ হ'লো ডক্টর ঘোষকে অনুরোধ করতে হবে, তিনি যেন কংগ্রেসের ওপরওলাদের জানান, জনমত খুশি নয়, জয়রাম দাস দৌলতরামকে বাংলার জন্য দেওয়া হোক।

(প্রফুল্ল ঘোষকে মন্ত্রী করার কাজ কৃপালানিজীর। তিনি প্রফুল্ল সেন, অতুল্য ঘোষ, ধীরেন প্রভৃতির কথায় রাজি হন। সর্দার তাতে চটেছিলেন। এখন রাজাজী গবর্ণর হলে সর্দারের প্রভাব বাংলার কংগ্রেসে কায়েম হবে, হয়ত গান্ধীজীর পথে কংগ্রেসের কাজ করা আরও শক্ত হবে। তাই আমাদের এই চেষ্টা)।

দিল্লী

29

JULY

Tuesday

১২ই শ্রাবণ মঙ্গলবার, সন ১৩৫৪

1947

১৩১১/•১৫ বুড়ীর বাজার ৪

৩৬/১০

সকালে পন্ডিতজীর সঙ্গে দেখা করার সময় পেয়েও, তিনি ভাইসরয়ের বাড়ী চলে গেছেন বলে দেখা হ'লো না। বিকালে ৪৷৷• তে সময় পেয়েও তাই হ'লো। তাঁর সেক্রেটারি তরলোক সিং আই.সি এসের সঙ্গে কথাবার্তা হলো।

রাত্রে রাজেন বাবুর সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে ১. কুইন ভিক্টোরিয়া রোডে দেখা হতে কাগজপত্র সব দিলাম। কাজ এখানকার হয়ে গেল।

JULY Tuesday 29

Samvat—12 Sawun (Sudi Adhik)

Fasli—26 Sawun (Adhik) 1351 : Hijri—

১২ই শ্রাবণ মঙ্গলবার, সন ১৩৫৪ সাল,

* * *

আরও এক সমস্যা দেখা দিল। বাংলার কংগ্রেস ভেঙে দুটো করা হোক এ চেষ্টা অতুল্যরা করছে। কিরণবাবুদের প্রভাব থেকে তবেই পশ্চিমবাঙলাকে মুক্ত করা যাবে। গান্ধীজী এদিকে বলে রেখেছেন, বাঙলায় এক কংগ্রেসই থাকবে। কংগ্রেসের কা-নি-স ঠিক করেছেন, দুটো Zonal Com. হবে। হঠাৎ হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে দেখা গেল, পুরানো কংগ্রেস-কমিটি যেমন ছিল তেমনি থাকবে, কেবল পূর্ববঙ্গের জন্য নতুন Zonal Committee গঠন করা হবে। অর্থাৎ অতুল্যর চাল ভেস্তে যায়। এই নিয়ে আচার্য কৃপালানীর সঙ্গে আলোচনা করতেই তিনি স্পষ্ট করে লিখে দিলেন, প্রতি প্রদেশে (বাংলা ও পাঞ্জাবে) দুইটি করে Zonal Com. হবে। প্রতি অংশের জেলার যাঁরা সদস্য তাঁরা নিজের Zonal Com. করে নেবেন; সম্মিলিত P. C. C. পূর্বের মতই থাকবে। Zonal interestএ Zonal Com. কাজ করবেন, সম্মিলিত কমিটির সম্মিলিত স্বার্থের ব্যাপারে কাজ করবেন।

এইটে লিখিয়ে তবে ছুটি হলো। প্রফুল্ল সেন, সুরেশবাবু দুজনেই খুশি হলেন।

1947

30
JULY
Wednesday
১৩ই শ্রাবণ বুধবার, সন ১৩৫৪

১২৭।/০১৫,
৩৬/১০

সকালে গান্ধীজীর সঙ্গে নোয়াখালি যাবার বিষয়ে সব কথা জিজ্ঞাসা করে এলাম। অন্য কাগজে লেখা আছে।

বুড়োর সঙ্গে দুপুরবেলা Imperial Records Office-এ copying machine ভাল করে দেখলাম। তারপর Central Asian Museum। বেশ ভাল লাগলো। ১২৷৷ টায় পণ্ডিতজীর সঙ্গে দেখা করার সময় পেলাম। কিন্তু তাঁর সেক্রেটারিকে ফোন করে বললাম, যাবার আর দরকার হবে না।

Mr. Gillani, সরদার বলদেব সিঙের সেক্রেটারি। তাঁর নির্দেশমত Brigadier S.B.S Roy (Phone 3460) I, Soneri Bagh Road এ দেখা করে বাংলাদেশের defence এর বিষয়ে বিস্তর আলোচনা হলো। নতুন কিছু শিখলাম।

তিনি General Staff Officer Lt. G.SO I, Lt Col. L Sen এর সঙ্গে রাঁচিতে দেখা করার কথা বললেন।

১৫ই অগস্টের জন্য গবর্মেন্ট যে Souvenir বের করছেন, তাতে প্রবন্ধ লেখার নিমন্ত্রণ এসেছে।

বাংলাদেশের গবর্ণর রাজাজী হবেন। এই ব্যাপার নিয়েও Zonal com. (BPCC) নিয়ে খানিক খাটতে হ'লো।

* * *

কৃষ্ণ সর্দার বলদেব সিং-এর সেক্রেটারি মিঃ গিলানির সঙ্গে কথা বলে Brigadier S. Roy এর সঙ্গে দেশরক্ষার বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আমার জন্য বন্দোবস্ত করে দিলে। তাঁর সঙ্গে ৩০এ ও ৩১এ দেখা করলাম। বুদ্ধিমান লোক, পূর্ব পাকিস্তানের বিষয়ে military দিক থেকে আলোচনা হ'লো। নতুন জিনিষ শিখলাম। Coast এর দৈর্ঘ্য বড় কথা নয়, accessibility এবং সেখান থেকে পিছনে কোথায় যাওয়া যায় — এইটে বড় কথা। অনেক জিনিসই আলোচনা হ'লো। বর্তমান লড়াই-এর ধরণ যা, তাতে সত্যিই কোনো defence সম্ভব নয়, কিন্তু প্রত্যহ যাতে চুরি, smuggling, raids প্রভৃতি না হয়, wedge থেকে industrial area-র দিকে infiltration না হতে পারে, তার জন্য নদীর ব্যবধান থাকা ভাল।

যে সব বিষয়ে আলোচনা হ'লো, কলিকাতায় ফিরে সেগুলি আমাদের কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

দিল্লী

31 JULY 1947

Thursday

১৪ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৪

১২৭।৴৹১৫	টাঙ্গা ৸৹
৩৬৶১০	(Goods) ২ ছাতা ১৭৷৹
	(Presents) ১ ছাতা ৯৲
	কৃষ্ণর জন্য একটা ব্যাগ ৬৸৹

সকালে Independence and Swaraj নামে প্রবন্ধ লিখে টাইপ করে ফেললাম। তারপর বাঙলাদেশের Zonal Com. সম্পর্কে আচার্যের বিবৃতি আলোচনার পর ছাপা হ'লো। দুপুরে প্রফুল্ল সেন ও সুরেশ মজুমদার খেতে এসে ঠিক করা হলো, প্রফুল্ল ডক্টর ঘোষকে গিয়ে রাজাজীর বদলে জয়রাম দাসের কথা বলবে। Zonal Com. সম্পর্কে বিবৃতি ওঁরা পছন্দ করেছেন। দুপুরে ছাতা ও ক্যাম্বিসের ব্যাগ কিনলুম।

আজ Independence and Swaraj নামে একটা প্রবন্ধ লিখে টাইপ করে Mr. S. N. Majumdar-কে দিয়েছি। দক্ষিণা ভাল রকম পাওয়া যাবে।

I have authorised Sjt Nirmal Kumar Bose, Secretary of the Central Co-ordination Committee in connection with the Bengal Boundary, to discuss matters of defence relating to Bengal with the officers concerned, and then convey them to the necessary quarters in Calcutta.

কলিকাতা

1947

1
Friday
AUGUST
১৫ই শ্রাবণ শুক্রবার, সন ১৩৫৪

৯৩/১৫	দিল্লীতে চাকরদের ৬
৩৬/১০	খবরের কাগজ ৵০
	২টো থলি ৪৷৹
	Tr. ।৵০
	ms. un a/c ৵১৫

সকালে ৯-২ মিঃ এ বেরিয়ে ১টায় দমদম পৌঁছলাম। শ্যামবাজারের মোড়েই নেমে পড়লাম। তারপর কলেজ—সেখান থেকে ডক্টর চাটুয্যের সঙ্গে শ্রী চারু বিশ্বাস ও শ্রীবিজন মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী গেলাম। পরে ডক্টর ঘোষকে চিঠিখানা পৌঁছে দিয়ে শ্রী বিমল সিংহের গাড়ীতে বাড়ী পৌঁছলাম। Defence সম্বন্ধে কথাবার্তা দুই জনকার সঙ্গেই হ'লো। বিমল সিংহকে বাংলার গবর্ণর সংক্রান্ত ব্যাপার বললাম। কাল প্রফুল্ল সেন এলে, ঐ পথে উনিও ডক্টর ঘোষকে বলে চেষ্টা করবেন, যাতে রাজাজীর পরিবর্তে আর কেউ গবর্ণর হয়; জয়রাম দাস হলে কারুর বোধহয় তীব্র আপত্তি হবে না।

প্লেনে আসার সময়ে আচার্য কৃপালানির বিষয়ে যে প্রবন্ধ লিখতে হবে তার খসড়া করে ফেললাম।

* * *

কলিকাতায় দুপুরে পৌঁছেই, ভবানীপুরে ডক্টর S. P. Chatterjee-র সঙ্গে চলে গেলাম। সেখানে দুজন জজসাহেব, নির্মলচন্দ্র চাটুয্যের সঙ্গে দেখা করে সব বললাম। তার পর প্রফুল্ল ঘোষ মশায়ের কাছে কৃষ্ণ[র] চিঠি দিলাম। বিমল সিংহের গাড়ীতে ফেরার সময়ে গবর্ণর সংক্রান্ত ব্যাপার তাঁকে বললাম, তিনি ক্যাবিনেটের পক্ষ থেকে প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে আলোচনা করবেন।

রাত্রে বাড়ি ফিরলাম।

কলিকাতা

2

AUGUST

Saturday

1947

১৬ই শ্রাবণ শনিবার, সন ১৩৫৪

১১৮। ১০

তখানা প্রবাসী ১৷৵০
ডাক টিকিট ⁄০
Tr. ৵০

মডর্ন রিভিউ আপিস থেকে জুলাই মাসের কাগজ নিয়ে এলাম। তাতে ক্রামরিশের বইএর সমালোচনা বেবিয়েছে। ডক্টর ঘোষের সঙ্গে দেখা করে গান্ধীজীর আসার বিষয়ে বললাম। ক্ষিতিশ বাবু, অপূর্ব বাবুকেও বললাম। অনুর জন্য প্রাকৃতিক মানচিত্র-ভারতবর্ষেব রমার কাছে দিয়ে এলাম। বাত্রে ধীবেনের বাড়ীতে থেকে তার সঙ্গে দিল্লীর বিষযে যা বলার তা শোনালাম।

* * *

গান্ধীজীর আমার সম্পর্কে ক্ষিতীশবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা হ'লো। ডক্টর ঘোষকেও জানিয়ে এলাম।

AUGUST Sunday 3 1947
Samvat—1 Sawun (Badi Adhik) 2004
Fasli—1 Sawun (Adhik) 1354 : Hijri—15 Ramzan 1366

কলিকাতা

1947

3
AUGUST
Sunday
১৭ই শ্রাবণ রবিবার, সন ১৩৫৪

১১৬৸১০

সকালে বাড়ী ফিরে এলাম। অতুল্যর সঙ্গে কথা হ'লো। বিকালে অতুল্যর সঙ্গে গাড়ীতে চন্দননগর গিয়ে রবি ও রমেনের ওখানে ঘন্টা তিনেক থেকে শ্রীরামপুর হয়ে রাত ১১টায় বাড়ী ফিরলাম।

পঞ্চানন গ্রন্থাগারে Studies in Gandhism, স্বরাজ ও গান্ধীবাদ, গান্ধীজী কি চান, দিলাম।

***

অতুল্যর সঙ্গে বাংলাদেশের কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক আলোচনা হ'লো। আগামী নির্বাচনে কিরণশঙ্কর রায় পারবেন কিনা, মন্ত্রিসভায় তখন কি ধরণের ব্যবস্থা হবে, এসব আলোচনা হ'লো।

বিকালে চন্দননগর পর্যন্ত অতুল্যর সঙ্গে গাড়ীতে বেড়াতে গেলাম। রাত্রে ফেরার পথে শ্রীরামপুরে কিছুক্ষণ বসতে হয়েছিল।

কলিকাতা

4

AUGUST

Monday

১৮ই শ্রাবণ সোমবার, সন ১৩৫৪

1947

১১৬।৵ ১০ Tr./১৫

মটর টায়ারের চটি ১।০

সকালে শ্যামাপ্রসাদবাবুকে বলতে তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে নোআখালি যাওয়ার খুশি হয়ে মত দিলেন। বাড়ী ফিরে কলেজে outgoing VIth year কে তিন ঘন্টা গ্রাম-শহর সম্পর্কে পড়ালাম। পড়াতে পড়াতে নিজেরও এ বিষয়ে অনেক নতুন কথা মনে হচ্ছে।

খাদি প্রতিষ্ঠানে স্বরাজ ও গান্ধীবাদ এবং Studies in Gandhism দিলাম। City College (Commerce Branch) এ Studies একখানা পাঠিয়ে দিলাম।

* * *

ছাত্রদের আগামী ৬/৭ দিনের মধ্যে যতটা পারি পড়িয়ে দেবো। গ্রাম-সম্পর্কে Cultural Landscape-এ পড়ানো হয়ে গেছে। আজ গ্রামের সঙ্গে গঞ্জ, হাট, তীর্থস্থানের সম্পর্ক, মেলার সম্পর্ক কি তাই বলে গ্রামের মধ্যে কোন্‌গুলি ক্রমে শহরে পরিণত হয় তাই বোঝালাম।

পুরানো ভারতের উৎপাদন ব্যবস্থা, তার দোষগুণ এবং ধনতন্ত্রের অধীন উৎপাদন ব্যবস্থার কি দোষগুণ তাই বলে সমাজতন্ত্রের অধীন উৎপাদন ব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত তাই বোঝালাম। Profit motive for the benefit of one class -এর পরিবর্তে = Producing for use এর প্রভেদ দেখিয়ে শহরের দুই শ্রেণী বিভাগ বোঝালাম Towns which are complementary to village economy – (1) helpfull and (2) exploiting character.

এর পরে anatomy of towns cities, their physilology, Conurtation – slumus paleotechnic and Neotechnic cities এর বিষয়ে বোঝাতে হবে।

কলিকাতা

1947

5
AUGUST
Tuesday

১৯শে শ্রাবণ মঙ্গলবার, সন ১৩৫৪

১১৪৬১৫ একটা থলি ॥০

সকালে প্রফুল্ল সেন, তার সঙ্গে সুরেশ মজুমদারের আপিসে একটা চিঠি লিখে দিলাম। সেই চিঠি নিয়ে কাল দিল্লী যাবো। বিজয়দার সঙ্গে ডক্টর ঘোষের বুনিয়াদী শিক্ষা বিষয়ে ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা হ'লো। ডক্টর ঘোষ সব কাজেই গোলযোগ' । গান্ধীবাদের ও' নতুন করে পরীক্ষা হচ্ছে।

বিকালের মধ্যে নির্ণয়ের জন্য একটা প্রবন্ধ তৈরি করে বাড়ী ফিরলাম।

* * *

সুরেশ মজুমদার মহাশয়ের আপিসে বসে দিল্লীর নেতৃবৃন্দের জন্য চিঠি draft করে দিলাম। তাতে বাংলাদেশে রাজাজী এলে কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে তার আভাষ দেওয়া হয়েছে। ওঁর পরিবর্তে যদি জয়রামদাস দৌলতরামের মত লোক দেওয়া যায়, তাহলে ভাল হয়, একথাও জানানো হয়েছে।

বিকালে নির্ণয়ের জন্য একটি প্রবন্ধ লিখে ফেললাম।

6
AUGUST
Wednesday
২০শে শ্রাবণ বুধবার, সন ১৩৫৪

1947

১১৪।১৫ Tr. ৮৹

"anatomy of the village" ২৩/৹

VTCGR "Vihang" ভারত airways এর plane-এ (7.31 taking, 7.38 take off - Gaya arr. 9.25, dep. 9-48, Lucknow 11-30, Delhi arr. 2 Pm) দিল্লী পৌঁছলাম।

রাজেনবাবু সরদার প্যাটেলের সঙ্গে খোলাখুলি মন্ত্রিসভা ও গবর্ণরের ব্যাপার নিয়ে কথা হ'লো।

বিকালে কনট প্লেসে বুড়ুর জন্য কাঁচের চুড়ি খুঁজে পেলাম না।

রাত্রে কৃষ্ণ ও জয়রামদাস দৌলতরামের সঙ্গে বাংলার কংগ্রেস ও রাজনীতির বিষয়ে খোলাখুলি বিস্তৃত আলোচনা হ'লো।

* * *

সকালে ভারত এয়ারওয়েজের প্লেনে দিল্লী চলে গেলাম। পৌঁছতে ২টো বাজলো। রাজেনবাবুর সঙ্গের চিঠি উপলক্ষ্য করে ডক্টর ঘোষের tactlessness সম্বন্ধে কথা হোলো। কেন ওঁরা প্রফুল্লবাবুকে চাননি। বিধান রায়ের কথা ভেবেছিলেন। শেষে সব দেখে শুনে কৃপালানিকে পাঠিয়েছিলেন, সব বললেন। গবর্ণর বদল এখন চলে না তা বললেন। ডক্টর ঘোষই রাজাজীর নাম করেছিলেন। রাজাজী প্রথমে রাজি ছিলেন না, পরে হন। ডক্টর ঘোষ মন্ত্রিত্বের কাজেও কিরকম ভুল করে চলেছেন তা বললেন— কলিকাতা হাইকোর্টের জজ হ্যারিসের সম্পর্কে যা করেছেন সে কথা উল্লেখ করে রাজেনবাবু যথেষ্ট অসন্তোষ ও দুঃখ প্রকাশ করলেন। আমি বেলেঘাটা ও শ্যামবাজার এবং S N Roy, সত্যেন মুখার্জির বিষয়ে বললাম। উনি সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে দেখা করে public এবং নিজের Cabinet-এর সম্পর্কে কিভাবে চলছেন শরৎবাবুর নূতন opposition-এর সম্ভাবনা প্রভৃতির বিষয়ে খোলাখুলি সরদারকে বলতে বললেন। আর বললেন, বাঙলায় কংগ্রেসকে যেন কিছুতেই দুর্বল করা না হয়।

সর্দারের বাড়ী যেতে গান্ধীজীর সঙ্গে সম্পর্ক থাকার ফলে মনি বেন ও সর্দার চট করে দেখা করলেন। সর্দার খুলে বললেন, বাঙলা দেশ ভুল করেছে। উনি যে পথে চলেছিলেন তাতে বাঙলাকে আবার united করার মৎলব ছিল। প্রফুল্লবাবুকে দিয়ে কিন্তু সে কাজ হবে না। রাজাজীর বদল এখন 'too late' কারণ সম্রাটের বিবৃতি বেরিয়ে গেছে।

AUGUST Thursday 7 1947
Samvat—5 Sawun (Badi) Adhik) 2004
Faslee—5 Sawun (Adhik) 1354 : Hijri—19 Ramzan 1366

কলিকাতা

1947

7
AUGUST
Thursday
২১শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৪

১১১।/•১৫ দিল্লীতে Driver নিরঞ্জন সিং ২

Dep. Delhi 7-24 arr Lucknow 8-48. Dep LKN 9-17 arr. Gaya 10-55. Dep.Gaya 11-18, arr Dum Dum 12-58

সোজা সুরেশ মজুমদার মশায়ের গাড়ীতে বাড়ী হয়ে কলেজ। সেখান থেকে অতুল্য ও ধীরেনের সঙ্গে হরিতকী বাগানে সাতটা পর্যন্ত আলোচনা হ'লো।

কাল প্রফুল্ল ঘোষের সঙ্গেই সকালে কথা বলতে যাবো।

* * *

১টায় কলিকাতা পৌঁছেই ২টো থেকে ৪টে ইউনিভার্সিটিতে ক্লাশ নিলাম। তারপর । বাগানে অতুল্যর ওখানে ৭টা পর্যন্ত থেকে অতুল্য ও ধীরেন মুখুয্যে-কে সব বললাম।

বর্ধমান

8

AUGUST
Friday

1947

২২শে শ্রাবণ শুক্রবার, সন ১৩৫৪

১০৯।⁄১৫

[খাদি প্রতিষ্ঠান ১৫৲ বাদ বর্ধমান ২।৵
রিকশা।৵০]

ক্লাস করে বর্ধমান বেরিয়ে পড়লাম। দিদির সঙ্গে দেখা করে খেয়ে রাত ৩।০ টেতে স্টেশনে এলাম।

মঙ্গলবার 12th এর Casual Leaveএর দরখাস্ত করেছি।

* * *

রাত্রে গান্ধীজীকে আনার জন্য বর্ধমান চলে গেলাম। রাত ৩ ।।· টের সময়ে স্টেশনে এসে দেখি গাড়ী ১ ।।· ঘণ্টার বেশি লেট হয়েছে।

কলিকাতা

1947

9
AUGUST
Saturday

২৩শে শ্রাবণ শনিবার, সন ১৩৫৪

১০৯।/•১৫

[খাদি প্রতিষ্ঠান ১২।৶০   বাদ   ৪৬০
2nd class to HWH]

ভোরে গান্ধীজীর গাড়ী ১॥০ ঘন্টা দেরিতে এলো। সেই গাড়ীতে চড়ে ওঁর সঙ্গে সোদপুর এলাম। সারাদিন নানা কাজে গেল। প্রার্থনাসভার অনুবাদ বড্ড সাহিত্যিক ধরণের হ'লো। কিছু কিছু বলার ঝোঁকে বাদ দিয়ে ফেললাম বলে ভাল লাগছে না।

রাত্রে Statesmanএর গাড়ীতে বাড়ি ফিরলাম।

জিনিষপত্র নোআখালির জন্য গুছিয়ে নিচ্ছি।

৫৯৶১৫+ খাদি প্রতিষ্ঠানের ৭॥৶০ অর্থাৎ ৬৬ ৸৶১৫ সঙ্গে নিচ্ছি।

* * *

সকালে স্টেশনে বসে বাঙলার মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ, সেই সম্পর্কে গান্ধীজীর জন্য একটা রিপোর্ট লিখলাম। ট্রেন ছাড়লে মুখে ঐ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হ'লো। উনি ধীরভাবে সব শুনলেন।

হাবড়া ৮-১০ মিনিটে পৌঁছানো গেল। তারপর সোদপুর। সোদপুরে সারাদিন কাজেকর্মে গেল।

প্রার্থনার অনুবাদ সাহিত্যিক ভাষায় করলেও বস্তু কিছু কিছু ছেড়ে গেল। কাল আরও সাবধানে করবো, আরও সত্য অনুবাদ হওয়া চাই, নয়তো মনটা খারাপ লাগছে।

সোদপুর

10 AUGUST Sunday 1947

২৪শে শ্রাবণ রবিবার, সন ১৩৫৪

১০৯।/•১৫

সকালে রাধানাথ ও অতুল্যর সঙ্গে সোদপুর চলে এলাম। সারাদিন কাজ চললো। দুপুরে খাওয়া আর হ'লো না। চায়ের কাপের ২ কাপ দুধ খেয়ে নিলুম।

মিঃ উসমানের সঙ্গে কথা হওয়ার পর গান্ধীজী নোয়াখালি যাওয়া দুদিন পেছিয়ে দিলেন। যদি নোয়াখালিতে কিছু ঘটে, তখন অনশন গ্রহণ করবেন, এই সংকল্পের সাক্ষী করলেন উসমান সাহেবকে।

প্রার্থনায় কলিকাতার সাম্প্রদায়িক ব্যাপার নিয়েই বললেন।

* * *

মহম্মদ উসমান প্রভৃতির সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে গান্ধীজী বললেন তিনি বুধবারের আগে নোয়াখালি যাত্রা করবেন না। যদি নোয়াখালিতে কিছু ঘটে, তার জন্য অনশন গ্রহণ করবেন, এই সংকল্পের সাক্ষী উসমান সাহেব প্রভৃতিকে করলেন। তাঁরা এত বড় গুরু দায়িত্ব নিতে ভয় পেলেন। বরং লীগের তরফ থেকে প্রচার কার্য চালিয়ে মানুষকে শান্ত করার চেষ্টা কাল থেকেই করবেন।

মন্ত্রিদলের সঙ্গে কথাবার্তা হ'লো, কিন্তু তাঁদের নিজেদের ভিতরের কথা নয় :— পুনর্বসতি, কলিকাতার অবস্থা, ১৫ই অগষ্টের উৎসব, পুনরায় কিভাবে খণ্ডিত বাংলাকে সংযুক্ত করা যায়, এই সব নিয়ে।

রাত্রে অমিয় চক্রবর্তী, হরেশ আলেকজাণ্ডার প্রভৃতি এলেন। স্টুআর্ট নেলসন, তটিনী দাসের সঙ্গে আলাপ হ'লো।

AUGUST Monday 11 1947
Samvat—9-10 Sawun (Badi Adhik) 2004
Fasler—9 Sawun (Adhik) 1354 : Hijri—23 Ramzan 1366

সোদপুর

11
AUGUST
Monday
২৫শে শ্রাবণ সোমবার, সন ১৩৫৪

১০৯।/০১৫

খাওয়ার বড় গোলমাল হচ্ছে, সময় গুলিয়ে যাচ্ছে। আর খাদি প্রতিষ্ঠানের সরকারী খাওয়া বড় বিশ্রী লাগছে।

গান্ধীজী ২-১২ থেকে ৪-১২ কলিকাতার দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চল ঘুরলেন।

রাত্রে সুহরাবর্দী সাহেবের সঙ্গে ঘন্টা দেড়েক কথা হ'লো। তিনি দ্বিতীয়বার প্রস্তাব করলেন যে তিনি ও সুহরাবর্দী সাহেব উভয়ে মিলে দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলে শান্তি স্থাপনা করবার জন্য একসঙ্গে থাকবেন। সুহরাবর্দী সাহেবকে ফকিরী নিতে হবে। তিনি তাঁর মেয়ে ও কে এ বিষয়ে বলে কাল যেন উত্তর দেন।

***

গান্ধীজী সুহরাবর্দী সাহেবের কাছে একটা প্রস্তাব করলেন। দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চলে, যেখানে হিন্দু-মুসলমানের পাড়ায় যেতে পারছে না এবং মুসলমান হিন্দুর পাড়ায় যেতে পারছে না,এমন জায়গায় যে সব হিন্দু-মুসলমান এখনও বেঁচে রয়েছে তাদের সেখানেই ফিরে যেতে হবে। এর জন্য গান্ধীজী সুহরাবর্দী সাহেবের সঙ্গে একঘরে বসবাস করতে চান। ঐরকম কোনও পাড়ায় বাস করতে হবে।

সুহরাবর্দী খুব চিন্তায় পড়লেন। উসমান সাহেবের দেখলাম প্রস্তাবটীর গুরুত্ব বুঝতে একটুও বিলম্ব হ'লো না। গান্ধীজী সুহরাবর্দীকে বললেন, কাল ভেবে, নিজের মেয়ে ও আত্মীয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে যেন উত্তর দেন। সেই বুঝে গান্ধীজী নোয়াখালি যাবার ব্যবস্থা পরিবর্তিত করবেন। ফকিরী নেওয়ার প্রস্তাব, এরকম প্রস্তাব ভেবে চিন্তে নিতে হবে।

ডঃ স্টুয়ার্ট নেলসানের সঙ্গে তার আগে গান্ধীজী Passive Resistance ও সত্যাগ্রহের বিষয়ে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, দেশশুদ্ধ লোক সত্যাগ্রহের পরিবর্তে Passive Resistance করছিলো, এ জিনিষ তিনি বোঝেন নি। ভুল তাঁর হয়েছিল, কিন্তু ভগবান এই মায়ায় তাঁকে প্রয়োজন বশে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন। নয়ত Experiment-টাই হতো না। আর জনসাধারণ সত্যাগ্রহের বদলে P.R. করেছে বলেই আজ আজ তার মনের হিংসা দাঙ্গার আকারে বহুভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

কলকাতা

12

AUGUST 1947

Tuesday

২৬শে শ্রাবণ মঙ্গলবার, সন ১৩৫৪

১০৯।/•১৫

গান্ধীজী আজ সুহরাবর্দী সাহেবের কাছে সংবাদ পেয়ে বেলেঘাটা মেন রোডে একটি বাড়ীতে থাকা স্থির করলেন। প্রার্থনা সভার বক্তৃতায় চন্দননগর সম্পর্কে, ১৫ই অগস্ট এর উৎসব সম্পর্কে ও কলিকাতায় তাঁর নূতন কর্মধারার বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বললেন।

রাত্রে Press-এর গাড়ীতে বাড়ী ফিরলাম।
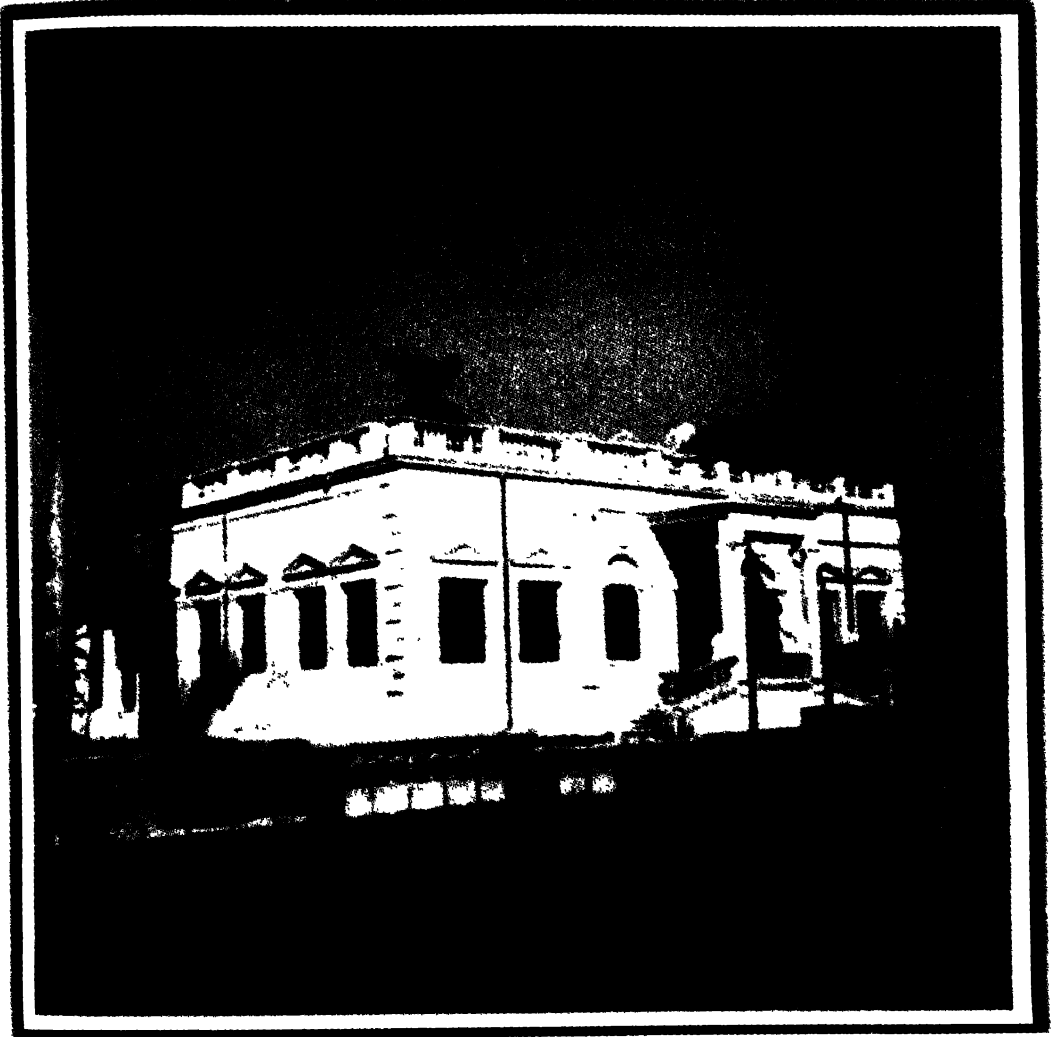
১৫০ বেলেঘাটা মেন রোড

সুহরাবর্দী সাহেবের সঙ্গে

AUGUST Wednesday 13 1947
Samvat—12 Sawun (Badi Adhik) 2004
Fasle—11 Sawun (Adhik) 1354 : Hijri—25 Ramzan 1366

বেলেঘাটা
কলিকাতা

1947

13
AUGUST
Wednesday
২৭শে শ্রাবণ বুধবার, সন ১৩৫৪

১০৯।/০১৫

সকালে বাড়ী থেকে সোদপুর পৌঁছাতে ৯।০ আন্দাজ হলো। কাজকর্ম সারতে সারতে বেলা হলো।

২-৩৬ মিনিটে রওনা হয়ে ৩টের কিছু পরে ১৫০ বেলেঘাটা মেন রোডে হায়দারি ম্যাচ ফ্যাক্টরির পাশে একটা বাড়ীতে এসে ওঠা হলো। Go to Coloótola, Go to Park Circus প্রভৃতি লেখা ফটকের পাশে কাগজ মারা ছিল। ছেলেপিলেরা Go back Gandhi বলে চেঁচামেচি করতে লাগলো। পুরী প্রমথবাবুর মেয়ে (চৈতন্যর মামাতো বোন) এর স্বামী ডাক্তার। তাঁর ওখানে বেশ বড় ভিড়ের সঙ্গে ৫-১৫ থেকে ১০-৩০ রাত্রি পর্যন্ত আলোচনা করে সব বিষয়টা বোঝাতে চেষ্টা করলাম। বোধহয় বুঝলেন।

***

সকাল ৯।।· টা নাগাদ সোদপুর ফিরলাম।

বিকালে ২-৩৬ মিনিটে বেরিয়ে ৩টে ৫নাগাদ ১৫০ বেলেঘাটা মেন রোডে পৌঁছানো গেল। যুবক ও পাড়ার ছেলেরা খুব ক্ষিপ্ত হয়ে অপমানকর ব্যবহার করতে লাগলো। আমি পাঁচটা নাগাদ ভবানী ভট্টাচার্যের ভগ্নীপতির বাড়ী নিমন্ত্রিত হয়ে গেলাম। সেখানে রাত ১০।· টা পর্যন্ত পাড়ার মাতব্বরদের সঙ্গে স্বাধীন ভারতে মুসলমানদের ভারতীয় রাষ্ট্রের যোগ্য নাগরিক করতে গেলে কিভাবে চলা উচিত তাই নিয়ে শোনা এবং বলতে ৫ ঘণ্টা ব্যয় করলাম। তাঁদের কাছে প্রস্তাব করলাম। আপনারা গান্ধীজীকে তিনটি বিষয় বলুন

১। পুলিশ ও মিলিটারি সরিয়ে নিন, এখানে লোকজনের যাওয়া আসা। আমাদের স্বেচ্ছাসেবক দিয়ে আমরা নিয়ন্ত্রণ করবো।

২। বেলেঘাটা দাঙ্গার পুরা ইতিহাস জানান।

৩। মুসলমানদের পিছনে আজ লীগ গবর্মেণ্টের সমর্থন চলে গেছে। এখন তাদের শিক্ষা ও সংস্কারের দ্বারা কিভাবে যৌথ নাগরিকের পদে নিয়ে যাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে কাজের মতন প্রস্তাব করুন।

দ্বৈত শক্তি হাতে থাকায় আজ গুণ্ডামি বন্ধ করার শক্তি এসেছে। জনসাধারণ প্রতিশোধ- পরায়ণ হলে সারা ভারত গ্রামে গ্রামে পাকিস্তান হয়ে যাবে, ভারতকে নতুনভাবে গড়ার কাজ সম্ভব হবে না।

একথা সমবেত ভদ্রলোকগণ স্বীকার করলেন।

কলিকাতা

14 AUGUST 1947

Thursday

২৮শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৪

১০৯।•১৫

আজ দেখার জন্য অবিচ্ছিন্ন ধারায় মানুষ এসে কাজকর্মের বড় অসুবিধা ঘটিয়েছে। বিকালে পাড়ার বহু লোকের সঙ্গে দেখা করে যথাসম্ভব রাজনীতির দিক থেকে গান্ধীজীর যাত্রা ও বর্তমান প্রচেষ্টার অর্থ বোঝাবার চেষ্টা করলাম।

প্রার্থনা সভায় অনুবাদ ভাল করতে পারলাম না। লাউড স্পীকার খারাপ হওয়ার জন্য বক্তৃতার দ্বারা মানুষের মন টেনে রাখতে পারছিলাম না।

রাত্রে একটা গাড়ীতে এগারটার পর বাড়ী পৌঁছলাম।

পথে সকল নাগরিক স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করছে দেখলাম।

* * *

গান্ধীজী যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন, সুহরাবর্দি পরাস্ত হয়ে কিভাবে নতি স্বীকার করেছে, এখন আমাদের উদ্দেশ্য পরাজিত Generalকে মর্যাদা দেওয়া, তার দ্বারা যে কাজ হতে পারে সেই কাজ করানো— অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে ভারতীয় citizenship-এর ভাব আনানোর কাজে লাগানোর—এই দিক দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলাম হলো।

রাত্রে বোবাজার, হ্যা   সন রোড, কলাবাগানের পাশ দিয়ে বাড়ী গেলাম। উচ্ছ্বাসের মত একটা ব্যাপার এসেছে। বহুদিনের repression-এর পর উচ্ছ্বাস। ভাল জিনিষ। কিন্তু পোক্ত করার চেষ্টার বেশি প্রয়োজন।

সব আনন্দ, উচ্ছ্বাস জনসাধারণের ঠিক representative হতে পারে কিন্তু আমার মনে কেবল বাইরের জিনিষ বলে মনে হচ্ছে।

Rajagopalachari Must Go Back

Shri Rajagopalachari has been appointed the Governor of West Bengal, on the [illegible] the Congress High Command who form Dominion Government of India. Unlike the Lytton Andersons of former days, Shri Rajagopalachari is not a stranger to Bengal. Bengal knows Shri [illegible]chari too well and remembers his deep-rooted hostility towards Bengal and her beloved [illegible] Deshabandhu Chittaranjan Das and Netaji Subhas Chandra Bose. The election of Desha[illegible] president of the Gaya Congress and his leadership made Shri Rajagopalachari wild with rage [illegible] election of Netaji Subhas Chandra Bose as the President of the Tripuri Congress led him [illegible] a campaign of vilification against the nation's elected leader. Thus spoke Shri Rajagopalachari [illegible] Tripuri Exhibition on the 9th, March, 1939, when Netaji Bose was hovering between life and [illegible] at Tripuri :—

"Mahatma Gandhi promises the minimum but performs the maximum. Put your trust in him and he will safely lead you to the goal. At present there are two boats floating [illegible]. One is an old boat but a big boat which is piloted by Mahatma Gandhi. There is another [illegible] a new boat-attractively painted and beflagged—who calls to you to get into his boat. Mahatma Gandhi is a trained boatman who can safely transport you. If you get into the new boat—which I know [illegible] all of us will go down and the river Nervada is indeed very deep. The new boatman says : "If you don't get into my boat then at least tie my boat to yours" This is also impossible. We cannot tie up [illegible] good boat exposing ourselves to the perils of going down. We have one leader and that [illegible] Gandhi. We must abide by him because what he says he means. He is the only safe man in whose boat we should get in. To our knowledge for 35 years now we have tried him to our satisfaction. I ask you not to be misled by tall talks and get into the leaky boat. Or donot think, we shall get into the new boat for a while and then again get back into the old boat. You may not survive to get back to the old boat, [illegible] I said, the new boat is leaky".

India, nay the whole world, has watched the progress of the "leaky boat" since the Tripuri Congress and history records how this "leaky boat" from Bengal grew into a submarine and defied the storms and the menacing U-boats of the Atlantic; and reached the shores of Asia where Netaji started his memorable march to Delhi at the head of the Azad Hind Fauj while Shri Rajagopalachari was having somersaults and actually jumped out of his much-vaunted "old boat" in fear of the "Quit India" resolution leaving his own "trained boatman" to rot in prison. The "Quit India" resolution was a test of Shri Rajagopalachari's fidelity to Mahatma Gandhi and his hasty withdrawal from the congress left us in nodoubt as to who tried to mislead the people by "tall talks" at Tripuri. The year 1942 saw Shri Rajagopalachari fiddling with his C. R. formula at the court of Lord Linlithgow while the whole of India was burning.

A word about the C. R. formula. In very plain words it propounded the policy of leaving Bengal and the Punjab miserably alone with a view to bargain with the British for the rest of India. The author of the C. R. formula comes today as the Governor of West Bengal. Will West Bengal submit to this insult ?

Freedom, we are told, means the right of self-determination. Madras in the exercise of her right of self determination, has refused to have anything to do with Shri Rajagopalachari—a turn-coat and a betrayer of the Congress. Will the same right be denied to the people of Bengal ? Shri Rajagopalachari himself is known for his advocacy of the principle of self-determination. Will he now have the honesty to stand up in defence of Bengal's right to determine by whom she should be governed as her Governor ?

Bengal is divided, not dead. West Bengal—small and weak because of the division—cannot be made the dumping ground of the undesirables of other provinces. The appointment of Shri Rajagopalachari is a challenge to the honour of Bengal.

Youths of Bengal must demand the recall of Rajagopalachari. Rajagopalachari must [illegible] gopalachari, the vilifier of Deshabandhu and Netaji ; Rajagopalachari, the advocate of the [illegible] down Bengal ; Rajagopalachari, the [illegible] propagandist against the "Quit India" [illegible] gopalachari, the most unwanted [illegible] his own home-province, can have no place [illegible] Deshabandhu and Netaji.

RA[illegible]ACHARI GO BACK

ভারতের জাতীয় পতাকা

স্বদেশী শিল্পই
অর্থনৈতিক স্বাধীনতার
মেরুদণ্ড
ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

বন্দেমাতরম্
১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭

আর্ট কটেজ

স্বাধীনতা দিবস
ভারতভাগ্যবিধাতা

AUGUST Friday 15 1947
Samvat—14 Sawun (Badi Adhik) 2004
Faslee—13 Sawun (Adhik) 1354 : Hijri—27 Ramzan 1366

কলিকাতা
বেলেঘাটা

1947

15
AUGUST
Friday
২৯শে শ্রাবণ শুক্রবার, সন ১৩৫৪

১০৯।/০১৫

প্রফুল্ল, ধীরেন, অতুল্য এদের সঙ্গে দেখা করে ধীরেনের গাড়ীতে বেলেঘাটা চলে এলাম।

সারাদিন নানা কাজে গেল।

পুরানো Swan নিব-ওলা ফাউন্টেন পেনটা আজ হারিয়ে গেল। তার জন্য বড় বিশ্রি লাগছে। (হারায়নি, একজন লিখতে নিয়ে ১৭ তারিখে ফিরিয়ে দিয়েছেন)

বিকালের দিকে বেলেঘাটা ছাত্রদের এক মিটিঙে গান্ধীজী অহিংসার বিষয়ে ও নূতন ভারতরাষ্ট্রের নাগরিক গড়ার বিষয়ে ভাল বক্তৃতা দিলেন।

এখানকার বন্দোবস্ত বড় খারাপ হচ্ছে। লাউড-স্পীকারের বেবন্দোবস্তের জন্য মিটিং সংযত রাখা বা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা অসুবিধা হচ্ছে।

রাত্রে ডাঃ মণি (চক্রবর্তীর) বাড়ীতে খেলাম।

* * *

ছাত্রদের এক সভায় ছাত্রেরা বললো এখানে দাঙ্গায় তারা অংশগ্রহণ করেনি, আত্মরক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু করেছে। উত্তরে গান্ধীজী এক ভাল বক্তৃতা অহিংসার সম্বন্ধে করলেন। প্রতিশোধ বা আত্মরক্ষার জন্যও হিংসার অস্ত্র গ্রহণ করলে, অপরকে পরাস্ত করতে হলে তার চেয়ে বেশি হিংসা প্রয়োগের দরকার হয়। এর শেষ নাই। আত্মরক্ষার অধিকার অহিংসা। সৈনিককে বর্জন করতে হবে। বহু মানব কিভাবে এই সাহসে সাহসী হয় জানি না, সেই সাধনাই আমি করছি।

এরপর গান্ধীজী পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের যুদ্ধ এবং আজ সে যুদ্ধের অবসানের কথাও বলেন। দুই রাষ্ট্র স্বীকার করে, এবং সেই দুই রাষ্ট্রে মানুষ হিন্দু বা মুসলমান না হয়ে নাগরিক হিসাবে যখন থাকতে স্বীকার করেছে তখন Two-Nation Theoryকে এক দিক থেকে নষ্টই করে দেওয়া হয়েছে।

ছাত্রদের বড় কর্তব্য বললেন, তারা এই জাতীয় স্বাধীনতার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করে যে নতুন রাষ্ট্রের গঠনকাজে সহায়তা করে, যেটি শুভ ও কর্তব্য তাই যেন করে।

কলিকাতা

16 AUGUST 1947

Saturday

৩০শে শ্রাবণ শনিবার, সন ১৩৫৪

১০৯।/•১৫ Tr. /•

গান্ধীজী আজ স্কটিশচার্চ কলেজের অধ্যক্ষ Rev. Kellas-এর সঙ্গে খুব ভাল আলোচনা হলো।

American Consul General গান্ধীজীকে Eversharp Ink-pencil একটা উপহার দিলেন। তিনি যেন তাঁর কর্মচারীদের কাউকে দেন। আমি চেয়ে নিলাম।

মিটিং রাসবাগান ময়দানে হ'লো। বন্দোবস্ত ভাল ছিল না।

* * *

গান্ধীজী বক্তৃতায় একটি কথার উপরে জোর দিতে আরম্ভ করেছেন। ভারতে দুই রাষ্ট্র গঠন হওয়ার ফলে Two-Nation Theory ভেঙ্গে গেল। কেননা উভয়েই বলছেন, হিন্দু ও মুসলমান প্রজাকে অপক্ষপাতে সমান মর্যাদা দেবেন। আমাদের চেষ্টা হওয়া উচিত সকল প্রজা যেন যোগ্য নাগরিক হয়, এর জন্য শিক্ষা ও সংস্কারের উদ্যম যথাযথভাবে করা।

AUGUST Sunday 17 1947

Samvat—1 Sawun (Sudi) 2004

Faslee—15 Suddha Sawun 1354 : Hijri—29 Ramzan 1366

৩১শে শ্রাবণ রবিবার, সন ১৩৫৪ সাল, [illegible]

1947

17

AUGUST

Sunday

৩১শে শ্রাবণ রবিবার, সন ১৩৫৪

১০৯।১৫

গান্ধীজী আজ পরিষ্কার বলে দিলেন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ছাড়া অপর কোন বিষয়ে যেন মুলাকাতের ব্যবস্থা করা না হয়।

আজ নারকেলডাঙ্গায় ভিক্টোরিয়া নার্সারিতে মিটিং হ'লো, হাজার ৮০/৯০ বা লাখ খানেক লোক হবে। খাদি প্রতিষ্ঠানে যে মাইক্রোফোন কাজ করে, সেইটি খাটানোর ফলে কাল থেকে বক্তৃতার ব্যাপার ভাল হচ্ছে।

ডাঃ ঘোষ চন্দননগর সত্যাগ্রহের বিষয়ে নির্দেশ নেবার জন্য এসেছিলেন। হিন্দীতে যা বললেন, বাঙলায় তার অনুবাদ লিখে দিতে উনি নীচে বাঙলায় সই করে দিলেন।

* * *

ডাঃ ঘোষ চন্দননগর সত্যাগ্রহের বিষয়ে পরামর্শ করতে এসেছিলেন। উনি পরিষ্কার তাকে দুরগ্রহের পর্যায়ে ফেললেন। Administrator-কে বাড়ীতে আটক রাখা হয়েছে, এবং চারজন অনশনব্রত গ্রহণ করেছেন যতক্ষণ না ফরাসীরা চন্দননগর ছেড়ে চলে যায়।

গান্ধীজীর মত আজ নয়ত দুদিন পরে তারা যেতে বাধ্য। ফরাসী বা পোর্তুগীজ ভারত, ভারত ইউনিয়নের সঙ্গে সংযুক্ত হবেই। এ নিয়ে অকারণ মনোমালিন্য সৃষ্টি করা সঙ্গত হয় না।

বিকালে নারকেলডাঙ্গায় প্রার্থনা সভায় এ বিষয়ে জোর দিয়ে বললেন। বেশির ভাগ বললেন, বর্তমান উচ্ছ্বাসকে সংযত সুনিয়ন্ত্রিত করতে হবে। নয়ত আমাদের স্বাধীনতা তুবড়ীর আলোর মত ব্যর্থ হয়ে যাবে।

কলিকাতা

18
AUGUST
Monday
1947

১লা ভাদ্র সোমবার, সন ১৩৫৪

১০৯।১৫

আজ দেখা সাক্ষাতের যেসব ফর্দ ছিল সব গোলমাল হয়ে গেছে। দুপুরে ১২-৫০এ বেরিয়ে ৪-২৫এ বারাকপুর থেকে ফেরা হোলো। সেখানে স্থানীয় হিন্দুস্থানীদের এই বোঝালাম যে আজ হিন্দুস্তানে হিন্দু ও মুসলমান সমপর্যায়ের প্রজা। তাদের চেয়ে আমরা সংখ্যায় বেশি, অতএব আমাদের উচিত, তাদের হৃদয়ে যাতে আঘাত লাগে এমন কোনও কাজ না করা।

সন্ধ্যায় মিটিং মেহমেডন স্পোর্টিং গ্রাউণ্ডে হ'লো। এত খারাপ বা অপর্য্যাপ্ত মাইকের বন্দোবস্ত যে গান্ধীজী ৫মিঃ ইদ মোবারক বললেন, আর অনুবাদ আদৌ শোনানো গেল না।

AUGUST Monday 1947
Samvat—2 Sawun (Sudi) 2004 Hijri—1 Sawwal 1366
১লা ভাদ্র সোমবার, সন ১৩৫৪ সাল
"Idul Fitre"

১০৯।১৫

* * *

আজ বারাকপুরে যেখানে দু-তিন দিন আগে হাঙ্গামা হয়েছে সেখানে যাওয়া হলো। গান্ধীজী মৌন ছিলেন। যা লিখে বললেন আমি বিস্তারিত করে বক্তৃতায় বললুম।

বিকালের মিটিং মোহামেডান স্পোর্টিং গ্রাউন্ডে হ'লো। এত বড় ভিড় হয়েছিল যে অল্পসংখ্যক মাইকের দ্বারা তাকে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব নয়। গান্ধীজীর পাঁচ মিনিট ঈদমোবারক সম্পর্কে বলে বন্ধ করে দিলেন, অনুবাদ শোনাবার দরকারও হ'লো না। জনতা উঠে পড়েছিল।

AUGUST Tuesday 19 1947
Samvat—3 Sawun (Sudi) 2004 : Faslee—17 Sawun 1354
Hijri—2 Saawal 1366

কলিকাতা

1947

19
AUGUST
Tuesday
২রা ভাদ্র মঙ্গলবার, সন ১৩৫৪

১০৯।১৫ Tr. ৶৹

দুপুরে গান্ধীজীর সঙ্গে কাঁচড়াপাড়া গেলাম। জাতীয় পতাকার সঙ্গে পাকিস্তান পতাকা নেওয়ায় আমাদের আপত্তি আছে। কিন্তু মুসলিম লীগের পার্টি ফ্ল্যাগে কোনো আপত্তি হতে পারে না। যদি সর্বোপরি জাতীয় পতাকা থাকে, এই বিষয়টাই স্থানীয় শিখ, হিন্দু মহাসভাকে বোঝালাম। কংগ্রেসের একজন ভদ্রলোক এসেছিলেন, প্রেসিডেন্ট। কিন্তু কোনও political sense আছে বলে মনে হল না।

অনু এসেছে, সাহেবনগর কস্তুরবা শিবিরের মেয়েদের সঙ্গে গান্ধীজীর দেখা করবার ব্যাপার নিয়ে।

আজ বেলেঘাটা মিটিঙে গান্ধীজীর বক্তৃতার এক অংশ বুঝতে পারিনি, সেটুকু বাদ দিয়ে, কাঁচড়াপাড়া মিটিঙের একটু যোগ করে বক্তৃতা দিয়ে দিলাম।

***

কাঁচড়াপাড়াতে হিন্দুমহাসভা, শিখ প্রভৃতি কয়েকজনকে ধরে বোঝাতে হ'লো, জাতীয় পাতাকার সঙ্গে লীগের পার্টি ফ্ল্যাগ কেন নিয়ে যাওয়া চলে। সৈনিকদের মধ্যে regimental colours-এর মত।

গান্ধীজী বেলেঘাটায় যোড়ামন্দিরের সামনে মাঠে প্রার্থনা সভায় একটা নতুন কথা আরম্ভ করেছেন। মসজিদের সামনে বাজনা বাজিয়ে যাওয়া হবে কিনা, এই সম্পর্কে তিনি বললেন, ইংরেজী শাসনে যে ব্যবস্থা চালু ছিল, সেই অবস্থা চলতে থাকবে, যতদিন না ইউনিয়ন ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে এ বিষয়ে অন্য কোনকরম ব্যবস্থার নিষ্পত্তি হয়। ইংরেজ শাসনের সময়ে আমরা বাধ্য হয়ে মেনেছি, এখন স্বেচ্ছায় মানতে হবে।

সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় যেন সংখ্যালঘুর দোষ উপেক্ষা করেন; তাঁরা একজন হলেও যেন পরিপূর্ণ স্বাধীনতার অনুভূতিলাভ করেন, এ চেষ্টা আমাদের করতে হবে। ভারতের প্রত্যেক অধিবাসী যেন এই মনে করে, আমাদের সকলের এখানে সমান অধিকার আছে।

আজকের অনুবাদ অনুর ভাল লেগেছে। অনু সাহেবনগরের মেয়েদের সঙ্গে গান্ধীজীর দেখা করাবার চেষ্টায় এসেছে।

কলিকাতা

20
AUGUST
Wednesday

1947

৩রা ভাদ্র বুধবার, সন ১৩৫৪

১০৯/১৫

পলক স্ট্রীট-খ্যাংরাপটিতে প্রার্থনা সভায় দারুণ ভিড় ছিল। ব্যবসাদারদের জায়গা :— গান্ধীজী গোরক্ষার সম্বন্ধে খানিক বললেন।

দুই পতাকাই বন্ধুত্বের চিহ্ন হিসাবে চলতে পারে, তাই বললেন।

AUGUST Wednesday 20 1947
Samvat—4 Sawun (Sudi) 2004 : Fasles—18 Sawun 1354
Hijri—3 Saawal 1366
৩রা ভাদ্র বুধবার, সন ১৩৫৪ সাল, চতুর্থী ঘ ১০-২৬

* * *

বিশু মুখুয্যে ও কংগ্রেসকর্মী আরও কয়েক জন গান্ধীজীর সঙ্গে পুনর্বসতি নিয়ে কথা বলতে এসেছিলেন। গান্ধীজী বললেন "Rehabilitation is not a gradual process (It should be done) while the enthusiasim lasts" মিলনের ব্যাপারটা স্থায়ী কিনা গান্ধীজীর সংশয় আছে, কারণ হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যকে স্থায়ী করতে গেলে যা যা করা উচিত, সে বিষয়ে কারুর কর্মতৎপরতা বিশেষ দেখা যাচ্ছে না।

খেঙরাপটিতে বড় সভা হয়। তাতে গান্ধীজী গোরক্ষার বিষয়ে বললেন এবং পতাকার বিষয়েও বললেন। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যদি মনের মিল হয় তাহলে দুই পতাকা ওড়ানো যায়। গোরক্ষা করা মুসলমানের দায়িত্ব হয়ে পড়ে। মনের দিকটার উপরেই গান্ধীজী খুব জোর দিলেন।

কলিকাতা

1947

21
AUGUST
Thursday
৪ঠা ভাদ্র বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৪

১০৯৵১৫

আজ ইনসটিটিউটে মেয়েদের মিটিং-এ কিছুতেই গোলমাল থামানো গেল না। গান্ধীজী অতি অল্পক্ষণ বললেন। আমি একটু বড়ো করে অনুবাদ করলাম।

পার্ক সার্কাসের মিটিঙের বন্দোবস্ত বেশ ভাল হয়েছিল। কস্তুরবা শিবিরের সব মেয়েদের নিয়ে অনু মিটিঙে গেছলো।

কলিকাতা

22 AUGUST 1947

Friday

৫ই ভাদ্র শুক্রবার, সন ১৩৫৪

১০৯৶১৫

আজ দুপুরে কস্তুরবা শিবিরের শিক্ষার্থীদের কাছে গান্ধীজী ভাল বক্তৃতা দিলেন।

জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সঙ্গে কথায় তাদের লীগে যোগদান করতে বললেন, মুসলমান জনসাধারণের কাছে লীগে ঢুকে, স্বীয় মতবাদ প্রচার করার জন্য।

P. R. Thakur কে তিরস্কার করলেন, তারা হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে ফেলবে এই কথা বলার জন্য।

দেশবন্ধু পার্কে বড় মিটিং হ'লো। মেনু রবি গেছলো।

AUGUST Saturday 23 1947

Samvat—7 Sawun (Sudi) 2004: Faslee—21 Sawun 1354
Hijri—6 Saawal 1966

৬ই ভাদ্র শনিবার, সন ১৩৫৪ সাল, সপ্তমী ঘ ৯-২৪

কলিকাতা

1947

23
AUGUST
Saturday
৬ই ভাদ্র শনিবার, সন ১৩৫৪

১০৯৶১৫

Woodlands (আলিপুরে) মিটিং। বড় ভিড়ের দরুণ অসুবিধা হ'লো।

বন্দেমাতরম সম্বন্ধে অনেকখানি বললেন।

অনুকে রোজ রাত্রে পৌঁছে দিচ্ছি। সারাদিন কাছে থাকলেই, চিঠিপত্র লেখার কাজ খানিকটা করিয়ে নিই।

24 AUGUST 1947

Sunday

৭ই ভাদ্র রবিবার, সন ১৩৫৪

১০৯/১৫

অনু ম্যাপ দেঃ

ঢেঙ্কানলের রাজা ও রাণী এসেছিলেন। শীতকালে জুয়াঙ গ্রাম দেখতে যাবো বললাম।

বেলেঘাটার ভদ্রলোকেরা এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে এখানকার পুনর্বসতি সমস্যা নিয়ে খুব খোলাখুলি ভাল আলোচনা হয়ে গেল।

বিকালে ময়দানে বক্তৃতা হ'লো। বন্দোবস্ত ভাল হয়েছিল। কিন্তু মাঠ একেবারে জলকাদায় ভর্তি হওয়ায় সকলের খুব অসুবিধা হয়েছিল।

Sunday

Sawun (Sudi) 2004

Hijri—7 Sawwal

ময়দানে বক্তৃতারত

মূর্তি নির্মাণমগ্ন নিতাইচরণ

কলিকাতা

1947

25
AUGUST
Monday
৮ই ভাদ্র সোমবার, সন ১৩৫৪

১১৪৸৵১৫ Taxi ৩
Telephone ৸•

নিতাইচরণ পাল গান্ধীজীর মাটির এক মূর্তি করে এনে এখানে ঘণ্টাখানেক ধরে ঘরে থেকে সেটাকে শুধরে নিলেন। মূর্তি ভালই হয়েছে।

কিরণবাবু ও বিপিসিসি দলের সঙ্গে Coalition মন্ত্রিত্ব নিয়ে কথা হ'লো। গান্ধীজীতো একেবারে বিরুদ্ধে। সারা দেশে হিন্দু মুসলমানের মনোভাব যদি বদলায়, তখন সর্বত্র মিশিয়ে মন্ত্রিসভা গড়া যেতে পারে। সেই সময়ে বাঙলা দেশেও হবে। অন্যথা না হওয়া উচিত।

কলিকাতা

26
AUGUST
Tuesday

1947

৯ই ভাদ্র মঙ্গলবার, সন ১৩৫৪

১১১৶১৫ Tr. ৶০

খদ্দর ২০।•

রাত্রি ৮-১৫ থেকে ১২-৩৫ পর্যন্ত হিন্দু মহাসভার আড্ডায় (শোভাবাজার) গান্ধীজীর সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান নিয়ে আলোচনা হলো। দেবেন মুখুয্যে, পঞ্চানন নিয়োগী, নরেন দাস প্রভৃতি, জগমোহন বসু, মিন্টুদা (সুধীর ঘোষ) ও আরও অনেকে ছিলেন।

রায়বাহাদুর গুণেন্দ্রকৃষ্ণ রায়ের বাড়ী P15 রাজা নবকিষেণ স্ট্রীট।

কলিকাতা

1947

27
AUGUST
Wednesday

১০ই ভাদ্র বুধবার, সন ১৩৫৪

৯০॥/০১৫

আজ গান্ধীজী সুহরাবর্দিকে খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি League এর evil genius এই অভিযোগ মুসলমান পর্যন্ত আমার কাছে করেছে। কি বল এর উত্তরে? হিন্দুরা অত্যাচারের যেসব অভিযোগ করেছে, তার উত্তর কি? গান্ধীজীর ধারণা যে he is not playing square.

দেখা যাক আরও কতদূর যায়?

অনুকে আজ দুপুরে শিয়ালদহে পৌঁছে দিয়ে এলুম।

কলিকাতা

28 AUGUST 1947

Thursday

১১ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৪

৯০৮/০১৫

আজ সায়েন্স কলেজের মিটিঙে টিকিট করা এবং বৃষ্টির জন্য ভিড় সবচেয়ে কম হয়েছিল। সুহরাবর্দির বিরুদ্ধে poster ছিল। বক্তৃতা বৃষ্টির জন্য দুই খন্ডে হ'লো। প্রথমে desciplìne বিষয়ে এবং রাজনীতি সম্পর্কে; পরে সুভাষ বাবু এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কে।

শেষে কয়েকজন সুহরাবর্দির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে নারীদের প্রত্যর্পণ করার দাবির বিষয়ে বললেন। তাঁদের সামলে নিলুম। কাল যেতে বলেছি।

* * *

দেবেন সেনকে খুলে সব বললাম। প্রফুল্লবাবু সুরেন ঘোষের দলের সঙ্গে মিতালি করার ফল মন্ত্রিসভায় এবং কংগ্রেসে যে অঘটন ঘটাচ্ছেন, সে সব কথা বললাম। ডক্টর ঘোষের অভদ্র, নির্বোধের মত আচরণের ফলে বাংলায় কংগ্রেস কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তা তিনি বুঝতেও পারেন না।

আশা আছে প্রফুল্ল ঘোষের কাছে এ কথাগুলো পৌঁছাবে।

AUGUST Friday 29 — 1947
Samvat--13 Sawun (Sudi) 2004 : Faslee--27 Sawun 1354
Hijri--12 Saawal 1366

কলিকাতা

1947

29
AUGUST
Friday
১২ই ভাদ্র শুক্রবার, সন ১৩৫৪

৯০॥/•১৫

কালকের বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী একদলের সঙ্গে ১ ঘণ্টা আলোচনা করে নরম করলাম।

Independence has come in the sense that the British rule has ended.But Swaraj is as distant as ever. The Con. organization is going to pieces. Those who have gained power will keep up the Con. Organization in so far as it is necessary for them to be in power.

Those who believe in decentralization of economics + politics, find themselves in the wilderness. Will they only devote themselves to basic constructive activity alone, or also politically as a party? If so, what kind of political action should they take.

এই প্রশ্ন গান্ধীজীকে আজ ৪॥• টের সময় করলাম। সকালে প্রফুল্ল সেনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, বিকালে বিজয়দার সঙ্গে। তারজন্যই এই প্রশ্ন।

* * *

আজ সকালে প্রফুল্ল সেনের সঙ্গে কথা বললাম। মন্ত্রিত্বে ওর পক্ষে না যাওয়াই ভাল। দুপুরে বিজয়দার সঙ্গে (ভট্টাচার্য) কথা হ'লো। গান্ধীজীকে বললাম, আমার আপনার সঙ্গে একটু আলোচনা আছে। যে স্বাধীনতা লাভ হয়েছে, স্বরাজ থেকে তা অনেক দূর। অতএব যারা আজ কংগ্রেসকে বড় না করে, নিজেদের মন্ত্রিত্ব বা ক্ষমতা রক্ষার সরঞ্জামের মত ব্যবহার করেন, তাদের কারণে কি কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসা উচিত নয়? যারা বিকেন্দ্রীকরণে বিশ্বাস করে, প্রকৃত অর্থনীতি বা রাজনীতিতে বিশ্বাস করে, প্রকৃত অর্থনীতি বা রাজনীতিতে জনসাধারণের অধিকার চায়, তারা আজ কি শুধু গঠনকর্ম করবে, না রাজনীতির ব্যাপারেও হাত দেবে?

গান্ধীজী কালকে ভাল করে উত্তর দেবেন হয়তো।

ক্রীষ্টীয় সম্প্রদায়কে গান্ধীজী প্রার্থনাসভায় বেশ ভাল উপদেশ দিলেন।

রাত্রে অরুণার কাছে গেছলুম।

কলিকাতা

30 AUGUST 1947

Saturday

১৩ই ভাদ্র শনিবার, সন ১৩৫৪

৯০॥/•১৫

শ্যামাপ্রসাদবাবুর কাছে ভোরে গেছলাম। তিনি ৪টেতে পৌঁছবেন। ইন্টারভিউ এর জন্য।

গান্ধীজী রনপুরের সঙ্গে States সম্পর্কে ভাল কথা বললেন। শ্যামাপ্রসাদবাবু পাঞ্জাব সম্বন্ধে বিস্তৃত খবর দিলেন।

বারাসাতে মিটিং ছিল। ১০ হাজার বোধহয় জমায়েত হয়েছিল। খুব শান্ত অবস্থায় ভাল মিটিং হলো।

* * *

পাঞ্জাবের বিষয়ে গান্ধীজীকে শ্যামাপ্রসাদবাবু হালের সংবাদ দিলেন। দুই গবর্মেন্ট শান্তিস্থাপন ও লোকজনকে একজায়গা থেকে অপর জায়গায় সরানোর জন্য আপোষ ব্যবস্থা যা করেছেন, পাকিস্তান তার সর্ত পালন করছেন না, এই ধারণাটাই ইউনিয়ন গবর্মেন্টের হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত কি যুদ্ধ ঘোষণা হবে? মানুষের মন যেখানে আজ যুদ্ধের উন্মাদনায় মত্ত। গান্ধীজীর কথা শোনবার মনোভাব নয়।

রণপুরের রাজার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে যখন প্রশ্ন হলো, 'আমরা তো ইউনিয়নে যোগ দিয়েছি, ইউনিয়ন তো আমাদের সমর্থন করবে?' গান্ধীজী বললেন, 'Yes, full support in vindicating the liberty of the subjects'.

রাত্রে Randolph Churchill (Winston-এর ছেলে)র সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে British Commonwealth of Nation-এর বিষয়ে World Commonwealth-এর বিষয়ে অত্যন্ত দামী কথা বললেন।

কলিকাতা

1947

31
AUGUST
Sunday
১৪ই ভাদ্র রবিবার, সন ১৩৫৪

৯০৷৷/•১৫

বাগমারি পার্কে মিটিং। গ্র্যান্ড হোটেলেও। আজ গান্ধীজীর কাজ কিছুই করিনি। সকাল ১০-১০ থেকে ৩-৪৫ পর্যন্ত টানা, হিন্দু ভাবাপন্ন সুহরাবর্দি-বিরোধী ৮/১০জনের সঙ্গে গোটা শান্তি-মিশন নিয়ে আলাপ আলোচনা করলাম।

সকালে প্রফুল্ল সেন, অতুল্য, সুকুমার এদের নিয়ে দেবেন সেনের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হ'লো। প্রফুল্লরা অনাস্থা প্রস্তাব করানো স্থির করেছে, যদি না ডক্টর ঘোষ বর্তমান মন্ত্রীসভা রাখতে চান। আমি প্রস্তাব দিলাম ঘোষ নিজের cabinet করে নিন, প্রফুল্লর মত যারা কাজ ওঁর সঙ্গে করতে অনিচ্ছুক তাদের বাদ দিন। আর গোটা B.P.C.C.এর পক্ষের হাতে দিয়ে দিন।

আজ স্থির হ'লো পরশু যাবেন।

* * *

আজ হিন্দুমহাসভা মনোভাবাপন্ন, প্রধানত Sentimental, কয়েকজন বেলেঘাটাবাসীর সঙ্গে ১০-১০ থেকে ৩-৪৫ পর্যন্ত গান্ধীজীর সঙ্গে সুহরাবর্দির সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা করলাম। মনে হ'ল ৫ ঘন্টা বলার পর খানিকদূর convince করত পেরেছি।

1

SEPTEMBER

Monday

বেলেঘাটা
কলিকাতা

1947

১৫ই ভাদ্র সোমবার, সন ১৩৫৪

৯০৷৷/•১৫

গান্ধীজী আজ অনশন আরম্ভ করলেন। রাত্রে ১২টার পর AP. UP ও ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষের বাড়ী গেলাম।

আজ আবার দাঙ্গা বেঁধেছে। বড়বাজার ও বৌবাজার খারাপ। অপর জায়গায় ছড়ায় নি।

শচীন নাখোদা মসজিদের কাছে ক্যানিং স্ট্রীটের মুসলমানদের নিয়ে যে শান্তির মিছিল বাহির করেছিল, সেখানে চারজনের তিনজন ছোরা খেয়েছে।

* * *

কাল রাত্রে গান্ধীজীর এখানে একটা গোলমাল হয়েছে। ঘরের ছবি, আলো, পাখা ভেঙ্গেছে। আজ riot ও আবার কলিকাতায় বাধলো। রাজাজী ৮।· থেকে ১১ ।।· পর্যন্ত থেকে গান্ধীজীকে উপবাস থেকে নিরস্ত করার চেষ্টা করলেন। তাঁর যুক্তি :—

গুণ্ডাপ্রকৃতির লোকের উপর অনশনের প্রভাব হবে না। গান্ধীজী বললেন, সাধারণ লোকের মধ্যে যে ভালটুকু আছে, সেটি জাগ্রত হবে এবং গুণ্ডারা isolated হয়ে যাবে, সাধারণের অসহযোগের ফলে।

রাজাজী :— আপনি কলিকাতায় থাকবেন না, এই রকমই ঠিক ছিল। আজ কি 14th-15th এর success দেখে, সেইটে বজায় রাখার জন্যই করছেন না। এর ভিতর কি অভিমান নাই। উত্তরে গান্ধীজী বললেন, কলিকাতায় যদি থাকা না হতো তাহলে করতাম, কি করতাম না (Yes or No) বলতে পারবো না।

রাজাজী বললেন, যারা গবর্মেণ্ট চালায় ও জনসাধারণকে একটু reassert করার সুযোগ দিন। তারপর না হয় করবেন। গান্ধী বললেন, তোমাদের কাজ তোমরা করবে কিন্তু আমার কর্তব্য কি? এই শরীরের প্রতি জায়গায় যাওয়া, জনতার সম্মুখীন হওয়া আমার শরীরের আজ অতীত। অতএব যে পথ আমাকে গ্রহণ করতে হচ্ছে নিজের কর্তব্যবোধে সে পথ আমাদের।

রাত্রে বেলেঘাটায় রইলাম।

(আজ evacuees দের শরীর উপর বোমা মেরে ২জনকে বেলেঘাটায় মেরে ফেললে। গান্ধীজী দেখতে গেলেন)

বেলেঘাটা
কলিকাতা

1947

2
SEPTEMBER
Tuesday
১৬ই ভাদ্র মঙ্গলবার, সন ১৩৫৪

৯০॥/০১৫

সারাদিন দারুণ বৃষ্টি। গান্ধীজী শরৎবাবু, শ্যামাপ্রসাদ-বাবুদের সঙ্গে দেখা করলেন।

M.Sc. Cultural Landscape এর প্রশ্ন তৈরি করে কাননের মারফত দিয়েছি।

* * *

সকালে খুব বৃষ্টি। কোনোরকমে শরৎবাবুর ওখানে পৌঁছলাম। তিনি বিকালে আসবেন। পৌঁছতে ১১টা হয়ে গেল।

শ্যামাপ্রসাদবাবুর বাড়ীতে গেলুম। মন্ত্রিত্ব বিষয়েও আলোচনা হ'লো।

বিকাল থেকে গান্ধীজী শরৎবাবু, হিন্দুমহাসভার নেতৃবৃন্দ, প্রফুল্ল ঘোষ এবং সুহরাবর্দির সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করলেন।

কলিকাতা

3 SEPTEMBER 1947

Wednesday

১৭ই ভাদ্র বুধবার, সন ১৩৫৪

৯০॥/•১৫

সকালে প্রফুল্লবাবু, শ্যামাপ্রসাদবাবু। মন্ত্রিত্বের রদবদল নিয়ে ধীরেন, প্রফুল্ল সেন প্রভৃতির সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হ'লো।

শহরের অবস্থা দুপুরের পর ভাল। ছাত্রদের বড় মিছিল বাহির হয়েছিল।

শচীন দুপুরে মারা গেছে। হাসপাতালে একবার ও পরে কাশী মিত্রের ঘাটে গেলুম।

তারাশঙ্করের বাড়ী সজনী, সুবলের সঙ্গে দেখা হ'লো। আজ M.Sc. Anthropology Paper Set করে ফেলে[illegible]

SEPTEMBER Wednesday 3 1947

Samvat—3 Bhadun (Badi) 2004 ... Hijri—17 ... 1366

সকালে ডক্টর ঘোষের ওখানে গিয়ে অন্নদাবাবু প্রভৃতিকে গান্ধীজী কি উপায়ে জনগণের মনে শুভশক্তিকে জাগিয়ে সমাজবিরুদ্ধ শক্তিকে কোণঠাসা করতে চান তাই বললাম। শ্যামাপ্রসাদবাবুর বাড়ী গিয়ে প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে দেখা হোলো। দুজনকে ঐ কথা বললাম।

ধীরেন মুখুয্যের ওখান থেকে নিকুঞ্জবাবুর বাড়ি গিয়ে বড় দলের সামনে মন্ত্রিত্ব ও সাম্প্রদায়িক সমস্যার বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করলাম। গান্ধীজীর মনোভাব খুলে বললাম।

আজ সকালে গান্ধীজীর কাছে মন্ত্রিসভা এবং বিপিসিসির বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছি। তিনি সম্পূর্ণ ইতিহাস শুনে 'family history' বললেন।

শচীন মিত্র পরশু নাখোদা মসজিদের কাছে চারজনের শান্তি মিছিল বাহির করে ছুরি খেয়েছিল। আজ হাসপাতালে মারা গেল। কাশী মিত্রের ঘাটে একবার গেলাম।

SEPTEMBER Thursday 4 1947
Samvat—4 Bhadun (Badi) 2004 : Faslee—4 Bhadun 1354
Hijri—18 Sawal 1366
১৮ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৪ সাল, চতুর্থী

1947

4
SEPTEMBER
Thursday
১৮ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৪

৯০॥/০১৫

গান্ধীজী আজ সারাদিন বহু আলোচনার পর অনশন ভঙ্গ করলেন। সর্ত দিলেন—তোমাদের কথায় ভাঙছি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যদি আবার বাঁধে তোমরা যেন আমার কাছে বেঁচে ফিরে এসে বোলো না— দাঙ্গা বেধেছো থামাতে গিয়ে তোমরা মরে গেছ, এই শুনলেই আমি খুশি হব।

নির্মল চাটুয্যে, নিরঞ্জন সিং তালি সুহরাবর্দি সই করলেন, অনেক চিন্তা, অনেক বিবেচনার পরে। শরৎ বসু ও সুরেন ঘোষের বাড়ীতে যখন নিয়ে গেলুম সই করার জন্য তাঁরা নিজেরা ঐ সর্তে রাজি আছেন কিনা না ভেবে, খারাপ লোকের সঙ্গে একপাতে সই করতে রাজি হলেন না।

বাংলার বুদ্ধি আর কপালের বলিহারি।

সারাদিন কলিকাতার মধ্যে যারা এবারকার দাঙ্গার ব্যাপারে দায়ী তারা এসে গান্ধীজীকে বলেছেন, আমরা আর করবো না, তুমি অনশন ত্যাগ কর। কেউ কেউ বন্দুক, বোমা দিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছে।

সন্ধ্যায় হিন্দু-মুসলমানদের পক্ষ থেকে নির্মল চাটুয্যে, মেজর বর্ধন ইত্যাদি অনেকে এলেন। তারা গান্ধীজীর সর্তে রাজি হওয়াতে তিনি ৯-১৫ মিনিট রাত্রে অনশন ভঙ্গ করলেন।

শরৎ বসু ও সুরেন ঘোষের কাছে তারপর গেলাম। তাঁরা সই দিতে রাজি নয়, নির্মল চাটুয্যে বা সুহরাবর্দির সঙ্গে একসঙ্গে সই দেবেন, তাদের সততা আছে, বা তারা এ সর্ত সই দিয়েও পালন করবেন, এ বিশ্বাস নাই। নিজেরা এ সর্তে রাজি আছেন কিনা সে কথা তুলছেন না। নিজেরা সই দিয়ে শেষে নির্মল চাটুয্যে বা অপরে সর্ত ভঙ্গ করলে তাদের উপরে জোর করবেন, এমন আত্মবিশ্বাস তো নাই-ই।

সব জায়গা ঘুরে ১১॥ নাগাদ বাড়ী ফিরলুম।

বেলেঘাটা কলিকাতা

5

SEPTEMBER

1947

Friday

১৯শে ভাদ্র শুক্রবার, সন ১৩৫৪

SEPTEMBER Friday 5 ... 1947

Samvat—5 Bhadun (Sadi) 2004 ...

Hijri—19 Saawal 1366

৯০৷৴০১৫ হরনারায়ণ সরজুপ্রসাদ

দুজন পুলিশ ড্রাইভারকে ১০৲

সকালে The fast নামে গান্ধীজীর উপবাসের বিষয়ে একটা বড় প্রবন্ধ লিখলুম। দুপুরে গান্ধীজী সেটা দেখে দেওয়ার পর টাইপ করিয়ে BBC broadcast এর জন্য রেকর্ড করিয়ে ফেলা হোলো। Mr. Sharp বলে একজন BBCর পক্ষ থেকে এসেছিলেন। রেকর্ড আবার বাজিয়ে শোনান হোলো। খুব ভাল হয়েছে।

ঐ প্রবন্ধটাই API এর মারফত কাল সব কাগজে যাতে যায় তার ব্যবস্থা করা গেল।

* * *

আজ বড় একটা প্রবন্ধ লিখলাম। গান্ধীজীর কাছে অনেকে বন্দুক প্রভৃতি ফেরৎ দিয়ে যাচ্ছে।

মন্ত্রিসভার গোলোযোগ চলেছে। প্রফুল্লবাবুর অনাচারের জন্য শেষ পর্যন্ত অনাস্থা প্রস্তাবের দিকে ব্যাপারটা গড়াচ্ছে।

রাত্রে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলুম।

SEPTEMBER Saturday 6 1947
Samvat—6 Bhadun (Badi) 2004 : Faslee—6 Bhadun 1354
Hijri—20 Sawal 1366
২০শে ভাদ্র শনিবার, সন ১৩৫৪ সাল, ষষ্ঠী রা. ঘ ৯।২০

কলিকাতা

6
SEPTEMBER
Saturday
২০শে ভাদ্র শনিবার, সন ১৩৫৪

৮০॥/•১৫
১০্ ঘড়ির দরুণ ফেরৎ

ময়দানে প্রার্থনা সভা হ'লো।

* * *

ময়দানে প্রার্থনাসভা হ'লো। গান্ধীজী সুহরাবর্দির সঙ্গে সহযোগিতার বিষয়ে বিশেষ করে বললেন আমার অনুবাদে অস্ত্রশস্ত্র ফেরৎ দেবার বিষয়ে যে সব বলেছিলেন, সেই জায়গাটা বাদ পড়লো।

কলিকাতা

7

SEPTEMBER 1947

Sunday

২১শে ভাদ্র রবিবার, সন ১৩৫৪

MBER Sunday 7 ... 1947

Samvat—7 Bhadun (Badi) 2004 : Faslee—7 Bhadun 1354

Hijri—21 Sawwal 1366

২১শে ভাদ্র রবিবার, সন ১৩৫৪ সাল, ...

"Janmasthami"

৯০॥/•১৫

সকালে শচীন মিত্রের শ্রাদ্ধসভায় বললাম।

আজ চলে গেলেন। আমি বেলেঘাটাতেই বিদায় নিলুম। আচার্য কৃপালানির সঙ্গে মন্ত্রিত্বের বিষয়ে কথা হ'লো। তিনি দোষ প্রফুল্ল সেন, পাঁজা মশাই, রাধানাথ প্রভৃতির উপরে যথেষ্ট দিলেন।

গান্ধীজী যখন গোবরা কুষ্ঠ হাসপাতালে যাচ্ছেন, তখন ভিড়ে ঠিক বেরুবার মুখে একটি ছেলের পা ভেঙ্গে গেল, মোটরের চাপে।

অনুকে অংশুদের বাড়ী পৌঁছে দিলুম। শচীন ও গান্ধীজীর উপবাসের ব্যাপার নিয়ে এসেছে।

* * *

সকালে শচীন মিত্রের শ্রাদ্ধসভায় ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে চললুম।

অনু বিকালে গান্ধীজীর উপবাসের ও শচীনের মৃত্যুর ব্যাপার নিয়ে চলে এসেছে। বিকালে মেনুকে বাড়ী দেখাতে আনলুম। অনুকে রাত্রে অংশুদের বাড়ীতে নিয়ে এলুম।

আচার্য কৃপালানার সঙ্গে বাঙলাদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার ব্যাপার নিয়ে বললাম, "you have left a trail of smoke behind you" অনেকক্ষণ বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

আমার জীবনই আমার বাণী।
মো. ক. গান্ধী
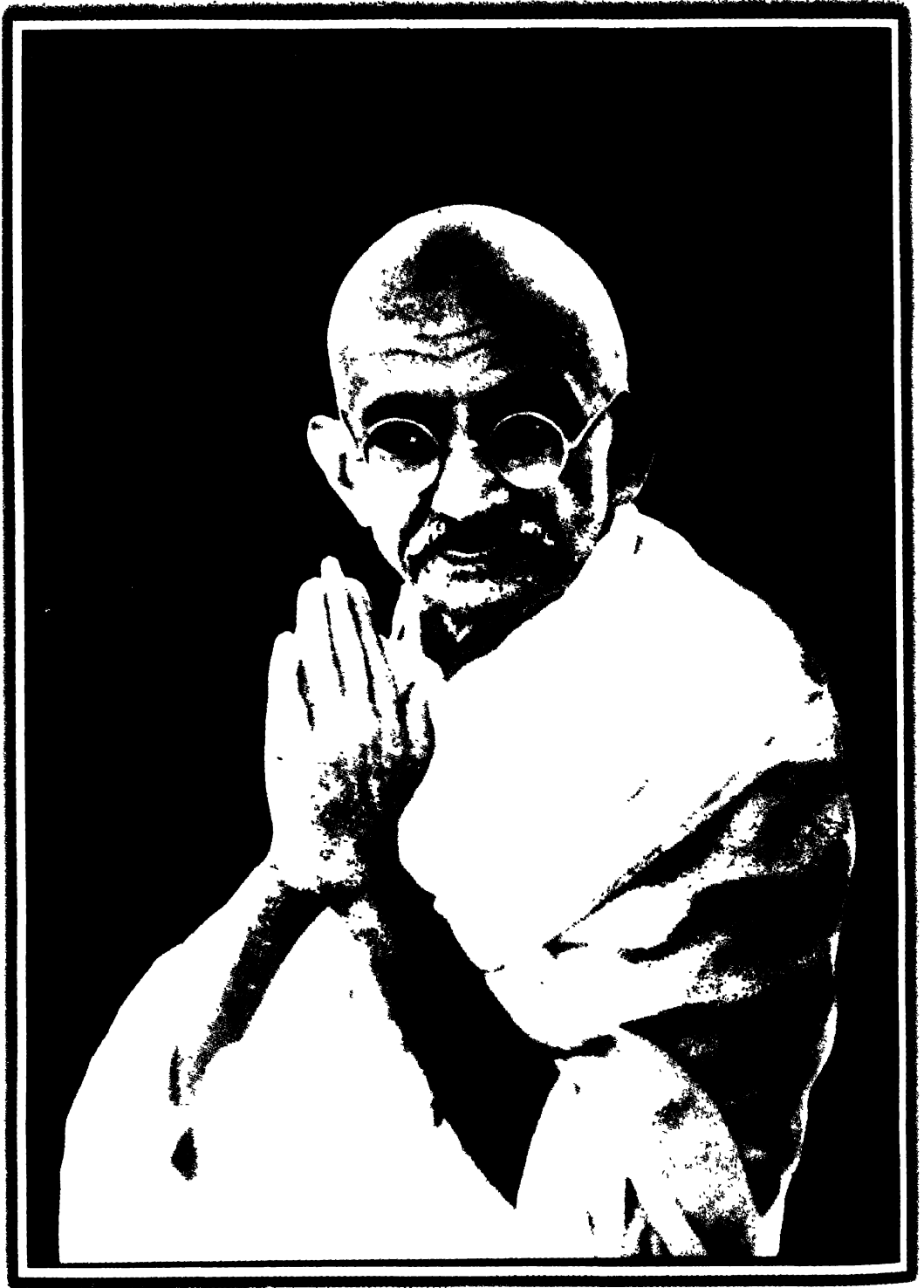
EPTEMBER Monday 8 1947
Samvat—8 Bhadun (Badi) 2004 : Faslee—8 Bhadun 1354
Hijri—22 Seawal 1366

কলিকাতা

1947

8
SEPTEMBER
Monday
২২শে ভাদ্র সোমবার, সন ১৩৫৪

৯০॥/•১৫ সরজুপ্রসাদ (Police driver) ১

সকালে প্রফুল্ল সেন এবং নিকুঞ্জ মাইতির সঙ্গে নূতন কর্মপন্থা নিয়ে অনেক কথা হ'লো।

আচার্য কৃপালানির সঙ্গেও এই নিয়ে কথা বললাম।

কৃষ্ণর জন্য স্বরাজ ও গান্ধীবাদ একখানা পাঠালাম।

অনুদের বাড়ীতে দুপুরে খেয়ে কলেজে চলে গেলাম।

* * *

সকালে অংশুদের বাড়ী থেকে অনু এসেছিল। আমার আসতে একটু দেরি হ'লো। আচার্য কপালানির সঙ্গে বিদায় নিতে গিয়ে মন্ত্রিত্বের বিষয়ে কথাবার্তা বললুম। বড় ভাবপ্রবণ লোক, শান্ত ধৈর্যের অভাবে মন্ত্রিত্বের বিষয়ে ঠিক বিচার করতে পারছেন না।

নিকুঞ্জবাবু, প্রফুল্ল সেনকে বললাম, কোনও পার্টির চেষ্টা না করে উচিত হচ্ছে এক বছর পুরা শুধু সংগঠনের চেষ্টা করা। যদি গঠনকর্ম গান্ধীজীর পথে নিষ্ঠার সঙ্গে একবছর করা যায় তাহলে সে পথের পথিককে আগামী দিনে কেউ ফেলতে পারবে না।

কলিকাতা

9
SEPTEMBER
Tuesday
২৩শে ভাদ্র মঙ্গলবার, সন ১৩৫৪

1947

৮৯৷৷/•১৫

Straps ১৲

"aerial photographs
and their interpreotatione"

"Town Planning" ৩৲

Tr. ।/•১৫

"British Routes to India" ৩৲

সকালে প্রিয়দার বাড়ী খেয়ে অনুর ওখানে গেলাম। সাহেবনগরে কাজ ও আমার সঙ্গে সম্বন্ধ নিয়ে কথা হোলো। স্টেশনে পৌঁছে কলেজে ক্লাস নিলাম। VIth year Human Geography চলছে। পুরাতন VIth year Cultural Landscape সম্বন্ধে আরও বক্তৃতা চায়। কাল থেকে দেবো।

SEPTEMBER
Samvat—9 Bhadun (Badi) 2004 Faslee—9 Bhadun 1354
Hijri—23 Sawwal 1366

***

অনু সাহেবনগর ফেরার আগে অন্তত এক ঘন্টার জন্য ডেকে পাঠিয়েছিল। সাহেবনগরের কস্তুরবা শিবিরের কাজে থাকবে। অথচ, নিজেকে তৈরি করার অবসর ও সুযোগ চাই, আবার নিরুপমা দেবী unfeeling মনের বিরুদ্ধে ওর মন বিদ্রোহ করে : — কি যে করবে বুঝতে পারে না।

আমাকে ভাল লাগে, আশঙ্কা হয় আমি মনের প্রয়োজন মিটে গেলে ভুলে যাবো : — এই অবহেলা অপমান ওর সইবে না। তাই উত্তর চায়।

দুই প্রশ্নেরই উত্তর দিলাম। দ্বিতীয় উত্তর—মনকে সন্তুষ্ট করতে পারার আগেই ট্রেনের সময় হয়ে গেল। আশ্বাস নয় সত্য কথা জানালাম, ওর মধ্যে যে শিল্পী বাস করে, সেই শিল্পীর স্বতঃস্ফূর্তির জন্য যে সিঞ্চনের প্রয়োজন সে রসসিঞ্চন আমি করবো; নিজের সার্থকতার প্রয়োজনে। অনুকে সার্থক করার জন্যে।

মেনুর চিত্ত ও দেহ আমার চিত্ত ও দেহে সার্থকতা লাভ করেছে। উভয়ত তাই। এই জন্মান্তরই সত্য। 'দেনা' বা 'পাওনা'র হিসাব মিথ্যা। প্রেমে দেওয়া বা নেওয়া নাই, transformation রূপায়নের জন্মান্তর আছে। সেই জন্মান্তরেই পূর্ণতা লাভ হয়।

SEPTEMBER Wednesday 10 1947
Samvat—10 Bhadun (Badi) 2004 : Fasli—10 Bhadun 1354
Hijri—24 Sawwal 1366

1947

10
SEPTEMBER
Wednesday
২৪শে ভাদ্র বুধবার, সন ১৩৫৪

৮২।৫

সকালে নিকুঞ্জ মাইতি, সুধীর বসু, অতুল্য ও প্রফুল্ল সেনের সঙ্গে বাঙলার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে কথা হ'লো। কলিকাতায় শান্তিস্থাপনা— মুসলমানদের মধ্যে ভারতীয় নাগরিকত্বের ভাব আনার চেষ্টা— খাওয়া এবং পরার জন্য বিকেন্দ্রীকরণের চেষ্টা, এই যে করবে সেই ঠিক রাস্তা নেবে। এরজন্য হিন্দু মহাসভা, কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, লীগ যে আসবে তাকে কাজে গাঁথতে হবে।

VI year outgoing class এ আজ প্রাচীন বাংলার সম্পর্কে Bentley ও Wil Wells এর মত বোঝালাম।

প্রফুল্লদের সঙ্গে গঠনকর্মের দ্বারা কি করে নতুন পার্টির গোড়াপত্তন করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করলাম।

আজ বাঙলাদেশের সামনে দুর্ভিক্ষ, বস্ত্রের অভাব, হিন্দু মুসলমানদের ভেদ। এই সময়ে যে কেউ এই তিন বিষয়ে সহায়তা করবে তারই জয়। প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ছোঁয়াছুঁইর ব্যাপার রাখলে চলবে না। এই কাজে যে হাত দেবে তারই সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে।

অতুল্য ও সুধীর বসুর মত, প্রতিষ্ঠান যদি নিজের অধিকারে না থাকে তাহলে কাজ করা চলবে না। কিন্তু প্রতিষ্ঠান অধিকার করতে গিয়ে পথের ধারে বাসা বাঁধতে হয়, 'এক লঙ্গোঠি কে ওয়াস্তে' সব কাজই শেষ পর্যন্ত আটক পড়ে যায়। অতুল্যর মত যে প্রফুল্লদের বৈপ্লবিক শক্তি মিইয়ে গেছে, তাই অন্য কথা না ভেবে এগিয়ে যায় না। হিসাব করে, সাবধান হয়।

সত্যি কি এই সাবধানতা, প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীলতা আতিশয্য মিইয়ে যাওয়ার জন্যই হয়েছে?

কলিকাতা

11
SEPTEMBER
1947

Thursday

২৫শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৪

৮২।৫ Postage ।•

সকালে "Fasting in Satyagraha" এবং "হিন্দু মুসলমান সমস্যা ও গান্ধীজী" দুটো প্রবন্ধ লিখে ফেললাম। প্রথমটি India Govt. এর ২রা অক্টোবরের বইয়ে যাবে, দ্বিতীয়টি শনিবারের চিঠির জন্য।

বাকি রইল Cal. Municipal Gazette এর জন্য লেখা।

বিকালে ২৩ ওয়েলিংটন স্ট্রীটে সাহিত্যিকদের এক সভায় গেলাম। হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি ঘটানোর ব্যাপারে তাঁদের দায়িত্ব কি, কি করণীয় তাই নির্ধারণ করার জন্য "বঙ্গীয় সংস্কৃতি সম্মেলন" নামে একটি সংস্থা আজ গঠিত হ'লো।

মেনু আজ মাথা ঘুরে পড়ে টেবিলে কপাল ঠুকে কপালটা ফুলিয়েছে।

SEPTEMBER Thursday 11 1947

Sambat—11 Bhadun (Badi) 2004 : Fasli—11 1354

Hijri—25 Shawwal 1366

২৫শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৪ সাল

***

শনিবারের চিঠির জন্য হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ও গান্ধীজী প্রবন্ধ এবং ইণ্ডিয়া গবর্মেণ্টের গান্ধী সংখ্যার জন্য Fasting in Satyagraha দুটি প্রবন্ধ লিখলাম।

অনুকে চিঠিখানা বেয়ারিং ডাকে পাঠাতে হবে।

SEPTEMBER Friday 12 1947
Samvat—12 Bhadun (Badi) 2004 : Faslee—12 Bhadun 1354
Hijri—26 Saawal 1366

1947

12
SEPTEMBER
Friday
২৬শে ভাদ্র শুক্রবার, সন ১৩৫৪

৮২৫৫ cycle ।৹
Tr. ।/৹
দাঁতন ৫১৫

সকালে বিজয়দার ফোন পেয়ে হাবড়া স্টেশনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লো না।

কালকের প্রবন্ধ দুটি টাইপ এবং পরিষ্কার করে লিখলাম।

বিকালে "সংগঠন" কাগজ সম্পর্কে ৫/২ কাঁটাপুকুর লেনে মিটিং ছিল। উপস্থিত ২৫০০্ তুলে সংগঠন ট্রাস্ট করার দরকার। তার জন্য ২০০্ দেবো।

রাত্রে যাদুগোপাল বাবু, সুরেন ঘোষ, সুরেশ দাস ইত্যাদি সজনীর ওখানে ৺যতীন মুখুয্যের বিষয়ে বলতে এলেন। তাঁরা কোনও ভাল সাহিত্যিককে দিয়ে একটা উপন্যাস জাতীয় জীবন লেখাতে চান।

যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি যুগান্তরের দাদারা যতীন মুখুযোর সম্বন্ধে উত্তম সাহিত্য রচনা করানোর জন্য সজনীর কাছে এসেছিলেন। দীর্ঘ কথাবার্তার মধ্যে এটুকু ধরতে পারছি, সামনে তাদের অস্পষ্ট, তাই পিছনের টানে পড়ে গেছেন। পিছনের প্রতি কৃতজ্ঞতা সত্য এবং স্বাভাবিক; কিন্তু এত উগ্রতা দেখে সন্দেহ হয়, সামনে পার হবার কড়ি কি হারিয়েছে? তাই পিছনের প্রতি এত দরদ?

13

SEPTEMBER

Saturday

২৭শে ভাদ্র শনিবার, সন ১৩৫৪

কলিকাতা

1947

৮১৵১০ আমেরিকান বুটজুতা ৩৷৹

অনুর চিঠি কাল এসেছে, মনটা খারাপ হয়ে রয়েছে। শিবুর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করলাম, যদি ওকে গান্ধীজীর পথে নাবানো যায়। অনু ও শিবু একসঙ্গে কাজ করতে পারে। যে ব্যর্থতা মনে হচ্ছে, সেই পথে তার নিবৃত্তি ঘটতে পারে।

আজ Gandhijis Contribution to Indian Independence লিখে ফেললাম।

* * *

অনুর চিঠিতে লিখেছে, সত্যিই আমি তাকে indispensable মনে করি না, আমার শিল্পী অন্তরে তার স্থান স্থায়ী নয়; তাই অনুর প্রার্থনা যেন আমাকে ত্যাগ করার শক্তি তার হয়। ত্যাগ এই জন্য প্রয়োজন যে তার ভালবাসার মধ্যে শারীর কামনা নাই বলে যে আমি বলেছি, সে কথা পরিপূর্ণ সত্য নয়।

অনুর বিষয় আমার মনের কথা এই। তার শিল্পী মন, সত্যের প্রতি উজ্জ্বল নিষ্ঠা আমার দৃষ্টি ও হৃদয়কে আকর্ষণ করেছে। মেনু আমার দেহে ও অন্তরে যে স্থান নিয়ে আছে, তার সঙ্গে তুলনার কোন কথা ওঠে না। অনুর স্থানও অক্ষয়, শিল্প-সহচর হিসাবে, অন্তরলোকের সহযাত্রী (পথিক) হিসাবে। যে সন্ধান নিয়ে আমি চলি, যার দুর্বার adventure-এর আকর্ষণ আমার জীবনের পাথেয়, সেই বস্তু অনুর মধ্যেও আছে। মেনু সাথী, আমার পায়ের ছন্দের সঙ্গে তার পায়ের ছন্দ মিলে গেছে। সে আমার দেহকে মনকে ধারণ করে রেখেছে, প্রেমে, স্নেহে সিঞ্চিত স্নিগ্ধ করে রেখেছে। অনু তাও পারে, কিন্তু সে ওর স্বধর্ম নয়। ওর স্বধর্ম নিজের পায়ের ছন্দে চলা, সেইপথে সহচর পেলে শক্তি পাবে, বল পাবে। সার্থক হবে।

EPTEMBER Sunday 14 ভাদ্র 1947
Samvat—15 Bhadun (Badi) 2004 : Fasloe—14 Bhadun 1354
Hijri—28 Saawal 1366

কলিকাতা

1947

14
SEPTEMBER
Sunday

২৮শে ভাদ্র রবিবার, সন ১৩৫৪

৭৭॥৵১০ Cle এর valve tube ১.

সকালে কংগ্রেস সাহিত্য সংঘে শচীনের জন্য মিটিং ছিল। তার আগে অনুর বন্ধু শিবুর বাড়ী খুঁজে গান্ধীবাদ সম্পর্কে আলোচনা করার আয়োজন করে এলাম।

বিকালে বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরিতে শচীনের স্মৃতিসভা ছিল। তুষারকান্তিবাবু সভাপতি ছিলেন। সেখানে শচীনের সন্ন্যাসধর্মের বিষয়ে বললাম।

দুপুরে কালকের প্রবন্ধ টাইপ করে হে

* * *

আজ শিবু (শিবনারায়ণ রায়ের) বাড়ী খুঁজে গেলাম। কাল থেকে গান্ধীবাদ সম্বন্ধে তার সঙ্গে আলোচনা করবো। ভেবেছিলাম, যদি শিবু গান্ধীজীর পথে বুদ্ধিযুক্ত হয়ে নামে, অনু সতীর্থকে সহ-কর্ম ও প্রেমের বন্ধনে ফিরে পাবে। চেষ্টা সফল হবে কিনা জানি না, কিন্তু মনে হচ্ছে অনুর চলা যেন একা চলারই ছন্দ। কিন্তু ভাল লাগছে না। তার চলার আকাশ যেন প্রেমের সৌরভে স্নিগ্ধ হয়ে যায়। যদি শিবুকে যে পূর্ণতর করে ফিরে পায়। আমি বড় খুশি হই।

শচীনের মৃত্যু উপলক্ষ্যে সকালে কংগ্রেস সাহিত্য সংঘে, বিকালে বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরিতে সভা হ'লো। বিকালে বললাম, শচীন সার্থক মরার আয়োজনই যেন কিছুদিন থেকে করছিল। অর্থাৎ স্বামীজী সংসারী ও সন্ন্যাসীর মধ্যে যে বিভেদ বলতেন, একজন বাঁচাকে আঁকড়ে থাকে, অপরজন মরণকে— সেই লক্ষণের উল্লেখ করে বললাম, শচীন পরিপূর্ণ সন্ন্যাসধর্মী ছিল।

কলিকাতা

15 SEPTEMBER 1947

Monday

২৯শে ভাদ্র সোমবার, সন ১৩৫৪

৭৭॥/১০

দুপুরে চার ঘণ্টা (১-৫) শিবু (শিবনারায়ণ রায়ের) সঙ্গে গান্ধীবাদ নিয়ে আলোচনা করলাম।

সকালে Indian Independence বিষয়ে প্রবন্ধ মিউনিসিপাল গেজেটের জন্য অমল হোমকে দিয়ে এলাম।

BER Tuesday 16 1947

কলিকাতা

1947

16
SEPTEMBER
Tuesday

৩০শে ভাদ্র মঙ্গলবার, সন ১৩৫৪

সাহিত্যিকা ২৫০ Cycle এর Puncture Tr. ৶১০
(গান্ধীজী কি চান) শচীন মিত্রের নামে ২০০
৭৭৷/৹১০ সংগঠন ট্রাস্ট

সকালে অতুল্যর কাছে গিয়ে কংগ্রেস মন্ত্রীত্বের মধ্যে হুগলী — বর্ধমান + যুগান্তর কিভাবে কাল সহযোগী হয়েছে শুনলাম। ডক্টর ঘোষ নিজের শেষ নিজেই করলেন।

শচীনের বিষয়ে 'তাপস' নামে প্রবন্ধ লিখে ফেললাম।

কলিকাতা

17

SEPTEMBER
Wednesday
৩১শে ভাদ্র বুধবার, সন ১৩৫৪

1947

১২৭৸৶৹ Tr. ৷৶১৫

৩ খানা Harijan ।৶৹

সকাল থেকে বহুজনের ভিড় ছিল, বিরক্ত হয়ে গেলাম। দুপুরে কলেজে বসে দুটো প্রবন্ধ লিখে ফেলেছি, সংগঠন কাগজের জন্যে স্বরাজের জন্য সংগঠন আর ভারতের জন্য সত্যাগ্রহে অনশনের স্থান।

রাত্রে মা পুরী এক্সপ্রেসে গেলেন। স্টেশনে তুলে দিয়ে এলাম।

SEPTEMBER Wednesday 17 1947
Samvat—3 Bhadun (Sudi) 2004
Hijri—1 Zilkaideh 1366

***

কলেজে বসে দুটি প্রবন্ধ ভারত ও সংগঠনের জন্য লিখে ফেললাম। একটি 'স্বরাজের জন্য সংগঠন' অপরটি 'সত্যাগ্রহে অনশনের স্থান'। আরও দু-তিনটি প্রবন্ধ লেখা বাকি :— নির্ণয়, বর্ধমানবার্তার জন্য। যত তাড়াতাড়ি পারি চুকিয়ে দেবো।

কলিকাতা

1947

18 SEPTEMBER Thursday

১লা আশ্বিন বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৪

১২৬॥৶৫ Tr. ১/৽

দুপুরে সতীশ সেনগুপ্তের উপরে একটা ছোট্ট লেখা লিখলুম। ৪টের সময়ে হুগলী কটন মিলস থেকে গাড়ী এলো, অতুল্যকে তুলে রিশড়া গেলুম। ৬-৪৫ থেকে ১২-১৫ রাত পর্যন্ত আলোচনার পর স্ট্রাইক মিটে গেল। অতুল্য আর আমি ফিরলুম ১-১৮ মিনিটে।

বিজয়দা রাত ৮/৮॥৹ নাগাদ বেবীদের মিলে পৌঁছলেন।

সতীশ সেনগুপ্তের উপরে লিখলুম।

হুগলী কটন মিলের স্ট্রাইক সম্পর্কিত আলোচনা ৫॥৹ ঘণ্টা চললো, তার পর মিটলো। বিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায় যে সব দাবি পেশ করেছে সেগুলো ন্যায়সঙ্গত। পীস ওয়ার্ক সম্পর্কে একটা দাবি এই মিলের ম্যানেজারের বিরুদ্ধে নয়, সকল সুতা বা কাপড়ের কলের সম্পর্কেই, সেটা এখানকার স্ট্রাইকের 'কারণ' হতে পারে। এখানকার ন্যায্য সকল দাবি রদবদল করে মানিয়ে নেওয়া গেল। কিন্তু মালিকদের মনোভাব এবং স্প্ল মোটেই ভাল মনে হ'লো না।

চন্দননগর

19 SEPTEMBER 1947

Friday

২রা আশ্বিন শুক্রবার, সন ১৩৫৪

১২৫॥/•৫ Tr. ৮•

অনুর ঘড়ির কাচ ২

দুপুরে ক্লাশ করে অল ইন্ডিয়া রেডিওতে সুকৃতি সেনের বন্দেমাতরম্ রেকর্ড করা শুনতে গেলাম। তারপর বিকালের একটা ক্লাশ বাদ গেল। সোজা হাবড়ায় এসে সন্ধ্যার আগে চন্দননগর পৌঁছলাম। রুবি কাল যাবে। আজ রাত্রে লেখার কাজ কিছু করিনি, বিশ্রাম করলাম।

1947

20
SEPTEMBER
Saturday
৩রা আশ্বিন শনিবার, সন ১৩৫৪

১২২৳/৫ Tr. ৳/

জুতা পালিশ /

সকাল থেকে নির্ণয়ের জন্য কলিকাতায় গান্ধীজী প্রবন্ধটা শেষ করে ফেললাম। বেলা ১॥০টায় শেষ হ'লো। একবার দেখে দিতে হবে।

বিকালে চন্দননগর থেকে ফিরলুম।

কলিকাতা

21
SEPTEMBER
1947
Sunday

৪ঠা আশ্বিন রবিবার, সন ১৩৫৪

১২১৬৯/৫

মেনুর জন্মদিন

সকালে মেনুকে ৪১টা শিউলি ফুল ও আমার আরও ৬টা দিলুম।

দুপুরে মজিলপুর-জয়নগর যাওয়া হ'লো। জয়নগরের মিত্তিরদের বাড়ী হ'লো শচীনদের বাড়ী। সেখানে রতনদা ও ভবভূতিবাবু শচীনের সম্পর্কে বললেন। আমি হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্পর্কে ীর মত সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করলাম।

ফিরতে ৯টা বেজে গেল।

বিকালে মজিলপুর দত্তদের বাড়ীতে বিজুর (শৈলেনের) সঙ্গে গেলাম। বিজু বসুর বোধহয় মাসতুতো ভাই। (শৈলেন্দ্রনারায়ণ দত্ত, মজিলপুর পোঃ জয়নগর, ২৪ পরঃ)

৯-১১ পর্যন্ত সকালে আশা অধিকারীর বাড়ী বাংলা বুনিয়াদী শিক্ষা বিস্তার নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হ'লো।

* * *

আশা আর্যনায়কম (৪, হেশাম রোড), লাবণ্যলতা চন্দ, বিজয় ভট্টাচার্য, অনিল গুপ্ত ও প্রিয়দার সঙ্গে বাংলায় বুনিয়াদী শিক্ষাবিস্তার নিয়ে বেশ খানিক আলোচনা হলো। লাবণ্যদেবী অনেকখানি, আশাদেবীও খানিকটা objective আলোচনাকে subjective plane এ নামিয়ে আনেন। বস্তু বিচারের অভ্যাস কম।

বিকালে জয়নগর মিত্তিরবাড়ী শচীনের স্মৃতিসভায় রতনদা ও ভবভূতি সোম শচীনের সম্পর্কে বললেন, আমি গান্ধীজীর হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের চেষ্টার বিষয় বললাম। যা শনিবারের চিঠির আশ্বিন সংখ্যার জন্য লিখেছি, প্রায় তাই বললাম।

TEMBER Monday 22 1947
Bhadun (Sudi) 2004 : Faslee—22 Bhadun 1354
Hijri—6 Zilkaideh 1366

1947

22
SEPTEMBER
Monday
৫ই আশ্বিন সোমবার, সন ১৩৫৪

১২১৸৶৫ Postage ৶০ Tr. ⁄১৫

সকালে সংগঠনের জন্য লেখাটা ও নির্ণয়ের লেখা চারুপ্রভা সেনগুপ্তের বাড়ীতে গিয়ে দিয়ে এলাম।

বিকালে রমানাথ মজুমদার স্ট্রীটে পূর্ব বনাম পশ্চিমবাংলার সমস্যা নিয়ে খানিক আলোচনা হ'লো। তারপর ক্যানিং হস্টেলে ছাত্রদের সামনেও হিন্দু মুসলমান ও গান্ধীজীর বিষয়ে বক্তৃতা দিলাম। রাত্রে প্রফুল্ল, রতনদা, বিজয়দা, নিকুঞ্জ মাইতি, অজয় মুখুয্যের সঙ্গে বাংলা দেশে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ নিয়ে খানিক আলোচনা করে রাত্রি ১০৷৷০ নাগাদ বাড়ী ফিরলাম।

* * *

আজ মনোরঞ্জন গুহর সঙ্গে পূর্ববঙ্গের হিন্দুর অবস্থা নিয়ে ঘণ্টা দুয়েক আলোচনা হলো। তারপর বঙ্গবাসী কলেজের ক্যানিং হস্টেলে, ছাত্রদের কাছে গান্ধীবাদ সম্পর্কে বলার জন্য গেলাম। হিন্দু-মুসলমান সমস্যাটি নোয়াখালির পটভূমিকায় আলোচনা হলো।

রাত্রে প্রফুল্ল সেনেদের সঙ্গে বাঙলায় কংগ্রেসের বর্তমান পরিস্থিতিতে কিভাবে কাজ করা যায় তার আলোচনা হ'লো। মনে হচ্ছে, বর্তমান মন্ত্রিসভা এবং সমর্থক সুরেন ঘোষ, কিরণশঙ্কর রায় প্রভৃতির চেষ্টার ফলে পশ্চিমবঙ্গ একেবারে চাপা পড়ে থাকবে। বর্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুরের কংগ্রেসকর্মীগণকে হয় মন্ত্রিসভায় প্রতিক্রিয়াশীল হতে হবে নয়ত কংগ্রেস ছেড়ে দিতে হবে।

কোন অবস্থাই ভাল নয়।

বিজয়দা ও আশা দেবীর মধ্যে কাল ও আজ যে কথাবার্তা হয়েছে, তা শুনলাম। প্রফুল্ল ঘোষ বাংলা গবর্মেন্টের অধীন বুনিয়াদী শিক্ষাপ্রসারের জন্য চারু ভাণ্ডারী, কুমার জানা, প্রিয়দা, পঞ্চানন বসু, লাবণ্যপ্রভা চন্দ, যমুনা ঘোষ প্রভৃতিকে নিয়ে যে বিচিত্র বোর্ড তৈরি করেছেন, তার দ্বারা দলপুষ্টি হবে ঠিকই, কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষা বিস্তার হবে না।

কলিকাতা

23
SEPTEMBER
Tuesday
৬ই আশ্বিন মঙ্গলবার, সন ১৩৫৪

1947

Postage ২

১২১।৶১০
চলন্তিকার লেখা ২৫

বই বাঁধান ১৫ ৸৹

Rev. St. ।৹

সকালে বিনোদ কাঞ্জিলাল তাকে বললাম গান্ধীসপ্তাহ বরিশালে কাটাবো।

অনুর ঘড়িটা আজ সাহেবনগরের ডাক্তার ফণী দাসের মারফৎ পাঠালাম। তাঁর ইচ্ছা আমি সাহেবনগর গান্ধীসপ্তাহে যাই; কিন্তু আগেই কথা বিনোদকে দিয়েছি।

দুপুরে রেডিওতে গান্ধীজীর অর্থনীতি সম্পর্কে ২রা জুনের কিছু উক্তিপাঠ রেকর্ড করিয়ে এলাম। ৩০ পাওয়া গেল।

রাত্রে শৈবাল গুপ্তের সঙ্গে কংগ্রেস কর্মী যারা গাঁয়ে রয়েছে, তাদের দিয়ে কি করে একটা বড়দের শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় তার আলোচনা করে বাড়ী ফিরলাম।

দুপুরবেলা রেডিওতে ২রা অক্টোবরের জন্য গান্ধীজীর অর্থনৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে খানিকটা অনুবাদ রেকর্ড করিয়ে দিলুম।

রাত্রে শৈবাল গুপ্তের সঙ্গে বয়স্কদের শিক্ষার বিষয়ে কিছু suggestions দিলাম। যে সব কংগ্রেসকর্মী বা অন্য রাজনৈতিক কর্মী পাঠশালা প্রভৃতি করে বহু বাধার ভিতর দিয়ে চালাচ্ছেন, তাদের সম্বন্ধে খোঁজ নিতে হবে, তাঁদের অভিজ্ঞতার বিষয় Survey করতে হবে। নিজেদের একটা বড়দের কি কি শেখানো হবে তার plan করতে হবে। ঐসব কেন্দ্রে, ঐ কর্মীকে দিয়ে সেই plan অনুসারে কাজ করতে গেলে কতটুকু কি নতুন শিক্ষা বা ব্যবস্থা করতে হবে, তাই ঠিক করে, experimentally ছয় মাসের জন্য কাজ চালাতে হবে। পরে সেই অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া জ্ঞান অনুসারে ২/৪ বছরের মত একটা adpted plan করে উৎসাহভরে কাজ করতে হবে।

শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থার মধ্যে জাতীয় ইতিহাস, স্বাস্থ্য তত্ত্ব প্রভৃতি পয়ারে একুট বড় অক্ষরে (বটতলার মত) ছাপতে হবে। দাশরথি তা, শরৎ পণ্ডিত মশাই লিখতে পারবেন। ডাক্তার কার্ত্তিক বসু, সুধীর ঘোষ (মিন্টুদা) এবং জাতীয়তার ইতিহাসের জন্য কংগ্রেসের ইতিহাস ইত্যাদির সহায্য নিতে হবে।

TEMBER Wednesday 24 1947
t—10 Bhadun (Sudi) 2004 : Fuslee—24 Bhadun 1354
Hijri—8 Zilkaideh 1366

কলিকাতা

1947

24
SEPTEMBER
Wednesday

৭ই আশ্বিন বুধবার, সন ১৩৫৪

১৫৮।/০১০

সকালে "চলন্তিকার" জন [য] সংবাদপত্র ও সাংবাদিকের আদর্শ নামে একটি প্রবন্ধ লিখলুম। কাল তারা ২৫্ বায়না দিয়েছে। আর দীপায়ন পত্রিকার সম্পাদক ধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় বঙ্গবাসী কলেজে হস্টেলের বক্তৃতার রিপোর্ট করে পাঠিয়েছেন। সেটা শুদ্ধ করে দিলাম।

কলেজে দু ঘণ্টা কাননের নিয়ে নিয়েছি, সে ৩ রা তারিখে আমার দু-ঘণ্টা নিয়ে পড়াবে। কেবল বেশিরভাগ তাকে IVth year-এ একঘন্টা আগামী পয়লা পড়িয়ে দিতে হবে।

ভাইস চানসেলরের সঙ্গে দেখা করলাম, তিনি কাল ১২॥০ টায় দেখা করতে বললেন, তাঁর নাকি অনেক দরকার আছে। তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি গান্ধীজীর কল্যাণে আমার অসম্ভব খাতির।

* * *

আজ সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের আদর্শ সম্পর্কে গান্ধীজীর কি মত তাই নিয়ে চলন্তিকা নামে এক পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ লিখে দিলুম।

বিকালে ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে যে মিটিং-এর ব্যবস্থা করেছে তাই শুনতে গেলাম। শিবুর সঙ্গে দেখা হ'লো। বল্লেন আপনার গান্ধীজীর ব্যাখ্যা যদি ঠিক হয় তবে তফাৎ তো অতি সামান্য পাই। কিন্তু ওর মধ্যে আপনার কৃতিত্ব ও যোজনা, অনেকখানি থাকতে পারে তো। আমার উত্তর, গান্ধীজী সময়ে সময়ে নিজের মতের implications গুলির সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রশ্ন করলে তবে পরিষ্কার করেন। সে ভার তো আমি সময়ে সময়ে নিয়েছি।

কলিকাতা

25

SEPTEMBER 1947

Thursday

৮ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৪

১৫৮৷/•১০

আজ দুপুরে ১-১।৫০ পর্যন্ত ভাইস চান্সেলর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নৃতত্ত্ব বিভাগ ও তার ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্পর্কে নানা আলোচনা হ'লো। আমি খরচ করার চেয়ে বেসরকারী— amateur চেষ্টায় যারা রত তাদের কাজকে সংঘবদ্ধ করা নিয়ন্ত্রিত করার দিকেই বেশী ঝোঁক দিলাম।

মন্ত্রিসভা, রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কেও কথা অনেক হ'লো।

সংগঠন (গান্ধী সংখ্যার) সম্পাদকীয় আজ লিখে দিলাম।

***

ভাইস চান্সেলারের সঙ্গে একা ৫০ মিনিট নৃতত্ত্ব বিভাগের ভবিষ্যৎ এবং কি করে সামাজিক দায়িত্বের বোধ আনা যায়, আদর্শে অনুপ্রাণিত করা যায়, এসব নিয়ে আলোচনা হ'লো। তার পরে বাংলায় রাজনৈতিক পরিস্থিতি, মন্ত্রিসভা প্রভৃতির কথাও হ'লো।

সূক্ষ্মভাবে ভেবে দেখছি, আজ যে পূর্ববঙ্গবিরোধী ভাব মানুষের মনে জাগছে, তার সুযোগ নিতে পারলে উনি হয়ত ফেলবেন না। রাজনৈতিক ambition ওঁর আছে। ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে চলছেন।

খুব ভাল লাগলো না। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য যথেষ্ট করতে চাইছেন। আত্মকেন্দ্রিক বেশী মনে হলো। শ্যামাপ্রসাদবাবুর মধ্যে এই ভাব আরও কম দেখেছি।

ট্রেন

1947

26
SEPTEMBER
Friday

৯ই আশ্বিন শুক্রবার, সন ১৩৫৪

১৫৮৷/•১০	Presents to Bank ৬০
ok	
	রাঙামামীমা July-Sep.
৬৸/১০ বেশি হচ্ছে	বাড়ীভাড়া to Bank ১৫০
	July-Sep.
	সংসার to Bank ২০০
	২ পাজামা ১০ ৸৶•
	Tr. ১৷৶•
	Personal ৴•
	কানু ৩
	Taxi ৪

বালেশ্বর রওনা হলাম। প্রিয়দা, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত ও আমি।

* * *

রাত্রের পুরী প্যাসেঞ্জারে ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, প্রিয়দা এবং আমি বালেশ্বর রওনা হলাম। ভূপেনবাবু যাচ্ছেন যতীন মুখুয্যের সঙ্গে যেখানে লড়াই হয়, সেই জায়গা দেখতে এবং আনুষঙ্গিক তথ্য যতখানি উদ্ধার করতে পারা যায়, তা উদ্ধার করতে। আমার বক্তৃতা '৩০', প্রিয়দার কাল

27

SEPTEMBER

Saturday

১০ই আশ্বিন শনিবার, সন ১৩৫৪

বালেশ্বর

1947

১৪৩৶১০

বাদ ৪

১৩৯৶১০

উপেন ঘোষ ৺যতীন মুখার্জির সহকর্মী। মনোরঞ্জন ও নীরেনের উকিল ছিলেন। তার কাছে সঠিক বিবরণ শোনা গেল।

সকালে উপেন ঘোষ নামে এখানকার যিনি বড় উকীল তাঁর কাছে যাওয়া হ'লো। তিনি মনোরঞ্জন এবং নীরেনের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। চিত্তপ্রিয় সেই গুলিছোঁড়ার দিনেই মারা যান, যতীন মুখুয্যে আরও কয়েকদিন (২/৩) পরে। মনোরঞ্জন ও নীরেনের বালেশ্বর জেলে ফাঁসি হয়। জ্যোতিষের ১০ বছর কারাদণ্ড হয়। পরে মাথা খারাপ হয়ে যায় ও মারাও যান।

PTEMBER Sunday 28 1947

13 Bhadun (Sudi) 2004 : Faslee– 28 Bhadun 1354
Hijri—12 Zilkaadeh 1366

বালেশ্বর

1947

28
SEPTEMBER
Sunday
১১ই আশ্বিন রবিবার, সন ১৩৫৪

১৩৯৫/১০

রেমুনাতে।•
মাধবেন্দ্র পুরীর বিষয়ে বই ১
রেমুনা গেলাম। পরাগরঞ্জন দে (জটা) সঙ্গে দেখা। তার বন্ধু সুনীতিকুমার রায় military contractor আর স্মৃতিবিকাশ ঘোষ (গাভা) এখানে military centre এর administrator. রাহুল সংকৃত্যায়নের বক্তৃতা হলো। বিকালে চষাখন্দ যুদ্ধের জায়গায় গেলাম। খোলা মাঠে রাস্তার সোজা উত্তরে ।০/৫০ দূরে ২টো গাছ, একটা ছোট্ট পুকুর (এখন ভরে গেছে) সেইখানে লড়াই হয়। তার দুমপা-সাহুপড়া গ্রামে রাজু মহান্তির স্মৃতিতে যে কুয়া গবর্মেন্ট দিয়েছে, সেটা দেখে এলাম।

সন্ধ্যায় অমিয় চক্রবর্তী ভাল বক্তৃতা দিলেন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে —

***

সকালে সোভিয়েত সম্বন্ধে রাহুল সংকৃত্যায়ন হিন্দীতে বক্তৃতা দিলেন। ভালই বললেন। অমিয় চক্রবর্তী রাত্রে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ভাল বললেন।

মুকুল দের ভাই পরাগরঞ্জন দে (জটা) এখানে বেশ ভাল কন্ট্রাক্টর। তার বন্ধু সুনীতিকুমার রায় (Telephone বালেশ্বর ২৫) ভাল কন্ট্রাক্টর। কংগ্রেসে সরদার সুরেন্দ্র মোহান্তি, নিরঞ্জন বাবু প্রভৃতি আছেন। জেলার ADM পূর্ণ মহান্তি একটা গাড়ীতে চষাখন্দের কাছে মল্লিপুর (বেছপরী মৌজা) মাঠে— চষাখন্দের দক্ষিণে— নিয়ে গেলন। সেখানে দেসুঁয়া পুকুরের ধারে, অমৃতিয়া নদী ও হুলহুলিয়া নদীর মাঝে মাঠে, একটা বট গাছের কাছে, উইঢিবিকে আড়াল করে ৫জন লড়েছিলেন। রাদারফোর্ড নামে Ordnance প্রুফ আপিসের এক Seargent, Armed Constable দের সঙ্গে আসে, সেই পিছনে থেকে গুলি করায় চিত্তপ্রিয় মারা যান। যতীন মুখুয্যের তলপেটে গুলি লাগে, তাতে দু-দিন পরে মারা যান। Trench fight হয়নি। পুলিশ, তরফের জখম হয়েছিল, কিন্তু মারা কেউ গেছে, এমন কোনও খবর পাওয়া যায়নি। গাঁয়ের লোককে দিয়ে দুটো মাত্র খাটিয়ায় দুজনকে শহরে আনা হয়েছিল।

29
SEPTEMBER
Monday

বালেশ্বর — বারিপদা — বালেশ্বর

1947

১২ই আশ্বিন সোমবার, সন ১৩৫৪

১৪১৸৶৹১০	Presents to Bank ৩০৭
৪	অবনী চৌধুরীকে পড়ার
১৩৭৸৶৹১০	খরচ(MSc Geology
	পরীক্ষার ফি ও সংসার)

বারিপদাতে বাজার (পরাগদের চা ১ /, ১১টা লেবু

কপাটিপদা পৌছনোর চেষ্টা করা গেল। কিন্তু বারিপদা দিয়ে হোলো না। ওখানে নদীতে বড় বেশী জল। নীলগিরি হয়ে রাস্তা আরও খারাপ।

সুনীতি রায়ের গাড়ীতে পরাগ, ভুপেনবাবু ও আমি গেলাম।

* * *

আজ বারিপদা, সুনীতিবাবুর মোটরে গেলাম। যার খোঁজে যাওয়া হয়েছিল, তাকে পাওয়া গেল না। বারিপদায় যেখানে যতীনবাবুদের আড্ডা ছিল সেখানে যাওয়া গেল না। উদলার পথে যেখানে নদী পার হতে হয় সেখানে এখন জলের অবস্থায় পার হওয়া সম্ভব নয়।

বারিপদায় পরমানন্দ আচার্য্যের সঙ্গে দেখা হ'লো।

ট্রেন Down Puri Express

1947

30
SEPTEMBER
Tuesday
১৩ই আশ্বিন মঙ্গলবার, সন ১৩৫৪

১৩৬।৴ ১০

৭০।। বারিপদা

২ গামছা ৫।•

কলেজ ইউনিয়ন

Tr. ১০। • 2nd class to Cal

Students Fund ৫০

চাঁদিপুরে চৌকিদার।•

সকালে চাঁদিপুর ঘুরে এলাম, চমৎকার জায়গা। মেনুকে নিয়ে চেঞ্জে আসার মত জায়গা। ২।। টের পর কলেজের ছাত্রদের Political Club এ Socialism and Gandhism বিষয়ে বক্তৃতা দিলুম। সন্ধ্যায় নব চৌধুরীর সভাপতিত্বে Planning এর বিষয়ে ৬।• — ৮টা পর্যন্ত আলোচনা চললো।

কলেজ ইউনিয়ন থেকে ৫০ + ভাড়া ২০।• দিলেন। আমি ভাড়ার টাকা রেখে গরিব ছাত্রদের দেওয়ার জন্য ৫০ ফিরিয়ে দিলুম।

চাঁদিপুর ডাকবাংলায় ঘুরে এলাম। চমৎকার জায়গা। সমুদ্রের জল অনেক দূর পর্যন্ত অগভীর। চারিদিকে সুন্দর ধানের ক্ষেত, সাঁওতালদের ছোট ছোট গ্রাম।

দুপুরে Socialism Vs. Gandhism এর বিষয়ে বললাম। ছেলেদের Political club এ।

রাত্রে নব চৌধুরীর সভাপতিত্ব Planning-এর বিষয়ে ইংরেজীতে বললাম। ১। Production বাড়লেই সুখ বাড়ে না, কিজন্য বাড়াতে চাই, কোন্‌টা আগে, কোন্‌টা পরে সে বিচার ভাল করে করতে হবে। ২। Human or Social Management যেন planning এর সময়ে খুব ভাল করে ভাবা হয়ে। সেইটেই মূল লক্ষ্য। ৩। Political (Economic তো নিশ্চয়ই) ক্ষমতা যেন সর্বজনের অধিকারে আসে।

গান্ধীজীর পথে ওড়িশায় এখন কি করা যেতে পারে, industrialize করেও কি করা যেতে পারে, তার বিষয়ে সংক্ষেপে বললাম।

রাত্রি ১টার পর এক্সপ্রেসে কলিকাতা রওনা হলাম।

বরিশালের ষ্টীমার

1 OCTOBER 1947

Wednesday

১৪ই, আশ্বিন বুধবার, সন ১৩৫৪

১৪০৶৹১০ Tr. Taxi

হাবড়া থেকে বাড়ী ২৷৹

প্রিয়দাকে বালেশ্বর

যাবার ভাড়া ১০৷৹

সকালে পুরী এক্সপ্রেসে পৌঁছে জিনিষপত্র আবার গুছিয়ে ১-২০র ট্রেনে বরিশাল রওনা হলাম। সঙ্গে প্রসূন দাসগুপ্তের ভাই কৃষ্ণানন্দ দাসগুপ্ত। Tr. to Presents ১৯॥৶৹ +৷৹+৶৹।

ট্রেনে হরিজনের কাজ সেরে নিলুম। যদি পারা যায় এগুলোকে সুদ্ধ Selections from Gandhi তে দিয়ে দেবো।

* * *

সকালে পুরী থেকে এসে দুপুরে বরিশাল যাত্রা করলাম।

ট্রেনে ও স্টিমারে কাজের জন্য কিছু কাগজপত্র নিলাম। নোয়াখালিতে ফেব্রুয়ারি মাস থেকে যেসব প্রশ্নোত্তর হয়েছিল, সেগুলিতে দাগ দিয়ে নিয়েছি।

বরিশাল

1947

2
OCTOBER
Thursday

১৫ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৪

১২৬৬/১০ [Tr. Presents ১৯ ।৹ + কিছু]

সকালে বরিশালে পৌছে শ্রী সুরেন্দ্রনাথ দত্ত (ফুলরেণু গুহের বাবা) মশায়ের বাড়ীতে উঠলাম। সুরেশ গুপ্তের হরিজন গান্ধীজয়ন্তী উপলক্ষ্যে গান্ধীজীর ধর্মমত সম্পর্কে বললাম। তারপর শান্তিসুধার সঙ্গে দেখা করে এলাম।

বিকালে টাউন হলে হিন্দু মুসলমান সমস্যার বিষয়ে গান্ধীজীর বর্তমান কর্মপদ্ধতি কি তারই বিশ্লেষণ করা গেল। পাঁচমেশালি জনতা ছিল বলে উঁচু পর্দায় বক্তৃতা রাখা কঠিন হচ্ছিল। মাঝে মাঝে সুর নামিয়ে গল্প বলতে হচ্ছিল। গান্ধীজীর বক্তব্য, অসুবিধার ভিতর দিয়েও মোটামুটি সবই বললাম।

সকালে সুরেশ গুপ্তের হরিজন বিদ্যালয়ে গান্ধীজীর ধর্মমতের বিষয় বললাম। ধর্মে সনাতন বস্তু ও দেশ-কাল -পাত্রের প্রায়োজনীয় বস্তুর সম্পর্ক সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করলাম। সনাতনী হলে সে সকল ধর্মকে আপন বলে স্বীকার করতে পারে।

সন্ধ্যায় টাউনহলে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্পর্কে ১৯২১ থেকে আজ পর্যন্ত গান্ধীজীর চেষ্টা ও চিন্তার বিশ্লেষণ করলাম। নিজেরই খুব ভাল লাগলো না।

3
OCTOBER
Friday

ভোলা যাবার স্টিমার

1947

১৬ই আশ্বিন শুক্রবার, সন ১৩৫৪

১২৬।৮/১০

সকালে হরিজন বিদ্যালয়ে সুরেশবাবুর পদত্যাগ প্রস্তাবের পর গান্ধীজীর "I will give you a talisman" আশ্রয় করে বললাম। তারপর সারস্বত বালিকা বিদ্যালয়ের (নগেন্দ্রবিজয় ভট্টাচার্য অধ্যক্ষ) শিক্ষাব্রতীর আদর্শ (আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখায়) ও মহিলাদের সম্পর্কে গান্ধীজীর অভিমত (অবলা নয়, অহিংস শক্তির অধিকারী) ব্যাখ্যা করলাম।

বিকালে কলেজে ছাত্রদের কাছে পাকিস্তান সম্পর্কে দীর্ঘ বক্তৃতা করলাম। মুসলমান ছাত্রদের মনের কথা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হোলো।

তারপর টাউন হলে "মার্ক্সবাদ বনাম গান্ধীবাদ" সম্পর্কে বললাম। দুটোই বলে তৃপ্তি হোলো। শান্তিসুধা কলেজে খুব অসুস্থ হয়েছিল, ক্ষেত্রনাথ ঘোষের ওখানে তাই গেলাম। রাতে ভোলা রওনা।

* * *

সকালে হরিজন বিদ্যালয়ে সুরেশ গুপ্ত স্কুলের কাজ থেকে অবসর গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সেই প্রসঙ্গে বললাম, মানুষের ক্ষমতা যখন কমে আসে তখন বিনম্র হৃদয়ে নিজের বর্তমান শক্তি অনুযায়ী দরিদ্রতম জনের সেবা করাই আমাদের উচিত। "I will give you a talisman চিঠিটির ব্যাখ্যা করলাম।

সারস্বত বালিকা বিদ্যালয়ে (নগেন্দ্রবিজয় ভট্টাচার্য-অধ্যক্ষ) শিক্ষার আদর্শ—আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখায় ও মহিলারা যে গান্ধীজীর প্রদর্শিত পথে অবলা নয়— এই বললাম।

বিকালে কলেজের ছাত্রদের কাছে পাকিস্তান ও প্রসঙ্গতঃ গঠনকর্মের বিষয় বিস্তারিত আলোচনা ও পরে তর্ক হোলো।

রাত্রে টাউনহলে 'মার্ক্সবাদ বনাম সত্যাগ্রহ' সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা দিলাম।

OCTOBER Saturday 4. 1947.
Hijri—18 Zilkaideh 1366

ভোলা

1947

4
OCTOBER
Saturday
১৭ই আশ্বিন শনিবার, সন ১৩৫৪

১২৬।৮।১০

ভোলা শিশুসদনে ছেলেদের শৃঙ্খলা ও উৎসবে যেরকম স্বাচ্ছন্দ্য দেখলাম, বেশ ভাল লাগলো। কর্ম কুটীরে মেয়েদের রোজগার ও থাকবার জায়গা। চুণীলাল সেনগুপ্ত উকিল, এখানকার কংগ্রেস ও মিউনিসিপ্যালিটির প্রেসিডেন্ট।

পতাকা উত্তোলন করলুম। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় পতাকা ও কংগ্রেস পতাকা দুইই। মনটা ভাল লাগছিল না, কিন্তু বুদ্ধি ঠিক কাজ করিয়ে নিলে।

দুপুরে বার লাইব্রেরিতে সাধারণ সভায় গান্ধীজীর নির্দেশ "ভারত ও পাকিস্তান" সম্পর্কে বললাম। রাত্রে শিশুসদনে আবৃত্তি অভিনয় ও নাচ বেশ ভাল হ'লো।

স্টিমার ঘাট থেকে ভোলা শহর লঞ্চে ১ ঘণ্টা, নৌকায় ৩ ঘণ্টার রাস্তা, ৫ /৭ মাইল হবে বোধ হয়।

ভোলাতে শিশুসদন ও কর্মকুটির দেখলাম। শ্রী চুণীলাল সেনগুপ্ত উকীল ও তাঁর স্ত্রী এই কাজের ভার নিয়ে রয়েছেন। আমি বললাম ছাত্রেরা যেমন যেমন বড় হচ্ছে, তাদের অন্য কেন্দ্রে ছড়িয়ে দিয়ে কাজের বিস্তার করা উচিত। চুণীবাবুর মনের পিছনে একটু স্বায়ত্তাভিমান রয়েছে; খুব উৎফুল্ল হলেন না।

বিকালে বার লাইব্রেরীতে সাধারণ সভায় পাকিস্তান এবং ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে মধুর সম্পর্ক স্থাপন করতে গেলে কিভাবে রাষ্ট্রের গঠন ও জনসাধারণের কর্মচেষ্টা হওয়া উচিত, তাই বললাম।

রাত্রে শিশুসদনে ছেলেমেয়েদের নাচ, আবৃত্তি ও অভিনয় বেশ ভাল হোলো।

লতা, বরিশাল

5 OCTOBER 1947

Sunday

১৮ই আশ্বিন রবিবার, সন ১৩৫৪

১২৬৷৴১০

ভোলা কর্মকুটীরের ২টা মশারি ১৯্ ২৩৷৹

৩ তোয়ালে ৪৷৹

বড় মশারি ধারে ১৮্

(স্নান করার জন্য) Personal ৷৹

১২৷৹ ষ্টিমারে লতা রওনা হলাম। স্টেশনের নাম তুলাতোলি, সেখান থেকে লতা নৌকায় এক ঘণ্টার রাস্তা।

অবিনাশ চন্দ্র ঘোষ ও তাঁর স্ত্রী সাধনা স্কুল চালান। রাত্রে প্রার্থনান্তিক বক্তৃতায় স্কুলের সঙ্গে গ্রামের সহযোগিতা কেমন করে হতে পারে তাই বললাম।

বিদ্যালয়টি মধ্যম। পরিষ্কার, একটু স্থানাভাব আছে।

* * *

দুপুরের স্টিমারে লতা বন্দরে শ্রী জিতেন দত্তের বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পৌঁছলাম। অবিনাশ ঘোষ এখানকার ব্যবস্থা করেন। তাঁর স্ত্রী সাধনা বুনিয়াদী শিক্ষালয় চালান। তাঁর নিজের craftsmanship এর দিকে ঝোঁক না থাকায়, স্কুল মধ্যমভাবে চলছে, খারাপ নয়। ছেলেরা মোটের উপরে সপ্রতিভ কিন্তু ভোলা শিশুসদনের মত অতটা নয়। জায়গাটি পরিচ্ছন্ন, মনোরম।

OCTOBER Monday 6 1947
Samvat—6-7 Kuar (Badi) 2004 : Faslee—6 Kuar 1355
Hijri—20 Zilkaideh 1366

বরিশাল

1947

6
OCTOBER
Monday

১৯শে আশ্বিন সোমবার, সন ১৩৫৪

১০২।/১০

সকালে জিতেনদা (দত্তের) দাদা (সুরেন দত্ত, দেবেন দত্ত), কাকা (অখিল দত্ত [৮৯ বয়স]) প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করে এলাম। ৭টায় মহিলাসভায় গান্ধীজীর আদর্শ সম্পর্কে বললাম, ভয়ের মধ্যে অভয়ের সাধনা, অস্পৃশ্যতা দূর করার ব্রত। মুসলমান মেয়েদের মধ্যে কাজ করার কথা।

মাইনর স্কুলে ছাত্র ও শিক্ষকদের ৪৫মিঃ বললুম, বাজে।

রাত্রে ফিরেই হিন্দু ভদ্রলোকদের এক সভায় খোলাখুলি পাকিস্তানে হিন্দুদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা হ'লো। আমি অবনী ঘোষ, চুণীবাবু (ডাক্তার) প্রভৃতিকে যথাসাধ্য উত্তর দিলাম। রাত ১০টা পর্যন্ত চলার পর সুরেন দত্ত মশায়ের বাড়ীতে ফিরলাম।

সকালে লতায় মহিলাসভায় গান্ধীজী মেয়েদের যে সকল উপদেশ দেন— অভয় ও স্পর্শদোষ পরিহার— সে বিষয়ে বললাম। তার পর মাইনর স্কুলে শিক্ষক ও ছাত্রদের সাধারণভাবে কিছু বলা গেল।

রাত্রে বরিশাল ফিরেই শহরের বিশিষ্ট হিন্দু ভদ্রলোকদের সঙ্গে হিন্দুদের বিশেষ সমস্যা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হ'লো। খোলাখুলি কথাবার্তায় বুঝতে পারলাম মুসলমান জনসাধারণের আচরণে এবং গবর্মেণ্টের অক্ষমতার জন্য হিন্দুরা নিরাপদ মনে করছে না। যেতে চায়। কিন্তু কিছু লোক থাকা দরকার নয়তো theorcatic stateই থেকে যাবে, তর্কের খাতিরে একথা স্বীকার করলেন।

7

Goorkha Steamer খুলনার পথে

1947

OCTOBER

Tuesday

২০শে আশ্বিন মঙ্গলবার, সন ১৩৫৪

১০২।৵১০

সকালবেলায় শচীন রায় চৌধুরীর মোটর লঞ্চে রায়পুরা বুনিয়াদী বিদ্যালয় দেখতে গেলাম। হরেন্দ্র মিশ্র ও মহেন্দ্রবাবু চালান, সুরেশ গুপ্তের অধীনে। বাজে ব্যাপার, এরকম চালান শক্ত। মিনু ও মায়া সমগ্র গ্রামসেবার কাজ আজ থেকে আরম্ভ করবে। তাদের সাবধানে চলতে বললাম। আগে শুধু মিশুক, তারপর পথ বার করবার চেষ্টা করবে।

ফিরে আবার ২।০-৪।০ পর্যন্ত হিন্দু কংগ্রেস কর্মী ও অবনী ঘোষ প্রভৃতির সঙ্গে কালকের সমস্যা, লোকাপসারণ, ভারতীয় গবর্মেন্টের দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা হ'লো। নির্মল স্মৃতি পাঠাগার, নূতন জগৎ পাঠাগার দেখে স্টিমার স্টেশনে এলাম। 2nd class না পাওয়ায় 1st class ৩২।৶২ + (৫) খরচ করে আমায় ফেরৎ পাঠানো হচ্ছে।

* * *

সকালে রায়পুরা বুনিয়াদি বিদ্যালয় দেখতে গেলাম। হরেন্দ্র মিশ্র, মহেন্দ্রবাবু চালান, —ইচ্ছা থাকলেও যোগ্যতার কোন পরিচয় পেলাম না।

মিনু ও মায়া (গুপ্ত) সমগ্র গ্রামসেবার কাজ আরম্ভ করবে। তাদের উপদেশ দিলাম, প্রথমে যেন শুধু মেলামেশাই করে। নিজেদের ঘরদোর একেবারে আদর্শ করে তোলে। ক্রমে কাজের রাস্তা খুলে যাবে, গোড়াতেই কোন প্রচার কর্মচেষ্টা না করা ভাল।

দুপুরে ফিরে কর্মীসম্মেলনে কালকের হিন্দুদের সমস্যা নিয়ে আরও আলোচনা চলতে লাগলো। যারা পাকিস্তান রাষ্ট্রকে আনুগত্য দিতে পারবে না, তাদের চলে যাওয়াই উচিত। যারা সত্যাগ্রহের দ্বারা রাষ্ট্র সাম্প্রদায়িকতা দোষ থেকে মুক্ত করতে পারবার ভরসা করে না তাদেরও যাওয়া উচিত। যারা চেষ্টা করবার সাহস রাখে, তাদের থাকাই উচিত। বিপত্তিকে দূর করার জন্য Constitutional means সব উপায়ে নিঃশেষিত ও ব্যর্থ হ'লে তখন লোকাপসারণের কথা উঠতে পারে। সে কার্য সুষ্ঠুভাবে করতে হলে ভারত গবর্মেন্টের মারফত করা উচিত।

সন্ধ্যায় কলিকাতা রওনা হলাম।

OCTOBER Wednesday 8 1947
Samvat—9 Kuar (Badi) 2004 · Faslee 8 Kuar 1355
Hijri—22 Zilkaideh 1366

8
1947

OCTOBER
Wednesday
২১শে আশ্বিন বুধবার, সন ১৩৫৪

১০২।৶১০
বরিশাল কংগ্রেস ৫

Personal ১৴ ১০
Tr. ।১০

'Gita" "রূপাবলী" ১৸৹

কলিকাতায় ৫ ঘণ্টা লেট হয়ে ৩টার সময়ে পৌঁছে,
বাড়ী এসেই কলেজে গেলাম।
চিঠি কাগজপত্র অনেক জমে গেছে।

* * *

কলিকাতায় গাড়ী পাঁচ ঘণ্টা লেট হয়ে এলো। IVth year class নিলাম। ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

কলিকাতা

9 OCTOBER 1947

Thursday

২২শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৪

১০৪।১০

২০ "Aryan Path" এর লেখার দরুন।

একজন গরীব পরিবার ২০

Tr ৷.১৫

বই বাঁধান ২৷৵৹

কর্মকুটীর (ভোলা) ২০

M.O. & Postage ।।১০

OCTOBER Thursday 9 1947

Samvat —10 Kuar (Badi) 2004 : Faslee—9 Kuar 1355

Hijri—23 Zilkaideh 1366

২২শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৪ সাল, দশমী

কল্যাণীর সঙ্গে Palace Hotel এ দেখা করলাম। তার পক্ষে এবার নোয়াখালি ছেড়ে ধুবড়ীতে বাড়ীতে থেকে কোনও গঠনকর্ম করাই ভাল।

সকালে বরিশালের বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছি।

বিকালে কলেজে D P Mitraর সঙ্গে Cultural Landscape ক্লাসের কিছু ভাগাভাগি করে নেওয়ার কথা হ'লো।

* * *

কল্যাণীর কাছে নোয়াখালির অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে জানলাম। মানুষের মনের অবস্থা বরিশালের চেয়ে এবং কিছু ভাল বলে মনে হ'লো, কিন্তু গবর্মেন্টের কোনও অস্তিত্ব নেই বললেও চলে। এদিকে রিলিফের পরিচালনা নিয়ে সুচেতা দেবীর সঙ্গে বি-পি-সি-সির মতভেদ হওয়ায় তিনি ডাঃ নৃপেন বসুর উপরে সব কেন্দ্রের ভার দিয়েছেন। নৃপেন বাবু কল্যাণীকে (অভয় আশ্রম গোষ্ঠীর একজন করে নিয়ে) সহায়তা করার লোভ দেখিয়েছেন। আমি ধুবড়ীতে থেকে গঠনকর্ম পরিচালনা করা এবং সেখানকার স্থানীয় কংগ্রেসের মারফত কাজ করার কথাই বললাম।

OCTOBER Friday 10 1947

Sumvat—11 Kuar (Badi) 2004 : Faslee - 10 Kuar 1355 -
Hijri—24 Zilkeidah 1366

২৩শে আশ্বিন শুক্রবার, সন ১৩৫৪ সাল, একাদশী রা. ঘ ৭-২

সাহেবনগরের ট্রেন

1947

10

OCTOBER

Friday

২৩শে আশ্বিন শুক্রবার, সন ১৩৫৪

৮১।/০৫

Tr.।৴০

II পলাশী ৮৸০

বিকাল পর্যন্ত ক্লাশ করে বালিগঞ্জে T.T.Dept এর উৎসবে বিজয়দার সভাপতিত্বে যে আলোচনা হ'লো সেখানে সম্প্রতি মৌলিক শিক্ষার বিষয়ে বললাম। ছাত্রদের কিন্তু চরখা কাটা শিশুদের পক্ষে অনুপযোগী। শিক্ষক যদি craft এ নিজে অনুরক্ত না হ'ন, সেই craft বা শিক্ষা অবলম্বনে অপরকে inspire করতে পারবেন না।

বাড়ী ফিরে খেয়ে পলাশী রওনা হলাম। রাত্রি ১টা নাগাদ স্টেশনে পৌঁছে দেখি অনু ও তার দাশুদা অপেক্ষা করছেন। রাত্রে স্টেশনেই কাটালাম।

* * *

টিচার্স ট্রেনিঙে ছাত্রদের মিলনোৎসব। মৌলিক শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা। সম্প্রতি বরিশালে রায়পুরা, লতা ও ভোলায় বুনিয়াদী বিদ্যালয় দেখার অভিজ্ঞতার বিষয়ে বললাম। শিক্ষক যে শিক্ষা অবলম্বন করে শেখাচ্ছেন। যদি সেই শিল্পে তাঁর সত্যকারের আনন্দ না থাকে তার মন যদি সে বিদ্যায় সত্যি খেলা না করে তবে পারবেন না। দ্বিতীয় যদি তিনি পথিকৃৎ না হন, বাঁধা পথে অনুরক্ত হ'ন, চলার নির্দেশ অপরের আদেশ থেকে সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন, তাহলেও চলবে না।

শিশু ছাত্রদের একটা ভাঙ্গাচোরা, ঘাঁটা, নোঙরামি করার প্রবৃত্তি আছে। চরকা কাটার মত সুঠাম, সূক্ষ্ম কাজে তাদের ঠিক সেই আমোদ আসা কষ্ট। মাটি ঘাঁটা, গড়া, তুলা ধোনা তারা আরও সহজ প্রফুল্লতায় করতে পারবে। তাদের ঘাঁটাঘাঁটি করার— অর্থাৎ তৈরি ও খেলা করার প্রবৃত্তি ওরকম কোনও খেলায় আরও চরিতার্থ হবে। ব্যক্তির কর্মপটুত্ব অসংবদ্ধ nebulous অবস্থা থেকেই তো দানা বাঁধবে। তাই সুতাকাটার মত সূক্ষ্ম কাজ একটু বয়স্কদের জন্য ৮/১০ হওয়া উচিত। কিন্তু তার সঙ্গেও ঐ পূর্বের nebulous activityর ব্যবস্থা রেখে দিতে হবে।

11

OCTOBER

Saturday

২৪শে আশ্বিন শনিবার, সন ১৩৫৪

সাহেবনগর

1947

৭২।৫

Tr.।/•

ডিম ।৶১০

ভোরে বেরিয়ে আস্তে চলে ৪ ঘণ্টায় সাহেবনগর পৌঁছলাম। পথে অনু এক জায়গায় সঙ্গের দই দিয়ে ঘোল করে খাওয়ালে— নলদা গ্রামে। অনুর লেখা খাতা শেষ করলাম।

হরিপদ [illegible] বাড়ীতে বারান্দায় জায়গা করে অনু সব দিয়ে গুছিয়ে দিলে। ওর লেখা খাতা পড়ে শেষ করলাম।

OCTOBER Sunday 12 1947

Samvat—13 Kuar (Badi) 2004 : Faslee—12 Kuar 1355

Hijri—26 Zilkaideh 1366

সাহেবনগর

1947

12

OCTOBER

Sunday

২৫শে আশ্বিন রবিবার, সন ১৩৫৪

৭২।১৫

আজ সারাদিন পড়াশোনার কাজ কিছু করিনি। অনুর কথা টুকরো টুকরো শুনলুম।

সকালে নৌকা চড়ে নদীতে গোপীনাথপুরের পাশে যে চড়া পড়েছে, সেই পর্যন্ত বেড়িয়ে আসা গেল।

* * *

অনুর মনে যে সংশয় এসেছে, সে হোলো আমার তো ওকে দরকার নেই, তবে কি শুধু ওকে বিকশিত করার জন্যই আমার ভালবাসা। প্রীতির মত দেহ ও মন দিয়ে চায়। আজ নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়, সেই ব্রতধারণের শক্তি যেন ওর হয় :— এই প্রার্থনা ও প্রিয়জনের কাছে করে।

13

OCTOBER

Monday

সাহেবনগর

1947

২৬শে আশ্বিন সোমবার, সন ১৩৫৪

৭।১০।১৫

সকালে সত্যেশবাবু পতাকা উত্তোলন করলেন, আমি একটু বললুম।

চিঠিপত্রের উত্তর প্রায় অর্ধেকের বেশি শেষ করে দিয়েছি।

সন্ধ্যায় অনু গ্রামে যে পাঠচক্র করেছে সেখানে 'ইংরেজ গেলই বা কেন আর আমরা যে স্বাধীনতা পেয়েছি, সেই বা কি' এই বিষয়ে একঘন্টার উপর বললাম। সোজা চলতি যুক্তি দিয়ে চলতি কথায়।

রাত্রে অনুর কথা শুনলাম।

COTOBER Monday 13 194

Samvat—14 Kuar (Badi) 2004 : Faslee—13 Kuar 135

Hijri—27 Zilkadeh 1366

২৬শে আশ্বিন সোমবার, সন ১৩৫৪ সাল, চতুর্দ্দশী

Mahalaya"

***

অনুর সকল কথা শুনলুম। দুরূহ ত্যাগের ব্রত ওকে আকর্ষণ করছে; বেদনা পাবে। কিন্তু বললুম সইতে পারবে, শক্তিতে ভরে উঠবে। যে শক্তির উগ্রতা নেই, শ্যাম কোমলতা আছে। একান্ত নির্ভরে জিজ্ঞাসা করলো, 'পারবো?' পারবে, এ বিশ্বাস আমার আছে।

TOBER Tuesday 14 1947

Samvat—15 Kuar (Badi) 2004 : Faslee—14 Kuar 1355
Hijri—28 Zilkaideh 1366

সাহেবনগর

1947

14

OCTOBER

Tuesday

২৭শে আশ্বিন মঙ্গলবার, সন ১৩৫৪

৭১।৮।১৫ পোস্ট ১৮৫

অনুর লেখা পড়লুম। দুপুরে মেয়েদের ক্লাসে বোলপুরে খাদি সংঘ গড়া ও পরিচালনার অভিজ্ঞতার বিষয়ে এক ঘণ্টার বেশি বললুম।

ভারি সুন্দর জায়গাটা। পাশে নদী, ওপারে নৌকার কারিগর কাজের মধ্যে মাঝে মাঝে গান গায়। নদীর ধারে মানুষে মাছ ধরে, নৌকায় লোকজন খেয়া পার হয়, মাছ মোরাল পাখীর যোড়া একটা সাপ ধরে উড়ে নিয়ে যায়, হটিটি পাখী কলরব করে, হঠাৎ ভয় পেয়ে চকিতে ২/১টা বক ডাকতে ডাকতে উড়ে যায়।

এমনি মেশানো ভাবের জায়গা। দ্রুততাল নয়, মন্থর। কিন্তু জীবনের সকল তন্ত্রীর শব্দই তার মধ্যে শোনা যায়।

* * *

মেয়েদের ক্লাশে বোলপুরে খাদিসংঘ স্থাপন ও পরিচালনের অভিজ্ঞতার কথা বললাম। একান্ত ভাবে একটি কাজকে — লোকের অবসর সময়ে কাজ দিয়ে কাপড় গড়া— অবলম্বন করে কি করে ধীরে ধীরে তাদের জীবনকে সমৃদ্ধ ও নতুনভাবে গড়ে তোলা যায়, তারই দিকে লক্ষ্য রেখে বললাম। বুদ্ধিযুক্ত হয়ে খাদি চরকা না চালালে হয় না, এইটের উপরে ঝোঁক পড়লো।

অনুর ডায়েরি পড়ছি।

সাহেবনগর

15 OCTOBER Wednesday 1947

২৮শে আশ্বিন বুধবার, সন ১৩৫৪

৬৯॥৵১০

আজ শনিবারের চিঠির জন্য বাঙালী ও গান্ধীজী নামে একটি প্রবন্ধ লিখলুম। তাপসের চিঠির উত্তরে লেখা, একটু জায়গা জায়গা বাড়িয়ে প্রবন্ধ করে দিয়েছি।

অনুর কয়েকখানা বই ভারতের সামাজিক ইতিহাস লেখার সময়ে কাজে লাগবে; নিয়ে যাচ্ছি।

অনু রাত্রে ১টার পর শুতে গেল।

OCTOBER Wednesday 15 194

Samvat—1 Kuar (Sudi) 2004 : Fasler—15 Kuar 1355
Hijri—29 Zilkaideh 1366

২৮শে আশ্বিন বুধবার, সন ১৩৫৪ সাল, প্রতিপদ

* * *

অনুকে দুপুরে নারদ ভক্তিসূত্র থেকে কয়েকটি অস্পষ্ট জায়গা স্পষ্ট করার চেষ্টা করলাম।

আজ থেকে কাল কেষ্টনগর যাবো ভেবেছিলাম, কিন্তু ফণীবাবু ডাক্তারকে উপলক্ষ্য করে থেকে গেলাম। অনু অনেক রাত্রে শুতে গেল।

তাপসের চিঠি এসেছে, বাঙালী অপর জাত বোঝে না, যথেষ্ট মর্যাদা দেয় না; আর গান্ধীজী পশ্চাৎধর্মী। দুটোরই উত্তর লিখে পাঠাচ্ছি। আর ওরই একটা নকল, জায়গায় জায়গায় বাড়িয়ে 'বাঙালী ও গান্ধীজী' নাম দিয়ে শনিবারের চিঠির জন্য লিখে ফেলেছি।

TOBER Thursday 16 1947
2 Kuar (Sudi) 2004 : Faslee—16 Kuar 1355
Hijri— 1 Zilhijeh 1366

সাহেবনগর

1947

16
OCTOBER
Thursday
২৯শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৪

৬৯॥৶১০

সাহেবনগর গ্রামে
সার্বজনীন পূজার চাঁদা ২

আজ অনুর ইতিহাস ভূগোলের যে ক্লাশ ছিল, তাইতে কণারকের মন্দিরের বর্ণনা ও সেই প্রসঙ্গে ওড়িষা এবং শিল্পীদের বিষয়ে কিছু কিছু বললাম।

কদিন ধরে খুব আয়েস করে তেল মেখে চান করছি।

রাত্রে অনু আমার লেখা চিঠির থেকে জায়গায় প'ড়ে জিজ্ঞাসা করলে। তারপর ঐ প্রসঙ্গে রাত্তির পর্যন্ত কথা চললো।

রাত্রেই জিনিষপত্র গুছিয়ে রাখলাম।

রাত্রে অনু আমার চিঠি থেকে অনেক জায়গা পড়ে মানে জিজ্ঞাসা করলে। নিজের মনের মধ্যে যে ভাবকে দমিত রেখেছি, মেনুর মতই স্পষ্টভাবে ওর চোখে ধরা পড়েছে। ওর মধ্যে সত্যনিষ্ঠার যে প্রকাশ দেখেছি, যে একান্ত সত্যের প্রতি আনুগত্য। তার জন্যেই ওকে সব চেয়ে ভাল লেগেছে। মেনুর সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা ও সব জানে, মেনু যে স্নিগ্ধতায় আমাকে সিঞ্চিত করে রেখেছে, তার জন্য মেনুকে ওর বড্ড ভাল লেগেছে। ওর নিজের শরীরের সৌন্দর্যের সম্বন্ধে বড্ড ছোট ধারণা আছে। কিন্তু জানে না যে মানুষ ব্যক্তিটিকেই ভালবাসে, শরীর তার মধ্যে একটা অঙ্গ। শুধু শরীরের প্রতি যে আকর্ষণ, সে শারীর সম্বন্ধের আনন্দ ক্ষয় হয়, পরে অশ্রদ্ধা এনে দেয়। রুবি ও সরোজবাবুর বেলায় আমার তো এমনই একটা জিনিষ মনে হয়।

পুরুষ সৃজন ধর্মের মোহে শিশুতে পরিণত হয়, অনুর এই গভীর মমতায় ভরা কথা বড় মিষ্টি লাগলো।

কণারকের মন্দিরের বিষয়ে মেয়েদের কাছে বললুম। ছবি (স্টিরিওস্কোপ) দিয়ে সব চেয়ে ভাল হবার কথা। পরে যদি এসে কিছুদিন থাকি, ঐ ব্যবস্থা নিয়ে আসবো।

অমলা, অরুণা, শোভনা, শান্তিসুধা, রুবি, প্রীতিদের বাধা দিই নি। উৎসাহিত করে অন্যায় করেছি এমনি একটা অভিযোগ অনু করলে। আমি স্বীকার করলাম প্রীতির বেলায় আমার মেলামেশার অপরাধ ঘটেছে। রুবির বেলায় গুরুতর কিছু না; কিন্তু অপর সকল ক্ষেত্রে আমার furitanic strain আমাকে বিরতই রেখেছিল তো। সেই সব মেলামেশার ইতিহাস অনুকে বললাম।

কলিকাতা

17
OCTOBER
Friday

1947

৩০শে, আশ্বিন শুক্রবার, সন ১৩৫৪

৬৭॥৶১০ — শিবিরে দরিদ্রভান্ডারে ১০ৎ

Int. to Cal Tr. ২৬৸• ‍+৶ ১৫

খবরের কাগজ ৶০

সকালে স্নান করে ৬।। নাগাদ দই চিঁড়ে খেয়ে নিলাম, অনু খানিক Quaker oats সিদ্ধ, গুড়, সর, সিদ্ধ ডিম, নুন মরিচ সব দিয়ে ঠিক করে দিলে। সাইক্লে ১ /৪৫ লাগলো, পথে তিনবার খেয়া। ৯-৫০এর গাড়ী ৩ ঘণ্টা লেট।

৫-২৭ এ গাড়ী শিয়ালদহে পৌঁছলো। রাত্রে তিনটে পর্যন্ত মেনুর সঙ্গে গল্প করলুম।

OCTOBER Friday 17 1947
Samvat—3 Kuar (Sudi) 2004 : Faslee—17 Kuar 1355
Hijri—2 Zilhijeh 1366

* * *

মেনুর সঙ্গে রাত প্রায় তিনটে পর্যন্ত গল্প করেছি। অনুর কথা, সে কেমন করে আমাদের শুদ্ধতর করতে চেয়েছে, আমি কেমনভাবে তাকে গ্রহণ করেছি সব বললুম।

কলিকাতা

1947

18
OCTOBER
Saturday

৩১শে আশ্বিন শনিবার, সন ১৩৫৪

৫৪।৶১৫ চুলকাটা।৴৹

সকালে বালিগঞ্জ cycleএ গিয়ে টুনু, পারু-অপু- রমা- সবাইকার সঙ্গে দেখা করে এলাম। শরৎবাবু হোটোর গেছেন, প্রিয়দা ছিলেন না।

হীরেন নন্দী (Deputy Director, Agriculture) র সঙ্গে ডোনার বাড়ীতে কথাবার্তা হ'লো।

তারক দাস নৈনীতাল গেছেন। বোধহয় ভাওয়ালিতে ছেলের জন্য জায়গা পেয়েছেন।

হীরেন নন্দী, ডেপুটি এগ্রিকালচার ওড়িষার সঙ্গে ২ টাউনসেন্ড রোডে ডোনার বাড়ীতে দেখা হলো। আউস ধানের সঙ্গেই একরকম তুলা চাষের কথা বললেন। ৩ ॥৹/৪ মাস রোয়ার সময় থেকে পাকতে লাগে। চালের বিষয়েও একটা ফন্দি করেছেন যাতে বাংলায় অন্নাভাব না হয়।

কাল অন্নদাবাবুর সঙ্গে দেখা করার জন্য চেষ্টা করবো।

কলিকাতা

19 OCTOBER 1947

Sunday

১লা কার্ত্তিক রবিবার, সন ১৩৫৪

৫৪ ৎ ১৫

শরৎবাবুর সঙ্গে রবির বিষয়ে, কস্তুরবা শিক্ষাশিবিরের Curriculum, lesson notes ইত্যাদি বিষয়ে কথা বললাম।

* * *

শরৎবাবু এসেছিলেন। রবির সঙ্গে কথা বলে ওকে এটর্নির কাজ ছাড়ানোর পরামর্শ হলো। খগেনবাবুর সঙ্গে কোনও mechanical কাজে যুড়ে দিতে পারলে ভাল হয়।

কস্তুরবা শিক্ষাশিবিরের পাঠ্য সম্বন্ধে লেখা ও পরামর্শের ব্যাপারও হ'লো।

সকালে নৃপেন বসু অতুল্যর ওখানে এসেছিলেন। পূর্ববঙ্গে হিন্দু কিছুতেই থাকতে পারে না, এই ধারণাই তাঁর হয়েছে। সতীন সেনের মধ্যে যে দুর্জয় সাহস, বিপদের মধ্যে দুর্যোগের মধ্যেও সত্যাগ্রহের দ্বারা রাস্তা বের করে নেওয়ার দৃঢ়তা আছে, এই সব গান্ধী পথাবলম্বী গঠনকর্মীর মধ্যে তার আভাসও নাই। বাস্তবকে দেখে মেনে নেওয়ার মনই হয়ে গেছে। অর্থাৎ মন পরাজয় স্বীকার করেই রয়েছে।

কলিকাতা

1947

20
OCTOBER
Monday
২রা কার্ত্তিক সোমবার, সন ১৩৫৪

৫৪ ৲১৫

ইন্দু ভট্টাচার্যের সঙ্গে অতুল্যর বাড়ীতে দেখা হ'লো।

আজ হঠাৎ বহুদিন পরে পেটের অসুখ করলো।

অনেকক্ষণ ধরে Selections from Gandhiর appendix টাইপ করলাম।

* * *

Selections from Gandhi র Appendix অনেকখানি টাইপ করে ফেললাম। প্রায় ১২ পৃষ্ঠা Single Space Foolscap এ হোলো।

ইন্দু ভট্টাচার্যের কাছে ফণীবাবু (অনুর বড়দার) সঙ্গে ওর কি কথা হয়েছে শুনলাম।

কলিকাতা

21 OCTOBER 1947

Tuesday

৩রা কার্ত্তিক মঙ্গলবার, সন ১৩৫৪

৫৪ ১৫

সারা সকাল বাকি appendix টাইপ করে Selections এর ৬ষ্ঠ ফর্মার প্রূফ দেখলাম।

রাত্রে মেনুকে নিয়ে গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে এলুম। একটা খোলা জেটির ওপর, গোলমাল থেকে দূরে, ভারি শান্ত লাগছিল। আকাশ পরিষ্কার ছিল, তাই দূরের আলোগুলিও খুব পরিষ্কার লাগছিল।

OCTOBER Tuesday 21

Samvat—7 Kuar (Sudi) 2004 : Fasli—24 Kuar

Hijri—6 Zilhijeh 1366

"Duga-Puja"

* * *

Selections এর প্রুফ দেখে তৈরি করলুম। Appendix টাইপ করে ফেলছি।

TOBER Wednesday 22 194

amvat—8 Kuar (Sudi) 2004 : Faslee—22 Kuar 1354

Hijri—7 Zilhijeh 1366

কলিকাতা

1947

22

OCTOBER

Wednesday

৪ঠা কার্ত্তিক বুধবার, সন ১৩৫৪

৫৪ ৎ ১৫

সারাদিনই Studies এর Appendix নিয়ে কাজ করলুম। Indexটা প্রায় শেষ করে ফেলেছি। কয়েকঘণ্টা খেটে দাঁড় করানো গেল।

* * *

আজ Index যত দূর সম্ভব তৈরি করেছি। এবার যেমন যেমন ফর্মা ছাপা হবে, তার থেকে একটু একটু যোগ করে যাবো।

সারাদিন Selections ও Studies-এ বাড়তি passage গুলি লিখে ফেললাম।

কাল থেকে ইতিহাস লেখার কাজ আবার আরম্ভ করবো। সঙ্গে Geography পড়াও চলতে থাকবে। ছুটির মধ্যে অনেকদূর এগিয়ে নিতে হবে।

কলিকাতা

23 OCTOBER 1947

Thursday

৫ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৪

৫৪৲১৫

Lawrence of Arabia।

Selections forma 6,7 প্রূফ পাঠালুম।

২৬-১১-৪৭ তারিখে

অতুল্যর স্ত্রী ফেরৎ দিলেন। ওদের

বাড়ীতে ফেলে এসেছিলাম।

OCTOBER Thursday 23 1947

Samvat—9 Kuar (Sudi) 2004 : Faslee—23 Kuar 1355

Hijri—8 Zilhijah 1366

৫ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৪ সাল, নবমী রা. ৬৮,১৮

* * *

সকালে শিবনারায়ণ রায়ের ওখানে গেছলুম। কাল আসবো।

Seletions ৬,৭ ফর্মা আজ ডাকে প্রুফ দেখে পাঠিয়ে দিলুম।

OCTOBER Friday 24 1947
Samvat—10 Kuar (Sudi) 2004 : Faslee—24 Kuar 1355
Hijri—9 Zilhijeh 1366
"Vijay Dasami"

কলিকাতা

1947

24
OCTOBER
Friday
৬ই কার্ত্তিক শুক্রবার, সন ১৩৫৪

৫৩৬১৫

সকালে ঘণ্টা ১।• শিবনারায়ণ রায়ের সঙ্গে গান্ধীবাদ সম্পর্কে আলোচনা হ'লো। ভালই লাগলো।

* * *

শিবনারায়ণ রায়ের সঙ্গে ঘন্টা ২ ।।• গান্ধীবাদ নিয়ে আলোচনা হ'লো। Episteonology র কথাই বেশি। যুক্তিবাদ যতদূর যায় ততটা যাবার পর, Philosophy, History— জীবনদর্শনের ধ্রুবতারা দেখে ঠিক করে নেন। তাতে যদি সংশয় বাকি থাকে, তার যে সব মানুষের প্রতি আমরা আদর্শবাদের জন্য শ্রদ্ধাবান, তাদের আচরণ দেখে রাস্তা খুঁজতে হয়। তাতেও না হলে 'শবাসন' relaxation করা ভাল। মন বিশ্রাম পেলে তখন অবচেতনের কাজ চলতে থাকে, পথ বেরিয়ে যায়। সে পথ যুক্তিসিদ্ধ কিনা যাচাই করে নিতে হয়। Self-suffering-এর সুবিধা, নিজের ভুল দ্রুত শোধরাবার সম্ভাবনা থাকে, আর নিজের ভুলের জন্য অপরের ক্ষতি অত্যল্পমাত্র হয়।

সত্যাগ্রহ যে গণতন্ত্রের দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ উপায়, Educational process-এর চরম জিনিষ একথা শিববাবু খুশি হয়ে স্বীকার করলেন। তবে আমি গান্ধীজীর যে ব্যাখ্যা করছি সে ব্যাখ্যা যদি *সত্য* হয়।

25
OCTOBER
Saturday

কলিকাতা

1947

৭ই কার্ত্তিক শনিবার, সন ১৩৫৪

৫৩৬১৫

সকাল থেকে এ পাড়ায় কিছু বিজয়ার দরুণ বাকি ছিল, সেসব সেরে বালিগঞ্জে শরৎবাবু, অনুদের বাড়ী, প্রিয়দা, টুনু, অনাথ, পারু-অপু বিজয় নাহার প্রভৃতি ওখানে গিয়ে দেখা করে দিনভোর কাটিয়ে এলুম।

OCTOBER Saturday 25 194

Samvat—11 Kuar (Sudi) 2004 : Faslee—25 Kuar 1355

Hijri—10 Zilhijah 1366

৭ই কার্ত্তিক শনিবার, সন্ ১৩৫৪ সাল, একাদশী

"Iduj-Joha"

* * *

বিজয়ার দেখাশোনার জন্য সারাদিন ঘুরলুম

Birla House
New Delhi
25.10.47

Dear Nirmalda,

I was glad to hear from you. I shall gladly try your samples when received.

am afraid, cholera pidemic is nearly over. Gastrointestinal diseases are also far less

Common in winter in
these parts.

Yes; these are hectic
days. Noakhali seems a
flea bite compared to what
has happened in the Punjab.
Humanity has gone mad.
Where we shall end, Lord
alone knows!

All well at this end.
I hope you & yours are well.

Yrs sincerely
Sushila
5.9.47

কলিকাতা

1947

26

OCTOBER

Sunday

৮ই কার্তিক রবিবার, সন ১৩৫৪

৫৩৮১৫

আজ লেখার কাজকর্মে ভাল করে বসতে পারছি না বলে অনেকদিন পরে মেজাজটা বড় খারাপ হয়ে আছে।

আজও ভাল করে কাজে বসতে পারছি না।

মজিলপুর

27

1947

OCTOBER
Monday
৯ই কার্ত্তিক সোমবার, সন ১৩৫৪

৫৩৮১৫ মজিলপুর যাওয়া Tr. ৶৹

সকালে দক্ষিণদাঁড়িতে দুর্গা দত্তের কারখানায় বুনিয়াদী বিদ্যালয় উদ্বোধন হোলো।

সেখান থেকে ফিরে মজিলপুর চলে গেলুম। সুরেন ঘোষ প্রভৃতির সঙ্গে দেখা হলো। আমি বিজুদের বাড়ী রাত্রি প্রায় ১টা পর্যন্ত (৭৷৹ থেকে) হিংসা-অহিংসা ও হিন্দু মুসলমান নিয়ে বৈঠকী আলোচনা করলুম।

যে ঘরটায় ছিলুম, তার পাশের ঘরে মহাঅষ্টমীর রাত্রে বঙ্কিমচন্দ্র "বন্দেমাতরম্" গান লিখেছিলেন।

OCTOBER Monday 27 1947
Samvat- 13 Kuar (Sudi) 2004 : Fasles—27 Kuar 1355
Hijri—12 Zilhijeh 1366
৯ই কার্ত্তিক সোমবার, সন ১৩৫৪ সাল

* * *

সকালে দক্ষিণদাঁড়িতে বুনিয়াদি বিদ্যালয় খোলার উপলক্ষ্যে সমাজের দিক থেকে টাকার চেয়ে বেশি সহযোগিতা কি করে করা যায় সে বিষয়ে বললুম— নিজেদের জীবন যদি নতুন আদর্শ অনুযায়ী করা যায় তাহলে ছেলেরা বাড়ীতে অনুকূল আবেষ্টন পাবে।

দুপুরে ফিরে মজিলপুর চলে গেলুম। সেখান প্রায় ৫ ঘন্টা বৈঠক চললো। হিংসা-অহিংসা নিয়ে এবং গান্ধীজীর হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান নিয়ে।

কলিকাতা

1947

28

OCTOBER

Tuesday

১০ই কার্তিক মঙ্গলবার, সন ১৩৫৪

৫২৬৮/১৫

	Pr. রাজবাড়ী বিদ্যালয় ১০০
Hooghly Bank ৩০০	Insurance ১৪।৶•
Hooghly Bank to	Photo (শম্ভু সাহা) ৫
Journalism ৫০	Postage ॥৶১০
Tata Dividend ১২।৵•	Travelling ১৶১০

[Pr. অনু to Hooghly Bank ২০০]

ভোরে এসে সাবাদিন ঘুরে বিস্তর কাজ করলুম। Ancient Indian History and Culture এর Pre history VII paper এর প্রশ্নপত্র করে প্রিয়দাকে দিয়ে এলুম।

* * *

MA (Ancient Indian History) প্রশ্ন তৈরি করে প্রিয়দার হাতে দিলুম। ব্যাঙ্কে গিয়ে যা সব টাকাকড়ির কাজ বাকি ছিল, সেগুলি সেরে নিলুম।

রাঁচির ট্রেন

29

OCTOBER 1947

Wednesday

১১ই কার্ত্তিক বুধবার, সন ১৩৫৪

২৩২।৶১৫

২খানা Int রাঁচি ১৪৸৶•

Tr. ২৸৶•

।•

Post (Telegram রাঁচিতে)১।•

ডাকে রাধাকুমুদবাবুর কাগজপত্র নৃপেনবাবুকে ৮, থিয়েটার রোডের ঠিকানায় পাঠালুম।

সন্ধ্যার গাড়ীতে রাঁচি রওনা হলুম। রাত্রে গামছাদিয়াতে গাড়ী বহুক্ষণ আটকে রইল। ফলে সকালে রাঁচির গাড়ী দেখি ছেড়ে গেছে।

2196 Int-HWH (CWS) to Ranchi

2197

Deported at Muri on 29.10.47 apply G.M. B.N.Rly.

* * *

সকালে কিছু কাজ সেরে রাঁচির ২ খানা ইন্টার ক্লাশ টিকিট কিনলুম। রাত্রে রাঁচি রওনা হলুম।

OCTOBER Thursday 30 1947

Samvat—1 Kartick (Badi) 2004 : Fasli—1 Kartick 1355
Hijri—15 Zilhijeh 1366

1947

30

OCTOBER

Thursday

১২ই কার্তিক বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৪

২১৩৮/১৫ — Motor truck ৩

রিকশ ১৸

মেনুর ওজন মুরিতে ১ মণ ৮ সের, — মুরিতে কুলি।•

আমার ১ মণ ৩২।। = 149? — খাওয়া ১।•১০

মুরিতে বহুক্ষণ আটকে থাকতে হলো। পুরুলিয়ার থেকে গাড়ী ছাড়তে দেরি করেছে। ২।। টের সময় অমিয় মুখার্জি (পুস্তক প্রকাশক) অনিল বাড়ুঁয্যে (ইতিহাসের অধ্যাপক) ও আমরা দুজন অন্য কয়েকজনের সঙ্গে একটা খালি মিলিটারি ফেরৎ ট্রাকে রাঁচি এলাম। নামকোমে গাড়ীটা আর স্টার্টই নেয় না। ওখান থেকে একটা রিকশতে চলে এলুম। পৌঁছতে প্রায় সন্ধ্যা হ'লো।

* * *

বিকালে রাঁচি পৌঁছলাম। মুরি থেকে বাধ্য হয়ে একটা মিলিটারি ট্রাক ধরে আসতে হ'লো। অমিয়রঞ্জন মুখার্জি ও অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় একসঙ্গে এলেন।

রাঁচি

31 OCTOBER 1947

Friday

১৩ই কার্ত্তিক শুক্রবার, সন ১৩৫৪

২০৭৷/৽৫

R. Shaw ১।৽
Military back frame ৩।৽

সকালে মনুবাবু, যাদুগোপালবাবু, কিরণ দা, ভুপেনবাবুর সঙ্গে দেখা করে এলাম। নন্তু, খুকু, খোকাদার সঙ্গেও দেখা হ'লো।

দুপুরে মিলিটারি ব্যাক ফ্রেম একটা কিনলুম।

বিকালে সুরেন সরকার মহাশয়ের মেয়ে অনিতাকে দেখলুম। মেয়েটি বেশ ভাল। রাত্রে মনুবাবুর বাড়ী হয়ে এলুম।

সকালে যাদুগোপালবাবুর বাড়ীতে কিরণদার সঙ্গে ও ভূপেন দত্তের সঙ্গে দেখা হ'লো। পরে ভূপেনবাবুকে বালেশ্বরের ছবিগুলি ও অনুর পাঠানো শাড়ী দিয়ে এলুম। ভূপেন বাবুর সঙ্গে অনেকক্ষণ গান্ধীজীর ও বিষয়ে কথা হ'লো—

সন্ধ্যায় মনুবাবুর বাড়ীতে পূর্ববঙ্গের বিষয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা হ'লো।

NOVEMBER Saturday 1 1947

Samvat—3 Kartick (Badi) 2004 : Faslee 3 Kartick 1355
Hijri—17 Zilhijeh 1366

১৪ই কার্ত্তিক শনিবার, সন ১৩৫৪ সাল, তৃতীয়া রা. ঘ ১০-২৯

রাঁচি

1947

1 NOVEMBER Saturday

১৪ই কার্ত্তিক শনিবার, সন ১৩৫৪

২০২।/৹৫ Tr.। ৹।৶৹

মেনুর জন্য cream ৸৶৹

Kruschen Salt ১৸৹

মেনুকে নিয়ে মোরাবাদিতে Bright lands হয়ে ননিদার বাড়ী হয়ে ফিরলুম।

রাত্রে মনুবাবুর বাড়ীতে অনেকক্ষণ আলোচনা হ'লো।

* * *

সকালে মেনুকে নিয়ে মোরাবাদির ব্রাইটল্যান্ডস হয়ে নন্দর সেজদার বাড়ী গেলুম।

রাত্রে মনুবাবুর ওখানে অহিংসা, পূর্ববঙ্গের অবস্থা প্রভৃতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হ'লো। পূর্ববঙ্গের মুসলমান অত্যাচারের ফলে আমাদের চিন্তা একেবারে গুলিয়ে গেছে। Emotional ভাব আমাদের আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। পরিচ্ছন্ন চিন্তার অভ্যাস পর্যন্ত যেন সাময়িকভাবে চাপা পড়েছে।

রাঁচি

2

1947

NOVEMBER

Sunday

১৫ই কার্ত্তিক রবিবার, সন ১৩৫৪

১৯৯/•৫

Tr. ।•

রবারের চটি ১৲

মেজদার বিড়ি ৵•

সকালে রমেশ রায়ের সঙ্গে Man in Indiaর সম্পাদকতা নিয়ে কথা হ'লো। রমেশ এবং আমি ঐ ভার নেবো। আমার আপত্তি নাই।

রাত্রে অনেকক্ষণ মনুবাবুর বাড়ীতে অহিংসা ও যুদ্ধ Practical alternative হিসাবে আলোচনা হ'লো।

মোটা রবার টায়ারের চটি। পিছনে ফিতে দেওয়া, করিয়ে নিলাম, ১৲ পড়লো =

* * *

আজ রাত্রে মনুবাবুর বাড়ীতে দীর্ঘ আলোচনা করলাম। যুদ্ধ ও সত্যাগ্রহের মধ্যে প্রভেদের সম্পর্কে এবং সত্যাগ্রহ ও গঠনকর্মের সম্পর্কে।

বাগেরহাট কলেজের একজন অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর আলোচনা বড্ড জড়ভাবাপন্ন। মনুবাবু এবং অবণীবাবুর প্রশ্ন ভালই লাগলো।

রাঁচি

1947 3 NOVEMBER

Monday

১৬ই ক সোমবার, সন ১৩৫৪

১৯৭৬/৫

দেওয়া।

রিকশ।

[সকাল দশটায় বেরিয়ে প্রথমে গৌতমধারা, পরে হুড্রুঘাগ গেলাম। পথে চুটিয়ার মন্দির হয়ে মাউন্ট হোটেলে অনিল ব্যানার্জি ও অমিয়রঞ্জন মুখুয্যেকে পৌছে দিয়ে এলুম। মেনু দুজায়াগাতেই নীচে নেমেছিল।]

আজ মনুবাবুর বাড়ী রাত্রে anthropology নিয়ে কথা হ'লো। উনি সকালে এসেছিলেন। অনেকক্ষণ গান্ধীজীর ধর্ম্মমত নিয়ে কথা হ'লো।

* * *

সকালে মনুবাবু এসেছিলেন। কম্যুনিজমে কিভাবে শেষ পর্যন্ত God of History অর্থাৎ বিশ্বাসকে আশ্রয় করেছে এবং গান্ধীজীর Truth is God -এর অর্থ নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা হ'লো। তীক্ষ্ণ ধীশক্তিসম্পন্ন আলোচনা করে তৃপ্তি হয়।

শ্রী ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের সঙ্গে সকালবেলা constructive work in Border districts of W.Bengal নিয়ে কথা হ'লো। উনি আজ দুমকার দিকে চলেছেন।

রাত্রে মনুবাবুর বাড়ী Anthropology ও Applied Anthropology নিয়ে কথাবার্তা হ'লো।

রাঁচি

4

NOVEMBER

1947

Tuesday

১৭ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার, সন ১৩৫৪

১৯৭৷৴৫ মেজদার দেশলাই বিড়ি ৴০

হুড্রু আজ গেছলুম। কালকের তারিখে লেখা হয়ে গেছে।

Dodge car এ রাঁচিতে

মাইলের মাপ।

	191.3	ঁ-জোনহা	23.6 মাইল
গৌতমধারা	214.9	জোনহা-হুড্রু	23.1
	238.0	হুড্রু-নামকোম	24.5
নামকোম	262.5	নামকোম	
		মাউন্ট হোটেল	2.6
মাউন্ট হোটেল	265.1	হোটেল-বাড়ী	2.7
বাড়ী	267.8		
	76.5 মোট ঘোরা		

সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত হুড্রু, জোনহা বেড়িয়ে এলাম।

সন্ধ্যায় হাড়পাখনায় অখিলবাবুর বাড়ীর সামনে অন্য এক বাড়ীর রকে বসে অনেকক্ষণ গান্ধীজীর হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধানের বিষয়ে আলোচনা হ'লো। শনিবারের চিঠির প্রবন্ধে যা আছে। সেই বস্তুই বললাম।

NOVEMBER Tuesday 4 194

Samvat—6 Kartick (Badi) 2004 : Faslee—6 Kartick 1355
Hijri—20 Zilhijeh 1366

১৭ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার, সন ১৩৫৪ সাল, ষষ্ঠী

OVEMBER Wednesday 5 1947
Samvat—7 Kartick (Badi) 2004 : Faslee—7 Kartick 1355
Hijri—21 Zilhijeh 1366

1947

5
NOVEMBER
Wednesday
১৮ই কার্ত্তিক বুধবার, সন ১৩৫৪

১৯৭।৫ ডোমনি-সুমিত্রাকে ১৷৶০
রিকশ ।৶০

সকালে মেনুকে নিয়ে বোড়েয়ার পথে পুলের উপর বেড়াতে গেছলাম। তারপর ডোমনি, সুমিত্রার বাড়ী (মোরাবাদিতে) হয়ে রিকশয় বাড়ী এলাম।

রাঁচি

6
NOVEMBER
1947

Thursday

১৯শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৪

১৯৫।৫

রিকশ ।৵০
১৵০
সাবান।•

সকালে মোরাবাদি পাহাড়ে মেনুকে নিয়ে গেলুম।

রাত্রে মনুবাবুর বাড়ীতে Human Geography নিয়ে আলোচনা হলো।

NOVEMBER Thursday 6 1947

NOVEMBER Friday 7 1947

Samvat—9 Kartick (Badi) 2004 : Fuslee- 9 Kartick 1355

Hijri—23 Zillhijeh 1366

1947

7 NOVEMBER

Friday

২০ই কার্ত্তিক শুক্রবার, সন ১৩৫৪

১৯৩।।৫ কমলালেবু ও বিস্কুট ১।৹

রিকশ ১॥৹

সকালে টাইগার হিলে বেড়াতে গেলুম। মেনুর শরীরটা সকালে না খেয়ে বড্ড খারাপ হয়, বিস্কুট ও জল নিয়ে গেছলুম। টাইগার হিলের স্থানীয় নাম, 'জোগো' পাহাড়।

বাড়ীর কি অদলবদল করা যায় তাই দেখতে গেছলুম।

রাত্রে মনুবাবুর ওখানে মন্দিরের বিষয়ে আলোচনা হ'লো।

***

রাঁচির বাড়ীর কি কি অদল বদল করতে হবে আজ মোটামুটি দেখে এলুম। হাজার ১৫/২০ খরচ করলে মাসিক আয় এখানকার ২০০ থেকে প্রায় ১৪০০/১৫০০ করা যায়। Rent সম্বন্ধে ভাবছি, এটা নেবার অধিকার আমার নাই। বাড়ীটা নষ্টও করা যায় না। দেখা যাক টাকাই বা কোথা থেকে আসে, আয় হলে খরচই বা কিভাবে হয়। নাটুমের মৎলব নতুন যে ভাড়াটেরা আসবেন তাঁদের কাছে দোকানঘরের জন্য ৫০০৲ করে আগাম, দোকান-ঘরের উপরের বড় হলের জন্য ৫০০০৲ করে আগাম নিয়ে বাড়ী করে ফেলা। তাঁদের সঙ্গে ভাড়া যা ধার্য হবে তার অর্ধেক তাঁরা দেবেন ও বাকি অর্ধেক মাসে মাসে আগাম থেকে কাটা যাবে।

8

NOVEMBER
Saturday

রাঁচি

1947

২১শে কার্ত্তিক শনিবার, সন ১৩৫৪

১৯০৬৫ মেজদার বিড়ি/০ Rickshaw ।•

রাত্রে হিনুতে স্বদেশ সংঘের উদ্যোগে হিনু ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের মণ্ডপে নোয়াখালির সম্বন্ধে বললাম। প্রসঙ্গত হিংসা ও অহিংসার তুলনা করা গেল।

বিনয় রায় (৺ক্ষীরোদ রায়ের ছেলে ও কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের সভ্য) শ্রী নীরদকুমার রায়ের ভাইপো এ বিষয়ে উদ্যোগী। নীরদবাবু সুফিধর্মের সম্বন্ধে পড়েছেন ও কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন।

আজ সকালে অমিয় চক্রবর্তীর ভাই অনাথ চক্রবর্তী এসেছিলেন, এখানে ইনকামট্যাক্স অফিসার হরিসত্য ৺সতীশ চাটুয্যের (বরিশালের অধ্যক্ষ) মেয়ে শ্রীযুক্তা নন্দী ও উষা চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে।

* * *

হিনুতে স্বদেশ সংঘের উদ্যোগ নোয়াখালির অভিজ্ঞতা এবং গান্ধীজীর অহিংসা ও বর্তমান কাশ্মীর আক্রমণ বা দেশরক্ষার ব্যাপারে তার উপযোগিতা নিয়ে ২ ঘণ্টা ২০ মিঃ বক্তৃতা ও আলোচনা হ'লো।

Nothing wh. is gained by violence can be saved by non-violence এই কথাটিকে কেন্দ্র করে বললাম যে violent defence -এর যেমন উদ্যোগপর্ব আছে অহিংস আত্মরক্ষারও তেমনই উদ্যোগপর্ব আছে। সেই পর্বে সম-সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে হয়, দেশের ভৌগোলিক সীমাকে মনুষ্যত্বের প্রয়োজনে লঙ্ঘন করতে হয়। তবেই অপরে আক্রমণ করলে আমরা যদি মরণ বিজয়ী (মৃত্যুকে উপেক্ষাকারী) ধর্ম দেখাতে পারি, তার প্রভাব প্রতিপক্ষের মনে পড়ে।

রাঁচি

9

1947

NOVEMBER

Sunday

২২শে কার্ত্তিক রবিবার, সন ১৩৫৪

১৯০।✓৫ রিকশ ।৹

সয়ারামদার মোটর টায়ারের চটি ১।৹

আমার ।৹

বেলুর চিউইংগাম ✓৹

মেনুর কাপড় ১।৹

আজ মনুবাবুর বাড়ীতে গান্ধীজীর bibliography নিয়ে কথা বললুম ও একটি ফর্দ করে দিলুম।

সকলে রমেশ রায়ের কাছ থেকে Ichmidt এর The Historical Method in Ethnology বই খানা এনেছি।

* * *

মনুবাবুর বাড়ীতে গান্ধীজীর লেখা ও সেই প্রসঙ্গে জ্ঞানচর্চা, বিচার ও প্রসঙ্গত Marx Lenin Institute এর কথা বললাম।

রাঁচি

10

NOVEMBER **1947**

Monday

২৩শে কার্ত্তিক সোমবার, সন ১৩৫৪

১৮৬৫ Tr. I৶০

দশটার সময়ে এখানকার কংগ্রেসের প্রতুল মিত্র ও তার ভাই এবং আর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে প্রাদেশিকতার বিষয়ে আলোচনা হ'লো। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ বিহারে যদি মধ্যবিত্তের স্বার্থ নিয়েই থাকেন ও চলেন, তাহলে পাকিস্তানের নতুন রূপ ভারতের সর্বত্র দেখা দেবে। এর থেকে নিরস্ত হবার উপায় হ'লো জনসাধারণের মুক্তি গড়ে তোলা।

মৌরি + গোলমরিচ বেটে, মিশ্রির সরবত ছেঁকে খেতে হয়। উপবাসের পর খুব ভাল।

NOVEMBER Monday 10 1947
Samvat—13 Kartick (Badi) 2004 : Faslee 12 Kartick 1355
Hijri—26 Zilhijeh 1366
২৩শে কার্ত্তিক সোমবার, সন ১৩৫৪ সাল

* * *

সকালে এখানকার কংগ্রেসের ৩ জন ভদ্রলোকের কাছে এ প্রদেশে প্রাদেশিকতা কিভাবে বিস্তৃত হচ্ছে তার কথা শুনলাম। বিহার কংগ্রেস মধ্যবিত্তের স্বার্থপুষ্টির সহজপথ নিয়েছে। ফলে প্রাদেশিকতার বোধ অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতা বাড়বেই। জনসাধারণের স্বার্থপোষণ করলে তবেই শুধু এই সকল বিকার কাটাতে পারে।

সেই কাজে বাঙালী কংগ্রেসীরা যদি অগ্রণী হন তবেই তাঁদের স্থান আছে।

NOVEMBER Tuesday 11 . 1947

Samvat—14 Kartick (Badi) 2004 : Faslee—13 Kartick 1355
Hijri—27 Zilhijeh 1366

রাঁচি

1947

11
NOVEMBER
Tuesday

২৪শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার, সন ১৩৫৪

১৮৫।৵৫ Tr. ।৴০

বিকালে অখিলবাবুর বাড়ীতে কংগ্রেস নিয়ে আলোচনা হ'লো। বাঙালী বিদ্বেষে সকলেই বিরক্ত; কি করা উচিত সে সম্বন্ধেও কোনও কাজের ধারণা নাই।

* * *

হাড়পাখনায় অখিলবাবুর বাড়ীতে কংগ্রেস কেন্দ্রীয় ও

12

1947

NOVEMBER

Wednesday

২৫শে কার্ত্তিক বুধবার, সন ১৩৫৪

NOVEMBER Wednesday 12 1947

Samvat—15 Kartick (Badi) 2004 : Fasle—15 Kartick 1355

Hijri—28 Zilhijeh 1366

"Kali-Puaj"

১৮৫/৫ Tr. ৷৶•

মারিয়া ১

খবরের কাগজ /১০

ভুপেন দত্ত ও যাদুগোপালবাবুর সঙ্গে আলোচনা হ'লো। সকালে শ্রী সুশীল সরকার, ডেপুটি একাউন্ট্যান্ট জেনারেল, বিহারের বাড়ীতে চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল। AG অফিসের বিরুদ্ধে সার্চলাইট কাগজে যেসব কথা বেরুচ্ছে। সে সম্পর্কে কি করা উচিত তার বিষয়ে আলোচনা করলাম।

বিকালে শ্রীপতিবাবুর সঙ্গে বাড়ীর সংস্কার সম্বন্ধে কথা হোলো।

Milopill-MP20

সুবোধ কুমার কুণ্ডু

45, Ghoshal Bagan Lane

Salkia, Howrah

* * *

A. G. আপিসের বিরুদ্ধে (বাঙালী-বিরোধী) যে সব লেখা সার্চলাইট কাগজে বের হচ্ছে, ডেপুটি একাউন্ট্যান্ট জেনারেল শ্রী সুশীল সরকারের সঙ্গে তাই নিয়ে আলোচনা হলো। ওঁদের উচিত কেন্দ্রে কর্তৃপক্ষকে জানানো যে এজাতীয় আলোচনার ফলে আপিসের efficiency নষ্ট হয়, তাই departmental enquiry হোক, এবং ইতিমধ্যে প্রাদেশিক গবর্মেন্টকে লেখা হোক যে এ নিয়ে কাগজে আন্দোলন স্থগিত রাখতে হবে।

প্রাদেশিক মন্ত্রীর সঙ্গে মৌখিক আলাপ করে বলা উচিত যে এ বিষয়ে তাঁরাও enquiry দাবি করুন এবং enquiry চলার মধ্যে যেন কাগজে বৃথা আন্দোলন না করেন।

গান্ধীজীর বাঙালী সম্পর্কিত মনোভাবেরও বর্ণনা করলাম। সুভাষবাবু ত্রিপুরি Sovereign United এর বিষয়েও বললাম।

1947

13
NOVEMBER
Thursday
২৬শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৪

১৮৩।। ১৫ Tr. ।•

২ থলি সাবান মাজন ২ ⁄•

সকালে সনৎ ঘোষের বাড়ী চা খাওয়ার নিমন্ত্রণ।

* * *

কাল যাদুগোপাল বাবুরা কেন অহিংস নীতিকে পলিসি হিসাবে সমর্থন করেছিলেন এবং কংগ্রেসে এসেছিলেন সেই বিষয়ে শুনলাম। তাঁদের পথে বহুজনকে স্বাধীনতার কথা শোনাবার সুযোগ পাওয়া যায় না, এতে যায়। আর আহিংসার জন্য ত্যাগ বা সাহসিকতার দরকার হয় না যত হিংসার পথে হয়। অতএব হিংস-অহিংস উপায় দুইই লড়াইয়ের মধ্যে 'obverse and reverse of a coin' এর মত।

উনি non-violent M. C.O. কে Passive resistance-এর সঙ্গে সমপর্যায়ে ফেলেছেন। absence of violence কেই সত্যাগ্রহ ভেবেছেন।

আর গান্ধীজীর সম্পর্কে বললেন, ওঁর স্বাধীনতার সম্পর্কে মত ক্রমবৃদ্ধিলাভ করেছে।

বাজে মনে হ'লো।

রাঁচি

14

NOVEMBER

1947

Friday

২৭শে কার্ত্তিক শুক্রবার, সন ১৩৫৪

১৮১১১৫ Tr.৸৴•

সকালে মেনু ও আমি মোরাবাদি গেলুম। ফিরে এসে হরিসত্যর ওখানে অবনীবাবুর সঙ্গে অনেকক্ষণ আড্ডা দেওয়া গেল।

অমিয় চক্রবর্তীর ভাই অনাথ (ও রমা) চক্রবর্তীর ওখানে খানিকক্ষণ ছিলুম।

রাত্রে হাবুর বিয়ে কলিকাতায় না রাঁচিতে সুবিধা, এই নিয়ে শ্রী সুরেন সরকার-এর সঙ্গে কথা হলো। তিনি রাঁচিতে চান, আমাদের সুবিধা কলিকাতায় হলে।

NOVEMBER Friday 14

Samvat—2 Kartick (Sudi) 2004: Fuslee—16 Kartick
Hijri—30 Zilhijch 1366

"Bhatri-Dwitiya"

* * *

অমিয় চক্রবর্তী হিনু সাহিত্য সম্মিলনীতে সভাপতি হয়ে এসেছেন। রাধাকুমুদবাবুর সঙ্গেও দেখা হলো, মনোরঞ্জন গুহ'র বন্ধু [...] বাবুর ছেলে অশোক শান্তিনিকেতনে সঙ্গীত শিখেছেন। কয়েকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনালেন। উচ্ছ্বাস ও স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাব কম, শিক্ষা ভাল। নিজে সত্য নয়; গান গাইছেন না, শোনাচ্ছেন।

সকালে মোরাবাদিতে বড় ভাল লাগলো। মন্দিরের কাজ করার জন্য মনটা এবার ছটফট করছে।

কোলেদের আজ 'গাই-দাঁড়' পরব, গরুকে সাজিয়ে, তাড়িয়ে যখন ক্ষেপে উঠবে তখন শুয়ার ছেড়ে দেবে, তাকে গুঁতিয়ে মারবে। লাল নীল গোল ছাপ দেয়, আর গলায় রঙীন মালা দেয়।

রাঁচি

1947

15
NOVEMBER
Saturday
২৮শে কার্ত্তিক শনিবার, সন ১৩৫৪

১৮০।৴• ১৫ মেজদার সিগারেট।•
Tr. ৷৶•

সকালে টাইগার হিলে বেড়িয়ে এলাম।

B.K. Basu সেনেদের বাড়ীর জামাই (I.F.S) কথা হোলো।

সন্ধ্যায় হিনু সাহিত্য সম্মিলনীতে লোকশিল্প, শিল্পের রস সঞ্চয় ইত্যাদি মিলিয়ে একটু বললুম।

রবি রায় (VIth year)এর বাবা বীরেন রায়ের সঙ্গে আলাপ হ'লো।

* * *

সকালে টাইগার হিল, জোগো পাহাড় বড় ভাল লাগলো। কাল কোকোরে নাচ হয়েছে, আজ কোলনাচ মোরহাবাদীতে হবে। একটি মেয়ে জোগো পাহাড়ে পুঁথির সাজ (মালা) গাঁথছিল।

হিনুতে শিল্প সম্বন্ধে বললাম লোকশিল্প জনসাধারণের চিত্তে সৃজনীপ্রতিভা জাগিয়ে তুলবে। উচ্চের শিক্ষা হিমালয়ের শিখরের মত কিন্তু লোকজীবনে তার বিস্তার, ভূমি ও আসন হবে।

সাহিত্য রসগ্রহণ করবে পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি ও জনগণের জীবন ও সৌন্দর্যবোধ থেকে। কোল ভাষা, গান সব থেকে রসসঞ্চয় আমাদের করতে হবে।

16
NOVEMBER
Sunday
২৯শে কার্ত্তিক রবিবার, সন ১৩৫৪

1947

১৭৯।৶১৫   মুড়িতে colly +Tr. ।৶০।৶০

পয়সার ভাঁড় ৶০

2 Bus ticket to Muri 8।০

2 Int. Muri to HWH ১২৸৶

পেন্সিল ৵০

গাড়ীতে ভিড়ে শোওয়ার সুবিধা হ'লো না। মেনুর বড় কষ্ট হয়েছে।

আমার আগে রাঁচি ইউনিয়ন ক্লাবে অমিয় চক্রবর্তী আধুনিক সাহিত্যের সম্বন্ধে বললেন। আমি আত্মরক্ষায় অহিংসার প্রয়োগের বিষয়ে বললাম।

মোটরটায়ারের সোল দেওয়া Cycle shoe ১০।০ albert ৮।০ ২ জোড়া চটি ২ নাটুম রাঁচির টাকা থেকে দাম দিয়ে দিলে।

NOVEMBER Sunday 16 194

Samvat—4 Kartick (Sudi) 2004; Faslee—18 Kartick 13

Hijri—2 Muharram 1367

২৯শে কার্ত্তিক রবিবার, সন ১৩৫৪ সাল, চতুর্থী শেষ রা. ৫-২

"Kartick-Puja"

* * *

দুপুরে অনাথ চক্রবর্তীর বাড়ীতে খেলাম। বিকালে রাঁচি ইউনিয়ন ক্লাবে আত্মরক্ষায় অহিংসা, গান্ধীজীর চিঠি হিটলারের কাছে, পোলিশদের কাছে, কাশ্মীরে আত্মরক্ষায় হিংসার প্রশংসা প্রভৃতি নিয়ে বললাম।

VEMBER Monday 17 1947
vat—5 Kartick (Sudi) 2004 ; Faslee—19 Kartick 1355
Hijri—3 Muharram 1367
অগ্রহায়ণ সোমবার, সন ১৩৫৪ সাল, পঞ্চমী অহোরাত্র

আসাম মেল

1947

17
NOVEMBER
Monday

১লা অগ্রহায়ণ সোমবার, সন ১৩৫৪

১৬০।।১৫

হাবড়ায় কুলি।/•
ঘোড়ার গাড়ী ৪
Tr.।/•
পার্বতীপুরে কুলি ॥•
(দুজনের) আসাম মেলে চা টোস্ট ১৶•

দুপুর ১১-১৫তে বাড়ী পৌছলাম। কল্যাণী ফোন আগেই করেছে, আজকের তারিখে টিকিট ও বার্থ রিজার্ভ করিয়ে রেখেছে, বেলা ১টার ট্রেনে ধুবড়ী রওনা হলাম। 2nd class ২৫.১০ করে মোট লাগলো।

পৌঁছেই দুপুরে আসাম মেলে কল্যাণীর সঙ্গে রওনা হলাম।

18

NOVEMBER

Tuesday

২রা অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার, সন ১৩৫৪

ধুবড়ি

1947

NOVEMBER Tuesday 18 194

Samvar—5 Karrick (Sudi) 2004 : Faslee— 20 Kurrick 13

Hijri—4 Muharram 1367

২রা অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার, সন ১৩৫৪ সাল, পঞ্চমীর ৭-২৩

১৫৪।১৫

সকালে ধুবড়ীতে কল্যাণীদের বাড়ী এসে পৌঁছলাম। শহরের কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট শ্রী যতীন দাসের সঙ্গে দেখা হ'লো। ভদ্রলোক নিজে আসামী, তাঁকে বাঙালী বিদ্বেষের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। একটু যেন অপ্রস্তুত হলেন।

ব্রহ্মপুত্রের ধারে বেড়াতে গেলাম। জল মাথায় দিলাম। চওড়া নদী, শহরের ঘাটের কাছে Granite-gneiss এর ছোট ছোট টিপি। Foliation খুব স্পষ্ট। Outcrop এ Weathering এর ফলে গোলাকার হয়ে গেছে। এই খানটা ব্রহ্মপুত্র শহরের তিন দিক ঘিরে পশ্চিমদিকে চলে গেছে — পূব থেকে এসে আঘাত পেয়ে ঘুরছে।

সকালে পৌঁছলাম। ব্রহ্মপুত্রের ধারে বেড়িয়ে এলাম।

এখানে বাঙালী অধিবাসীদের মধ্যে আসামীদের অবহেলার জন্য রাগ আছে। কংগ্রেসের সভাপতি যতীন দাসের (আসামী) সঙ্গে দেখা হ'লো। তিনি বললেন, যারা চাকরি করে তাদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে ঐ ভাব দেখা যায়, যারা 'cultural' তাদের মধ্যে নাই। বাঙালীরা উপেক্ষায় অবহেলায় বিরক্ত হয়ে নিজেদের পিছনের দিকে অতীত গৌরবের (রাজনৈতিক) বিষয়ে বেশি করে মন দিচ্ছেন।

কল্যাণী ও টুটুর মণিমেলায় ছোরাখেলা ও ব্রতচারী নাচ দেখলাম।

NOVEMBER Wednesday 19 1947
Samvat—6 Kartick (Sudi) 2004 : Faslee—21 Kartick 1355
Hijri—5 Muharram 1367
৩রা অগ্রহায়ণ বুধবার, সন ১৩৫৪ সাল, ষষ্ঠী ঘ ২-৩২

ধুবড়ী

1947

19

NOVEMBER

Wednesday

৩রা অগ্রহায়ণ বুধবার, সন ১৩৫৪

১৫৪।১৫

ভোরে নদীর ধারে মাইল খানেক বেড়িয়ে এলাম। ছোট একটা নদী (গদাধর) এখানে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিশেছে। মিহি পলি, জায়গায় জায়গায় মিহি বালি মেশানো। প্রচুর কচুরিপানা ধারে ধারে লেগে রয়েছে।

বহুদিন পরে শ্রীসত্যজীবন পালের সঙ্গে অকস্মাৎ দেখা হলো।

***

সারাদিন বেড়িয়ে একটু শহর দেখে কেটে গেল।

ধুবড়ী

20 NOVEMBER 1947

Thursday

৪ঠা অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৪

১৫৪।১৫

সকালে কলেজের তিনটি ছাত্র নোয়াখালিতে গান্ধীজীর মিশন সফল হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করতে এসেছিল।

এখানে মাতৃমন্দির নামে একটি অনাদৃত মেয়েদের শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে, তার সঙ্গে মিউনিসিপ্যালিটির অবৈতনিক প্রাইমারী মেয়ে ইস্কুল। ৩ শিক্ষয়িত্রী + শিল্প শিক্ষয়িত্রী ১। মেয়ে ১২০র কাছাকাছি। প্রত্যেকের ভাগে দুটি করে ক্লাশ চালনার ভার। অত্যন্ত অসুবিধা হয়। মোট মিউনিসিপ্যাল দান ১৮০০্। বাড়ীভাড়া তারমধ্যে ১৫্ ঝি এর মাহিনা। বাদ দিয়ে শিক্ষয়িত্রীরা ২০-২৫্ করে পান। কারুর চালাবার গরজ নাই মনে হ'লো।

NOVEMBER Thursday 20 1947

Samvat—7 Kartick (Sudi) 2004 : Fuslee—22 Kartick 1355
Hijri—6 Muharram 1367

৪ঠা অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৪ সাল, ষষ্ঠী

১২৪।১৫

* * *

মিউনিপ্যালিটির হাতে একটি ছোট অবৈতনিক মেয়ে স্কুল আছে, প্রায় ১২০ ছাত্রী। বড়দের শিল্পশিক্ষার জন্য তাঁদের স্কুল একজন করেছিলেন, মাতৃমন্দির নাম দিয়ে। সেটিও উপস্থিত এর সঙ্গে যুড়ে চলছে। শহরের লোকের এটির উপরে সক্রিয় দৃষ্টি আছে বলে মনে হয় না।

মিউনিসিপ্যালিটির দৃষ্টিরও জড়তা আছে, বুদ্ধিযুক্ত নয়। করতে হয় তাই করছে।

এই জড়তা কবে যে কাটবে জানি না।

1947

21
NOVEMBER
Friday
৫ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার, সন ১৩৫৪

১৫৪।১৫ থলি ইত্যাদি ১॥/•
বেনারশী দেশী খুর।•

বাজারে আজ খানিক ঘুরলাম।

বিকালে মণিমেলাতে শ্রীপ্রিয় সরকারের বাড়ীতে গান্ধীজীর দৈনন্দিন জীবনের সম্বন্ধে ও চরিত্রের দু একটি দিক নিয়ে আলোচনা করলাম।

কল্যাণীর বাবা শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত আজ গারো পাহাড় থেকে এলেন।

সন্ধ্যায় কংগ্রেস আপিসে (জেল) চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল। শ্রীযতীন্দ্রনারায়ণ দাস জেলা কংগ্রেসের সভাপতি।

* * *

মণিমেলাতে সভ্যেদের কাছে গান্ধীজীর দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে বললাম। ওরাও আবৃত্তি, গান ও নাচ দেখালে।

22

ধুবড়ী

1947

NOVEMBER

Saturday

৬ই অগ্রহায়ণ শনিবার, সন ১৩৫৪

NOVEMBER Saturday 22 1947

Samvat—9 Kartick (Sudi) 2004 : Faslee—24 Kartick 1355

Hijri—3 Muharram 1367

৬ই অগ্রহায়ণ শনিবার, সন ১৩৫৪ সাল, নবমী ঘ ৩-১১

"*Jagadhatri-Puja*"

১৫২১/১৫ পানবাড়ীতে হাটে।
মহামায়া মন্দিরে দঃ

সকালে উঠে জেলা কংগ্রেস সভাপতি, কল্যাণী, টুটু ও আমি রওনা হলাম। গৌরীপুর (মাটিয়াবাগ প্রাসাদ দেখলাম), রাঙামাটিতে মীর জুমলার মসজিদ (মাটি decomposed gneiss হওয়াই সম্ভব বেশী, heavy content দেখতে হয়), পানবাড়ি, মহামায়ার মন্দির (টিলাটিতে granite gneiss, lateritired, দেখলাম) তারপর বগড়ি বাড়ী। সেখানে রাজবাড়ীতে খেয়ে (মাথুর = দই এর সরকে ননীর মতন তুলেছে, আস্বাদ cream cheese এর মত) ফকিরাগ্রামে গেলাম। সেখানে trolley (forest dept. এর) করে আরও বার মাইল +1 m. হেঁটে স্বামী যোগানন্দ শিবির farm, স্কুল ও industrial school শক্তি আশ্রম দেখে ফিরছি, এমন সময়ে ফকিরাগ্রামে পৌঁছে ট্রলির accidentএ কল্যাণীর ankleএর উপরে চাকার ধাক্কা লাগে। বেচারীকে শুইয়ে ৪০ মাইল আনা হ'লো।

বিলাসিপাড়াতে হীরা (জাতি)দের তৈরি হাতে গড়া কলসী কিনলাম। এরা চাক ব্যবহার করে না। ইদানীং পশ্চিমা ও বাঙালী কুমার চাক নিয়ে এসেছে।

* * *

আজ কংগ্রেসের (জেলা) সভাপতি যতীন্দ্রনারায়ণ দাসের সঙ্গে ফকিরাগ্রাম থেকে ৪ মাইল দূরে স্বামী যোগানন্দ গিরির ১৯৩৯এ প্রতিষ্ঠিত শক্তি আশ্রম দেখলাম। স্থানীয় লোক, ভোলানন্দ গিরিজীর আশ্রমের শিষ্য। পাশে মেচ, গারো ইত্যাদি মঙ্গল জাতিই বেশি। সুতা কাটা, তাঁত, ছুতারের কাজ, চাষ ইত্যাদির সঙ্গে লেখা পড়া শেখানো হয়। ২৫ জন হস্টেলে থাকে, বাকি গ্রাম থেকে পড়তে আসে। M. E. স্কুল।

যারা শিল্প শিখেছে, তারা শিল্পবৃত্তি নিয়ে রয়েছে, এমন উদাহরণ কম। একটু যেন শিল্পের ঐশ্বর্য বেশি। গ্রামের লোকের পক্ষে স্বতন্ত্রভাবে এই উপায়ে রোজগার করা— বা তদনুযায়ী economic adjustment করা শক্ত মনে হ'লো। এঁর প্রতিষ্ঠানটি বাহিরের টাকা কিছু নিয়ে চালাতে হচ্ছে। অনেকখানি কিন্তু স্বাবলম্বনের উপর প্রতিষ্ঠিত। ঘরদোর, ক্ষেত ইত্যাদি ছেলেদের নিজের পরিশ্রম দিয়ে করা।

হীরা নামে কুমারজাতি হাতে সব গড়ে। গড়ার কৌশল দেখতে পারলাম না কিন্তু গড়া একটা ছোট কলসী (।৵ দাম) নিয়ে এসেছি। এদের বিষয়ে সুযোগ পেলে খোঁজ নিতে হবে। তেলের খনি ব্রাহ্মণদের বাড়ি থাকে (বাংলার এক বলদের মত), তাঁরা চাকরকে দিয়ে চালান। কলু জাতি ছিল না, গৃহস্থেরা মানুষে চালিয়েই ঘরের ঘানিতে তখন করতো। সম্প্রতি পরিবর্তন হচ্ছে।

মাটির কলসি গড়ার কাজে হীরা রমণি

মাটির কলসি গড়ার কাজে হীরা রমণি

NOVEMBER Sunday 23 1947
Sunvat—10 Kartick (Sudi) 2004 : Faslee—25 Kartick 1355
Hijri—9 Muharram 1367
৭ই অগ্রহায়ণ রবিবার, সন ১৩৫৪ সাল, দশমী ঘ ৪ ২০

ধুবড়ী

1947

23
NOVEMBER
Sunday
৭ই অগ্রহায়ণ রবিবার, সন ১৩৫৪

কল্যাণীর পা fracture হয়নি। তবে X-ray না করলে হাড় ফেটেছে কিনা ধরা যাবে না। খুব যন্ত্রণা হচ্ছে।

Forward Bloc এর কিছু সভ্য গান্ধীজীর মতবাদ নিয়ে আলোচনা করে গেলেন।

৩।০ - ৪৷৷০ পর্যন্ত "কনক টকীজ" মঞ্চে ভারত বিভাগ ও বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং গান্ধীবাদ নিয়ে বক্তৃতা করলাম। ১ ঘন্টা বক্তৃতা ও ১৫ মিনিট প্রশ্নের উত্তর। ভিড় বেশ হয়েছিল। প্রশ্নগুলি প্রায়ই ভাল নয়।

কল্যাণীর পায়ের ব্যাথা প্রায় সমান, তবে আজ সারাদিন একটানা ব্যাথা না থেকে মাঝে মাঝে হচ্ছে। ফুলো সমানই রয়েছে। কাঠের স্পিন্টের উপর পা সমান করে দিয়ে আলগা বাঁধন দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে।

বিকালে কনক টকীজে বক্তৃতা ছিল। ভারতবিভাগ এবং গান্ধীবাদ অনুসারে বর্তমান রাজনৈতিক বিশ্লেষণ, উপস্থিত সমস্যাগুলির সমাধান সম্পর্কে বললাম। এও বিস্তৃত বিষয় যে এক ঘণ্টায় আলোচনা সম্ভব নয়; সবই সংক্ষেপে সারতে হ'লো।

প্রশ্ন কিছু বক্তৃতার শেষে এলো, কিন্তু ভাল নয়।

24 NOVEMBER Monday

পার্বতীপুর রেল স্টেশনে আসাম মেল

1947

৮ই অগ্রহায়ণ সোমবার, সন ১৩৫৪

১৫।১।৶১৫

Tr. ২৪।৶১০

ধুবড়ী থেকে গোলকগঞ্জ পর্যন্ত

কুলি ৶০

দুটি ছেলের ২৶০

(রাম) চাকর ২

বিকালের গাড়ীতে বেড়িয়ে সময়মত পার্বতীপুর পৌঁছলাম। দার্জিলিঙ মেলে অসম্ভব ভিড় এত যে কিছুতেই উঠতে পারলাম না। পার্বতীপুরে আসাম মেলে উঠে ঘুমলাম। কাল ভোরে ছাড়বে।

NOVEMBER Monday 24 1947
Samvat—11 Kartick (Sudi) 2004 : Faslee—26 Kartick 1355
Hijri—10 Muharram 1367

* * *

বিকালে দার্জিলিঙ মেলে রওনা হব বলে বেরিয়ে দার্জিলিঙ মেল পার্বতীপুরে ছেড়ে দিতে হ'লো : রাত্রে আসাম মেলে শুয়ে রইলাম।

কল্যাণী বড় দুঃখী মেয়ে। দুর্বল স্বাস্থ্য বলে আরও অল্পে কাতর হয়ে পড়ে। ভরত প্রসাদ ওর কাছে যে প্রস্তাব করেছে, সে বিষয়ে মন স্থির করতে পারছে না। এদিকে দিদিমা কম্যুনিষ্ট জ্যোতি বসুর সঙ্গে সম্বন্ধ করেছেন, ভরতের প্রস্তাবের জন্য কল্যাণী ওখানে 'না' বলেছে। আমার কাছে জানতে চায় কি করবে, তাই এক সমস্যা। তার পর গ্রামে রাজনৈতিক প্রচারকাজ ও গঠনকর্ম করার ইচ্ছা। বাড়ীর খেয়ে থাকতেও চায় না। রোজগারের উপরে থাকতে চায়।

আমি পরামর্শ দিয়েছি, এখন ধুবড়ী থেকে এইখানে মেয়েদের মধ্যে যদি কিছু করা যায় তাই দেখা। তারপর বিয়েও করতে হবে। ওর মতন নরম মেয়ের পক্ষে একা থাকা চলবে না। ভরতের সঙ্গে বিয়ে হলেই ভাল হয়। ভরত ওকে শ্রদ্ধা করে, এখন বুঝতে পারি ভালও বাসে।

সুরেশবাবুর সঙ্গে কল্যাণীর বিষয়ে খানিক আলোচনা হ'লো।

NOVEMBER Tuesday 25 1947

Samvat—12 Kartick (Sudi) 2004 : Fuslee—27 Kartick 1355
Hijri—11 Muharram 1367

কলিকাতা

1947

25
NOVEMBER
Tuesday
৯ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার, সন ১৩৫৪

১২১॥/•১৫ কৃষির বই।

Tr. ৫১৫

ভোরে উঠে শুনলাম, যে দার্জিলিঙ মেলে যাবার চেষ্টা করে পারিনি, সেটা কাল রাত্রে কাছেই ফুলবাড়ী স্টেশনে হয়েছে। মানুষ মারা গেছে, জখমও অনেক। এখন পার্বতীপুরে আসাম মেলে বসেই লিখছি। ৬টায় ছাড়ার কথা এখন ১০॥, কখন ছাড়বে জানি না। লাইন ক্লিয়ার কিছু হয়েছে, কেননা আপ দার্জিলিঙ মেল এসে গেছে।

১১-৪৯এ গাড়ী ছাড়লো। ফুলবাড়িতে দেখা গেল দার্জিলিং মেল প্রায় থামিয়ে ফেলেছিল বলে মানুষ মারা যায়নি। গাড়ী দুখানা জখম হয়েছে আর মেলের সামান্য লোক আঘাত পেয়েছে।

রাত্রে ৭-৫০ মি. শিয়ালদহ পৌঁছলাম।

***

আজ রাত্রে কলিকাতা পৌঁছলাম।

কলিকাতা

26
NOVEMBER
Wednesday

1947

১০ই অগ্রহায়ণ বুধবার, সন ১৩৫৪

১২১।১০

বোলপুরের হাবু ৫

সারাদিন কাগজপত্র দেখা, হিসাব লেখা প্রভৃতিতে গেল। শনিবারের চিঠির আপিসে জিতেনের (পুরীর চারুবাবুর ছেলে) সঙ্গে দেখা হ'লো।

বোলপুরের হাবু এসেছিল, তাকে রাঁচির গতবারের new-cut 3 ৫ দিলুম।

NOVEMBER Wednesday 26 194
Samvat—13 Kartick (Sudi) 2004 : Faslee—28 Kartick 135
Hijri—12 Muharram 1367
১০ই অগ্রহায়ণ বুধবার, সন ১৩৫৪ সাল, ত্রয়োদশী ঘ ৪ ৫৫

***

সারাদিন চিঠি, কাগজপত্র নিয়ে কাজ করলাম।

NOVEMBER Thursday 27 1947

Samvat—14 Kartick (Sudi) 2004 : Farlee—29 Kartick 1355
Hijri—13 Muharram 1367

১১ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৪ সাল, চতুর্দ্দশী ঘ ৪-১৬

"Rayatra"

কলিকাতা

1947

27
NOVEMBER
Thursday

১১ ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৪

১১৬।১০ Trunk Telephone এর বিল ১০৸৵•

Shorthand ১

জুতার Dubbin।•

চুলকাটা।৶•

কলেজের পড়ানো আরম্ভ করলাম। বেশি পড়ানো হোলো না। অনেক প্রুফ দেখা, চিঠি লেখা, টাইপ করার কাজ সারছি। ঢের জমে গেছে।

* * *

কলেজ খুলেছে। VI year-এ কিছু পড়ানো গেল। তৈরি করে যাইনি বলে পুরানো জিনিষের খানিক আলোচনা করে ঝালিয়ে নিলাম।

কাল থেকে রীতিমত তৈরি হয়ে গিয়ে পড়াতে হবে। Region ধরে ধরে Ethnology -র সাহায্যে বক্তৃতা তৈরি করে নেবো।

কলিকাতা

28 NOVEMBER 1947

Friday

১২ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার, সন ১৩৫৪

১০৩৸১০ Mutual aid ।/•

হরিজন ৵•

বুড়ু ৵৹

সকাল থেকে বিস্তর কাজ সারলুম। ২।৩ হরিনাথ দে স্ট্রীটে কুমিল্লার অধ্যাপক সুধীর সেনকে সুধা সেনের লেখা তিনখানা খাতা ফেরৎ দিয়ে এলুম।

দুপুরে কলেজে পড়ানো প্রস্তুতির অভাবে ভালো হ'লো না। Primitive Races of Today by Page বইখানা ভাল মনে হচ্ছে।

দুপুরে কলেজ থেকে ফিরলাম। কেননা আজকের 3-5 ক্লাশ মিত্র নিতে আরম্ভ করেছেন। সারা দুপুর ও রাত্রি নটা পর্যন্ত 'প্রাদেশিকতা' এবং 'Planning' এর বিচার বিষয়ে দুটো প্রবন্ধ লিখলুম। প্রথমটা শনিবারের চিঠির জন্য দ্বিতীয় সংগঠনের জন্য। দ্বিতীয়টি বালেশ্বরে যা বলেছিলুম তারই অবলম্বনে লেখা।

NOVEMBER Friday 28 1947

Samvat—15 Kurrick (Sudi) 2004 : Faslee—30 Kartick 1355

Hijri—14 Muharram 1367

১২ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার, সন ১৩৫৪ সাল, পূর্ণিমা ঘ ২-৫১

* * *

বালেশ্বরে কলেজ ইউনিয়নে যা বলেছিলুম তারই উপর একটা প্রবন্ধ লিখে ফেলেছি —সংগঠনের জন্য।

প্রাদেশিকতার বিষয়ে শনিবারের চিঠির জন্য একটা প্রবন্ধ লিখলুম। দুটোতে প্রায় ৮ ঘন্টা লাগলো

কলিকাতা

1947

29 NOVEMBER Saturday

১৩ই অগ্রহায়ণ শনিবার, সন ১৩৫৪

১০৩৶১০ DDT Neocid powder ৸৹

সারাদিন কালকের প্রবন্ধ দুটি শুধরে লিখলুম। তাছাড়া বইপত্রের গোছান নিয়ে অনেকক্ষণ লাগলো।

Modern Review এর জন্য পড়া বইগুলোর review একসঙ্গে ৭/৮ খানা লিখে ফেললুম।

কলিকাতা

30

NOVEMBER **1947**

Sunday

১৪ই অগ্রহায়ণ রবিবার, সন ১৩৫৪

১০২।৶১০ Tr. /•

Gandhijis Fast ৩৩৲

দিদি (ভাইফোঁটা) ১০৲

সারাদিন গোছানো, review গুলো কেটে লাগালুম।

দুপুরে শক্তি প্রেসে রতনদার সঙ্গে খানিক আড্ডা দেওয়া গেল।

সন্ধ্যায় বসু বিজ্ঞান মন্দিরে বাৎসরিক উৎসবে শ্রীজ্ঞান মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা ছিল।

জ্ঞান মুখোপাধ্যায় — জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

NOVEMBER Sunday 30 1947
—2 Aghan (Badi) 2004 : Faslee—2 Aghan 1355
Hijri—16 Muharram 1367
১৪ই অগ্রহায়ণ রবিবার, সন ১৩৫৪ সাল, দ্বিতীয়া ঘ ১১-২০

* * *

এবার উর্দু শেখা এবং ১) Human Geography Lectures লেখা। ২) ভারতের সামাজিক ইতিহাস লেখা। ৩) নবীন ও প্রাচীন (২য় সংস্করণ) ছাপানো। ৪) মন্দিরের গবেষণা নতুন করে আরম্ভ করার ব্যাপার নিয়ে খাটতে হবে।

কলিকাতা

1947

1
DECEMBER
Monday

১৫ই অগ্রহায়ণ সোমবার, সন ১৩৫৪

১৪২৶১০ Tr. ॥৶০

মা কাপড় কেনার জন্য ২০

University Anthropology Dept এ গেছলুম। রমাদের বাড়ীতে অনুর সব খবর পেলুম। তারকবাবুর সঙ্গে দেখা করে তাঁর ছেলের ইটকিতে থাকার বিষয়ে কথা হ'লো। রাধাকুমুদবাবুর স্ত্রীকে গান্ধীজীর চিঠিখানা ফেরৎ দিলুম। শরৎবাবু, প্রিয়দা প্রভৃতির সঙ্গে দেখা হলো। সন্ধ্যায় কুমিল্লার সুধা সেনের সঙ্গে চিত্তরঞ্জন সেবা সদনে দেখা করে এলুম।

প্রিয়দাকে হিন্দীতে গান্ধীজীর বিহারের প্রার্থনাসভার বক্তৃতা দিয়ে এলুম।

পারু অপু আমার জন্য যে গরম চাদরটা বুনেছে, সেটা নিয়ে এসেছি।

বঙ্কিমের Rolleicord ফিরিয়ে দিলুম।

* * *

আজ সারাদিন ঘুরে বাইরের কাজকর্ম অনেক সেরে ফেলেছি।

ইউনিভার্সিটি (বালিগঞ্জে) গিয়ে দেখি আগামী বছরে Anthropology Section-এর ব্যাপার নিয়ে আমাকে জড়াবার চেষ্টা করেছেন। আমি সাধারণ সভ্যই হ'ব না, কর্মকর্তা হওয়া তো দূরের কথা।

অনুর খবর রমাদের বাড়ীতে সব পেলাম। ওর পক্ষে কস্তুরবা শিবিরে থাকা কঠিন হয়ে উঠছে। লাবণ্যলতা চন্দ যে গোষ্ঠীর লোক; তাতে সংকীর্ণ দৃষ্টি ছাড়া দেখতেই পান না।

কলিকাতা

2
DECEMBER
Tuesday

1947

১৬ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার, সন ১৩৫৪

১৬১॥৵১০ ২ ধুতি + ১পাজামা ২২॥৵০
Presents ব্রজেনবাবু ও
যোগেশ বাগলকে ২টা থলি ১॥০

আজ উর্দু আরম্ভ করলাম। ভারতীয় সমাজের ইতিহাসও লিখতে আরম্ভ করেছি। সাহিত্য পরিষদে গিয়ে বাৎস্যায়ন নিয়ে এলাম। ইতিহাস লেখার সময় কাজে লাগাবো।

ভারতের ইতিহাসে বৈদিক ও বৌদ্ধকাল খুব সংক্ষেপে সেরে দিলাম। বৌদ্ধ যুগের পর থেকে একটু বিস্তারিত লেখা সম্ভব হবে, তার আগে নয়। বাৎস্যায়ন থেকে অনেক পাবো।

উর্দু লেখা আজ থেকে আরম্ভ করেছি। আস্তে আস্তে নিজে অভ্যাস করে শিখে নিতে হবে।

DECEMBER Wednesday 3, 1947.
Samvat—6 Aghan (Badi) 2004 : Faslee—5 Aghan 1355
Hijri—19 Muharram 1367
১৭ই অগ্রহায়ণ বুধবার, সন ১৩৫৪ সাল, ষষ্ঠী রা. ঘ ২-১২

কলিকাতা

3

1947

DECEMBER
Wednesday
১৭ই অগ্রহায়ণ বুধবার, সন ১৩৫৪

১৩৭৷৷১০ Postage ৶১৫
Tr ⁄•

কলেজের জন্য পড়া ও পড়ানো। ইতিহাসের কিছু মালমশলার জন্য Ancient Indian History সুধীরকে বলেছি।

* * *

বৌদ্ধ কাল থেকে মুসলমান আক্রমণের আগে পর্যন্ত ঐশ্বর্যের ইতিহাসের জন্য সুধীরকে কিছু মালমশলা সংগ্রহের জন্য বলেছি।

কলেজের পড়া নিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছি।

কলিকাতা

4
DECEMBER 1947
Thursday
১৮ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৪

DECEMBER Thursday 4 1947
Samvat—7 Aghan (Badi) 2004 : Faslee—6 Aghan 1355
Hijri—20 Muharram 1367

১৩৭ ও/১৫ Tr. /•

কল্যাণীর পা x-ray করে দেখা গেছে fructure হয়েছে। প্রীতির খবর মেনু নিয়েছে, তার pleurisy হওয়ায় বিলাতের হাসপাতালে রয়েছে।

দুটোই ভাল লাগছে না।

* * *

কল্যাণীর হাড়ে চোট লেগে ফেটে গেছে— X-ray report এইরকম। প্রীতি বিলাতে শরীরের উপর অত্যাচার করেছে, এখানেও করতো, তার pleurisy হওয়ায় হাসপাতালে রয়েছে। সব মিলিয়ে বড় খারাপ লাগছে।

DECEMBER Friday 5 1947
Samvat—8 Aghan (Badi) 2004 : Fasli—7 Aghan 1355
Hijri—21 Muharram 1367

কলিকাতা

1947

5 DECEMBER

Friday

১৯শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার, সন ১৩৫৪

১৩৭৶১৫ Tr. ৶০

সুতার থলি বেল্ট ১৸৶০

১৯৮ সুতাপটি Feather Sleeping Bag ১৬৷৹

(Presents) ঐ কানুকে ১৬৷৹

কলেজের কাজ সেরে সারা দুপুর সুতাপটীতে Disposal এর জিনিষপত্র দেখলাম।

* * *

সারা দুপুর Disposal এর মালের পিছনে সুতাপটীতে ঘুরলুম।

6

DECEMBER

Saturday

কলিকাতা

1947

২০শে অগ্রহায়ণ শনিবার, সন ১৩৫৪

১০২/১৫ Tr. I৹

Personal ✓

সকালে ভাইস চ্যান্সেলরের বাড়ীতে প্রফুল্লবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের আমূল সংস্কার সম্বন্ধে যেসব কথা বলেছেন, জানুয়ারি মাসে সে সকল প্রস্তাব বিল হিসাবে আনবেন বলেছেন; সে সম্বন্ধে আলোচনা হলো।

হয়ত কাগজপত্র নিয়ে দিল্লী যেতে হবে।

তরুণ বাগচি আজ একটা বিরাট ও অতি চমৎকার Great Coat রেখে গেছে।

রাত্রে বালি সাধারণ পাঠাগারে 'বর্তমান কালের ভূগোল' সম্বন্ধে ১৷৹ ঘন্টা বক্তৃতা দিলুম। রতনদা সভাপতি ছিলেন।

DECEMBER Saturday 6 1947

Samvat—9 Aghan (Badi) 2004 : Fuslee—8 Aghan 1355
Hijri—22 Muharram 1367

২০শে অগ্রহায়ণ শনিবার, সন ১৩৫৪ সাল, নবমী

* * *

বালি সাধারণ গ্রন্থাগারে ম্যাজিক লণ্ঠন দিয়ে বর্তমান কালের ভূগোলের বিষয়ে বললাম। জংগলে জুয়াংদের কথা, দাক্ষিণাত্যে শুষ্কতার জন্য ঘরবাড়ী, খাওয়ার রীতি ভেদ এবং হিমালয়ের নিম্নভূমি থেকে উপর পর্যন্ত অবস্থাগতিকে মানুষের জীবনযাত্রার রকমারি কিরকমভাবে হয়েছে তার আলোচনা করলাম। ঘন্টা ১৷৷৹ লাগলো।

রতনদা সভাপতি ছিলেন।

বালি সাধারন গ্রন্থাগার

বালি সাধারন গ্রন্থাগারের মন্তব্য খাতায়

DECEMBER Sunday 7 1947
Samvat -10 Aghan (Badi) 2004 : Faslee—9 Aghan 1355
Hijri - 23 Muharram 1367
২১শে অগ্রহায়ণ রবিবার, সন ১৩৫৪ সাল, দশমী রা ঘ ৬ ৩৬

কলিকাতা

1947

7 DECEMBER

Sunday

২১শে অগ্রহায়ণ রবিবার, সন ১৩৫৪

১০১।১৫

সকালে তরুণের ওখানে দেখা করতে গেলাম। দেখা হ'লো না।

Educational Convention এর দুইটি শাখা অধিবেশনে গেলাম; বুনিয়াদী ও বয়স্ক শিক্ষার বিষয়ে। যাঁরা আলোচনায় যোগ দিচ্ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বুদ্ধির বা চিন্তার পরিচ্ছন্নতার পরিচয় পেলাম না; বরং যে বস্তুর পরিচয় পাওয়া গেল তাতে অ-জ্ঞান এবং নতুন জীবনযাত্রার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সংকোচই যেন বেশি।

Edu. (Teacher's) Convention-এর দুটি শাখার অধিবেশনে ছিলাম। শিক্ষকদের মনের অবস্থা দেখে শংকিত হ'তে হয়। দেশ, মানুষের দুঃখ— এসব বস্তু জগতে যেন নাই। ভাবনার কেন্দ্র হ'লো— আমাদের চাকরি স্থিরতা, কত কম পরিবর্তন করতে হবে, মনের দিক থেকে কত অল্প ভাবতে হবে।

গান্ধীজীর পরিকল্পিত সমাজকে আদর্শবিলাসী মনে করে 'বাস্তবের দিকে তাঁদের দৃষ্টি'। কাশ্মীর, যন্ত্রযুগ— এইসব। কিন্তু তার logical extremity কোথায় সেটা ধরবার চেষ্টা নাই, ইচ্ছাও নাই। অপর দেশ যে পথে চলেছে, তার সঙ্গে, তার অনুকরণে চলারই নাম গতিশীলতা।

একেবারে গড্ডলিকা প্রবাহের যোগ্য মন।

কলিকাতা

8 DECEMBER 1947
Monday

DECEMBER Monday 8 1947
Samvat—11 Aghan (Badi) 2004 ; Faslee—10 Aghan 1355
Hijri—24 Muharram 1367.
২২শে অগ্রহায়ণ সোমবার, সন ১৩৫৪ সাল, একাদশী ঘ° ২৬

২২শে অগ্রহায়ণ সোমবার, সন ১৩৫৪

১৫১।১৫

১০১।১৫ রান্নার মাষকলাই ৶০

আজ বঙ্গভারতী নামে পশুপতি চাটুয্যের ভাই ট্রামডিপোর পাশে বইএর দোকান খুললে।

নৃতত্ত্ব বিভাগে ম্যাজিক লণ্ঠন ফেরৎ দিয়ে এলুম।

* * *

Anthropology Dept-এ আজ ক্ষিতীশবাবু ও অনাথবাবুকে মনের কথা বললাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন্ দিক থেকে সম্পূর্ণ হতাশ হয়েছি। ক্ষিতীশবাবু বারবার আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে লাগলেন; এই বলে যে তিনি এসে অবধি নিজে কি কি করেছেন তাই বলে। আমি বললাম, আপনি ব্যক্তিগতভাবে কতটুকু করেছেন বা করেননি সেটা কথা নয়। Anth. Dept. সম্মিলিতভাবে কি করেছে? Economic Survey-র কথা বললেন। আমি বললাম, সেটা তো Economics Dept.-এর কাজ। যে কাজ Anthropologist শুধু করতে পারে, তেমন কোনো সমস্যা নিয়েই তো সমবেতভাবে আমরা কিছু করিনি। করার চেষ্টাও করতে পারিনি।

অনাথবাবুর সঙ্গেও ঐ মর্মে কথাবার্তা হলো।

DECEMBER Tuesday 9 1947

Sonvat—12 Aghan (Badi) 2004 : Faslee—11 Aghan 1355

Hijri—25 Muharram 1367

২৩শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার, সন ১৩৫৪ সাল, দ্বাদশী ঘ ৪-৪৬

কলিকাতা

1947

9

DECEMBER

Tuesday

২৩শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার, সন ১৩৫৪

১০১৶১৫

(Pr) জ্যাঠাইমা ১৬

Postage ৩

Goods বাক্স ইত্যাদি ৩৫৹

Personal মেনুর yeast tab

ও দাড়ি কামানো (cycle) ৸৶৹

Tr.৵৹

সকালে হংসবাবু এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে বোলপুরে গঠনকর্মের বিষয়ে আলোচনা করলাম।

দুটো ৮' × ৪' × ১' লোহার তৈরি বইএর শেলফের ফরমাস আজ দিয়ে দিয়েছি। বঙ্গভারতীতে যেরকম আছে ঐরকম, কেবল চওড়া ৬ ইঞ্চ বেশি।

দুপুরে কলেজ থেকে ছবি কাগজপত্র নিয়ে এলাম।

মন্দিরের কাজ আরম্ভের জন্য আস্তে আস্তে যোগাড় করছি। Stereoscope এর ছবিগুলির জন্য আজ Disposal -এর একটা বাক্স নিয়ে এলাম। ম্যাজিক লণ্ঠনের স্লাইডগুলিকে বাক্সে ভাল করে সাজিয়ে ফেলেছি। ওগুলির একটা তালিকা করতে হবে।

আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে চীনের কনসাল জেনারেল ডক্টর লো বক্তৃতা দিলেন। চীন দেশে জাপানী যুদ্ধের সময়ে কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয় সরিয়ে সরিয়েও ওঁরা কাজ চালাতেন, তারই কাহিনী বললেন।

(সহকারী) রেজিষ্ট্রার হঠাৎ ছাপাখানায় আমার ময়ূরভঞ্জের রিপোর্টের বিষয় উল্লেখ করে জিজ্ঞাসা করলেন।

কলিকাতা

10
DECEMBER
Wednesday
২৪শে অগ্রহায়ণ বুধবার, সন ১৩৫৪

1947

DECEMBER Wednesday 10 194

Samvat—13 Aghan (Badi) 2004 : Faslee—12 Aghan 1... Hijri—26 Muharram 1367

২৪শে অগ্রহায়ণ বুধবার, সন ১৩৫৪ সাল, ত্রয়োদশী ঘ ৪-৩.

৭৭।৵০১৫

Goods কাঠ ২খানা ৩।০
মুখের মশারি, থলি ১।৵০
Tr. ।৵১০
৫৷৵১০

র পড়া ও প্রুফ Selections এর দেখার কাজ ছাড়া সকালে হংসবাবু ও লালবিহারী সিং এর সঙ্গে বীরভূমে কংগ্রেস কি ধরণের গঠনকর্ম আরম্ভ করতে পারে তাই নিয়ে আলোচনা হ'লো।

* * *

লালবিহারী সিং ও হংসবাবু সকালে এসেছিলেন। বীরভূমে কংগ্রেসের যেরকম এবার অখ্যাতি হয়েছে তাতে কাজ কর্ম কঠিন। মিহিরবাবু গান্ধীযজ্ঞের ২২০০০্ টাকার উপরেও মালিকানা স্বত্ত্ব বিস্তারের ব্যবস্থা করেছেন। কংগ্রেস কমিটিতেও তাঁদের দলের দাপটে অসন্তোষ রয়েছে।

আমি লালবিহারীবাবুকে বললাম, উনি জেলার সর্বত্র একবার ঘুরুন। কর্মীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে তারা কংগ্রেসকে কিভাবে পুনর্গঠন করতে চান, সেইটি ঠিক করুন। আজ প্রফুল্লবাবুর অভয় আশ্রমকে তাড়ালে কাল আবার বিধানবাবু ও কিরণশংকর রায়ের দলকে তাড়াতে হবে। সেইজন্যে সহজভাবে জেলা কংগ্রেসের পুনর্গঠন সম্ভব নয়। কর্মীরা কতদূর যেতে রাজি আছেন। গঠনকর্মের জন্য কতটা খাটবেন, তারি উপর অনেকখানি নির্ভর করছে। চাষের উন্নতি (কম্পোষ্ট দিয়ে), বস্ত্রে স্বাবলম্বন ও মৌলিক শিক্ষাবিস্তার নিয়ে যদি কয়েকজন কর্মী ঠিক মিশানারী ভাবে খাটেন, তবে জেলার কংগ্রেস নতুন প্রাণশক্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে।

DECEMBER Thursday 11 1947
Samvat—14 Aghan (Badi) 2004 : Faslee—13 Aghan 1355
Hijri—27 Muharram 1367

কলিকাতা

1947

11
DECEMBER
Thursday

২৫শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৪

৭২/•৫
Bank ৪০০
৪৭২/•৫

সংসার খরচ ২০০
Oct. Nov. Dec ভাড়া ১৫০

আজ মেনু ১০০ টাকার একটা নোট খুঁজে পাচ্ছে না। (পরে হাবুর কাছেই ছিল, পাওয়া গেছে।)

Shoe যেটা রাঁচি থেকে করিয়ে এনেছিলুম, সেটা ডক্টর বীরেন মুখুয্যের পায়ে ঠিক হওয়ায় তিনি নিলেন। Albertটা ভব'র পায়ে হওয়ায় সে নিল।

রাঁচিতে নতুন করিয়ে নেবো, পাঞ্জা চওড়া করে।

আজ RWAC র একজন কর্মীর জন্য ক্লাসে ছাত্রেরা আসেনি। তিনি কাল পুলিশের গুলিতে মারা গেছেন।

* * *

কাল এসেম্বলির সামনে পুলিশের গুলিতে একজন RWAC কর্মী মারা গেছেন, অনেকে জখম হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে ছাত্রদের সভা হ'লো। গৌতম বক্তৃতা দিলে। একেবারে emotional demagogue -এর বক্তৃতা। ক্ষিতীশ বাবুর সঙ্গেও দেখা হ'লো।

ছাত্রেরা ক্লাশ করা সম্ভব নয় ভেবে আসেনি।

কেউই খুশি নয়। প্রফুল্লবাবু যেভাবে tactlessly চলেছেন, তাতে সমগ্র কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা গুরুতরভাবে কমে যাচ্ছে। কোথায় গিয়ে আমরা দাঁড়াবো, দেখা যাক। from 13-11-47

Element of Demography

Cultural Elements

Settlements Light

(1) Housing, Sanitation method Japancse paper house

Results of crowding high houses dental houses

(2) Communications Heavy Light goods

pach animals river craft, Sea

cart etc.

রাঁচিগামী ট্রেন

12
DECEMBER
Friday
২৬শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার, সন ১৩৫৪

1947

DECEMBER Friday 12 1947
Samvat-- 15 Aghan (Badi) 2004 : Fasle 14 Ag
Hijri-- 28 Muharram 1367
২৬শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার, সন ১৩৫৪ সাল

১২২/৫

আজ VIth year র সাইবীরিয়ার সম্বন্ধে পড়ালুম। চুকবি, কোরিয়াক, গিলিয়াক, ইয়াকুট, টুঙ্গুম, সামোয়েড লাপজাতিদের বিষয়ে। এস্কিমোদের সঙ্গে কি তফাৎ তাও বললুম।

রাত্রে ভব, মেনুর মামাবাবু (মিন্টু), হাবু, দীপেন, রবি, জ্যোৎস্না ও আমি রাঁচি বেরুলুম। বুড়ুকে নিয়ে যাওয়া হ'লো না বলে আমার ভাল লাগছে না। গাড়ীতে বসে শুয়ে ভালভাবেই আসা গেছে।

* * *

Human Geography সম্বন্ধে ছাত্রদের জন্য Regional types ধরে পড়াতে গিয়ে দেখছি গ্রুপভাবে একটা course of lectures করা যেতে পারে (A) Cultural : its function & biological meaning. Cultural processes (B) Introductory sec. Environmental settings and different human (cultural responses to them) (C) Classification of Productive Systems; Hunting + Collecting, Predatory agriculture, advanced agriculture, Handicraffs, Industries (poor+rich), (D) Desert Bushune, Atacama,Winting, Rajputana, Australian aborginals

cold sea-coasts, with or without forests : Tung it & Haida and Tuegians.

Tundra cold forest tonight Haida and Siberian tribes.

(E) *Tundra & cold forests* Eskimof and Siberian triebes. Modern : Alskan & its gold. sisal temp, cactus etc. Pujab & Sind irrigation. Kirghiz, People of the kalahari border, cattle-raising Bantns shop rearing entral asian tribes : Todas classification of fuegiaus..

DECEMBER Saturday 13 . 1947
Samvat—1 Aghan (Sudi) 2004 : Faslee—15 Aghan 1355
Hijri—29 Muharram 1367
২৭শে অগ্রহায়ণ শনিবার, সন ১৩৫৪ সাল, প্রতিপদ বাং ৭-৭

রাঁচি

1947

13

DECEMBER

Saturday

২৭শে অগ্রহায়ণ শনিবার, সন ১৩৫৪

১২২/৫ হাটে আমলকী /১=।৹

রাঁচিতে অনিল মুরি থেকে আসার জন্য Seat reserve করে রেখেছিল। কিন্তু থাকার ব্যবস্থা অতি খারাপ হয়েছে। তাই আমাদের বড়বাড়ী খালি হওয়ায় চট্ করে ধুইয়ে নাটুম খাট, টেবিল চেয়ার পাঠিয়ে সব বন্দোবস্ত করে ফেললে। বাড়ীটাতে এই প্রথম থাকছি।

দুপুরে খাওয়া খুব সাধারণ। অনিলের পিসীমার বাড়ীতে খাওয়ার ব্যবস্থাটা রাখা হ'লো। তারপর মেনু, দীপেন ও আমি হাটে গেলাম। সন্ধ্যায় নাটুমদের বাড়ী হয়ে দোলপুরে নন্দর বাড়ী ও অনিলদের বাড়ী হয়ে ফিরলুম।

ফোঁটা কয়েক বৃষ্টি পড়লো।

Steppl grassalnd :

(F) ***Forests***

Congo and Amazon to vedda. Burma & Assam :Kuki, Naga, Bade

Canadian, Scandinavian, Pine forest, Siberian Tunguses & modern forests Mountainous country : Alps : Kashmir & Kumaon from fottom upwards. Jerraced cultivation, Forest & Shepherds in the upper valleys utilization of water power. Dry. wet zones : Tibet, Afghanistan The Humzas as a special case

(H) Islands : Indian Pacific ocean Audamans Java, Milanesia & Nicobar

(I) River valleys

(i) Egyptian and Mesootanian civlizations

(ii) Indo-Gangetic. – Brahmaputra vellay.

(K) Highly Developed Regions

Regional differentiations & collective exploitation.

(J) Mining

রাঁচি

14
DECEMBER

1947

Sunday

২৮শে অগ্রহায়ণ রবিবার, সন ১৩৫৪

DECEMBER Sunday 14 1947

Samvat—2 Aghan (Sudi) 2004 : Faslee—16 Aghan 1355
Hijri—30 Muharram 1367

২৮শে অগ্রহায়ণ রবিবার, সন ১৩৫৪ সাল, দ্বিতীয়া

১২১৬/৫ রবারের জুতার দাম ১

মাংস খাওয়ানো ১২

কমলা ।•

সারাদিন ঝিরঝিরে । বিয়ের সময় ইত্যাদি দেখাতে গেল।

* * *

Human Geography-র Notes-এর মতন করে দেখবো ছাপানোর যোগ্য হয় কিনা Ethnography একটু ভাল করে, এই বিশেষ কাজের জন্য পড়ে নিতে হবে।

কলিকাতায় ফিরে কাজ—

(১) Book Co.তে বই-এর দাম দেওয়া।

(২) এবং চেক ভাঙানো।

(৩) জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধান কেনা।

(৪) লোহার শেল্‌ফ দুটো কেনা, বই গোছানো, পুরানো কাঠের আলমারি বিক্রীর চেষ্টা। বিক্রী হলে আর একটা লোহার শেল্‌ফ কেনা।

(৫) ১৯২১ এর Young India থেকে কিছু ref.check করা। Index আরও এগিয়ে যাওয়া।

(৬) বই বাঁধানোর দাম। হরিজন-পত্রিকা বাঁধানো।

(৭) বড়দিনের বন্ধে বই-এ Gamaxiene spray.

(৮) ইতিহাস লেখার কাজ এগিয়ে যাওয়া।

(৯) প্রীতিকে লিখে Clasti সম্বন্ধে কাগজ আনানো।

15
1947
DECEMBER
Monday

২৯শে অগ্রহায়ণ সোমবার, সন ১৩৫৪

১০৮৷৴০৫ — মেনুর জন্য বসবার প্যাড ১

রাত্রে ৭.৫০-৯.১০এতে হাবুর বিয়ে হ'লো। অনিলবাবুর বিশেষ আদর আপ্যায়নের বালাই নেই। ওদের বাড়ীর কারুরই নেই। আর্থিক দৈন্য এক জিনিষ, কার্পণ্য অপর জিনিষ। মুখের কথায় যে অপ্যায়ন করা যায়, তারই অভাব দেখে বিরক্ত লেগে গেছে।

সাহেবের কাছে জুতার দাম। ভবর কাছে দাম।

নাটুম জুতা নিয়ে গেলে দামের হিসাব।

(১১) নাটুমের জন্য mica-specialist একজন ভূতত্ত্ববিদ দেখা।

(১২) ৫্ মিলিটারী মশারি কিনে রাণী চন্দের মশারি ফেরৎ দেওয়া এবং চামড়া কেনা— অনুর জন্য কাপড়ের ব্যাগ মেনুর জন্য যেমন কিনেছি।

(১৩) চিঠিপত্রের উত্তর দেওয়া

(১৪) Selections এর indexing আরও করা

(১৫) খাদি প্রতিষ্ঠানে খাদির সার্টিফিকেট নেওয়া

(১৬) মেনুর ভাঙা কলমের ব্যবস্থা করা।

(১৭) ২৮৫্ সুরেন ঘোষ মশায়ের সঙ্গে দেখা করে ব্যবস্থা করা।

রাঁচি — কলিকাতা যাওয়ার ট্রেন

16

DECEMBER

1947

Tuesday

৩০শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার, সন ১৩৫৪

১০৭৷৷/০৫ রাঁচিতে খরচ ৩।৶৫

বিকালে রামগড়ে বর-কনে নিয়ে বাসে আসা হ'লো। সেখান থেকে বড় লাইনের গাড়ীতে বেশ জায়গা পাওয়া গেল।

DECEMBER Tuesday 16 1947

Samvat—4 Aghan (Sudi) 2004 : Fuslee—28 Aghan 1355

Hijri—2 Safar 1367

৩০শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার, সন ১৩৫৪ সাল, চতুর্থী রা ঘ

কলিকাতা

1947

17
DECEMBER
Wednesday
১লা পৌষ বুধবার, সন ১৩৫৪

১০৪৷৴৹৫ Zipp ১৷৵৹

বুড়ু ও জ্যোতির কলম ৬

২টা থলি ১৷৹

১০৷৹ টায় পৌঁছে খেয়েদেয়ে একবার সূতাপটীতে গেলুম। কয়েকটা জিনিষ, বুড়ুর ও জ্যোতির ফাউন্টেন পেন কিনলুম।

IVth year class নিলুম।

ডক্টর চাটুয্যে Cal.Geo.Society র Secretary হওয়ার কথা বললেন। আমি রাজি হলুম না।

কলিকাতা

18

DECEMBER

1947

Thursday

২রা পৌষ বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৪

DECEMBER Thursday 18 1947
Samvat -6 Aghan (Sudi) 2004 : Fasles--20 Aghan 1355.
Hijri - 4 Safar 1367

৯৫।০ — ২টা থলি।০

Cycle ৫১০

Gandhi & Stalin ৩খানা

Pelican Series

এর বই ৯।/০১৫

সারা সকাল haversack ইত্যাদি পরিষ্কার করে গোছালাম।

ক্লাসে Special Theory period—ছাত্রীরা গিরিডির কাছে excursion এ যাচ্ছে। সেখানকার ম্যাপ নিয়ে আলোচনা করলুম এবং

EMBER Friday 19 1947
—7 Aghan (Sudi) 2004 Fasiee—21 Aghan 1355
Hijri—5 Safar 1367
পৌষ শুক্রবার, সন ১৩৫৪ সাল, সপ্তমী অহোরাত্র

কাঁথি যাবার পথে পুরী প্যাসেঞ্জার

1947

19
DECEMBER
Friday
৩রা পৌষ শুক্রবার, সন ১৩৫৪

৮৫৷৴৹১৫

থলি ২৶৹
Personal খুচরা ১৷৹৴৹
Tr. ।৹

আজ কল্যাণীর দিদিকে ফোন করেছিলাম। অনু এসেছে বোসপাড়ায় সন্ধ্যাবেলায় এসেছিল। আমি কলিকাতায় ১৭ তারিখের পর হ'তে থাকবো লিখেছিলাম, অনুতপ্ত তারপর মেদিনীপুরে জাতীয় বিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে রাজি হয়ে গেছি, এতে বেচারীকে অনর্থক অসুবিধায় ফেলেছি। নয়ত ২৫এ এসে দু-চারদিন থাকতো।

রাত্রে পুরী প্যাসেঞ্জারে বনবিহারী পাল ও তাঁর দাদা রাসবিহারী পালের সঙ্গে কাঁথি রওনা হলাম।

কাঁথি

20 DECEMBER 1947

Saturday

৪ঠা পৌষ শনিবার, সন ১৩৫৪

৯৫৶৹ Postage ১৲

সকালে ৪.৩৭টার কিছু পরে বাসে রওনা হয়ে কাঁথি ৮-২০ পৌঁছলাম। পথে সাতমাইলে খেয়ায় বাস পার করায় প্রায় এক ঘন্টা লাগলো।

শ্রী পুলিনবিহারী দাস— সেবাদলের সেক্রেটারী

শ্রী রঘুনাথ মাইতি— সেবাসঙ্ঘের

শ্রী যোগেশচন্দ্র বসু— মেদিনীপুরের ইতিহাস রচয়িতা

শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র মাল—

শ্রী ভূতেশ্বর পড়ুয়া— জাতীয় বিদ্যালয়ের পুরাতন হেডমাস্টার। কাঁথির জল নিকাশ সম্বন্ধে ভাল জানেন।

দুপুরে ৩-৪ ও রাত্রে ৬-৮ পর্যন্ত গান্ধীজীর অর্থনীতি বিষয়ে বক্তৃতা ও আলোচনা করলাম।

কাঁথি

1947

21
DECEMBER
Sunday
৫ই পৌষ রবিবার, সন ১৩৫৪

৯৪৫

সকালে কাঁথির দক্ষিণ পূবে জুনপুটে সমুদ্র দেখে এলাম।

ডক্টর ভূপেন দত্ত, প্রমথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে সকালে গবর্মেন্টের অনাথাশ্রম দেখে এলাম।

দুপুরে ৩-৪ সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানে গান্ধীজীর উপদেশ কি তাই বলে ৪টেতে ডক্টর ভূপেন দত্তের মিটিং সভাপতিত্ব করতে হলো। Platitude ছাড়া কিছু বলেননি এবং তারও পরিবেশন অতি নিকৃষ্ট ধরণের।

৬-৮ দুপুরের আলোচনা প্রশ্নোত্তর ছলে চালালাম।

কাঁথি

22
DECEMBER
Monday
৬ই পৌষ সোমবার, সন ১৩৫৪

1947

DECEMBER Monday 22 1947
Samvat—9 Aghan (Sudi) 2004 : Faslee—24 Aghan 1355
Hijri—8 Safar 1367
৬ই পৌষ সোমবার, সন ১৩৫৪ সাল, নবমী ঘ ৮-৩৭

৮২৮৩/১৫

সকালে, বিকালে এবং সন্ধ্যায় ৫ ঘণ্টা আলোচনা হ'লো।

বিকালে রঘুনাথ মাইতি মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

কাল থেকে অল্প অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। বিকালের দিকে বেড়ে গেল। সারা রাত ধরে চললো।

এ অবস্থায় ২৪এ খাগদা শিশুভবনে যাওয়া সম্ভব হবে না।

Why do'nt we learn from History by B.H. Liddle Hart (P.E.N. Books) London, George Allen and Nnwin Ltd. বইখানা আশুতোষ গ্রন্থাগারের এখানে রয়েছে। বেশ ভাল লাগছে।
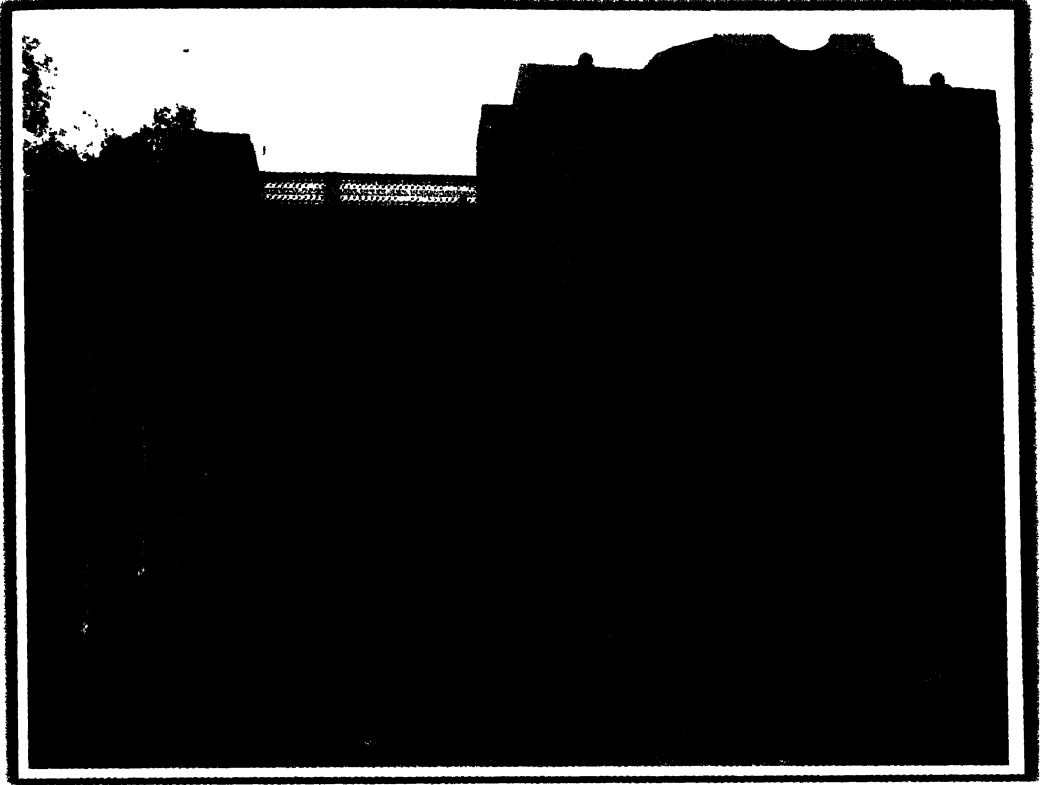
টাউন হল, কাঁথি

ব্রাহ্মসমাজ, কাঁথি

কাঁথি

1947

23
DECEMBER
Tuesday
৭ই পৌষ মঙ্গলবার, সন ১৩৫৪

৮২৮/১৫

বিকালে ৩-৪ জাতীয় গবর্মেন্টের লক্ষ্য কি হওয়া উচিত নয়, তাই বললাম। ৪৸০-৫৷০ কাঁথি ক্লাবের প্রাঙ্গণে ঈশ্বর মাল মশায়ের সভাপতিত্বে জাতীয় গবর্মেন্টের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করলুম। তারপর ১৫/২০ মিনিট ব্রাহ্মসমাজে ডক্টর ভূপেন দত্তের মিটিঙে সভাপতিত্ব করে ৬৷০ - ৯৷০ জাতীয় বিদ্যালয়ে জাতীয় গবর্মেন্টের কি করা উচিত তারই বিস্তৃত আলোচনা হ'লো।

বালিঘাই (এগরার নিকটে, মেদিনীপুর)

24
DECEMBER
Wednesday
৮ই পৌষ বুধবার, সন ১৩৫৪

1947

৮২৸৶০১৫ ৪ খানা মাদুর ৮৷৶০

আজ দুপুরের পর য়ে বালিঘাই ৪টে নাগাদ পৌঁছলাম। সেখানে ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট স্বাধীনতা এবং জাতীয় গবর্মেণ্টের কর্তব্য সম্বন্ধে জনসভায় বক্তৃতা দিলুম। সভাপতি বাসুদেবপুরের রাজা দুর্গাদাস রায়।

রাত্রে এখানে স্কুলেই থাকলাম। মতিলাল নামে স্থানীয় একটি কর্মীর সঙ্গে আলাপ হ'লো। তার হাতের কাজের ধরণ দেখে ভালো লাগল।

রাখালচন্দ্র মাইতি এগরা কংগ্রেসের সভাপতি। বঙ্কিমচন্দ্র দাস— সম্পাদক। হেডমাস্টার অমিয় চক্রবর্তীর সম্পর্কে কাকা। দ্বিজেশবাবু, তাঁর দাদা সুরেশবাবুর নামও করলেন।

এখানে তেলি জলচল— দুই বলদ। পালিবিহীন, ঠুলিবিহীন।

কলিকাতা

1947

25
DECEMBER
Thursday
৯ই পৌষ বৃহস্পতিবার, সন ১৩৫৪

৭৪।✓• ১৫

বই বাঁধান ৩।•
Tr. ২৮•
cycle ।১০

ভোরের বাসে খড়্গপুর পৌঁছে বোম্বাই মেল ধরে ১১ নাগাদ বাড়ী পৌঁছলাম।

26 DECEMBER 1947

Friday

১০ই পৌষ শুক্রবার, সন ১৩৫৪

৬৭৮৵৫

সকালে মেনুর একটা আলমারি এনে Surveying Photography এবং Travelling এর যন্ত্রপাতি (যেমন Binocular) গুছিয়ে ফেললাম।

Goods ৩১॥০

Zipp fastner ৸ — Tr. ৴০

Water bottle ১

Port folio ২৬

মেনুর কাপড়ের bag ১।০

strap দেওয়া কাঠের frame ২॥০

1947

27
DECEMBER
Saturday

১১ই পৌষ শনিবার, সন ১৩৫৪

৩৬। ৫

মেনুর সেলাই এর	২
Goods	২৯।০
Tr.	১।০
	৩২।।০
২ কাঠের বাক্স	৮
২ খানা মোড়া চেয়ার	২০
অনুর জন্য একটা কাপড়ের bag	১।০

কলিকাতা

28 DECEMBER 1947

Sunday

১২ই পৌষ রবিবার, সন ১৩৫৪

৩৬৫ Personal চুলকাটা ।৶০

A. I. Radio ৩০ (২রা অক্টোবরের) দাঁতন/০

Exem. ২০

সারাদিন proof ও reference মেলানোর কাজ করলুম। Selections প্রায় শেষ হয়ে এলো।

৪-৭।০ রাত্রে জগদীশ ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে "লেখার আসর" নামক club এ গান্ধীজীর মত নিয়ে বললাম। ধীরেন্দ্রলাল দে (152 Amherst St) মশায়ের বাড়ীতে।

কলিকাতা

29

1947

DECEMBER

Monday

১৩ই পৌষ সোমবার, সন ১৩৫৪

৫৩।৴০৫	বড়ুর গোলকধাম	৶১০
	Postage	।৫
	জুতা পালিশ	৴০

দুপুরে ২।০ টের সময় অনু পলাশী থেকে এলো। সন্ধ্যা পর্যন্ত ওদের বাড়ীতে থেকে অনাথ, প্রিয়দার ওখানে হয়ে রাত্রে টুনুর বাড়ীতে শুলুম।

কলিকাতা

30

DECEMBER

1947

Tuesday

১৪ই পৌষ মঙ্গলবার, সন ১৩৫৪

৫২৷৷/•১০	Tr.	।১০
	৩ খানা বাক্স	১২
	৪খানা মোড়া চেয়ার	৩৯
	অনুর ভাতের ডাবু ও fastner	১৷•

সকালবেলা বিজয়দা ও আমি বালিগঞ্জ থেকে ফিরলুম। দুপুরে খেয়ে Disposal এর জিনিষপত্র আরও কিছু কিনে

কলিকাতা

1947

31
DECEMBER
Wednesday
১৫ই পৌষ বুধবার, সন ১৩৫৪

৸/ Tr.৷৵১৫

সকালে গোছানোর পালাই চললো। দুপুরে খেয়ে অনুর ওখানে গেলুম। প্রায় সন্ধ্যায় বেরিয়ে অনাথের বাড়ী হয়ে বাড়ী ফিরলুম।

AIR এর সঙ্গে কথা হোলো কাল এবং পরশু গান্ধীজীর বক্তৃতার অনুবাদ প্রিয়দার বদলে সকালে করে দেবো। ৫০ মোট দেবে।

৷৵১৫

কয়েকটি জবানবন্দী ও প্রতিবেদন

২৮।১০।৪৬

<u>গ্রাম— দেবনগর</u>

<u>পাকিস্থান জিন্দাবাদ</u>

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণ মুসলমান ভ্রাতাগণকে জানান যাইতেছে, দেবনগর নিবাসী গৌরহরি কবিরাজ স্বইচ্ছায় কলেমা পড়িয়া সপরিবারে মুসলমান ধর্ম্মে ইমান আনিয়াছেন। এবং আমাদের কমিটীতে ২০০্ টাকা চাঁদা দিয়াছে। তাহাদের প্রত্যেকের পুর্ব্ব নাম পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন মুসলমান নাম রাখা হইয়াছে। কবিরাজের বর্ত্তমান নাম মহম্মদ নুরু ইসলাম চৌধুরী। কবিরাজ তাহার বড়ো মেয়েকে উক্ত গ্রামের লেদা মিয়ার ছেলে আবদুল ওহায়েবের নিকট বিবাহ দেওয়া হইয়াছে। তাই আমরা স্বাক্ষরকারীগণ উক্ত নূরু ইছলাম কবিরাজ মুসলমান ধর্ম্মে পূরা ইমান আনিয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হইয়াছে। আপনারা ঔষধ খাইতে সন্দেহ করিবেন না।

নিবেদক

পূর্ব্বনাম	নূতন নাম	
শ্রীস্বরূপচন্দ্র ভৌমিক	সরাফৎ আলি ভুঞ	দেবনগর
শ্রীনিত্যানন্দ কবিরাজ	নূর মহম্মদ পাটারী	দেবনগর

আলিলের রহমান—	দেবনগর
আছলামা মিঞা—	সাং ভোলাচোক্
এয়ার আলি—	সাং বিষ্ণুপুর
আব্দুর রহমান পাল—	সাং দেবনগর
লেদা মিয়া	”

<u>Passport— original in possession of Sj. Debtosh Dasgupta</u>

গোলাম রহমান পিতা আব্দুর রহমান।

উক্ত ব্যক্তি গতকল্য ১৫/১০/৪৬ইং তারিখে পবিত্র ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। তাহার পূর্ব্ব নাম ছিল সত্যেন্দ্রকুমার মজুমদার। বর্ত্তমানে তাহার নাম রাখা হইল গোলাম রহমান।

প্রকাশ থাকে যে তাহারা সপরিবারে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।

ইতি

(স্বাঃ) মোঃ হামিদ উল্যা

কেশারখিল

Md. Hamidullah.

Vill– Ayubpur

চৌমুহানি (নোয়াখালি) হইতে আনীত একখানি এজাহার—

আমার নাম শ্রী উপেন্দ্রচন্দ্র দে পিতা মৃত গিরিশচন্দ্র দে সাং শিবপুর থানা রামগঞ্জ ইউনিয়ন নং ১৫ খিলপাড়া নোয়াখালী অদ্য আপনার নিকট এই এজাহার করিতেছি যে গত রবিবার ১৩/১০/৪৬ইং তারিখে আমাদের বাড়ীতে দেশীয় ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের প্রায় ৪/৫ শত মুসলমান বেলা প্রায় ২টার সময় আক্রমণ করে এবং বাড়ীর সকলকে মুসলমান হইতে বলে ও লীগের চাঁদা বাবদ ২০০০্ টাকা দাবী করে অনাদায়ে ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া আমাদিগকে মারিয়া ফেলিবে ও স্ত্রীলোকদের উপর অকথ্য অত্যাচার করিবে বলিয়া ধমক দেয়। তাহাদের অনেকের হাতেই মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র ও লাঠি ছিল। আমরা প্রাণের ভয়ে মুসলমান হইতে ও পাঁচশত টাকা তাহাদের কথামত লিগের চাঁদা দিতে রাজী হইয়া একদিন সময় লই। কিন্তু তাহারা ইতিমধ্যেই চন্দ্রশেখর দে (পেশকারের)র একখানা কলের গান ও হাতের একটি সোনার আংটি নিয়া যায়, এবং তাহার চোখে থাকা চশমা ও হস্তস্থিত কিছু দলিলপত্র নিয়া যায়। এদিনেই তাহারা সকলকে লুঙ্গি পড়াইয়া টুপি মাথায় দেওয়াইয়া অজু করাইয়া কলমা পড়ায় এবং যাইবার সময় পরের দিন আসিয়া চাঁদার টাকা নিবে বলিয়া যায়। তৎপর দিন চন্দ্রশেখর দে হইতে ৫০্ আমার নিকট হইতে ১৫্ এবং মোহিনীমোহন দে হইতে ৮্ যদুনাথ দে হইতে ২্ টাকা এবং অন্যান্য হিস্যা হইতে আরও টাকা নিয়া চলিয়া যায় এবং বলে যে তোমাদের আর কোন ভয় নাই কারণ তোমরা আমাদের ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ কিন্তু বাকী টাকা অবশ্যই দিতে হইবে। তৎপর দিন (১৫/১০/৪৬ ইং) উক্ত লোকসকলের কেহ কেহ আসিয়া আমাদের স্ত্রীপুরুষ সকলেরই নাম বদলাইয়া মুসলমানি নাম রাখে এবং বিবাহিতদের মুসলমানি মতে বিবাহ দোসরায় মেয়েলোকেদের হাতে শঙ্খ ভাঙ্গিয়া দেয় এবং আমাদের সব ঘরের দেবদেবীর ছবি ও ঠাকুরঘরের সমস্ত কিছু নষ্ট করিয়া বলে যে তোমরা অদ্য হইতে কোন মূর্ত্তি পূজা করিতে পারিবে না এবং ৫ ওয়াক্ত নমাজ পড়িবে। তাহারা আমাদের দরজাস্থিত শীতলা ও বাস্তুদেবী গাছও কাটিয়া ফেলে এবং একটি বইতে সকলের টিপ দস্তখত নিয়া যায়। তৎপর দিন ১৬/১০/৪৬ইং তারিখে কতগুলি মুসলমান আসিয়া আমার ভ্রাতা শ্রীমান যতীন্দ্রকে বলে অদ্য তোমাদের বাড়ী তোয়াবত দিতে হইবে এবং তোমাদের একটি গরু দিতে হইবে তখন আমরা অনুমান ১০০্ টাকা মূল্যের একটি গরু দেই তারপর তাহারা আমাদিগকে বলে দা ও ছুরি আন এবং মাংস তোমাদের হাতে কাটিতে হইবে। ইতিমধ্যে আরও কতগুলি লোক আসিয়া আল্লাহু আকবর, মুসলীম লিগ জিন্দাবাদ ধ্বনি করিয়া আমাদের বাড়ীতে আসিতে থাকে। তাহারা আসিয়াই বলে যে পেশকার শালা কই আমাদের চাঁদা আদায় করিয়া দেই নাই কেন, তাহাকে মারিয়া ফেলিব। তাহারা পেশকারের ঘরে যাইয়া বলে তোমাকে এখনই ১০০০্ হাজার টাকা দিতে হইবে এবং তোমার মেয়েকে আবির পাড়া নিবাসী আলি আবদুল মিঞার পুত্র মুকবুলের সহিত বিবাহ দিতে হইবে। তখন পেসকার বলেন যে আমার হাতে এখন টাকা নাই। আপনারা কেহ আমার সঙ্গে গেলে ব্যাঙ্ক হইতে আমি টাকা উঠাইয়া দিব। কিন্তু তাহারা তাহার কথায় কর্ণপাত না করি তাহাকে ঘর হইতে টানিয়া আনিয়া অনেক মাইর দেয় এবং দরজার দিকে নিয়া ছুরি ও লাঠি দ্বারা আঘাত করিয়া তারপর ধারাল অস্ত্র দিয়া গলা কাটিয়া ফেলে এবং ঘর হইতে লেপ তোষক আনিয়া কেরশীন তৈল ও কাঠ সংযোগে তাহার কাটা দেহ পোড়াইয়া ফেলে। এবং বার বার আল্লাহু আকবর ধ্বনি করিতে থাকে, ইহার পর সমস্ত ঘর লুণ্ঠন করিয়া নগদে ও জিনিষপত্রে প্রায় ৮০০০্ হাজার টাকা মূল্যের জিনিষ নিয়া যায়। এতক্ষণ আমরা কোনস্থানে লুকাইয়া থাকি এবং প্রাণের ভয়ে রাত্রিযোগে আমি আমার ভাই শ্রীমান খগেন্দ্রচন্দ্র দে ও ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান শিবশঙ্কর দে সহ লুকাইয়া আসিয়া এতদিন প্রাণের ভয়ে নানাস্থানে লুকাইয়া থাকিয়া

অদ্য এই এজাহার লিখিয়া পাঠাইতেছি। ঘটনাকারী অনেককেই আমার বাড়ীর সকলে ও আমি দেখিলে চিনি ও কাহারও কাহারও নাম জানি। যাহাদের নাম জানি ও চিনি নিম্নে তাহাদের এক ফর্দ্দ দিলাম। বর্ত্তমানে আমার বাড়ীর সকলেই অবরুদ্ধ অবস্থায় আছে জানিলাম। তাহাদের যথাশীঘ্র উদ্ধার করিয়া নিরাপদ স্থানে রাখার আজ্ঞা হয় প্রকাশ থাকে যে আমাদের গ্রামের পেনসন প্রাপ্ত পুলিশ সতীশচন্দ্র দেকে উক্ত তারিখে দুর্বৃত্তেরা হত্যা করিয়াছে। বর্ত্তমানে উক্ত অঞ্চলের সমস্ত হিন্দু অধিবাসী অনাহারে অনিদ্রায় দিন যাপন করিতেছে।

আমার নাম শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী ঠাকুর (কাব্যতীর্থ) গ্রাম সোনাচাকা, পুলিশ স্টেশন রামগঞ্জ, জিং- নোয়াখালী। আমি গত প্রায় ২৫ বৎসর ধরিয়া রায়পুরা (নোয়াখালী) উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে হেড পণ্ডিতের কাজ করিতেছিলাম। গত ১৬ই আগস্টের কলিকাতার হাঙ্গামার পর হইতেই জেলার প্রায় সর্বত্র বিঃ ভাবে রায়পুরার মুশলমানদের মধ্যে হিন্দুদের নানা উপায়ে নির্য্যাতনের উপক্রম হয়। গত ১৩ই অক্টোবর মৌওলানা গোলাম ছারওয়ার রায়পুর বাজারে সভা করিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন। গত ১০ই অক্টোবর হইতে রামগঞ্জ ও রায়পুর থানার কতক অংশে লুণ্ঠন, হত্যা ও অগ্নিকাণ্ড আরম্ভ হয়। গত ১৪ই অক্টোবর বেলা ৯ ঘটিকার সময় প্রায় ৩/৪ হাজার মুশলমান মারাত্মক অস্ত্রাদি লইয়া ও মুসলিম লিগ জিন্দাবাদ ও পাকিস্থান জিন্দাবাদ প্রভৃতি জিগির দিতে ২ চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া রায়পুর বাজারে সমবেত হয়। রায়পুর বাজার হইতে আমার সংলগ্ন গ্রাম সমূহের অগ্নিকাণ্ড দেখিতে এবং জনতার শব্দ শুনিয়া আমরা রায়পুর বাজারস্থ সমস্ত হিন্দু নরনারী যাইয়া থানায় আশ্রয় লই। জনতা বাজারের সমস্ত দেববিগ্রহ ও মন্দিরাদি ধ্বংস করে এবং হিন্দুর দোকানাদি লুণ্ঠন করে। অতঃপর মুশলমান জনতা থানায় যাইয়া হিন্দুদের থানা হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার জন্য O/C নিকট দাবী জানায়। থানার দারোগা (জনৈক মুসলমান) আমাদের অসহায় অবস্থায় সমস্ত পুরুষদের থানা হইতে বলপূর্ব্বক বাহির করিয়া দেয়। ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের সম্মুখে শিকার পড়িলে পর ব্যাঘ্র যেরূপ ক্ষিপ্রতার সহিত গ্রহণ করে আমরাও মুষ্টিমেয় প্রায় ২ শতাধিক হিন্দু সহস্র ২ রক্তলোলুপ নরপিশাচের হাতে পতিত হই। জনতা আমাদের অনেককে গুরুতর রূপে প্রহার করে এবং বলপূর্ব্বক বড়ো মশজিদে লইয়া যাইয়া এসলাম ধর্ম্মগ্রহণে বাধ্য করে। স্থানীয় খ্যাতনামা ব্যবসায়ী ঁনবদ্বীপচন্দ্র নাথ মহাশয় উক্ত থানায় যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং সমস্ত হিন্দু বাহির হইয়া গেলেও তিনি প্রাণভয়ে তথায়ই অবস্থান করেন। রায়পুর বাজারস্থ সমস্ত হিন্দুদের এসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার পর উক্ত জনতা পুনঃ থানায় আসিয়া ঁনবদ্বীপবাবুকে বাহির করিয়া লওয়ার জন্য থানা ঘেরাও করে। থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগার সম্মুখ হইতে নবদ্বীপবাবুকে গুণ্ডার দল বলপূর্ব্বক টানিয়া বাহির করিয়া আনিয়া গুরুতর ভাবে আঘাত করিতে থাকে এবং শেষ পর্য্যন্ত ছুরিকাঘাতের দ্বারা হত্যা করে। অতঃপর নরপিশাচের দল মৃত নবদ্বীপবাবুর পায়ে রশি বাঁধিয়া মৃত পশুর ন্যায় উত্তর দিকে নিয়া যায়।

গত ১৫ই অক্টোবর বেলা ১২ ঘটিকায় আমার একটি বাছুরকে নিয়া জবাই করিয়া উক্ত গোমাংস নবদীক্ষিত হিন্দুদের ভক্ষণ করিতে বাধ্য করে এবং আমাকে নব পাকিস্থান ক্লাবে নিয়া ভীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক গরুর মূল্য বাবৎ ১৫৲ টাকা পাইয়াছি বলিয়া এক স্বীকার পত্র লিখাইয়া নেয়।

রায়পুরার বড়ো মসজিদের ইমাম ও মসজিদ বাড়ীর ছেলেদের মুন্সী আমাদিগকে নবধর্ম্মে দীক্ষিত করে। আমরা রায়পুরবাসীগণ জেলার অন্যান্য স্থানের সহিত সংযোগবিহীন অবস্থায় ১০ দিন গুণ্ডার দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকার পর জেলা মেজিস্ট্রেটের সহায়তায় সশস্ত্র পুলিশ পাহারায় কোন প্রকারে প্রাণে বাঁচিয়া কয়েকটি পরিবার চাঁদপুর উপস্থিত হই।

আমার নাম শ্রী উমেশচন্দ্র পাল, পীং শ্রীপ্রসন্নকুমার পাল, গ্রাম নারায়ণপুর, থানা রামগঞ্জ, উনিয়ন নং ১৪, জিলা নোয়াখালী। ১০. ১০. ৪৬ ইং দ্বিপ্রহর বেলা প্রায় ২-৩০ মিনিটের সময়, আনুমানিক ২০০০ হাজার মুসলমান গুণ্ডা কর্ত্তৃক আমরা আক্রান্ত হই। আমাদের নারায়ণপুর কাছারির জমিদার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বোস ও তাঁহার চারিজন কর্ম্মচারি উক্ত মুসলমান গুণ্ডা কর্ত্তৃক নিহত হন। গুণ্ডাগণ তাঁহার কাছারির টাকাপয়সা ও জিনিষপত্র লুট করিয়া নিয়া বাড়ীতে অগ্নি সংযোগ করে।

তৎপর দিবস শুক্রবার হইতে দলে দলে গুণ্ডাগণ গ্রামের প্রত্যেক হিন্দুবাড়ীতে প্রবেশ করিয়া জোর করিয়া লিগের চাঁদা আদায় করে। সেই দিন হইতে তারপরের শুক্রবার পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ চাঁদা আদায় ও লুটপাট ক্রমাগত চলিতেই থাকে। তৎপর প্রত্যেক হিন্দুর নিকট হইতে জোর করিয়া টিপ সহি লইয়া অন্যায়ভাবে আমাদের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হয়। আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও মসজিদে লইয়া যাওয়া হয়। অন্যথায় আমাদের শাস্তি বিধান করে। বর্ত্তমানে আমাদের বলিতেছে যে মিলিটারি বা পুলিশ কর্ম্মচারি পৌঁছিলে আমরা স্বেচ্ছায় মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি বলিয়াই যেন বলি। ওরা বলে পুলিশ বা মিলিটারি তোদের বাড়ীতে চিরদিন বসিয়া থাকিবে না। লুটপাট, হত্যা বা অগ্নিসংযোগ ব্যাপারে কাহাকেও অভিযুক্ত করিলে বা কাহারও নাম বলিলে কর্ত্তৃপক্ষের লোক চলিয়া গেলে তোদের সকলকে হত্যা করিব ইত্যাদি।

বর্ত্তমানে গোসাইবাগ বরজবাড়ী হইতে প্রত্যেক রাত্রে সায়েদ উল্যা পাটারি, লুৎফর রহমান পাটারি, আবুল কাসিম পিং ওয়াছেক মুন্সী ও আরো অনেক মুসলমান গুণ্ডা বাড়ীর বয়স্কা মেয়েদের জোর করিয়া লইয়া যায় ও তাহাদের পাশবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া প্রত্যুষে বাড়ীতে রাখিয়া যায়। বাড়ীর কেহ প্রতিবাদ করিলেই তাহাকে হত্যা করিবার ভয় দেখায়। এবং তাহাদের বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিয়া ঘরের ভিতর আবদ্ধ রাখিয়া মেয়েদের লইয়া যায়। উক্ত বরজবাড়ীতে এ যাবত কয়েকজন পুরুষকেই হত্যা করা হইয়াছে।

আমাদের ধর্ম্ম, ইজ্জৎ ও ধনসম্পত্তি সবই গিয়াছে। শুধু আমাদের প্রাণ রক্ষার এবং উদ্ধারের আশু বন্দোবস্ত হয় ইহাই কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আমাদের প্রার্থনা।

উক্ত গুণ্ডাদলে নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে ছেরু পাটারি, ভাবদউল্যা, হাবিবুল্যা, টুনামিঞা মুন্সী, সেকান্দর মাষ্টার ও অন্যান্য কয়েকজন প্রত্যহ দলে দলে আসা যাওয়া করিয়া আমাদের বাহির হইবার পথে পাহারা দিয়া রাখিয়াছে। যাহারা গুণ্ডামী করিয়াছে বা করিতেছে তাহারা অনেকেই আমাদের গ্রামের (বা) পাশের গ্রামের লোক। কাসেম মিঞা গুণ্ডাদলকে পরিচালনা করিতেছেন।

শ্রী উমেশচন্দ্র পাল
গ্রাম— নারায়ণপুর
পো— ঐ
জিং— নোয়াখালি
২৪।১০।৪৬ ইং

আমার বাড়ী রামগঞ্জ থানার অধীনে নারায়ণপুর গ্রামে (রামনারায়ণপুর ১৪নং ইউনিয়ন), গত ২৪শা আশ্বিন কতিপয় গুণ্ডাপ্রকৃতির মুসলমান আমার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া আমাকে নানাপ্রকার হুমকী দেয় এবং ইসলাম ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার জন্য উত্যক্ত করে, তার মধ্যে (জনার বাপ ওরফে) আক্রমালী (আজির

বাড়ী), ২/ লালমিঞা পিতা মৃত জবরালী কবিরাজ সাং নারায়ণপুর, ৩/ কালু সাং শিবরামপুর, ৪/ আবদুল রহমান পিতা মৃত কমরদ্দিন সাং শিবরামপুর ৫/ আবদুল আজিজ সাং নারায়ণপুর ইত্যাদি কতিপয় স্থানীয় ব্যক্তি এবং আরও কয়জন অপরিচিত গুণ্ডা আমাদিগকে ঐ তারিখে সকালবেলা নানাপ্রকার হুমকী দেয় এবং বিকাল প্রায় দেড় ঘটিকার সময় ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করে। তারপর শনিবারদিন তাহারা ও আরও কতিপয় অপরিচিত ব্যক্তি মুখে কালী মাখিয়া আমার ঘরে প্রবেশ করে এবং আমার স্ত্রীর ও অন্যান্য মেয়েদের সকল গহনাপত্র লইয়া যায়। এই লুটপাটে আমার কোন অস্থাবর সম্পত্তিই রক্ষা পায় নাই। তাহারা আমাদিগকে একেবারে নিঃস্ব করিয়া বাড়ীতে রাখিয়া যায়। আমরা যে অন্য কোথাও পলায়ন করিব তার কোন উপায় ছিল না, এসব ব্যক্তি সর্ব্বদাই আমাদিগকে ধমক্ ও ভয় দেখাইয়া সেখানে থাকিতে বাধ্য করে। আমরা অনাহারে দিনের পর দিন কাটাইতে বাধ্য হইয়াছি। আমাদের ক্ষতির পরিমাণ অনুমান তিন হাজার টাকা। বিশেষ করিয়া আমার কতগুলি নথিপত্র বিনষ্ট হইয়াছে। এইগুলি আমার প্রয়োজনীয় মোকর্দ্দমার দলিল।

তাহারা আমার স্ত্রীকে মুসলমান বাড়িতে রাখিয়া দুইদিন পর্য্যন্ত অত্যাচার করে, দুইদিন পরে আবার প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় বাড়িতে রাখিয়া যায়।

নিবেদক

দেবেন্দ্ররঞ্জন কর
আমিন
সাং নারায়ণপুর
থানা— রামগঞ্জ
১৪নং UB
২৬।১০।৪৬

আমাদের বাড়ী বেগমগঞ্জ থানার অন্তঃগত হাজিপুর গ্রামে অবস্থিত।

১৫ই অক্টোবর মঙ্গলবার রাত্রে ৯টার সময় একদল গুণ্ডা বাড়ীতে প্রবেশ করে। তাহারা আমার পিতা ও মাতা এবং ছোটভাই আর ছোট ভগ্নিকে চোরা ও গরুকাটা কাতা দিয়া গুরুতর আঘাত করে। তাহাতে তৎক্ষণাত পিতা এবং মাতার মৃত্যু হয়, আর ভাই ও ভগ্নী হাসপাতাল রাখিয়াছি। পরদিন সকালে থানাতে এজাহার দেওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু এজাহার নেয় নাই। পরে লিখিত একখানা দাখিল করিয়াছি। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন খোজ নিতেছে না। থানায় জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলে লাস মাটি দিয়া ফেল। কি করি ৪দিন পরে লাশ মাটি দেওয়া হয়।

ঐ তারিখে আমাদের বাড়ীর পূর্ব্বদিগে রাতুল বৈষ্ণবের ঘরেও আর একদল গুণ্ডা প্রবেশ করিয়া তাহাকে গুরুতর আঘাত করিয়া তাহার টাকা পয়সা মালপত্রাদি সকল নিয়া গিয়াছে। এ সব ঘটনায় আমাদের কৃষ্ণসুন্দর মজুমদার সহ অনেক বাড়ীর লোক সকল চলিয়া গিয়াছে। আমি একা বাড়ীতে থাকিতে না পারিয়া উত্তরপাড়ায় এক বাড়ীতে আছি। অতএব বিনীত নিবেদন এই নিরাশ্রয়ের উপর সুদৃষ্টি করিয়া সাহায্য করিতে আজ্ঞা হয়।

ইতি
২৫/১০/৪৬ইং

প্রকাশ থাকে যে গুণ্ডারা আমার বাড়িতে একখানা কাতা, একখানা চুরী, ২টি রোল ফেলিয়া গিয়াছে।

(স্বা) অনন্তকুমার নাথ
সাং— হাজিপুর
(বেগমগঞ্জ থানা)

আমার নাম শ্রী হরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী। সাং বটগ্রাম। থানা বেগমগঞ্জ। গত ১৪/১০/৪৬ ইং সোমবার স্থানীয় কতিপয় মুসলমান আমাকে ও আমার বাড়ীর লোকজনকে জোর করিয়া ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিল এবং আমাদের বাড়ি হইতে ২০ টাকা লিগের চাঁদা আদায় করিয়া নিয়াছিল। এই ঘটনার পর তিনদিন পর অর্থাৎ ১৭ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার অনুমান রাত্রি ১১টার সময় ৮/১০ জন মুসলমান গুণ্ডা বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়া আমার বৃদ্ধ খুড়োমহাশয় শ্রীযুত অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তীকে (তিনি আজীবন বটগ্রাম উচ্চ প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষক ছিলেন) তাঁহার ঘরের সম্মুখে হইতে জোর করিয়া এই বলিয়া টানিয়া লইয়া যায় —"তুমি মুসলমান হইয়াছ, কিন্তু এখনও দুর্গানাম ছাড় নাই। তোমার একখানা চিঠি আমার হাতে ধরা পড়িয়াছে। তাহার প্রারম্ভে শ্রীদুর্গা নাম লেখা আছে, তোমাকে দুর্গার সঙ্গে বলি দিব।" আমি আমার ঘর হইতে এই কথাগুলি স্পষ্ট শুনিয়াছি এবং খুড়োমহাশয়কে রক্ষা করিবার জন্য ঘর হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিলে গুণ্ডারা ধমক দিয়া বলে যে কেহ যদি ঘর হইতে বাহির হও কল্ল্য উত্তর দিব। আমার আর একজন খুড়া শ্রীযুত দেবেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাকেও এইভাবে ধমক দিয়া ঘরে ঢুকাইয়া দেয়। আমার খুড়োমহাশয়কে দুর্বৃত্তগণ ধরিয়া লইয়া যাইতে থাকিলে তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলেন—"বাপু, তোরা অনেকে আমার ছাত্র, আমাকে প্রাণ ভিক্ষা দে, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।" কিন্তু দুবৃত্তরা তাঁহার কোন কথা কর্ণপাত করে নাই। তাঁহাকে তাহারা কোথায় লইয়া গিয়াছে ও কি করিয়াছে আজ পর্য্যন্তও জানা যায় নাই। জনরবে শুনা যায় তাঁহাকে কাটিয়া দক্ষিণ যুগীবাড়ীর সম্মুখের পুকুরের পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে কবর দেওয়া হইয়াছে এবং সম্প্রতি ঐ কবর হইতে মৃতদেহ কোন অজ্ঞাতস্থানে সরানো হইয়াছে। এই দুর্বৃত্তগণের মধ্যে আমি কয়েকজনকে চিনিয়াছি ও সনাক্ত করিতে পারি। ইহাদের নাম : —

১) আনওয়ার উল্লা পিতা মৃত আবদুল।
২) আনওয়ার উল্লার ভাই একটা নাম জানিনা।
৩) মহম্মদ
৪) আউশী (ডাক নাম) বাড়ী করিমপুর। সে আমাদের গ্রামে এনায়েতুল্লা ভুঞার বাড়ীতে থাকে।
৫) মুসলিম পিতা মৃত রজ্জব আলি। সাকিন বটগ্রাম।

গতকল্য ২৬/১০/৪৬ ইং পুলিশ আমাদের বাড়ীতে গিয়া আমাদের সকলকে উদ্ধার করিয়া নিয়া বেগমগঞ্জে আনিয়াছে।

আমার খুড়া অক্ষয়বাবুর বয়স ৭৩ বৎসর ছিল। আমি থানায় এজাহার করিয়াছি।

শ্রী হরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
২৭.১০.৪৬ (ইং)

I, son of Babu Jogendra Kumar Bhowmik of Gobindapur P/S Begumganj, dt. Noakhali beg to report that my house was attacked by the Hooligans on the 10th Oct. 1946 at about 11am in the morning. A gang of Hooligans first entered my house and they demanded a subscription from my father in lieu of which they threatened us with murder, Arson etc. Accordingly my father was reluctantly compelled to pay a lump sum forth with. Even in their presence another gang of greater force and equipped with dangerous weapons entered into our house with similar motives. Giving absolutely no time to speak a word even, they dragged my father away and meted him a barbarous murder. Next they turned to my Cousin of most robust physique. His hands were tied up, poked him with sharp spear, and then he was thrown into fire thrice. But my Cousin was strong enough to sustain for a long time. The nature of his murder can better be imagined than described. The rest of the family members took their shelter in a neighbouring house and succeeded to escape sure death giving unwilling consent to the marriage of my sister Miss Anila Bhowmik with (one) muslim young man. A report was lodged with officer in charge Begumganj Police Station by mother Mrs. Promila Bhowmik at the time of her rescue.

Protection and justice solicited.

Pijush Kanti Bhowmik, 24.10.46

Case records, Viswaranjan Sen's file

(3) Sri Jaychandra Bepari (age 90) of Tamta village (2½ miles south of Ramganj) was murdered on 10.10.46 at 8 pm. The oldman's house was looted. He refused to be converted and died fighting.

(Reported by a relative and noted by Sj. Surendra K. Basu).

(5) At Abhirampur (2 miles from Ramganj) 50 washerman families were forcibly converted. Their houses were looted and burnt on 16.10.46. including there places of worship. The Conch-bracelets of women were forcibly broken by muslims and marks of vermillion were wiped out in most humiliating manner. Hemaprova, a girl of 14, daughter of Prasanna Kumar Podder brother-in-law were about to be forcibly married to Abdul Behari. They were also thretened and asked to slaughter cow and big deg was brought for cooking. At this time the police came and rescued them.

(Reported by Nagendra Kumar Das of that village (eye witness), noted by Sj. Surendra Kumar Basu.)

(7) At Muraim (4 miles from Chatkhil) Sri Ananda Chandra Gop was first forcibly converted on 30th Aswin (17.10.46). He was afterwards asked to take beef and on refusal he was mudered and buried according to muslim rites.

(Reported by Prasanna Kumar Majumder of that village, noted by Sj. Surendra Kumar Basu at Chaumuhani)

(8) At Dashgharia a big village Nath families (weavers) and old man (aged 70)

father of Sri Ramani Nath (Jalar Bari) was asked to come out of his Thakur Ghar and get converted. He refused to come out of the house leaving his deity. The deity was then trampled and the house was set on fire. The old man still refused to come out of the house and was burnt to death.

(Reported by Sri Birendra Kishore Bhowmik of Bhatialpur village at Duttapara).

(10) At Narayanpur on 10.10.46 at 3 pm. the Kutchery houses of Sj. Surendra Kumar Basu were attacked. Suren Babu was asked to come down. Suren Babu fired 4 rounds for self protection. He asked for more cartridges. The servant who was going to him to supply them was shot dead by Kasem the leader of the mob. The house was then set on fire by petrol Suren Babu then jumped on ground. He was then murdered and his head was cut off and taken away. All the houses of Kutchery and Bazar were burnt and looted.

(Reported by Dhirendra Kumar Baidya, eye witness at Duttapara)

Extracts from Viswaranjan Sen's diary—

The workers saw one boy turned mad during the disturbances shouting Darar Mia (another name of Golam Sarwar). They heard of another lunatic case.

28.10.46... At Ramganj I saw and took statements of two girls aged 7 and 12 who were forcibly married to the son of Ledhu Mia and another to a Hindu newly converted. The girls were rescued by the K.M.D. with the help of police on 27.10.46 and brought to Ramganj. The girls were living with their parents.

29.10.46 Sri Gourhari Kaviraj (Seal), The father of Pushpalata (aged 7) came to Ramganj and stated that he and his family were threatened with dire consequences by the Muslims of his village who demanded that the girl should be immediately brought back to the village. The father sought for police and military help for rescue of his family but failed to secure any help. The S.D.O. who arrived there was approached for help but to no effect. The S.D.O. told me that the military authorities were to control the situation and they should be approached in these cases. In order to console the extremely nervous and perplexed father we offered to go with them to his village and face the Muslims. He and some of his neighbours agreed and when we were about to start they got frightened and refused to go.

30.10.46. We two (Viswaranjan Sen and Bhupal Chandra Kamar) left Ramganj on 30.10.46 for Shahapur and Karpara along with two persons of that village. We were warned by all not to go there. Without any police as we would surely be murdered. On the way one of the villagers stayed on out of fear. Near Shahapur we were encountered by some Muslims who interrogated and searched our bags. Some of them suggested that we should be forcibly stopped and others suggested that we

might be stopped at Shahapur Bazar. At Shahapur Bazar we were seated in a shop and found ourselves besieged (by) a Muslim croud. They began to interrogate us fiercely and were angry with us and expressed surprise for our going there unprotected by the police. We told them calmly and fearlessly that we were sufficiently warned about the danger but we were prepared to face the worst consequence in doing our duty. We found the number of the crowd increasing up to 4/5 hundred all eager to have a look of our face. We saw murderours looks on the faces of some of them. Our bags were searched. I showed them the statement issued by Sj. Satish Chandra Dasgupta on the eve of our tour in Noakhali and told them that we were out to tour into the affected villages without any police escort; our main object was to relieve the people from fear which made them lead a Muslim life against their will and we would like to meet the Muslim leader to tell them that it was their duty to remove fear from the minds of the Hindus; our second object was to take note of the distress of the people and to find means for relieving them. I also told them that if they disbelieved me or displeased at what I said they could do whatever harm to us and we would suffer them fearlessly and without any malice. They told us that they could neither believe nor disbelieve us about our object. This went on for an hour. We were told that the S.D.O. had arrived there from Dasgharia and they asked me to talk with the S.D.O. The S.D.O. asked them not to suspect us and warned them not to insult us in any way. I invited the S.D.O. to go to the Hindus who were forcibly converted and in fear, even for a few minutes acompanied by some local Muslim leaders to ask the Hindus to get rid of fear and to adopt Hindu dress– which they refused to do for lack of time. He then started for Dattapara in a boat along with Mr. Hug the Circle Officer. One among the crowd produced one small cloth bag belonging to the person who accompanied us and produced a dagger and complained that the dagger was found inside the bag. I at once protested and told the S.D.O. that this was malicious lie as I was present when his bag was searched an hour back. The S.D.O. at once disbelieved the complaint but did not take a stern attitude towards him. When questioned he said to me in whisper that he himself was afraid of the mob to speak or do anyting harshly.

When he went away I talked with the local Muslim leaders who said that there was peace inside the village. I pointed out to them the state of forced Conversion of the Hindus and asked them to accompany me the next morning inside the village to relieve the Hindus of all fear. When I enquired about the house where I should stay in the night, a young man Sri. Manoranjan Pal was asked to take me to their home. I saw him wearing a Muslim dress. I at once told Kudrus Mia and others to begin our work immediately and requested them to ask the young men to change his dress then and there. They avoided to do so and when I insisted the young man was afraid to do so. Then I went to their home. We two recited our prayers and Ramnam. After that I had a talk with one Matin Chowdhury who told me that the Muslims of that place were lientenants of Golam Sarwar their leader and would not listen to my proposal.

31.10.46. Next morning we talked with a munshi an old man Noor Mia who had come to their house to hold his usual namaj class. I told him that it was against all religious to forcibly convert anybody and to teach anybody against his will, and also pointed out that all the Hindus were converted against their will and pointed out that the S.D.O. who came there also admitted this fact to me.

I came to Shahapur Bazar but found that nobody would be available or willing to accompany me to meet the Hindus. We then went to Karpara alone and saw the devastated houses of late Rajendra Lal Chowdhury. I talked with some Hindus and took some food, who said to us that ours was the first non-official visit to that place. We also talked with some Muslims. At Karpara we found people wearing Hindu dress but learnt that they were compelled to were Muslim dress a few days back and even now when they went to Sahapur Bazar. Some people were even then afraid to wear Hindu dress ...

Shahapur bazar was the most dangerous zone in that area. The Hindus were found to be extremely panic. We found in other villages more or less the same panicky tortuered and humiliated condition of the Hindus. They are getting more or less extremely nervous as the Bakrid is approaching when they apprehend forced slaughter of cows and eating of beef. They also apprehend more forcible marriages and proposals of marriages. The military people are against rescue work as they claim they will be able to restore normal condition. But their activities have been found to be very slow and unsatisfactory producing very little reaction in the interior The people want to be rescued force fear and humiliation and when they find that is not possible, they want to be rescued to other places. But that is discouraged by the military.

শ্রী উপেন্দ্রচন্দ্র গোপ পিং শ্রী রামবল্লভ গোপ জাতি গোয়ালা সাং ছয় আনী টব্‌গা, ১৩নং টব্‌গা ইউনিয়ন, থানা রামগঞ্জ, জিং নোয়াখালি বর্ণনা প্রদানকারী।

আমি কুমিল্লা কালেক্টরীতে পিয়নের কাজ করি। পূজার ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছিলাম। গত ১১/১০/৪৬ইং শুক্রবার বেলা আনুমানিক ৯টায় পাঁচ শত মুসলমান আমাদের বাড়ীতে চড়াও হয়। ইহারা সকলেই স্থানীয় লোক। অধিকাংশকে চিনি। উহারা বলে, "আমাদের দীন মানিলে তোমাদের ধনপ্রাণ রক্ষা পাইবে, অন্যথায় সব কিছু যাইবে। যদি দীন মানিতে রাজি থাক তবে আমাদের সংগে প্রেসিডেন্টের (আলি আজ্জম ভূঞা পিং মৃত এবাদ আলী ভূঞা, সাং ছয় আনী টব্‌গা) বাড়ীতে আস।" আমরা প্রাণের ভয়ে বাড়ীর পুরুষেরা উহাদের সংগে যাইতে রাজী হই। এইরূপভাবে আমাদের স্বশ্রেণি ছয়টি বাড়ীর পুরুষদিগকে প্রেসিডেন্টের বাড়ী নিয়া হাজির করা হয়। প্রেসিডেন্ট আমাদের বলে; "তোমরা মুসলমান হইতে রাজী আছ কিনা? অন্যথায় তোমাদের কি ঘটিবে আমি বলিতে পারি না।" অগত্যা আমাদিগকে রাজি হইতেই হইল। তখন আমাদিগকে প্রেসিডেন্টের বাড়ীতেই মুসলমানী দীক্ষা দেওয়া হয়। আমরা বাড়ীতে ফিরিয়া আসি। রবিবার দিন সকালবেলা আমাদের বাড়ির কাহারও কাহারও দ্বারাই আমাদের একটি গরু জবাই করান হয়। আরও কোন কোন বাড়ীতে ঐরূপ করান হয়। আমাদের বাড়ীর আমার জ্যেঠাতো ভাই মৃত মহিমচন্দ্র গোপের বিধবা মেয়ের (২০/২২ বৎসর

দুইটি মেয়ে আছে) সহিত আমার আর এক জ্যাঠাতো ভাই মৃত গিরিশচন্দ্র গোপের পুত্র শ্রী সুরেশচন্দ্র গোপের (১৮/১৯ বৎসর) মুসলমানী মতে বিবাহ দেওয়া হয়। অন্যান্য কোন কোন বাড়ীতেও ঐ জাতীয় বিবাহ হয়। ইহার পর আমাদের বাড়ীতে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা হয় এবং আমাদিগকে এক পংক্তিতে বসিয়া মুসলমানদের সহিতই আহার করিতে বাধ্য করা হয়। অনেক কাকুতি মিনতিতে গোমাংস ভক্ষণ হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়। এদিকে কাছারী খুলিয়া যাওয়াতে আমি প্রেসিডেন্টের নিকট কুমিল্লা যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করি। তিনি আমাকে কুমিল্লার কালেক্টরের কাছে জ্বরের অজুহাতে ছুটি চাহিয়া আবেদন করিতে বলেন। ডাকটিকিট না পাইয়া আমি বিনাটিকিটে ঐ মর্মে আবেদন করি। অতঃপর প্রেসিডেন্টকে না জানাইয়াই শুক্রবার (১৮/১০/৪৬ ইং) বাড়ী হইতে চলিয়া আসি। অদ্য নোয়াখালীতে আসিয়া পৌঁছাই। আমাদের গ্রামের হিন্দু বাসিন্দাদের নিরাপত্তার জন্য অবিলম্বে সেখানে সশস্ত্র পুলিশ অথবা সৈন্য পাঠান প্রয়োজন।

এই বিবরণ পড়িয়া ইহারা মর্মার্থ অবগত হইয়া ইহাতে দস্তখত করিলাম। ইতি নোয়াখালী ১৯/১০/৪৬ ইং।

শ্রী উপেন্দ্রচন্দ্র গোপ
কালেক্টারীর প্রঃ সার্ভার

শ্রীমতী বরমালা রায় পতি মৃত মনোমোহন রায় সাং গোবিন্দপুর থানা বেগমগঞ্জ, জিং নোয়াখালী বর্ণনাপ্রদানকারিণী।

গত ১৪/১০/৪৬ ইং সোমবার সকাল বেলা বহুলোক (তাহারা সকলেই মুসলমান) আমাদের বাড়ীতে হানা দেয়। ইহাদের অনেকের মুখ দেখিলে চিনি, নাম বলিতে পারি না, একজনের নাম জানি; তাহার নাম মুছা। ইহারা সকলেই মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আসিয়াছিল। ইহারা বাড়ীর উঠানে আসিতেই আমরা দালানের কপাট বন্ধ করিয়া ফেলি। তাহারা দালনের কপাট ভাঙ্গিয়া ভিতরে ঢুকিতে আরম্ভ করিলে আমরা ছাতে উঠি। এবং তখন দেখিতে পাই সমস্ত বাহিরের ঘরগুলিতে আগুন দেওয়া হইয়াছে। দেখিলাম কোন কোন দল ঘরে আগুন দিতেছে। দুর্বৃত্তরা দালানের ছাতে উঠিয়া আমাদিগকে টানিয়া নামাইতে থাকে এবং কাহাকে কাহাকেও নিচে ফেলিয়া দেয়। আমরা মেয়েরা যখন ছাতে উঠিয়াছিলাম তখনই দেখিয়াছিলাম বাড়ীর পুরুষ অনেককেই বাঁধিয়া ফেলা হইয়াছে এবং কোন কোন জনকে মারধর এবং ছুরি, বল্লমাদির দ্বারা আঘাত করা হইতেছে। আমাদিগকে অর্থাৎ বাড়ীর মেয়েদিগকে এবং শিশুদের অনেককে আমাদের বাড়ীর উত্তরদিকের পুকুরের ঘাটলার নিকট নিয়া যাওয়া হয়। আমার ভাসুর দীননাথ রায়কে পূর্বেই দুর্বৃত্তরা মাথায় আঘাত করিয়াছিল। তিনি আমাদের সংগেই ছিলেন এবং তাহার স্ত্রী তাঁহাকে শুশ্রূষা করিতেছিলেন। দীননাথ রায়কে আমাদের নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়া নিয়া দুর্বৃত্তরা তাঁহাকে দুর্গামণ্ডপের দিকে লইয়া গিয়া আগুনে নিক্ষেপ করে। ঘাটলার নিকট হইতে দেখিলাম, আরও অনেককেই ঐরূপে হত্যা করা হইতেছে। আমার দেওর রমণীমোহন রায়কে দুর্বৃত্তরা আমাদের কাছ হইতে ডাকিয়া নিয়া লাঠি দিয়া আঘাত করিয়া পরে বাঁধিয়া জীবন্ত অবস্থাতেই আগুনে ফেলিয়া দেয়। যশোদা রায়ের ভগ্নীপতি বিনোদ মজুমদার মেয়েদের মধ্যে ছিল। তাহাকে সেখান হইতে নিয়া লাঠি বল্লম ইত্যাদির দ্বারা আঘাত করিয়া পরে আগুনে ফেলিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ ভাবে আরও অনেককে হত্যা করা হইতেছিল। ঘাটলার নিকট হইতে দুর্গামণ্ডপের সামনের স্থান খুব ভাল করিয়া দেখা যায় না এবং সেখানে প্রকাণ্ড জনতা। আংশিকভাবে যাহা দেখা যাইতেছিল

তাহাতেই দেখিতেছিলাম কাহাকে কাহাকেও জীবন্তই আগুনে ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে; তাহারা অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় আগুন হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে আবার দুর্বত্তরা তাহাদিগকে আগুনে ফেলিয়া ফেলিয়া দিতেছে। আমাদের পাশের বাড়ীর ভারত ভৌমিক প্রভৃতিকেও তাহাদের বাড়ী হইতে আনিয়া আমাদের দুর্গামণ্ডপের সম্মুখে হত্যা করা হয়। এই নিদারুণ দৃশ্য দেখিয়া মেয়েছেলের মধ্যে কেহ কেহ ফিট হইতে থাকে। এই সকল কারণে আমাদিগকে ভৌমিক বাড়ীতে নিয়া যাওয়া হয়। আমাদের ইতিপূর্ব্বেই— আমাদের শরীরের অলংকারাদি ছিনাইয়া নেওয়া হইয়াছিল, এবং তাহাতে কাহারও নাক কান পর্য্যন্ত ইহাতে ছিঁড়িয়া গিয়াছিল; কাহাকেও উলংগ করিয়া পরণের কাপড় পর্যন্ত খুলিয়া নেওয়া হইয়াছিল। আমাদিগকে অতঃপর— আমাদের পাটারী বাড়ীর লোকেরা ভৌমিকদের সুপারীবাগানে নিয়া রাখে, এবং পরে পাটারী বাড়ী নিয়া যায়। গতকল্য বিকালে আমরা পুলিশের সাহায্যে পাটারীবাড়ী হইতে উদ্ধার পাই এবং সেখান হইতে নোয়াখালী সহরে আসি। বাড়ীর অনেক স্ত্রীলোক কোথাও আশ্রয় পাইয়াছে কিনা এবং সেখান হইতে উদ্ধার পাইয়াছে কিনা বলিতে পারি না। পাটারী বাড়ী হইতে আমরা ১৭ জন উদ্ধার পাইয়াছি।

এই বিবরণ আমাকে পড়িয়া শুনান হয়। এবং ইহার মর্মার্থ জানিয়াই ইহাতে নাম সহি করিলাম। ইতি নোয়াখালী ১৭/১০/৪৬ ইং

শ্রীমতী বরমালা রায়

শ্রী কৃষ্ণমোহন রায় পিতা মৃত গোলকচন্দ্র রায় সাং বড়ো গোবিন্দপুর, ৭নং মাণিক্যনগর ইউনিয়ন। থানা বেগমগঞ্জ, জিং নোয়াখালী বর্ণনা প্রদানকারী।

পূজার পূর্ব হইতেই নানাভাবে আমাদিগকে জানান হইতেছিল যে আমাদের প্রতিমা নষ্ট করা হইবে এবং পূজা পণ্ড করা হইবে। পার্শ্ববর্তী মৌজা তথারখিলে শ্রীযুক্ত প্রসন্নমোহন চক্রবর্তীর প্রতিমাদি নষ্ট করা হইয়াছিল এবং আমাদের পূজাও পণ্ড হইতে পারে আমরা সেই আশংকা করিতেছিলাম। কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের পক্ষে হাটবাজার করা বিপদজনক হইয়া দাঁড়াইল। বাড়ী হইতে মেয়েছেলেদের অন্যত্র সরাইবার চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়াছি।

নৌকা করিয়া আমিষাপাড়া বাজার পর্য্যন্ত যাওয়ার পর মুসলমানগণ বাধা দেয় এবং তাহাদিগকে নিয়া বাড়িতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলাম। নৌকাভাড়া ঠিক হইয়াছিল এক এক নৌকা দুইটাকা। সাধারণতঃ আমাদের বাড়ী হইতে সোনাইমুড়ী স্টেশন পর্য্যন্ত নৌকা ভাড়া ১।।৵২ কিন্তু আমিষাপাড়া বাজারেই আমাদের নিকট হইতে ৪ খানা নৌকার দরুন ২৪৲ আদায় করিয়া লওয়া হয় এবং নৌকাগুলি মেয়েছেলেদের নিয়া সোনাইমুড়ীতে পৌঁছাইয়া না দিয়া বাড়ীতে ফিরাইয়া দিয়া যায়। এই ঘটনা বিজয়া দশমীর পরের দিনের ঘটনা। পূজার কয়েকদিন পূর্ব হইতেই দুর্ঘটনার দিন পর্য্যন্ত প্রতিরাত্রে মুসলমানরা আমাদের গৃহে হানা দিবার চেষ্টা করে। আমরা বাড়ীতে রীতিমত পাহারা দিতে থাকি এবং প্রতিরাত্রিতেই আক্রমণের চেষ্টা প্রতিহত করি। আমাদের পাকাবাড়ী এবং আমাদের একটি বন্দুক থাকার দরুন আক্রমণকারীদিগকে প্রতিবারই হটাইয়া দিতে সমর্থ হই। ইতিমধ্যে লক্ষ্মীপূজার পর হইতে রামগঞ্জ ও বেগমগঞ্জ থানার বহু গ্রামে লুটপাট অগ্নিকাণ্ড, হত্যা ও জোর করিয়া কলমা পড়ান ইত্যাদি চলিতে থাকে। আমাদের অঞ্চলেও তাহা ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। গতকল্য ১৪/১০/৪৬ ইং সোমবার সকাল আনুমানিক সাতটার সময় আমাদের বাড়ীর ও গ্রামের আশেপাশের প্রায় পাঁচশত মুসলমান জনতা আমাদের বাড়ী আক্রমণ করে। ইহাদের সকলকেই আমরা চিনি। অনেকেই আমাদের প্রজা অথবা আমাদের বাড়ীতে যাহারা কাজ কর্ম করিত। জনতা কাতা, ছেনি,

ধামা, কোঁচ, টেঁটা ও পেট্রল প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। জনতা আমাদিগের নিকট দশ হাজার টাকা দাবী করে। আমরা তাহাতে স্বীকৃত হই এবং প্রতিদানে প্রাণভিক্ষা চাই। জনতা বলে, "আমরা হিন্দু আর রাখিব না। হিন্দু কাটিয়া এদেশে পাকিস্থান কায়েম করিব। আমাদের উপর এইরকমই হুকুম উপর হইতে আসিয়াছে।" আমরা মুসলমান ধর্মগ্রহণ করিতে রাজি হই। তখন তাহারা আমাদিগকে অস্ত্রশস্ত্র রাখিয়া নিচে নামিয়া আসিতে আদেশ করে। আমরা বাড়ীর ছাতের উপর অস্ত্রশস্ত্র রাখিয়া নিচে নামিয়া আসি। তখন তাহারা বাড়ীর মেয়েদের দুই দলে ভাগ করিয়া নিজেদের হেপাজতে নিয়া যায়। আমাদিগকে ও তাহাদিগকে বাহির বাড়িতে দুর্গামণ্ডপের সামনে নিয়া যাওয়া হয়। আমার পুত্র মনোরঞ্জন রায় (২৯ বৎসর) বি, এ, রেলওয়েতে আমিন গাঁও স্টেশনে কাজ করিত। প্রথমে তাহাকে পায়ে লাঠির আঘাত করিয়া মাটিতে ফেলিয়া হাত পা শক্ত করিয়া বাঁধিয়া খাবর দিয়া খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া হত্যা করা হয়। ইতিমধ্যে বাড়ীতে প্রত্যেক ঘরে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয় এবং দালানের দরজা জানালা ইত্যাদি ভাংগা হইতে থাকে এবং দালানের যাবতীয় জিনিষ লুণ্ঠিত হইতে থাকে। আমার ছেলেকে হত্যা করিয়া জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। ইহার পর আমার দ্বিতীয় পুত্র প্রফুল্লকুমার রায়কে (২৫/২৬ বৎসর) বাঁধিয়া বল্লম দিয়া খোঁচাইয়া এবং পরে জবাই করিয়া আগুনে ফেলিয়া দেওয়া হয়। তারপর আমার খুড়াতো ভাই যশোদা রায়কে (৩০/৩২ বৎসর) ধরা হয়। আমাদের বাড়ীতে তাহার অবস্থাই সর্বাপেক্ষা ভালো। বাড়ীতে অন্ততঃ ৮০/৯০ হাজার টাকা ক্যাশ ছিল। তাহাকেও পূর্বরূপভাবে হত্যা করিয়া আগুনে ফেলিয়া দেওয়া হয়। ইহার পর আমার আর এক খুড়াতো ভাই দীননাথ রায় এরও ঐ অবস্থা করা হয়। ইহার পর আমার চতুর্থ ছেলে অনিলচন্দ্র রায়কে (৯/১০ বৎসর) মাথায় হাতুড়ী দিয়া পিটাইয়া হত্যা করিয়া আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। তারপর আমার এক খুড়াতো ভাই ক্ষেত্রনাথ রায়কে (২৫/২৬ বৎসর) বাঁধিয়া মাটিতে শোয়াইয়া বুকে চড়িয়া বসিয়া জবাই করিয়া হত্যা করা হয় এবং তারপরে আগুনে ফেলিয়া দেওয়া হয়। আমার অপর দুই খুড়াতো ভাই প্রসন্ন (২০/২২ বৎসর) এবং চিত্ত (১৭/১৮ বৎসর) তাহাদের একজনের ছোট দুইটি শিশুপুত্র ও অন্য একটিকে লইয়া পলাইতে সমর্থ হইয়াছিল। তাহাদিগকে আমাদের বাড়ী হইতে প্রায় আধমাইল দূরে হত্যাকারী দল ধরিয়া ফেলে। উহারা প্রাণভয়ে জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে। সেখানে তাহাদিগকে জলের মধ্যেই মুগুর দিয়া মাথায় আঘাত করিয়া এবং বল্লম দিয়া খোঁচাইয়া হত্যা করা হয়। শিশু তিনটিকেও হত্যা করা হয়। এই ঘটনা আমার এক ভ্রাতুষ্পুত্র ছেনু প্রত্যক্ষ করে। সেও পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে। আমার ৯৫ বৎসরের বৃদ্ধ কাকা উদয়চন্দ্র রায়কে মাথায় আঘাত করিয়া হত্যা করিয়া আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। ইহার পর আমার সহোদর ছোট ভাই রমণী রায়কে (৩০/৩২ বৎ) হাত-পা বাঁধিয়া বল্লমের আঘাতে হত্যা করিয়া আগুনে ফেলিয়া দেওয়া হয়। তাহার একটি শিশুপুত্র এবং ৯/১০ বৎসরের আর এক ছেলের এবং তাহার স্ত্রীর কি হইয়াছে বলিতে পারি না। ইহার পর যশোদা রায়ের ভগ্নীপতি বিনোদ মজুমদার (৩০/৩৫ বৎ) সাং বাবুপুর এবং বিনোদের এক ছেলেকেও হত্যা করিয়া আগুনে ফেলিয়া দেওয়া হয়। যশোদার মেয়ের সংগীত শিক্ষককে (নাম মনে পড়ে না, কল্যাণনগর ভুঞাবাড়ী) পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে হত্যা করিয়া আগুনে ফেলিয়া দেওয়া হয়। ইহার পর আমাদের পাশের বাড়ির ভারত ভৌমিক, ইন্দ্র ভৌমিক, ও তৎপুত্র মণিলাল ভৌমিক, মহেন্দ্র ভৌমিক, নবীন ভৌমিক, সাধু ভৌমিককেও হত্যা করিয়া আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। উহাদের বাড়ীও লুণ্ঠিত এবং ভস্মীভূত হইয়াছে।

নিহত শিশুদের বস্তাবন্দী করিয়া জলে ফেলিয়া টানিয়া লইয়া গিয়াছে। ইহার পর কি করিয়াছে আমি বলিতে পারি না। আমাদের বাড়ীর মেয়েদিগকে আমিনদ্দি মিঞা, ইদ্রিশ পণ্ডিত (উভয়ের সাং বারাহীনগর)

বড়গোবিন্দপুরের করিম বক্স মাষ্টার এবং ছাবরআলী পাটারীর আশ্রয়ে এবং ফকির মহম্মদ ব্যাপারীর বাড়ীতে আছে বলিয়া জানি। ইহাদিগকে সামরিক সাহায্যে এখন উদ্ধার করা সম্ভব বলিয়া মনে করি। কয়েকজন মেয়েছেলের কোন সন্ধান বলিতে পারি না।

আমাদের বাড়ীতে যখন হত্যাকান্ড চলিতেছিল তখন আমি চুপিচুপি পলায়ন করিতে সমর্থ হই। কিন্তু একটু দুরে যাইতে হত্যাকারীদের চোখে পড়ি। তাহারা আমার পশ্চাদ্ধাবন করে। আমি একটি খাল পার হইয়া ভারত ভৌমিকের পায়খানায় আত্মগোপন করি। কিন্তু সেখানেও আমি তাহাদের চোখে পড়ি, সেখান হইতে জলে ঝাঁপাইয়া পড়ি এবং সেখান হইতে পায়খানার নীচে বেতমুড়ার ভিতরে প্রবেশ করিয়া নাক জাগাইয়া চুপ করিয়া থাকি। উহারা টেঁটা, কোঁচ ইত্যাদির সাহায্যে আমার অনুসন্ধান করিতে থাকে। ব্যর্থ হইয়া আমাকে মৃত মনে করিয়া চলিয়া যায়। আমি তখন ঐ স্থান হইতে উঠিয়া গাছে উঠিয়া আমাদের বাড়ীর পরবর্তী দুর্ঘটনা প্রত্যক্ষ করি। ইহার পর রাত্রিতে গাছ হইতে নামিয়া আমিনদ্দি মিঞার বাড়ীতে আমার স্ত্রী পুত্রবধূর সন্ধান করিতে যাই। আমিনদ্দি মিঞার ছেলে আজিজুর রহমান আমাকে মুসলমান সাজাইয়া আমাকে আমিষাপাড়া বাজার পর্য্যন্ত নিরাপদে পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করে। গ্রামে আমাকে মৃত বলিয়াই মনে করা হইতেছে। সেখান হইতে আমি নোয়াখালী সহরে আসি।

আমার বাড়ীর অর্দ্ধদগ্ধ মৃতদেহগুলির সৎকার হয় নাই। ঐগুলি এখন হয়ত শিয়াল কুকুরে ছিঁড়িয়া খাইতেছে। বাড়ীর মেয়েছেলেরা অনেকেই নিরাপদে পূর্ব্বোক্ত মুসলমান বাড়ীতে আশ্রিত হইয়া আছে। কয়েকজনের কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। তাহাদের নাম —

১। খুকুরাণী (বয়স ১৩/১৪) অবিবাহিতা, যশোদা রায়ের মেয়ে

২। মনা (১৩/১৪ বৎসর) পিতা মৃত রাধামোহন রায়, অবিবাহিতা।

৩। যশোদারায়ের আর এক মেয়ে (খুকুর ছোট, ১১/১২ বৎসর)

৪। আমার পুত্র প্রফুল্লের স্ত্রী (১৩/১৪ বৎসর) ইহাদিগকে দুর্বৃত্তরা নিয়া গিয়াছে। আরও অনেকের সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে পারি না। আমাদের বাড়ীর হত্যাকাণ্ডে যাহারা প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের কয়েকজনের নাম —

১। মুছলিম পিতা মৃত জবর আলী সাং মাণিক্যনগর।

২। ছক্যা পিং মৃং আমিরদ্দি সাং সাতঘরিয়া।

৩। এলাহি পিতার নাম জানিনা সাং বালিয়াধর।

৪। মুছা পিং দুলা মিয়া ব্যাপারী সাং শুকরপুর প্রকাশ্য আধিরপাড়া।

৫। মুছা (আচ্ছুক আলীর সাংগটির পুত্র) সাং মাণিক্যনগর।

৬। বাল্যার বাপের বড় ছেলে। সাং আবিরপাড়া খালপাড়ের বাড়ী।

৭। হাবিউল্ল্যা পিতার নাম স্মরণ পড়ে না, সাং শুকরপুর।

৮। আমাদের ইউনিয়নের আছা চৌকিদারের বড়ছেলে।

৯। ফজলের রহমান পিং আশ্রাব আলি ভুঞা সাং মানিক্যনগর।

অপরাপর সকলকেই আমি চিনি। কিন্তু আমার বর্তমান মানসিক অবস্থায় আমি তাহাদের নাম স্মরণে আনিতে পারিতেছি না।

আমাদের বাড়ীর তিনহিস্যা, কৃষ্ণমোহন রায়, দীননাথ রায়, যশোদা রায় সকলের নগদ টাকাপয়সা, অলংকারাদি জিনিষপত্র, গোরু, বাড়িঘর ইত্যাদি মিলাইয়া ক্ষতির পরিমাণ কমপক্ষে আড়াইলক্ষ টাকার মত হইবে। এই সকল লুণ্ঠিত মালপত্র তদন্ত করিলে এখন অধিকাংশই উদ্ধার করা সম্ভব। এই বিবরণ সম্পূর্ণ পাঠ করিয়া অদ্য নোয়াখালী সহরে ১৫/১০/৪৬ ইং মংগলবার এই বিবরণে স্বাক্ষর করিলাম।

শ্রী কৃষ্ণমোহন রায়

আরতীপ্রভা শূর রায় পিতা শ্রী অনন্তকুমার শূর রায় সাং পাঁচঘরিয়া থানা রামগঞ্জ জিলা নোয়াখালী ১৪ নং রামনারায়ণপুর।

লক্ষ্মীপূজার ২ দিন পরে আমাদের গ্রামের রাজকুমার পালকে কাটিয়া ফেলে এবং তাদের বাড়ী পোড়াইয়া দেয়। তখন হইতে গ্রামের মুসলমানেরা আমাদের শাসাইতে থাকে এবং বলে অন্যগ্রামের মুসলমানেরা আপনাদের কাটিয়া ফেলিবে। আপনারা যদি আপনাদের মেয়ে এই (কাদিরা) জিল্লুর রহিমের সঙ্গে বিবাহ দেন এবং মুসলমান হন তাহা হইলে আমরা আপনাদের বাঁচাইয়া দিব। প্রথমে আমরা অস্বীকার করি। আমাদের বাড়ীর সকলেও ঠিক করে মুসলমানের হাতে মরার চেয়ে এবং ইজ্জত হারানোর চেয়ে নিজের হাতে নিজেই প্রাণ দিব। বয়স্করা গলায় দড়ি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হন্ এবং ছোটরা করবীর গোটা খাইয়া মরিবার জন্য সকলেই প্রস্তুত হন। আমার মা নিজের হাতে আমাকে দড়ি তুলিয়া দেন। এবং কিভাবে ফাঁসী দিতে হয় শিখাইয়া দেয়। কি অবস্থা হইলে "মা" নিজের হাতে সন্তানকে মারিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারেন, এটা সবাই বুঝেন। আমি মার কাছ হইতে শেষ বিদায় নেওয়ার জন্য মাকে প্রণাম করি। তখন মা আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলেন— "তুই আমার মেয়ে এর পর জন্মে, আমার মেয়ে হয়েই জন্মগ্রহণ করবি, এই আমার আশীর্ব্বাদ। আমি মায়ের আশীর্ব্বাদ নিয়া ফাঁসি দিতে চলিয়াছি, এমন সময়ে খড়গ্ লইয়া মুসলমানেরা আমাদের কাটিতে আসে। তখন আমরা নিজের হাতে মরিবার পথও হারাইলাম! তখন আমার বাবা অনুপায় দেখিয়া আমাকে বিবাহ দিতে এবং মুসলমান হইতে স্বীকার করিলেন। সেই দিনই আমাদের সকলকে ঐ মুসলমান বাড়িতেই লইয়া যায় এবং সকলকে কলমা পড়াইয়া মুসলমান করে। সেই দিনই আমাকে জিল্লুর রহিম চৌধুরীর (কাদিরা) সঙ্গে আমাকে বিবাহ দেয়। এই ছেলেটির সঙ্গে আমার আগে কোন আলাপ পরিচয় ছিল না। আমাকে বিবাহ দেওয়ার পর আমাকে মুসলমান বাড়ীতে রাখিয়া আসে এবং সেই ছেলেটি আমাকে নানারকম জিনিষ দিয়া প্রলোভন দেখাইয়া এবং ছুরি দেখাইয়া বলপূর্বক আমার উপর অত্যাচার করে। তার কয়েকদিন পরে নোয়াখালি হইতে S.P. গেল। তখন ছেলেটি আমাকে শিখাইয়া দেয়, আমি যেন বলি আমি নিজের ইচ্ছায় মুসলমান হইয়াছি ও বিবাহ করিয়াছি। যদি না বলি তাহা হইলে সে আমাকে কাটিয়া ফেলিবে। এই বলিয়া সে আমাকে ছোরা দেখায়। S.P. আমাকে জিজ্ঞাসা করে "তুমি নিজের ইচ্ছায় বিবাহ করিয়াছ কি? কোনরকম জবরদস্তি করে নাইত? আমি অন্য কোঠা হইতে বলিলাম "আমি নিজের ইচ্ছায় বিবাহ করিয়াছি। আমার উপর কোন জবরদস্তি করে নাই।" প্রাণের ভয়ে আমি এই রকম কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছি। আমি নিজের ইচ্ছায় বিবাহ করি নাই। এবং আমার আত্মীয় স্বজনকে কাটিয়া ফেলিবে ভয় দেখাইলে আমার বাবা বিবাহ দিতে স্বীকার করেন। S.P. আমাকে বলেন যেন লিখিয়া দেই আমি নিজের ইচ্ছায় সব

কিছু করিয়াছি এবং আমি এখানে থাকিতে ইচ্ছুক। তখন আমি তাহাকে লিখিয়া দেই। সেই জিল্লুর রহিমও ঐরকম একখানা আমার কাছ হইতে লিখিয়া নেয়। প্রথমে আমি লিখিতে অস্বীকার করি। তখন আমাকে মারিবে বলিয়া ছেলেটি ছোরা আনিল। আমি ভয়ে ভয়ে লিখিয়া দিয়াছি। কি লিখিয়াছি আমার মনে নাই।

ছেলেটি কি লিখিতে হইবে বলিয়া দিয়াছে। এবং আমি লিখিয়াছি। তার ৫/৬ দিন পর মাজিস্ট্রেট্ সেখানে যান। ছেলেটি আমাকে যাইয়া বলে ম্যাজিস্ট্রেট্ আসিয়াছে। ম্যাজিস্ট্রেট্ তোমাকে জেরা করিবে এবং সেখানে যাইতে বলিবে। তুমি প্রথমেই বলিবে, আমি মুসলমান হইয়াছি। আমার এখন পর্দ্দা হইয়াছে। আপনি রাত্রে আসিবেন। তারপর বলিও "আমি নিজ ইচ্ছায় বিবাহ করিয়াছি ও এখানে থাকিতে ইচ্ছুক। তার পর আমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে আনা হয়। ম্যাজিস্ট্রেট্ আমাকে বলেন "আপনি কি এখানে থাকিতে চান? এখানে থাকলে যদি আপনার জীবন সুখের হয় তা হলে আপনি নির্ভয়ে বলতে পারেন কোনও ভয় না করিয়া। তখন আমার কাকা ও বাবা তাদের সাথে ছিলেন। আমি ম্যাজিস্ট্রেটকে ও আমার বাবা কাকাকে দেখিয়া ভরসা পাই এবং সেখানে থাকিতে আমি অস্বীকার করি ও তখনই ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে চলিয়া আসি। আমি অনুমান ১৪, ১৫ দিন আটক ছিলাম। আমাকে আমাদের বাড়ী হইতে বলপূর্ব্বক নেওয়ার সময় লনী মিয়া পণ্ডিত জিল্লুর রহিম আমিন উল্লা ইস্‌মাইল আরও অনেকেই তাহাদের সঙ্গে ছিল। দেখিলে চিনিতে পারিব, নাম বলিতে পারি না।

কুমারী আরতীপ্রভা শূর রায়

(Through Debotsh Dasgupta)

শ্রীসত্যেন্দ্রসুন্দর বসু

৪র্থ বার্ষিক বাণিজ্য বিভাগ, জয়পুরিয়া কলেজ। কলিকাতা

আমার বাড়ী চাঁদপুর সাবডিভিসনের অন্তর্গত ফরিদগঞ্জ থানার করৈতলী গ্রামে। আমার বাবা ও কাকা সেই স্থানের স্থানীয় জমিদার।

আমি ও আমার জেঠতাত ভ্রাতা আমাদের গ্রামের এই অরাজকতার সংবাদ পাইয়া গত ১৮ই অক্টোবর কলিকাতা হইতে চাঁদপুর রওনা হই। চাঁদপুর পৌঁছিয়া অনেক চেষ্টা করিয়াও তিন দিনের মধ্যে গ্রামে যাইতে পারি নাই। আমাদের গ্রাম চাঁদপুর হইতে ১০ মাইল দূরে অবস্থিত। নৌকা ছাড়া যাওয়ার উপায় ছিলনা। আমাদের গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীযুত অবনীকুমার গুহ ও চাঁদপুরের বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মি শ্রীযুত মনকুমার নাগ সহ S.P., S.D.O. এবং D.I.G-র নিকট পুনঃ পুনঃ আবেদন করিয়া তিন দিন পরে কয়েকজন Military র সাহায্যে আমরা স্থানীয় ২১ জন যুবক গ্রামস্থ সর্বসাধারণের উদ্ধারের জন্য নৌকাযোগে করৈতলী রওনা হই। এবং ২১শে অক্টোবর সকাল বেলা গ্রামে পৌঁছি। তথায় যাইয়া দেখি: —

১। আমাদের নিজ বাড়ীর কাহাকেও বাড়ীতে দেখিতে পাইলাম না। ঘরগুলি ভস্মীভূত, দালানে আগুন লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছে, জানালা দরজা সব ভস্মীভূত। বাড়ীর অস্থাবর সম্পত্তি ও জমিদারী সংক্রান্ত কাগজপত্র সব লুণ্ঠিত। আমাদের দীঘির উত্তর পারে কালী প্রতিষ্ঠিত ছিল। (পাথরের কালী ও মহাদেব) তাহা চূর্ণ বিচূর্ণ। আমাদের নিজ বাড়ীর মন্দিরের সমুদয় বিগ্রহাদি

লুণ্ঠিত। কালী ও বাড়ীর বিগ্রহাদির গায়ে আনুমানিক দুই হাজার টাকার অলঙ্কার ছিল। আমাদের দীঘির পারের নিজ বাজারের সমুদয় হিন্দু দোকানগুলি লুণ্ঠিত।

২। পরিবারস্থ কাহাকেও বাড়ীতে না দেখিয়া পার্শ্ববর্ত্তি দুই চারিটী হিন্দু বাড়ীতে খোঁজ করিতে গিয়া দেখিলাম সেই সকল বাড়ীগুলিও আমাদের বাড়ীর ন্যায় লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত। সেইসব বাড়ীতেও কোন লোকজন নাই।

৩। খোঁজ করিতে করিতে আমাদের বাড়ীর পশ্চিমদক্ষিণ কোণে আমাদেরই এক মুসলমান প্রজার বাড়ীতে আমাদের পরিবারস্থ ও অন্যান্য ২/৩ বাড়ীর আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেই আবদ্ধ অবস্থায় আছে দেখিলাম। জানিলাম তাহারা কঠোর নির্য্যাতনের মধ্যে ৩ দিন যাবত অনাহারে দিন কাটাইতেছে। ধর্ম্মান্তর গ্রহণ ও বিবাহ আদান প্রদানের লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়া প্রাণে বাঁচিয়া আছে।

৪। আমাদের গ্রামের ২/১টি হিন্দু বাড়ী ব্যতীত সবই ভস্মিভূত ও লুণ্ঠিত। গ্রামের হিন্দু অধিবাসীগণ কেহ বা জঙ্গলে কেহ বা পুকুরে এবং অধিকাংশই মুসলমান বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিল। আমরা যে সব হিন্দুদের খোঁজ করিতে পারিয়াছি কেবলমাত্র তাহাদিগকেই উদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছি। পরিধানে একবস্ত্র ব্যতীত কাহারও কিছু ছিল না।

৫। গ্রাম পরিদর্শনকালে আমরা ৩টি মৃতদেহ অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় দেখিলাম এবং ৫ পাঁচজন আহত ব্যক্তিকে আমরা চাঁদপুর আনিতে সক্ষম হইয়াছি। আমার বিশ্বাস এখনও গ্রামে বহু হিন্দু গুণ্ডাদের রাজত্বে ধর্মান্তরিত হইয়া বাস করিতেছে।

ইতি

৪/১১/৪৬
শ্রী সাত্যেন্দ্রসুন্দর বসু
৪র্থ বার্ষিক বাণিজ্য বিভাগ
জয়পুরিয়া কলেজ, কলিকাতা

<u>Original given to Gandhiji</u>

C/o Shree Kashi Vishwanath Seva Samity
50 Burtolla Street
Phone : BB. 5899
Dated 5.11.1946

I, Kailash Chandra Chakraborty of village Kethuri, P.S.Ramganj– Dist Noakhali beg to State that on the 19th October 1946, 2000 Musalman goondas attacked our house and looted all valuable property and burnt it to ashes. We being unable to resist ran away to an adjacent jungle. When the goondas assaulted my daughters, I lost my senses and did not know what they do with my daughters. When I regained

my senses, I came to know that on seeing the goondas assaulting my daughters my two sons fought with them and lost their lives. After three days I was taken to Chandpur by some Hindu gentlemen. There I found my two daughters in a relief centre. Therefore we started for Calcutta and reached the Kashi Vishwanath Seva Samity where we are getting all sorts of facilities. Now, I wish to give my unmarried daughter to a Hindu young man of Cultured family.

শ্রী কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
5.11.1946

I, Sreemati Ranibala Debi, daughter of Sj. Kailash Chandra Chakraborty of vill : Kethuri, P.S. Ramganj Dist : Noakhali beg to state that on the night of the 19th October 1946, 2000 Musalmans of our locality entered our house and we entered the adjacent jungle to save our lives. I am an mumarried girl of 14 and my sister Sreemati Narayani Debi is a married girl of 17. Both of us were snatched away by the Musalman goondas and they committed out rage on us one after another and we were completely senselses for some time. Seeing this two of my brother could not tolerate and they fought with the goondas who killed them. When we regained our senses we moved to the paddy field and with great difficulty walked to a short distance. On the next day we kept ourselves concealed in the paddy field and during the next night we advanced to a great extent towards Chandpur. On the third night we with the greatest distress caused by hunger and fatigue reached Chandpur. When the two brothers died my father who is aged 60 yrs. was senseless. On the way to Chandpur, we were helped by some Hindu gentlemen who carried us with them to Chandpur where we put up in a relief centre. The members of the relief centre took much care for my father and brothers, the volunters of the relief centre managed to go to our village and bring my father and brothers to us. With my father and one brother I and my sister reached Calcutta and are residing at the Kashi Biswanath Seva Samiti. The authority of this Samiti is taking utmost care for us and we do fare well here in all respects.

শ্রীমতি রাণীবালা দেবী
(as in previous statement)
23.10.46

I, Sreemati Narayani Debi, wife of Sj. Sasadhar Chakraborty of village Gopalpur, P.S. Begamganj of Noakhali at present residing with my father at Kethuri village beg to state that on the 19th October 1946, 2000 Musalman goondas attacked our house

and burnt it to ashes. We fled to an adjacent jungle but the goondas did not spare us. They tried their utmost to convert us to Islam and to marry us with two of them. But when we refused they assaulted and committed outrage on us for sometime and when we were senseless they went to small distance. In the meantime we regained our senses and hid ourselves in the paddyfield. Then we walked during the night and remained concealed during day time for three days and then with the help of some Hindu gentlemen reached Chandpur where we put up at the relief centre and the members of the relief centre were moved to hear our woeful sotry and when we began to wail loudly for our father and brothers they managed to bring my father and brothers to us. Then we started for Calcutta and reached Kashi Biswanath Seva Samiti. My husband has come here and is taking me with him.

শ্রীমতী নারায়ণী দেবী
same
২৩।১০।৪৬ ইং

We the undernamed three married women of village Haimchar, P.S. Chandpur. Dist Tippera beg to state that on the 17th October, 1946 at about 12 a.m. about 3000 Musalmans looted all properties from our house. On seeing them coming towards our house, we left the house and ran away to a paddy field under knee deep water. One male member of our family went along with us and others went away to other directions. Then the goondas came to us and broke all conch-ornaments on our wrists and rubbed off vermillion from our forehead and forced us to embrace Islam and marry a Musalman husband. Through fear we did not say anything and for a while the goondas went to a short distance, but they came again to us and cominitted various sorts of assaults on us, but when we did not agree to any of their proposals, they went away to bring some other leading goondas. In the meantime we fled away to a distant paddy field and with untold misery we passed three days and nights sometimes hiding ourselves in the garden and sometimes in the house of some neighbouring Hindus. Then the goondas traced us and carried away per force to a Musalman house and did whatever they liked against our will and converted us to Islam. Our husbands went away to wherever they liked and we do not know of their where abouts now. Then one day some volunters of the Chandpur Relief Centre came and rescued us from the Clutches of the goondas and carried us to Chandpur

where from we started for Calcutta and at present we are residing at the Kashi Biswanath Seva Samiti where we have worn conch ornaments and have put sindur on our foreheads and the authority of this Samity is trying their level best to remove our wants and relieve us.

Thumb impressions of
শ্রীমতী তুলসীবালা দাস
শ্রীমতী চারুবালা দাস
শ্রীমতী লাবণ্যবালা দাস

সৌরেন্দ্রকুমার বসুর নিকট সংগৃহীত
জ্যোতির্ম্ময়ী দাস, রমানাথ দাসের স্ত্রীর জবানবন্দী

৩১।১০।১৯৪৬

লক্ষ্মীপূজার দিন শুক্রবার বেলা ১০টার সময় প্রথমে বহুলোক টেঁটা, বল্লম, দুটো বন্দুক নিয়ে আসে, তখন আমরা মেয়েরা সকলেই ছাদের উপরে উঠি। তখন দুর্বৃত্তরা চারিদিকে আগুন লাগাইয়া দেয়। মণীন্দ্রবাবু, কানু রায় (প্যারী রায়ের ছেলে) দুজনে গিয়ে মাপ চাইতে যায় এবং মাপ চাইতে না চাইতেই মণিকে নিয়াই কাটিয়া ফেলে, কানুর বুকে বল্লম মারে। তারপর অনর্গল ইট-বর্ষণ হয় এবং বর্ণনাকারিণীর চোখের উপরেই ইট লাগে। তারপর ছাদের উপর হইতে পুরুষ ও মেয়েরা মাপ চাইতে থাকে। দুর্বৃত্তরা নীচু হইতে অস্ত্র শস্ত্র ছুড়িয়া মারিতে সকলেই ছাদের উপরে শুইয়া পড়ে। সকলেই অল্পবিস্তর আহত (হন) এবং উঠিয়া মার্জনা প্রার্থনা করে যে আমাদের মারবেন না, যা চান বলুন আমরা দিতেছি। তাহাতে জনতা বলে 'তোমরা আগে নামিয়া এসো'। তখন মেয়েরা বলেন যে 'চারিদিকে আগুন জ্বলিতেছে আমরা কেমনে নামিব।' তখন নীচু হইতে নারিকেল গাছ কাটিয়া উপরে উঠিয়া বলে 'মুসলমান হবি কিনা?' আমরা অনেকেই স্বীকার করি, এবং দাবি (করি) যেন আমাদের উপরে কোন অত্যাচার করা না হয়। তখন তাহারা বলে যে নির্ভয়ে নাম। তখন তাহারা আমাদিগকেই হাত ধরিয়া নামিতে সাহায্য করে। এবং নামাইবার সময় গা হইতে অলংকারগুলি টানিয়া খুলিয়া লওয়া হয়।

এর আগে পুরুষদিগকে পিটাইতে থাকে। এবং রাজেনবাবুকে খোঁজ করিতে থাকে। রাজেন বাবুকে কলার পাতায় ঢাকিয়া রাখা হইয়াছিল। তারপর খোঁজ করিয়া ধরিয়া ফেলে। রাজেনবাবুর স্ত্রী বলেন যে আগে আমাকে হত্যা না করিয়া উঁহাকে মারিতে পারিবেন না কয়েকজন মিলিয়া রাজেনবাবুর স্ত্রীকে ধরিয়া রাখে এবং রাজেনবাবুকে হাত বাঁধিয়া নীচে নামান হয় এবং তিনি নামিবামাত্রই একজন টেঁটা ছুড়িয়া তাঁর প্রতি নিক্ষেপ করে, তাহা আসিয়া রাজেনবাবুর পাছায় লাগে। তখন তিনি বলেন যে আমার মাথা ঘুরিতেছে, দাঁড়াইতে পারিতেছি না। তারপর রাজেনবাবুকে ধরিয়া আমগাছের তলায় গোলাম সারোয়ারের বিশ হাত তফাতে দাঁড় করান হয় এবং বিশ (হাত) তফাত থেকে গোলাম সারোয়ার তাঁহাকে গুলি করিয়া মারে, গুলি রাজেনবাবুর বুকে লাগে। তাঁহাকে একটু দূরে লইয়া গিয়া মাথা কাটা হয়। তারপর গোলাম সারোয়ার

হুইসিল দেয় এবং সকলে থামে। যখন এই কাণ্ড চলিতেছিল তখন অন্যান্য পুরুষদিগকে ছাদ হইতে এক এক করিয়া নামাইয়া হত্যা করা হইতেছিল। নগেন রায়ের আট বছরের ছেলেকে ছাদের উপর থেকে আগুনে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তাহার মৃত্যু হয় নাই, বাঁচিয়া গেছে। তারপরেই গোলাম সরোয়ার যখন চলিয়া যাইতে থাকে তার পিছনে বাড়ীর সমস্ত মেয়েদের লইয়া চলিতে থাকে। যাইবার সময় আমি দুই পাশে তাকাইয়া দেখিতে পাই ভাতের ডেকচিতে নগেন রায়কে কাটিয়া রাখা হয় এবং ডালের ডেকচিতে সতীশবাবুর আধকাটা শরীর রহিয়াছে। গোলাম সায়োরের বাড়ীতে যখন পৌঁছান হইল তখন রাত্রি হইয়া গিয়াছিল। আমাদের দেখিয়া যাহারা আমাদের লইয়া গিয়াছিল তাহাদের ধমক দিয়া বলে যে কেন ইহাদের এখানে আনিয়াছ? ইহাদের বাড়ীতে ফিরাইয়া দাও। কিন্তু বাড়ী তখন পুড়িতেছিল। আমাদের তখন ভিন্ন ভিন্ন হিন্দু ও মুসলমান বাড়ীতে রাখা হয়। সকাল বেলায় আমরা বাড়ীতে ফিরি ও ছোট ঘরে আশ্রয় লই।

সকাল ৮টার সময় কয়েকজন বড় বড় বেতের বড় ঝুরি ও দা লইয়া আসে এবং নিহত ব্যক্তিদের মাথা কাটিয়া ঝুড়ি ভরিয়া লইয়া যায়। একমাত্র কানুবাবু ভীষণভাবে আহত হইয়া একটি ঝোপের মধ্যে পড়িয়া ছিলেন। তাঁহাকে ইহারা দেখিতে পায় নাই। রাত্রে তাঁহার আর্ত্তনাদ শুনিয়া মজুমদার বাড়ীর লোকেরা তাঁহাকে লইয়া যায়। পরের সোমবার লাসগুলি সরাইয়া লইয়া যাওয়া হয়। কানুবাবু সেইদিন মারা যায়, কানুবাবুকে ওরা আসিয়া কবর দেয়। এরপর একদিন ডাফরান সাহেব আসিয়া রাজেনবাবুর স্ত্রী ও মেয়েদিগকে লইয়া যান; অন্য কাহাকেও লইতে অস্বীকার করেন।

সাতদিন পরে লামচর হইতে প্রথমে পুলিশ দেখা দেয়। এ হত্যাকাণ্ডের মধ্যে ছাদ ধ্বসিয়া মাত্র তিনজনের মৃত্যু হয়, বাকী সকলের অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হয়।

{ ইহার মধ্যে ছিনাইয়া লওয়া কালাচাঁদের রায়ের স্ত্রী } নমিতা, খুকু

নিহতদের তালিকা

(১) কালীকুমার রায় ও আর দুইজন ছাদ ধ্বসিয়া মৃত্যু হয়। (৪) রাজেনবাবু (৫) চিন্তাহরণবাবু (৬) সতীশবাবু (৭) মণীন্দ্রবাবু (৮) গোপাল (৯) নগেন্দ্রবাবু (১০) জয়চন্দ্র (১১) মনোমোহন (১২) হরেন্দ্র রায় (১৩) ব্রজনাথ দাস (১৪) যশোদ ধুপী (১৫) বারুই বাড়ীর দুটি ছেলে (১৬) প্রসন্ন রায় (১৭) কালু রায় (১৮) অক্ষয় রায় (১৯) সূর্য্য রায় { (২০) মোনা (২১) খোকা (২২) নেপু, সূর্য্যরায়ের ছেলে } (২৩) মজুমদার (২৪) কালীপদ রায়।

Statement of Sj. Radhamohan Nath, S/o Late Brindaban Chandra Nath, inhabitant of vill. Kalsama under union No 3. Bhadur, P.S. Ramgunj.

I am 52 years old. I am a weaver by profession. In our family we are seven members; my brother's wife and children also live with me since my brother died five years ago. My son is 21 years old, and nephew about 24. All three of us work on looms, of which we have two.

Trouble started in our village on Sunday the 13th October. Early in the morning our house was attacked and we all flea ran into hiding. Mahabbat Ali Munshi, Kala

Mia, Khalil Rahman came to our house and argued with the mob who had started plundering. We were then taken care of by the above persons. I was in Mahabbat Ali Munshi's house for more than two hours. After the mob had left, we came back home and cleaned the house and started cooking. The mob had broken the images of gods and looted whatever they could lay their hand upon: paddy, utensils, quilt, suit-case etc.

At midway the robbers came again and we again took refuge in Mahabbat Ali Munshi's house. The crowd caught hold of us and carried us back to our home. They did not beat us, but asked us to tear our mala sacred thread. Then they orderd us to come along with them to set fire to other houses. In fear we accompanied them to Govindanath Kaviraj's house, which they looted. Two nephews of G.K were converted to Islam we came back about evening.

After that a man named Rahim Bu x Bhuiya came to us and said, a meeting will be held in the Nath Bari: a dacoit had been arreested for demanding League subscription, he would be taild. We went there but found it was all false; but we were asked to become Musalmans. For fear I agreed. Then they went from house to house and made us read the Kalma. The Muslims numbered about 70 or 80, they were all men of our own village; they were armed with spears etc.

Soldiers reached our village on Monday (14 Oct 1946) in the evening all Musalmans ran away except Mahabbat Ali Munshi, Kala Mia, Khalil Mia. They asked us to stay on. But the members of our family left with police to Ramgunj, only I remained at home. Khalil slept with me at night. I left home on Tuesday in the early morning for Ramgunj camp, with whatever food had been saved, the friends again argued with me I told them I would come back, & so went away.

In the afternoon, I returned home to gather what was still left, when I was persuade by dacoits.

A Muslim boy of our village Latif Mia saw me being persuade he jumped into my boat, he accompained me to my home, and after I had gathered some rice etc. Three Muslims– Jitu Mia, Asad Mia, and the above Latif Mia– reached me to Sonapure bazar.

From that day on (15 Oct) I did'nt go home till about 16 or 17 days afterwards. Then I found everything had been robbed. Thus things went on for sometime I used to go home druing the day now and then. On the (14th agrahayan) 1st Dec. my uncle who had gone home, reported that 10 pieces of tin had been taken away. My uncle is angry with me because I do'nt yet go home for fear. Musalman friends have given the name of the thief to my uncle and he asked me to lodge a complaint.

I have come to Gandhiji for advice,

—Radhamohan Nath

Statement of Mathuramohan De Majumder of Changirgaon, Union No. 5 Fatehpur. Ramgunj P.S. Dt. Noakhali.

I am an inhabitant of Changirgaon village, and after I left Kanchrapara five years ago, I have been living here. In Kanchrapara, I owned a stationery shop; but now I look after my property here, which consists of 12 Kanis (bighas) of paddy-land and 5 Kanis (bighas) of areca-nut, coconut and lemon garden. I also did some trade in these articles. We were five brothers, of whom the eldest was killed on Sunday, the 13th October, 1946.

In-fear, we sat up the whole night in suspense. Chandipur village was burnt on the 12th. On the following morning eight persons of our village (for names see table A), came to our house in the morning, and told my eldest brother Sri Haranath De Majumdar that, the male members should go to Fatehpur and meet Maulavi Ibrahim who would convert them and these they would be safe. They did not threateen us, but told this to as of advice, then about one, in the afternoon, a huge crowd reached our house. There wer probably a thousand or more persons.

Haranath De Majumdar, Srinath De Majumdar, Brajanath De Majumdar and myself went with them to Fatehpur, and were converted to Islam. Maulavi Ibrahim altered names and gave us caps. we wore our cloth like lungis and retruned to our village together with about 200 more persons of Changirgaon, who had already gathered there for the same purpose. I was then in the front room with my eldest brother, Haranath Dey. The following persons (table B) demanded a subscription of 1000/- from my brother for the League said that we should also kill a cow. My elder brother said, "I have not the heart to kill the cow. nor have I got money now on hand." Karim Bux of village Chandipur was in the crowd, he said this was a lie. Karim Bux's son, Soltan Ali, immediately hit my elder brother on the knee; my brother fell down. Then Jamal Mia pointed me out and told the crowd to catch hold of me, for I would otherwise five evidence Shamsul Huq caught hold of me and with a sickle (used for cutting paddy) gave a stroke to my throat. Nur Mia, Sadullah, Panchkori Mia, Shahadali Mia were round me, and they hit me on the back of the head with ballam (সুপারি গাছের আগা চোখা করে, লোহার ফলা নাই), after that I do not remember anything.

When I gainied consciansness, I found myself in the garden my left hand was paining me very much, I saw it had been burnt, and there was blood all over my body. I lay down. Then my brother Anath, Srinath carried me to the house north of our own belonging to Sj. Harendra Dutt. There I was treated by Babu Kanai Mohan Das. When I recovered I came to Chandipur Refuge Camp this was about ten days after the event.

I learnt about the death of my eldest brother two or three days after I was in Harendra Dutt's house.

—Mathura Mohan Dey Majumdar
30.11.46

Table A.

Table B

Story a fresh case of rape and some cases of rape committed during the riot in
Lamchar-Jagatpur area. d/6.12.46

Last night (Thursday the 5th of December) at about 8 p.m.. One of my workers returning from Lamchar-Karpara gave me the story of how a woman was taken away from her bed at about 9 p.m., the previous night and left outside a few paces from the house. This is within the Lamchar camp. The woman is a refugee from Darbeshpur. 5 miles distant from Lamchar. I was told that three male persons were in the room and that the woman was not actually raped.

I could not belive the story. The case disturbed me. So I along with the same worker started walking for Lamchar at 6 a.m. and reached before 8 a.m. today (6th).

I found Manoranjan Babu there with Messrs N.C. Chatterjee and Debendranath Mukherjee. They could not stay long, so I had to conduct part of the enquiry by myself. Dr. Amiya Chakrovarty was with me. What I got bit by bit, out of the three persons present in the room at the time of occurrence and from what I got from the woman and also from the man who discovered her after the occurrence a few paces from her door. I give below in a form.

The name of the woman is Monomohini Devi (35) widow these 15 or 16 years. Her son's name is Krishnalal Debnath aged about 18 years. They belonged to

Darbeshpur. They had taken shelter in the Lamchar camp a month ago. Her people possess tanks where there are fishes. The Chief of the Lamchar Camp at the request of Ramani Ranjan Debnath, a relative of Monomohini, arranged for a party of fishermen to go and fish in her tank. The party was escorted by a Military man, for it was feared that the tank bening in Muslim quarters the fishermen may not be allowed to fish. This was on the 3rd instant. The Muslims of the locality took offence at this fishing with the help of the Military and new oustered with the guide Ramani.

On the 4th some Muslims came to the vacant house of Jyotsna Ray, now used by refugees, in which Monomohini with her son Krishnalal, the above Ramani and Radha Govinda and a little girl lived in one room. The Muslims came on the pretext of buying Supari and went away.

At 9 p.m. of the same day, Monomohini was sleeping on the floor of the room with a little girl and three males, her son Krishnalal, Ramani Ranjan and Radha Govinda were sleeping on charpoys in the same room. Some miscreants cut open the mat wall of a verandah behind this room and entered the room, threatened the males with death and took the woman away after partly gagging her. All the males kept silent and allowed her to be taken away without resistance. She was lifted away by 2 persons and some one held her mouth.

She was laid on the ground about 20 paces from the room. She was asked to keep quiet and held by the head and was kept gagged by one while another man raped her. She says she can identify the man who raped her and a man with a bald head who held her. Her people gave some names by which the Muslims called each other while going away.

The next incident is a shout of Allah-Ho-Akbar by the miscreants. It appears to me that the shout was a cry of victory after having completed the crime and may be as a mark of having arranged the fresh catching incident. People from other houses came out on hearing the shout of Allah-Ho-Akbar. After this shout the men in the room shouted also. Manmohan Dey of Lamchar was first on the scene of occurence. The three men did not stir out of the room even then. Manmohan discovered her half naked and unconscious and in tremor under a mango tree. She was brought inside the room.

Dr. Amiya Chakravarty arrived at the place at this time and found her in an unconscious state. She regained consciousness in about a couple of hours. Dr Chakravarty found the three males in the corners of the room and they were all dumb with terror and one was found to be almost in hysterics on being questioned by him.

After hearing part of the story from the males I took Monomohini to a secluded room in company of Manoranjan Babu and a female member of the Choudhury house. I gave a swab to this lady and instructed her to get the swab pushed in her private part to get a smear herself. We left her and subsequently got the smear on the swab. I do not know if the smear was effectively taken. The swab was sent by

me on my return to camp about 2.30 p.m. to Dr. Das Gupta at Madhupur for examination.

Dr. Amiya Chakravarty and I returned through Jagatpur and Tamta we were taken to a Bhowmick house which was wholly burnt during the riot. He told us that a B.Sc. brother of his was murdured and the house looted and burnt and the women of the house were taken away and raped. So ghastly was the raping that one woman was left dying near the burnt house after about a week. She died there in a few hours. She was put in a grave with the usual Muslim rites by the local Muslims. Other women of the house were returned after 10 days or so. They gave a story of organised relay raping as they were moved from house to house. None of these raped woman, it is said, could leave their beds in a week after return. This fate was meted out to about 40 or more women of Jagatpur.

Another man of Tamta who accompanied us from Tamta related how all the five Hindu houses of Tamta were burnt and how the women were raped for a week or more at different places and then left half-dead.

Satish Chandra Dasgupta
6.12.46

I have read this report. I was with Satish Babu the whole of this morning at Lamchar and back through Jagatpur and Tamta to our Kazir khil camp which we reached after 2 p.m.

Amiya Chakravorty
6.12 46

মহাত্মন

আমি রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত ২নং পানিয়ালা ইউনিয়নস্থিত আশারকোটা গ্রামের অধিবাসি। বিগত ২৫শে আশ্বিন ১২/১০/৪৬ ইং তারিখ শনিবার রাত্র অনুমান ১০টার সময় প্রায় ৭/৮ শত মুসলমান নানাপ্রকার মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আল্লা-হু-আকবর, মুসলিম লিগ জিন্দাবাদ প্রভৃতি ধ্বনি করিয়া আমাদের বাড়ী আক্রমণ করে। তখন আমার মা, ভগ্নী, ছোটভাই প্রত্যেককে পার্শ্ববর্ত্তি জঙ্গলে রাখিয়াছি। আমি ও বাবা বাড়ী রক্ষার জন্য বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াছি। প্রথমে তাহারা ঘরে প্রবেশ করিয়া লুটপাট আরম্ভ করে এবং পরে ঘরে অগ্নি দিতে উদ্যত হয়। তখন আমি ও বাবা কাকুতি মিনতি করিয়া তাহাদের নিকট ক্ষমা চাহিলে তাহারা বলে যে যদি মুসলমান ধর্ম্মে দিক্ষিত হইয়া ১০০ টাকা লিগের চাঁদা দাও তবে তোমাদের ঘর এবং জীবন ভিক্ষা দিতে পারি। তখন আমরা প্রাণের দায়ে তাহা স্বীকার করি এবং ৫০ টাকা লিগের চাঁদা দিয়া কোন প্রকারে ঘর ও জীবন রক্ষা করি। পরদিন ১৩/১০/৪৬ ইং তারিখ রবিবার স্থানীয় কয়েকজন মুসলমান আমাদিগকে লুঙ্গি টুপী দিয়া এবং মা ও ভগ্নী দিগের হাতের শাখা ভাঙ্গিয়া, কপালের সিন্দুর মুছাইয়া ফেলে। পরে কলেমা পড়াইয়া আমাদিগকে মুসলমান ধর্ম্মে দিক্ষিত করে।

তৎপর দিবস ১৪/১০/৪৬ তারিখ সোমবার অন্যান্য বিদেশী মুসলমান গুণ্ডার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিব বলিয়া মজুমদার বাড়ীর দরজায় একটি সভাতে আমাদের সমুদয় গ্রামের হিন্দুগণকে আহ্বান করে। মজুমদার বাড়ীর দরজায় আমাকে এই টুপি দেয়। আমরা সকলে সভাতে উপস্থিত হইলে পুনঃ আল্লা হু আকবর ধ্বনি করিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে। ফলে আমাদের স্থানীয় ৫ জন বিশিষ্ট লোক নিহত হন

এবং ১৬/১৭ জন আহত হন। আহত ব্যক্তিগণের মধ্যে আমার জেঠাও একজন। তিনিও মারাত্মক ভাবে আহত হইয়াছেন। আর আমরাও মারপিঠ খাইয়া কোন প্রকারে জীবন বাঁচাইয়া বাড়ী আসিয়াছি।

তারপর ১৬/১০/৪৬ ইং তারিখে বুধবার ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত হাজিগঞ্জ থানা হইতে একজন পুলিশ সাহেব কয়েকজন পুলিশ লইয়া আমাদের গ্রাম দেখিতে আসিয়াছিলেন এবং তিনি যাওয়ার সময় আমাদের গ্রামের কয়েক পরিবার বাড়ী ছাড়িয়া তাঁহার সঙ্গে গিয়া হাজিগঞ্জ স্টেশনে উঠে। ইহার কিছুদিন পর আমাদের গ্রামে পুলিশ ক্যাম্প বসে এবং তাহারা আমাদিগকে লুঙ্গী টুপি প্রভৃতি পরিত্যাগ করিতে বলে এবং পরে মুসলমানগণও আমাদিগকে স্বধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলে। অতএব মহাশয়ের নিকট বিনীত প্রার্থনা এই যে গুণ্ডাদের যথোচিত শাস্তিবিধান ও দরিদ্রের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিতে আজ্ঞা হয়। ইতি

ঃত

শ্রী আশুতোষ গোস্বামী

পিতা শ্রী কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী

সাং আশারকোটা, নোয়াখালি

সঙ্গের সার্টিফিকেট উহারা দিয়া যায়।

আমাদের প্রত্যেকের (৪০/৪৫ জন স্ত্রী-পুরুষ ছেলেমেয়ে)

নাম লিখিয়া দেয়— সঙ্গে লাঠি, দা, একটি নকল আমাদের দিয়া যায়।

উর্দ্দু লেখা

তারিখ ২৫/৬/৫৩ বাং আমরা অদ্য এই কলেমা গ্রহণ করিলাম।

বিসমিল্লাহ হেররা মা নে ররা হিম

আমরা নিম্নলিখিত বাড়ীর ব্যক্তিগণ সপরিবারে নিজ ইচ্ছায় ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম।গ্রাম আশারকোটা

বাড়ী ঠাকুর—

পুরানা নাম	নূতন নাম
১। কৃষ্ণগোপাল	আবদুল রহমান
২। আশুতোষ	আবদুল গণি
৩। রাধাবল্লভ	আব্দুল ছোবাহান
৪। স্বর্ণমণি	জালকা খায়েতন
৫। নন্দলাল	আবদুল কাদের
৬। কৃষ্ণবন্ধু	খলিলের রহমান
৭। যতীন্দ্র	ইছা হাক
৮। হরেকৃষ্ণ	আবদুল হাফিজ

৯। সীতা	খামচনেনেছান্
১০। লক্ষ্মী	বহিকেবনেচ্ছা
১১। প্রাণকৃষ্ণ	জবর আলী
১২। জগবন্ধু	জাফর আলী
১৩। রাজেন্দ্র	রজ্জব আলী
১৪। আরতি	আরুছা খাতুন
১৫। বীণাপাণি	বদরের নেছা
১৬। দীনবন্ধু	আবদুল খালেক
১৭। দীনেশ	আবদুল রসিদ
১৮। অসিত	আবদুল হামিদ
১৯। ননী	দুদ মেহার
২০। নবদ্বীপ	নাছিরদ্দি
২১। ননী	জলেকা খাতন
২২। সাধনা	আচিয়া খাতুন
২৩। গোপী	অজিউল্লা
২৪। রেণু	রহিমা খাতুন
২৫। মণ্টু (সঙ্গে টুপি আছে)	মহম্মদ আলী

শ্রীমতি শিশুবালা দাস পিতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার দাস

গ্রাম-ভাটিয়ালপুর, পো :— সাহাপুর (নোয়াখালী)

গত ৫ই পৌষ শনিবার সকালে প্রায় ১০টার সময় আমি বাড়ীতে একা ছিলাম। আমার বাবা মাঠে ধান কাটতে গেছিল। মা দত্তপাড়া ক্যাম্পে থাকেন। আমি যখন আমাদের বাড়ির উত্তরদিকে বান্যা বাড়ীতে যাইতাম লইছিলাম, তহন আমাকে আঁগো বাড়ীর একটু দূরের একটা প্রায় ১৮/১৯ বছরের মোছলমানের পোলা ডাকে, আমাকে বাড়ীতে নুন চাইছে। অ্যাঁই হেতারে নুন দিছি। হেতে নুননি চলে গেছে। হেয়ার পরদিন প্রায় সন্ধ্যা রাতির সময় আইয়ে। আই অ্যাঁগো উঠানে খারই, আর কাছে নুন চায়। অ্যাঁই নুনের লাই পাক্‌ঘরে গেলে হেতেও অ্যাঁর পিছনে পিছনে অ্যাঁগো ঘরে ঢুকে। এর আগে আমরা হিন্দু থাকতে আমাদের ঘরে আর ঢুকোনি। মাঝে মোছলমান যখন করছিল, তখন ঘরে ঢুক্‌ত। যখন আমি উপর থেকে নুন নামাচ্ছিলাম, তখন অ্যাঁর হাত চাবি ধরে। ধরে আমাকে দরজা বন্ধ করতে বলে। অ্যাঁই চিৎকার দি উঠ্‌ছি। হেতে বলে, "চিৎকার দিলে কাড়ি হেলাউম্।" হেতার হাতে দা ছিল। আমার হাতেও দা ছিল। আমি লারকি

কাটছিলাম। পরে কয়জে 'বাগানে চল' অ্যাই কইজে, "কেন"। হেতে কয় "চল"। অ্যাই আবার চিৎকার দি মাঠে বাবা যেখানে ধান কাটছিল, হেদিকে যাইবার লইছি, আর হেতে দৌঁড়ে উত্তরদিকের মোছলমান বাড়ীর উপরদি পালায়। হেই বাড়ীর বৌয়েরাও দেখছে। হেতারা পরে আমাকে কইছে।

নাম— পরিমলচন্দ্র বোস
ঠিকানা— গ্রাম— চৌদ্দগ্রাম
থানা— ঐ সদর
জিলা— ত্রিপুরা
পো: — নবগ্রাম

ইং ১৮/১০/৪৬ তারিখে রাত্রি দুটার সময় আমাদের বাড়ীতে প্রায় নয়শত মুসলমান আসিয়া আগুন ধরাইয়া দেয়। আমরা তখন ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলাম। আমি জানিতে পারিয়া আমার কাকাবাবু ডাঃ শ্রী অক্ষয়কুমার বোসকে ডাকিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পর বাহির হইয়া দেখিলাম উঠানে কাকাবাবু ও কাকীমার ছিন্নমস্তক পড়িয়া রহিয়াছে। তখন আমি চিৎকার করিতে লাগিলাম। আমার চিৎকার শুনিয়া দুর্ব্বৃত্তগণ আমাকে ধরিতে আসিল। আমি তাড়াতাড়ি গহনাগুলি এবং কিছু নগদ টাকা লইয়া আমাদের বাড়ীর নিকটবর্ত্তী এক বাঁশবাগানে প্রবেশ করিলাম। সেখানে গহনা ও টাকাগুলি কাপড় দিয়া মুড়িয়া বাঁশগাছের মধ্যে রাখিয়া আসিলাম। তারপর নামিয়া আসিয়া আমি আমাদের পুকুর ধারে লুকাইয়া দুর্ব্বৃত্তদের কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিলাম। সেখান হইতে আমি দেখিতে পাইলাম দুর্ব্বৃত্তগণ আমার ৩বৌদি ও ৩বোনকে কাটিয়া ফেলিল এবং আমার ৬জন ভ্রাতুষ্পুত্রকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল। দুর্ব্বৃত্তগণ আমার ৩ভাইকে বাঁশ দিয়া মারিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। এই দৃশ্য দেখিয়া আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। তৎক্ষণাৎ সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। এদিকে দুর্ব্বৃত্তগণ আমার সকল প্রিয়জনকে হত্যা করিয়া আমাকে খুঁজিতে লাগিল। আমি তখন পুকুর পারে শেওলাগাছের নীচে জলের মধ্যে লুকাইয়া রহিলাম। দুর্ব্বৃত্তগণ আমাকে পুকুরধারে খুজিতে লাগিল। আমি যখনই তাহাদিগকে দেখিতে পাইতাম তখনই জলের মধ্যে ডুব দিয়া থাকিতাম। এই অবস্থায় আমি সেদিন কাটাই। দুর্ব্বৃত্তগণ আমাকে না পাইয়া চলিয়া গেল। পরেরদিনও বেলা প্রায় দশটা পর্য্যন্ত ঐ অবস্থায় কাটাইবার পর আমি বাহির হইয়া পূর্ব্বোক্ত বাঁশবাগানে আসিলাম। আমার একটা ঘোড়া ছিল। ঘোড়াটি আমি পূর্ব্বেই বাঁশবাগানে আনিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম। আমি তখন বাঁশগাছ হইতে আমার কাপড়জামা নামাইয়া কাপড়জামা পরিলাম। আমার সঙ্গে প্রায় সাড়ে তের হাজার টাকা এবং ১২৫ ভরি সোনা ছিল। আমি ঐ টাকা ও সোনা কাপড়ে বাঁধিয়া ঘোড়ায় চড়িলাম এবং ঘোড়ায় চড়িয়া প্রায় আধমাইল দুরবর্ত্তী একটি পাহাড়িয়া জঙ্গলে আশ্রয় লইতে যাইতেছিলাম। সেখানে পৌঁছিবার কিছু পূর্ব্বে দুর্ব্বৃত্তগণ আমাকে দেখিতে পাইয়া চিৎকার করিয়া উঠে এবং আমাকে ঘিরিয়া ধরে। আমি ঘোড়া ছুটাইয়া তিনবার লম্ফ দিয়া দিয়া দুর্ব্বৃত্তদের হাত থেকে উদ্ধার পাই কিন্তু চতুর্থবার দুর্ব্বৃত্তগণ আমাকে ধরিয়া ফেলে। আমি তখন লম্ফ দিয়া এক খালের মধ্যে গিয়া পড়ি। তখন দুর্ব্বৃত্তগণ আমার বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া আমার নিকট হইতে সমস্ত টাকা এবং গহনা কাড়িয়া লয়। আমার নিজের হাতে ৫টি আংটি, ১টি সোনার ঘড়ি, ১টি সোনার বোতাম, হাতে বিছা পদক, হার এবং চোখে চশমা ছিল। দুর্ব্বৃত্তগণ সকলই কাড়িয়া লয় এবং

আমাকে জলের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যায়। আমি জল থেকে উঁকি মারিয়া দেখি দুর্ব্বৃত্তগণ চলিয়া গিয়াছে। তখন উঠিয়া জঙ্গলের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলাম এবং কিছুক্ষণ পর নাঙ্গল কোট স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। সেখানে পৌঁছিয়া গাড়ীতে উঠিয়াই আমি অজ্ঞান হইয়া পড়ি। ইহার পর আর কি ঘটিয়াছে আমি বলতে পারি না এবং আমি ২নং কংগ্রেস কমিটিতেই বা কিরূপে পৌঁছিয়াছি তাহাও জানিনা।

যে সকল মুসলমান আমাদের বাড়ী আক্রমণ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে অনেকেই আমাদের পরিচিত তাহাদের একজনের নাম মহম্মদ ইসুফ। আমাদের সম্পত্তির ক্ষতির পরিমাণ আমি ঠিক বলিতে পারিব না তবে যাহা জানি তাহা এই :—

কাসা, পিতল— ৮ মন
কাচা টাকা কাঠের বাক্স ভর্ত্তি ছিল। মাটির নীচেও টাকা ছিল।
গ্রামোফন— ২খানা —(হিজ মাস্টার্স ভইস)
রেকর্ড— ১৫০ খানা
ব্যাঙ্কে টাকা ছিল (কাকার নামে)

ইতি—
Parimal Chandra Bose

নাম— শ্রী চিন্তাহরণ দে
ঠিকানা— গ্রাম—চাপিলা
থানা— চাঁদপুর
পো: —ফরকাবাদ
জিলা— ত্রিপুরা

দুর্বৃত্তগণ গ্রামে প্রবেশ করিবার তিনদিন পরে আমরা গ্রাম হইতে বাহির হই। আমাদের বাড়ীতে আগুন ধরাইয়া দিবার পূর্ব্বেই আমরা দূরে সরিয়া যাই দূরে অর্থাৎ নিকটের জঙ্গলে। গ্রামের অন্যান্য বহুলোকের ঘর পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। অনেকে মুসলমান হইয়া গিয়াছে। যাহাদের মুসলমান করা হইয়াছে তাহাদের কাহারো কাহারো ঘরে আগুন দিয়াছে। শুনিয়াছি লোক কিছু কিছু খুন ও করিয়াছে। নারীহরণ বা নারীধর্ষণের কোন সংবাদ পাই নাই।

ক্ষতি :—
আমার মুদির দোকান পোড়াইয়া দিয়াছে— ৫০০৲
ঘরের জিনিষপত্র— ১৫০৲
টিনের ঘর (একুশের বন্ধ) একখানি ও পাটের ঘর একখানি
সুপারী ও ধান— গাছে ও মাঠে ছিল।
জমি— ২০ কড়া

ইতি
শ্রীচিন্তাহরণ দে

নাম— শ্রী বিপিনচন্দ্র শীল
ঠিকানা— গ্রাম— পাইকপাড়া,
পো:— পাইকপাড়া
থানা— ফরিদগঞ্জ
জিলা— ত্রিপুরা

পাশের বাড়ীতে যখন আগুন লাগাইয়া দেয় তখন আমরা চলিয়া আসি। পথে আসিতে দেয় নাই, বলে যাইতে পারিবেনা, বাড়ীতে থাক কিছু ভয় নাই। চাঁদপুর ষ্টেশনে শুনিয়াছি নিশি ঠাকুর মারা গিয়াছে। পাইকপাড়া আগুনে শেষ হইয়া গিয়াছে। শুনিয়াছি জোর করিয়া হিন্দুদিগকে মুসলমান করিয়াছে। কয়েকদিন আগে বলিয়াছিল মুসলমান হইলে ভয় নাই।

ক্ষতি :— জমি দুই বিঘা
টিনের ঘর—(২৫শের বন্ধ)
ছনের ঘর— ১ খানা
গাভী— ১টা
অন্যান্য জিনিষ— ২০০্

ইতি
শ্রীবিপিনচন্দ্র শীল

নাম— শ্রী নবদ্বীপচন্দ্র শীল
ঠিকানা— গ্রাম —চর্ম্মগুহা,
থানা— ফরিদগঞ্জ,
পো— নৃদুকালিন্দি
জিলা— ত্রিপুরা

আমি তখন বাড়ীতে ছিলাম, হঠাৎ আনুমানিক ২০০ জনতা মারাত্মক অস্ত্রসহ আমাদের বাড়ী আক্রমণ করে। তখন রাত্রিকাল। জনতা বাড়ীতে ঢুকিয়াই ধর্ম্মান্তরিত করিতে আরম্ভ করে। আমি প্রাণভয়ে জঙ্গলে লুকাইয়া পড়ি। আমার সম্মুখেই দুর্ব্বৃত্তগণ হরিমন্দির ও মনসা গাছ ধ্বংস করে। জনতা একটি মঠ ও ধ্বংস করে। আমার সম্মুখেই আমার বাড়ীর হরেকৃষ্ণ শীল, পুণ্যচন্দ্র শীল (সমস্ত পরিবার সহ), সত্যবামা, সাবিত্রী, যুধিষ্ঠির, কুমার শীল (সমস্ত পরিবার সহ), অনন্তচন্দ্র শীল (সমস্ত পরিবার সহ), চন্দ্রকুমার শীল ও নগেন্দ্রকুমার শীল (সমস্ত পরিবার সহ), যজ্ঞেশ্বর শীল (সমস্ত পরিবার সহ)—এরা সকলেই ধর্ম্মান্তরিত হয়। — ধর্ম্মান্তরকরণের রীতি —

তারকচন্দ্র দেবনাথের বাড়ীতে গরুকাটা ও বলপূর্ব্বক মাংস ভক্ষণ। গরু কাটিয়া সকলের মধ্যে বিতরণ।
হরেকৃষ্ণ পালের দুইটি ১৫ ও ১৮ বৎসর বয়স্কা বিধবা কন্যাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।
নিম্নলিখিত মুসলমানগণ ধর্ম্মান্তরকরণের ব্যবস্থায় ছিল —
(১) আলাবক্স মৌলবী, (২) সোনামিয়া, জমাদার, (৩) সোরদ আলি কাজি, ও (৪) হামিদ ব্যাপারি।

আমার স্ত্রীর নাম বিজুলা সুন্দরী ও একটি শিশুপুত্র পাইকপাড়া বাপের বাড়ীতে ছিল অদ্যাবধি তাহাদের কোন খোজ পাই নাই।

ক্ষতির পরিমাণ—

সোনা— ৫০্ টাকা
পিতল, কাঁসা— ১০০্ টাকা
ধান— ৪ মন
সুপারী— ৫০ টাকা
নগদ (মাটির তলায়) ৮০্ টাকা
টিনের ঘর— ২খানা
ছনের ঘর— ২ খানা
গাভী— ৩টা (১টা বাছুরসহ)
জমি— ২০ বিঘা
অন্যান্য জিনিষ— প্রায় ২০০্ টাকা
ডাক্তারখানার মালপত্র— ৫০০্ টাকা

ইতি
Nabadip Chandra Shil

নাম— শ্রী শরৎচন্দ্র দাস ও অদ্বৈতচন্দ্র দাস
ঠিকানা— গ্রাম— বাদারা, থানা— ফরিদগঞ্জ
জিলা— ত্রিপুরা, পো:— কামতাবাজার
পেশা— কৃষি বিভাগে (গভর্নমেন্ট সারভিস্)

আমার বাড়ীর প্রায় আধমাইল দূরবর্ত্তী হাজিগঞ্জ থানার অন্তর্গত একটি গ্রামে যখন চারিটি বাড়ীতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয় সেইদিন আমি আমার স্ত্রী, ভ্রাতৃবধূ, এককন্যা, ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ, ও আমার কাকীমাকে চাঁদপুর পাঠাইয়া দিলাম এবং আমরা তিনভাই এবং দুই ভাইপো বাড়িতে রহিলাম। এই সময় গ্রামের মুসলমানরা আসিয়া আমাদের বার বার আশ্বাস দিয়া যায় যে তাহারা আমাদের বাড়ীঘর রক্ষা করিবে। কিন্তু দাঙ্গার অবস্থা যখন ক্রমশঃই ভয়াবহ হইয়া উঠে তখন তাহারা বলে তাহাদের কিছু করিবার নাই তবে যদি আমরা ইসলাম গ্রহণ করি তবে তাহারা আমাদের রক্ষা করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেয়। আমরা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করা অস্বীকার করাতে প্রায় দুইশত আড়াইশত মুসলমান আমাদের বাড়ীতে হানা দেয় এবং লুটপাট আরম্ভ করে। আমরা প্রাণভয়ে অন্যত্র চলিয়া যাই এবং পরের দিন আমি একা আসিয়া দেখি আমাদের বাড়ীর সমস্ত সম্পত্তিই লুণ্ঠিত হইয়াছে। তখন আমি বাড়ী ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসি এবং আসিবার পথে একটি গ্রামে আগুন জ্বলিতে দেখি এবং লোকমুখে শুনিতে পাই সেখানকার সকল হিন্দুকেই মুসলমান করা হইয়াছে এবং আটটি মেয়েকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। তারপর আসিয়া চাঁদপুর রিলিফ ক্যাম্পে আমার পরিবারের সকল লোকের সঙ্গে মিলিত হই।

ক্ষতি—

জমি— ৩৪ (কানি) (১৪ হাতি পলে)
টিনের ঘর— ১৮ খানি
কাঠের জিনিষ মোট মূল্য— ২০০০্
বিছানা ও অন্যান্য কাপড় চোপড়— ২০০০্
গাভী— ২
বাছুর— ২

পিতল কাঁসা— ২০০০৲ মোট ৫০০৲
ধান, চাউল, সুপারী, মরিচ, নারিকেল,
তিল, পাট ইত্যাদি ৩০০০৲

ইতি
Adwaita Chandra Das

নাম— শ্রী নগেন্দ্রচন্দ্র দাস
ঠিকানা— গ্রাম— আলিপুর,
জিলা— ত্রিপুরা,
থানা— হাজিগঞ্জ,
পো:— কামরাঙ্গা

লক্ষ্মীপূজার দিন রাত্রিবেলা আমি এবং আমার তিন কাকা নৌকা করিয়া গ্রামের এক বাড়ীতে কীর্ত্তন করিতে যাই এবং ফিরিবার পথে চার পাঁচজন মুসলমান আমাদের ধরিয়া তাহাদের সঙ্গে কোনও এক প্রয়োজনে তাহাদের সঙ্গে যাইতে বলে। কিছুদুর যাইয়া দেখিতে পাই কয়েকটি নৌকায় প্রায় দেড়শ মুসলমান মিলিত হইয়াছে। আমরা যখন সে স্থানে উপস্থিত হই তখন আমাদিগকে মুসলমান হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু আমরা প্রাণ গেলেও মুসলমান হইব না একথা তাহাদের জানাইয়া দেই। তখন দুর্ব্বৃত্তগণ আমাদিগকে সারারাত্রি ধরিয়া সেখানে আটক করিয়া রাখে এবং আমাদের উপর অকথ্য অত্যাচার চলিতে থাকে। তাহারা আমাদিগকে লাঠি দ্বারা প্রহার করে এবং একজনের গলদেশে ছোরা দ্বারা আঘাত করা হয়। পরের দিন বেলা প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত আমরা এইরূপ অত্যাচার সহ্য করি। তারপর গ্রামের কয়েকজন মাতব্বরের অনুরোধে তাহারা আমাদের ৫০৲ টাকা ঘুস এবং আমরা তাহাদের বিরুদ্ধে থানায় যাহাতে কোন খারাপ রিপোর্ট না পাঠাই এই প্রতিশ্রুতি দিবার পরিবর্ত্তে ছাড়িয়া দেয়। পরদিন রাত্রিবেলা তিনশত মুসলমান একত্র হইয়া গ্রাম আক্রমণ করে তখন আমরা মুসলমান মাতব্বরদের নিকট যাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করি। হিন্দু মুসলমানে এক মিটিং হয় এবং তাহাতে স্থির হয় তাহারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিবে। কিন্তু দিনের বেলা তাহারা আসিয়া আমাদের ভয় দেখাইতে থাকে তোমরা মুসলমান হও নচেৎ তোমাদের ভীষণ অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে। গ্রামের অন্যান্য হিন্দুদিগকেও অনুরূপ ভয় দেখান হইয়া থাকে। তখন আমরা সকলেই গ্রাম ত্যাগ করিয়া যে যেখানে পারি পলাইয়া যাই। আমি আমার স্ত্রী ও আড়াই বৎসর বয়স্কা কন্যাকে লইয়া চাঁদপুর রিলিফ ক্যাম্পে আশ্রয় লই। আসিবার পথে অনেক গ্রামে আগুন জ্বলিতে দেখি। শুনিয়াছি অনেক বাড়ীর লোককে মুসলমান করা হইয়াছে এবং যাহারা মুসলমান হইতে অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের বাড়ীর সকল লোককে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে। আরও শুনিতে পাই চাট্‌খিল হাই স্কুলের হেড মাস্টারের মেয়েকে মুসলমানেরা বিবাহ করিয়াছে। নিছনপুরে আমার মামাবাড়ীতে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং বাড়ীর সকল লোককে মুসলমান করার জন্য আটক করিয়া রাখিয়াছে। আমি চাঁদপুর রিলিফ ক্যাম্পে

আসিবার পথে এসকল ঘটনা ঘটে। তারপর আমি যখন পুনরায় বাড়ী যাই বলাখাল ষ্টেশনের নিকট পৌছিয়া দেখি সেখানে চার পাঁচশো মুসলমান মিলিত হইয়া গ্রামের হিন্দুদিগকে বাহিরে যাওয়ার জন্য বাধা দিতেছে। সেখানে এ অবস্থা দেখিয়া আমি পুনরায় চাঁদপুর ফিরিয়া আসি এবং তাহার পর পরিবার লইয়া কলিকাতা আসিয়া পৌছি।

ক্ষতি —

জমি— ৩ কানি	কাঠের জিনিষ— ৫০৲টাকা
টিনের ঘর— ২ খানি	পিতল কাঁসা— ১০০৲টাকা
খরের ঘর— ২ খানি	ধান, চাউল, পাট, ইত্যাদি — ৫০০৲

ইতি
Nagandra Chandra Das

নাম— শ্রী কৃষ্ণবন্ধু দেবনাথ
ঠিকানা— গ্রাম— ঘোষ কামতব
জিলা— নোয়াখালি, থানা— বেগমগঞ্জ
পো:— বজরা, পেশা— কাপড় তৈরী

পার্শ্ববর্তী গ্রাম সমূহে যখন মুসলমানগণ আগুন ধরাইয়া দেয় তখন আমরা পলাইয়া আসি। আমার বাড়ীঘর ধনসম্পত্তি সকলই মুসলমানদের হাতে ফেলিয়া আসিয়াছি। রাস্তায় আমাদের অনেক বাধা অতিক্রম করিয়া আসিতে হইয়াছে। সেই বাধা অতিক্রম করিতে যাইয়া আমি নিজে মাথায় ও পায়ে আঘাত পাই। আসিতে অসিতে শুনিতে পাই বহু হিন্দুকে মুসলমান করা হইয়াছে। অনেক হিন্দু মেয়ে মুসলমান কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে। আমাদের আত্মীয়স্বজন অনেককেও মুসলমান করা হইয়াছে এবং আমাদের এক আত্মীয়ের মেয়েকে মুসলমানগণ বিবাহ করিয়াছে। আরও শুনিতে পাই গুবিন্দপুরের পালেদের বাড়ী মুসলমানগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় তাহারা মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করে। অতঃপর ঐ পরিবারে সকল লোককেই কাটিয়া ফেলা হয় বিধবা এবং যুবতী কুমারী মেয়েদের লইয়া যায়। সাবিওল্লা মিঞা ১৫০০৲টাকা ও ৫ ভরি সোনা লুট করে।

ক্ষতি —

জমি— ১০ কানি	গরু— ৬টা,
পিতল কাঁসা— ১০০০৲	বলদ— ৮টা, বাছুর— ৬টা,
টিনের ঘর— ৪ খানা	কাঠের জিনিষ— ১২০০৲
ছনের ঘর— ১০ খানা	তাঁত— ৫ খানা

ইতি
শ্রীকৃষ্ণবন্ধু দেবনাথ

নাম— শ্রী দেবেন্দ্র দাস
ঠিকানা— গ্রাম— চির্‌কা চাঁদপুর
জিলা— ত্রিপুরা, থানা— ফরিদগঞ্জ
পো:— ফরিদগঞ্জ, পেশা— চাষ, পানের ব্যবসা

রাত্রি ১১টার সময় দুইজন মুসলমান আসিয়া আমাদের আশ্বাস দিয়া যায় যে আমাদের ভয় পাওয়ার কোন কারণ নাই। তাহারা চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীতে আগুন লাগান হয় এবং একদল মুসলমানকে আমাদের পার্শ্ব দিয়া এই কথা বলিয়া যাইতে শুনি যে তাহারা আমাদের বাড়ীতেও আগুন লাগাইবে। আমরা ভয় পাইয়া নৌকাযোগে বাড়ী পরিত্যাগ করি। তিনচারজন পুরুষ বাড়ী থাকে। তাহাদের মুসলমানরা আসিয়া মুসলমান করে কলমা পড়ায় এবং পাকিস্থানী টুপী পরাইয়া তাহাদের সঙ্গে বসাইয়া নমাজ পড়িতে বাধ্য করে। তখন ঐ মুসলমানরা তাহাদিগকে তাহাদের পরিবারের সকলকে ফিরাইয়া আনিতে অনুরোধ করে এবং তাহাদের সঙ্গে বিবাহদ্বারা আত্মীয়তা স্থাপন করিবার জন্য বিশেষ চাপ দিতে থাকে। তখন তাহারা আমাদের নিকট চলিয়া আসে। আমরা আমাদের মেয়েছেলেদের দেশে পাঠাইতে অস্বীকার করি এবং আমাদের ঐ লোকদিগকে দেশে ফিরিয়া যাইতে বলি। তারপর আমরা তাহাদের আর কোন খবর পাই নাই।

ক্ষতি—

জমি— ১৪ গন্ডা
টিনের ঘর— ১ খানা (দুচালা)
সুপারী— ২ মন
ধান— ২ মন
তামা কাঁসা— ৮০্
সোনা রূপা— ৪০্
নগদ টাকা— ৮০্
গরু— ১টা, বাছুর— ১টা

ইতি
দেবেন্দ্র দাস

নাম— বিপিনচন্দ্র দাস
ঠিকানা— গ্রাম— গুলিশা,
জিলা— ত্রিপুরা, থানা— চাঁদপুর,
পো:— গুলিশা, পেশা— পানের ব্যবসা

গ্রামের বহু বাড়ীতে আগুন লাগান হয়। ভয়ে আমরা এবং গ্রামের আরও হিন্দু পরিবার বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া জঙ্গলে ও কচুরীপানার তলে আশ্রয় লই। এভাবে একরাত্রি কাটাইবার পর পরের দিন অতিকষ্টে চাঁদপুর রিলিফ ক্যাম্পে আশ্রয় লই। শুনিয়াছি বহু হিন্দু পরিবার মুসলমান করা হইয়াছে তাহাদিগকে গোমাংস ভক্ষণ করান হইয়াছে এবং তাহাদের নূতন নামকরণ হইয়াছে।

ক্ষতি—

ধান ও চাউল মোট— ৬০ মন
কলাই ও মুগ— ১৫ মন
সুপারী— ৯ মন
নারিকেল —দুইপন
তিল— ২।· সের
বলদ—২টা

তামা কাঁসা— ১৫০৲
নগদ— ১৩০০৲
সোনারূপা— ১১০০৲
নৌকা— ৩ খানা
জমি— ৪ ১/২

ইতি
শ্রী বিপিনচন্দ্র দাস

নাম— শচীন্দ্রকুমার ভৌমিক
ঠিকানা— গ্রাম— জয়কৃষ্ণপুর,
জিলা— নোয়াখালি, থানা— বেগমগঞ্জ,
পো:— ঘাইচাদ পেশা— গুরের ব্যবসা

আমাদের গ্রামের চতুর্ষ্পার্শ্বের গ্রামে মুসলমানরা আগুন লাগাইয়া দেয়। বহু হিন্দু পরিবার মুসলমান করিয়া তাহাদের গোমাংস ভক্ষণ করান হয়। যে দু একটি বড় বড় পরিবার ধর্ম্মান্তর গ্রহণে অস্বীকার করে তাহাদের পরিবারের সকল লোককে কাটিয়া ফেলা হয়। যুবতী মেয়েদিগকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করা হয়। অনেক শিশুকে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। এই সকল নিদারুণ অত্যাচার কাহিনী প্রতিদিনই আমরা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে পাইতাম। সেই ভয়ে আমি আমাদের গ্রাম আক্রান্ত হওয়ার পূর্ব্বেই গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া আসি। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে যখন আগুন লাগে তখন ঐ সকল গ্রাম হইতে বহু আশ্রিত আমাদের গ্রামে আশ্রয় লয়। তাহাদের নিকট শুনিতে পাই যে অত্যাচারী মুসলমানগণ তাহাদেরই প্রতিবেশী বন্ধুবান্ধব।

ক্ষতি—

জমি— ৭ কানি
টিনের ঘর— ৩খানা
খড়ের ঘর— ১"
পাতি টিনের ঘর— ২"
ধান— ৮ মন
পাট— ২০ মন
চাউল— ১৫"
সুপারী— ১৫০ টাকা

নারিকেল— ১০০৲টাকা
গরু— ১টা
বাছুর— ১টা
হাঁস— ৫টা
পিতল কাঁসা লোহা— ৩০০০৲
কাঠের জিনিষ— ১৫০০৲
বিছানা ও কাপড়— ২০০০৲
কাঠ— ৮০৲

ইতি
শচীন্দ্রকুমার ভৌমিক

নাম— শ্রী প্রিয়নাথ সেন
ঠিকানা— গ্রাম— উজিয়ালপুর
জিলা— নোয়াখালি, থানা— সদর
পেশা— দোকান (চা ও মিষ্টি)

এখানে আসিবার প্রায় পনেরো ষোলোদিন পূর্ব্বে একদল বিদেশী মুসলিম দুর্ব্বৃত্ত একদিন রাত্রিবেলা আমার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া আমাকে মুসলিম লীগের জন্য চাঁদা দিতে বলে এবং চাঁদা না দিলে আমার জীবন বিপন্ন হইবে বলিয়া ভয় দেখায়। আমি ভয় পাইয়া ১০০ টাকা দিয়া ঐ দুর্ব্বৃত্তদলকে বিদায় করি। ইহার পর একদিন তাহারা বাজারে আমার দোকান লুট করিয়া সমস্ত জিনিষ লইয়া যায়। এমতাবস্থায় দেশে থাকা অসম্ভব দেখিয়া আমি আমার পরিবার লইয়া কলিকাতা চলিয়া আসি। আমাদের গ্রামের বহু হিন্দু পরিবার এইভাবে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এই অত্যাচারের প্রতিকারকল্পে আমরা থানায় খবর দেই কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহারা কিছুই করে নাই। আমাদের পার্শ্বের গ্রামের বহু হিন্দু বাড়ী পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং অনেক শিশুকে ঐ অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। অনেক হিন্দুকে মুসলমান করা হইয়াছে এবং গরুর মাংস খাওয়ান হইয়াছে। বহু স্ত্রীলোক অপহৃত হইয়াছে। বহু স্ত্রীলোককে ধর্ষণ করা হইয়াছে এবং অনেক স্ত্রীলোকের কুচ্‌কি হইতে তলপেট পর্য্যন্ত কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং অনেক স্ত্রীলোকের স্তন কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। অপহৃতা স্ত্রীলোকদের মধ্যে অনেকে আমাদের আত্মীয়জনও আছেন তাহাদের কোন খোজ পাওয়া যায় নাই। আমাদেরই একটি পরিচিত সাহা বাড়ীতে একদল দুর্ব্বৃত্ত একটি মেয়েকে চুরি করিতে যায় এবং তাহারা ঐ মেয়েটিকে যাইয়া ধরে, মেয়েটি চিৎকার করিয়া উঠে। মেয়েটির দাদা (ভাই) ছুটিয়া আসিয়া বোনকে দুর্ব্বৃত্তদের হাত থেকে ছিনাইয়া লয়। ইহাতে তাহার হাত, পা ও মাথা বিশেষভাবে জখম হয়। এই অবস্থা দেখিয়া ও শুনিয়া আমরা চাঁদপুর রিলিফ ক্যাম্পে আসি এবং সেখান থেকে হিন্দু মহাসভার সাহায্যে ২নং ওয়ার্ড কংগ্রেস কমিটিতে আছি।

ইতি
শ্রী প্রিয়নাথ সেন

নাম— শ্রী উপেন্দ্র কুমার পাল
ঠিকানা— গ্রাম— মজুপুর
জিলা— নোয়াখালি, থানা— লক্ষ্মীপুর
পো:— বাঞ্ছানগর

দুর্গাপূজার ৫/৬ দিন পুর্ব্বে আমি বাড়ী হইতে রওনা হইয়া শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত বদরপুর বেড়াইতে গিয়াছিলাম। বদরপুর ষ্টেশনে যাইয়া দেখিতে পাইলাম আমাদের নোয়াখালির লোক প্রায় ১০০০ জমা

হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে আমার নিজ গ্রামের একটি লোকও দেখিতে পাইলাম না। অন্যান্য গ্রামের লোকের মুখে শুনিলাম আমাদের লক্ষ্মীপুর থানার সমস্ত গ্রাম আগুন দিয়া পোড়াইয়া দিয়াছে। জিনিষ সকল লুট করিয়া লইয়া গিয়াছে। কতক মানুষ মুসলমান করিয়া লইয়া গিয়াছে। আর যাহারা মুসলমান হইতে চাহে নাই তাহাদিগকে কাটিয়া ফেলিয়াছে। কুমারী মেয়েদিগকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করিয়াছে। এই খবর শুনিয়া আমি তৎক্ষণাৎ দেশে রওনা হইয়াছি। বদরপুর হইতে চৌমুহনী পর্য্যন্ত নোয়াখালির প্রচুর লোক দেখিয়াছি। বেগমগঞ্জ থানা পার হইয়া কিছুদুর যাওয়ার পর রাস্তায় কতকগুলি মুসলমান একত্র হইয়া বলে যে যদি মুসলমান হইয়া গরুর মাংস খাও তবে দেশে যাইতে পারিবে নচেৎ যাইতে দিবনা। আমি ভাবিয়া দেখিলাম যদি মুসলমান হইয়া পরিবারের সকললোককে পাই তবে মুসলমান হইব কিন্তু তাহারা বাড়ী আছে বলিয়া মনে হয় না। তাই মুসলমান হইতে স্বীকৃত হই নাই। ফিরিয়া আসিতে পথে বেগমগঞ্জ থানায় গেলাম এবং দারোগাবাবুকে দুইজন পুলিশ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিলাম। তিনি উত্তর দিলেন পারিব না। ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি লইয়া আস। তখন নিরুপায় হইয়া কলিকাতা চলিয়া আসিলাম। আমার একটি লোকেরও খোঁজ পাই নাই।

আমার পরিবারের নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে আমি পাইতেছিনা —

মা— ৫৫ বছর
বাবা— ৭০ বছর

ভাই—	সুরেন্দ্রকুমার পাল— ৩৫	বোন—	রাজেশ্বরী পাল— ২৭
	শচীন্দ্রকুমার পাল— ২৪		বৌদি— ১৮
	যতীন্দ্রকুমার পাল— ২০		দুটি ভাগ্নী
	সন্তোষকুমার পাল— ১৬		দুটি ভাগ্নে
	হেমেন্দ্রকুমার পাল— ১২		পিসীমা— ৪০
			স্ত্রী মনিবালা—১৬

ক্ষতি —

সম্পত্তি—	৩৫০০০৲	ধান—	২০০০৲
সুপারী—	২০০০৲	কাসা পিতল—	২০০০৲
দুটি বলদ —	৩২৫৲	টিনের ঘর—	৫ খানা
১টি গরু —	১৩৫৲	টালির ঘর—	১ খানা
১টি নৌকা —	১০০০৲	হরিমন্দির —	১ খানা
পাট—	৪০০৲	দুতালা দালান—	১ খানা

ইতি
উপেন্দ্রকুমার পাল

নিবেদন এই,

শ্রদ্ধেয় মহাত্মাজি আমি লক্ষ্মীপুর থানার অধীন ১নং ইউনিয়নের অন্তর্গত বিজয় নগর গ্রামের বাসিন্দা এবং কালীবিজয় নগর ব্রাঞ্চ পোষ্টাফিসের মাষ্টার। বিগত রায়টের আগের দিন অর্থাৎ রবিবার দিন আমাদের গ্রাম্য মুসলমান ভাইয়েরা একজন মৌলভী সঙ্গে নিয়া আসিয়া আমাদের বাড়ীর সকলকে বলে যদি বাঁচিয়া থাকতে চাও তবে কল্‌মা পড়িয়া মুসলমান হও এবং বিগ্রহ যাহা আছে সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিয়া দাও এবং ধর্ম্মগ্রন্থ সকল ছিঁড়িয়া ফেল। ইহাতে আমরা কিছু আপত্তি করিলে তাহারা ঘরে ঢুকিয়া নিজ হস্তেই বিগ্রহগুলি এবং ধর্ম্মগ্রন্থগুলি নষ্ট করিয়া দেয়। এই সমস্ত কাণ্ড দেখিয়া আমরা সকলে নিজের পরনের ১০ হাত কাপড় কাটিয়া ২ খানা লুঙ্গী তৈয়ার করি। তাহারা নিজ হস্তেই কাপড় কাটিয়া দিয়াছে। মৌলভী সাহেব বলেন সকলে স্নান করিয়া আসিয়া একস্থানে বসেন এবং স্ত্রীলোকদিগকে হাতের শঙ্খ ভাঙ্গিয়া কপালের সিঁদুর মুছিয়া স্নান করিয়া আসিয়া অন্যঘরে বসিতে বলেন। মুসলমান ভাইদের ও মৌলভী সাহেবের কথানুযায়ী আমরা সকলে প্রাণের ভয়ে বসিলাম। মৌলভী সাহেব স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই কল্‌মা পড়াইয়া গেলেন এবং আমাদিগকে টুপী লইতে বলিলেন। আমরা বলিলাম টুপী এখন কোথায় পাইব। তখন সকল মুসলমান ভাইয়েরা তাহাদের মাথা হইতে তাড়াতাড়ি করিয়া আমাদের সকলকে টুপী দিয়া দিলেন। সকলে মুসলমান হইয়া মনে করিলাম এই যাত্রায় জীবন রক্ষা হইল। যখন তাহাদের দিন মানিয়াছি তখন আর তাহারা কোন ক্ষতি করিবেনা। কিন্তু পরদিন অর্থাৎ ২৭শে আশ্বিন সোমবার দিন বেলা প্রায় ৯টা ১০ টার সময় ঐ মুসলমান ভাইরা দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া প্রথমতঃ আমার বাড়ীর উত্তর দিগে হরেন্দ্র ভৌমিকের বাড়ীতে লুট তরাজ ও অগ্নিপ্রদান করে। সেই বাড়ীর কাজ শেষ করিয়া আমার বাড়ীতে ঢুকিতে বলিলাম ভাইগণ আমি তোমাদের দিন মানিয়াছি ও স্থানীয় পোষ্টমাষ্টার। তোমাদের সকলের গোলামী করিতেছি। আমার ঘর বাড়ী লুট করিওনা এবং আগুন দিওনা। যদি আমার বাড়ীতে আগুন দেও তবে মনে করিও পোষ্টাফিসে আগুন দিয়াছ। এই কথা বলার অল্প পর জনতার ভিতর হইতে মমিনপুর নিবাসী একজন মুন্সী আমাকে একটু দুরে ডাকিয়া নিয়া বলিল মাষ্টার মহাশয় আপনি যদি লীগের চাঁদা ২০০্ শত ও ভলান্টিয়ার বিদায় ৫০্ টাকা না দেন তবে কোন মতেই আপনার বাড়ী রক্ষা হইবেনা। আমি বলিলাম ভাইরে তোমার দিন মানিয়াছি। আমি গরীব লোক, এত টাকা কোথায় পাইব। তখন উক্ত মুন্সী বলে আপনি পোষ্ট মাষ্টার, আপনার কাছে বহুত টাকা আছে। টাকা নাই এই কথা বলিলে কেহ বিশ্বাস করিবে না। এখন কি আছে তাড়াতাড়ি দেন আর গুলি পরে দিলে সারিবে। অগত্যা তাহার নিকট ২৪০্ টাকা দিলাম। ২৫০্ টাকাই দিতে পারিতাম, মনে করিলাম কিছু হাতে রাখি। যদি নাছাড়ে তবে ঐ ১০্ টাকা দিয়া দিব। টাকা দেওয়ার পর তাহাকে বলিলাম ভাই যে রকম দলে দলে লোক আসিতেছে তাহারা যদি আসিয়া বাড়ী ঘর লুট করিয়া আগুন লাগাইয়া দেয় তখন আপনার লাগুড় কোথায় পাইব। তখন উক্ত মুন্সী সাহেব বলেন একখানা কাগজ নিয়া আসেন। তাড়াতাড়ি যাইয়া একসার চাইজ বহির উপরের একখানা কাভার আনিয়া তাহাকে দিলাম। তাহাতে তিনি নিজ হস্তে যাহা যাহা লিখার লিখিয়া দিয়া আমাকে বলিলেন এই কাগজখানা সঙ্গে রাখিবেন যে দল লুট করতে আসে তখন ইহা দেখাইলে আর কেহ লুট করিবেনা। মুন্সী সাহেবের লিখিত কাগজখানা বর্ত্তমানে আপনার কাছে আছে।

তাহাতে ২/৩ জন লোকের সাক্ষ্যও আছে। মুন্সী সাহেব যাওয়ার অল্প পরেই একদল আসিল তাহারা বাড়ীতে ঢুকিতেই এই কাগজখানা দেখাইলাম। তাহারা বলে ফেলে দেও তোমার কাগজ। আমরা লুট না করিয়া ছাড়িবনা। গোলাম সোয়ার মিয়ার পক্ষে যে ক্যাপটন তোমার নিকট হইতে টাকা নিয়াছে তাহার ভাগী আমরা নই। তাহারা আমার নিষেধ না শুনিয়া আমার বাড়ীর সকল ঘরে ঢুকিয়া লুটতরাজ করে। এখন আমরা সর্ব্বহারা। আর কত লিখব। যতই লিখি ততই আবেগ বাড়িয়া উঠে।

ইতি

নিবেদক

শ্রী প্রকাশচন্দ্র দাস

গ্রাম— বিজয়নগর

পোষ্ট মাষ্টার, কালী বিজয়নগর

জিং নোয়াখালি

N.B. : মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষীত— করার পর আমায় নাম দুলামিয়া পোস্ট মাস্টার রাখা হইয়াছে— সে কাগজখানা আপনার নিকট আছে। ঐ কাগজে ৩জন সাক্ষীর নামও আছে।

* * *

এতদ্বারায় সর্ব্ব সাধারণ, মুসলমান বলান্টীয়ার ভাইগণকে যানান যাইতেছে। দুলা মিঞা পোঃ মাস্টার সাহেব স্বইছায় ইছলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া উহাদের উপর কোন প্রকার অত্যাচার অবিচার করিবেন না ইহাতে অন্যথা করিলে আইন আমলে দণ্ডনীয় হইবেন।

নিবেদক

১। কাজি ছৈয়দ আলী গোলাম ছেরওয়ার কেপটিন মীঞার সাং মমিনপুর

২। শ্রী আজিবোর রহমান মিঞা— তাং ২৭ শে আশ্বিন, ১৩৫৩ বাং

সাং হাসন্দী —

৩। শ্রী মজব আলী সাং হাসান্দ, নুরের রহমন সাং হাসাজী

লীগের চাঁদা	২০০৲
বলান্টীয়ার বিদায়	৫০
	২৫০৲

২৫০৲ টাকার মধ্যে ২৪০৲ টাকা বুঝিয়া পাইলাম। বাকী ১০৲ টাকা পরে দিবে।

মুসলমানী নাম —	পুর্ব্বের নাম —
দুলামিয়া —	প্রকাশচন্দ্র দাস —
	পোস্ট মাস্টার —

নাম— শ্রী বীরেন্দ্র কুমার রায় ও শ্রী গৌরাঙ্গচন্দ্র পাল
ঠিকানা — গ্রাম— দালাল বাজার
থানা— লক্ষ্মীপুর, জিলা— নোয়াখালি

ইং ১৪/১০/৪৬ তারিখের ২/৩ দিন পূর্ব্ব হইতেই লোকমুখে চতুর্দ্দিকের অত্যাচারের কথা জানিতে পারিয়া স্থানীয় হিন্দুগণ অত্যন্ত আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়ে। এদিকে স্থানীয় মুসলমানগণ ভয়ের কোন কারণ নাই বলিয়া অভয় প্রদান করে। কিন্তু ঘটনার পূর্ব্ব দিবস রবিবার সন্ধ্যার পূর্ব্বে ৫/৬ মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতে অগ্নিসংযোগের সংবাদ এবং কেহ কেহ ধূম্রজাল দেখার কথাও বলে। লুটের সংবাদও আমরা পাই। তখন স্থানীয় হিন্দুগণ তাহাদের মূল্যবান স্বর্ণ, রৌপ্য, কাঁসা, পিতল ও অন্যান্য জিনিষপত্র রবিবার রাত্রি ও সোমবার প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত মাটীর নীচে পোতা, জলে নিক্ষেপ করা ছালায় ভরিয়া রাখা এবং পলাইবার স্থানের ব্যবস্থা করার কার্য্যে ব্যস্ত থাকে। ১৪/১০/৪৬ইং তারিখ সোমবার বেলা যখন দশটা তখন সংবাদ পাই যে উত্তর দিক হইতে বহুসহস্র লোক লুণ্ঠন ও গৃহদাহ করিতে করিতে আমাদের গ্রামের দিকে অগ্রসর হইতেছে। অবস্থা গুরুতর মনে করিয়া পূর্ব্ব রাত্রিতেই স্থানীয় জমিদার বাবু সত্যেন্দ্রকুমার রায় ও বাবু নলিনীকিশোর রায় মহাশয়দ্বয় পরিবার স্ত্রী, পুরুষ, শিশুসহ ৬০/৭০ জন লোককে লইয়া গোপন পথ মেঘনা নদীর নৌকায় পার হইয়া বরিশাল, খুলনা হইয়া কলিকাতা চলিয়া আসেন। শুনিয়াছি পথে ধৃত হইয়া বহু অর্থ ব্যয় ও কৌশল পুর্ব্বক তাহারা প্রাণ বাঁচাইতে সক্ষম হয়। যাহা হউক আমরা অবশিষ্ট স্থানীয় হিন্দুগণ যখন বেলা ১০/১০-৩০টা তখন উত্তর দিকে সহস্র সহস্র কণ্ঠে "আল্লা হো আকবর" ধ্বনি শুনিতে পাই এবং ব্যস্ত হইয়া শিশু, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই নিজ নিজ মনোনীত স্থানে পলাইয়া থাকি। কেহ বৃক্ষের উপরে, ঝোপের ভিতর পলাইয়া থাকিয়া দুর্ব্বৃত্তগনের কার্যকলাপ পর্য্যবেক্ষন করি। দেখিতে পাই দুর্ব্বৃত্তগন, বন্দুক, রামদা, সেল এবং অধিকাংশ লোক সুপারী গাছের তৈরি সেল ও বাঁশের লাঠি লইয়া উত্তর দিক হইতে ধ্বনি করিতে করিতে অগ্রসর হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিক হইতে অজস্র মুসলমান "আল্লা হো আকবর" ধ্বনি করিতে করিতে অগ্রসর হয়। তাহারা অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত ভিন্ন ভিন্ন দল হইয়া দালালবাজার ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে প্রবেশ করিয়া প্রায় প্রত্যেকে হিন্দুগৃহে প্রথমতঃ লুণ্ঠন ও অনুসন্ধান পূর্ব্বক মাটিতে পোতা ধনসম্পত্তি ও জলে ফেলা জিনিষপত্র সমূহ সংগ্রহ করিয়া যাওয়ার পূর্ব্বে গৃহে পেট্রল বা কেরোসিন ঢালিয়া, অগ্নিসংযোগ করিয়া চলিয়া যায়। আমাদের মধ্যে যাহারা নিকটবর্ত্তী স্থানে পলায়ন করিয়াছিলাম এবং অগ্নিসংযোগের পর যখন দুর্ব্বৃত্তগণ চলিয়া যায় তখন সত্ত্বর বাহির হইয়া গৃহে ফিরিয়া কয়েকজন গৃহ সম্পূর্ণ ধ্বংস হইতে কিছুটা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। কিন্তু অধিকাংশ লোকই সেরূপ করিতে পারে নাই। দালাল বাজার গ্রামকে দ্বিতীয় নবদ্বীপ বলিয়া অনেকে আখ্যা দিতেন তাহার কারণ উক্ত গ্রামে নবদ্বীপ ধামের মত বহু হিন্দু গৃহে সুবৃহৎ দেব বিগ্রহ পুজিত হইত এবং সকাল সন্ধ্যায় কাসী, শঙ্খ, হুলুধ্বনিতে নবদ্বীপধামের মত ভক্তি প্রবাহ উৎসারিত হইত। দুর্ব্বৃত্তগণ কোন দেববিগ্রহই ধ্বংস করিতে বাকী রাখে নাই। ভাঙ্গন, অগ্নিসংযোগ, নিক্ষেপ সকল উপায়েই নরপশুগণ দেববিগ্রহ ধ্বংস করিয়াছে। উক্ত ঘটনার পর গ্রামটিকে একটি শ্মশান ভিন্ন আর কিছুই মনে হয় না। উক্ত বহু দেববিগ্রহের মধ্যে শ্রী শ্রীমন মহাপ্রভুর বাড়ীর বিগ্রহ বিশেষ প্রসিদ্ধ করেন সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুগণ ও অন্য অনেক স্থানের ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ ঝুলন যাত্রার সময় তথায় শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করতঃ

পবিত্র হইত। বিরাট ঝুলন মেলার সময় আনন্দ উপভোগ করিত প্রায় এক শতাব্দী যাবৎ। উক্ত মন্দিরের একজন সেবায়েত দেববিগ্রহ কোন অন্যায় করে নাই বলিয়া দুর্ব্বৃত্তগণ যেন মন্দিরে না যায় তজ্জন্য নিষেধ করায় তাহাকে তখনই তাহার শরীরের কাপড়ে পেট্রল ঢালিয়া উক্ত ঠাকুরবাড়ীর জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করা হয়। উক্ত স্থান হইতে ২০০ হাত দুরে এক সাধু মিঠাইর দোকানদারকে মুসলমান হইতে অস্বীকার করার অপরাধে তাহাকেও উক্ত নিষ্ঠুর উপায়ে নিকটবর্ত্তী এক সুবৃহৎ হিন্দু ঔষধের জ্বলন্ত বৃহৎ গৃহের ভিতর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করা হয়। উক্ত ঘটনার পর আমরা পরের দিন বাড়ী আসিয়া দেখি আমাদের গৃহ ভস্মীভূত, ধনসম্পত্তি ঘরের এবং মাটির নীচের ও জলের সমস্তই লুণ্ঠিত হইয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী নন্দনপুর গ্রামেরও এই অবস্থা। সেখানেও তিন ব্যক্তিকে উক্ত নিষ্ঠুর উপায়ে হত্যা করা হইয়াছে এবং একস্থানে ততোধিক নিষ্ঠুরতা করিয়াছে। একজন বৃদ্ধ মাতাকে তাহার পুত্রকে তাহার স্কন্ধদেশে বাঁধিয়া একসঙ্গে অগ্নিসংযোগ পূর্ব্বক হত্যা করিয়াছে। যাহারা পলাইয়াছিল এবং যাহাদের দুর্ব্বৃত্তগণ ধরিয়াছিল তাহাদের নিকট হইতে অর্থ চাহিলে না পাইলে মার ধর করিয়া যখম করিয়াছে আর পাইলে সামান্য আঘাত করিয়াছে। স্থানীয় জমিদারের বৃহৎ কাছাড়ীর সমস্ত রেকর্ড অগ্নিসংযোগ করিয়া ধ্বংস করিয়াছে। সেখানে একটি কো অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ছিল তাহাও ধ্বংস করা হইয়াছে। এবং বৃহৎ দালানটি প্রেট্রল ঢালিয়া ধ্বংস করিয়াছে। এখন ইষ্টক ধ্বসিয়া পড়িতেছে। বাড়ীর ভিতরের দালানগুলি সম্ভবতঃ পেট্রল অভাবে একেবারে ধ্বংস করিতে পারে নাই। গ্রামের অন্যান্য বহু পাকাবাড়ী ও টীনের ঘর সমূহ ধ্বংস করিয়াছে। ঘটনার দিন সোমবার রাত্রিতে এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম নন্দনপুরে মঙ্গলবার স্থানীয় মুসলমানগন ৬০/৭০ জন দলবদ্ধভাবে আসিয়া বলিয়া যায় যে তোমার যদি "দিন না মান" অর্থাৎ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ না কর তবে তোমাদের কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিব না। অবশ্য গ্রামের এই সকল লোক হিন্দুদিগকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়া দিতে সাহায্য করিয়াছিল এবং হিন্দুগৃহের বহু জিনিষ হিন্দুদিগকে সাহায্য করার অজুহাতে নিজ গৃহে লইয়া গিয়াছে। অদ্যও দলে দলে লোক আসিতেছে। এই অবস্থায় সর্ব্বহারা হইয়া আমরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ি এবং দিন মানিতে অস্বীকার করি নাই এবং আমাদের মধ্যে কেহ কেহ তাহাদের সঙ্গে মসজিদে যাইয়া মুন্সীর বা মৌলবীর নিয়মকানুন মত মন্ত্র পড়িয়াছে। কোন২ স্থানে আমরা তাহাদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য উৎপীড়ন করা হইয়াছে ও হইতেছে। আমরা দেশ ত্যাগ করিয়া আসিবার সময় ও কেহ২ লক্ষ্মীপুর থানায় মিলিটারীর সাহায্যের জন্য ঘুরিতেছে। কারণ তাহারা বিবাহযোগ্যা মেয়ে লইয়া গ্রাম হইতে বাহির হইতে পারিতেছেনা। এই সময় গ্রামে উচ্চশিক্ষিত মুসলমান যুবকগণকে দেখা যায়। লুণ্ঠনকারীগণের মধ্যে শিক্ষিত লোকও ছিল বলিয়া হয় কারণ অন্য পুস্তক একদিকে ফেলিয়া শ্রীমদ্ভাগবৎ বহুখণ্ডে টুক্‌রা করিয়া আস্তকুরের চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিতে দেখা গিয়াছে। কোন শিক্ষিত মুসলমান বলিয়াছে এখন আর বলপ্রয়োগ পূর্ব্বক হিন্দুকে কিছু না করিলেও ক্ষতি নাই কারণ দুইদিন পর হিন্দুরা মুসলমানের পায়ে ধরিয়া মুসলমান হইতে আসিবে। এইরূপ মনোভাবে ভীত হইয়া গৃহও সম্পদশূন্য হইয়া আমরা বহুপুরুষ যাবৎ যে ভূমিতে বাস করিতেছিলাম তাহা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসি। এখনও ধান, সুপারী, নারিকেল ইত্যাদি বলপুর্ব্বক অপহরণ করিতেছে। এ সংস্রবে আর একটি ঘটনা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১৪/১০/৪৬ তারিখের পর ১৮/১০/৪৬ তারিখে শুক্রবার রাত্রি অনুমান ৮টার সময় নোয়াখালি জিলায় একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত "আল্লা হো আকবর" ধ্বনি আমাদিগকে এমন ভীত করিয়াছিল যে সেদিন অন্ধকারে আমরা জলে কাদায় বৃষ্টিতে ভিজিয়া শিশু স্ত্রী প্রভৃতিকে লইয়া পলাইয়া জঙ্গলে ছিলাম। পরে জানিলাম কেহ আক্রমণ করিতে আসে নাই। তখন আমরা দগ্ধ সংগৃহীত আশ্রয়স্থানে ফিরিয়া আসি।

নাম— শ্রী মোহনবাশী বণিক
ঠিকানা— গ্রাম— নন্দনপুর, পো:— রামগঞ্জ,
থানা— রামগঞ্জ
জিলা— নোয়াখালি

আমার নাম মোহনবাশী বণিক, পিতা মৃত গোলকচন্দ্র বণিক, সাং নন্দনপুর ৬নং ইউনিয়নের, থানা রামগঞ্জ, জিলা নোয়াখালি হইতে কলিকাতা উপস্থিত হইয়া বিবরণ জানাইতেছি যে বিগত ২৫শা আশ্বিন শনিবার অপরাহ্ণ আনুমানিক ২-২।।· টার সময় আমাদের বাড়ীর উত্তর দিকে ও পূর্ব্বদিকে "আল্লা হো আকবর" চাই কি "পাকিস্থান" প্রভৃতি ধ্বনি করিয়া বহু জনতা (১০০০ হইতে ১৫০০) আমাদের বাড়ীর দিকে আসিতে থাকে। বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইলে দেখিতে পাই উক্ত জনতার হাতে বন্দুক, লাঠি, বল্লম, জোড়া, টেঁটা, দা, ছেনি ইত্যাদি অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়ে ও কিছুলোক বাড়ীর চারিদিকে ও নিকটবর্ত্তী ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার উপর ঘেরাও করিয়া দাঁড়ায়। যাহারা বাড়ীতে ঢুকিয়াছিল তাহাদের মধ্যে কতকলোক আমার পরিচিত, কতকগুলির নাম জানি ও কতকগুলি চিনি। তন্মধ্যে কলচমা নিবাসী মজু মিঞার পুত্র বাদশা মিঞা ছোড়া দেখাইয়া আমার পুত্র শ্রীমান হরিচরণ বণিকের নিকট হইলে নগদ ২০০৲ টাকা ছিনাইয়া লয়। কলচমা নিবাসী তরিফ আলী ছোড়া দ্বারা আমাকে আঘাত করিতে উদ্যত হইলে আমার সঙ্গের ১২০০৲ টাকা ও ২০ ভরি সোনা দিয়া কোন প্রকারে প্রাণরক্ষা করি। দুর্ব্বৃত্তদের মধ্যে আশ্বাদ পণ্ডিতের পুত্র নুরল হক মিঞা সঙ্কেতে দুর্ব্বৃত্তদিগকে জানাইয়া দিয়াছিল যে তোমরা বাড়ী লুট কর, তোমাদের কোন প্রকার ভয় নাই। কারণ ভূতপূর্ব্ব গোলাম সোরোয়া বলিয়াছিল যে উপরওয়ালা হাতে আছে, কিছু হইবে না। তখন আব্দুল রশিদ, আবদুল জব্বর, আব্দুল রহিম, গরহ প্রত্যেকে ঘরে ঢুকিয়া আমাকে বলিল যে কোথায় কি জিনিষ আছে শীঘ্র বাহির করিয়া দে। তখন প্রাণের ভয়ে প্রত্যেকে জিনিষ দিয়া কোন প্রকারে বাড়ী হইতে পলাইয়া জলের মধ্যে ডুবিয়া রহিলাম। ইতিমধ্যে দুর্ব্বৃত্তরা মেয়েছেলেদের শরীর হইতে সমস্ত সোনার গহনা বলপূর্ব্বক ছিনাইয়া লয় ও ঘরের সমস্ত মাল লুণ্ঠন করিয়া নৌকা বোঝাই করিয়া একদল দুর্ব্বৃত্ত চলিয়া যায়। অপর দল ইতিমধ্যে মেয়েছেলেদের সিথির সিঁদুর মুছিয়া ফেলে, হাতের শাঁখা ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং তাহাদিগকে মুসলমান হওয়ার জন্য ভয় দেখায়। তাই নানাপ্রকার নির্যাতিত হইয়া পরে মেয়েছেলেদের মুসলমান মতে কলমা পড়াইয়া ছাড়াইয়া আনিতে সমর্থ হই।

অতঃপর প্রত্যেক ঘরে পেট্রল ঢালিয়া আগুন লাগাইয়া দেয় এবং সমস্ত ভস্মীভূত করিয়া রাত্রিবেলা দুর্ব্বৃত্তগণ বাড়ী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। তাই শেষ রাত্রে আমরা সপরিবারে রামগঞ্জ থানায় আসিয়া আশ্রয় লই। দুর্ব্বৃত্তদের মধ্যে যাহাদের নাম ধাম জানা আছে এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যের আনুমানিক মূল্য নিম্নে দেওয়া হইল।

লুণ্ঠন কারীর নাম—	সাং কলচমা	**ক্ষতির পরিমাণ**	
১। নুরল হক	পিতা আশ্বাদপণ্ডিত	১। নগদ টাকা—	১৪০০৲
২। বাদশা মিঞা	পিতা আবদুল মজিদ	২। স্বর্ণ-২০ ভরি—	১৫০০
৩। আমিনাদ্দি	পিতা আবদুল হালিম	৩। ৭খানা ঘর—	৫০০০৲

৪।	তারিফ আলী	পিতা মৃত আবদুল ছিমার্দ	৪। কাঠের জিনিষ— ৩০০৲
৫।	আহমদ পণ্ডিত	পিতা তনিজর্দ্দি	৫। লেপতোষক — ২০০৲
৬।	কতুমিঞা	পিতা হাচন আলী	৬। কাসা পিতল —৫০০৲
৭।	আব্দুল রশিদ	পিতা মৃত ইমানদ্দি	
৮।	আবদুল হাকিম	পিতা মৃত মৌনাদ্দি	
৯।	আহম্মদ আলী	পিতা মৃত জৰ্ব্বর আলী	
১০।	মনুমিঞা	পিতা হায়দার আলী	

Date : 23-11- 46

মহাত্মন

নোয়াখালী জিলার রামগঞ্জ থানার অধীন ২নং পানিয়ালা ইউনিয়নস্থিত পানিয়ালা গ্রামে আমার বাড়ী।

বিগত ১২/১০/৪৬ ইংরেজি শনিবার। রাত্র প্রায় ৭৷৷॰ ঘটিকার সময় প্রায় ৬০০ শতাধিক মুসলমান জনতা নানাপ্রকার মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ভীষণভাবে আমাদের বাড়ী আক্রমণ করে। সেই সময়ে আমরা কেহই বাড়ীতে ছিলাম না। আধঘণ্টা আগে জঙ্গলে পলাইয়া যাই। সোনাপুর-চিতোসি রাস্তার উপরে তাহারা জিগির দিতে দিতে আসিতেছিল। সকলেই নিকটস্থ জঙ্গলে লুকাইয়াছিলাম। প্রথমতঃ আমাদের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া লুটপাট করে পরে অগ্নি সংযোগে আমাদের বাড়ী পোড়াইয়া দেয়। এই অগ্নিসংযোগে আমাদের বাড়ীর মোট ঘর ৩০। ছোট ছোট ঘর পোড়ায় নাই। তখন টিন তুলিয়া তাহারা অস্থায়ী ছাউনি করিয়া থাকে। এখনও সেই ভাবেই আছে। ২৩ খানা ঘর (Corrogated Iron Sheet) পোড়ানো হয়। আমাদের দগ্ধ বিনষ্ট যাহা কিছু বাঁচিয়া ছিল সেইগুলি রাত্র ৮টা হইতে ২টা পর্যন্ত লুণ্ঠন করে। টিন ইত্যাদি অনেক লইয়া গিয়াছে।

পরদিন ১৩/১০/৪৬ ইং তারিখ রবিবার সকলেই ঐ গ্রামের আমাদিগকে মুসলমান করিবার জন্য ভয় (দেখায়) কিন্তু সেই দিন আমাদিগকে মুসলমান করিতে পারে নাই।

১৪/১০/৪৬ ইং তারিখ সোমবার তখন পর্যন্ত members পুরোপুরি ঠিক হয় নাই। সেই উপলক্ষ্যে সকল হিন্দুকে ডাকে। শান্তি সমিতির মেম্বারগণ এক শান্তি সভা করিবার উদ্দেশ্যে গ্রামের সকল হিন্দুকে আমাদিগকে বাজারে যাইবার জন্য নির্দ্দেশ করে। তখন আমরা বাজারে যাইবার পথে আমাদের দরজায় আমার বড় ভাই ও আমার জ্ঞাতি (First cousin এক জ্যেঠতুতো ভাই অবনীবাবু শান্তি কমিটির মেম্বার ছিলেন।) ভ্রাতা দুইজনকে হত্যা করে। তারপর আমাদিগকে মসজিদে নিয়া যায়। যাওয়ার সময় আমাদিগকে ভীষণভাবে মারপিট করে। তারপর মসজিদে নিয়া সেই দিন নমাজ পড়ায়। তারপর আমাদিগকে— "কলমা" পড়ায়— এবং পরে সকলের নামের লিস্ট করিয়া নেয়।

এই মারপিটের ফলে আমার এক কাকা মনোরঞ্জন মজুমদার গুরুতর রূপে আহত হয়। ঐ দিন আর একঘরের বৌদির (২৭/২৮) ভাইঝি (১৮/১৯), বোনের (২৭/২৮) শাঁখা নিজেরা লাঠি দিয়া ভাঙ্গে এবং তারাই গায়ে হাত দিয়া সিঁদুর মুছে দেয়।

১৫/১০/৪৬ তারিখে আমার মৃত জাঠতুতো ভাই-এর (ত্রৈলক্যমোহন মজুমদারের স্ত্রী) স্ত্রী বাড়ী ফেরেন (পূর্বের দিন পলাইয়া অন্য বাড়ীতে গিয়েছিলেন) তিনি কাঁদিতে থাকেন। তখন শুনিয়া মুসলমানেরা পুনরায় আসে এবং তাঁহার শাঁখা সিঁদুর নষ্ট করে।

তারপর ১৬/১০/৪৩ ইং তারিখ বুধবার ত্রিপুরা জিলা হইতে ১৮/১৯ জন পুলিশ ঘুরিবার পথে আমাদের দেশে আসে এবং আমাদের ঘর বাড়ী দেখিয়া যায়। তখন আমাদের দেশের কয়েকজন প্রাণের ভয়ে তাহাদের সঙ্গে চলিয়া যায়। তারপর হইতে মুসলমানরা আমাদিগকে পূর্ব্বের মত টুপি ফেলিয়া ও কাপর পরিধান করিতে বলে। যখন আমাদের দেশে Camp হয় তখন যাহারা বাড়ী হইতে গিয়াছিল তাহারা আবার পুলিশ যোগে বাড়ী ফিরিয়া আসে।

অতএব মহাশয়ের নিকট বিনীত প্রার্থনা এই যে গুণ্ডাদের যথোচিত শাস্তি বিধান ও গরীবের ক্ষতি পুরণের ব্যবস্থা করিবার। আজ্ঞা।

ইতি
বিনীত
শ্রী ফণীভূষণ মজুমদার
পিতা মৃত রোহিণীকুমার মজুমদার
গ্রাম — পানিয়ালা
নোয়াখালি

আমাদের বাড়ীর এই সকল লোককে হত্যা করে।

১। প্রিয়লাল মজুমদার— আপন ভাই (৩৬ বৎসর) Divisional Controller of M/s Brooke Bond India Ltd. Chittagong Division। হাজিগঞ্জ হইতে গোলমালের সংবাদ শুনিয়া ১৩ই আসেন। ১৪ই মারা যান। মুসলমানেরা হাতে হাতে ধরে। বাঁশ দিয়ে খালের দিক আটকাইয়া দেয়। প্রথমে প্রিয়লালকে মাথায় লাঠি মারে। তিনি পড়িয়া যান (Bay was a few yards away) এবং মাফ চান বলেন আমি দীন মানিয়াছি মারিও না পলাইয়া জঙ্গলে যান। সেখান থেকে পালাইয়া রাস্তায় (50 yeards) পড়েন/ছোরা দিয়া মারে।

প্রিয়লালের স্ত্রী কুমিল্লাতেই বাপের বাড়ি আছেন।

২। ত্রৈলোক্যমোহন মজুমদার (৩৯) Post Master Paniala— পুকুরে লাফান, অনেকক্ষণ সাঁতার কাটেন। তাহারা জলে নামে। আশ্বাস দেয় মারিব না, উঠিলে ছোরা দিয়া মারে, লাঠি মারে নাই।

৩। অবনী মোহন মজুমদার (৪৫/৫০) member of no 2. Paniala Union Board— পলাইয়া ছিলেন। এক বাড়ীতে লুকাইয়া ছিলেন। তাঁহাকে লাঠি দিয়া না মারিয়া গলা কাটিয়া ছাড়িয়া দেয়। খুব ছটফট করিয়া ১৫ মিনিট পরে মারা যান। বালক প্রায় ৫০/৬০ গজ দূর হইতে দেখিয়াছে।

আমাদের বাড়ীর এই ৩ জন লোককে হত্যা করে।

ফণী

২৩/১১/৪৬
(টুপি দরখাস্তের সঙ্গে আছে)

Date : 23-11- 46

মহাত্মন

নোয়াখালী জিলার রামগঞ্জ থানার অধিন ২নং ইউনিয়নস্থিত কোমরতলা গ্রামে আমার বাড়ী। বিগত ১২/১০/৪৬ ইংরেজি শনিবার রাত্র প্রায় ৯ ঘটিকার সময় আনুমানিক ৭০০ শতাধিক মুসলমান জনতা নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা ভীষণভাবে উত্তেজিত হইয়া আমাদের বাড়ী আক্রমণ করে। সেই সময়ে একমাত্র আমার বাবা বাড়ীতে ছিলেন। আর বাড়ীর অন্যান্য সকল ও আমরা বাড়ীর নিকটস্থ জঙ্গলে প্রাণের ভয়ে লুকাইয়া ছিলাম। প্রথমতঃ তাহারা বাবাকে টুপি পরাইয়া ও লুঙ্গি পরাইয়া এবং দিন মানাইয়া মুসলীম লীগের চাঁদা দাবী করে। এবং বলে লীগের চাঁদা দিলে আর বাড়ী পোড়ানো হইবেনা। তখন বাবা বাড়ী পোড়ানোর ভয়ে ২০০০্ হাজার টাকা লীগের চাঁদা দেওয়া নেওয়ার সময়তেই কতিপয় মুসলমান গুণ্ডা ঘরের সমস্ত জিনিষপত্রাদী লুণ্ঠন করে। তাহার পর ও আবার ঘর জ্বালাইতে প্রস্তুত হয়। অতিকষ্টে আমার বাবা মুসলমান ধর্ম্ম সিকার করিয়া ও অনেক মারপিট খাইয়া উক্ত গুণ্ডাদের হাত হইতে আমাদের বাড়ী রক্ষা করেন।

পুনরায় ১৩/১০/৪৬ ইং তারিখ রবিবার বাড়ীর অন্যান্য সকল পুরুষকে মোট ১০ জন ও আমাকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করায় ও লুঙ্গি, টুপি পরায়। তখন আমরা একমাত্র প্রাণের ভয়ে মুসলমান ধর্ম্ম সিকার করিয়াছি। তারপর মোট ৮/১০ জন স্ত্রী লোকদিগকেও ধর্ম্মান্তরিত করিয়া, শাঁখা, সিন্দুর ভাঙ্গিয়া এবং হাতের টিপ, দস্তখত নেওয়া হয়। (Certificate-এর কোনো কপি দেয় নাই)

১৪/১০/৪৬ ইং তারিখ সোমবার এক শান্তি মিটিং করিবার উদ্দেশ্যে আমাদিগকে বাজারে যাইতে নির্দ্দেশ দেয়। তখন প্রায় ৩টা বাজে। তখন আমি আমার বাবা ও বাড়ীর অন্যান্য সকল বাজারে যাইবার পথে মজুমদার বাড়ীর দরজায় প্রায় ৪০০ শতাধিক মুসলমান জনতা আমাদিগকে ভীষণ মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা আক্রমণ করে। অতঃপর সেখানে আমার বাবাকে আমার সম্মুখে লাঠি ও অস্ত্রর গরু কাটার ছুরি দ্বারা আঘাত করিয়া হত্যা করে। গলা কাটিয়া ১০/১৫ মিনিট পরে খুব ছটফট করিয়া মারা যান। যে কাটে তাহাকে চিনি না। তারপর আমাদিগকে জোর করিয়া মারপিট করিতে করিতে বাজারের মস্‌জিদে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানেও আমাদিগকে ভীষণ মারপিট করে। তারপর কল্‌মা পড়াইয়া সকলের নামের লিষ্ট করিয়া নেওয়া হয়। এবং সেই মারপিটের ফলে আমার বাড়ীর ২জন প্রাচীন লোক মারাত্মক রূপে আহত হয়।

১৬/১০/৪৬ ইং তারিখ বুধবার ত্রিপুরা জিলা হইতে ২০ জন পুলিশ ঘুরিবার পথে আমাদের দেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। এবং আমাদের ঘর বাড়ী দেখিয়া যায়। তখন আমাদের দেশের কয়েকজন লোক প্রাণের ভয়ে তাহাদের সঙ্গে চলিয়া যায়। তারপর হইতেই মুসলমানরা আমাদিগকে পূর্ব্বের মত টুপি ফেলিয়া দিতে ও কাপড় পরিতে বলে। যখন আমাদের দেশে কেম্প স্থাপিত হয় তখন যাহারা বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়াছিল তাহারা আবার পুলিশ যোগে বাড়ী ফিরিয়া আসে।

অতএব মহাশয়ের নিকট বিনীত প্রার্থনা এই যে গুণ্ডাদের যথোচিত শাস্তি বিধান ও গরীবের ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা করিতে আজ্ঞা হয়।

ইতি

বিনীত

শ্রী মুরারীমোহন শর্ম্মা

পিতা-৺রাধারমন শর্ম্মা

সাং- কোমরতলা। প্রকাশ্য পানিয়ালা

নোয়াখালী

মহাত্মন,

বিগত ১২/১০/৪৬ ইং শনিবার রাত্র অনুমান ৮ ঘটিকার সময় প্রায় ৭০০ শতাধিক মুসলমান জনতা আল্লাহু আকবর, পাকিস্তান জিন্দাবাদ, মুসলীম লীগ জিন্দাবাদ ধ্বনি সহকারে প্রত্যেকে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়া নোয়াখালী জিলার অন্তর্গত রামগঞ্জ থানার অধীন ২ নং পানিয়ালা ইউনিয়নস্থিত আশারকোটা গ্রামে আমাদের বাড়ী আক্রমণ করিয়া এবং আমাদিগকে মারপিট করিয়া লিগের চাঁদা ৩০০০৲ তিন হাজার টাকা আদায় করে। তৎপর লুণ্ঠন করিয়া আমাদের বাড়ীতে অগ্নিসংযোগে আমাদের ৩১ খানা ঘর ভস্মিভূত করে।

১৩। ১০। ৪৬ ইং রবিবার হইতে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্যে মারপিট আরম্ভ করে। তখন আমরা প্রাণের ভয়ে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম। এবং আমাদিগকে সেই মুহূর্ত্তে লুঙ্গি এবং টুপী পরাইয়া দিয়াছিল। যে কাপড় পরিয়াছিলাম তাহাই লুঙ্গির মত পরিতে হয়।

১৪।১০। ৪৬ ইং সোমবার বেলা ৯ ঘটীকার সময় হইতে ১ ঘটীকা পর্যন্ত সভা চলিয়াছিল। ইহার পর বেলা ৩ ঘটীকার সময় সমস্ত হিন্দুদিগকে মজুমদার বাড়ীর দরজায় শান্তিসভা হইবে বলিয়া ডাকিয়া নিয়া গ্রামের বিশিষ্ট ৫ জন ব্যক্তিকে আমাদের সম্মুখেই হত্যা করে। এবং ১৫/১৬ জনকে আহত করে। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন আমাদের বাড়ীর আমার কাকা জগবন্ধুবাবু। সেখানে আমাদের গ্রামের বিশিষ্ট কয়েকজনকে ডাকা হয়। ইনিও এই মিটিঙে ছিলেন। লাঠি মারিয়া পরে শুধু গলা কাটিয়া ছাড়িয়া দেয়। তাহার পর আমাদের সকলকে মস্‌জিদে লইয়া গিয়া মারধর করে। পরদিন হইতে আমাদের বাড়ীর ২০/২৫ জন মেয়েলোকদিগকে ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য শাঁখা ভাঙ্গিয়া এবং সিন্দুর মুছাইয়া ফেলে।

১৬। ১০। ৪৬ ইং বুধবার ত্রিপুরা জিলা হাজিগঞ্জ থানা হইতে পুলিশ ইন্সপেক্টর আসিয়াছিলেন। মুসলমানদের এই সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া আমাদের গ্রামের কয়েকজন লোক তাহাদের সঙ্গে গিয়াছিল।

অতএব মহাশয়ের নিকট বিনীত প্রার্থনা এই যে গুণ্ডাদের যথোচিত শাস্তি বিধানের ও গরীবের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিতে আজ্ঞা হয়।

উহাদের মাথা হইতে খুলিয়া সঙ্গের টুপি দেয়।

ইতি

শ্রী গৌরাঙ্গচন্দ্র নাথ
পিতা — শ্রীরাধানাথ নাথ
সাং আশারকোটা, নোয়াখালী

Calcutta, 26th August, 1947.

Revered Mahatmaji,

Let me introduce myself as the unfortunate uncle of the more unfortunate Namita Roy Choudhury who with her grand mother, Kironbala Debi was abducted

from late Rajendra Roy's house at Karpara, Noakhali, in the disturbances in October 1946. On the 21st August 1947, I learnt from Sj. Chapala Kanta Bhattacharyya, Editor, the Ananda Bazar Patrika, that, in a press conference on the 20th Aug. 47 you remarked that while you were in Noakhali not in a single case definite facts about abduction of Hindu women in Noakhali were given to you. Chapala Babu immediately reminded you that at least in one case definite facts were supplied to you and that by the mother of the abducted girl. He referred to the case of Miss Namita Roy Choudhury (Her mother wrote you two letters and personally saw you in Chandpur in February/47 and urged you not to leave Bengal without rescuing the unfortunate girl.) In reply to Chapala Babu you said that you did not remember the case and asked Chapala Babu to send you all the relative papers. Accordingly with a letter from Chapala Babu I, with Sj. Subodh Kar, (maternal cousin brother of Namita) went to see you at your Beliaghatta Residence with some papers on the 22nd instant. On our reaching your residnece I was taken to Sj. Nirmal Kumar Bose. I showed him Chapala Babu's letter and requested him to give me an opportunity to see you to hand over the papers. Chapala Babu's letter so far as I remember was as follows : –

"Revered Mahatmaji"

Regarding the abduction of Sm. Namita Roy Choudhury and Kiron Bala Debi of late Rajendra Lal Roy's family of Karpara, Noakhali, which came up in our conversation yesterday (20th Aug/47.) I am sending Sj. Amulya Raton Roy Choudhury, Namita's uncle, who will place before you the facts and papers you kindly asked for.

Respectfully yours.

Sd/ C.K. Bhattacharyya

But Nirmal Babu did not arrange the interview and stated that you had already all the necessary papers. We asked him why then Mahatmaji had called for papers from Chapala Babu to which there was no satisfactory reply. We came away disappointed, saw Chapala Babu at his office and reported to him what had happened. He requested us to make another attempt to see you and hand over the papers. He explained to us that it was an unavoidable necessity. You had already formed the opinion that not a single case of abduction was proved to you in Noakhali. And if after this the papers asked for were not forthcoming that would only go to further confirm your erroneous impression.

Accordingly I went to your Belliaghata Residence again at 9 A.M. on Sunday, the 24th instant and learnt that Nirmal Babu had not yet arrived. So I sent a slip praying for permission to see you. After a little while a non-Bengali gentleman came out and having known my object asked me to give him the necessary papers. I told him that I was instructed to hand over the papers personally to yourselfes as you had personally asked for these. This was necessary because being Namita's uncle and conversant with all the facts of the case I could adduce any further information you

might ask for. I told him that I would not take much time and only a few minutes will suffice for me but the gentleman was unmoved. Over and above he sermonised me that question of rescue of the abducted women was not so important. This was the unkindest cut and you can easily imagine, Mahatmaji, how much I took it to heart. Perhaps the gentleman himself realised the impropriety of his remark and on second consideration asked me to wait to enable him to arrange an interview within 3 to 4 minutes. With this he went in but to my disappointment did not came out although I waited for more than an hour. I had again to come away disappointed.

After this sad experience I do not know whether I shall have any opportunity to see you and give you the papers you have asked for from Chapala Babu regarding Namita's case. I an writing this letter to you because no other way is left to me. We who are Namita's relatives definitely believe that the girl is still liging and can be recovered only if the Muslim Leaders interest themselves in restoring her to us. Here is an opportunity for a test of sincerity of the professions of love and amity that are being heard all around. Will you kindly see that the leaders of Muslim society and Muslim public opinion do not fail in this test.

Respectfully yours

Amulya Raton Roy Choudhury
26.8.47
12B, Lansdowne Road,
P.O. Elgin Road, Calcutta.

Copy to : Sj. Chapala Kanta Bhattacharyya For his information.

* * *

To
The Officer-in-charge
Ramganj, Noakhali

Dear Sir,

বিগত ১১ই অক্টোবর করপাড়া নিবাসী রাজেন্দ্রলাল রায়ের বাড়ীতে দাঙ্গা হাঙ্গামা লুটতরাজ অগ্নিকাণ্ডের সময় আমার মাতুল বাড়ীর অর্থাৎ রাজেন্দ্রবাবুর বাড়ীর পাশের বাড়ীর আমার ঠাকুরদাদা দাঙ্গায় মৃত মনমোহন রায়ের পুত্র আমার মাতুল ৺ ইন্দুভূষণ রায়ের স্ত্রী, কন্যাগণ নিজবাটী ত্যাগ করিয়া আসিয়া উক্ত রাজেন্দ্রবাবুর বাটীতে আশ্রয় নেয়। দাঙ্গা হাঙ্গামার পর অনুসন্ধানে জানা যায় উক্ত বাড়ীতে বহু লোক মারা যায় এবং কয়েকটী মেয়ে লোক গুণ্ডাগণ কর্তৃক অপহৃত হয়। তাহাদের মধ্যে আমার মাতুল ৺ ইন্দুভূষণ রায়ের দ্বিতীয়া কন্যা কুমারী নমিতাও একজন। তাহার ডাক নাম খুকু। তারপর হইতে তাহার কোন খোঁজ খবর না পাইয়া আমি অদ্য এখানে আসিয়া দেওপাড়া) সাহাপুর রাজবাড়ীর বাটীর ১। বাবু ষোড়শী রাজা, ২। জিতাংশু

রাজা, ৩। অনঙ্গ রাজার নিকট জানিতে পারিলাম যে উক্ত ১১ই অক্টোবর শেষরাত্রে গুণ্ডাগণ গোপনে উক্ত নমিতাকে সাহপুর রাজবাড়ীতে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যায়। তাহারা সে সময় বাড়ীর সকলেই পাশের বাগানের ভিতর লুকাইয়া ছিল। সকালবেলা আসিয়া দালানে রক্তাক্ত বস্ত্রে একটি অপরিচিত মেয়েকে দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করার পর তাহার পরিচয় জানিতে পারিল এবং গুণ্ডাগণ কীভাবে তাহাকে উক্ত রাজেন্দ্রবাবুর বাড়ী হইতে জোর করিয়া নিয়াছিল, সকলেই জানিতে পারিল। সে দিনই অর্থাৎ শনিবার বৈকালের দিকে ১। আবদুল কাদের ওরফে কালিয়া— পিতা ইসমাইল ব্যাপারী ২। আলী হায়দর হাফীয়া ৩। মমতা মাটীয়া সাং পূর্ব্ব ষোশালীয়া আসিয়া খোঁজ নিয়া যায় যে নমিতা উক্ত রাজ বাড়ীতে আছে কিনা। তার পরদিন রবিবার ১। বদিয়াল আলম ভুইঞা সাং পূর্ব্ব ষোশালিয়া ২। আশাদালি চামরা সাং ভাটিয়ালপুর ৩। আবদুল লতিফ সাহাপুর বাজারের কুমুদভূষণ গুহের দোকানের দর্জ্জি আসিয়া ও নমিতা সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিয়া যায়। তার পরদিন অর্থাৎ ১৪ই অক্টোবর সোমবার দুপুরের পর উক্ত নমিতাদের একটী চাকর আসিয়া নমিতার সঙ্গে কথা বলে এবং সে যাওয়ার সময় বলে যায় যে আমি নৌকা নিয়া আসিয়া তোমাকে তোমার মাতার নিকট লইয়া যাইব। উক্ত দিবসে সন্ধ্যার পর ১। আবদুল কুদ্দুস্, বি.এ. মাষ্টার সাহাপুর হাইস্কুল সাং পূর্ব্ব ষোশালিয়া ২। আবদুল খালেক কেরানী ডি. এস্ বোর্ড করপারা সাং ভাটিয়ালপুর ৩। মজিবল হক্ মোল্লা করানী ডি এস বোর্ড করপারা সাং খালীসা পাড়া মোল্লাবাড়ী ৪। সারোয়ার আলাম পিতা বদিউল আলম সাং পূর্ব্ব ষোশালিয়া উক্ত চারিজন ও নৌকার মাঝি ১। মহব্বত আলী সাং খালিসা পাড়া ২। হাবিবুল্লা— উক্ত রাজবাটীতে আসিয়া ষোড়শীরাজা ও জিতাংশুমোহন গুহ রাজা ও অনঙ্গ রাজার নিকট বলে যে যে নমিতাকে তাহারা নিতে আসিয়াছে। উক্ত রাজবাড়ীর লোকগণ নামিতার অন্যরকম পরিচয় দেওয়ার পর আব্দুল কুদ্দুস্ সহ ছয়জন রাজাদের নানা প্রকার ভয় দেখায় এবং বলে যে সে যদি এখনই তাহাদের হাতে নমিতাকে সমর্পণ না করে তবে তাহাদের বাড়ীঘর ও জ্বালাইয়া দিয়া করপারার মত অবস্থা করিবে। অগত্যা নিরুপায় হইয়া ষোড়শী রাজা ও জিতাংশু রাজা নমিতাকে কুদ্দুসের নিকট দেওয়ার পর কুদ্দুস বলে যে নৌকা ঘাট পর্য্যন্ত তাহাদেরও যাইতে হইবে। তখন উক্ত ষোড়শী রাজা ও জিতাংশু রাজা তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে দিঘীর পশ্চিম পার হইয়া উত্তর পারে যেখানে নৌকা বান্ধা ছিল সেখানে যাওয়ার পর নমিতা ষোড়শী রাজাকে জরাইয়া জোর করিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া বলে যে আমাকে তাহাদের হাতে দিবেন না। আমাকে তাহারা মারিয়া ফেলবে। এভাবে অনেক কান্নাকাটির পর আবদুল কুদ্দুস বলে যে তোমার কোন ভয় নাই। আমি তোমাকে তোমার মাতার নিকট পৌছাইয়া দিব। এই কথা বলিয়া জোর করিয়া ধরিয়া ষোড়শী রাজার নিকট হইতে ছিনাইয়া নিয়া নৌকোতে ভরাইয়া পূর্ব্ব দিক দিয়া চলিয়া যায়। তারপর উত্তর দিকে নৌকা ঘুড়াইয়া সাহাপুর হাইস্কুল দিকে যাওয়ার সময় ও উক্ত ষোড়শী রাজা ও জিতাংশু রাজা নমিতার কান্না শুনিতে পায় সে চিৎকার করিয়া এই বলিতে ছিল যে আপনারা আমার ধর্ম্মের ভাই। তারপর তাহারা আর কোন শব্দ শুনিতে না পাইয়া বাড়ীতে চলিয়া আসে। আমি এখানে (দত্তপাড়া) আসিয়া উক্ত ঘটনা ষোড়শী রাজা, জিতাংশু রাজা ও অনাঙ্গ রাজার নিকট শুনামাত্রই মনে করিলাম পুলিশে খবর দেওয়ার জন্য রামগঞ্জ যাওয়ার পথ নিরাপদ নহে এবং যাইতে পারিলেও উহা অত্যন্ত দেরী হইয়া পড়িবে মনে করিয়া উক্ত এজাহার আপনি এ. এস. আই আবদুল গফুর বিশ্বাসের নিকট দিলাম। ইতি সং ১৯৪৬ ইং ৩০ অক্টোবর, দত্তপাড়া—

স্বা ঃ সুনীলকুমার কর
C/O বাবু জগদীশচন্দ্র কর
রেলওয়ে পাওয়ার হাউস
চাদপুর, ত্রিপুরা

* * *

(Registered with A/D)
(True Copy)

Chandpur.
Date 6.11.46

To
The Superintendent of Police,
Noakhali.

Sir,

I beg to state that an Ejahar (complaint) was lodged with O/C, Ramgonj P.S. on the last 30th October '46 through Abdul Gafur Biswas, A.S.I. Dattapara Camp regarding abduction of Miss Namita Roy Choudhry alias 'Khuku' in which several names were mentioned who actually committed the crime.

It is a matter of great regret that uptil now no action has been taken to round up the accused persons one accused namely Abdul Quddus made a statement in presence of Abdul Gafur Biswas, A.S.I. and admitted to Lieut. Grant who had been there to search the house of the accused Abdul Quddus. Names of other accused persons were disclosed by the said Abdul Quddus to the party consisting of Mr. Biswas, A.S.I. and Lieut. Grant who searched the house of one of the boat-man Mahabatali of Khalispara P.S. Ramgonj, who was found absent. The girl cannot be rescued untill all the accused persons are immediately arrested. But I know that nothing more has yet been done to rescue the above abducted girl 'Khuku' after the arrest of the said Abdul Quddus on 30.10.46.

A Copy of the 'Ejahar' (complaint) lodged with O/C. Ramgonj P.S. is enclosed herewith for your ready reference and immediate action.

I remain,
sir,
Yours obediently,

(Sd/-Subodh Ch. Kar Choudhury)
Cousin-brother of miss Namita Roy Choudhury.
Galimpur, P.S. Barura (Tippera)

Copy to : –

1.Brigadier, 161, Infantry Brigade, Chandpur HQ.
2.District Magistrate, Noakhali.
3.O/C, Ramgonj P.S.
4. B.P.C.C
5. Hindu Mahasabha.

* * *

(True Copy)

Chandpur.
Date 8.11.46

Bapuji,

I am a widow and a victim of the disaster at KARPARA HOUSE P.S. Ramgonj Dist. Noakhali where the entire male persons were butchered by the Muslim Hooligans. My husband died 4 years ago and I lived with my father-in-law Sj. Mon Mohan Roy of Karpara killed on the 11.10.46 at Karpara. My daughter Kumari Namita Roy alias 'Khuku' aged 15 years was snatched away from me by the miscreants after causing me a grievous injury on my head. The girl some how managed to escape from their hands and took shelter in Sahapur Raj Bari one mile and a half distant from Karpara. After 2 days i.e, on the 14th October last the miscreants again forcibly took my daughter away from that house and she could not be traced ever since. One of the miscreants Abdul Quddus. B.A. by name as identified by the people of Sahapur Raj Bari has been placed under arrest. The said Abdul Quddus gave a statement in presence of A.S.I. Abdul Gafur Biswas of Dattapara Camp and my nephew Subodh Chandra Kar Choudhury who went in quest of my daughter Namita alias 'Khuku'. While Abdul Quddus was going to give the statement in writing the said A.S.I. Abdul Gafur Biswas told that oral statement would do as he had no time to wait. Abdul Quddus admitted it to also to Lieut. Grant and he confessed that there was another person in the boat by which my daughter was carried away. That person was one Salim s/o Mr. Khabiruddin Ahmed, District Inspector of Schools, Comilla. Although we moved authorities concerned for rounding up all the miscreants, no action has yet been taken and unfortunate as I am my daughter could not be rescued. I am a widow and the main prop of my family my father-in-law is killed. I do not know whom to approach in my plight but at last you have come I find a ray of hope. I WANT TO KNOW DEFINITELY EITHER MY DAUGHTER IS DEAD OR SHE HAS COME TO MY BOSOM. I REMMBER THE WOEFUL SCREAM OF MY DAUGHTER WHEN SHE WAS SNATCHED AWAY FROM MY BOSOM. YOU CAN EASILLY REALISE " MAHATMA" AS YOU ARE, THE AGONIES OF A MOTHER'S HEART. <u>I WILL NOT LET YOU GO AWAY FROM THIS PART OF PROVINCE UNTIL I GET BACK MY BELOVED DAUGHTER.</u>

A copy of the 'Ejahar' (Complaint) lodge with the authorities and also a

petition addressed to superintendent of Police, Noakhali are enclosed hereto for your reference.

I PLACED MYSELF ENTIRELY AT YOUR FEET.

Yours affectionately oppressed,
বীণারানী রায়চৌধুরী
(Sd/-Binarani Roy Choudhury)
Widow mother of Kumari Namita Roy alias
Khuku at present residing in the house of
Hiranmay Majumdar, P.O. Chandpur Dist. Tippera.

Enclo : 2

To
MAHATMA GANDHI,
CHOUMUHANI CAMP.

* * *

(True Copy)

Chandpur.
Date 25.11.46

Bapuji,

I do not know whether you have received my letter dt. 8.11.46 at Choumuhani Camp wherein I have expressed my sorrowful tale how my daughter Kumari Namita Roy Alias Khuku was snatched away from my bosom on the night of the 11th Oct. '46 from the house of Rai Saheb Rajendra Lal Roy of Karpara P.S. Ramgonj, one of the victims of the Karpara dissaster on 11.10.46.

You can easily realise a mother's heart when her dear one is in such a horrible plight.

Bapuji, shall I not get back my child who is pining for me in strange company, in alien surroundings and in other horrid conditions? I want she has come back to my bosom. Do, please, bring her back to me. It has become impossible on my part to bear such a horrid plight of my dear daughter.

To-day I have also addressed a letter to the Chief-minister, Bengal, appealing him to return my child to me, a copy of which is also enclosed herewith for your information and to do the needful.

Yours affectionately oppressed,
বীণারানী রায়চৌধুরী
(Sd/-Binarani Roy Choudhury)
widow mother of Kumari Namita Roy
alias Khuku at present residing
in the house of Hiranmay Majumdar,
P.O. Chandpur Dist. Tippera.

To
Mahatma Gandhi,
Sreerampur Camp,
P.O. Ramgonj (Noakhali)

Enclo : 1.

***

(True Copy)

Chandpur.
Date 17.11.46

To
The Deputy Inspector General of Police,
Bakhargonj Range,

Sir,

I am a widow and a victim of the disaster at Karpara Rajendra Lal Roy's house, Karpara, P.S. Ramgonj Dist. Noakhali. My husband died 4 years ago and I lived with my father-in-law Sj. Mon Mohan Roy Choudhury of Karpara, P.S. Ramgonj, killed on the 11th Oct. '46 at Karapara.

My daughter Kumari Namita Roy alias 'Khuku' aged 15 years was snatched away from me by the muslim miscreants on the night of 11.10.46. from Karpara House after causing me a grievous injury on my fore-head. My daughter 'Namita' some how managed to escape from the hands of the Goondas and took shelter in Sahapur Raj Bari P.S. Ramgonj. one and half mile distant from Karpara. On the following day i.e, on 12.10.46. 1. Abdul Kader alias Kadira s/o Isamail Bepari 2. Ali Hyder Atia: 3. Mamataz Atia of East Sosalia P.S. Ramgonj came to Sahapur Raj Bari for my dauthter Namita's information. On 13.10.46. I Badial Alam Bhuia of East Sosalia P.S. Ramgonj 2. Asadlai Chamra of Bhatialpur P.S. Ramgonj 3. Abdul latif employee of Kumud Guha's tailoring shop at Sahapur Bazar P.S. Ramgonj, also came to Sahapur Raj Bari for Namita's information whether she was still in that house. In the evening of the 14.10.46. 1. Abdul Quddus, B.A. asst-Head master. Sahapur H.E. School, of East Sosalia, P.S. Ramgonj 2. Abdul Khaleq, Clerk Karpara D.S. Board, of Bhatialpur P.S. Ramgonj 3. Mojibul Haq Molla, clerk Karapara D.S. Board of Khalispara. Molla Bari, P.S. Ramgonj 4. Saroar Alam s/o Badial Alam of East Sosalia, P.S. Ramgonj and also boatmen 5. Mahabatali of Khalispara 6. Habibulla came to Sahapur Raj bari and demanded for my daughter Namita who was still in Sahapur Raj bari. As the inmates of Sahapur Raj Bari refused to hand over my daughter to the above named accused persons they had forcibly taken away my daughter Namita from them who are my relatives.

An Ejahar (Complaint) to this effect was lodged with O/C, Ramgonj P.S. on 30.10. 46 through Abdul Gafur Biswas, A.S.I. Dattapra Camp by my relative Sunil Kumar Kar regarding abduction of my daughter Namita Roy alias Khuku in which the above names were mentioned who actually committed the crime. It is a matter of great regret that uptil now no action has been taken to round up all the accused persons as mentioned above except 1. Saroar Alam and 2. Abdul Quddus, B.A

Asst-Head master, Sahapur H.E. School, who made a statement in pressence of Abdul Gafur Biswas, A.S.I. and admitted to Lieut. Grant who had been there to search the house of the accused Abdul Quddus. Names of other accused persons were disclosed by the said Abdul Quddus to the party consisting of Mr. Biswas, A.S.I. and Lieut. Grant who also searched the house of one of the boatmen Mahabatali of Khalispara P.S. Ramgonj who was found absent.

Now, I have been definitely informed from Ramgonj by a very reliable source that my daugher Namita alias Khuku is still in the hands of above accused persons in the village Bhatialpur P.S. Ramgonj which village is inhabitated by Muslims only, a strong hold of the Goonda elements and very near to GOLAMSAROAR, Ex. M.L.A's House.

So, I fervently pray that you would kindly arrane at once a strong Military search party to search throughly the village Bhatialpur P.S. Ramgonj where penetration of non-oficial rescue party without sufficient military escort is impossible for rescuing my abducted daughter Namita Roy alias Khuku and also arrest immediately the remaining accused persons as mentioned in the 'Ejahar' namely,

1. Abdul Kader alias Kadira s/o Ismail Bepari 2. Ali Hyder Atia 3. Mamataz Atia 4.Badial Alam Bhuia, Vil. East Sosalia P.S. Ramgonj 5. Asad Ali Chamra of Bhatialpur, P.S. Ramgonj 6. Abdul Latif-employee Kumud Ghua's tailoring shop at Sahapur Bazar P.S. Ramgonj 7. Abdul Khalek-Clerk Karapara D.S. Board, of Bhatialpur P.S. Ramgonj 8. Mojibul Haq Molla-clerk Karapara D.S. Board, of Khalispara Molla Bari P.S. Ramgonj and boat-men 9. Mahabatali of Khalispara 10. Habibulla.

In this connection I also beg to request you to please arrest 11. Billayet Ali alias Belu Master s/o Makramali Master, Asst. Head master, Karpara M.E. School, of Karpara P.S. Ramgonj, who was one of the ring-leaders of Raid-party of Karpara House on 11.10.46. and also our servant 12. Amrik ali of Karpara P.S. Ramgonj, who are also actively connected in abducting my daughter Namita Roy alias Khuku as I apprehend, delay in respect of immediate and prompt action may not be possible to rescue my abducted daughter Namita. I would therefore pray that you would kindly take whatever action you deem proper in rescuing my abducted daughter Namita from the hands of the Goondas for which act of your Kindness I shall remain ever grateful to you.

A copy of the letter addressed to Superintendent of Police, Noakhali, in this connection by my relative Subodh Chandra Ker Choudhury is enclosed herewith for your kind perusal.

I remain, Sir
Yours most obidiently,

বীণারানী রায়চৌধুরী
(Sd/-Binarani Roy Choudhury)
Widow mother of Miss Namita Roy alias Khuku
at present residing in the house of Hiraumay
Majumdar, P.O. Chandpur, Dist : Tippera.

* * *

(True Copy)

Chandpur.
Date 25.11.46

To
The Hon'ble H.S. Surhawardi,
Chief-Minister, Bengal.
Writers' Building,
Calcutta.

Sir,

If at long last your words of asurance as spoken at Lakshmipur in Noakhali District recently in a meeting have reached my ears through press Reports and where hope there was none, to me the deepest gloom has penetrated as by a ray from Heaven, may the wail of a forlorn widow touch the right chord of a father's heart for father is above case, creed and nationality-and, in this belief, I, a nondescript would venture to snatch a few moments from the busy hours of a man with whom the civic fate of several millions of human being is entrusted.

I, Binarani Roy Choudhury of Karapra, P.S. Ramgonj, in the district of Noakhali, now already famous for certain happenings which came as one of nature's cataclysms, am the mother of Kumari Namita Roy Choudhuri who was forcibly taken away from my bosom on the night of the 11th Oct. '46 after causing a grievous injury on my fore-head by men in a sudden frenzy which is beyond me to account for. I was an inmate of the house of Rai Saheb Rajendra Lal Roy, one of the victims of the diabolical mania unto death by violence.

I would not furhter pester you by the details of the incident-for I have already submitted them to the proper quarters. But I take the liberty of enclosing a copy thereof for reference.

I know little of history. But within living memory no outburst of such mass atocity ever took place; nor did we hear anything of the kind having occurred from our grandmothers' tales. For generations we womenfolk did our washing and cleaning and cooking and went to bed and slept secured. We had been giving suck to our children and rearing them up for life's battle. About our doors and yards our children had been playing with mahomedan children who came to us and we mothered them as mahomedan women mothered ours. In the name of that mother-hood which knows no politics-which never took note of elections and Governments, I appeal to you with all the fervour I could command, to have my child restored to me.

For the elders have told that ISLAM was a religion of peace and your prophet

was the First Man to discourage intolerance and that he would brook no such things with the report of which the press is full to the brim these days.

Then do return my child to me-the child who is pining for me in strange company, in alien surroundings and I know not in what other horrid conditions. For God's sake, bring back her to me-for He has given you the hand that weilds power to do so, and may He shower on your own children thousand fold the blessing that I crave you to bestow on me.

Yours affectionately oppressed,
বীণারানী রায়চৌধুরী
(Sd/-Binarani Roy Choudhury)
Widow mother of Miss Namita Roy alias
'Khuku' at present residing in the house
of Hiranmay Majumadar, P.O. Chandpur, Dist : Tippera.

Copy to : –

1. Mahatma Gandhi, Sreerampur Camp. P.O. Ramgonj. Dist. Noakhali.
2. Editor, The Statesman.
3. " The Anandabazar.
4. " The Hindusthan Standard.
5. " The Pratyaha.
6. " The Bharat.

* * *

Registered letter with A/D.
(True Copy)

Chandpur.
Date 4.12.46.

To
The Superintendent of Police,
Noakhali.

Sir,

Re : Your letter no. 6588E Dt. 3.12.46.

In compliance with above, I beg to submit below the description as required in the form supplied to me of my daughter Miss Namita Roy Choudhury alias 'Khuku' who had been abducted from Karpara P.S. Ramgonj, on the night of the 11th OCT.'46 and since been untraced.

DESCRIPTION OF MISS NAMITA ROY CHOUDHURY ALIAS 'KHUKU'

1. Name : – Miss Namita Roy Choudhury alias 'Khuku'.
2. Age : – About 14 years, looks older as if girl of 15 or 16 years.
3. Profession or Callings : – Reading in Class V in Karpara M.E. School.
4. Height : – About 4ft 9 inches– Medium Size.
5. Builds : – Moderately built.
6. Head : – Round
7. Hair : – Black-Curling-Quantity normal about 1 $\frac{1}{2}$ ft long-parting.
8. Forehead : – Straight.
9. Eye-brows : – Black-Thin-Arrow Shape.
10. Sight : – Normal.
11. Ears : – Small-as usual.
12. Nose :– Small slightly flat.
13. Mouth : – Close-Two teeth of upper jaw slightly raised.
14. Lips : – Thin.
15. Fingers : Mdeium-nails short.
16. Chin : – Round with a bit pointed.
17. Face : – Round-Smiling.
18. Complexion : – Medium.
19. Moustache : – Nil.
20. Dialect :— East Bengal Bengali particularly of Noakhali District.
21. MARKS :— RIGHT-HAND MIDDLE FINGER'S NAIL IS PARTLY BROKEN—3 or 4 scar-marks inside the hairs of her head.
22. Peculiarities of manner, habit :— Was of a frolicking nature.
23. Companionship :— Nil.
24. Dress : – Had new Sari, Blouche, Petticoat.

As regards Kiran Bala Roy Choudhury (aged 25 years) w/o Kala Chand Roy of Karpara-detail description can be had from her husband Mr. Kalachand Roy. But so far I can remember, complexion of Kiran bala was fair, moderately built, medium sized. At the time of abduction she was big wih child for about 5 months. Now it would be 7 months.

As regards Nila Roy (aged 5 years) d/o late Nagendra Mohan Roy of Karpara it is not possible for me to give an exact description according to your roll. Details can be had from her relations at Noakhali or some other Places.

Yours obediently
বীণারানী রায়চৌধুরী
Sd/-Binarani Roy Choudhury
C/O. Hiranmay Majumdar,
P.O. Chandpur Dist : Tippera.

TELEGRAM : RWAC PHONE : B.B.3965

RELIEF WELFARE AMBULANCE CORPS

H.Q. · ASHUTOSH BUILDING, CALCUTTA UNIVERSITY
COLLEGE SQUARE, CALCUTTA

CAMP HAIMCHAR

The general health and sanitation at Haimchar and is adjacent villages :
The diseases that are commonly met with are as follows :–

(1) Dysentery. An overwhelming majority suffers from dysentery either amoebic or bacillary. The area seems to be endemic.

(2) Nutritional disorders in children and adults various kinds of Gastro-intestinal disorders are quite common. They are results of either lack of balanced diet or overfeeding. Effects of a vitaminosis like Herpes labiatis, glossitis severe anoemia and such like ailments are common.

(3) Contact infections like Scabies, Conjunctivitis Blephnites, ring -worm infections etc. and very frequently met with. About 80 percent of the people have got head-lice.

(4) Venereal diseases– About 50% of the Cases attending the outdoor are sufferer of Gonococcal infections. Most of the cases are chronic cases. Gonococcal arthritis is very common. We can not get a definite idea of the incidence of syphilis due to lack laboratory arrangements. Infact we have started a Special work to irradiate this malady.

(5) Helmenthic diseases– Round worm infection, tape worm infection etc. were also seen.

(6) Acute conditions like, Pneumonia, Bronchop neumonia Mumps, Whooping cough were very frequently noticed.

(7) Kalaazar– Many cases of Kalaazar are receiving treatment.

(8) Pregnency anoemia– several cases of pregnency anoemia were dealt with. Due to lack of knowledge in anti-natal management and Scientific midwifry, female diseases like leuconhoea, menstrual disorders of various types are only too common.

(9) Malaria– This disease does not seem to be so common as in other parts of this province.

(10) Altogether 4 (four) cases of Cholera were reviewed from very serious stage. We sent several mobile units to the villages and tried to find out the reasons to such conditions. The following were noticed by us :

(i) A major part of the Hindu population have lost their houses in the last disturbances and are somehow passing their days in unprotected shades and temporary huts exposed to atmospheric cold and moisture.

(ii) The huddling of too many people under the same shade has caused an immance in contact and droplet infection. The soil is too damp and the people stay without any proper arrangement for bedding.

(iii) Most of the tubewells are not working and some are giving out coloured water of doubtful purity. The ponds & tanks are not well protected and the water is invariably polluted. With the advent of summer most of the ponds will be dried up and water-problem will be really acute.

(iv) The filthy and dirty latrines have become the breeding places of flies, maggots and other worms. They are not constructed properly and hygienie disposal of excreta is practically unknown.

(v) The increased incidence of venereal diseases is due partly to lack of suitable occupation for both males and females and partly to lack of moral culture. We are astonished to see people frankly narating their history. Sexual offence is very common in this area and it is not considered to be a very serious crime. Early marriage and early widowhood are also factors to be considered.

(vi) The people have got practically no idea of social and personal hygiene. They take little care to their hair or skin.

(vii) The Govt. A.G Hospital is supplied with a poor stock of medicine utterly inadequate for a big area a like Haimchar. The Govt. has also placed a doctor for the relief period but it is regretted that he is also supplied with a very poor stock.

Dated
Haimchar
1.3.47

Jiten Chatterjee
Officer-in-Charge
Haimchar Hospital

নোটীশ

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে জননিরপত্তা ও শান্তি রক্ষার্থে পূর্ব্ব পাকিস্তান-এর হিন্দু অধিবাসীর নিকট আমাদের অনুরোধ এই যে তাহারা যেন এই বৎসর পূজা বন্ধ রাখেন ও সঙ্খধ্বনি বন্ধ করেন ইহার প্রতি পূর্ব্ব পাকিস্তান হিন্দু অধিবাসীর দৃষ্টী আকর্ষণ করিতেছি।

পূর্ব্ব পাকিস্তানের স্বাধীন জনমত

নাম— শ্রী গণেশ ধর

ঠিকানা—৭৬, তেলেঙ্গা বাগান লেন, উল্টাডাঙ্গা

গত ৫/৬ দিন যাবত মুসলমানগণ আমাদের এলাকায় ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করে। তাহারা নিজেরা

দূরে থাকিয়া পাঠান সৈন্য দিয়া হিন্দুর বাড়ীঘর ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং গুলি করিয়া বহু হিন্দুকে নিহত করে। সেখানে হিন্দুদের চলাফেরা একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। সেখানকার মুসলমানেরাও দলে দলে স্থানে স্থানে লুকাইয়া থাকে এবং সুযোগ বুঝিয়া হিন্দু বাড়ীতে আগুন ধরাইয়া দেয়। তাহারা পুলিশের সম্মুখেই হিন্দুদিগকে গুলি করিয়া মারে এবং বাড়ীঘর আগুন ধরাইয়া দেয় পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকে। এ অবস্থায়ও আমরা ৫/৬ দিন মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু গুলির মুখে আমাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। মুসলমান হিন্দুর ঘরে আগুন লাগাইয়া দেয় এদিকে পুলিশ হিন্দুদিগকেই ধরিয়া লইয়া যায়। এমনকি মানিকতলা থানার ইন্চার্জ্জে যিনি আছেন তাহার সম্মুখেই হিন্দুবস্তিতে ঢুকিয়া পুলিশ গুলি করিয়া বহু হিন্দুকে নিহত করে। আমরা যখন রাত্রিতে পাহারা দিতাম তখন রাত্রি আড়াইটা তিনটার সময় মুসলমানগণ বড় বড় ইটের টুকরা আমাদের বস্তিতে নিক্ষেপ করিত, আর বাহির হইলেই কুৎসিত ভাষায় গালি দিত। ডাক্তার বাগান, বসাক বাগান ও জহর দত্ত লেনে এখন আর কোন হিন্দু নাই। তাহাদের বাড়ীঘর সকল পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

নাম— শ্রী শ্রীপতি নাথ ভঞ্জ
ঠিকানা– ২১/৪১, ক্যানেল ষ্ট্রীট রোড (শেঠ বাগান)

গত পরশু (30/10/46) আমাদের বাড়ীর এক ভারাটে শ্রী বরদাকান্ত দে সেন এণ্ড কোম্পাণীতে কাজ করিতে যান। ফিরিবার পথে মুসলমানগন তাহাকে কাটিয়া ফেলে। দুর্ব্বৃত্তগণ সেন এণ্ড কোম্পাণীর ভ্রাতুষ্পুত্রকেও কাটিয়া ফেলে তাহা ছাড়া তাহারা আরও বহুলোককে ঐ স্থানে কাটিয়া ফেলে এই সকল ঘটনা দেখিয়া ও শুনিয়া আমাদের অঞ্চলের বহু হিন্দু বাড়ীঘর পরিত্যাগ করিয়া বিভিন্ন রিলিফ কেন্দ্রে আশ্রয় লয়। আমিও আমাদের অঞ্চলের অবস্থা ক্রমশঃ ভয়াবহ হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া বাহির হইয়া পড়ি তখন আমার একজন আত্মীয় আমাকে ২নং কংগ্রেস কমিটিতে ভর্ত্তি করাইয়া দেয়।

ইতি
শ্রী শ্রীপতিনাথ ভঞ্জ

নাম— নিঘোরনাথ মুখার্জ্জী
ঠিকানা– ৭৮, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড (ধরবাগান)
উল্টাডাঙ্গা

শুক্রবার (ইং ২৪/১০/৪৬) বেলা ১১টা সময় মুচীর বাজারের নিকট হইতে গোলমাল আরম্ভ হয়। তারপর একদল মুসলমান "শরৎ শান্তি ঘর" নামক একটি রেষ্টুরেন্ট লুট করে এবং একই সঙ্গে অপর একটি রেশনের দোকান লুঠ করে। দোকানের মালিক ছিলেন সুরেন কুণ্ডু তাহাকে হত্যা করে এবং দোকানের আরও একটি কর্ম্মচারীকে হত্যা করে। সারদাপ্রসাদ ইন্স্টিটিউটের কবিরাজকে ছোড়া মারা হয় তাহার মৃত্যু হইয়াছে কিনা জানিনা। তারপর মিলিটারী আসায় গোলমাল কিছু অংশে লাঘব হয়।

ডায়না ইন্‌কয়োরনিং কারখানায় আগুন লাগান হয় রবিবারে এবং তাহার ফলে ২জন আহত হয় ও ২জন মারা যায়। আর একটি রং-এর কারখানায় আগুন লাগান হয়। সোমবার রেলখালপুলের উপর একটি ভীষণ গোলমাল হয় এবং গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেনে ভীষণ ইঁট ছোড়ে মিলিটারী আসায় গোলমাল বন্ধ হয়। রাত্রিতে শান্ত ছিল।

অদ্য মঙ্গলবার বেলা ১০টা কি ১০-৩০ মিনিটের সময় গোলমাল হঠাৎ ভীষণ ভাবে দেখা দেয়। ইহাতে

মনে হয় পুলিশের উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীর সহায়তায় এইরূপ ভীষণ আকার ধারণ করে। কারণ এই এলাকার পুলিশ ও পুলিশ ইন চার্জ্জ নূর ইসলাম আমার তিন পুত্রকে রিভলবার দেখাইয়া জানালা দিয়া বাহিরে আসিতে বলে এবং আরও বলে যে বাড়ীর বাহির না হইলে গুলি করিব। তখন আমার তিন ছেলে বাহিরে যায় এবং নূর ইসলাম তাহাদিগকে সার্জ্জেন্ট সমেত মারধর করে এবং চলিয়া যায়। আমার বাড়ীর নিকটবর্ত্তী আরও ২/৩টি ছেলেকে তাহারা মারধর করে। তাহারা রান্না করিতেছিল। তখন আমি এই বিপদে হতবুদ্ধি হইয়া পড়ি এবং রিলিফ গাড়ীর জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিলে পর ২নং ওয়ার্ড কংগ্রেস কমিটি আমাদিগকে উদ্ধার করে।

ইতি

শ্রী নিঘোরনাথ মুখার্জ্জি।

I.

When I saw Suhrawardy cocktail Party New Delhi week before. Direct Action day he told me Muslim League leaders were discussing plans to prevent trouble, but he felt violence inevitable. I have seen much of this short stocky swarthy Muslim politician in Calcutta this week. Exhausted beyond description, his eyes black for want of sleep, he is no longer the dapper well turned out man of a fortnight ago; his coat sleeve is ink-stained and his easy been brammel air is gone. But still self-posessed, he has talked freely and unreservedly to the foregin press and deliberately refrained from one argument in his own deffence locally, one statement that might start the riots again. "Oh, I know how you think I'am the arch Criminal, the man who plotted and planned this", he says, "I have not a friend left in the world now– except perhaps the Americans. Anyway I know none of you will realise this was inevitable and a direct outcome of Cabinet Misson's failure to get Muslims and Hindus together, or should I say its success in setting Muslim against Hindus as never before. Situation now is worse than it ever been." Suhrawardy is contradictory. "I believe in the sincerity of Cabinet Mission. I don't believe British ever intended to get out of India. Now they must remain. If British army were withdrawn there would be massacre." Suhrawardy insists the Hindus started the rioting. "The Muslims intended only peaceful demonstration. They were not ready to fight. Only the Hindus has weapons– guns, lathis, stones, boiling water and bottles of acid which they flung over Muslims from roof-tops. They had petrol and transportation."

Room 203, Great Eastern Hotel
Booked on 24.8.46.
Sunday Express London

* * *

II.

Suhrawardy gets passionate. "Can't, Can't you see this is the tradition of the Hindu— terrorism, murder, arson, subversive movements to achieve political ends. This never been the Muslim way. Better class educated Hindu from whom you would have expected culture and tolerance were in it with sticks and stones as brutal and bestial as the most ignorant. Under circumnstaces like these the Muslims have

the right to protect themselves and to organise in opposition. They were not ready this time. They will be the next. It's here in Bengal the fight has to take place. It's the only Indian province where Muslims in really strong position where Hindus have everything to gain. If the Muslims of Eastern Bengal ever get on the warpath there wouldn't be a single Hindu left on face of globe. The Muslims of Western Bengal are sturdy enough to keep Hindus at bay. Frankly I don't see ahead. When I look around at all these pitifully poor Hindus and Muslims who must live together I wonder what we must do to make it possible for them to do so. What can you do with this wretched political background. The end can only be trouble in some form. I think civil war".

Sender— Henry.
London Daily Express
Room 203. Great Eastern Hotel,
Calcutta

Office of the Commissioner,
Chittagong Division.

Top Secret

To
P.D. Martyn, Esqr. C.I.E., O.B.E., I.C.S.
Additional Secretary to the Government of Bengal,
Home (Political) Department, Calcutta.

Memorandum No. 457/C., dated Chittagong the 13th May 1947,

Subject : Noakhali situation.

Reference your memo.No. 647-PS, dated the 23rd April 1947. I spent the 27th to the 30th April in Noakhali and visited Ramganj, Begamganj and Kalshmipur thanas. I met leading Mulsims and Hindus of all classes (including office-bearers of the League, politicians, merchants, agriculturists, school masters, doctors, relief workers, volunteers and Presidents and Members of Union Boards), and interviewed them individually except in cases where they specially asked to be heard in groups. Before leaving, I received a deputation of Hindus of all political persuasions and another deputation of Muslims including a non-Leaguer. I also had talks with the District Magistrate, the Superintendent of Police and the Sub-divisional Officers of Sadar and Feni. I now give my report.

Analysis of situation

2. **Present conditions :** The situation in Noakhali District is complex and has many facets, political, communal, economic and psychological. To the casual observer, the District seems normal enough. Most of the fields are green with aus paddy and jute, and the reminder are being ploughed. The bazars and hats are functioning normally and both Hindus and Muslims may be seen moving about freely and

without any apparent apprehension. Under the surface, however, there is definitely tension, and among Hindus, a sense of insecurity. In many areas in the interior, away from the more populous centres, this tension manifests itself in the form of abuse and petty harasment of the Hindu minority. The harassment is, of course, magnified by the Hindus, and belittled or debied by the Muslims. In fact everywhere one is met by lies and counterlies and it is not easy to get at the truth.

3. **The Hindus :** The number of Hindus in the District according to the last census is 4 lakhs while the number of Muslims is 18 lakhs. The ratio of Muslims to Hindus is therefore more than $4\frac{1}{2}$: 1. The Hindus, especially the bhadralog class, had a bad shaking during the October disturbances, and have not yet recovered their moral. They are apprehensive and suspicious. They do not want to leave the District because, for most of them, that would mean sacrificing their all, and though many of them are kept in a state of fear by open threats, and petty persecution and molestation at the hands of the Muslims, they will not report these cases to the thanas or the local officers for fear that if it became known that they had done so, worse things would befall them. Sometimes, however, they do report them to the local political relief workers, (usually in exaggerated form) but if official enquiries are then made, they will more often than not deny that the incidents they reported ever occurred or that they brought them to notice. In many cases of this kind, it is well known that the incidents actually took place and there are Muslims who know of them and will admit it. All that the Hindus succeed in doing by adopting this attitude of secret report and subsequent denial of the facts is to impeach their own credit. But such is the state of their demoralisation. The credit of the Hindus has also suffered because in some cases, members of their community named in their F.I.R's Muslims who were not present at the scene of disturbances or who had actually gone out of their way to protect Hindus. This naturally caused much resentment among Muslims.

4. **The Muslims :** The Muslims of the District may be divided into three distinct categories. Firstly, there are those who generally abhor the communal war of nerves that is now in progress and want to live in peace with their Hindu neighbours as they used to do in the past. Many of this class have Hindu friends, and gave shelter to, and even protected Hindus, during the disturbances at considerable risk to themselves. They would do the same again, and they provide a definite influence for good. Unfortunately, their number is not large. The majority of Muslims fall in the second category. This class, while strongly pro-Muslim (League?), and anxious to out the Hindus from their present position in the District, does not favour violence as a means to attain that end. It sees no objection, however, to the petty persecution of the Hindus, and if the persecution is somewhat exterme, it is ready to trun a blind eye to the fact, who not to do so might lead to unpleasantless or even unpopularity. This section will give lip service to communal harmony and peace, and will often be outwardly friendly to Hindus. It will not however take any part in preventing disturbances or protecting the Hindus, and may, even, under the influence of rumour and the excitement of the hour take part in disturbances or encourage others to do so. Many members of Union Boards belong to this class. The third category is the

most dangerous. To this class belong those Muslims who, for reasons of religious zeal, economic jealousy or personal animosity, hate the Hindu and want to see him wiped out. This class would not ordinarlly be powerful, but circumstances have combined to make it so today and it has the advantage of having attracted to its side the goonda element of the District, which sees in disturbances a prospect of the easy acquisition of wealth and power. Many persons who fall in this category are able, if violent speakers and can work up a mob into a state or frenzied anger. To this class belong Abul Kasem and Ali Akbar, the two most important absconders.

5. **The Goonda problem :** In the last paragraph mention has been made of goondas. There has been a large addition to the number of bad characters in Noakhali in recent years. The reason for this is probably largely economic. In 1911, the area of the density of 694 persons per square mile. Today the area of the District is 1658 sq. mile and the population 22, 17, 402, giving a density of 1338 persons per square mile. The pressure on land must therefore be well-nigh intolerable, and the inevitable result has been that the weaklings have gone to the wall and taken to crime. All parties were agreed that the number of goondas had increased enormously since the war, and a further accession of strength has been lent to this class by the gradual retrun of disgrunted ex-servicemen in the last eighteen months; over 56,000 men from this District joined the services during the war. They became accustomed to a standard of living much above that of their village compeers and are disillusioned and discontented now that they have returned and find that they cannot maintain that standard. What more natural then that many of them should take the easy path of crime, especially when the present disturbed conditions afford such little chance of detection. These goondas are no respectors of persons when their need is sufficiently pressing and many Muslims are uneasy at their growing strength and increasing depredations. Not a few said plainly that if their activities remained unchecked, gangster rule would soon be the order of the day. Their fears are justified. It is more than possible that the present phase of communal warfare will be followed by one of goonda domination in which goondas of both communities will come one to burden themselves at the expense of the public genereally.

6. **Crime :** The growth of the goonda element has naturally led to an increase of crime in the District. The extent of the increase can be best shown by the number of reported cases during the frist three months of 1946 and the first three months of 1947.

OFFENCES	1946	1947
Dacoity	5	...26
Arson	...6	...43
Robbery	...5	...12
Murder	...4	...6
Burglary	436	...456
Theft	...176	...220

Arson of course has always been a common offence to this District. According

to the District Gazetteer, it was prevalent as far back as 1911, but it has never been as widespread as it is today.

Both local Muslims and the Police have been at pains to explain that in the increase of crime which has taken place this year, the Muslims have been sufferers equally with the Hindus, and that the increase has no communal colour. This is palpably untrue. Although the Hindus are out numbered in the District by $4\frac{1}{2}$: 1, the crime took place for the most part in Hindu houses. In the case of arson, the number of houses affected in the last eight weeks alone was 3 Hindu to 1 Muslim. In other words, allowing for the disproportion in population, the true ratio of Hindu and Muslim victims was $13\frac{1}{2}$: 1. Similarly in the case of dacoity, the ratio of houses affected works out to 9 Hindu to 1 Muslim. It is true, of course, that many of the Hindus are better off than the Muslims, and economically it is therefore often more profitable to rob a Hindu house than a Muslim one, but there is little room for doubt that most of the arson committed was for communal reasons, and that in many of the other cases Hindu houses were selected in preference to Muslim ones because the owners were Hindus and because for that reason, the offence would be egarded as venial. The brunt of the crime wave has fallen on them because they are Hindus and if further argument is needed to support their contention it will be found in the fact that during the last eight weeks there have been no less than five cases involving desecration of Hindu holy places.

7. **Hindu persecute :** Apart from being the main victim of the crime wave, the Hindus are being-persecuted in many more subtle ways. The extent and intensity of this persecution varies, of couse, from area to area, and in some areas, it is entirely absent. The peresecution does not take the form of economic boycott (though this is still advocated by the more extreme Muslim leaders), because the cultivating class cannot afford to allow any land to go untilled or to lose the return which the cultivation of that land would bring them. What is happening is that a section of Muslims is taking advantage of the demoralised condition of the Hindus to insult, threate and cow them down into a state of resigned submission, after which they fatten on their property and treat them as an inferior race. It is quite usual for Hindus while moving about to be addressed as malaun or kafir. Sometimes they are searched by parties of Muslims and deprived of anything the latter fancy. Cases have occurred of Hindus returning to their houses with their daily bazar and having their purchases snatched away; the removal of cocoanuts and betelnuts from the garden of Hindu homestaeds is a common occurence; corrugated iron sheets and timber are often taken from Hindu houses with the frightened consent of the inmates; the cattle belonging to Hindu households have developed a habit of freeing themselves from their tethers and disappearing; the paddy plants of Hindus have been uprooted and thrown away. If an aggrieved Hindu reports these occurences to the thana, his sufferings are increassed, and there have been cases in which such reports had led to the burning of the victim's huts; efforts are being made to have Hindu owned cinema houses closed, and although the vast majority of weavers in the district are Hindus (Naths), the demands are being made that 50% of the loom licences should go to Muslims. There is a move to rid the bazars of Hindu merchants and one of the larger Hindu

merchants told me that he and many others have been receiving threatening letters. Long established Hindu shopkeepers are being ousted from the markets to make way for Muslims. Hindus who have rebuilt their houses (including even women) have been told that they will not be allowed to live in them and that it will be better for them to leave the District. There is reason to believe that complainants in cases arising out of the disturbances are being threatened by Muslims and compelleed to agree to their cases being compromised. Much of this persecution is comparatively petty, but it is lawlessness none the less and it shows that the virus which was injected into the District before the October disturbances has not yet been eradicated. The danger now is that the war of nerves which is in progress may lead to more trouble if positive steps are not taken to bring it to an end. In some areas, even an indiscreet speench by an all-India leader, or a persistent rumour of Muslims being persecuted, might at present be sufficient to start fresh rioting.

This happened in Feni, but is mentioned as being indicative of the state of Muslim feeling.

8. **Rehabilitation :** Considering the unsettled state of the affected thanas, the progress or rehabilitation has not been unsatisfactory. According to the figures furnished to me by the District Relief officer, 7710 familes have received house-building grants, and of this number 2774 families have been provided with building materials by Government. As against these these figures, 3496 families have rebuilt their homes, 1519 with materials supplied by Government and 1977 with partially burnt materials or materials obtained from other sources. The District Magistrate states that there is still a number of families who have received building materials from the Government and who will be using them as they feel sufficiently secure.

Owing presumably to the shortness of building materials, less than 50% of those who have received house building grants have been provided with building materials by Government. Such materials can only be obtained from the local market at fantastic prices, and there is no doubt that if adequate supplies were made available by Government, the process of rehabilitation would be accelerated. Stories have been put about that Hindu families which have been provided with house building materials by Government have sold the materils in the black market. Such cases may have occurred, and that risk must be taken. In point of fact, I am assured that the number of such cases is negligible. Similarly an allegation that is frequently made by Muslims in Noakhali, is that Hindus have been burning their own hoses in order to implicate Muslims and to secure house building grants. such allegateions must be heavily discounted. The morale of the Hindus is too low for them to dare risk the consequences of such an action, and apart from the inconvenience caused by the burning, it is most unlikely that the grants made would be sufficient to cover the extent of the damage.

An interesting point is that 22066 artisans affected by the disturbances, 17853 families have received rehabilitation grants and 13602 families have nov resumed their occupations. Most of these artisan families are weavers (Cf. para7), 4121 agricultural families were affected by the disturbances and of these 3275 have returned to their holdings and resettled.

9. **Volunteers :** The number of volunteers in the District does not appear to be large and very few are doing anything of value in the matter of relief and rehabilitation. There is a feeling among influential Muslims that most of these volunteers (including members of the Gandhi Camp) are not only making no attempt to bring the two communities together, but are acting in such a way as to keep open the breach that has existed between them since last October. There is much truth in this. The members of the Gandhi Camp and certainly other volunteers seem to be much more interested in cataloguing the woes of the Hindus than in attempting to bring those woes to an end by meeting and discussing matters with the leading Muslims of the locality concerned and generally trying to bring about a reconciliation. There is in fact no contact between these volunteers and the Muslims and there is a wall of suspicion between them. Most of the time the Gandhi Camp is spent in receiving reports, some directly and some indirectly, from aggrieved Hindus which without any form of check or verification is they either pass on to Government or publish in the Press. This in itself is irritating to the local people and serves no useful purpose except that, in the absence of information from the Police, it may give the District Magistrate a line of enquiry. The publication of the 'Shanti Mission Dinalipi' – a cyclostyled newssheet, is particularly harmful as this paper publishes the most trifling incidents and gives them a communal colour which may or may not be correct. There is no doubt that the Gandhi Camp members and other volunteers are encouraging the Hindus in their, distrust of the administration and their desire to avoid going to the police or to the local authorities for the redress of their grievances.

10. **The Riot Cases :** One thing which more than any other, has served to increased the demoralisation of the Hindus and the turbulence and aggressiveness of the Muslims is the way in which the cases arising out of the October disturbances have been handled. The figures below give at a glance the position of these cases on the 15th April : –

1. Cases started on regular ejahar ...1529
2. Number of persons involved ...13539*
3. Number of persons arrested ...1074
4. Number of accused still at large ...566
5. No. of persons discharged for want of evidence 397
6. Number of persons released on bail ...627
7. Number of persons detained in custody ...50
8. Number of charge sheets submitted ...164
9. Number of final reports submitted ...862

(* This figure is inflated as many persons have been mentioned in more than one ejahar.)

The points that stand out form those figures are (1) that out of 1529 cases, no less than 862 have resulted in final reports, and that only 164 in charge sheets; (2) that no less than 566 accused are still at large, including several of the most dangerous ringleaders, and (3) that out of 1074 arrested accused only 50 are now in custody. In the nature of things, a large number of cases must end in final reports and the high

proportion of such cases would not have eased apprehension to the Hindus an anxiety to the civil administration, had all the ring-leaders and those known to have committed murder been arrested, and had it been believed that the cases against these persons wold be rigorously prosecuted. This is not the case, and the Hindus now fell that the police are not serious in their attempts to track down the eal culprits and bring them to book, while the Muslims, who were told that they would be immune from prosecution, are confident that retribution will not overtake them. The two leading absconders— Abul Kasem and Ali Akbar are still known to be visiting the District and even holding meetings. In fact, these men are now giving it out that they made a mistake in the last disturbances by not killing all the Hindus and that they will not make the same mistake next time. The fact that they are still at large and are able to make these statements is demoralising the Hindus in one way and the Muslims in another, and though the bulk of the Muslim population, either through fear or sympathy, will not give any information about their movements, there is no doubt that both these men could have been arrested weeks ago. The lack of confidence engendered by these aspects of the situation has been increased by laxity on the part of the magistracy in releasing persons on bail owing to political pressure, and the failure of the police to keep a tag on those released on bail and press for the cancellation of the bail bonds of those believed to be interfering with witnesses. Only three bail bonds have been cancelled up to the 30th of April. To anyone in touch with the situation in the District such a figure is preposterous. If any degree of confidence is to be restored, it is of paramount importance that these matters should be set right.

11. The police : A sign of weakness in the police administration is the fact that the polie are not receiving information of what is gong on in the interior of the District, and they appear to be making no attempt to obtain such information. The District Intelligence Branch is either paralysed or intentionally dormant, and the lack of information is so remarkable that one cannot but suspect that when information does come within the grasp of the police, they shut their eyes to it. This virtual suppression of information is embarrassing to the District Magistrate, as it means that he must use his Relief and other officers to keep him informed of the situation, and even have recourse to the garbled information supplied by the Gandhi Camp. The reason for this state of affairs is not clear, that incidents involving interference with Hindus should be suppressed and suppression lends colour to the frequently stated opinion of the Superintendent of Police that conditions in the District are satisfactory. It was complacency of this kind which led to the holocaust in October last, and which may yet result in a repetition of that disaster.

6 Jantar Mantar Road
New Delhi
5 August, 47

My dear Nirmalda,

Thanks for your letter and the article. I like your article, though I wish you had, instead of paying a general tribute to Dada, analysed in some detail his interpretation

of the Gandhian Way. You alone could have done it. However, I realize how hard pressed for leisure you are. As it is, it is very good of you to have found time to write what you have sent.

I am sorry that Dada's statement on the Zonal Committee has been blacked out by the press. The United Press informs me that the Statement was wired to Calcutta on the very day it was issued. They have again wired to their office in Calcutta yesterday to see that the statement is released. In the meanwhile I am sending you a copy of the statement.

Can you do one thing? When you are with Bapu in Noakhali and he has a little leisure, can you request him on my behalf to write a few words on Dada, whom he has known so well and who is in some measure his own creation, for the book, for which you have written the article. If you find it embarrassing to do so, please don't ask him.

It was a great joy to have you with us for a few days. I wish such occasions came oftener.

Buri sends you her love.

Yours affly,

Encl :

A copy of the President's Statement. Krishna

Sri Nirmal Kumar Bose.
37 Bosepara Lane,
Calcutta :- 3

P.S. I shall send you the telephone bill as soon as I get it. I am also enclosing herewith a copy of Ramachandran's interview with Dada.

Encl : 1.

Acharya J.B. Kripalani, the Congress President answering questions put to him by Sri G. Ramachandran, Assistant Secretary of the Hindustani Talimi Sangh,Sevagram, Wardha, who is now in New Delhi, gave the following clear elucidation of his views on non-violence in relation to the present communal conflict in the country.

Q : You have been one of the most convincing exponents of the technique of non-violent action as conceived by Gandhiji. Do you not think it is strange, that, the Congress which fought the British successfully for Indian independence should now think of fighting the adherents of the Muslim League who indulge in violence, violently? If non-violence was good enough against the foreigner, why is it not good enough against our own countrymen, with whom we have lived together for so many centuries?

A : I do not think the Congress is contemplating any violent action, even defensive, against any violent Muslim Leaguers. No doubt there are individual Congressmen who, unable to find a non-violent way out of the present dangerous situation talk of defending honour, life and property even violently if necessary. But the Congress as an organisation still adheres to non-violence even in the present conflict with the Muslim League. That does not mean the Congress has discovered the new technique of non-violence needed to meet the new situation created by widespread communal violence inside the household, so to say. You see, in fighting the British we were fighting something which had some settled shape and some well-settled ways. As such we were fighting something which had a certain minimum amount of law and procedure and some conventional decency. But today in the present communal troubles we are faced with stabbers in the back, murderers in the dark, who spare neither child nor woman nor the weak and who run away after doing their criminal, cowardly and gruesome deeds. We are not called upon to fight even the Muslim League as such because some of their leaders still use the language of non-violence and repudiate responsibility for the deeds inspired by their attitude and the words of hate that they have used. Therefore this thing which we are called upon to fight has neigher any tangible shape nor ways nor any decency. If we are to fight this thing non-violently then our old technique of non-violence, which was used by the bulk of the population against a governmental minority which constantly needed their cooperation, will not do. We need a new technique. Gandhiji, as our expert, is experimenting with it already. Even he has not succeeded yet. On his success however, will depend the success of the Congress, so long as it is wedded to non-violence. In the meantime we, who believe in non-violence, can only guard ourselves as individuals against being caught in the storm of insanity which has overtaken our people. The storm cannot last. No storm does. But when it is over, it is we who will have kept our sanity even in these dark days, who will be able to reconstruct good-will where temporarily the storm has swept it away. I think the greatest service we can all now do is to retain, as individuals of good-will, our sanity in the face of the storm which is sweeping the country.

Q : I follow what you say. But is there nothing more positive you can do as the Rashtrapathi who is a convinced votary of the non-violent way? Why should Bapu alone bear the terrible burden? Should not other leaders like you join in the experiment or make your own experiments. The common man is confused today hearing conflicting counsel from different quarters. If mental confusion is wrong in normal times will it not be fatal in the coming days of crisis?

A : I confess I am unable to find straightway the proper non-violent answer to the present tragic situation. It is not that I shirk thinking of it. In fact I think of little else. What can we do? Violence appears temptingly with its own plausible logic; its short-cuts and it pays heavy immediate premiums; but that will take us nowhere ultimately. It will only feed the conflagration. And what we want its to

put it out. We can at best form small peace groups, or shall I say 'Death groups' which will walk out to face death, without any fear whatsoever where the conflagration rages. But such groups might not be attacked, they will get some kind of unreal immunity while the common folk will still be slaughtered. Also, such groups might reach the pleaces of conflagration only after the destruction is over and then what may await them will not be martyrdom but rehabilitation work primarily. That may mean waiting upon the government concerned to obtain adequate relief for the sufferers or appealing to people to come to the aid of the sufferers in relief camps or inducing them to return back to their homes. This is complicated, slow and laborious work, may be more difficult than martyrdom, but it does not solve the problem. But I admit these difficulties only add to the challenge of the situation. At the moment everyone is waiting for HMG's announcement on June 2. We shall know where we stand after that and we might then be able to get groups to work at the thing. Not that I personally would ask anyone to wait for any statement from anybody. Our task is clear. As I said some of us must remain sane in spite of everything and we must help in creating as many patches of sanity as possible in the country.

Q : Supposing a few determined, experienced and devoted workers came forth to do the kind of work you have suggested, will you give them personal guidance and support ?

A : Most certainly. But we should not indulge in any heroics. What we do must be silent and the right service unto death. And because this thing we have to fight is a blind, cruel and shapeless thing, it will call forth from us the utmost that human nature can give.

Q : Will you then take up this question and give a call to those who might be willing to face the ordeal?

A : Who am I to give such a call? In this matter we have only one leader in India, why not in the whole world, and that is Bapu. It is for him to give the call. We can only place before him our thoughts. If we do something rash we might only succeed in embarrassing him in his great experiment. But this I know, that if any of us can feel within us the same faith that moves him then we can act on our own, provided again, we are willing to pay the utmost price. The question is how many of us have that faith in non-violence.

New Delhi,

30 May 47.

ভাষা ও বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। স.

সরকার প্রকাশিত
ক্ষমতা হস্তান্তর পরিকল্পনা পুস্তিকা

Plan for the Transfer of Power in India

Published by

The Directorate of Publicity, Government of Bengal

June, 1947

Superintendent, Government Printing
Bengal Government Press, Alipore, Bengal
1947

EXCELLENCY LORD MOUNTBATTEN

His Excellency the Viceroy's Message to the People of India

A statement will be read to you tonight giving the final decision of His Majesty's Government as to the method by which power will be transferred from British to Indian hands. But before this happens, I want to give a personal message to the people of India, as well as a short account of the discussions which I have held with the leaders of the political parties and which have led up to the advice I tendered to His Majesty's Government during my recent visit to London.

Since my arrival in India at the end of March I have spent almost every day in consultation with as many of the leaders and representatives of as many communities and interests as possible. I wish to say how grateful I am for all the information and helpful advice they have given me.

Nothing I have seen or heard in the past few weeks has shaken my firm opinion that with a reasonable measure of good will between the communities a unified India would be by far the best solution of the problem.

For more than a hundred years, 400 millions of you have lived together and this country has been administered as a single entity. This has resulted in unified communications, defence, postal services and currency; an absence of tariffs and customs barriers; and the basis for an integrated political economy. My great hope was that communal differences would not destroy all this.

My first course, in all my discussions, was therefore to urge the political leaders to accept unreservedly the Cabinet Mission Plan of the 16th May 1946. In my opinion that plan, to which the representatives of the majority of the Provinces have in fact adhered, provides the best arrangement that can be devised to meet the interests of all the communities of India. To my great regret it has been impossible to obtain agreement either on the Cabinet Mission Plan, or on any other plan that would preserve the unity of India. But there can be no question of coercing any large areas in which one community has a majority, to live against their will under a Government in which another community has a majority. And the only alternative to coercion is partition.

But when the Muslim League demanded the partition of India, Congress used the same arguments for demanding in that event the partition of certain Provinces. To my mind this argument is unassailable. In fact neither side proved willing to leave a substantial area in which their community have a majority under the Government of the other. I am, of course, just as much opposed to the partition of Provinces as I am to the partition of India herself and for the same basic reasons.

For just as I feel there is an Indian consciousness which should transcend communal differences so I feel there is a Punjabi and Bengali consciousness which has evoked a loyalty to their Province.

And so I felt it was essential that the people of India themselves should decide this question of partition.

The procedure for enabling them to decide for themselves whether they want the British to hand over power to one or two Governments is set out in the statement which will be read to you. But there are one or two points on which I should like to add a note of explanation.

It was necessary in order to ascertain the will of the people of the Punjab, Bengal and part of Assam to lay down boundaries between the Muslim-majority areas and the remaining areas, but I want to make it clear that the ultimate boundaries will be settled by a Boundary Commission and will almost certainly not be identical with those which have been provisionally adopted.

We have given careful consideration to the position of the Sikhs. This valiant community forms about an eighth of the population of the Punjab, but they are so distributed that any partition of this Province will inevitably divide them. All of us who have the good of the Sikh community at heart are very sorry to think that the partition of the Punjab, which they themselves desire, cannot avoid splitting them to a greater or lesser extent. The exact degree of the split will be left to the Boundary Commission on which they will of course be represented.

The whole plan may not be perfect; but like all plans, its success will depend on the spirit of goodwill with which it is carried out. I have always felt that once it was decided in what way to transfer power the transfer should take place at the earliest possible moment, but the dilemma was that if we waited until a constitutional set-up for all-India was agreed, we should have to wait a long time, particularly if partition were decided on. Whereas if we handed over power before the Constituent Assemblies had finished their work we should leave the country without a Constitution. The solution to this dilemma, which I put forward, is that His Majesty's Government should transfer power now to one or two Governments of British India each having Dominion Status as soon as the necessary arrangements can be made. This I hope will be within the next few months. I am glad to announce that His Majesty's Government have accepted this proposal and are already having legislation prepared for introduction in Parliament this session. As a result of these decisions the special function of the India Office will no longer have to be carried out, and some other machinery will be set up to conduct future relations between His Majesty's Government and India.

I wish to emphasise that this legislation will not impose any restriction on the power of India as a whole, or of the two States if there is partition, to decide in the future their relationship to each other and to other member States of the British Commonwealth.

Thus the way is now open to an arrangement by which power can be transferred many months earlier than the most optimistic of us thought possible, and at the same time leave it to the people of British India to decide for themselves on their future, which is the declared policy of His Majesty's Government.

I have made no mention of the Indian States, since the new ecisions of His Majesty's Government are concerned with the transfer of power in British India.

If the transfer of power is to be effected in a peaceful and orderly manner, every single one of us must bend all his efforts to the task. This is no time for bickering, much less for the continuation in any shape or form of the disorders and lawlessness of the past few months. Do not forget what a narrow margin of food we are all working on. We cannot afford any toleration of violence. All of us are agreed on that.

Whichever way the decision of the Indian people may go, I feel sure any British officials or officers who may be asked to remain for a while will do everything in their power to help implement that decision. His Majesty as well as his Government have asked me to convey to all of you in India their sincere good wishes for your future and the assurance of their continued goodwill.

I have faith in the future of India and am proud to be with you all at this momentous time. May your decisions be wisely guided and may they be carried out in the peaceful and friendly spirit of the Gandhi-Jinnah appeal.

Statement made by His Majesty's Government on the Method of Transfer of Power in India

June 3, 1947.

Introduction.

1. On February 20th, 1947, His Majesty's Government announced their intention of transferring power in British India to Indian hands by June 1948. His Majesty's Government had hoped that it would be possible for the major parties to co-operate in the working-out of the Cabinet Mission's Plan of May 16th, 1946, and evolve for India a Constitution acceptable to all concerned. This hope has not been fulfilled.

2. The majority of the representatives of the provinces of Madras, Bombay, the United Provinces, Bihar, Central Provinces and Berar, Assam, Orissa and the North-West Frontier Province, and the representatives of Delhi, Ajmer-Merwara and Coorg have already made progress in the task of evolving a new Constitution. On the other hand, the Muslim League Party, including in it a majority of the representatives of Bengal, the Punjab and Sind as also the representative of British Baluchistan, has decided not to participate in the Constituent Assembly.

3. It has always been the desire of His Majesty's Government that power should be transferred in accordance with the wishes of the Indian people themselves. This task would have been greatly facilitated if there had been agreement among the Indian political parties. In the absence of such an agreement, the task of devising a method by which the wishes of the Indian people can be ascertained has devolved on His Majesty's Government. After full consultation with political leaders in India, His Majesty's Government have decided to adopt for this purpose the plan set out below. His Majesty's Government wish to make it clear that they have no intention of attempting to frame any ultimate Constitution for India; this is a matter for the Indians themselves. Nor is there anything in this plan to preclude negotiations between communities for an united India.

The Issues to be Decided.

4. It is not the intention of His Majesty's Government to interrupt the work of the existing Constituent Assembly. Now that provision is made for certain provinces specified below, His Majesty's Government trust that, as a consequence of this announcement, the Muslim League representatives of those Provinces a majority of whose representatives are already participating in it will now take their due share in its labours. At the same time, it is clear that any Constitution framed by this Assembly cannot apply to those parts of the country which are unwilling to accept it. His Majesty's Government are satisfied that the procedure outlined below embodies the best practical method of ascertaining the wishes of the people of such areas on the issue whether their Constitution is to be framed:—

(*a*) in the existing Constituent Assembly; or

(*b*) in a new and separate Constituent Assembly consisting of the representatives of those areas which decide not to participate in the existing Constituent Assembly.

When this has been done, it will be possible to determine the authority or authorities to whom power should be transferred.

Bengal and the Punjab.

5. The Provincial Legislative Assemblies of Bengal and the Punjab (excluding the European members) will therefore each be asked to meet in two parts. one representing the Muslim majority

districts and the other the rest of the Province. For the purpose of determining the population of districts, the 1941 census figures will be taken as authoritative. The Muslim majority districts in these two Provinces are set out in the Appendix to this Announcement.

6. The members of the two parts of each Legislative Assembly sitting separately will be empowered to vote whether or not the Province should be partitioned. If a simple majority of either part decides in favour of partition, division will take place and arrangements will be made accordingly.

7. Before the question as to partition is decided, it is desirable that the representatives of each part should know in advance which Constituent Assembly the Province as a whole would join in the event of the two parts subsequently deciding to remain united. Therefore, if any member of either Legislative Assembly so demands, there shall be held a meeting of all members of the Legislative Assembly (other than Europeans) at which a decision will be taken on the issue as to which Constituent Assembly the Province as a whole would join if it were decided by the two parts to remain united.

8. In the event of partition being decided upon, each part of the Legislative Assembly will, on behalf of the areas they represent, decide which of the alternatives in paragraph 4 above to adopt.

9. For the immediate purpose of deciding on the issue of Partition, the members of the Legislative Assemblies of Bengal and the Punjab will sit in two parts according to Muslim majority districts (as laid down in the Appendix) and non-Muslim majority districts. This is only a preliminary step of a purely temporary nature as it is evident that for the purposes of a final partition of these provinces a detailed investigation of boundary questions will be needed; and as soon as a decision involving partition has been taken for either province, a Boundary Commission will be set up by the Governor-General, the membership and terms of reference of which will be settled in consultation with those concerned. It will be instructed to demarcate the boundaries of the two parts of the Punjab on the basis of ascertaining the contiguous majority areas of Muslims and non-Muslims. It will also be instructed to take into account other factors. Similar instructions will be given to the Bengal Boundary Commission. Until the report of a Boundary Commission has been put into effect, the provisional boundaries indicated in the Appendix will be used.

Sind.

10. The Legislative Assembly of Sind (excluding the European members) will at a special meeting also take its own decision on the alternatives in paragraph 4 above.

North-West Frontier Province.

11. The position of the North-West Frontier Province is exceptional. Two of the three representatives of this Province are already participating in the existing Constituent Assembly. But it is clear, in view of its geographical situation, and other considerations, that if the whole or any part of the Punjab decides not to join the existing Constituent Assembly, it will be necessary to give the North-West Frontier Province an opportunity to reconsider its position. Accordingly, in such an event a referendum will be made to the electors of the present Legislative Assembly in the North-West Frontier Province to choose which of the alternatives mentioned in paragraph 4 above they wish to adopt. The referendum will be held under the aegis of the Governor-General and in consultation with the Provincial Government.

British Baluchistan.

12. British Baluchistan has elected a member but he had not taken his seat in the existing Constituent Assembly. In view of its geographical situation, this Province will also be given an opportunity to reconsider its position and to choose which of the alternatives in paragraph 4 above to adopt. His Excellency the Governor-General is examining how this can most appropriately be done.

13. Though Assam is predominantly a non-Muslim Province, the district of Sylhet which is contiguous to Bengal is predominantly Muslim. There has been a demand that, in the event of the partition of Bengal, Sylhet should be amalgamated with the Muslim part of Bengal. Accordingly, if it is decided that Bengal should be partitioned, a referendum will be held in Sylhet district under the aegis of the Governor-General and in consultation with the Assam Provincial Government to decide whether the district of Sylhet should continue to form part of the Assam Province or should be amalgamated with the new Province of Eastern Bengal, if that Province agrees. If the referendum results in favour of amalgamation with Eastern Bengal, a Boundary Commission with terms of reference similar to those for the Punjab and Bengal will be set up to demarcate the Muslim majority areas of Sylhet district and contiguous Muslim majority areas of adjoining districts, which will then be transferred to Eastern Bengal. The rest of the Assam Province will in any case continue to participate in the proceedings of the existing Constituent Assembly.

Representation in Constituent Assemblies.

14. If it is decided that Bengal and the Punjab should be partitioned, it will be necessary to hold fresh elections to choose their representatives on the scale of one for every million of

population according to the principle contained in the Cabinet Mission's Plan of May 16th, 1946. Similar elections will also have to be held for Sylhet in the event of its being decided that this district should form part of East Bengal. The number of representatives to which each area would be entitled is as follows:—

Province.		General.	Muslims.	Sikhs.	Total.
Sylhet district	..	1	2	Nil	3
West Bengal	..	15	4	Nil	19
East Bengal	..	12	29	Nil	41
West Punjab	..	3	12	2	17
East Punjab	..	6	4	2	12

15. In accordance with the mandates given to them, the representatives of the various areas will either join the existing Constituent Assembly or form the new Constituent Assembly.

Administrative Matters.

16. Negotiations will have to be initiated as soon as possible on administrative consequences of any partition that may have been decided upon:—

(*a*) Between the representatives of the respective successor authorities about all subjects now dealt with by the Central Government including Defence, Finance and Communications.

(*b*) Between different successor authorities and His Majesty's Government for treaties in regard to matters arising out of the transfer of power.

(*c*) In the case of Provinces that may be partitioned as to administration of all provincial subjects such as the division of assets and liabilities, the police and other services, the High Courts, provincial institutions, etc.

The Tribes of the North-West Frontier.

17. Agreements with tribes of the North-West Frontier of India will have to be negotiated by the appropriate successor authority.

The States.

18. His Majesty's Government wish to make it clear that the decisions announced above relate only to British India and that their policy towards Indian States contained in the Cabinet Mission Memorandum of May 12th, 1946, remains unchanged.

Necessity for Speed.

19. In order that the successor authorities may have time to prepare themselves to take over power, it is important that all the above processes should be completed as quickly as possible.

To avoid delay, the different Provinces or parts of Provinces wil proceed independently as far as practicable within the conditions of this Plan, the existing Constituent Assembly and the new Constituent Assembly (if formed) will proceed to frame Constitutions for their respective territories; they will of course be free to frame their own rules.

Immediate Transfer of Power.

20. The major political parties have repeatedly emphasised their desire that there should be the earliest possible transfer of power in India. With this desire His Majesty's Government are in full sympathy, and they are willing to anticipate the date June 1948 for the handing over of power by the setting up of an independent Indian Government or Governments at an even earlier date. Accordingly, as the most expeditious, and indeed the only practicable way of meeting this desire, His Majesty's Government propose to introduce legislation during the current session for the transfer of power this year on a Dominion Status basis to one or two successor authorities according to the decisions taken as a result of this announcement. This will be without prejudice to the right of the Indian Constituent Assemblies to decide in due course whether or not the part of India in respect of which they have authority will remain within the British Commonwealth.

Further Announcements by Governor-General.

21. His Excellency the Governor-General will from time to time make such further announcements as may be necessary in regard to procedure or any other matters for carrying out the above arrangements.

APPENDIX.

Muslim majority districts of Punjab and Bengal according to 1941 Census.

1. **Punjab.**

Lahore Division: Gujranwala, Gurdaspur, Lahore, Sheikhpura, Sialkot.

Rawalpindi Division: Attock, Gujrat, Jhelum, Mianwali, Rawalpindi, Shahpur.

Multan Division: Dera Ghazi Khan, Jhang, Lyallpur, Montgomery, Multan, Muzaffargarh.

2. **Bengal.**

Chittagong Division: Chittagong, Noakhali, Tippera.

Dacca Division: Bakarganj, Dacca, Faridpur, Mymensingh.

Presidency Division: Jessore, Murshidabad, Nadia.

Rajshahi Division: Bogra, Dinajpur, Malda, Pabna, Rajshahi, Rangpur.

"We have to take Momentous Decisions"

Mr. Jinnah's views on HMG's Proposals

Mr. Jinnah said in his broadcast:

I am glad that I am afforded an opportunity to speak to you directly through this radio from Delhi. It is the first time, I believe, that a non-official has been afforded an opportunity to address through the medium of this powerful instrument direct to the people on political matters. It augurs well, and I hope that in the future I shall have greater facilities to enable me to voice my views and opinions which will reach directly to you, life-warm rather than in the cold print of newspapers.

The Statement of HMG embodying the Plan for the transfer of power to the peoples of India has already been broadcast and will be released to the Press to be published in India and abroad tomorrow morning. It gives the outlines of the Plan for us to give it our most earnest consideration. We must remember that we have to take momentous decisions and handle grave issues facing us in the solution of the complex political problem of this great sub-continent inhabited by 400,000,000 people. The world has no parallel for the most onerous and difficult task which we have to perform.

Grave responsibility lies particularly on the shoulders of India's leaders. Therefore we must galvanise and concentrate all our energy to see that the transfer of power is effected in a peaceful and orderly manner. I most earnestly appeal to every community and particularly to Muslim India to maintain peace and order. We must examine the Plan, its letter and spirit and come to our conclusions and take our decisions. I pray to God that at this critical moment He may guide us and enable us to discharge our responsibilities in a wise and statesmanlike manner, having regard to the Plan as a whole.

It is clear that the Plan does not meet in some important respects our point of view; and we cannot say or feel that we are

satisfied or that we agree with some of the matter dealt with by the Plan. It is for us now to consider whether the Plan, as presented to us by HMG, should be accepted by us as a compromise or a settlement. On this point I do not wish to prejudge the decision of the Council of the All-India Muslim League, which has been summoned to meet on Monday June 9, and the final decision can only be taken by the Council according to our constitution, precedents and practice.

But, so far as I have been able to gather, on the whole the reaction in Muslim League circles in Delhi has been hopeful. Of course, the Plan has got to be very carefully examined in its pros and cons before the final decision can be taken.

I must say that I feel that the Viceroy has battled against various forces very bravely and the impression that he has left on my mind is that he was actuated by a high sense of fairness and impartiality, and it is up to us now to make his task less difficult and help him as far as it lies in our power in order that he may fulfil his mission to transfer power to the people of India in a peaceful and orderly manner.

Now that the Plan that has been broadcast already makes it clear in paragraph 11 that a referendum will be made to the electorates of the present Legislative Assembly in the NWFP who will choose which of the two alternatives in paragraph 4 they wish to adopt; and the referendum will be held under the aegis of the Governor-General in consultation with the Provincial Government.

Hence, it is clear that the verdict and the mandate of the people of the NWFP will be obtained as to whether they want to join the Pakistan Constituent Assembly or the Hindusthan Constituent Assembly.

In these circumstances, I request the Provincial Muslim League of the NWFP to withdraw the movement of peaceful civil disobedience which they had perforce to resort to; and I call upon all the leaders of the Muslim League and Muslims generally to organize our people to face this referendum with hope and courage and I feel confident that the people of the Frontier will give their verdict by a solid vote to join the Pakistan Constituent Assembly.

I cannot but express my appreciation of the sufferings and sacrifices made by all classes of Muslims and particularly the great part the women of the NWFP played in the fight for our civil liberties.

Without apportioning blame, and this is hardly the moment to do so, I deeply sympathize with all those who have suffered and those who died, or whose properties were subjected to destruction and I fervently hope that the Frontier will go through the referendum in a peaceful manner, and it should be the anxiety of every one to obtain a fair, free and true verdict of the people of the Frontier.

Once more I most earnestly appeal to all to maintain peace and order. *Pakistan Zindabad.*

"We have to make a fresh start"

Text of Pandit Nehru's Broadcast

Pandit Nehru said:

Nearly nine months ago, soon after my assumption of office, I spoke to you from this place. I told you then that we were on the march and the goal had still to be reached. There were many difficulties and obstacles on the way and our journey's end might not be near, for that end was not the assumption of office in the Government of India but the achievement of the full independence of India and the establishment of a co-operative Commonwealth in which all will be equal shares in opportunity and in all things that give meaning and value to life.

Nine months have passed, months of sore trial and difficulty, of anxiety and sometimes even of heartbreak. Yet, looking back at this period with its suffering and sorrow for our people, there is much on the credit side also, for India has advanced nationally and internationally and is respected today in the councils, of the world.

In the domestic sphere something substantial has been achieved, though the burden on the common man still continues to be terribly heavy and millions lack food and cloth and other necessaries of life. Many vast schemes of development are nearly ready, and yet it is true that most of our dreams about the brave things we were going to accomplish have still to be realized.

You know well the difficulties which the country has had to face, economic, political and communal. These months have been full of tragedy for millions and the burden on those who have the governance of the country in their hands has been great indeed.

My mind is heavy with the thought of the sufferings of our people in the areas of disturbance—the thousands who are dead and those, especially our womenfolk, who have suffered agony worse than death. To their families and to the innumerable people who have been uprooted from their homes and rendered destitute I offer my deep sympathy and assurance that we shall do all in our power to bring relief. We must see to it that such tragedies do not happen again.

At no time have we lost faith in the great destiny of India which takes shape, even though with travail and suffering. My great regret has been that during this period, owing to excess of work, I have been unable to visit the numerous towns and villages of India, as I used to do, to meet my people and to learn about their troubles at first hand.

Today I am speaking to you on another historic occasion when a vital change affecting the future of India is proposed. You have just heard an announcement on behalf of the British Government. This announcement lays down a procedure for self-determination in certain areas of India. It envisages on the one hand the possibility of these areas seceding from India. On the other it promises a big advance towards complete independence. Such a big change must have the full concurrence of the people before effect can be given to it, for it must always be remembered that the future of India can only be decided by the people of India and not by any outside authority, however friendly.

These proposals will be placed soon before representative assemblies of the people for consideration. But meanwhile the sands of time run out and decisions cannot await the normal course of events. So while we must necessarily abide by what the people finally decide, we had to come to certain decisions ourselves and to recommend them to the people for acceptance. We have, therefore, decided to accept these proposals and to recommend to our larger committees that they do likewise.

We are little men serving great causes, but because the cause is great something of that greatness falls upon us also. Mighty forces are at work in the world today and in India, and I have no doubt that we are ushering in a period of greatness for India. The India of Geography, of History and Tradition, the India of our minds and hearts cannot change.

In this historic occasion each one of us must pray that he might be guided aright in the service of the motherland and of humanity at large. We stand on a watershed dividing the past from the future. Let us bury that past in so far as it is bad and forget all bitterness and recrimination. Let there be moderation in speech and writing. Let there be strength and perseverance in adhering to the cause and the ideals we have at heart. Let us face the future not with easy optimism or with any complacency or weakness but with confidence and a firm faith in India.

There has been violence, shameful, degrading and revolting violence, in various parts of the country. This must end, we are determined to end it. We must make it clear that political ends are not to be achieved by methods of violence, now or in the future.

On this the eve of great changes in India we have to make a fresh start with clear vision and a firm mind, with steadfastness and tolerance and a stout heart. We should not wish ill to anyone but think always of every Indian as our brother and comrade. The good of the four hundred millions of India must be our supreme objective.

We shall seek to build anew our relations with England on a friendly and co-operative basis forgetting the past which has laid so heavily upon us.

I should like to express on this occasion my deep appreciation of the labours of the Viceroy, Lord Mountbatten, ever since his arrival here at a critical juncture in our history.

Inevitably, on every occasion of crisis and difficulty we think of our great leader Mahatma Gandhi, who has led us unfalteringly over a generation through darkness and sorrows and trials to the threshold of freedom. To him, we once again pay our homage. And we are happy to feel that his blessings and wise counsel will be with us in the momentous years to come, as always.

With firm faith in our future I appeal to you to co-operate in the great task ahead and to march together to the haven of freedom for all in India. *Jai Hind.*

'We have had enough of quarrels"

Sardar Baldev Singh's Appeal for Peace

Sardar Baldev Singh said:

You have just heard the broadcasts of H.E. the Viceroy and two of our distinguished countrymen, Pandit Nehru and Mr. Jinnah.

You now also know the terms of the Plan which HMG have formulated to end the long-drawn-out political deadlock that had baffled us these many months and years.

It is a great day today. The occasion is historic. We have closed a dreary chapter. A new leaf is now turned. We seem to see gleaming on it the fulfilment of what till yesterday was but a dream. Today we enter the heritage that was ours—the heritage of freedom we have claimed as our birthright.

It will be idle for me to pretend that the day is bright and joyous as indeed we might well have hoped it would be. It will be untrue if I say we are altogether happy. Seldom perhaps has a fulfilment like this been tarnished with so much fear and sorrow. I say seldom, because, even though we struggled and even though the struggle was long and heavy, our common quest for freedom need never have divided and torn us asunder one from another. This has actually taken place. The shadow of our differences has thrown its gloom over us. We have let ourselves be rent apart. We witness today—even on the day of our freedom—scenes of mutual conflict and all the horrors that conflict brings in so many parts of India. Neighbour has risen against neighbour. Thousands of innocent lives have been lost. Men, women and children roam from one place to another, homeless, without shelter. Untold losses, financial, cultural, and

spiritual, have been inflicted in wide areas. We look as if we are a house divided against itself. The day indeed finds us an unhappy people.

It is not necessary for me today to probe into the reasons for this affliction. We each have our faults. Let us own it. We each laid a price on what is priceless—the willing surrender of our best for the common good of us all. That is why we fell foul of one another.

But that was yesterday. Till yesterday, we were pre-occupied with our little selves. The Plan that has now been announced steers a course obviously above conflicting claims. It is not a compromise. I prefer to call it a settlement. It does not please everybody. Not the Sikh community anyway, but it is certainly something worth while. Let us take it at that.

Taken in that spirit, this Plan should halt the dismal gloom that stalks our dear motherland in so many of its stricken spots to-day. In that spirit, we should find in it, in the many tasks that await us in every sphere of our national life—tasks that need doing not only to repair the damage we have inflicted on ourselves but to raise us in stature before the nations of the world.

We are poor. Let us not forget that we have no apology to let poverty continue to afflict our people now that we shall be masters of our affairs. We have tasks, big and small, of reconstruction on our hands.

Let us remember that it is only when the mind of our leaders is not deflected by internal quarrels that they can effectively handle these tasks for our common good. Our people have many needs that have lingered unmet for years. Let us settle down to meet these needs and relieve the distress that haunts us.

In a word, whatever our own preferences, let us grow above our petty outlooks and work together to put our country on the way to greatness that certainly belongs to it. We do have to live as brothers or as neighbours. We all do want to live in peace and strive for a modicum of ease and comfort in our homes whether in villages or in towns. We have had enough of quarrels and troubles. Let us now turn from an ugly past and help one another to build a great and glorious future.

This is my counsel to men and women of goodwill, Hindus, Muslims, Sikhs, Christians and others. For thousands of years, our ancestors lived together in this land with tolerance and neighbourly relations. Let us restore the old glory of our traditions in order, as I have said, that we may equip ourselves to face the bright future that has now opened.

I believe with all my heart that the divisions that tend to keep us apart now will not last long. I believe also that even though we should choose to remain apart at present, we have so

much in common—economically, geographically and even spiritually—that the very blueprint of our plans, so soon as we view it with care, will bind us together. We have to forget the unhappy past to see this with precision. Let us concentrate on our common interests.

I say this with all earnestness. I will add that while making this appeal, I am not unaware of the existence in our midst of those discordant elements who are inhuman enough to imagine that their prosperity lies in the misfortune of their fellowmen and women. Such people should be shunned They will in fact soon meet their fate.

As you must have heard, we have taken the strongest measures to enforce law and order and to apprehend the mischief-makers wherever we can lay our hands on them. During the last few weeks, large contingents of armed troops have been deployed in various parts of the country to aid the civil authorities. These troops consist of trusted men. They will give succour to those in need and act also as stern keepers of the peace in troubled areas. I want you to look upon the soldier as your friend. He will not fail you.

And to you, sailors, soldiers and airmen also, I must say a few words. You are obviously not uninfluenced by the great events that are taking place in India today. These include many political and administrative changes which will concern you. As men seasoned in life by discipline and fortitude, you will undoubtedly not allow yourselves to be needlessly perturbed.

Let me say with all authority I can command that your interests will in no circumstances be allowed to suffer. You have earned a name for yourselves throughout the world by your valour and high tradition. India will not and cannot forget the debt it owes you. Some of you today are having to perform unpleasant duties on internal security work. No one is more conscious of it than I.

Our motherland is passing through a period of transition and strain.

Your patriotism and high sense of loyalty will help you to steer clear through these difficult times. Do not forget that India's honour is your honour. Serve India now in her hour of trial with good conscience and to the best of your ability and remain confident that we stand by you today as we have done in the past. The Commander-in-Chief will, in the next few days, broadcast a special message to you. He will deal with some of the specific problems that may now be engaging your mind. Meanwhile I have no doubt, whatever political considerations may shape the future of India, your interests will be protected by all sides.

We deeply deplore the recent acts of lawlessness and violence that have brought the utmost disgrace on the fair name of India and the greatest misery to innocent people, irrespective of who were the aggressors and who were the victims.

We denounce for all time the use of force to achieve political ends, and we call upon all the communities of India, to whatever persuasion they may belong, not only to refrain from all acts of violence and disorder, but also to avoid both in speech and writing, any words which might be construed as an incitement to such acts.

M. A. JINNAH, M. K. GANDHI.

15-4-1947.

সীমানা নির্ধারণ কমিশনকে প্রদত্ত
কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার প্রস্তাব
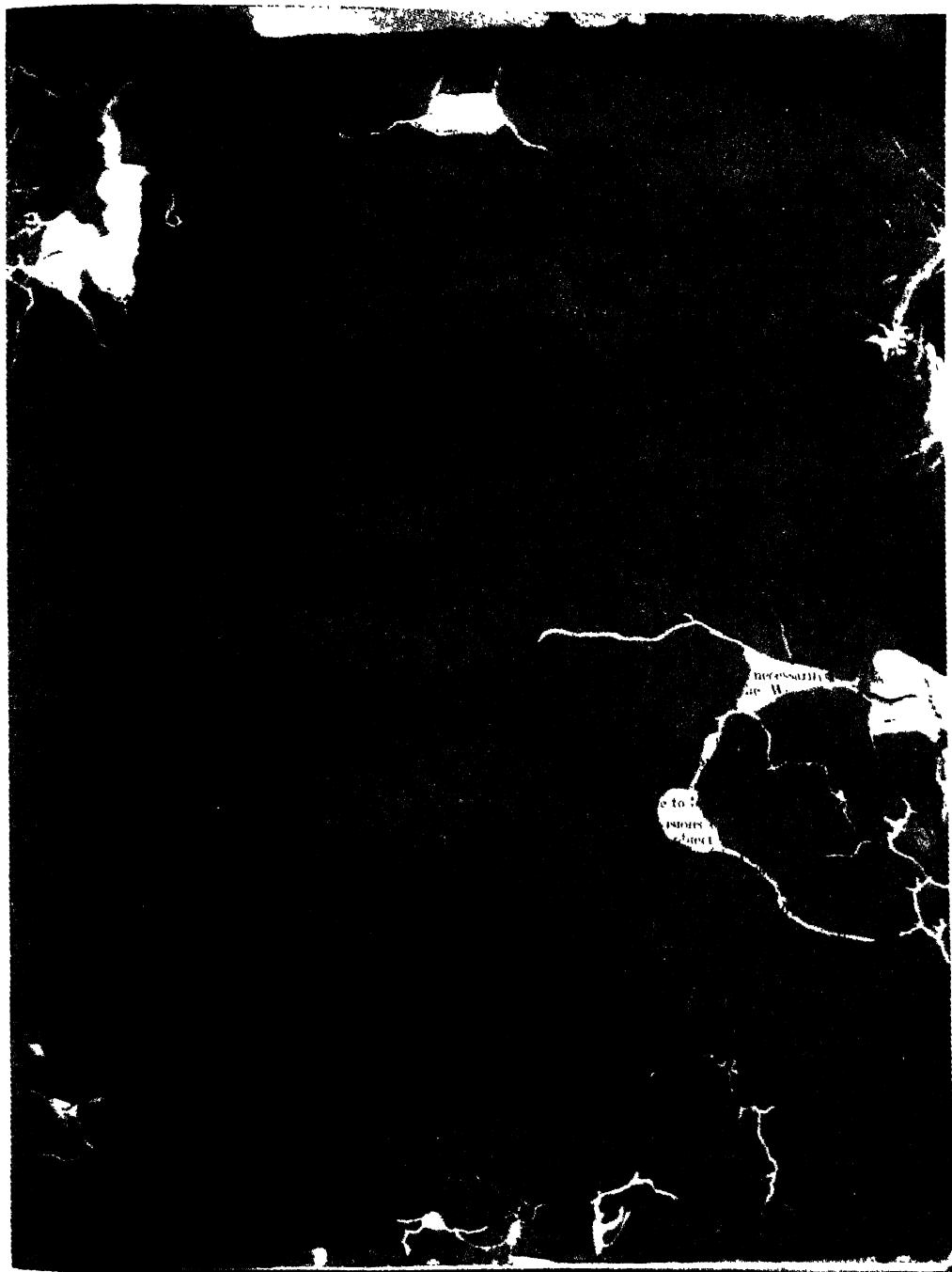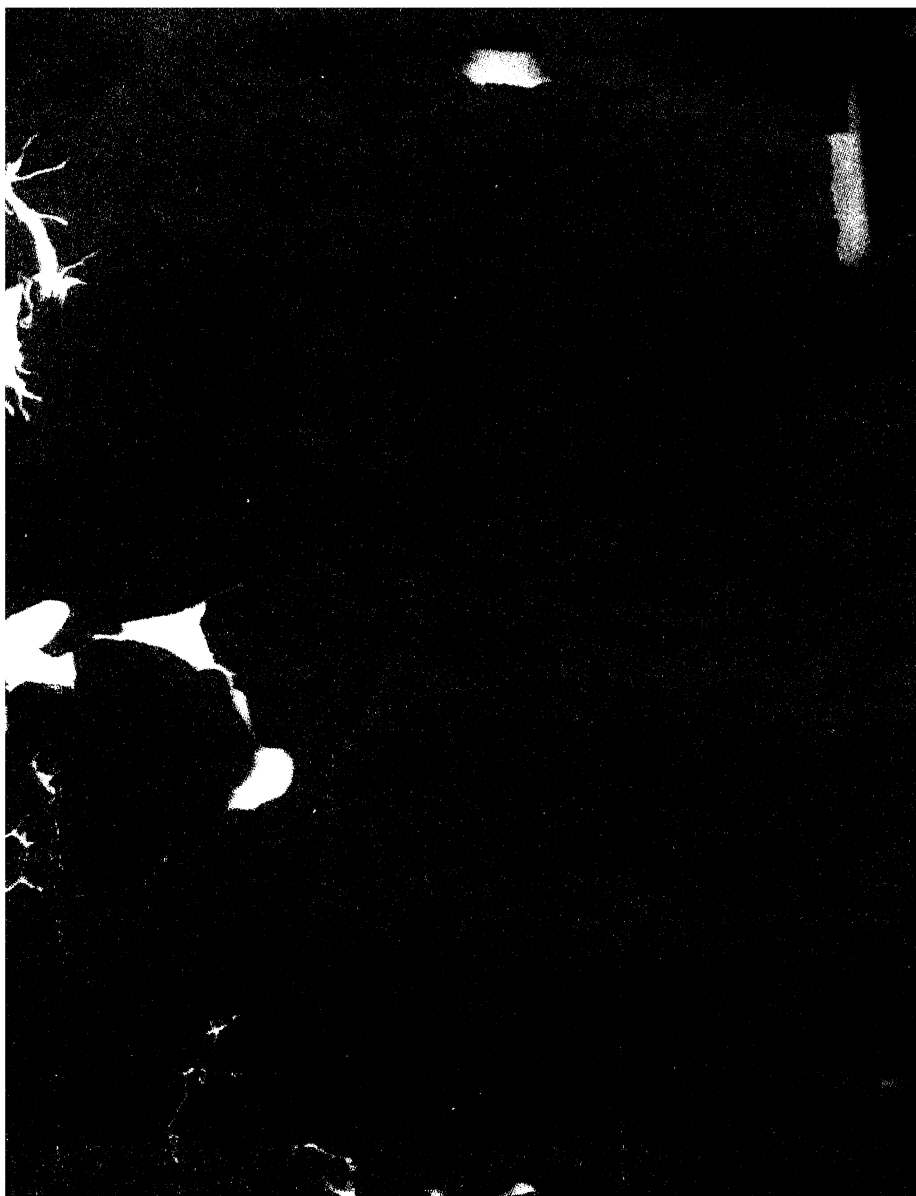
MEMORANDUM

ON THE PARTITION OF BENGAL

PRESENTED ON BEHALF OF

THE INDIAN NATIONAL CONGRESS

BEFORE THE

BENGAL BOUNDARY COMMISSION

(Filed on 15th July, 1947)

INTRODUCTORY

In the declaration made by His Majesty's Government on June 3, 1947, it was announced that the division of the Province of Bengal indicated therein would be a mere preliminary step of a purely temporary nature for the ascertainment of opinion on the issue of partition. It was further announced that for the purpose of partition of the two Provinces of Bengal and the Punjab a detailed investigation of Boundary questions would be needed. This Commission has accordingly been set up in order to demarcate the boundaries of the two parts of the Province of Bengal.

In order to [illegible] such partition we suggest that the following rules be adopted as guiding principles for making the division of Bengal. It must however be obvious that no partition could be made which would not leave hundreds of thousands of [illegible] Mu[illegible] population in the eastern part and hundreds of thousands of Muslim population in the [illegible]

RULES

1. The two parts respectively [illegible] [illegible] population [illegible] [illegible] ble of [illegible] Muslim and non-Muslim population of the Province [illegible] Bengal.

2. The boundary being the boundary between two States, must be continuous, and necessarily the existence of many pockets [illegible] having a majority of Muslim population in the Western part, and a majority of non-Muslim population in the Eastern part will have to be accepted.

3. If without substantially affecting Rule 1 and 2 there could be found any natural boundary e.g., rivers over any portion of the boundary line that should be adopted.

4. Subject to the above rules and without affecting Rule 2, any special reasons for any area to be incorporated either in the western or in the eastern part should be considered.

In applying these rules for effecting partition the following matters have to be noted :—

(1) The present administrative units, e.g., Divisions, Districts, Sub-divisions or Police stations cannot be treated as indivisible units for purposes of partition having regard to the object of the partition.

They will have to be referred to as convenient areas for judging the distribution of the Muslim and the non-Muslim populations, and as areas for which there are published census of the populations.

They may be considered as units of partition when, besides being mere administrative units, they are also geographical and economic units so inter-connected that their separation for partition purposes should, if possible, be avoided.

(2) The Census of 1941 has very often been attacked and is being attacked as inaccurate. But [illegible]sence of any better or later census of population of Bengal or of any part of it, it has perforce [illegible]dopted as the basis for the partition.

[illegible]llowing the principles and rules stated above a scheme of partition is submitted to the [illegible] Commission for its consideration. This scheme is simple, convenient and carries out satis[illegible] [illegible] purpose of the partition. One other possible plan of partition is produced for the purpose [illegible] [illegible]satisfactory nature of other possible schemes of partition, exclusively on the basis of [illegible] areas varied as little as possible by other compelling factors. The scheme and the [illegible] [illegible]panied by a map showing the proposed boundary line and an explanatory index. [illegible] a short statement explaining the general scheme of the partition and notes on special [illegible] [illegible]idation.

1

It is to be noted that, in the scheme of partition and in the plan, the District of Chittagong Hill Tracts has been kept out of consideration. The area of this district is 5,007 sq. miles. Its total population is 2,47,053, of which only 7,270, *i.e.*, 2.94 per cent are Muslims. The vast majority of non-Muslim population are hill and tribal people akin to the people in the adjoining Tripura State and to the people of the excluded and tribal areas of the Lushai Hills in Assam. This district of overwhelming non-Muslim majority population should naturally form a part of the Indian Union. But in the present scheme of partition this district has been kept out of the calculations.

The northern boundary of the District of Mymensingh is made up of 6 police stations, constituting a territory of "partially excluded areas" under the Government of India Act, 1935. This territory is contiguous to the Garo Hills in Assam. The tribal people in this area have a close affinity with the people of the Garo Hills. A separate representation has been made, on behalf of the tribal people, for amalgamation of some portion of this area with the Garo Hills in Assam and forming a part of that Province.

A statistical summary of population and area, which may have to be referred to in the course of discussion and decision is appended.

TABLE SHOWING THE MUSLIM AND NON-MUSLIM POPULATION AND AREA BY DISTRICTS AND DIVISIONS

Serial No.	Division	District	Total area in sq. miles	Total Population			p. c. Muslim
				Muslims	Non-Muslim	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Burdwan	Burdwan	2705	336665	1554067	1890732	17.81
		Birbhum	1743	287310	761007	1048317	27.41
		Bankura	2646	55564	1234076	1289640	4.31
		Midnapur	5274	246559	2944088	3190647	7.73
		Hooghly	1206	207077	1170652	1377729	15.03
		Howrah	561	296325	1193979	1490304	19.88
		Div. total	14135	1429500	88,57,869	1,02,87,369	13.90
2	Presidency	24-Parganas	3696	1148180	2388206	3536386	32.47
		Calcutta	34	497535	1611356	2108891	23.59
		Jessore	2925	1100713	727503	1828216	60.21
		Murshidabad	2063	927747	712783	1640530	56.55
		Nadia	2879	1078007	681839	1759846	61.26
		Khulna	4805	959172	984046	1943218	49.36
		Div. total	16,402	57,11,354	71,05,733	1,28,17,087	[illegible]
3	Rajshahi	Rajshahi	2526	1173285	398466	1571750	74.65
		Dinajpur	3953	967246	959587	1926833	50.20
		Jalpaiguri	3050	631460	838053	1089513	23.08
		Darjeeling	1192	9125	367244	376369	2.42
		Rangpur	3606	2055186	822661	2877847	71.41
		Bogra	1475	1057902	202561	1260403	83.93
		Pabna	1836	1313968	391104	1705072	77.06
		Malda	2004	690945	532673	1232618	56.79
		Div. total	19642	7528117	4512348	12040465	62.52
4	Dacca	Dacca	2738	2841261	1380882	4222143	67.29
		Mymensingh	6156	4664548	1359210	6023758	77.44
		Faridpur	2821	1871336	1017467	2888803	64.78
		Bakarganj	3783	2567027	981983	3549010	72.33
		Div. total	15498	11944172	4739542	16683714	71.59
5	Chittagong (excluding Chittagong Hill Tracts)	Tipperah	2531	2975901	884238	3860139	77.09
		Noakhali	1658	1803937	413465	2217402	81.35
		Chittagong	2569	1605183	548113	2153296	74.55
		Div. total	6758	6385021	1845816	8230837	77.57
		Bengal (excluding Chittagong Hill Tracts)	72435	32998164	27061308	60059472	54.94
	Chittagong Hill Tracts		5007	7270	239783	[illegible]	2.94
		Bengal (including Chittagong Hill Tracts)	77442	33005434	27301091	60306525	54.73

~II

GENERAL OUTLINE OF THE SCHEME

Generally speaking this scheme partitions Bengal, having five Divisions, by giving two Divisions with slight modifications to each part, and dividing the remaining Division between the two parts.

This scheme is set forth below :—

WEST BENGAL

I. *Burdwan Division* (entire)

II *Presidency Division* (excluding the portion of Kushtia Sub-division in the District of Nadia, lying to the east of the river Gorai and excluding from the District of Jessore the portion lying east of the river Gorai, which consists of the whole of Police Station Alfadanga and a part of Police Station Muhammadpur and also excluding 2 Police Stations of Khulna District on the south-east, *viz.* Morelganj and Sarankhola ; and incorporating in the Presidency Division Police Station Boalia of Rajshahi District, 4 Police Stations of Bakarganj District *viz.*, Gournadi, Nazirpur, Swarupkati and Jhalakati ; and also of Faridpur District the Sub-division of Gopalganj and Police Station Rajair)

III. *Rajshahi Division*

1. Darjeeling District (entire)
2. Jalpaiguri District (entire)
3. Rangpur District (only 2 Police Stations on the north, *viz.*, Dimla and Hatibandha and one Police Station of Bhurangamari on the north-east corner, as the only Railway line joining Indian Union with Assam, running from Gitalda junction to Assam, lies through this Police Station).
4. Dinajpur District (excluding 6 Police Stations on the east, *viz* , Khansama, Chirirbandar, Parbatipur, Phulbari, Nawabganj, Ghoraghat and 2 Police Stations on the south, *viz.*, Patnitala, and Porsha).
5. Malda District (excluding 5 Police Stations *viz.*, Bholahat, Shibganj, Nawabganj, Nachole, Gomastapur).
6. Rajshahi District (Boalia Police Station lying to the south of the main channel of the Ganges).

EAST BENGAL

I. *Chittagong Division* (entire)

II. *Dacca Division* (excluding the portions of the Districts of Bakarganj and Faridpur incorporated in the Presidency Division ; and incorporating in the Dacca Division the 2 Police Stations of Khulna District excluded from the *Presidency Division* and the portion of the District of Jessore excluded from the Presidency Division, which lies to the east of the river Gorai and which consists of the whole Police Station Alfadanga and a part of Police Station Muhammadpur)

III *Rajshahi Division*

1. Bogra District (entire).
2. Pabna District (entire, and also incorporating the portion of the Nadia Dist. excluded from West Bengal, *viz.*, the portion of the Sub-division of Kushtia in the District of Nadia, lying to the east of the river Gorai).
3. Rangpur District (excluding only 3 Police Stations incorporated in West Bengal).
4. Dinajpur District (the 8 Police Stations excluded from West Bengal).
5. Malda District (the 5 Police Stations excluded from West Bengal).
6. Rajshahi District (excluding only the Boalia Police Station incorporated in the Presidency Division).

Summary Table Showing the Distribution of Muslims and non-Muslims and of area over West and East Bengal under the Scheme for Partition (excluding Chittagong Hill Tracts)

	West Bengal	East Bengal	Total	West Bengal as % of total	East Bengal as % of total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Muslims	8908195	24089969	32998164	27.00	73 00
Non-Muslims	19123851	7937457	27061308	70.67	29.33
Total	28032046	32027426	60059472	46.67	53.33
Muslims as % of total	31.78	75.22	54.94	—	—
Non-muslims as % of total	68.22	24.78	45.06	—	—
Area in square miles	40137	32298	72435	55.41	44.59
Density of population per square mile	698	992	829	—	—

Chittagong Hill Tracts

Population			Muslims as % of total	Non-Muslims as % of total	Area in sq miles
Muslims	Non-Muslims	Total			
7270	239783	247053	2.94	97 06	5007

NOTE ON SPECIAL POINTS OF THE SCHEME

(1) That this scheme is much the simpler of the two schemes is apparent. And it is possibly simpler and less complicated than any other scheme that could be devised.

(2) By placing 73.00 per cent of the entire Muslim population of Bengal in the Eastern part, and 70.67 per cent of the entire non-Muslim population of Bengal in the Western part it fulfils, as far as practicable, the main purpose of the partition better than any other scheme.

(3) The fact that in this scheme the percentage of the total Muslim population of Bengal in the Eastern part and the percentage of the total non-Muslim population of Bengal in the Western part are very nearly equal shows that this scheme is the most equitable. It satisfies the main purpose of the partition of equable division of Muslim and non-Muslim areas and should be adopted.

(4) The chief feature of this scheme is that practically the entire Presidency Division has been placed in Western Bengal. This has been done not merely or primarily because the Presidency Division is an administrative unit, or because in the Division taken as a whole the non-Muslims form a majority, and that majority would somewhat go up by the exclusion of a portion of the Sub-division of Kushtia from Nadia District, of Police Station Alfadanga and a part of Police Station Muhammadpur from Jessore District and of 2 Police Stations from Khulna District (which are heavy Muslim majority areas) and the inclusion of some parts from Districts of Bakarganj and Faridpur (which are fairly big non-Muslim majority areas) as suggested

This has been done primarily because the territory within the Presidency Division forms a geographical unit and owing to that reason an economic unit of such a nature that its division between two independent States will tell heavily against its present prosperity, and much more heavily against its future possibilities. This part of Bengal was formerly a most prosperous territory due to the fact that from the river Ganges a number of rivers besides the Bhagirathi like Kumar, Bhairab, Chitra, Navaganga, Kopotakshi, Mathabhanga, and Jalangi flowed as distributaries and these spill channels fertilised the territory and kept back the encroachment of salt in the estuarian areas. With the dying condition of most of these rivers the territory has become impoverished, and is yearly growing more so. The territory has also become malarious and its population is dwindling. The only way to restore this territory to prosperity and health is to resuscitate these dying rivers. But it is impossible to do it piecemeal in a portion of the territory. The territory of the Presidency Division which has been kept in Western Bengal in this scheme of partition must be treated as a whole for achieving any result.

These considerations are at the root of placing practically the whole of the Presidency Division (excluding some portions only) in Western Bengal. The Police Station of Boalia in Rajshahi District included in West Bengal is a non-Muslim majority area contiguous to Murshidabad. [See, Ancient System of Irrigation in Bengal (1930), By Sir William Willcocks : specially Arts 104 (p. 108-109,, 114 (p. 122-123) and the map at the beginning of the book ; Rivers of the Bengal Delta (1942), By S. C. Majumdar, Chief Engineer, Bengal, specially pages 75-86.]

It may be noted that in the portion of the Presidency Division placed in Western Bengal the number of Muslim and non-Muslim population and their percentages are shown below :

Muslims : 5503037, *i.e.*, 43.94 per cent of the total population
Non-Muslims 7022015, *i.e.*, 56.06 per cent of the total population.

(5) The areas which have been included in or excluded from the Divisions and the Districts are on the basis of majority of the respective populations except for the three Districts of Murshidabad, Nadia and Jessore in the Presidency Division which had to be differently treated for reasons just discussed in (4).*

*For further points covering the Rajshahi and Dacca Divisions reference may be made to the special points of the plan on page 6 relating to those Divisions.

III

THE PLAN : GENERAL OUTLINE

This plan is strictly on the basis of ascertaining the contiguous majority areas of Muslims and non-Muslims, varied only by taking into account some very important factors.

Where present Districts or Sub-divisions have been partitioned between the West and East, the Police Stations have been taken as units of partition because they are the smallest units for which there are published census figures on the basis of 1941 Census.

In this scheme the following have been placed in West Bengal, the rest being in East Bengal :

(1) Burdwan Division (whole)

(2) District of Darjeeling (whole)

(3) District of Jalpaiguri (whole)

(4) District of Rangpur—only two Police Stations—Dimla and Hatibandha on the north and one Police Station on the north-east, *viz.*, Bhurangamari.

(5) District of Dinajpur—excluding six Police Stations on the east, *viz.*, Khansama, Nawabaganj, Chirirbandar, Parbatipur, Ghoraghat and Phulbari, and two Police Stations on the south, *viz.*, Porsha and Patnitala.

(6) District Malda—excluding five Police Stations on the south-east of the District adjoining the District of Rajshahi, *viz.*, Bholahat, Gomastapur, Nachole, Shibganj and Nawabganj.

(7) District of Murshidabad—the entire District, and Police Station Boalia in District Rajshahi lying to the south of the main channel of the Ganges.

(8) District Nadia—that portion of the District which lies to the West of the river Mathabhanga and Churni, as well as the five Police Stations in the sub-division of Ranaghat, and Krishnaganj Police Station.

(9) District of 24-Parganas (whole)

(10) City of Calcutta (whole)

(11) District of Khulna—the whole of Khulna District excluding the two Police Stations of Morelganj and Sanakhola forming a block in the south-east of the District adjoining the District of Bakarganj.

(12) District Jessore—the four Police Stations of Abhoynagar, Kalia, Narail and Salikha.

(13) District of Faridpur—the whole of Gopalganj sub-division and the Police Station of Rajair in the Madaripur sub-division.

(14) District of Bakarganj—the four Police Stations of Gournadi, Nazirpur, Swarupkati and Jhalakati.

5

TABLES

Summary Table showing the Distribution of Muslims and non-Muslims and of area over West and East Bengal (excluding Chittagong Hill Tracts)

(i) THE PLAN

	West Bengal	East Bengal	Total	West Bengal as % of t	East Bengal
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Muslims	7568908	24429256	32998164	22.94	77.06
Non-Muslims	18429938	8631370	27061308	68.10	31.90
Total	25998846	34060626	60059472	43.29	56.71
Muslims as % of total	29.11	74.66	54.94	—	
Non-Muslims as % of total	70.89	25.34	45.06	—	
Area in square miles	36849	35586	72435	50.87	49.13
Density of population per sq. mile	706	957	829	—	

(ii) THE SCHEME OF PARTITION

	West Bengal	East Bengal	Total	West Bengal as % of t	East Bengal
Muslims	8908195	24089969	32998164	27.00	73.00
Non-Muslims	19123851	7937457	27061308	70.67	29.33
Total	28032046	32027426	60059472	46.67	53.33
Muslims as % of total	31.78	75.22	54.94	--	
Non-Muslims as % of total	68.22	24.78	45.06	--	
Area in square miles	40137	32298	72435	55.41	44.59
Density of population per sq. mile	698	992	829	—	

(iii) Chittagong Hill Tracts

Population			Percentage		
Muslims	Non-Muslims	Total	Muslims as % of total	Non-Muslims as % of total	Area in sq. Miles
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7270	239783	247053	2.94	97.06	5007

NOTE ON SPECIAL POINTS OF THE PLAN

(1) ***Burdwan Division***—The Division is a heavy **non-Muslim majority area. The percentage of Muslim population is 13.90.**

Of the 120 Police Stations in the Division there is only one **viz., Muraroi in the extreme north-east of the Division** where the Muslims form the **majority of the population, their percentage being 54.65.**

(2) ***Darjeeling District***—Total population is **376369, of whom the Muslim population amounts to 9125 i.e. 2.42** per cent of the population. **There is not one Police Station which is not a heavy non-Muslim area.**

(3) ***Jalpaiguri District***—Total population is **1089513 of whom 251460 are Muslims, i.e. 23.08 per cent.**

Of the 17 Police Stations in the District only three are **Muslim majority areas viz., Tetulia, Pachagar and Boda** in the south-west of the district and from their **position cannot be placed in the eastern part without breaking** into the non-Muslim majority **area and breaking the continuity of the West Bengal Province.**

(4) *Rangpur District*—The two Police Stations incorporated in West Bengal are non-Muslim majority areas and they are contiguous to the district of Jalpaiguri. The other police station incorporated, viz., Bhurangamari has been so done, though a Muslim majority area, on the ground that the only Railway line connecting Indian Union with Assam runs through this Police station.

(5) *Dinajpur District*—The Census figures of 1941 show the Muslim population as 50.20 per cent.

By exclusion of the eight Police Station which adjoin the Muslim majority District of Rangpur and Rajshahi as suggested, the percentage of the Muslim population in the rest of the District kept in West Bengal becomes 44.31 per cent.

The six Police Stations in the west of the District—Atwari, Baliadangi, Thakurgaon, Ranisankail, Haripur and Pirganj, which are Muslim majority areas are, from their situation, pockets which must remain in West Bengal, and the 44.31 per cent stated above has been arrived at by including them as well as Police Station Dinajpur where Muslim percentage is 50.72, the Muslims outnumber the non-Muslims by less than 1500 in a total population of over one lac allotted to West Bengal.

Police Station Dinajpur, is kept in West Bengal as the District headquarters, a Muslim majority area, are within it, and the major portion of the District is kept in West Bengal as non-Muslim majority area. The 8 Police Stations incorporated in East Bengal cannot form a District by themselves and would have to be incorporated in the Districts of Rangpur and Rajshahi.

(6) *Malda District*—In the Census of 1941 the Muslim percentage of the District is 56.79.

By excluding the 5 Police Stations of which Nachole is a heavy non-Muslim majority area the percentage of Muslim population comes to 49 per cent, and the rest of the District becomes a non-Muslim majority area including the 3 Muslim majority Police Stations, viz, Harishchandrapur, Kharba and Ratua in the extreme west of the District which must be treated as a pocket.

The only other Muslim majority Police Station in the district included in West Bengal is Kaliachak. It has to be so included as the least requirement for keeping up continuity between the northern and southern parts of the West Bengal Province, and also as containing the headwaters of the river Bhagirathi, on which the Port of Calcutta partly depends, but which is in no way necessary to the Province of East Bengal.

(7 and 8) According to the Census of 1941 the percentage of Muslim population in Murshidabad district is 56.55 and in Nadia district 61.26. By exclusion of a portion of Nadia district as proposed in the scheme, the percentage in that district remains practically the same in the portion included in West Bengal.

This territory in the two districts has been included in West Bengal for the most compelling factor of essential necessity for requirements and preservation of the Port of Calcutta. The life of the Province of West Bengal is mostly dependent on Calcutta, and with the partition it will become almost wholly so dependent. Calcutta is situated on the River Hugli. Its three main feeders, viz., the rivers Bhagirathi, Jalangi and Mathabhanga in their entire course run through this territory. It may be noted that the real feeders at the present time are the last two. For the river Bhagirathi is almost silted up between police stations Lalbagh and Suti in Murshidabad district, and as a result the bed of the river in that portion has become more elevated than the level of the off-take. Perpetual work on and attention to these tributaries would be necessary for keeping up the water supply of the River Hugli and for keeping back the salt water from the estuary. This will be apparent from the various Reports made from time to time by competent authorities on the maintenance of the Port of Calcutta.

Amongst others the following may be referred to :—

(i) Report on the Development of Calcutta by A. Webster, C.I.E., M.I.C.E., Special Chief Engineer (published in November, 1946), specially pages 5 (para 2), 6 (para 7), 8 (para 15), 9 (para 19 and 21), 10 (para 24).

(ii) Report on the Hugli River and Headwaters By the Stevenson-Moore Committee : Referred to in (i) at p. 8 (para 16).

(iii) Rivers of the Bengal Delta (1942) By S. C. Majumdar, C.I.E., I.S.E., M.I.E., Chief Engineer, Bengal, (Readership Lecture, Calcutta University). See specially pp. 76—77.

(iv) Ancient System of Irrigation in Bengal (1930)—By Sir William Willcocks, see specially page 122.

The water supply of the city of Calcutta is entirely dependent on the river Hugli, and its drainage is ultimately dependent on this river.

(9) **24-Parganas District—Taking the district as a whole the Muslim population is 32.47.**

Out of 38 Police stations in the district in 9 police stations the Muslims form a majority of the population. These Police stations must be retained in West Bengal. One of them Metiabrus forms an isolated pocket south-east of Calcutta, and 8 other police stations, viz., Bhangar, Barasat, Amdanga, Habra, Deganga, Baduria, Basirhat and Swarupnagar must be inlcuded in West Bengal to keep the boundaries of a foreign state at a reasonable distance from the capital city of Calcutta and its industrial suburbs.

(10) City of Calcutta – A separate note on the city of Calcutta is appended to this Memorandum.

(11) Khulna district —In the Census of 1941 the Muslim percentage of the population is 49.36.

By excluding the two police stations on the south-east the Muslim percentage becomes 47·26 per cent.

Three Muslim majority Police stations of Kaliganj, Fultala and Mollahat are retained in West Bengal as they are pockets surrounded by non-Muslim majority areas. Through the Police stations of Barasat, Deganga and Basirhat in 24 Parganas, and Satkhira and Tala in Khulna passes the main roadway to Khulna which remains the only land communication between Calcutta and Khulna and other eastern districts in West Bengal. The existing railway via Bangaon and Jessore as well as the Jessore Road falling in East Bengal according to this plan of partition. The area South of the Calcutta-Khulna road via Satkhira mentioned above is intersected by estuarian creeks and swamps and thus forms a terrain quite unsuitable for Railways or good roads being built thereon.

(12) Jessore District - The four Police Stations included in West Bengal lie in one block and are each a non-Muslim majority area. They are contiguous to non-Muslim majority areas of Khulna on the south and of Gopalganj sub-division of Faridpur District on the east.

(13) Faridpur District - All the four Police stations of the Gopalganj sub-division are non-Muslim majority areas, so is the Police station of Rajair in Madaripur sub-division.

All these five Police stations form one block, and the block is contiguous to the non-Muslim majority areas of Jessore and Khulna Districts on the West.

(14) Bakarganj District—The four Police Stations included are each of them a non-Muslim majority area, the non-Muslim percentage of population of the area taken as a whole is 55.4.

The area is contiguous to the non-Muslim majority area of Faridpur and Khulna District.

IV

DEFECTS OF THE PLAN

(1) A very disproportionately large part of the entire non-Muslim population of Bengal is kept in the eastern part, viz. 31.90 per cent, while the proportion of the entire Muslim populaton of Bengal kept in the western part is fairly small, viz. 22.94 per cent.

Similarly only 68.10 per cent of the total non-Muslim population of Bengal is in West Bengal. But 77.06 per cent of the total Muslim population of Bengal is in East Bengal.

(2) This plan does not take any account whatsoever of the geographical and economic unity of any region in Bengal.

ANNEXURE TO MEMORANDUM

(i) DETAILED TABLES RELATING TO THE SCHEME OF PARTITION OF BENGAL

(EXCLUDING CHITTAGONG HILL TRACTS)

(a) **Table showing** in terms of the existing Divisions the Distribution of Muslims and non-Muslims and of area over West and East Bengal

	West Bengal	East Bengal	Total	West Bengal as % of total	East Bengal as % of total
	(1)	(2)	(3)		
(1) Rajshahi Division*					
Muslims	1404376	6123741	7528117	18.66	81.34
Non-Muslims	2522450	1989898	4512348	55.90	44.10
Total	3926826	8113639	12040465	32.61	67.39
Muslims as % of total	35.76	75.47	62.52		
Non-Muslims as % of total	64.24	24.53	37.48	--	-
Area in square miles	8859	10783	19642	45.10	54.90
(2) Burdwan Division					
Muslims	1429500		1429500	100	
Non-Muslims	8857869		8857869	100	
Total	10287369		10287369	100	
Muslims as % of total	13.90	-	13.90		
Non-Muslims as % of total	86.10		86.10		
Area in square miles	14135		14135	100	
(3) Presidency Division*					
Muslims	5503037	208317	5711354	96.35	3.65
Non-Muslims	7022015	83718	7105733	98.82	1.18
Total	12525052	292035	12817087		2.28
Muslims as % of total	43.94	71.33	44.56		
Non-Muslims as % of total	56.06	28.67	55.44		
Area in square miles	16011	391	16402	97.62	2.38
(4) Dacca Division*					
Muslims	571282	11372890	11944172	4.78	95.22
Non-Muslims	721517	4018025	4739542	15.22	84.78
Total	1292799	15390915	16683714		92.25
Muslims as % of total	44.19	73.89	71.59		
Non-Muslims as % of total	55.81	26.11	28.41		
Area in square miles	1132	14366	15498		92.74
(5) Chittagong Division					
Muslims		6385021	6385021		100
Non-Muslims		1845816	1845816		100
Total		8230837	8230837		100
Muslims as % of total		77.57	77.57		
Non-Muslims as % of total		22.43	22.43		
Area in square miles		6758	6758		100

***Divisions** asterisked have been partitioned. The details for the districts partitioned are **shown** on the annexed sheets. Each of the divisions not asterisked is entirely in one or other **of the two Bengals.**

THE SCHEME

(b) Table showing in terms of the existing Districts proposed to be partitioned, the Distribution of Muslims and non-Muslims and of area over West and East Bengal

RAJSHAHI DIVISION : Rangpur District—P.S. Dimla, Hatibandha and Bhurangamari in West Bengal ; the rest in East Bengal.

	West Bengal (1)	East Bengal (2)	Total (3)	West Bengal as % of total (4)	East Bengal as % of total (5)
Muslims	110744	1944442	2055186	5.39	94.61
Non-Muslims	106434	716227	822661	12.94	87.06
Total	217178	2660669	2877847	7.55	92.45
Muslims as % of total	50.99	73.08	71.41	—	—
Non-Muslims as % of total	49.01	26.92	28.59	—	—
Area in square miles	329	3277	3606	9.12	90.88

RAJSHAHI DIVISION : Dinajpur District—P.S. Khansama, Chirirbandar, Parbatipur, Phulbari, Nawabganj, Ghoraghat, Patnitala and Porsha in East Bengal ; the rest in West Bengal.

	West Bengal (1)	East Bengal (2)	Total (3)	West Bengal as % of total (4)	East Bengal as % of total (5)
Muslims	598456	368790	967246	61.87	38.13
Non-Muslims	752215	207372	959587	78.39	21.61
Total	1350671	576162	1926833	70.10	29.90
Muslims as % of total	44.31	64.01	50.20	—	—
Non-Muslims as % of total	55.69	35.99	49.80	—	—
Area in square miles	2885	1068	3953	72.98	27.02

RAJSHAHI DIVISION : Malda District—P.S. Nawabganj, Shibganj, Nachole, Gomastapur and Bholahat in East Bengal ; the rest in West Bengal.

	West Bengal (1)	East Bengal (2)	Total (3)	West Bengal as % of total (4)	East Bengal as % of total (5)
Muslims	414031	285914	699945	59.15	40.85
Non-Muslims	430284	102389	532673	80.78	19.22
Total	844315	388303	1232618	68.50	31.50
Muslims as % of total	49.04	73.63	56.78	—	—
Non-Muslims as % of total	50.96	26.37	43.22	—	—
Area in square miles	1391	613	2004	69.41	30.59

RAJSHAHI DIVISION : Rajshahi District—P.S. Boalia in West Bengal ; the rest in East Bengal

	West Bengal (1)	East Bengal (2)	Total (3)	West Bengal as % of total (4)	East Bengal as % of total (5)
Muslims	20560	1152725	1173285	1.75	98.25
Non-Muslims	28220	370245	398465	7.08	92.92
Total	48780	1522970	1571750	3.10	96.90
Muslims as % of total	41.74	75.69	75.64	—	—
Non-Muslims as % of total	58.26	24.31	25.35	—	—
Area in square miles	12	2514	2526	0.49	99.52

10

Details for the Districts Partitioned (contd)

PRESIDENCY DIVISION : Nadia District—1 2 P.S. Kumarkhali and 5 6 P.S. Khoksa in East **Bengal** ; the rest in West Bengal.

	West Bengal (1)	East Bengal (2)	Total (3)	West Bengal as % of total (4)	East Bengal as % of total (5)
Muslims	1025318	52689	1078007	95.11	4 89
Non-Muslims	656461	25378	681839	96.28	3.72
Total	1681779	78087	1759846	95.56	4 44
Muslims as % of total	60.97	67.49	61.26	—	-
Non-Muslims as % of total	39.03	32.51	38.74	—	--
Area in square miles	2783	96	2879	96.67	3.33

PRESIDENCY DIVISION : Jessore District—P.S Alfadanga and 1/2 P.S. Muhammadpur in East Bengal ; the rest in West Bengal

	West Bengal (1)	East Bengal (2)	Total (3)	West Bengal as % of total (4)	East Bengal as % of total (5)
Muslims	1059773	40940	1100713	96.28	3.72
Non-Muslims	710757	16741	727498	97.70	2.30
Total	1770530	57686	1828216	96 84	3 16
Muslims as % of total	59 86	70.97	60.21	—	
Non-Muslims as % of total	40 14	29 02	39 79	—	
Area in square miles	2858	67	2925	97.71	2 29

PRESIDENCY DIVISION : Khulna District—P.S. Morelganj and Sarankhola in East Bengal ; the rest in West Bengal

	West Bengal (1)	East Bengal (2)	Total (3)	West Bengal as % of total (4)	East Bengal as % of total (5)
Muslims	844484	114688	959172	88.04	11.96
Non-Muslims	942452	41594	984046	95 77	4.23
Total	1786936	156282	1943218	91.96	8 04
Muslims as % of total	47.26	73 38	49 36	--	—
Non-Muslims as % of total	52.74	26 62	50.64	--	--
Area in square miles	4577	288	4805	95.25	4.75

DACCA DIVISION Faridpur District—P.S. Rajair and the whole of Gopalganj Sub-division in West **Bengal** ; the rest in East Bengal.

	West Bengal (1)	East Bengal (2)	Total (3)	West Bengal as % of total (4)	East Bengal as % of total (5)
Muslims	325971	1545365	1871336	17.42	82.58
Non-Muslims	416219	601248	1017467	40.91	59.09
Total	742190	2146613	2888803	25.69	74.31
Muslims as % of total	43 92	71 99	64.78	--	
Non-Muslims as % of total	56 08	28 01	45.22	---	
Area in square miles	746	2075	2821	26 44	73 56

DACCA DIVISION : **Bakarganj** District—P.S. Gournadi, **Swarupkati, Jhalakati, Nazirpur in West Bengal**, rest in **East Bengal**

	West Bengal (1)	East Bengal (2)	Total (3)	West Bengal as % of total (4)	East Bengal as % of total (5)
Muslims	245311	2321716	2567027	9 56	90.44
Non-Muslims	305298	676685	981983	31.09	68.91
Total	550609	2998401	3549010	15.51	84.49
Muslims as % of total	44.55	77.43	72.33	—	
Non-Muslims as % of total	55.45	22.57	27.67	—	
Area in square miles	386	3397	3783	10.18	89.82

ı, District and ı Station	Area in sq. miles	Population			Percentage	
		Muslims	Non-Muslims	Total	Muslims to Total	Non-]]
l)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
NGAL	40137	8908195	19123851	28032046	31.78	6
Division the ıcluded)	8559	1404376	2522450	3926826	35.76	6
ling (Whole)	1192	9125	367244	376369	2.42	9
iguri (Whole)	3050	251460	838053	1089513	23.03	7
ur (The following a, Hatibandha, nari)	329	110744	106434	217178	55.99	49
pur llowing P.S: ı, Chirirbandar, r, Phulbari, Nawab- aghat, Patnitala, s)	2885	598456	752215	1350671	44.31	
ı (less the following anj, Nachole, ır, Bholahat ganj).	1391	414031	430284	844315	49.04	5
thi (P. S. Boalia)	12	20560	28220	48780	41.74	5
Division re)	14135	1429500	8857869	10287369	13.90	8
y(Whole)	1206	207077	1170652	1377729	15.03	8
h (Whole)	581	296325	1193979	1490304	19.88	8
pur (Whole)	5274	246559	2944088	3192647	7.73	9
ra (Whole)	2646	55564	1234076	1289640	4.31	9
im (Whole)	1743	287310	761007	1048317	27.41	7
an (Whole)	2705	336665	1554067	1890732	17.81	8
Division ı portion included)	16011	5503037	7022015	12525052	43.94	5
idabqd (Whole)	2063	927747	712783	1640530	56.55	4
e (less nga and hammadpur)	2858	1059773	710757	1770530	59.86	4
ta (Whole)	34	497535	1611356	2108891	23.59	7
rganas (Whole)	3696	1148180	2388206	3536386	32.47	6
ıa (less ganj and ı)	4577	844484	942452	1786936	47.26	5
(Nadia Dist., .S. P.S.Kumarkhali)	2783	1025318	656461	1681779	60.97	3
ision (Total ion included)	1132	572282	721517	1292799	44.19	5
pur (Whole of Sub-div. and P.S.	746	325971	416219	742190	43.92	5

(C/2) Table showing in terms of the existing Districts under the existing Divisions the Area and the Communal Composition of the Population allotted to East Bengal

Division, District and Police Station	Area in sq miles	Population			Percentage	
		Muslims	Non-Muslims	Total	Muslims to total	Non-Muslims to total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
EAST BENGAL	32298	24089969	7937457	32027426	75.22	24.78
RAJSHAHI DIVISION (Total of the portion included)	10783	6123741	1990808	8113639	75.47	24.53
Dist. Pabna (Whole)	1836	1313968	391104	1705072	77.06	22.94
Dist. Bogra (Whole)	1475	1057902	202561	1260463	83.93	16.07
Dist. Rangpur (less the following P.S: Dimla, Hatibandha and Bhurangamari)	3277	1944442	716227	2660669	73.08	26.92
Dist. Dinajpur (The following P.S: Khansama, Chirirbandar, Parbatipur, Phulbari, Nawabganj, Ghoraghat, Porsha, Patnitala)	1068	368790	207372	576162	64.01	35.99
Dist. Rajshahi (less P. S. Boalia)	2514	1152725	370245	1522970	75.69	24.31
Dist. Malda (The following P.S. : Nawabganj, Shibganj, Nachole Bholahat, Gomastapur)	613	285914	102389	388303	73.63	26.37
PRESIDENCY DIVISION (Total of the portion included)	391	208317	83718	292035	71.33	28.67
Dist. Nadia (1/2 P.S. Kumarkhali, 5/6 P.S. Khoksa)	96	52689	25378	78067	67.49	32.51
Dist. Jessore (P.S Alfadanga and 1/4 P.S. Muhamadpur)	67	40940	26746	57686	70.97	29.03
Dist. Khulna (The following P.S. Morelganj and Sarankhola)	228	114688	41594	156282	73.39	26.61
DACCA DIVISION (Total of the portion included)	14366	11372890	4018025	15390915	73.89	26.11
Dist. Dacca (Whole)	2738	2841261	1380882	4222143	67.29	32.71
Dist Mymensingh (Whole)	6156	4664548	1359210	6023758	77.44	22.56
Dist. Faridpur, (less whole of Gopalganj Sub-div. and P. S. Rajair)	2075	1545365	601248	2146613	71.99	28.01
Dist. Bakarganj (less P.S. Gournadi, Swarupkati, Jhalakati and Nazirpur)	3397	2321716	676685	2998401	43	22.57
CHITTAGONG DIVISION (Total of the portion included)	6758	6385021	1845816	8230837	77.57	22.43
Dist. Tippera (Whole)	2531	2975901	884238	3860139	77.09	22.91
Dist. Noakhali (Whole)	1658	1803937	413465	2217402	81.35	18.65
Dist. Chittagong (Whole)	2569	1605183	548113	2153296	74.54	25.46

(ii) DETAILED TABLES RELATING TO THE PLAN

(EXCLUDING CHITTAGONG HILL TRACTS)

(a) Table showing in terms of the existing Divisions the Distribution of Muslims and non-Muslims and of area over West and East Bengal

	West Bengal	East Bengal	Total	West Bengal as % of total	East Bengal as % of total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(1) Rajshahi Division*				
Muslims	1404176	6123941	7528117	18.65	81.35
Non-Muslims	2522650	1989698	4512348	55.91	44.09
Total	3926826	8113639	12040465	32.61	67.39
Muslims as % of total	35.76	75.48	62 52	—	- -
Non-Muslims as % of total	64.24	24.52	37.48	—	—
Area in square miles	8859	10783	19642	45.10	54.90
	(2) Burdwan Division				
Muslims	1429500	- -	1429500	100.00	- -
Non-Muslims	8857869	—	8857869	100.00	-
Total	10287369	- -	10287369	100.00	-
Muslims as % of total	13 90	- -	13.90	—	-
Non-Muslims as % of total	86 10		86.10	—	-
Area in square miles	14135	-	14135	100.00	—
	(3) Presidency Division*				
Muslims	4163950	1547404	5711345	72.91	27 09
Non-Muslims	6327902	777831	7105733	89 05	10.95
Total	10491852	2325235	12817087	81.86	18.14
Muslims as % of total	39.69	66.55	44.56	—	—
Non-Muslims as % of total	60 31	33.45	55.44		—
Area in square miles	12723	3679	16402	77.57	22 43
	(4) Dacca Division*				
Muslims	571282	11372890	11944172	4.78	95 22
Non-Muslims	721517	4018025	4739542	15.22	84.78
Total	129799	15390915	16683714	7.75	92 25
Muslims as % of total	44.19	73.89	71.59	—	—
Non-Muslims as % of total	55.81	26.11	28.41	—	—
Area in square miles	1132	14366	15498	7.26	92.74
	(5) Chittagong Division				
Muslims	- -	6385021	6385021	—	100.00
Non-Muslims	—	1845816	1845816	—	100.00
Total	- -	8230837	8230837	—	100.00
Muslims as % of total	- -	77.57	77.57	—	- -
Non-Muslims as % of total	- -	22.43	22.43	—	-
Area in square miles	—	6758	6758	—	100.00

*Divisions asterisked have been partitioned, the details for the districts partitioned being shown on the annexed sheets. Each of the divisions not asterisked is entirely in one or other of the two Bengals.

14

(b) Table showing in terms of the existing Districts proposed to be partitioned, the Distribution of Muslims and non-Muslims and of area over West and East Bengal

	West Bengal	East Bengal	Total	West Bengal as % of total	East Bengal as % of total
		( )	(4)	(5)	(5)

RAJSHAHI DIVISION : District Rangpur—P.S Dimla, Hatibandha and Bhurangamari in West Bengal; the rest in East Bengal.

Muslims	110744	1944442	2055186	5.39	94.61
Non-Muslims	106434	716227	822661	12.94	87.06
Total	217178	2660669	2877847	7.55	92.45
Muslims as % of total	50.99	73.08	71.41	—	—
Non-Muslims as % of total	49.01	26.92	28.59	—	—
Area in square miles	329	3277	3606	9.12	90.88

RAJSHAHI DIVISION : District Dinajpur—P.S. Khansama, Porsha, Patnitala, Ghoraghat, Nawabganj, Phulbari, Parbatipur and Chirirbandar in East Bengal, the rest in West Bengal.

Muslims	598456	368790	967246	61.87	38.13
Non-Muslims	752215	207372	959587	78.39	21.61
Total	1350671	576162	1926833	70.10	29.90
Muslims as % of total	44.31	64.01	50.20	—	—
Non-Muslims as % of total	55.69	35.99	49.80	—	—
Area in square miles	2885	1068	3953	72.98	27.02

RAJSHAHI DIVISION · District Malda—P.S Shibganj, Nachole, Nawabganj, Gomastapur and Bholahat in East Bengal, the rest in West Bengal.

Muslims	414031	285914	699945	59.15	40.85
Non-Muslims	430284	102389	532673	80.78	19.22
Total	844315	388303	1232618	68.50	31.50
Muslims as % of total	49.04	73.63	56.78	—	—
Non-Muslims as % of total	50.96	26.37	43.22	—	—
Area in square miles	1391	613	2004	69.41	30.59

RAJSHAHI DIVISION . District Rajshahi—P.S. Boalia in West Bengal; the rest in East Bengal

Muslims	20360	1152925	1173285	1.73	98.27
Non-Muslims	28420	370045	398465	7.13	92.87
Total	48780	1522970	1571750	3.10	96.90
Muslims as % of total	41.74	75.70	74.65	—	—
Non-Muslims as % of total	58.26	24.30	25.35	—	—
Area in square miles	12	2514	2526	0.48	99.52

Details for the Districts partitioned (*contd.*)

PRESIDENCY DIVISION : District Nadia—Whole of Sadar Sub-division; Meherpur Sub-division, Ranaghat Sub-division, P.S. Krishnaganj, 1/4 P.S. Alamdanga and 3/4 P.S. Damurhuda in West Beangl ; the rest in East Bengal.

	West Bengal (1)	East Bengal (2)	Total (3)	West Bengal as % of total (4)	East Bengal as % of total (5)
Muslims	584978	493029	1078007	54.26	45.74
Non-Muslims	486618	195221	681839	71.37	28.63
Total	1071596	688250	1759846	60.89	39.11
Muslims as % of total	54.59	71.64	61.26	—	—
Non-Muslims as % of total	45.41	28.36	38.74	—	—
Area in square miles	1915	964	2879	66.52	33.48

PRESIDENCY DIVISION : District Jessore—P.S. Abhoynagar, Salikha, Narail and Kalia in West Bengal ; the rest in East Bengal.

	West Bengal (1)	East Bengal (2)	Total (3)	West Bengal as % of total (4)	East Bengal as % of total (5)
Muslims	161026	939687	1100713	14.63	85.37
Non-Muslims	186487	541016	727503	25.63	74.37
Total	347513	1480703	1828216	19.01	80.99
Muslims as % of total	46.34	63.46	60.21	—	—
Non-Muslims as % of total	53.66	46.54	39.79	—	—
Area in square miles	449	2476	2925	15.35	84.65

PRESIDENCY DIVISION : District Khulna—P.S. Morelganj and Sarankhola in East Bengal ; the rest in West Bengal.

	West Bengal (1)	East Bengal (2)	Total (3)	West Bengal as % of total (4)	East Bengal as % of total (5)
Muslims	844484	114688	959172	88.04	11.96
Non-Muslims	942452	41594	984046	95.77	4.23
Total	1786936	156282	1943218	91.96	8.04
Muslims as % of total	47.26	73.39	49.36	—	—
Non-Muslims as % of total	52.74	26.61	50.64	—	—
Area in square miles	4577	228	4805	95.25	4.75

DACCA DIVISION : District Faridpur—Whole of Gopalganj Sub-division and P.S. Rajair in West Bengal ; the rest in East Bengal.

	West Bengal (1)	East Bengal (2)	Total (3)	West Bengal as % of total (4)	East Bengal as % of total (5)
Muslims	325971	1545365	1871336	17.42	82.58
Non-Muslims	416219	601248	1017467	40.91	55.09
Total	742190	2146613	2888803	25.69	74.31
Muslims as % of total	43.92	71.94	64.78	—	—
Non-Muslims as % of total	56.08	28.06	35.22	—	—
Area in square miles	746	2075	2821	26.44	73.56

DACCA DIVISION : District Bakarganj—P.S. Gourandi, Jhalakati, Nazirpur and Swarupkati in West Bengal ; the rest in East Bengal.

	West Bengal (1)	East Bengal (2)	Total (3)	West Bengal as % of total (4)	East Bengal as % of total (5)
Muslims	245311	2321716	2567027	9.56	90.44
Non-Muslims	305298	676685	981983	31.0	68.91
Total	550609	2998401	3549010	15.51	84.49
Muslims as % of total	44.55	77.43	72.33	—	—
Non-Muslims as % of total	55.45	22.57	27.67	—	—
Area in square miles	386	3397	3783	10.20	89.80

(C/1) Table showing in terms of the existing Districts under the existing Divisions, the Area and the Communal Composition of the Population allotted to West Bengal

Division, District, Police-Station	Area in sq. miles	Population			Percentage	
		Muslims	Mon-Muslims	Total	Muslims to total	Non-Muslims to total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
WEST BENGAL	36849	7568908	18429938	25998846	29.11	70.89
RAJSHAHI DIVISION (Total of the portion included)	8859	1404176	2522650	3926826	35.76	64.24
District Darjeeling (Whole)	1192	9125	367244	376369	2.42	97.58
District Jalpaiguri (Whole)	3050	251460	838053	1089513	23.08	76.92
District Rangpur - (The following P.S. : Dimla, Hatibandha and Bhurangamari)	329	110744	106434	217178		49.01
District Dianjpur (less the following P.S . Khansama, Porsha, Patnitala, Ghoraghat, Nawabganj, Phulbari, Parbatipur and Chirirbandar)	2885	598456	52215	1350671	44.31	55.69
District Malda—(less the following P.S. : Shibganj, Nachole, Nawabganj Gomastapur and Bholahat)	1391	414031	430284	844315	49.04	50.98
District Rajshahi –(P.S. Boalia)	12	20360	28420	48780	41 74	58.26
BURDWAN DIVISION (Whole)	14135	1429503	8857869	10287369	13.90	86 10
District Hooghly (Whole)	1206	207077	1170652	1377729	15.03	84 97
" *Howrah* (Whole)	561	296325	1193979	1490304	19.88	80.12
" *Midnapur* (Whole)	5274	246509	2944088	3190647	7.73	92.27
" *Bankura* (Whole)	2646	55564	1234076	1289640	4.31	95.69
" *Birbhum* (Whole)	1743	287310	761007	1048317	27.41	72.59
" *Burdwan* (Whole)	2705	336665	1554067	1890732	17.81	82.19
PRESIDENCY DIVISION (Total of portion included)	12723	4163950	6327902	10491852	39.69	60.31
District Murshidabad –(Whole)	2063	927747	712783	1640530	56.55	43.45
District Nadia—(Whole of Ranaghat Sub-division, Sadar Sub-division and Meherpur Sub-division, P.S. Krishnaganj, 1/4 P.S Alamdanga and 3/4 P.S Damurhuda)	1904	584978	486618	1071596	54.59	45.41
District 24-Parganas (Whole)	3696	1148180	23882063	3536386	32.47	67.53
District Calcutta (Whole)	34	497535	1611356	2108891	23.59	76.41
District Khulna—(less P.S. Morelganj and Sarankhola)	4577	844484	942452	1786936	47.26	52.74
District Jessore (The following P.S. : Abhoynagar, Narail, Kalia and Salikha	449	161026	186487	347513	46.34	53.66
DACCA DIVISION (Total of the portion included)	1132	571282	721517	1292799	44.19	55.81
District Faridpur—(Gopalganj Sub-div., and P.S. Rajair)	746	325971	416219	742190	43.92	56.08
District Bakarganj (The following P.S. : Gournadi, Jhalakati, Nasirpur and Swarupkati)	386	245311	305298	550609	44.55	55.45

(c/2) **Table showing in terms of the existing Districts under the existing Divisions, the Area and the Communal Composition of the Population allotted to East Bengal**

Division, District, Police Station	Area in sq. miles	Population			Percentage	
		Muslims	Non-uslims	Total	Muslims To total	Non-Muslin to total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
EAST BENGAL	35586	25429256	8631370	34060626	74.66	25.34
RAJSHAHI DIVISION (Total of the portion included)	10783	6123941	1989698	8113639	75.48	24.52
District Pabna (Whole)	1836	1313968	391104	1705072	77.06	23.94
District Bogra (Whole)	1475	1057902	202561	1260463	83.93	16.07
District Rangpur (less the following P.S Dunla, Hatibandha, and Bhurangamari)	3277	1944442	716227	2660669	73.08	26.92
District Dianjpur —(The following P.S. · Khansama, Porsha, Chirirbandar, Parbatipur, Phulbari, Nawabganj, Ghoraghat and Patnitala)	1008	368790	207372	576162	64.01	35.99
District Rajshahi (less P.S. Boalia)	2514	1152925	370045	1522970	75 70	24.30
District Malda —(The following P.S. : Shibganj, Nawabganj, Nachole, Bholahat, Gomastapur)	613	285914	102389	388303	73.63	26.37
PRESIDENCY DIVISION (Total of the portion included)	3679	1547404	777831	2325235	66.55	33.45
District Nadia : (Whole of Kusthia sub-divn., 3 4 P.S. Alamdanga, 1/4 P.S Damurhuda, P. S. Jibannagar and P.S. Chuadanga)	975	493029	195221	688250	71.64	28.36
District Khulna : (The following P.S. : Morelganj, Saranakhola)	228	114688	41594	156282	73.39	26.61
District Jessore (less P.S. Abhoynagar, Narail, Kalia and Salikha)	2476	939687	541016	1480703	63.46	36.54
DACCA DIVISION—(Total of the portion included)	14366	11372890	4018025	15390915	73.89	26.11
District Mymensingh (Whole)	6156	4664548	1359210	6023758	77.44	22.56
District Dacca (Whole)	2738	2841261	1380882	4222143	67.06	32.94
District Bakarganj (less the following P. S Gournadi, Jhalakati, Nazirpur and Swarupkati)	3397	2321716	676685	2998401	77.43	22.57
District Faridpur (less whole of Gopalganj Sub-divn. and P.S. Rajair)	2075	1545365	601248	2146613	71.94	28.06
CHITTAGONG DIVISION (Total of the portion included)	6758	6385021	1845816	8230837	77.57	22.43
District Tippera (Whole)	2531	2975901	884238	3860139	77.09	22.91
District Noakhali (Whole)	1658	1803937	413465	2217402	81.35	18.65
District Chittagong (Whole)	2569	1605183	548113	2153296	74.55	25.45

APPENDICES

APPENDIX I : A NOTE ON CALCUTTA

Introductory

Calcutta is the heart of West Bengal. It is a city within the boundaries of the district of : **anas in which district** the non-Muslim population forms 67.53% of the total, excluding the **ition of Calcutta**. The area of the City of Calcutta is 34 sq. miles, its population according **ensus of 1941** is 2108891 of which 497535 i.e. only 23.59% are Muslims.

;. *Position of Muslims in the Municipal Electoral Roll*

The total number of electors in Calcutta is 68,567 of which only 10,149 or 14.8% of the **re Muslims**. (N.B. The figures relate to the Electoral Roll of 1944. (See Table I.).

;. *Premises owned by Muslims*

Out of a total of 81,159 premises in Calcutta, only 6,8863 i.e. 8.45% are held by M **here are** 32 Municipal Wards in the City of Calcutta. In seven out of these 32 Wards, the perc **f Muslim** holdings is less than 1%. There are as many as 13 Wards in which the percentage **ian 5%**, and 23 Wards in which it is less than 15%. There is not a single Ward where the perc **f Muslim** holdings is 50% or above. (See Table II).

Consolidated Rates payable by Muslims

The total amount of consolidated rates payable in Calcutta is Rs. 52,19,674-4-6 out of **iose payable** by Muslims amount to Rs. 3,23,324-4-0 i.e. to 6.2% of the total. In 19 out of 32 **ie percentage** of rates payable by Muslims is less than 5%. There is not one single Ward whe **ercentage** is above 35%. There are only 4 Wards where it is above 25%.

Table III gives the detailed statistics

. *Position of Muslims in Greater Calcutta or the Calcutta Industrial Area*

The City of Calcutta is after all a part of what is known as the Greater Calcutta or the Ca **idustrial Area. So, a comparison** of the position of the Muslims with that of the non-Muslims i **ion to this extended area** of Greater Calcutta may be considered relevant. (N.B. The Municip **icluded in this area** are given in Table IV with figures relating to the communal composition of **ncidentally**, the whole area practically coincides with what is known as the Calcutta Ind **Rationing** Area and which, for the purposes of Rationing, is treated as one unit and is subject **irisdiction** of the Controller of Rationing, Calcutta)

In this area, there is a total population of 35,71,899 out of which only 8,09,608 or 22·36 **Iuslims**.

. *Calcutta and the Cabinet Mission Declaration*

It is interesting to note that in paragraph 7 of the statement by the Cabinet Delegatio **ie Viceroy dated May** 16, 1946, this passage occurs :

"We, **therefore**, considered whether a smaller sovereign Pakistan confined to the Muslim m **reas alone might be a possible** basis of compromise. Such a Pakistan is regarded by the l **eague** as quite impracticable because it would entail the exclusion from Pakistan of (a) the whole **mbala and Jullundar Divisions** in the Punjab ; (b) the whole of Assam except the District of S **id (c)** a large part of West Bengal, including Calcutta in which City the Muslims form 23.6% **opulation**".

TABLES

(i) CALCUTTA CORPORATION FINAL ELECTORAL ROLL . 1944

Ward No.	Number of electors			Muslims as % of total
	General Constituency	Muslim Constituency	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	3 885	134	4 019	3.33
2	2 155	22	2 177	1.01
3	3 123	261	3 384	7.71
4	2 663	46	2 709	1.70
5	2 993	316	3 309	9.55
6	3 169	124	3 293	3.77
7	3 581	440	4 021	10.94
8	1 102	579	1 681	34.44
9	3 239	635	3 874	16.39
10	1 156	440	1 596	27.57
11	2 274	59	2 333	2.53
12	2 120	89	2 209	4.03
13	1 308	727	2 035	35.72
14	1 216	1091	2307	47.29
15	458	194	652	29.75
16	607	35	642	5.45
17	327	37	364	10.16
18	356	81	437	18.54
19	1 047	345	1392	24.78
20	763	1208	1971	61.29
21	1 542	606	2148	28.21
22	3 610	142	3752	3.78
23	1 704	15	1719	0.87
24	1 462	99	1561	6.34
25	754	96	850	11.29
26	783	363	1146	31.68
27	5 689	252	5941	4.24
28	1 331	184	1515	12.15
29	1 209	919	2128	43.19
30	818	293	1111	26.37
31	908	73	981	7.44
32	1 066	235	1301	18.06
Total	58,418	10,140	68,558	17.36

20

(ii) Table showing by Wards the number of premises owned by Muslims as in January, 1947

Ward No.	Total number of premises in the Ward	Total number of premises owned by Muslims in the Ward	Percentage of Muslim holdings
(1)	(2)	(3)	(4)
1	5185	27	0.5
2	2935	2	0.07
3	4843	111	2.3
4	3493	16	0.5
5	2232	12	0.5
6	3613	32	0.9
7	2002	137	6.8
8	1688	350	20.72
9	4089	327	8.0
10	1414	219	15.5
11	2472	9	0.37
12	551	32	5.8
13	1663	369	22.2
14	2330	583	25.1
15	801	249	31.1
16	594	62	10.5
17	219	16	7.3
18	1053	236	21.7
19	2047	243	11.8
20	2283	999	43.8
21	3164	1060	43.5
22	4850	87	1.8
23	2213	17	0.8
24	2157	116	5.4
25	1588	416	25.9
26	1620	163	10.1
27	8585	129	1.5
28	2466	182	7.3
29	3403	481	14.1
30	1185	49	4.1
31	2576	65	2.5
32	1785	67	3.7
Total	8,1159	6,863	8.5

21

(iii) Table showing by Wards the amount of consolidated rates payable by Muslims in Calcutta as in January, 1947

Ward No.	Total amount of consolidated rates at 20% per quarter Rs.	As.	P.	Total amount of consolidated rates payable by Muslims Rs.	As.	P.	Percentage of consolidated rates payable by Muslims
(1)	(2)			(3)			(4)
1	2,06,839	7	0	683	15	3	0.3
2	1,19,120	7	3	32	0	0	0.03
3	1,75,046	1	6	2030	8	6	1.2
4	1,61,567	4	9	972	12	6	0.6
5	2,36,408	11	6	2,819	0	0	1.2
6	1,91,632	10	0	2,869	1	6	1.5
7	5,29,958	7	9	16,005	5	6	3.04
8	2,48,153	14	6	34,222	12	3	13.9
9	2,29,463	0	0	10,449	1	6	6.1
10	1,63,240	1	0	36,893	13	0	22.6
11	98,209	4	6	791	1	0	0.08
12	3,66,231	5	0	11,996	14	6	5.4
13	1,98,063	12	0	24,030	15	0	12.1
14	98,354	15	9	22,058	15	0	22.5
15	80,490	1	3	12,370	11	9	15.4
16	1,62,528	11	0	6,806	4	0	4.2
17	58,622	4	6	4,237	15	0	7.2
18	18,919	1	6	6,349	12	9	33.6
19	95,387	11	3	8,473	2	0	9.0
20	1,19,069	14	6	38,162	14	9	32.1
21	2,02,179	2	6	35,229	5	9	17.5
22	2,66,511	6	9	5,823	6	0	2.2
23	68,256	2	3	755	13	0	0.2
24	2,10,125	8	0	2,779	14	0	1.3
25	67,864	11	3	10,440	13	9	15.4
26	1,16,151	5	3	5,154	5	0	4.4
27	3,20,679	13	3	3,123	9	3	1.0
28	64,243	1	9	3,335	15	9	5.2
29	89,195	8	0	7,875	5	6	8.8
30	53,860	12	0	878	12	0	1.1
31	49,374	8	9	589	14	0	1.2
32	1,44,924	15	9	1,567	3	6	1.1
Total	52,19,674	4	6	3,23,324	4	0	6.2

22

(iv) Distribution of Population by Muslims and non-Muslims in Calcutta and the Industrial area around Calcutta

Division, District.	Population			Percentage	
	Muslims	Non-Muslims	Total	Muslims to total	Non-Muslims to total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
BURDWAN DIVISION	119446	584153	703599	16.98	83.02
Hooghly District	42371	231539	273910	25.47	84.53
Hooghly Chinsura	5823	43258	49081	11.86	88.14
Bansbaria	6041	17675	23716	25.47	74.53
Serampur	6352	48987	55339	11.48	88.52
Baidyabati	1132	24693	25825	4.38	95.62
Rishra-Konnagar	8083	29349	37432	21.59	78.41
Uttarapara	214	13396	13610	1.57	98.43
Kotrang	620	8781	9401	6.60	93.40
Champdani	7322	24511	31833	23.00	77.00
Bhadreswar	6784	20889	27663	24.51	75.49
Howrah District	77075	352614	429689	17.94	82.06
Howrah	65198	314092	379292	17.19	82.81
Bally	11877	38520	50397	23.57	76.43
PRESIDENCY DIVISION	690152	2178148	2868300	24.06	75.94
24-Parganas District	192617	566792	759409	25.36	74.64
Tollygunge	11587	47007	59584	19.78	80.22
South Suburban	7102	56377	63479	11.19	88.81
Budge-Budge	8054	24340	32394	24 86	75.14
Baranagar	8874	45577	54451	16.30	83.70
Kamarhati	10432	32113	42545	24.52	75.48
Barrackpore Cantt	4317	6661	10978	39.32	60.68
Tittagarh	15513	41903	57416	27.02	72.98
Barrackpore	4001	17772	21773	18.38	81.62
Garulia	4740	15410	20150	23.52	76.48
North Barrackpore	3777	23189	26966	14.00	86.00
Panihati	2789	24621	27410	10.18	89.82
Khardah	907	8661	9568	9 48	90.52
South Dum-Dum	6178	1960	25838	23.91	76.09
Dum Dum	1654	5968	7622	21.70	78.30
North Dum Dum	2052	3922	5974	34.35	60.65
Naihati	8345	33855	42200	19.77	80.23
Halisahar	5973	19831	25804	23.15	76.85
Bhatpara	35417	81627	117044	30.26	69.74
Kanchrapara	4329	19686	24015	18.03	81.97
Garden Reach	46576	38612	85188	54.67	45.33
Calcutta District	497535	1611356	2108891	23.59	76.41
Municipal Area	487007	1607269	2104276	23.62	76.38
Fort William and Maidan	528	4087	4615	11.44	88.56
Total for Greater Calcutta	809598	2762301	3571899	22.36	77.64

APPENDIX 2 : A NOTE ON THE POPULATION AND AREA OF THE SUNDARBANS

According to the records of the Forest Department (1944-45) the area of the Sundarbans is as follows :—

District of Khulna	2316 sq. miles
District of 24-Parganas	1630 sq. miles.
Total	3946 sq. miles.

But the Census Report of 1941 shows the areas as follows :—

District of Khulna	2314 sq. miles.
District of 24-Parganas	4 sq. miles
Total	2318 sq miles.

In the data for the district of Khulna there is a discrepancy of 2 sq. miles only This may be ignored But the difference in the case of the 24-Parganas is 1626 sq miles. Obviously this requires an explanation. In the Census Report the populations of the thanas in the above two districtshave been shown separately from the populations of the Sundarbans. 1626 sq. miles of the Sundarbans in 24-Parganas have not been included under the Sundarbans as such because these lands are situated in settled areas. These have been treated in the Census Report in the same manner as the forest areas in Jalpaiguri, Darjeeling, Mymensingh Chittagong Hill Tracts etc., that is, these have been shown under the thanas But it was found necessary to treat the 2314 sq. miles in Khulna as well as the 4 sq. miles in the 24-Parganas differently because these lands are not situated in settled areas. It is presumed that no one is permitted to live in these lands and therefore these must be regarded as uninhabited land. A handful of population is shown under the Sundarbans in the Census Report namely 3315 non-Muslims and 5418 Muslims a total of 8755, of which only 93 are females The very fact that the density of population is less than 4 persons per sq. mile and that there are hardly any women would indicate that the above assumption is correct. The Census Report merely took into account the residents of the place who were physically present there temporarily at the time They were probably fisherman,woodcutters and other persons of similar occupation whose trade occasionally takes them into the Sundarbans. It would, therefore, be totally wrong to assume that these are Muslim majority areas. The only reasonable way of dealing with this area is to treat it as uninhabited. Therefore, these areas should go with the immediately contiguous areas on the north which they separate from the sea on the south

APPENDIX 3 A NOTE ON THE COMMUNAL COMPOSITION OF THE POPULATION OF TOWNS AND CITIES IN BENGAL.

According to the tables in the 1941 Census Report the Province of Bengal excluding the Indian States of Cooch-Behar and Tripura has altogether 151 towns ; of these three (Jalapahar, Lebong and Barrackpore) are Cantonments. 120 towns have Municipalities Of the 148 non-Cantonment towns, non-Muslims are in a majority in 137 towns and Muslims in 11 towns

The total population of the towns in the Province is 59,38 thousand of which 15,30 thousand (or 25.7 of the total) are Muslims and 44,08 thousand (or 74 3%) are non-Muslims

Burdwan Division has 41 towns of which twenty are Municipalities The total population of the towns is 12,76 thousand of which 2 40 thousand are Muslims No town in this Division has a Muslim majority population

Presidency Division has 54 towns of which one Barrackpore, is a Cantonment and fifty have Municipalities The population of the towns aggregate 33,39 thousand of which 803 thousand are Muslims. Only four towns have each a Muslim majority population, viz., Garden Reach in the district of 24-Parganas (with 46 thousand Muslims out of a total of 85 thousand), Jangipur and Dhulion in Murshidabad and Kotchandpur in Jessore all of which are small towns the first two having populations under 18 thousand and the third having a population of just over 6 thousand and all the three having each a little over half the population as Muslims All the other towns (including Barasat and Basirhat) have each a Non-Muslim majority

Rajshahi Division has 27 towns of which two in the district of Darjeeling, Jalapahar and Lebong are Cantonments and fifteen are Municipalities. The total population of the towns is 4,34 thousand of which 1,48 thousand are Muslims. Only two towns Sirajganj in Pabna District (with 24 thousand Muslims out of a population of 42 thousand) and Nawabganj in Malda District (with 16 thousand Muslims out of a population of 23 thousand) have Muslim majority populations. All the other towns (including Rajshahi, Nator, Naugaon, Parbatipur, Nilphamari, Kurigram, Bogra, Pabna) have non-Muslim majorities.

Dacca Division has 22 towns of which twenty are Municipalities. The town population of this Dvision is 6,42 thousand of which 2,51 thousand are Muslims. Narayanganj in Dacca District (with 30 thousand Muslims out of a population of 56 thousand), Jamalpur in Mymensingh District (with a population of 18 thousand Muslims out of a population of 29 thousand) and Sherpur Town in Mymensingh District (with a population of 24 thousand of which 15 thousand are Muslims) are only three towns with a Muslim majority. All the other towns have each a non-Muslim majority.

Chittagong Division has 7 towns of which 6 are Municipalities. The total population of the towns is 247 thousand of which 124 thousand are Muslims. Chittagong and the small town of Noakhali have Muslim majorities while Comilla has 50% of the population as Muslims. The other towns are all non-Muslim majority towns

24

Distribution of population by Muslims and Non-Muslims in the towns of Bengal (including the 3 Cantonments of Jalapahar and Lebong in Darjeeling District, and Barrackpore in the District of 24-Parganas)

SUMMARY

	No. of towns	Population			Muslims as % of Total	Non-Muslim as % of Total
		Muslims	Non-Muslims	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Muslim majority towns	11	230754	175839	406593	56.75	43.25
Non-Muslim majority towns	140	1299078	4233105	5532183	23.48	76.52
Total	151	1529832	4408944	5938776	25.76	74.24
DIVISION-WISE DISTRIBUTION						
Rajshahi						
Muslim majority Town						
Sirajganj in Pabna Dist		24293	17782	42075	57.74	42.26
Nawabganj in Malda Dist		16046	7118	23164	69.27	30.73
Sub-total		40339	24900	65239	61.83	38.17
Non-Muslims majority towns		107498	261586	369084	29.13	70.87
Total		147837	286486	434323	34.04	65.96
Presidency						
Muslim majority Towns						
Garden Reach in 24 Parganas Dist		46576	38612	85188	54.67	45.33
Jangipur in **Murshidabad Dist**		8780	8123	16903	51.94	48.06
Dhulian " "		7697	4916	12613	61.02	38.98
Kotchandpur in Jessore Dist		3253	3165	6418	50.69	49.31
Sub-total	4	66306	54816	121122	54.74	45.26
Non-Muslim majority towns	50	737162	2480668	3217830	22.91	77.09
Total	54	803468	2535484	3338952	24.06	75.94
Dacca						
Muslim majority Towns						
Narayanganj in Dacca Dist		29511	26496	56007	52.69	47.31
Serpur in Mymensingh Dist		15364	8846	24210	63.46	36.54
Jamalpur " "		18047	11092	29139	61.93	38.07
Sub-total	3	62922	46434	109356	57.54	42.46
Non-Muslim majority towns	19	187711	345297	533008	35.22	64.78
Total	22	250633	391731	642364	39.02	60.98
Chittagong						
Muslim majority Towns						
Noakhali in Noakhali Dist		13513	5062	18575	72.75	27.25
Chittagong in Chittagong Dist		47674	44627	92301	51.65	48.35
Sub total		61187	49689	110876	55.18	44.82
Non-Muslim majority towns		62800	73349	136149	46.13	53.87
Total		123987	123038	247025	50.19	49.81
Burdwan						
All non-Muslim majority towns	41	203907	1072205	1276112	15.98	84.82

SHORT CRITICAL NOTES BY THE CONGRESS ON MEMORANDUM PRESENTED BY THE MUSLIM LEAGUE ON PARTITION OF BENGAL

(Filed as required by the Bengal Boundary Commission on 22.7.47.)

I. The Scheme of Partition put forward by the Muslim League in its Memorandum does not merit serious condideration. Of the five Divisions of Bengal it claims for East Bengal three Divisions in their entirety (Chittagong, Dacca and Rajshahi Divisions) and practically the whole of another Division also, viz., Presidency Division including the City of Calcutta. Of this last Division, which even as a Division contains a majority of non-Muslim population (55.44%), it gives to West Bengal areas of only three and a half Police stations in Murshidabad with an area of 408 sq. miles and with a population of 37,804 out of the total area of the Division, 16402 sq. miles, with a population of 1,28,17667 of which 57,11,354 (44.56%) are Muslims and 71,057,33 (55.44%) are non-Muslims. The fifth Division only (Burdwan Division) in which the percentage of Muslim population is 13.90 in a total population of 1,02,87,369 it leaves for West Bengal, except that the areas of one Police station and nearly seven eighths (7/8th) of another Police station it gives to East Bengal.

The result of this Scheme of Partition on the distribution of Muslims and non-Muslims and of areas over West and East Bengal (excluding Chittagong Hill Tracts) is seen from the following table :-

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	West Bengal	East Bengal	Total	West Bengal as % of total	East Bengal as % of total
Muslims	1467334	31530830	32998164	4.45	95.55
Non-Muslims	8958921	18102387	27061308	33.11	66.89
Total	10426255	49633217	60059472	17.36	82.64
Muslims as % of total	14.07	63.53	54.94	—	
Non-Muslims as % of total	85.93	36.47	45.06	—	-
Area in sq. miles	14283	58152	72435	19.72	80.28
Density per sq. mile.	730	854	829	-	—

As the above Table shows according to this Scheme of Partition, of the total area of Bengal 19.72% only goes to West Bengal and 80.28% to East Bengal. Of the total population of Bengal 17.36% only goes to West Bengal and 82.64% to East Bengal. Non-Muslims form 45.06% of the population of Bengal numbering 2,70,61,308, the Muslims forming 54.94% numbering 3,29,98,164, that is exceeding the non-Muslims by 59,36,856. (See Congress Memorandum p.2).

The partition is for the purpose of dividing this population according to Muslim and non-Muslim areas on the fundamental supposition that it is possible so to divide them fairly, otherwise there would have been no partition and no Commission for effecting it just as there is none, e.g., in Bihar or Madras. That such a partition is possible is shown by the Congress Scheme of Partition (See Congress Memorandum p.4)

But of this non-Muslim population of Bengal the Muslim League Scheme of Partition places only 33.11% in West Bengal and 66.89% in East Bengal.

Such a Scheme is absurd on the face of it. All arguments and reasons in the Muslim League Memorandum which lead to such a result stand self-condemned.

II

It is not necessary to criticise their arguments in details but their general nature may be shortly noted.

(1) *Union-wise Division of Bengal*

The Memorandum says that Union should be taken as units for partition.

(i) There are no Union-wise published maps of Bengal available to the public. There are no published census figures of Unions available to the public.

26

(ii) It appears that the Muslim League Government of Bengal were preparing and collecting such figures for the purpose of their being used by the Muslim League before the Boundary Commission. When getting that information the Congress and and some other organisations applied to the Board of Revenue for such maps, etc., they were told as late as 28th June, 1947, that such maps etc., are not available to the public.

Some correspondence relating to this matter has been filed by the Congress and some requisition also placed before the Commission. They make it patent that these maps and figures made and collected for the occasion, which no others, with the probable exception of the Muslim League (which is identified with the Government in Bengal), had any opportunity of seeing or testing or working upon before they filed their Memoranda, should not be accepted or looked at by the Commission.

These maps and figures are not above the suspicion of being cooked for supporting the Muslim League case.

(iii) No Union-wise map of Bengal has been filed by the Muslim League with their Memorandum and it does not profess to show what would be the result if whole Bengal was partitioned Union-wise.

(iv) The only practical use the Memorandum makes of Unions is to assert on many occasions that non-Muslim majority areas are cut off by Muslim majority Unions and have no contiguity and therefore should go to Pakistan. It seems that not by any chance non-Muslim majority Unions ever cut off Muslim majority areas. There is no realisation that if such were the case the Muslim majority Unions should be disregarded and the whole area of non-Muslim majority population should be given to West Bengal.

(II) *Sub-divisions as Units*

(2) In the alternative the Memorandum says that Sub-divisions should be taken as Unit of partition.

(i) Why that should be so is not clear. The Sub-divisions are administrative units like Districts, Divisions or Provinces or British India. The Memorandum speaks of economic and cultural unity of Sub-divisions which is pure fiction. They cannot be taken as indivisible units for purposes of partition having regard to the object of partition. British India or Bengal are administrative units, but they are being partitioned.

(ii) The smallest units for which there are published Census figures can only be taken as units of partition. They are the thanas or Police station jurisdiction areas. Police station-wise maps of Bengal are published maps and the Census Report of 1941 gives the population figures of these thanas and their classification on the basis of religions of the people.

(3) If the result of Union-wise or Sub-division-wise partition of Bengal be what the Muslim League Scheme of Partition shows, that is proof positive that they are not proper basis for the partition, and partition on these footings is wholly unacceptable.

III

Some special points in the Muslim League Memorandum may be noticed.

(1) The Districts of Darjeeling and Jalpaiguri should be given to East Bengal, though in the former district the Muslims form 2.42% of the population and in the latter 23.08% of the population

(i) The chief reason given is that the river Teesta which is the principal river in North Bengal may suffer and its volume of water may diminish if there were great deforestation in Darjeeling and Jalpaiguri which is its catchment area, and for improving North Bengal Districts the spill channels from the Teesta have to be resuscitated.

The arguments are based on unfounded hypothetical fears and expectations.

As the Muslim League Memorandum itself points out the Teesta "rises in the far side of the Himalayas and after passing through Sikkim enters the *Darjeeling* District." So the headwaters of the Teesta cannot be regulated or looked after either by West Bengal or by East Bengal whatever be the Partition Boundaries. Then the Teesta is fed by the melting snows of the Himalayas and the torrential rainfalls in the Districts of Darjeeling, Jalpaiguri, and Rangpur, which no fancied deforestation in Darjeeling and Jalpaiguri can affect. Deforestation affects to any appreciable extent those rivers only which are not perennial, and whose waterflow has to be maintained in winter and dry seasons by the [illegible] ring the rains kept confined in the catchment area which is comparatively a small area (see [illegible]'s *Rivers of Bengal Delta*, P. 45-49). Teesta is not such a river. The Teesta after entering

Bengal flows for about 51 miles through the Districts of Darjeeling and Jalpaiguri, then for about 17 miles through Cooch Behar State, and for about 68 miles through Rangpur, till it falls into the Brahmaputra at a place within Rangpur. In Rangpur District it flows through areas which would be in East Bengal according to the Congress Scheme of Partition. (For a good map of the course of Teesta in Bengal, see the map in Volume 7 of Hunter's Statistical Account of Bengal).

Practically all spill channels of Teesta (dying or dead) with headwaters and courses lie in the Districts of Rangpur, Bogra, Pabna and Rajshahi. According to the Congress Scheme of Partition the whole area goes to East Bengal. There would be no difficulty in resuscitating these channels if East Bengal was so minded.

(ii) Electric Power from Teesta in Darjeeling to be generated for use of North Bengal.

Not an argument for getting two practically non-Muslim districts After partition, principally on population, basis both East and West Bengal must manage as best as they can with the territories that would fall to them principally on that basis.

But it may be pointed out that if so minded East Bengal may generate electric power from Teesta and its tributaries in Rangpur District.

In fact the Districts of Darjeeling and Jalpaiguri are coveted not for the reasons expressly given but because these two districts produce Tea in large quantities, the former District producing the finest Tea in India

(2) The whole of Rajshahi Division should be given to East Bengal because it is cut off from South Bengal by Muslim majority areas

(i) The Congress Scheme of Partition claims an area of 8869 sq. miles on the western part of Rajshahi Division from Darjeeling to Malda which forms a compact block of which the percentage of non-Muslim population is 64 24

(ii) The block with such a composition of population cannot be given to West Bengal simply because it is necessary to give one thana (Kaliachak) in Malda, three thanas in Murshidabad, (Samserganj, Suti and Raghunathganj) and one Thana (Murarai) in Birbhum to link up the non-Muslim majority area of North Bengal with the non-Muslim majority area of South Bengal.

The population of these five thanas amounts to 6,37,119 of whom 3,84,417 are Muslims and 2,52,702 are non-Muslims, and their combined area is 649 sq. miles. This can bear no comparison to the western block of the Rajshahi Division claimed for West Bengal in the Congress Memorandum, an area of 8859 sq. miles in which out of a total population of 39,26825, non-Muslims are 25,22450 and Muslims 14,04376

The most reasonable Scheme of Partition is that these five thanas are to be given to West Bengal linking the western block of Rajshahi Division to non-Muslim majority areas of south Bengal. This is one of the most obvious illustrations of "other factors" which the Commission have to take into consideration.

It is to be noted that the whole of Murshidabad District is claimed for West Bengal in the Congress Memorandum for the special reason of the requirements for keeping alive the river Hugli and the Port of Calcutta

It should also be noted that in the Congress Scheme of Partition the Police station of Nachole in Malda district is given to East Bengal, in which Muslims form 22.55% of the population, being 7150 in a population of 30,365

(3) 24-Parganas : One of the arguments of the Muslim League Memorandum is that non-Muslim majority of the District of 24-Parganas is illusory. The majority is due to a floating population in industrial areas near Calcutta. Leaving out this population the Memorandum claims that the 44.56 per cent of Muslims in the District would be converted into a majority The Memorandum by way of illustration says that Barasat Sub-division being a non-industrial area, Muslims are in a majority

It would seem that the argument assumes that there is no floating Muslim population in the industrial areas of 24-Parganas. Further it is not noted that (e.g., in Diamond Harbour Sub-division) at a longer distance from Calcutta Industrial areas and forming really a non-urban area the percentage of Muslim population is only 22.63 Barasat Sub-division is to a great extent really a part of the industrial area round Calcutta Basirhat Sub-division is also further off from the industrial area, and is a non-Muslim majority Sub-division.

(4) Sundarban Forest in Khulna District.

The Memorandum claims this reserved forest on the ground that the Census of 1941 shows it to be a Muslim majority area

Appendix 2 of the [illegible] Memorandum points out that the Census Report of 1941 shows in Khulna an area of [illegible] sq. miles as Sundarbans Forest. Population is only 7474 of whom 4925 are Muslims. There is no sense in saying that this makes this big area a Muslim majority area. It is really an uninhabited area and would go with the areas in the north which are inhabited, according to the composition of their population. Thus, Khulna Sundarbans so far as it is within Sarankhola Police Station would go to East Bengal and the rest to West Bengal.

In further support of the position the following may be also referred to :—

(i) *District Gazetteer of Khulna.*

"Two points call for notice regarding these enumerations (i.e. Census enumerations). The first is that the returns depend to a large extent on the labourers from other Districts who happen to be temporarily in the District at the time of the Census and whose number varies with the season" (P. 53).

(ii) *Abridged Annual Report of the Forest Administration in Bengal* for the year 1943 44, published in 1947.

At page 18 the area of Sundarbans in Khulna is given as 2316 sq. miles ; practically the same as in the Census Report of 1941.

At page 64-65 the Forest Revenue Receipts show receipt only from Forest Products in the Sundarbans (column 15 at p.65) and none from any rent from lands settled.

This clearly shows that Sundarbans forest is really an uninhabited tract.

(iii) *Census of India*, 1931, Volume 5, part I., at p. 97 para 121.

"After the rains a number of immigrants from Chittagong and further East go to Khulna to catch and dry or salt fish which is considered a great delicacy in Burma and further East, and there was a certain number of these temporary residents engaged in their trade in the Sunderbans of Khulna and the 24 Parganas when the Census was taken".

There is nothing to imagine that this was not also the state of things when the Census of 1941 was taken.

IV

Some other points of a more general nature may also be noticed.

(1) The Memorandum speaks of natural boundary of rivers which would admit of "easy military defence", and at last finds such a line in the rivers Brahmani and Bhagirathi.

The former is an insignificant river and the Bhagirathi is not any good for defence purposes, being of little width and depth in its upper reaches. To find a line of rivers of any use for defence purposes one has to go to the Brahmaputra-Padma and Meghna line. But, certainly, the Muslim League would not agree to confine the Eastern Pakisthan to the east of that river line even for "easy military defence"

(2) Serpentine Boundary Line.

The Memorandum criticises any "serpentine boundary" between States. But having regard to the distribution of the population in Bengal and to the object of partition, namely, separation of Muslim majority areas from non-Muslim majority areas, the boundary line cannot but be "serpentine"

(3) All Railway system from Sealdah to Kanchrapara and all workshops on this line.

The Memorandum claims the above, though in non-Muslim majority areas, on the simple ground that as Pakisthan will get the greater portion of B.A. Railway system, as it runs through undoubted Muslim majority area, Pakisthan should be given the whole system. In any event, they must get workshops like Kanchrapara, even though situated in non-Muslim majority area, for, otherwise, Pakisthan would find it difficult to repair and construct its locomotives, wagons and coaches.

This is typical of many arguments in the Muslim League Memorandum. The Eastern Pakisthan will be put in a disadvantageous position unless something was given to it, and therefore it must be given to it. It is forgotten that Partition and Pakisthan must be taken along with the disadvantages.Many things will have to be constructed by India and Pakisthan alike which would not have been necessary if India were not partitioned for getting a Pakisthan. However, a note is appended to show that East Bengal has a good workshop for meter gauge purposes at Saidpur in Rangpur, which, with not very difficult alterations, would more than suffice for all needs of Eastern Pakisthan Railway, both meter gauge and broad gauge. It also shows the great necessity for India of the Kanchrapara workshop. The Railway is not a Provincial matter, but relates to the whole state.

(4) Cossipore and Icchapur Shell and Gun factories, etc.

The claim of the Muslim League to these is an outstanding illustration of the argument of 'necessary and therefore must be given". The argument is that as the Indian Army is being divided Pakisthan must be given some Ordnance factories, even though situated in non-Muslim areas, for, otherwise, how can one arm the Pakisthan Army ?

The answer of course is 'build your own factories and workshops in your own area.' The argument misses the distinction between division of assets and division of territory.

(5) The Memorandum speaks of communication, trade facilities, etc., as they exist at the day, and builds arguments about partition of territory on them. It is forgotten that partitioned

India or Bengal cannot remain the same for most purposes as present India or Bengal. Much has to be changed and life re-oriented.

(6) CALCUTTA

Notes on Calcutta in the Congress Memorandum (Appendix 1) is sufficient for disposing of the Muslim League's totally unfounded claim. Further arguments on the points have been advanced by Mr N C. Chatterjee on behalf of Hindu Mahasabha and the New Bengal Association.

It is not necessary to add anything further.

ANNEXURES

(i) NOTE ON RAILWAY WORKSHOPS

The B.A. Railway has got two main workshops, one at Saidpur and the other at Kanchrapara, and two small ones, one at Dacca and the other at Dibrugarh. The Kanchrapara and Saidpur Workshops are for repairs to all classes of rolling stock, locomotives, carriages and wagons. The Dacca Shop is for the repair of carriages and wagons, and the Dibrugarh Workshop is mainly for locomotive repair. Remodelling of the Saidpur Workshop was taken in hand in 1944. The scheme is estimated to cost Rs. 1,75 crores against which a sum of about Rs. 64,84000/- has already been spent. It is planned to handle over a three years cycle with single shift working and without overtime, 540 metre gauge locomotives, 8,280 units of metre gauge coaching stock and 13,500 units of metre gauge goods stock. The authorised metre gauge stock of B.A. Railway consists of 517 locomotives, 3,330 units of coaching stock, and 14,000 units of goods stock. The number of metre gauge locomotives actually on the B.A. Railway is 598, but the power requirements of the railway will come down with the clearance of the Assam Disposals traffic The metre gauge capacity at Saidpur will be supplemented in respect of carriages and wagons by Dacca Workshop which can handle, over a three years cycle, 2,484 units of coaching stock and 3,450 units of goods stock. Thus the completion of Saidpur remodelling would have given the B A Railway workshop capacity for 540 locomotives, 10,764 units of coaching stock and 17,250 of goods stock, i e , capacity in excess of its needs under all categories. Besides, there is sufficient room for expansion of the shop.

According to the division of rolling stock recommended unanimously by the Assets and Liabilities Committee for the Railway Department between India and Pakisthan, the Pakisthan portion of the B.A. Railway will have 325 metre gauge locos, 1,690 units of metre gauge coaching stock and 9,500 units of metre gauge goods stock. Consequently, after the partition, the surplus workshop capacity available to the Pakistan Dominion will be 215 locomotioes, 9,074 units of coaching stock and 7,750 units of goods stock. The broad gauge stock of the Pakistan Railway under the unamnimous recommendation of the Assets and Liabilities Committee for the Railway Department will be locomotives 212, coaches 1,006 units and wagons 5,300 units. If the Saidpur Workshop is adapted for the repairs of broad gauge stock, it will have capacity more than sufficient for handling all the repair work of the Fakistan portion of the B A.Railway, both broad gauge and metre gauge, and also capacity for the construction of coaching stock. Such adaptation is not difficult. It will involve some structural alterations and provision of some broad gauge track in certain portions of the Shop and the provision of a Saw Mill The present over-head cranes are capable of lifting the heaviest B G. locomotives on the B.A.Railway Saidpur is so connected with Parbatipur, which is the junction of B G and M.G , that both B.G and M.G. stock can be worked into the Shops

Thus the requirements of the Pakisthan Railway will be compeltely met by the Saidpur Work shop supplemented by the Dacca Workshop, and for it, any other workshop, whether at Kanchrapara or elsewhere, will be a superfluity

Coming now to the requirements of those sections of the present B.A.Railway which will be in India, these are :—

Locos —	B.G.	125	
	M.G.	237	
Coaches —	B.G.	804	Units
	M.G.	1,690	"
Goods stock	B G	4,700	"
	M.G	4,500	"

The only workshop India will have in this part of the country, besides Kanchrapara, is a small metre gauge workshop at Dibrugarh which can only attend to one loco a month, i.e. 36 over three years Thus the Indian sections of the B.A. Railway will have to depend entirely on Kanchrapara for repairs to their stock. They cannot expect any assistance from the E.I.Railway or the B. N. Railway whose workshops are already loaded beyond capacity. Besides, the partition of the N W. Railway has left no workshop capacity for the Eastern Punjab Railway (by which name the Indian Section of the present N.W. Railway will be known), which will have the following stock :—

Locos	400	
Coaches	2,364	Units B.G., besides 285 M G.
Wagons	10,000	Units.

Although the Assets and Liabilities Committee for the Railway Department are recommending that India will have to make her own arrangements pretty soon, for a considerable time to come this can

30

only mean a readjustment between the Kanchrapara and other Shops of the E.I. Railway, so that the latter may take over the repair work of the S.P. Railway and transfer a portion of their existing load to Kanchrapara.

Thus Kanchrapara Workshop becomes a vital necessity to India. It has already been made clear that for Pakisthan it will be a superfluity. This position has been accepted by the Assets and Liabilities Committee of the Railway Department consisting of 3 Senior Muslim Officers and 3 non Muslims.

There remains the question of arrangements for repairing E.B Railway stock while the work of adaptation is proceeding at Saidpur If the Pakistan Govt. agree to E.B. Railway stock being repaired in Moghulpura Workshops on the N.W Railway, the Kanchrapara Workshop will undertake the repair of B.G. stock of E B. Railway This will necessitate off-loading some work to Kharagpur Workshop of the B.N. Railway and also suspending the coach building work at Kanchrapara In spite of the urgent need of coach building at the present time India may be prepared to make this sacrifice.

(ii) ANALYSIS PREPARED BY THE CONGRESS BOUNDARY COMMITTEE Re . THE SCHEMES

(a) The Muslim League Scheme of Partition of Bengal

Burdwan Division less P.S. Murarai and 7 8 P.S. Nalhati of District Birbhum plus P.S. Bharatpur, Burwan, Khargram and 1 2 P.S. Kandi from District Murshidabad of Presidency Division to constitute West Bengal , the rest of present Bengal (including Chittagong Hill Tracts) to constitute East Bengal.

1. Distribution of Muslim and Non-Muslims and of area over West and East Bengal (including Chittagong Hill Tracts)

	West	East	Total	West Bengal as % of total	East Bengal as % of total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Muslims	1467334	31538100	33005434	4.45	95.55
Non-Muslims	8958921	18342170	27301091	32.82	67.18
Total	10426255	49880270	60306525	17.29	82 71
Muslims as % of total	14 07	63.23	54 73	—	—
Non-Muslims as % of total	85 93	36.77	45.27	—	—
Area in square miles	14283	63159	77442	18.44	81.56
Density of population per sq. mile	730	790	779	—	—

2. Distribution of Muslims and Non-Muslims and of area over West and East Bengal (excluding Chittagong Hill Tracts)

	West	East	Total	West Bengal as % of total	East Bengal as % of total
Muslims	1467334	31530830	32998164	4.45	95.55
Non-Muslims	8958921	18102387	27061308	33.11	66.89
Total	10426255	49633217	60059472	17 36	82.64
Muslims as % of total	14 07	63 53.	54 94	—	—
Non-Muslims as % of total	85 93	36.47	45 06	—	—
Area in square miles	14283	58152	72435	19.72	80.28
Density of population per square mile	730	854	829	—	—

(b) Notional Division

Distribution of Muslims and Non-Muslims and of area over West and East Bengal (excluding Chittagong Hill Tracts)

	West	East	Total	West Bengal as % of total	East Bengal as % of total
Muslims	4294072	28703192	32998164	13 02	86.68
Non-Muslims	15046774	12014534	27061308	55.60	44.40
Total	19341746	40717726	60059472	32.20	67.80
Muslims as % of total	22.21	70.49	54.94	—	—
Non-Muslims as % of total	77.69	29.51	45.06	—	—
Area in square miles	26912	45523	72435	37.15	62.85
Density of population per square mile	719	894	829	—	—

(c) The Hindu Mahasabha Scheme of Partition of Bengal

Distribution of Muslims and Non-Muslims and of area over West and East Bengal (excluding Chittagong Hill Tracts)

	West	East	Total	West Bengal as % of total	East Bengal as % of total
Muslims	9580997	23417167	32998164	29.03	70.97
Non-Muslims	19553093	7508215	27061308	72.25	27.75
Total	29134090	30925382	60059472	48.51	51.49
Muslims as % of total	32.89	75.72	54.94	—	—
Non-Muslims as % of total	67.11	24.28	45.06	—	—
Area in square miles	41409	31026	72435	57.17	42.83
Density of population per square mile	704	907	829	—	—

(iii) THE DISTRIBUTION OF POPULATION AND LAND OVER WEST AND EAST BENGAL
(excluding Chittagong Hill Tracts)

Note : The figures are based on the Report of the Land Revenue Commission, Bengal, (Floud Commission), Vol. II (Appendix I to IX), 1940, (Appendix IX, Table No. 1 page 88).

The actual land in situs under cultivation is referred to as the *net cropped area*. But part of this area is double or treble-cropped. Reckoning such areas twice or thrice, the resulting area is referred to as the *gross cropped area*, which is necessarily larger than the *net cropped area*. This is how the superior fertility of the more fertile lands in both West and East Bengal is reflected, rather than in the actual yield-rate for a single crop which is much the same for both types of land, and for the cropped area in either West or East Bengal taken as a whole. Adding the *gross cropped area* to the *cultivable waste*, the resulting area is referred to as the *gross cultivable area*. But the cultivable waste itself might contain a proportion of land capable of being double or treble cropped. So little, however, is known about the nature of the cultivable waste that we have to ignore this possibility as a refinement of questionable validity and doubtful utility.

The Floud Commission Report gives the area figures in thousand acres (640 acres = 1 sq. mile).

THE CONGRESS SCHEME OF PARTITION OF BENGAL

	West Bengal	East Bengal	Total	West Bengal as % of total	East Bengal as % of total
Population	28032046		600[illegible]		53.33
Area in square miles	40137		72[illegible]		44.59
Density of population per sq. mile	698	992	829		
Net cropped area in sq. miles	23180	22039	45219		48.74
Population supported per sq. mile of net cropped area	1209	1453	1328		
Gross cropped area in sq. miles	26291	28493	54784		52.02
Population supported per sq. mile of gross cropped area	1066	1124	1096		
Cultivable waste in sq. miles	3023	2198	5821	62.24	37.76
Gross cultivable area in sq. miles	29914	30691	60605	49.36	50.64
Population supported per sq. mile of gross cultivable area	937	1044	991		

THE PLAN MENTIONED IN THE CONGRESS MEMORANDUM

	West Bengal	East Bengal	Total	West Bengal as % of total	East Bengal as % of total
Population	25998846	34060626	60059472	43.29	56.71
Area in sq. miles	36849	35586	72435	50.87	49.13
Density of population per sq. mile	706	957	829		
Net cropped area in sq. miles	20773	24446	45219	45.94	
Population supported per sq. mile of net cropped area	1252	1393	1328	—	
Gross cropped area in sq. miles	23258	31526	54784	42.45	
Population supported per sq. mile of gross cropped area	1118	1080	1096		
Cultivable waste in sq. miles	3282	2539	5821	56.37	43.63
Gross cultivable area in sq. miles	26540	34065	60605	43.79	56.21
Population supported per sq. mile of gross cultivable area	980				

THE MUSLIM LEAGUE SCHEME OF PARTITION OF BENGAL

	West Bengal	East Bengal	Total	West Bengal as % of total	East Bengal as % of total
Population	10426255	49633217	60059472	17.36	82.64
Area in square miles	14283	58152	72435	19.72	80.28
Density of population per sq. mile	730	854	829	—	
Net cropped area in sq. miles	8530	36689	45219	18.86	81.14
Population supported per sq. mile of net cropped area	1222	1353	1328	—	
Gross cropped area in sq. miles	9033	45751	54784	16.49	
Population supported per sq. mile of gross cropped area	1154	1085	1096	—	
Cultivable waste in sq. miles	1416	4405	5821	24.33	75.67
Gross cultivable area in sq. miles	10449	50156	60605	17.24	82.76
Population supported per sq. mile of gross cultivable area	998	990	991	—	

ACKNOWLEDGEMENT

This brochure contains the principal documents presented before the Bengal Boundary Commission on behalf of the Congress. For the convenience of readers some of the detailed statistics originally included in the body of the Memorandum has been put at the end; except for this, the text is in the same order as presented to the Commissioners.

Shri Atul Chandra Gupta, Advocate, who was also the Chairman of the Central Consultative Boundary Committee appointed by the President of the Bengal Provincial Congress Committee, represented the Congress before the Commission. He was assisted by the following lawyers ;—Shri Chandra Sekhar Sen, Shri K. P. Banerjee, Shri P. B. Mukherjee, Shri Kumud Bandhu Bagchi, Shri Provat Sen Gupta and Shri Siddhartha Ray, and Shri A. K. Dutt, Solicitor.

Apart from the guidance and co-operation received from the President of the Indian National Congress and some of his colleagues on the Working Committee, from time to time, and the close collaboration from Shri Surendra Mohan Ghose, President, B. P.C.C., and Dr. Prafulla Chandra Ghosh, Chief Minister, West Bengal, and members of the Consultative Committee, we had the benefit of the ungrudging and invaluable help of Professor Satyendra Nath Bose of the University College of Science assisted by Shri Samarendranath Roy of the Statistics Department, Calcutta University, Shri Shyam Sundar Bose, Shri Sushanta Guha, Shri Kali Kinkar Mukherji, Shri Tapan Roy and Shri Pabitra Das, of the Indian Statistical Institute. Shri Nirmal Kumar Bose, Secretary of the Co-ordination Committee appointed by Acharyya Kripalani, Shri Jnananjan Neogi, Shri Debes Chandra Ghose, Shri B. C. Mukherji, Shri Kshiti Nath Ghosh, Shri Kanan Gopal Bagchi and two young workers Shri Sambhu Halder and Shri Arun Kumar Ganguly rendered technical and other assistance at all stages of our work. Acknowledgement should also be made of the ready help received, in formulating and presenting the case, from eminent public men of divergent political persuasions, the representatives of District Committees and of several experts who prefer anonymity.

B. N. BANERJEA
Secretary, Bengal Congress Central
Consultative Boundary Committee

Calcutta
The 26th July, 1947

MEMBERS OF THE BENGAL CONGRESS CENTRAL CONSULTATIVE BOUNDARY COMMITTEE :—

Shri Atul Chandra Gupta (*Chairman*), Shri Krishna Pada Banerjee, Dr. P. N. Banerjea, Shri Jnananjan Neogy, Shri Kalipada Mookerjee, Prof. Satyen Bose, Shri Annada Prasad Chowdhury, Shri Bankim Mukherjee, Shri Bimal Sinha, Shri P. R. Thakur, Shri Monmohan Bhattacharyya, Shri Bijoy Singh Nahar, Shri Sushil Kumar Banerjee, Shri Hem Chandra Naskar, Shri Samarendra Nath Roy, Shri Profulla Nath Banerjee, Shri Sudhir Roy Chowdhuri, Shri Khagen Das Gupta, Shri Kshetra Nath Mitra, Shri Bejoy Sarker, Pt. Lakshmi Kanta Maitra, Shri J. N. Das Gupta, Shri Kumud Bandhu Bagchi and Prof. Benoy Banerjee (*Secretary*). Solicitors : Messrs. K. K. Dutt & Co.

Printed by Kalipada Mukherjee
at Eka Press,
210, Cornwallis Street, Calcutta.
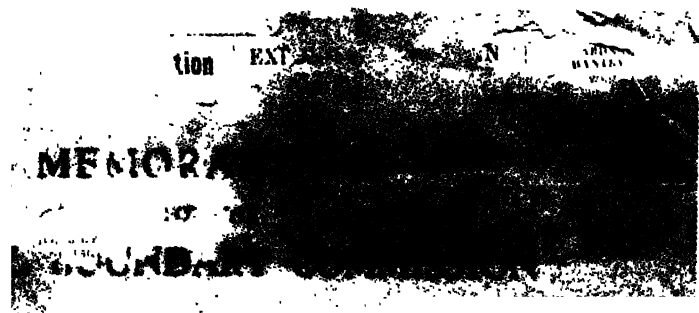
SUBMITTED BY

THE BENGAL PROVINCIAL HINDU MAHASABHA

AND

THE NEW BENGAL ASSOCIATION.

Muslim League Claim all Areas except that marked
Congress Claim all Areas marked
Hindu Mahasabha Claim all Areas marked
Indian States
Miles
50
100
DARJEELING
JALPAIGURI
COOCH BEHAR
DINAJPUR
RANGPUR
MALDA
BOGRA
MYMENSINGH
RAJSHAHI
MURSHIDABAD
PABNA
DACCA
TRIPURA
NADIA
FARIDPUR
COMILLA
BURDWAN
JESSORE
BANKURA
NOAKHALI
HOOGHLY
HOWRAH
CALCUTTA
KHULNA
MIDNAPORE
24 PARGANAS
BAKARGANJ
CHITTAGONG
CHITTAGONG HILL TRACTS
Brahmaputra
Padma
Brahmani
Balurghat
Bongaon
Satkhira

MEMORANDUM

FOR THE

BENGAL BOUNDARY COMMISSION

The fixation of the boundary between two States is not the work of a surveyer or statistician but it demands the insight of a stateman. The division of Bengal into two States will not merely affect the lives of 60 millions of people living in Bengal but it will influence the destiny of the whole of India. It is really an All-India problem. We should remember that this partition is not like the partition of Bengal into two Provinces as was done during the regime of Lord Curzon in 1905. Two Provinces were then constituted but both were under one strong Central Government and under one Sovereign power. Now the East Bengal State will not be a subordinate Province under one Central Government but it will be a sovereign independent State detached from the Indian Union owing no allegiance to the Government of India. The boundary of West Bengal shall also be the boundary of the Indian Union. In the demarcation of that boundary line will lie the safety and security, the peace and prosperity as well as the economic and social interests of 40 crores of human beings.

Under the notional partition of Bengal which has been declared to be of a purely temporary nature, West Bengal has only got a population of 1,95,88,799 and an area of 31,919 sq. miles including the Chittagong Hill Tracts. The total population of Bengal is 6,03,06,525 and that of non-Muslims in Bengal is 2,73,01,091 according to the census of 1941. We do not accept the census figures as correct. There is a widespread suspicion that they were manipulated at the instance of a party which was then in power. Even on the basis of these census figures we have got a truncated Province which can not accommodate the entire non-Muslim population of the whole of Bengal. From the calculation of the figures and the necessary data it will be clear that West Bengal has not been given either the population or the territory which is justly due to it. The total number of Muslims in this area is about 43 lakhs out of a total of about 330 lakhs of Muslims in Bengal, i.e. about 13%. On the other-hand the number of non-Muslims left in East Bengal is 120 lakhs out of a total of 273 lakhs, i.e. about 44%. The present division must be radically altered.

In the British Government's Declaration of the 3rd June the Boundary Commission has been called upon to take into account "other factors" which should over-ride contiguity and communal majority. Geographical features, river systems, historical and cultural associations and economic considerations as well as social customs and manners should be taken into account. The proposed boundary being the frontier between two Soverign States should be short and continuous, as far as practicable. In a riverine and deltaic country like Bengal, the boundary line should follow as far as possible the natural features of the country, e.g., the rivers. There will be territorial adjustments made to secure vital communication lines. Moreover the problem of defence should be a governing factor and the frontier should be so set as to be strategical and defensible. International relations revolve round boundaries. The safety of the Capital, the Port and the industrial area round about Calcutta should be taken into account. Boundary troubles have been the causes of international complications. The boundary should be so drawn as to be conducive to peaceful relations and to eliminate, as far as possible, chances of friction and clash in times of peace. Boundary problems are really human problems as boundaries divide people and not land.

The actual utility of any given territory depends on many factors besides the characteristics of of the territory itself—its resources, population and defensibility. Mere communal strength and territorial contiguity must yield place to other vital considerations. In choosing the area and population for West Bengal an endeavour should be made to bring within the compass of that Province all the non-Muslim majority areas keeping in mind compactness, homogeneity, similarity of manners and customs, natural boundaries and cultural and historic association.

However fantastic or untenable the two-Nations theory propounded by the Muslim League may appear, the demand for Pakistan was based on the acceptance of that theory. From the tragic happenings in the past it is advisable that the number of non-Muslims forced to live under Pakistan rule should not exceed the number of Muslims living in West Bengal One of the leaders of the Muslim League has declared that the constitution of the Pakistan State would be based on the principles of Islam. The future of the Hindus and other non-Muslims in the Pakistan State will be extremely uncertain and difficult and they may suffer from various disabilities. As a matter of fact there has been large scale migration of population from some of the Eastern Districts within the past ten months and the possibility of mass migration is almost imminent. The new State of West Bengal should be in a position to provide for the inclusion and accommodation of immigrants from Pakistan.

One feature peculiar to the Province of Bengal as a deltaic region should be taken into consideration in partitioning her into two parts. Bengal has a very high river mileage. From this asset of the province West Bengal would be virtually deprived, if partition is effected purely on the basis of land area proportionate to the population. The primary function of the rivers, viz., "building up of Land" as accretions to the main land has now virtually disappeared from West Bengal. Major Hirst in his report on the Nadia Rivers observed that no extension of the delta was occurring between the Matla and the Harringhata rivers (page 5 of the Report). Most of the West Bengal rivers are deteriorating and costly undertakings are necessary to make them function properly. The distribution of the river system and its present condition have caused a disparity between the productive capacity of the land of East Bengal and that of West Bengal.

The reasons why non-Muslims should have a relatively larger area than what the proportion of of population warrants are as follows :—

(*a*) West Bengal includes large areas of infertile soil specially on the western region of its boundary.

(*b*) Large tracts in western and central Bengal have suffered and are suffering due to the decadence of rivers. In working out the Bengal Development Act practically all the decadent areas needing attention have been found in this region.

(*c*) Due to deforestation there has been considerable amount of soil erosion in Western Bengal.

(*d*) The relative productivity of the land and the proportion of cropped and cultivable area is much higher in East Bengal.

Taking Divisions as units, the whole of the Burdwan Division is predominantly non-Muslim and the districts comprising the said Division belong to the same cultural area. The non-Muslim popula-population in the Division is 86.10%. The whole of the Presidency Division has all along been taken as one administrative unit and it has been a non-Muslim majority area though some parts of it have majority of Muslims. Past precedent is in favour of the inclusion of the whole Division as was done by Lord Curzon when he partitioned Bengal. Tradition and Culture throughout this Division are similar. Manners and customs also bear remarkable similarity. People use the same language and same dialect. People of West Bengal Districts of Burdwan, Howrah, Hooghly and 24 Parganas are generally tied by social relationship with the people of Nadia, Jessore, Murshidabad and Khulna.

Calcutta is a predominantly Hindu city and must be the capital of West Bengal. The life and prosperity of West Bengal State will depend on Calcutta. The non-Muslim population of the city of Calcutta is 76 4%. 91.55% of the premises of Calcutta are held by non-Muslims. Out of the city's rates and taxes, 93.8% are paid by non-Muslims. The intellectual and cultural life of the city is predominantly Hindu. The contiguous territory of the district of 24 Parganas is also non-Muslim majority area. The Muslims there are in a minority of 32.47% of the population.

The table below will show at a glance the position of the city and of Greater Calcutta :—

POPULATION IN CALCUTTA

	Population	Muslim	Non-Muslim
Calcutta	21,08,891	4,97,535 (23·59%)	16,11,356 (76·41%)

ELECTORS ACCORDING TO THE ELECTORAL ROLL

	Total	Muslim	Non-Muslim
Calcutta	86,567	10,149	76,418
		(14·8%)	(85·2%)

PREMISES ASSESSED TO RATES

Total	Muslim	Non-Muslim	Consolidated Rates Rs.	Payable by Muslims Rs.	Payable by Non-Muslims Rs.
81,159	6,863	74,296	208,78,697	12,93,297	195,85,400
	(8 45%)	(91 55%)		(6·2%)	(93·8%)

POPULATION IN GREATER CALCUTTA

	Population	Muslim	Non-Muslim
Greater Calcutta	35,71,899	8,09,608	27,62,291
		(22.6%)	(77.4%)

The British Government definitely declared on 14th July, 1947 in the House of Commons in course of the debate on the Indian Independence Bill that they had not considered making Calcutta a free port at all. The representative of the British Cabinet stated that Calcutta fall within that part of the province of Bengal which contains the majority of Hindus.

The British Cabinet Delegation in its statement dated 16th May, 1946, also stated that Pakistan would mean the exclusion of "a large part of West Bengal including Calcutta, in which city the Muslims form 23.6% of the population."

The districts of Jessore, Murshidabad, Nadia, 24 Parganas and Khulna are economically inter-dependent on one another and generally they are dependent on Calcutta. For all these reasons West Bengal should include the three districts of Jessore, Murshidabad and Nadia along with the two Hindu majority districts of 24-Parganas and Khulna, that is, the whole of the Presidency Division. The most important factor is that this will give both the States easily defensible natural boundaries.

The whole of the Presidency Division can be divided into several hydrographic basins. These are really parts of one integrated whole. As such one cannot take out a part of one such basin without damaging the function of the entire basin. The Hooghly is the main artery of communication within the industrial complex that has grown up along its banks with the centre of gravity located in Calcutta. The important role that the Calcutta industrial region plays in the economic life of West Bengal and the whole of the Ganges Plain needs little emphasis. The water supply to this great and growing industrial region which includes the metropolis of Calcutta depends wholly on the Hooghly. This river is fed by the Bhagirathi, the Bhairab-Jalangi and the Mathabhanga-Churni. Of these three principal headwaters of the Hooghly, the Bhagirathi carries very little water from the Padma during the greater part of the year. Experts state that the present Bhagirathi was the original alignment of the Ganges and that some time in the 16th century the Padma developed as a main stream and started drawing off much of the water which passed down the Bhagirathi. The other two headwaters—the Bhairab-Jalangi and the Mathabhanga-Churni are the main feeders of the Hooghly. The Jalangi re-inforces the Hooghly from Nadia downwards. The Mathabhanga has been a definitely reinforcing agent to the Hooghly. The eastern headwaters in the Presidency Division, therefore, cannot be separated from the Bhagirathi-Hooghly for the maintenance of the navigablity of the Hooghly and the adequate flow in the river to ensure water supply needs. Without adequate territorial control over the entire hydrographic basin of the Bhagirathi-Jalangi-Mathabhanga the planned utilization of water energy can not be assured. The claim of West Bengal on the territory lying east of the Bhagirathi is also based on the above principle.

The area in between the Mathabhanga and the Garai is traversed by a number of distributories, the Kumar, the Nabaganga and the Chitra. These are intimately connected with the Mathabhanga and cover the essential spill area of the Ganges and hence the whole of that area should be treated as one organic unit. The placing of a boundary line, ignoring such natural realities, would cause untold miseries on generations to come and in particular on the inhabitants of Calcutta, 24-Parganas and Khulna. In that case, the ill-drained water-logged areas of Central Bengal would ever remain malaria-infested land with a progressively dwindling population, which is borne out by successive Census reports.

The peculiar position of the Scheduled Castes in Bengal is another important feature which ought to be taken into consideration by the Boundary Commission. It is the supreme task of the State to work for all round upliftment of the Scheduled Caste Hindus. After all they are an organic part of the great Hindu Society. It will not be proper to allow the Scheduled Caste Hindus who are clustered in certain well defined regions to be cut adrift from the predominantly Hindu population of West Bengal. All their traditions and sentiments are bound up with West Bengal. All the Scheduled Caste Membrs from West Bengal voted for the partition of Bengal and the inclusion of West Bengal into the Indian Union. It is the universal desire of all sections of Scheduled Castes to remain as citizens of that Union. The recognised leaders of the Scheduled Castes have in unequivocal terms demanded their inclusion in the West Bengal Province and delcared their unwillingness to join the Pakistan State. It is for that reason that we demand the inclusion of the Sub-Division of Gopalganj which is a predominantly Scheduled Caste area as well as the adjoining territory in the districts of Faridpur and Bakarganj as parts of West Bengal, all such territory being contiguous non-Muslim majority area.

Coming to North Bengal the boundary line practically coincides with eastern limit of the non-Muslim majority areas and includes the lower reach of Mahananda river and a small portion of Rajshahi in order to include Godagari and the town of Rajshahi. This boundary line will not dislocate the existing Railway communication but will be satisfactory both from the stand-point of defence and the maintenance of the vital communication lines. The boundary line in North Bengal will generally run through sparsely populated tracts so that the pressure of population on the boundary line will be minimum. It will also secure a stable area where it will be possible to construct railway stations, bridges etc. The Mahananda basin will be vital for securing the necessary flow of water through the Nadia rivers so essential for the city and port of the Calcutta and surrounding areas. It will also include the historic town of Rajshahi which is the life centre of Barendra-Bhumi. It is a predominantly Hindu town and is noted for various educational and cultural institutions, specially the Varendra Research Society, which owe their existence to the munificence of the Hindu Community. It may also be emphasised that the strip thus included in between the western boundary of the present province and the Rajshahi town is just wide enough to ensure the safety and security of this tract and lends itself to a proper startegic defensible line

The territory which we claim for West Bengal will have predominantly Hindu centres of culture which have played prominent part in the history of Bengal. That is why Nadia, the birth place of S i Chaitanya and the seat of Sanskrit learning and Vaishnavite culture as well as Barisal, one of the strongholds of nationalism should remain within West Bengal. The cultural landscape of this area reveals that the folk culture has been predominantly built up by the Hindus. From this point of view one needs consider history, tradition and cultural institutions. The number of schools, colleges, educational and cultural institutions which are supported in this region primarily by the Hindus play a dominant part in shaping the cultural character of the region. The Muslims, although they form a bare majority in some parts, have a very small share in the cultural make-up of the area.

The question as to how the Chittagong Hill Tracts should be treated in the matter of partition requires serious consideration. The said area is 5007 sq. miles and out of its total population of 2,47,053 only 7,270 are Muslims. The non-Muslims therefore are in the majority of 97·04%. The area should form a part of the Indian Union according to the desire of the population of this area.

NOTES ON SPECIAL POINTS OF THE SCHEME

(1) Burdwan Division (entire). This division is an overwhelmingly heavy non-Muslim majority ___, the percentage of Muslim population being only 13.9. Out of 120 police stations in this Division only one, namely, Muraroi in Birbhum District in the north of the Division, has a Muslim-majority population that is 54.65%. The Division must, therefore, be taken as a whole in West Bengal.

(2) Presidency Division excluding Morelganj and Sarankhola thanas in the south-east of Khulna District, and also excluding such portions of Kushtea, Kumarkhali and Khoksa thanas of Nadia district as lie to the north-east of river Gorai. It has to be realised that the river system of the Presidency Division is one integrated whole.

First, it has to sustain the water supply of the river Bhagirathi or Hooghly in order to maintain the port of Calcutta in a satisfactory and workable condition. The port of Calcutta depends for its conti-uance on well-regulated flow of water in the Hooghly. This well-regulated flow depends upon the control of the intake at the junction of the Ganges with the Bhagirathi, and on the flow from the feeders of the Nadia rivers—Jalangi, Bhairab, Mathabhanga which, with the Garai, cover the spill

4

area of the Ganges, and on the western feeder river system in the Burdwan Division. Many expert Committees and Sir William Willcox have emphasised the treatment of the Bhagirathi and the feeder rivers as one integrated whole if the water therein is to be kept at the requisite level. On the continuance of that level depends the entire future of the Port of Calcutta.

Secondly, it is to flush the drainage of the entire area of Murshidabad, Nadia, Jessore, Khulna and 24-Parganas, and this flushing is essentially necessary for improving the health and general well-being of the whole of Central Bengal and must be under the control of one administrative authority.

Thirdly, a constant fight is going on in the lower reaches of the districts of 24-Parganas and Khulna between the saline water from the sea working its way up and the fresh water from the varied river systems of these Nadia rivers checkmating and keeping down the inroads of the saline water. If the fresh water supply is lowered, and unless the river system is kept in order, it is bound to be lowered, the saline water would win the battle and make its way by converting the upper reaches into unfertile land, destroying cultivation and widening the area of swampy uninhabitable marsh. If this result has got to be prevented, continuous fresh water must be brought down to thwart the ingress of saline water. For this, the entire drainage water-flow of the river system of the Presidency Division must be controlled and regulated by one authority. All this will be evident from various official reports. Apart from the Bhagirathi, the flood escapes of the river Ganges have grown into rivers which traverse the delta of the Presidency Division and serve the purpose of drainage channels, viz, Bhairab in Murshidabad district and Jalangi and Mathabhanga in Nadia district. Mathabhanga again branches out giving rise to Kumar, Nabaganga, Chitra, Bhairab (separate river), Kobodok and Ichamati which run through Nadia and Jessore districts and Kobodok and Ichamati run also through Khulna and 24-Parganas districts respectively. A big spill-channel of the Ganges is the Gorai-Madhumati which is practically the eastern boundary of the delta of Presidency Division. The headwaters of the Bhagirathi are in Murshidabad district, and its feeder rivers Bhairab-Jalangi, Mathabhanga-Churni run through Murshidabad and Nadia districts, and the other rivers cover the whole of the Presidency Division.

The portions of Nadia district to north-east of the Gorai are not required for the purpose aforsaid and have been excluded. The thanas Morelganj and Sarankhola of Khulna district are predominantly Muslim majority areas adjoining the district of Bakergunge and are not essentially necessary for the life of West Bengal and have been excluded. After this exclusion, Khulna becomes a definitely non-Muslim majority district. It is a non-Muslim majority district even now.

Presidency Division as a whole is a definitely non-Muslim majority the Muslim percentage being 44·5.

(3) Darjeeling district (entire)—The Muslim population in this district is only 2·4%, and there is not a single Muslim majority thana.

(4) Jalpaiguri district (entire)—The Muslim population in this district is 23.08%. The only three Muslim majority thanas are Boda, Pachagar and Tetulia which form a pocket in the south-west of the district, the percentage of Muslim population in this pocket being barely 55.

(5) Rangpur district—This is a predominantly Muslim district ; but two thanas, Dimla and Hatibandha, which adjoin Patgram thana of Jalpaiguri district have non-Muslim majorities. These two thanas have, therefore, been included in West Bengal. Thana Bhurungamari to the extreme north-east of Rangpur district has a Muslim majority population of over 60%. This thana adjoins Cooch-Behar State on the west and Assam on the east, and the only railway line joining the Union of India with Assam passes through this thana from Gitalda Junction in Cooch-Behar State. This line of communication is of far greater importance to the Union of India than to the Pakistan State of East Bengal.

(6) Dinajpur district excluding 8 Muslim majority thanas namely Khansama, Chirirbandar, Parbatipur, Phulbari, Nawabganj, Ghoraghat, Patnitola, Porsha (Thanas as they were during 1941 census). The newly created thana of Hili should be ignored—Dinajpur district as it stands, has a very slight Muslim-majority population, namely 50.2%. The exclusion of the 8 thanas reduces the Muslim percentage to 44.3, making Dinajpur district of West Bengal a definitely non-Muslim majority district. There is a Muslim majority pocket in the north-west of the district, consisting of 6 thanas, and this pocket adjoins Jalpaiguri district which is an overwhelmingly non-Muslim majority district.

(7) Malda district (entire)—This district has a Muslim majority of 56·2%. There are 7 non-Muslim majority thanas as against a Muslim majority pocket of three thanas in the north-west adjoining Dinajpur district, and a block of five Muslim majority thanas in the south. The whole of Malda

district along with the adjoining thana of Godagari in Rajshahi district is essential for maintaining communication between the southern and northern parts of West Bengal. There is no stable point anywhere in this part of the Padma or Ganges, except the point of Hardinge Bridge and the point of Lalgola—Godagari ferry. The major railway line to North Bengal over the Hardinge Bridge will go to east Bengal. It is essential for an equitable division that the minor railway line across Lalgola-Godagari which passes through Godagari thana and Malda district should be in West Bengal. Further, all this big rivers of Bengal will be in East Bengal. It is fair and equitable that a portion of the Ganges in this part should be in West Bengal. Another strong ground for the inclusion of Malda district is as follows :

The discharge of the Mahananda raises the level of the Ganges and makes it possible for the flood water to enter into the Bhagirathi and the headwaters of the other rivers of the system. Hence the entire draingage basin of the Mahananda should be included.

(8) Godagari and Boalia thanas and part of Paba thana in Rajshahi district (mouzas described in appendix below). The case for inclusion of Godagari thana which is a slightly Muslim-majority thana and which was a non-Muslim majority thana in 1931 has already been discussed under item (7). Boalia thana including the well known town of Rajshahi is a predominantly non-Muslim majority area. A part of Paba thana has to be taken, as the railway line from Rajshahi in Boalia thana, connecting Godagari and Malda district passes through Paba thana. The entire area taken from Rajshahi district has a slightly Muslim majority population of 53·8%.

(9) In Faridpur district—Gopalganj Sub-division consisting of Makeudpur, Kasiani, Gopalganj, Kotalipara thanas and Rajair thana and such portions of Madaripur and Kalkini thanas as are in the sector bounded on the north by the Kumar river from above Dattakendua to Char Muguria and on the east by the Arial Khan and the river Palardi or Turki. Each of the four thanas of Gopalgunge sub-division is a non-Muslim majority area, and so is Rajair thana. They form a non-Muslim block immediately adjoining the non-Muslim majority area of Kalia thana in Jessore district.

The adjoining portions of Madaripur and Kalkini thanas (inclusive of the non-Muslim majority town of Madaripur) to the south of the rivers Kumar and Arial Khan and to the west of the river Turki or Palardi, have a total population of about 80,000, of which 45,000, that is, 56·2% are non-Muslims. The proportion of scheduled caste Hindus in this non-Muslim block in Faridpur district is very large and their representatives have vehemently expressed their desire to be included in West Bengal. It is remarkable that out of a total non-Muslim population of 10,17,667 in the whole of Fardpur district, as many as 4,61,219 non-Muslim are concentrated in this block.

(10) In Bakargunge district the four non-Muslim majority thanas contiguous to the non-Muslim majority area of the west, Gournadi, Nazirpur, Sarupkati, Jhalakati and also Uzirpur, Babuganj, Banaripara, and adjoining portions of Barisal Kotwali, Nalchiti, Kowkhali, and Perojpur thanas have been included. These form are geographical unit with a clear non-Muslim majority population. This tract is bounded on the east by wide, long, and navigable rivers like the Arial Khan or one of its principal distributories, the Turki or the Barisal river. Each of these rivers forms an ideal river barrier quite suitable for being adopted as a part of the eastern boundary of the Union of India. A brief description of those portions of Barisal Kotwali, Nalchiti, Kowkhali, Pirojpur thanas which have been included in West Bengal is as follows :-

(a) Barisal Kotwali—that portion which includes the non-Muslim majority town of Barisal and is bounded on the east and south by the Barisal river and on the west by the Kalijira river.

(b) Nalchiti—that portion which is bounded on the east by the Kalijira river and on the south by the Nalchiti river.

(c) Kowkhali—that portion which is bounded on the south by the Kowkhali river and on the west by the Kaliganga river (Kocha river)

(d) Pirojpur—that portion which is bounded on the east by the Kaliganga river and on the south by an east-west running channel which drains into the Baleswar near Perojpur town, and on the west by the Baleswar.

The area of this tract is 656 sq. miles. It contains a population of 10,41,977 of which non-Muslim number 5,28,939 that is 50·7% of the total population. This tract of the Bakargunge district is thus a non-Muslim majority area

A remarkable feature of this block is that out of a total non-Muslim population of 9,81,983 in the whole of Bakargunge district, as many as 5,28,939 non-Muslims that is nearly 54% of the total are concentrated in this area which forms barely one-sixth of the whole district. It may be pointed out that there is no other area in Bengal outside Greater Calcutta which has over half a million non-Muslims concentrated within an area of about this size.

The very fact that this tract includes Barisal town which is a very important educational and cultural centre built up practically by Hindus alone will mean a lot to the non-Muslims of West Bengal

APPENDIX

Appendix re. part of Paba thana in Rajshahi district under section (8)

The part of Paba thana included in West Bengal is the area to the West and South of a line drawn along the eastern boundaries of Mouzas Prasadpara, Chakdarshanpara, Bil Dharmapur, Taluk Dharamapur, Sarishakuri, and the northern boundaries of Mouzas Sahapur, Nepalpara, Pakuria, Mouza No. 69, Srirampur Bholabari, Baya, Santoshpur, Bara Bangram, and the eastern boundary of Bara Bangram, and the northern boundaries of Chhota Bangram, Jamalpur, Matihar, Keoagachhi, Mirzapur, and the eastern boundaries of Mirzapur, Dharampur, Dansmari, and Satbaria.

DIFFERENT AREAS IN WEST & EAST BENGAL CONSEQUENT ON PARTITION OF BENGAL ACCORDING TO THE PRESENT SCHEME

WEST BENGAL

I. BURDWAN DIVISION

II. PRESIDENCY DIVISION

Less (i) Sarankhola and Morelganj P.S. in Khulna District

(ii) Parts of Khoksa, Kumarkhali and Kusthia P.S. in Nadia District

III. DACCA DIVISION

(a) Gopalganj Sub-Division

(b) Rajair P.S. and portions of Kalkini and Madaripur in the district of Faridpur

(c) Gournadi, Ujirpur, Nazirpur, Swarupkati, Jhalakati Banaripara, Babuganj and portions of Barisal-Kotwali, Pirojpur, Nalchiti and Kowkhali

IV. RAJSHAHI DIVISION

(i) *Dinajpur*—Less eight thanas, viz., Khansama, Chirirbandar, Fulbari, Nawabganj, Parbatipur, Porsha, Patnitola and Goraghat

(ii) *Rangpur*—Only Dimla, Hatibandha and Bhurangamari P.S.

(iii) *Rajshahi*—Only Godagari, Rampur-Boalia and portion of Paba Police Stations.

(iv) *Jalpaiguri District*

(v) *Darjeeling District*

(vi) *Malda District*.

EAST BENGAL

I. CHITTAGONG DIVISION

II. PRESIDENCY DIVISION

(i) Sarankhola and Morelganj P.S. in Khulna District.

(ii) Parts of Khoksa, Kumarkhali and Kusthia P.S in Nadia District.

III DACCA DIVISION

Less (a) Gopalganj Sub-Division

(b) Rajair P.S. and portions of Kalkini and Madaripur in the the district of Faridpur

(c) Gournadi, Ujirpur, Nazirpur, Swarupkati, Jhalakati, Banaripara, Babuganj and portions of Barisal-Kotwali. Perojpur, Nalchiti and Kowkhali

IV. RAJSHAHI DIVISION.

(i) *Dinajpur*-Eight thanas, viz., Khansama, Chirirbandar, Fulbari, Nawabganj. Parbatipur, Porsha, Patnitola and Ghoraghat

(ii) *Rangpur*—Less Dimla, Hatibandha and Bhurangamari P.S.

(iii) *Bogra*—Whole

(iv) *Pabna*—Whole

(v) *Rajshahi*—Less Godagari, Rampur-Boalia and portion of Paba Police Stations.

GENERAL OUTLINE OF THE SCHEME

		Area in sq. miles	Total population	Muslims	Percen-tage	Non-Muslim	Percen-tage
1.	Darjeeling District	1,192	376,369	9,125	2.4	367,244	97.6
2.	Jalpaiguri District	3,050	1,089,513	251,460	23.1	838,053	76.9
3.	Kimla, Hatibandha and Bhurangamari thanas of Rangpur	329	217,178	110,744	51.0	106,434	49.0
4.	Dinajpur, excluding 8 thanas	2,885	1,350,671	598,456	44.3	752,215	55.7
5.	Malda	2,004	1,232,618	699,945	56.8	532,673	43.2
6.	Godagari and Boalia thanas and part of Paba thana in Rajshahi	250	150,000	80,666	53.8	69,334	46.2
	Total Rajshahi Division	9,710	4,416,349	1,750,396	39.9	2,665,953	60.1
7	Murshidabad	2,063	1,640,530	927,747	56.5	712,783	43.5
8.	Nadia, excluding portion north-east of Gorai river	2,763	1,665,246	1,008,433	60.6	656,813	59.4
9.	Jessore	2,925	1,828,216	1,100,713	60.2	727,503	39.8
10.	Khulna excluding Morelgunj and Sarankhola thanas	4,577	1,786,936	844,484	47.3	942,452	52.7
11.	Calcutta	34	2,108,891	497,535	23.6	1,611,356	76.4
12.	24 Parganas	3,696	3,536,386	1,148,180	32.5	2,388,206	67.5
	Total Presidency Division	16,058	12,566,205	5,527,092	44.0	7,039,113	56.0
13.	Burdwan Division	14,135	10,287,369	1,429,500	13.9	8,857,869	86.1
14.	Gopalgunge Subdiv. and Rajair thana in Faridpur	770	742,190	325,971	44.0	416,219	56.0
15.	Portion of Madaripur and Kalkini than including Madaripur town in Faridpur	80	80,000	35,000	43.8	45,000	56.2
16.	Gournadi, Uzirpur, Banaripara, Jhalakati, Sarupkati, Nazirpur and Babuganj thanas of Bakargunj	549	833,809	416,059	49.8	417,750	50.2
17.	Portions of Barisal Kotwali, Nalchiti, Kowkhali and Pirozpur Police Stations	107	208,168	96,979	46.5	111,189	53.5
	Total Dacca Division	1,506	1,864,167	874,009	46.9	990,158	53.1
	TOTAL DACCA DIVISION	1,506	1,864,167	874,009	46.9	990,158	53.1
	TOTAL RAJSHAHI DIVISION	9,710	4,416,349	1,750,396	39.9	2,665,953	60.1
	TOTAL PRESIDENCY DIVISION	16,058	12,566,205	5,527,092	44.0	7,039,113	56.1
	TOTAL BURDWAN DIVISION	14,135	10,287,369	1,429,500	13.9	8,857,869	86.1
	GRAND TOTAL WEST BENGAL	41,409	29,134,090	9,580,997	32.9	19,553,093	67.1

(*Sd*) S. K. Ganguly.
Secretary, New Bengal Association.

(*Sd*) Hari Charan Ghosh.
Secretary, Bengal Provincial Hindu Mahasabha.
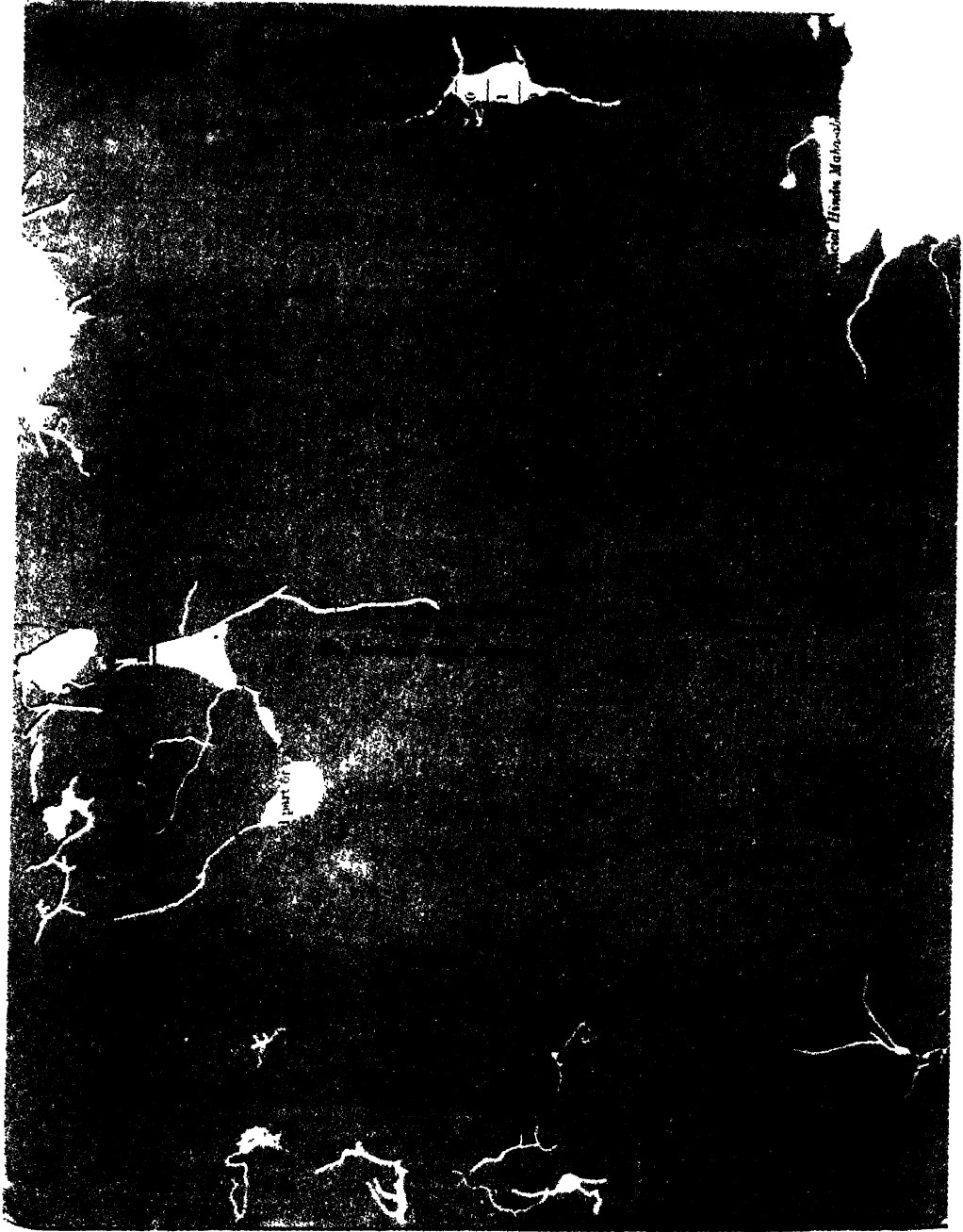
প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি

১ জানুয়ারি

আশ্রম করে তার হাতে— গান্ধীজি ২০ নভেম্বর ১৯৪৬ থেকে নোয়াখালির শ্রীরামপুর গ্রামে একটানা বেশ কিছুদিনের জন্য থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি সঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন স্টেনোগ্রাফার পরশুরামকে এবং দোভাষী ও সেক্রেটারির কাজের জন্য নির্মলকুমার বসুকে। কাজিরখিল থেকে রওনা হওয়ার আগে তাঁর অন্যান্য সহকর্মীদের নোয়াখালির বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে সেখানকার আতঙ্কগ্রস্ত অধিবাসীদের মধ্যে বাস করে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য নির্দেশ দেন।

কাজিরখিল থেকে নৌকায় চার মাইল পশ্চিমে শ্রীরামপুর পৌঁছান। ধানখেতের মধ্যে চারদিকে সুপারি-নারিকেলের গাছে ঘেরা একটি টিনের বাড়িতে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়। এই বাড়ি 'রাজবাটী' নামে পরিচিত। *নোয়াখালিতে মহাত্মা* গ্রন্থ থেকে জানা যায়, 'পণ্ডিত নেহেরু ও তাঁহার দলের অন্যান্য লোক 'রাজবাটী' নামে যে বাটীতে ছিলেন, সেই বাটীর মালিক সকালে পণ্ডিতজীর সহিত দেখা করিয়া বলেন যে, গান্ধীজি যেখানে আছেন তিনি সেই কুটীর এবং পুকুর ও নারিকেল সুপারীবাগান সহ দশ বার একর পরিমাণ জমি গান্ধীজীকে তাঁহার আদর্শ অনুযায়ী কোন কাজে ব্যবহারের জন্য উপহার দিতে চান।'

২ জানুয়ারি গান্ধীজি শ্রীরামপুর ছাড়ার আগে প্রার্থনা সভার ভাষণে বলেন, 'শ্রীরামপুর অবস্থানকালে পল্লীবাসী ও শ্রীরামপুর রাজবাটীর লোকেরা যে আতিথেয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সত্যই প্রশংসনীয়।'

এই রাজবাটীকেই আশ্রম করে দেওয়ার প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে বলে আমাদের মনে হয়। আনন্দবাজার পত্রিকার ২ জানুয়ারির প্রতিবেদনে এই সংবাদ সমর্থিত হয়।

পরশুরাম— তামিল ব্রাহ্মণ, দক্ষিণভারতের মালাবারের মানুষ। নোয়াখালিতে গান্ধীজির সঙ্গী হওয়ার দু-বছর আগে থেকেই তিনি গান্ধীজির স্টেনোগ্রাফার হিসাবে কাজ করছিলেন। পরশুরাম প্রসঙ্গে গান্ধিজি বহুবার বলেছেন, "পরশুরাম যে শুধু কুশলী রেখাক্ষরিক তাহাই নহে, তিনি অত্যন্ত কর্তব্যনিষ্ঠ।" নোয়াখালি সফর সঙ্গী বাছার সময় গান্ধীজি বলেছিলেন, "আমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত নীরব আত্মত্যাগী কর্মী স্টেনোগ্রাফার শ্রী পরশুরামও আমার সঙ্গে যাইবে।" স্টেনোগ্রাফারের দায়িত্বপালন ছাড়া পরশুরাম গান্ধীজির অন্যান্য কাজও করতেন।

ওঁর চরিত্রের একটা দিক— গান্ধীজির জীবনদর্শনের সবদিক সবার পক্ষে বোঝা সহজসাধ্য ছিল না। সারাজীবন তিনি আত্মপরীক্ষার নানাস্তরের মধ্য দিয়ে পথ চলেছেন। নোয়াখালিতে পরশুরামের মনে হয়েছিল, গান্ধীজি জাতির শীর্ষে যে স্থান অধিকার করে আছেন, কেউ যদি সঙ্গত বা অসঙ্গত যেভাবেই হোক না কেন, তাঁর নিন্দা করে, সেটা সহনীয় নয়। গান্ধীজির খুব কাছাকাছি যাঁরা আসেন তাঁদের মধ্যে কারও কারও সম্বন্ধে চিন্তা করে শিবিরের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার মধ্যে পরশুরাম কোনও কোনও পরিবর্তনের দাবি জানান। তিনি মনস্থির করেছিলেন যে তাঁর দাবি পূরণ করা সম্ভব না হলে তিনি স্বেচ্ছায় এবং নীরবে নোয়াখালি ত্যাগ করে যাবেন।

গান্ধীজির চরিত্রের যে দিক সম্পর্কে পরশুরাম নিরুপায় অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেছিলেন সে বিষয়ে নির্মলকুমার বসু তাঁর গান্ধি বিষয়ক কোনও প্রবন্ধে স্পষ্ট করে কিছু বলেন নি। তবে তাঁর *My days with*

Gandhi বইতে একদিনের একটি ঘটনার যে আভাস তাঁরা পেয়েছিলেন সে কথা আছে। এই ডায়ারিতে এই প্রসঙ্গ আবার আসবে। সম্প্রতি 'চতুরঙ্গ' (৬৫ বর্ষ ৪ সংখ্যা) শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪১৩ সংখ্যায় সুখরঞ্জন সেনগুপ্তর আত্মস্মৃতিমূলক রচনা 'ভাঙা পথের রাঙা ধুলায়' থেকে জানা গেল যে তিনি নির্মলকুমার বসুকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করে সত্য ঘটনা অবগত হয়েছিলেন। ঘটনাটি ছিল এই রকম—

> গান্ধীজি রাতের অন্ধকার যথেষ্ট থাকতেই প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে যেতেন। ওই সময় গান্ধীজির কাছাকাছি থাকত একজন শিখ সর্দারজি, তিনি ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস-এর (ই এফ আর) এক বয়স্ক সৈনিক।...
>
> নির্মলবাবু বলছিলেন, আমাদের দেশে উপকূলবর্তী অঞ্চলে শীতের সময় হঠাৎ হঠাৎ বৃষ্টি এসে যায়। ১৭ ডিসেম্বর (১৯৪৬) গান্ধীজি যখন আশ্রম থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে হাঁটছিলেন, তখন হঠাৎ বৃষ্টি এসে পড়ল। শিখ সর্দারজি দৌড়ে গান্ধীজির কাছে এসে তাঁর গায়ের ইউনিফর্ম কোটটি খুলে গান্ধীজির মাথা ঢাকা দিতে চাইলেন। কিন্তু গান্ধীজি রাজি নন। তখন শিখ সৈনিকটি গান্ধীজিকে পিঠে তুলে নিয়ে ছুটতে চাইলেন। গান্ধীজি তাতেও রাজি হলেন না। তখন অগত্যা গান্ধীজি যাতে পিছলে পড়ে না যান, সেজন্য শিখ সর্দার শক্ত করে গান্ধীজির হাত ধরে তাঁকে আশ্রমে পৌঁছে দিলেন। ৭৯ বছরের গান্ধীজি তখন শীতে ঠকঠক করে কাঁপছিলেন। নোয়াখালিতে গান্ধীজির ঘরে বেশিরভাগ দিনই নাতনি মনু গান্ধী থাকতেন। কখনও কখনও মনুর সঙ্গে সুশীলা নায়ারও থাকতেন। মনুকে আগের দিন অন্য রিলিফ কেন্দ্রে পাঠানোতে গান্ধীজিকে পরিচর্যার দায়িত্ব সবটাই ছিল সুশীলার উপর। সুশীলা ডাক্তার হওয়ায় এক্ষেত্রে কিছু সুবিধাও ছিল। সুশীলা আপাদমস্তক ভেজা গান্ধীজিকে দেখে হাঁকডাক দিয়ে আমাকে ও হেমপ্রভাদিদিকে ডাকতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে একা একাই গান্ধীজিকে মুছিয়ে শুকনো কাপড় পরিয়ে গান্ধীজিকে কয়েকটা কম্বল দিয়ে চাপা দিলেন। কিন্তু তাতেও গান্ধীজির কাঁপুনি থামছে না দেখে সুশীলা নিজে নিজেই একটা সিদ্ধান্ত নিলেন। এটা আমরা জানি যে পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের দেহের উত্তাপ অনেকটাই বেশি। সুশীলা মেয়ে হিসাবে এটা জানেন, ডাক্তার হিসাবে আরও বেশি জানেন। সুশীলা সেই মুহূর্তে গান্ধীজির শরীরের উত্তাপ ফিরিয়ে আনার জন্য কতগুলি কম্বল শুদ্ধ গান্ধীজিকে বুকে জাপটে ধরে ঝাঁকাচ্ছিলেন। গান্ধীজির ঘরের দরজা কখনওই ভিতর থেকে বন্ধ থাকে না, সব সময় ভেজানো থাকে এবং ওই সময় ভেজানো দরজা ঠেলে পরশুরাম গান্ধীজিকে কিছু বলার জন্য ঢোকেন। সুশীলা গান্ধীজিকে যে ঝাঁকাচ্ছিলেন, তা পরশুরাম দেখেন। এই দৃশ্যটা পরশুরামের অনুভূতিতে ভাল লাগেনি। এটাই পরশুরামের গান্ধীজিকে ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণ। সুশীলার এই ব্যবস্থা গান্ধীজিও বিব্রত ভাবে গ্রহণ করেছেন। যার জন্য তিনি নিজে কপালে করাঘাত করেছিলেন, যেটা আমি মনে করেছিলাম গান্ধীজি বুঝি সুশীলাকে চড় মেরেছেন। কিন্তু আসলে বিব্রত গান্ধীজি নিজের কপালে করাঘাত করেছেন।'...

ডায়েরিতে পরশুরামের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি প্রসঙ্গ বারেবারেই আসবে। আপাতত এইটুকু পাঠককে জানিয়ে রাখা গেল।

লেখা পরশুরামের দীর্ঘ চিঠিটি আমাদের দেখবার সুযোগ হয়েছে (NKB PC, NA, ND)। চিঠিটির বিষয়বস্তু আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এ প্রসঙ্গে সেসময় গান্ধিজির সঙ্গে তাঁর যে আলোচনাগুলি হয় এখানে তা দেওয়া গেল (তদেব)।

'স্নান করার সময়ে আমি গান্ধীজীকে জিজ্ঞাসা করলাম, যদি আপনি মাফ করেন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। উনি অনুমতি দিতে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি সেদিন সুশীলাকে মেরেছিলেন। উনি বললেন, পঁচিশ বছর বয়সে ছেলেকে মেরেছিলেন, তার পর আর কাকেও মারেন নি। নিজেকে সেই (চপেটাঘাত) করেছিলেন। সুশীলার নানামুখী প্রতিভা আছে, এবং নানাভাবে গান্ধীজীকে সহায়তা করতে পারেন। তিনি গান্ধীজীকে অনবরত বলছিলেন যে এই শরীর নিয়ে কি করে যে হাঁটা শুরু করবেন তা তো সুশীলা ভেবে পান না। এই নিয়ে রাত্রি ২ ॥৹ থেকে আলোচনা হয়। গান্ধীজী ওকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে তিনি সকলের চেয়ে যারা প্রয়োজনীয় তাদের ছেড়ে দিয়ে এগুতে চেয়েছেন। কানু, পিয়ারেলাল, সুশীলা, আভা সকলে তাঁকে অবলম্বন করেই বড় হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে আভার সেবাই তাঁর কাছে সকলের চেয়ে স্নিগ্ধ লাগে, কেননা সে ওঁর সেবা করা ছাড়া আর কোনো বিষয় নিয়ে গড়েই ওঠেনি। তাদের একান্ত সেবা পরিহার করে তিনি ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করে অগ্রসর হতে চান। পুরানো বন্ধনগুলি কাটাবার সাধনা করতে হবে, এই বুদ্ধি নিয়ে। সেই কথা সুশীলাকে কিছুতে বোঝাতে পারছিলেন না। তাকে যতক্ষণ বোঝাবেন ভেবেছিলেন সে সময় অতিক্রম হয়ে যেতেও যখন সে তাঁকে বোঝাবার জন্য জিদ করতে লাগলো, তখন একান্ত অসহিষ্ণু হয়ে তিনি নিজেকেই আঘাত করেছিলেন।

প্রসঙ্গত বললেন, আভার যখন বিবাহ হয় তখন কানুর জন্য আমি আলাদা একটা ঘরের কথা বলি। আভা বলে, বিবাহ কি আজ আমার হয়েছে? আগা খান প্রাসাদে যখন উনি মত দিয়েছেন তখনই তো হয়ে গেছে। অতএব আজ নতুন করে ঘরের দরকার হবে কেন? গান্ধীজী বললেন, আমার organization সম্বন্ধে ধারাণাই এইরকম। যখন কেউ নিজেকে সেবার কাজে ঢেলে দিয়েছে তখন টেনিসনের কবিতায় যেমন আছে, There's not to reason why, theres' but to do or die. সেই নীতি উনি সকলের পক্ষে প্রযোজ্য বলে মনে করেন। তবে কোন পথ নেবার আগে সে বহুবার বিচার করুক। সকল দিক বিবেচনা করুক; কিন্তু পথ বেছে নেওয়ার পরে যেন আর বিচলিত কোন ক্রমেই না হয়।...

প্রার্থনায় হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের বিজয়বাবুর প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া হোলো।'

সকালে মনুবেন তেল মাখালেন, আমি ফাইলের কাজ করলাম। সুহরাবর্দির জন্য গান্ধীজী যে কাল dictate করেছেন, সেটা পড়তে বললেন। পিয়ারেলালজী পড়েছিলেন আগেই। আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, সুহরাবর্দির সব কথার উত্তর দেওয়া হয়েছে তো? যদি না হয়ে থাকে, তোমাকে দায়ী করবো। পিয়ারেলালকে নয়।

স্নান আমি করালাম। তার মধ্যে মুসলিম লীগের প্রাদেশিক শাখা বিহার সম্বন্ধে যে রিপোর্ট লিখেছেন সেটি একটু দেখে নিয়েছি। গান্ধীজী বললেন, 'ওরা যা বলেছে, তার খানিকও যদি সত্য হয় এবং যদি শ্রীকৃষ্ণ সিং আমার কাছে কিছু গোপন করে থাকে, তবে তো মেরি জিন্দগী চলি গই।' এইটে তুমি জেনে রেখো। (আমাকে ওখানে যেতে হবে) আমার বয়স হয়েছে, অনেক কাজও করেছি।

আমি বললাম, পণ্ডিতজী তো আসছেন, তাঁর কাছে আপনি তো facts জানতে পারবেন।

গাঃ—কিন্তু বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে। "Strike the iron while it is hot." এ কাজে কখনও দেরি করতে

নাই। মুসলিম লীগ যে report দিচ্ছে তাতে গরম করে তুলছে। এইই সময় (এই সময়ে আমাদের যা করবার তাই করা উচিত)।

কিন্তু চলে গেলে নোয়াখালির ক্ষতি হবে। এখানে হিন্দুরা কি করবে তখন জানিনা। যদি শেষ পর্যন্ত তাদের চলে যেতেই হয়,তাহলে যেন তাই হয়। আমার কাজ (উপরোক্ত অবস্থায়) বিহারেই হবে। [আমি নিজে দেখে সত্য নিরুপণ করবো।]

আজ গান্ধীজী বললেন প্রতিদিন অন্তত পাঁচ মিনিট করে বাংলা আমাকে লিখিও। আজ *বড়দের পড়া* বইএর প্রথম পাঠটা সব আমি বলে গেলাম। উনি লিখলেন। 'ও' লিখলেন 'ো' এই ভাবে।

২৭-১২-১৯৪৬

ডায়েরি

রাত্রি সাড়ে ১১ টায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, আচার্য কৃপালানি, শঙ্কররাও দেও, মৃদুলা সারাভাই এসে পৌছলেন। আচার্য পথ হারিয়েছিলেন বলে ঘণ্টা খানেক পরে এলেন।

২৮এ সারাদিন ওঁদের কথাবার্তা চলল। তারমধ্যে আমি থাকিনি, মাঝে মাঝে শুনছিলাম। একবার পণ্ডিতজী বললেন, "There is a Hindu political India today, just as they have made a Muslim political India." খানিকটা ঝোঁক দিয়ে বললেন, যে সকলেই আজ সাম্প্রদায়িক হয়ে গেছে, বাপু, উনি নিজে এবং সকলেই। কৃপালানিজী বললেন, "What are you talking! you know in your heart of hearts you are not communal, then why should you speak like that?"

বিকালের প্রার্থনায় গান্ধীজী কংগ্রেসের রাজনৈতিক আদর্শের সম্বন্ধে বললেন। একটা চেয়ারে উঠে মাঝামাঝি জায়গাতে দাঁড়িয়ে বেশ জোর গলায় বক্তৃতা দিতে হোলো।

গান্ধীজীকে পণ্ডিতজী একটা নতুন ধরণের কলম দিলেন। সেটাতে উনি লিখেছেন, বিধান রায় ওঁকে উপহার দেন।

২৯-১২-১৯৪৬

ডায়েরি

গান্ধীজী কালকের কলমটাকে Ink-pencil নাম দিলেন। তাই দিয়ে Cons. Assembly সম্বন্ধে ওঁর যা বক্তব্য তা লিখে দিলেন। পরে কলমটা কাউকে দিয়ে দেবার জন্য পণ্ডিতজীকে বললেন। সুচেতা দেবী আমার নাম করেন। পেয়ারেলাল সমর্থন করেন। আমাকে কার্বন কপি করতে হয় বলে ওটা আমাকে দেবার সমর্থন করেন। পণ্ডিতজী দুপুরে আমাকে কলমটা দিয়ে দিলেন। খুব বড় একটা লাভ হয়ে গেল।

আজ প্রার্থনায় বক্তৃতা কিছু হ'ল না। রাত্রে বিহার নিয়ে নাকি গান্ধীজী ইঙ্গিত করেছেন যে তাঁকে ধোঁকা দেওয়া হয়েছে। সেইশুনেই আমি ২২/১২/১৯৪৬ এর খানিক অংশ অনুবাদ করে পণ্ডিতজী ও কৃপালানিকে দিলাম।

কৃপালানিকে বড় ভাল লাগছে।

৩০-১২-১৯৪৬

ডায়েরি

সকালে সবাই চলে গেলেন। ফিরে এসে কিছু পরে দেখি কৃপালানিজীর portfolioটা পড়ে আছে। সঙ্গে

সঙ্গে Cycleএ কাজিরখিল ও সেখান থেকে জিপে ফেণী গেলাম। সেখানে কৃপালানিজীকে ব্যাগ পৌঁছে দিতে খুশী হলেন। খানিক আলোচনা হলো। সুশীলার সম্পর্কে বললেন, "ওর গরিবের জন্য কোনো দয়া নাই, গ্রামের কাজ কখনও করেনি। তবু গান্ধীজী এই সব মেয়েদের এত বড় বলে ভাবেন কেন বুঝি না। ওঁর ধরণই এই যে Those who appeal to his heart and not to his intelligence get a special corner in his heart. Jaiprakash and Jawahar, for instance, appeal to him less to inteligence than to his sentiment." সতীশবাবু প্রভৃতির সম্বন্ধে বললেন, "They are intensely indivdualistic, they are not socially minded at all." কথাটা সত্য এবং ভাল লাগলো।

৩১-১২-১৯৪৬
ডায়েরি

ভোরের প্রার্থনার পরেই গান্ধীজীর মেজাজ বেশ খিটখিটে দেখলাম। একটা কাগজ খুঁজছিলেন, সেটা সুশীলা নায়ার এগিয়ে দিতেই বিরক্ত হয়ে উঠলেন, গুজরাতি যা বললেন মনে হ'ল 'মদদ' চাই না। আমাকে বললেন, 'কাল আমার উচিত ছিল তোমায় পাঠানোর আগে কৃপালানির ব্যাগে কি আছে তাই দেখে যাওয়া না যাওয়া ঠিক করা। এটাকে ইংরাজীতে fussiness বলে।' ভোর হবার পূর্বেই যতীনকে কাজিরখিলে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলাম, কারণ তার কাজ এখানে আমার বাদ দেওয়া দরকার। কাজ আছে, কিন্তু কাজকে কমাবার একটা [...] চেষ্টা দেখছি, গান্ধীজীর মধ্যে ভাল লাগছে না।

এখন রাত্রি ২টা ১৭ মিনিট ঃ ১লা জানুয়ারি ১৯৪৭ পড়ে গেছে। উঠে কালকের ডায়েরি লিখছি। বাংলামতে কালকের তারিখই চলছে।

পরশুরাম কাল দুপুরের পর প্রায় একঘণ্টা গান্ধীজীকে তার অভিযোগের কথা খুলে বলেছে এবং আমার নামও করেছে। তাতে বলেছে, নির্মলবাবুরও তাই মত কিন্তু তিনি বাংলাদেশের মুখ চেয়ে এই কথা আপনাকে বলেননি। সন্ধ্যা সাতটার কিছু আগে গান্ধীজী আমাকে ডেকে কথাটা পাড়লেন এবং পরশুরাম অল্পক্ষণ পরেই এসে বসল। কথা সাড়ে ৮টার পর পর্যন্ত চলল। আমি বললাম হিন্দীতে অসুবিধা হবে, ইংরাজীতে উভয় পক্ষের কথা চলতে লাগলো।

গান্ধীজীকে বললাম, আমি আপনাকে অন্য দিক থেকে ভক্তি করি। মানুষে মানুষে সংঘাতের মধ্যে যখন হিংসার পথ আশ্রয় করে তখন ফল ব্যর্থ হয়ে যায়, যা চায় তা হয় না। আপনি social change এর ব্যাপারে অহিংসার পথ নির্মাণ করে নতুন পথ সৃষ্টি করেছেন। এবিষয়ে আপনাকে পথিকৃৎ বলে মনে করি। সেই পথের মহত্ব বোঝার চেষ্টা করেছি। আপনার লেখা যত্ন করে পড়েছি, তাতে আপনার aspiration-এর পরিচয় পেয়েছি। কিন্তু aspiration ও achievement স্বতন্ত্র জিনিষ। বাংলাদেশে যারা আপনাকে অনুসরণ করে তাদের আচরণে দেখতে পাই তারা আর সামাজিক সবনীতির অনুসরণ করে না। রাজনীতি বা সমাজসংস্কারের ব্যাপারে আপনাকে অন্ধ অনুসরণ করে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য খুইয়ে ফেলে; আর চরকা কেটে, নিজের জীবনে কঠিনাই-এর অভ্যাস করে (শক্তিকে অতিক্রম করে ব্রহ্মচর্যের চেষ্টা, অল্প খাওয়া, শীতে কষ্ট) আত্মপ্রসাদ লাভ করে। কাজের প্রয়োজনে নয়, আত্মপ্রসাদ লাভের ইচ্ছা— Sadism এর লক্ষণ তাদের মধ্যে প্রকাশ পায়। এর ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে তারা অকেজো (ineffective) হয়ে যায়। এর কারণ আমি এতদিন জানতাম না; এখন দেড় মাস আপনার সঙ্গে থেকে বুঝতে পারছি। যারা কঠিনাইএর অভ্যাস করে, আপনার সামনে বিনয়ে নম্র হয়ে থাকে তারা অপরের সঙ্গে অতি দুর্বিনীত ব্যবহার করে দেখেছি।

অর্থাৎ তাদের কঠিনাইএর অভ্যাস খানিকটা আত্মপ্রসাদ লাভের জন্য ও খানিক আপনাকে সূক্ষ্মভাবে খোশামোদ করে প্রিয়পাত্র হবার জন্য। তাদের আদর্শসেবার জন্য কাঠিন্যের প্রয়োজন হয়নি, শুধু আত্মবিলাসের উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে বলে এই কঠিনাই মিথ্যা বস্তু। প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অপর মানুষের সঙ্গে তাদের ব্যবহার রূঢ় হয়ে যায়। এই রূঢ়তা Compensatory reaction এর পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু সে ব্যক্তিগণ সাবধানে আপনার চোখের আড়ালে এগুলি করেন।

যাইহোক, আপনি যে এই সব লোকের কঠিনাই দেখে খুশী হ'ন এবং ঠকেন, এটা আমার নতুন অভিজ্ঞতা।

দ্বিতীয় আপনাকে রাগ করতে, বিরক্ত হতে দেখছি। ফলে আপনাকে আরও কাছের মানুষ মনে হচ্ছে। সম্পূর্ণ ক্রোধশূন্য, কামমুক্ত মানুষ বলে জানলে আপনাকে হয়ত ভক্তি করতাম। কিন্তু সেটার ব্যতিক্রম দেখে বিচলিত হই নি। পাহাড়ের তুলনা দিয়ে বললাম, পাহাড়ের চূড়া গগনচুম্বী হয়, কিন্তু নীচে ধরণীর সঙ্গে যেখানে যোগ সেখানে মাটি গাছপালায় আচ্ছন্ন। হয়ত পথও হারিয়ে যায়। সেদিক দিয়ে কোন অভিযোগ করবো না। আপনি মাটির মানুষ বুঝতে পেরেছি। aspiration ও achievement এ অন্তর পড়ে গেছে বলে কোনও অভিযোগ আমার নাই। আপনি নিজেকে 'মাটির পুতুল' বলে যখন বর্ণনা করেন। তখন বিনয়ের বশে করেন না, বরং সত্য কথা বলেন এইটে বুঝতে পেরে ভাল লাগছে। মানুষ হিসাবে নৈকট্য অনুভব করছি, এবং আপনার দুর্বলতা ক্ষমা করার চেষ্টা করছি।

আপনি মেয়েদের সামনে বা মেয়েদের সঙ্গে যেসব ব্যবহার করেন, পরশুরামের চিঠিতে সে সব ঘটনার বৃত্তান্ত সত্য। কিন্তু আমি সেটাকে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগের পর্যায়ে ফেলিনি। তার কারণ আপনার নিজের পক্ষে এই ব্যাপারটিকে আমি play বা spiritually compensatory need বলে ধরেছি। এমন লোক দেখেছি যারা পরিপূর্ণ আক্রোশ, পরিপূর্ণ ব্রহ্মচর্য সিদ্ধির চেষ্টা করছে। কিন্তু তাদের সমগ্র চেষ্টা ঐ মুহূর্তেই তাদের বেঁধে ফেলেছে। সামাজিক কল্যাণসাধনায় তারা অকেজো হয়ে গেছে। আপনি যদি সেদিক দিয়ে অব্যাহত ভাবে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টায় নিজের রাশ ঐটুকু ঢিলে দেন, আমি ক্ষমা করবো। তাই পরশুরাম আপনার বিরুদ্ধে যে কারণে বা যে ঘটনার জন্য অভিযোগ করেছে, আমি সেটাকে অভিযোগের কারণ বলে বিবেচনা করিনি।

কিন্তু যে মেয়েদের সঙ্গে আপনি ঐ ব্যবহার করেন তাদের দিকটাও আছে। মেয়েরা যাকে ভালবাসে তাকে শরীরের জন্য ভালবাসতে পারে। তাদের নিজের পুতুল করে রাখতে চায়, আবার সেই প্রিয়জনের কাছ থেকে কঠিন আঘাতও চায়, নিষ্ঠুর আঘাতও তারা সময় বিশেষে খোঁজে। এটা sexএর এক প্রকাশ। যারা আপনার প্রিয় সেইসব মেয়েদের মনে মনের দিক থেকে আপনার ব্যাপারে এই রকম খেলার পরিচয় পেয়েছি। কিন্তু সাধারণ পুরুষরা যখন তারা ভালবাসে তখন শরীরের দিক থেকে খানিক তৃপ্তি পায় বলে তাদের ক্ষতি হয় না। শরীরের কামবৃত্তির চরিতার্থতা আসে বলে মনের কামের যে সব প্রকাশ দেখা যায় সেগুলি শরীর ধর্মের শান্তির জন্য স্তিমিত হয়ে যায়। আপনার সঙ্গে ব্যবহারে তারা সেই শরীরতৃপ্তি পায় না; অথচ তারা আপনার সঙ্গে এক বিছানায় শোয়, আপনাকে তেল মাখায় (অর্থাৎ উলঙ্গ অবস্থায় দেখে)। এর ফলে মনের ক্ষুধা বিপথগামী হয়ে তাদের neurotic করে দেয়। এটার জন্য আপনি দায়ী এটা আমার ভাল লাগেনি। কিন্তু আপনি বুদ্ধিমান, আবার আপনার স্বীয় মনের প্রয়োজনে এরকম আচরণ করেন দেখে— কারণ বুঝে, ভাল না লাগলেও বলিনি। পরশুরাম যখন সোজা বুদ্ধিতে, সোজা মন নিয়ে বলতে গেছে তাকে সমর্থন করেছি।

সমস্ত শুনে ধীরভাবে বোঝবার চেষ্টা করলেন এবং তখন বললেন, সুশীলাকে তুমি সরিয়ে দেবার ইঙ্গিত

করছ। আমি বললাম, ঠিক তা নয়। আপনি এই ভাবে একটা neurosis সৃষ্টির ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ছেন দেখে খারাপ লাগছে। আপনার দুর্বলতা এইখানে যে এটাকে অর্থাৎ আপনার মনের মধ্যে যে খেলার প্রয়োজন বশে আপনার উলঙ্গ স্নান মেয়েদের প্রতি ঐ আচরণ প্রয়োজন— সেটা অতিক্রম করতে পারছেন না। অথচ আপনার নোয়াখালি বা ভারতবর্ষে রাজনীতি ক্ষেত্রে আপনার যে কাজ সে কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ব্যক্তিগত সমস্যা এসে অকারণে আপনার কাজের সময় নষ্ট করছে। তাই আপনি যখন দিনের পর দিন পরিভ্রমণের সঙ্কল্প করছেন তখন আমার ভাল লেগেছে। আর কাজের চাপে আপনার আচরণ অন্যবিধ হয়ে যাবে এতে আমার ভাল লেগেছে। সুশীলা আর আপনার ব্যাঘাত ঘটাতে পারবে না। এটা আমার ভাল লেগেছে। তাই পরশুরামের মত অভিযোগ করার প্রয়োজন অনুভব করিনি।

তখন গান্ধীজী জিজ্ঞাসা করলেন, মনু থাকার বিষয়ে কি বল মনু পিয়ারেলালের ঘটনার পর যখন চলে যায়, তখন পিয়ারেলাল মনুর সেবা থেকে ওঁকে বঞ্চিত করছে এই জেনে বড় কুণ্ঠিত হয়ে পড়েছিল। মনুও ফিরতে চেয়েছিল, কিন্তু শুধু ওঁর সেবার অধিকার পাবে বলে। তাই অনুমতি দিয়ে ওকে নিয়ে আসেন। তার সম্পর্কে কি করবেন জিজ্ঞাসা করলেন।

পরশুরাম বললে, আমি সাধারণ মানুষ। তাদের প্রতিনিধি হয়ে বলছি, আপনার এ আচরণের ফলে দেশের লোকের কাছে আপনার কর্মধারার বদনাম হয়ে যাবে। লোকে আপনার ব্যক্তিগত চরিত্রের নিন্দা করার কারণ পাবে বলে দেশের ক্ষতি হবে।

গান্ধীজী ব্যক্তিগত অনেক জবাব দিলেন। তার সার কথা, উনি একটা পরীক্ষা করছিলেন, যাতে মেয়েদের কাছে নিয়ে শুয়েও তাদের মনে বিন্দুমাত্র কাম ভাব ওঁর সংস্পর্শে হয় কিনা তাই দেখার জন্য। এর কথা নরহরি, কিশোরলাল ইত্যাদি জানেন। তাঁরা কিন্তু অপর পক্ষের উপর এর প্রভাব খারাপ হবে বিবেচনা করে নিষেধ করেছিলেন। গান্ধীজী কিন্তু তাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেন নি, যে মেয়েদের স্পর্শে আসবেন না (অর্থাৎ মনু এখন থাকবেন কিনা তাই পরোক্ষে জিজ্ঞাসা করলেন)।

পরশুরামের পক্ষ নিয়ে আমি বললাম, ওর দাবি আমি যথাযথ ভাবে পেশ করার ব্যাপারে আমি পরামর্শ দেবো, সাহায্য করবো। আমি যদি আপনার মহত্ত্বের (সমাজে অহিংস উপায়ে পরিবর্তন সাধনার ব্যাপারে) সম্পর্কে যদি এত ওয়াকিবহাল না হতাম, তবে এই সকল ঘটনা আমার ক্ষমা করা সম্ভব হোত না। কিন্তু পরশুরামের সে মহত্বগুন না থাকা বিচিত্র নয়, তার দৃষ্টিতে (এবং একদিক দিয়ে আমার দৃষ্টিতেও) আপনি ছোট হয়ে গেছেন। সেদিক দিয়ে ওর দাবি আমি সমর্থন করবো, লিখে দিতে সহায়তা করবো। কি উপায়ে আপনার বর্তমান সাধনা আরও পূর্ণ হয় তার জন্য স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে আচরণশুদ্ধির ইঙ্গিত দেবো। ৩-২০ বাজলো

গান্ধিজি পরশুরামের চিঠির উত্তর দেন, সেটি এখানে উদ্ধৃত করা হল :

January 2, 1947[1]

CHI. PARASURAM,[2]

I have read your letter with great care. I began it at 3 a.m.; finished reading it at 4 a.m. It contains half truths which are dangerous. You wronged me, the parties you mention, yourself and the cause by suppressing from them and me your opinion about them. I am sorry that Sushilabehn without my knowledge and consent has read your letter to me. No harm has been done. I shall respect your wish and shall

not show the document to the journalists of whom you spoke to me. Nor shall I publish it. To Pyarelal I am bound to show it. You should trust me to do the right thing.

I cannot concede your demands. The other points you raise do not make much appeal to me.

Since such is my opinion and there is a conflict of ideals and you yourself wish to be relieved, you are at liberty to leave me today. That will be honourable and truthful. I like your frankness and boldness. My regard for your ability as a typist and shorthand writer remains undiminished and I was looking forward to taking a hand in bringing out your other qualities. I am sorry that it cannot be.

My advice to you is that you should confer with Pyarelalji and Sushilabehn. You should take Kanubhai's guidance in shaping your future. I shall always be interested in your future and shall be glad to hear from you when you feel like writing to me. Finally let me tell you that you are at liberty to publish whatever wrong you have noticed in me and my surroundings. Needless to say you can take what money you need to cover your expenses.

Yours,
Bapu

1 & 2 These are in Devanagari.

সুশীলা নায়ার অধ্যাপক বসুকে লিখেছিলেন :

SRIRAMPUR,
Sunday, December 22, 1946

At night while reading Bapu's diary I read " I had a curious dream." I casually asked him what it was. He did not say and I kept quiet.

At three o'clock the next morning, I woke up with the noise of Bapu jumping in bed. He said he was very cold and was taking exercise to warm up. After that, he asked me if I was awake and started telling me of his curious dream. After the dream he started explaining how his present step was a *tapascharya* (penance) for him, and how he was going through inconveniences. On the previous day, I had remarked that God did and would send him helpers in whatever he did... In a short note I asked him if I would be allowed to come with him. I mentioned that what he had said about *tapascharya* and what I had said about God sending him help were not contradictory and tried to explain it. He answered with irritation that he had tried to explain things to me but had not succeeded... I could see that he was getting worked up. So ... I walked away. Suddenly I heard him slap his forehead. I rushed back and stopped him ...

I am completely unnerved... I came yesterday with great trepidation. Bapu

had asked me to come for *Gita*... He again raised the topic this morning and I found that my self-control has not returned as yet.

– *My Days with Gandhi*, pp. 119-20

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

নোয়াখালীর পল্লীপথে পদব্রজে মহাত্মার নিঃসঙ্গ পরিভ্রমণ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ হইতে আরম্ভ

১লা ফেব্রুয়ারীর মধ্যে ২৬টি গ্রাম পর্যটনের সঙ্কল্প

শ্রীরামপুর, ১লা জানুয়ারী— পদব্রজে, মহাত্মার পল্লী পরিক্রমা ২রা জানুয়ারী বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণকালে আরম্ভ হইবে। শ্রীরামপুর হইতে প্রথমে তিনি আড়াই মাইল দূরবর্তী চণ্ডীপুর গ্রামে গমন করিবেন -- ৬ই জানুয়ারী পর্যন্ত চণ্ডীপুরে অবস্থান করিয়া ৭ই জানুয়ারী তারিখ মহাত্মা মাসিমপুর রওনা হইবেন এবং ঐ দিনই তিনি মাসিমপুর পৌঁছিবেন। মাসিমপুর হইতে মহাত্মার "এক এক গ্রামে এক এক রাত্রিযাপন" ভ্রমণ আরম্ভ হইবে।

১লা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ২৬টি গ্রাম পরিভ্রমণ

এ যাবৎ যে কার্যসূচী স্থির হইয়াছে তাহাতে জানা যায়, মহাত্মা ১লা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ২৬টি গ্রাম পরিভ্রমণ করিবেন, তন্মধ্যে সর্বশেষ তিনি নাওড়ী গ্রামে যাইবেন। এই সকল গ্রামের মধ্যে একমাত্র হাসনাবাদ গ্রামটি ত্রিপুরা জেলায়; অপর সকল গ্রামই রামগঞ্জ থানার অধীন। পরিভ্রমণকালে মহাত্মার সান্ধ্য-প্রার্থনা নির্দিষ্ট সময়ের আধঘণ্টা পূর্বে অর্থাৎ অপরাহ্ণ সাড়ে ৪ ঘটিকায় হইবে।

প্রত্যেক গ্রামের অর্থনীতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ মহাত্মার নিকট দাখিল করা হইবে।

মহাত্মার ৪জন সহযাত্রী

মহাত্মার সঙ্গীদের মধ্যে মাত্র ৪জন পল্লী পরিক্রমায় মহাত্মার সঙ্গে যাইবেন— একদল সাংবাদিকও মহাত্মার অনুগমন করিবেন— তবে সাংবাদিকদিগকে সর্ব সময় মহাত্মার সঙ্গ না লইতে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। মহাত্মার ভ্রমণ সংক্রান্ত তথ্যাদি এবং ভ্রমণকালে মহাত্মার কার্যকলাপের যাবতীয় বিবরণ সাংবাদিকদিগকে জানাইবার জন্য প্রত্যহ দিবাশেষে একটি করিয়া বুলেটিন প্রকাশ করা হইবে। মহাত্মা যাহাতে নিজেকে অনেক লোকের মধ্যে আছেন বলিয়া মনে না করেন, এজন্য সাংবাদিকদিগকে গান্ধীজী হইতে দূরে দূরে থাকিবারই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কারণ, মহাত্মা নিঃসঙ্গ ভাবেই ভ্রমণ করিতে চাহেন।

জরুরী প্রয়োজনক্ষেত্রে স্থানান্তরযোগ্য কুটির অবস্থান

পল্লী অঞ্চল পরিভ্রমণকালে মহাত্মাজী বিভিন্ন পল্লীতে অবস্থানের জন্য চারিদিকে খোলা জায়গাসহ আলোবাতাসযুক্ত ঘর বাছিয়া লইবেন। যে গ্রামে ঐরূপ কোন ঘর পাওয়া যাইবে না তথায় বিশেষভাবে তৈয়ারী স্থানান্তরযোগ্য একখানি চালাঘর বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইবে। এইরূপ জরুরী প্রয়োজনক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্যই এই ঘরখানি নির্মাণ করা হইয়াছে। উহার ওজন ২শত পাউন্ডের বেশী হইবে না। এই

কুটিরখানি ১২ফুট ৭ইঞ্চি দীর্ঘ এবং ৭ফুট ৮ইঞ্চি প্রস্থ। মহাত্মাজীর জন্য ৮ফুট ৬ ইঞ্চি দীর্ঘ এবং ২ফুট ৬ইঞ্চি প্রস্থ একখানি তক্তাপোষ বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইবে।

পল্লী অঞ্চল পরিভ্রমণের প্রথম পর্যায় শেষ হইলেই মহাত্মাজী আগরতলা যাইবেন। মহাত্মাজীর ভ্রমণের দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্ঘন্ট এখনও নির্দিষ্ট হয় নাই। দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি নোয়াখালির অপর দুই থানা এবং হাইমচরে যাইবেন।

ভ্রমণসূচী অপরিবর্তিত

শ্রীরামপুর, ১লা জানুয়ারী— মহাত্মাজীর পল্লী অঞ্চল পরিভ্রমণ কার্যসূচী অপরিবর্তিতই আছে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার হইতেই— তাঁহার ভ্রমণ সুরু হইবে। চট্টগ্রাম বিভাগের পুনর্বসতি কমিশনার মিঃ সুমেরী চৌধুরী রানিগঞ্জ হইতে এক জীপ গাড়ীতে এখানে আসিয়া মহাত্মাজীর সহিত দেখা করেন। তিনি সাংবাদিকদের সহিতও দেখা করেন।

২ জানুয়ারি

মজুমদার বাড়ী— নোয়াখালির কংগ্রেস কর্মী অবনী মজুমদারের বাড়ি।

চাঙ্গির গাঁও-এ সুশীলা নায়ারের বাড়ী— দাঙ্গাবিধ্বস্ত নোয়াখালি ভ্রমণের সময় গান্ধীজি তাঁর অনুগামীদের কাছে এক-একটি গ্রামে শিবির করে থেকে গৃহহারা মানুষজনকে আবার স্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনীয়তার কথা জানান। গান্ধিজির ভাবনা রূপায়িত করার জন্য পিয়ারিলাল, সুচেতা কৃপালনি, কানুগান্ধি, সৌরীন বসু, আভা গান্ধি ও আরও বহু গান্ধিবাদী কর্মী বিভিন্নগ্রামে গ্রাম পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেন। এই কাজের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র করা হয় কাজিরখিল গ্রামে সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের অধীনে।

সুশীলা নায়ারের শিবির ছিল চাঙ্গির গাঁও-এ।

সুশীলা—(১৯১৪-২০০১)। গুজরাটের কুনজা জেলার বিখ্যাত নায়ার পরিবারের কন্যা। পনেরো বছর বয়সে লাহোর কলেজে পড়ার সময় দাদা পিয়ারেলালের সঙ্গে ওয়ার্ধায় ছুটি কাটাতে এসে মহাত্মার সঙ্গে প্রথম পরিচয়। লাহোর কলেজের পর দিল্লির লেডি হার্ডিঞ্জ মেডিকাল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাস করে কলকাতার স্কুল অফ পাবলিক হেলথ-এ উচ্চশিক্ষা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা ১৯৫০ সাল পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। আবার প্রয়োজন মত পড়াশোনার স্থগিত রেখেছেন। বিয়াল্লিশে গান্ধিসহ কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পুনায় গৃহবন্দি। আবার নোয়াখালি বা পাঞ্জাবের ডাকে হাজির হয়েছেন সেখানেও।

স্বাধীনতার পর বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের কর্মকর্তা হয়ে সেগুলি পরিচালনার সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের দায়িত্ব সামলিয়েছেন। কাজের ফাঁকে অবসর জুটলে আপন মনে রং ও তুলি নিয়ে ছবি আঁকা ছিল তাঁর প্রিয় চর্চা।

আনন্দবাজার পত্রিকার:

নোয়াখালীর পল্লীপথে মহাত্মার ঐতিহাসিক অভিযান আরম্ভ
পদব্রজে আড়াই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া শ্রীরামপুর হইতে চণ্ডীপুর উপনীত
পথে পথে পল্লীবাসী হিন্দু-মুসলমানের শ্রদ্ধার্ঘ গ্রহণ
চণ্ডীপুর গ্রামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক তথ্যাদি মহাত্মাকে জ্ঞাপন

(মহাত্মার সহিত ভ্রমণরত স্টাফ রিপোর্টারের নিকট হইতে টেলিফোনযোগে প্রাপ্ত)

শ্রীরামপুর, ২রা জানুয়ারি— নোয়াখালির হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসিগণ তথা সমগ্র ভারতের হিন্দু-মুসলমানের অন্তর হইতে বৈরীভাব বিদুরণ মানসে আজ প্রাতে মহাত্মা শ্রীরামপুর শিবির তুলিয়া দিয়া চণ্ডীপুর অভিমুখে যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মার অভিনব পরীক্ষা প্রচেষ্টার সূচনা হইয়াছে। বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে সাত ঘটিকায় এই মহান অভিযান সুরু হয়।

দীর্ঘ এক বংশদন্ডের উপর দেহভার নস্ত করিয়া ও ডাঃ সুশীলা নায়ারের স্কন্ধে একখানা হস্ত বক্ষা করিয়া মহাত্মা চণ্ডীপুর অভিমুখে যাত্রা করেন— বেলা ৯ টার সময় মহত্মা চণ্ডীপুর পৌঁছেন। শ্রীরামপুর শিবির ত্যাগের প্রাক্কালে মহাত্মা বাড়ীর লোকদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। মহাত্মা শ্রীরামপুরে এই বাড়ীতে অনুমান দেড় মাসকাল অবস্থান করিলেন।

গুবাক বৃক্ষের সারি ও ছোটখাট ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়া সর্পিল পল্লীপথ ধরিয়া মহাত্মা চণ্ডীপুর অভিমুখে অগ্রসর হন। মহাত্মা যদিও নিঃসঙ্গ পরিভ্রমণের পক্ষপাতী তথাপি শতাধিক লোক মহাত্মার অনুগমন করে। মহাত্মা পল্লীগৃহগুলি অতিক্রম করিবার সময় পল্লীবাসী হিন্দু-মুসলমানগণ সকলেই মহাত্মার দর্শনলাভের জন্য পথের উভয় পার্শ্বে সমবেত হয়। কেহ কেহ মহাত্মার অনুগমনও করে।

শ্রীরামপুর গ্রামের এক প্রান্তে অবস্থিত ভূতপূর্ব রাজবন্দী শ্রীঅনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ দেখিবার জন্য মহাত্মা কিছু পথ ঘুরিয়া আসেন। গত হাঙ্গামায় এই গৃহটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। এই বাড়ীতে আসিবার সময় মহাত্মা যখন একখানি ধানক্ষেত পার হইতেছিলেন, তখন একজন মুসলমান বাহির হইয়া আসিয়া মহাত্মাকে কয়েকটি কমলালেবু দেন। মহাত্মা স্মিতহাস্যে কমলালেবু কয়েকটি গ্রহণ করিয়া সঙ্গীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেন। অনুকূলবাবুব বাড়ীতে মহাত্মা কিছুকাল বিশ্রাম করেন। এই সময় তাঁহাকে কিছু কমলালেবুর রস দেওয়া হইলে মহাত্মা উহা পান করেন। এই স্থানে ৫ মিনিট বিশ্রাম করিয়া মহাত্মা পুনরায় যাত্রা শুরু করেন ও শিবপুর গ্রামে মৌলবী ফজল হকের গৃহে গমন করেন। মৌলবী হক পূর্বদিন অপরাহ্নে মহাত্মার সহিত দেখা করিয়া চণ্ডীপুর যাইবার পরে তাঁহার গৃহে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন— মহাত্মা কিছুকাল তাঁহর ঘরে অবস্থান করেন।

মৌলবী সাহেবের গৃহে বিশ্রাম

মৌলবী সাহেবের বহির্বাটীতে মহাত্মাজী একখানি শকটের উপর বসিয়া কিছুকাল বিশ্রাম করেন এই সময় বহু মুসলমান তাঁহার দর্শন লাভের জন্য আগমন করে— অনেকে কিছু বিলম্বে আসায় হতাশ হইয়া ফিরিয়া যায়, যাইবার সময় মহাত্মা পুনরায় ঐ স্থানে আসিবেন বলিয়া কথা দেন। মৌলবী সাহেব মহাত্মাকে একখানা থালা পূর্ণ করিয়া কলা কমলালেবু ও পেঁপে দেন— মহাত্মা উহার কিছু কিছু ঐ স্থানে সমবেত বালকবালিকাদিগকে বিতরণ করেন— অবশিষ্টগুলি চণ্ডীপুর লইয়া যাওয়া হয়— এই স্থান হইতে গান্ধীজী সোজা চণ্ডীপুরে তাঁহার আশ্রয় শিবিরে চলিয়া যান— পথে মহাত্মাকে একটি খাড়া সেতু পার হইতে হয়। এই সেতুটি শিবপুর ও চণ্ডীপুরে এই দুইটি গ্রামকে সংযুক্ত করিয়াছে। এই স্থানে মহাত্মা একটি নূতন বাজার দেখেন। এই বাজারটি সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত নিকটবর্তী বাজারটি বর্জন করিবার জন্য হাঙ্গামার পরে মৌলবীরা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

চণ্ডীপুর গ্রামে প্রবেশ

মহাত্মাজী চণ্ডীপুর গ্রামে প্রবেশ করা মাত্র গ্রামসেবা সঙ্ঘের সদস্যগণ 'রামধুন' গান করেন— সদলে মহাত্মাজী নিজ বিশ্রাম শিবিরে প্রবেশ না করা পর্যন্ত 'রামধুন' গীত হইতে থাকে। মহাত্মাজী নোয়াখালির

কংগ্রেসকর্মী শ্রীযুত অবনী মজুমদারের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। মহাত্মা বাড়ীতে প্রবেশ করা মাত্র বাড়ীর মহিলাবৃন্দ উলুধ্বনি দ্বারা তাঁহাকে সম্বর্ধিত করেন। শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের নির্দেশ অনুসারে ইতিপূর্বেই এখানে একটি শিবির প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে এবং উহা শ্রীযুত সৌরেন বসু কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে। শ্রান্তিবোধ করিলে মহাত্মার ব্যবহারের জন্য ডুলির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল; কিন্তু মহাত্মাজী উহা ব্যবহার করেন নাই। কোনরূপ শ্রান্তি বোধ না করিয়াই তিনি আড়াই মাইল পথ অতিক্রম করেন।

২০ বৎসর পূর্বে এই ২রা জানুয়ারি তারিখেই মহাত্মা গান্ধী গৌহাটী কংগ্রেস হইতে ফিরিবার পথে খাদি প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। উক্ত খাদি প্রতিষ্ঠানের প্রাণ শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় বর্তমান পল্লী পরিক্রমার ব্যস্থাপক। মহাত্মার এই অভিযানকে মহাত্মার ডাণ্ডি অভিযানের সহিত তুলনা করা হইতেছে। একদিক হইতে বিচার করিলে এই অভিযানের গুরুত্ব আরও অনেক বেশী। মহাত্মা নিজেও সে কথা স্বীকার করিয়াছেন। ডাণ্ডি অভিযানে লক্ষ লক্ষ লোক মহাত্মার অনুগমন করিয়াছিল, কিন্তু এই অভিযানে মাত্র ৪ জন লোককে মহাত্মা তাঁহার অনুগমন করিতে দিয়াছেন। জানুয়ারি মাসের প্রচণ্ড শীতের মধ্যে ৭৮ বৎসর বয়স্ক একজন বৃদ্ধের পক্ষে এইভাবে পদব্রজে পল্লী হইতে পল্লীতে পরিভ্রমণ ইতিহাসে অভিনব ঘটনা। আজ প্রাতে জনৈক আশ্রমবাসী বলেন যে, সম্পূর্ণ অজ্ঞাত পরিবেশের মধ্যে নির্বান্ধব অঞ্চলে মহাত্মার এই বিপজ্জনক পরিভ্রমণ মহাত্মার জীবনের কঠোরতম পরীক্ষা। মানুষের সহজাত মহানুভবতা কঠোরতম বাধাবিপত্তির মধ্যেও কার্যকরী হইতে পারে কি না, তাহারই পরীক্ষা সুরু হইয়াছে। মানুষের সহজাত এই মহত্ত্বের কার্যশক্তির উপরই মহাত্মা এখানে আসার পর হইতে বিশেষ জোর দিতেছেন। এখানে সদাচার এবং দুর্ব্যবহার, সাহস এবং কাপুরুযতা, অনুকম্পা এবং পাশবশক্তির মধ্যে সঙ্ঘর্ষ চলিতেছিল। মহাত্মার এই মহান অভিযানের প্রাক্কালে দেখা যাইতেছে, তৌলদন্ড মহৎ প্রচেষ্টার দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। গত দুই দিন যাবৎ বহু মুসলমান আসিয়া মহাত্মাকে আরও কয়েকদিন শ্রীরামপুরে থাকিয়া যাইতে বলিতেছেন। একদিন যাঁহারা মহাত্মাকে অবিশ্বাস ও সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন, আজ তাঁহারা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা ভারে অবনত হইয়া তাঁহার নিকট আসিতেছেন। গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলির সমাধানে মহাত্মার ধীর অথচ নিশ্চিত নীতির সুফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। মহাত্মার সহিত যাঁহারা চণ্ডীপুর পর্যন্ত গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া, শ্রীযুক্ত দেবনাথ দাস, সর্দার জীবন সিং, মনোরঞ্জন চৌধুরী, অরুণ দাশগুপ্ত, ধীরেন দত্ত ও পুলিশ সুপার মিঃ আবদুল্লা প্রভৃতি আছেন।

গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পর্যটনের সময় আরও ৪ জন সঙ্গী হিসাবে মহাত্মা গান্ধীর অনুগমন করিবেন। ইঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক নির্মল বসু মহাত্মাজীর দোভাষীর কাজ করিবেন। মহাত্মাজীর ষ্টেনোগ্রাফার মিঃ পরশুরাম বিবিধ কার্য সম্পাদনের জন্য তাঁহার সহিত থাকিবেন। দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী মিঃ রামচন্দ্রন পথিমধ্যে মহাত্মাজীকে সাধারণভাবে সাহায্য করিবেন এবং কুমারী মনু গান্ধী মহাত্মাজীর ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

মহাত্মা গান্ধী চণ্ডীপুরে ৪ দিন অবস্থান করিবেন। আগামী ৭ই জানুয়ারি হইতে মহাত্মাজী তাঁহার প্রত্যেক নূতন গ্রামে এক রাত্রি অবস্থানের পরিকল্পনা অনুযায়ী পর্যটন আরম্ভ করিবেন। গান্ধীজী প্রত্যহ ৩ মাইলের বেশী পথ পদব্রজে অতিক্রম করিবেন না বলিয়া স্থির হইয়াছে। এইভাবে ১লা ফেব্রুয়ারীর মধ্যেই তিনি ২৬টি গ্রাম পর্যটনান্তে এইস্থান হইতে ৩০ মাইল দূরে অবস্থিত ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত হাসনাবাদ গ্রামে পৌঁছিবেন।

সম্ভবতঃ জানুয়ারী মাসের তৃতীয় অথবা চতুর্থ সপ্তাহে মহাত্মাজীর এই পর্যটন কার্য কিছুদিনের জন্য স্থগিত থাকিবে। এই সময় মহাত্মাজী আগরতলা পরিবর্শনে যাইবেন।

চণ্ডীপুরের বিবরণ

চণ্ডীপুর গ্রাম সম্পর্কিত বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করিয়া গান্ধীজীর নিকট পেশ করা হইয়াছে। চণ্ডীপুর রামগঞ্জ থানার পশ্চিমে অবস্থিত। আয়তনে ইহা ১২ বর্গমাইল। হাঙ্গামার পূর্বে এই গ্রামে ৩৫৩৫ জন হিন্দু ও ৩৯৫৬ জন মুসলমান অধিবাসী ছিলেন। এখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৫০৫টি পরিবারের বাস। ইহার মধ্যে ২ শত পরিবারের গৃহে অগ্নিসংযোগ করা হইয়াছে। ঐ ৫০৫ টি গৃহের প্রত্যেকটিই লুণ্ঠিত হইয়াছে। গ্রামের হিন্দু অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ও তাঁতি। কিছু অন্যান্য জাতির লোকজনও আছেন। ৫০৫টি পরিবারের মধ্যে ৬০টি ধনী, ১৮০টি মধ্যবিত্ত ও ২৬৫টি দরিদ্রশ্রেণীভুক্ত।

মহাত্মাজীর সহিত ৮ জন সশস্ত্র রক্ষী

সকাল ৭-৩৫ মিনিটে যাত্রা করিয়া মহাত্মাজী বেলা ৯টার সময় ভ্রমণ তালিকার প্রথম চণ্ডীপুরে পৌঁছেন। তিনি ১ ঘণ্টা ২৫ মিনিটের মধ্যেই আড়াই মাইল পথ অতিক্রম করেন।

৮ জন সশস্ত্র রক্ষী মহাত্মাজীর অনুগমন করে, যদিও সঙ্গে কোনরূপ রক্ষী দল থাকে, ইহা আদৌ মহাত্মাজীর অভিপ্রেত নহে। — এ. পি.

৩ জানুয়ারি

কৃষ্ণবল্লভ সহায় ইত্যাদি— সে সময় ভারতবর্ষের অনেক জায়গাতেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়েছে। দাঙ্গার ভয়াবহ রূপ প্রকাশ পেয়েছিল নোয়াখালিতে। ১৯৪৬-এর ২৫ অক্টোবর নোয়াখালির ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় বিহারের ছাপরায় 'নোয়াখালিকা বদলা লেও' ধ্বনি দিয়ে উত্তেজনা ও ক্রোধের বশে বিচ্ছিন্ন আক্রমণ শুরু হয়। পরে এই দাঙ্গা আরও কয়েক জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। আক্রমণকারীরা নেহাতই দুর্বৃত্ত, কোনও সংগঠন বা রাজনৈতিক নেতার মদত ছিল না। নরহত্যা, নারীহরণ ও লুটপাট বহু মানুষকে অসহায় নিরাশ্রয় করে। তবে অল্পদিনের মধ্যে অরাজকতার অবসান হয়। গান্ধিজি নোয়াখালিতে বাস করার ও সেখানকার বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেও দেশের অন্যান্য স্থানের দাঙ্গার কারণে উদ্বিগ্ন থাকতেন। সাম্প্রতিক ঘটনার গতি-প্রকৃতি জানাতে এবং পরবর্তী নির্দেশ নেওয়ার জন্য দেশের বিভিন্ন প্রাদেশিক নেতারা প্রায়ই গান্ধিজির কাছে আসতেন। সেরকমই বিহারে দাঙ্গা-পীড়িত আশ্রয়প্রার্থীদের সেবা ও পুনর্বসতি বিষয়ে বিহার সরকার যে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তার বিশদ বিবরণ গান্ধিজিকে জানানোর জন্য বিহার থেকে এক প্রতিনিধিদল তাঁর কাছে পাঠানো হয়। এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন রাজস্বমন্ত্রি কৃষ্ণবল্লভ সহায়, রিলিফ কমিশনার জে. ডবলিউ হলটন ও টি. পি. সিং।

মুসলিম লীগ কিভাবে নেবে— নির্মলকুমার বসুর বই থেকে এই প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

নোয়াখালির পূর্বেকার ইতিহাস

নোয়াখালি দুর্ঘটনা ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সংঘটিত হয়। কিন্তু ইহার পূর্বের ইতিহাস কিছু পর্যালোচনা করার প্রয়োজন আছে।

১৯৪৪ সালের ৬ই মে তারিখে জেল হইতে মুক্তিলাভ করিবার পর, ৯ই হইতে ২৭এ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গান্ধীজী জিন্নাহ সাহেবের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। ইতিপূর্বে শ্রীযুত রাজাগোপালাচারি মুসলিম লীগের লাহোর দাবি অনুযায়ী একটি প্রস্তাব রচনা করিয়াছিলেন। রাজাজীর বিশ্বাস ছিল, কংগ্রেস এবং লীগ যদি সেই প্রস্তাব স্বীকার করিয়া লন, তবে জাতীয় ঐক্যের দ্বারা স্বাধীনতার দাবিকে অনেক পরিপুষ্ট এবং দৃঢ় করা যাইবে। গান্ধী-জিন্নাহ আলোচনার ভিত্তিস্বরূপ রাজাজীর প্রস্তাবটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এবং অল-ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের মধ্যে চুক্তির ভিত্তিস্বরূপ শর্তাবলী। গান্ধীজী এবং মিঃ জিন্নাহ ইহাতে সম্মতিজ্ঞাপন করার পর কংগ্রেস এবং লীগের দ্বারা এই চুক্তি সমর্থন করাইবার জন্য উভয়ে চেষ্টা করিবেন।

১। নিম্নলিখিত শর্তানুসারে স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র গঠিত হইবে, ইহা মানিয়া লইয়াছে বলিয়া, মুসলিম লীগ এতদ্দ্বারা ভারতের স্বাধীনতার দাবিকে সমর্থন করিতেছে। সেই উদ্দেশ্যে লীগ কংগ্রেসের সহিত অস্থায়ী অন্তর্বর্তীকালীন গভর্মেন্ট গঠনে সহযোগিতা করিবে।

২। যুদ্ধ শেষ হইলে, উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্ব-ভারতের যে সকল সংলগ্ন জেলাগুলিতে মুসলমান সম্প্রদায়ের সংখ্যা অপরাপর সম্প্রদায়ের সংখ্যা অপেক্ষা তুলনায় অনেক বেশি, সেগুলিকে নির্ধারিত করিবার ভার একটি কমিশনের উপরে ন্যস্ত করা হইবে। যে অঞ্চল এইভাবে কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত হইবে, সেখানে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার বা অন্য কোনও কার্যকরী ভিত্তির উপরে রচিত ভোটাধিকারের সাহায্যে সমগ্র অধিবাসীবৃন্দের মতিগণনা করা হইবে। ভারতবর্ষ হইতে সেই অঞ্চল বিচ্ছিন্ন হইতে চায় কি না, সেই প্রশ্নের মীমাংসা এইরূপে স্থিরীকৃত হইবে। যদি অধিকাংশ ব্যক্তি ভারতবর্ষ হইতে পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রের সপক্ষে ভোট দেয়, তাহা সত্ত্বেও উভয় অঞ্চলের প্রান্তবর্তী জেলাগুলির পক্ষে যে কোন রাষ্ট্রের সহিত সংযুক্ত হইবার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

৩। মতিগণনার পূর্বে সকল পার্টিই অবাধে স্বীয় মত প্রচার করিতে পারিবেন।

৪। যদি ব্যবচ্ছেদ ঘটে, তবে উভয় রাষ্ট্র দেশরক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, যানবাহন এবং অপরাপর প্রয়োজনীয় ব্যাপারে সহযোগিতার চুক্তিতে আবদ্ধ থাকিবে।

৫। প্রয়োজন হইলে লোকাপসারণ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলকভাবে অনুষ্ঠিত হইবে।

৬। কেবলমাত্র ব্রিটেন কর্তৃক ভারতশাসনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা এবং দায়িত্ব হস্তান্তরিত করিবার পর, উপরোক্ত শর্তগুলি উভয় পক্ষের উপরে প্রযোজ্য হইবে।

Basis for terms of settlement between the Indian National Congress and All India Muslim League to which Gandhiji and Mr. Jinnah agree and which they will endeavour respectively to get the Congress and the League to approve :

(1) Subject to the terms set out below as regards the constitution of Free India, the Muslim League endorses the Indian demand for Independence and will co-operate with the Congress in the formation of a provisional interim Government for the transitional period.

(2) After the termination of the war, a commission shall be appointed for demarcating contiguous districts in the north-west and east of India, wherein the Muslim population is in absolute majority. In the areas thus demarcated, a plebiscite of all the inhabitants held on the basis of adult suffrage of other practicable franchise shall ultimately decide the issue of separation from Hindustan. If the majority decide in favour of forming a sovereign State separate from Hindustan, such decision shall be given effect to, without prejudice to the right of districts on the border to choose to join either State.

(3) It will be open to all parties to advocate their points of view before the plebiscite is held.

(4) In the event of separation, mutual agreements shall be entered into for safeguarding defence and commerce and communication and for other essential purposes.

(5) Any transfer of population shall only be on an absolutely voluntary basis.

(6) These terms shall be binding only in case of transfer by Britain of full power and responsibility for the governance of India. (প্রস্তাবের প্রথম রচনাকাল ৮-৪-১৯৪৪)

নোয়াখালিতে গান্ধীজী একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, লীগের দাবীকে মানিবার চেষ্টায় তিনি রাজাজীর প্রস্তাব অপেক্ষা কোনদিন আর অধিক অগ্রসর হইতে পারেন নাই। ভারতের অঞ্চলবিশেষের লোক যদি কার্যত স্বাধীন হইতে চায়, তবে অবশ্য তাহাদের সেই অধিকার স্বীকার করিলেও তিনি উভয় অঞ্চলকে কতকগুলি সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ দেখিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু জিন্নাহ সাহেবের দুই অধিজাতীয়ত্বের দাবীকে কোনদিন, কোন রকমে, তিনি স্বীকার করিতে পারেন নাই। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় যে, তাঁহার বিশ্বাস ছিল, কোনও অঞ্চলের লোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেমন তাহাদিগকে ভারতের সঙ্গে জোর করিয়া বাঁধিয়া রাখা অন্যায় হইবে, তেমনই ভারতকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন একাধিক রাজ্যে ব্যবচ্ছেদ করাও অন্যায় হইবে। সেইজন্য তিনি এক মধ্যপথ অবলম্বনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাও সাময়িক প্রয়োজনবশে তিনি স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কারণ তাঁহার বিশ্বাস ছিল, স্বাধীনতার ব্যাপারে যদি লীগ এবং কংগ্রেস একযোগে কাজ করে, যদি অহিংস সংগ্রামের দ্বারা জাগ্রত জনশক্তি স্বাধীনতা অর্জন করিতে সক্ষম হয়, তবে উভয় সম্প্রদায়ের মনে বর্তমানে যে ব্যবধান রহিয়াছে, তাহা অনেকাংশে ঘুচিয়া যাইবে, যে মধ্যবিত্তকুল স্বীয় স্বার্থ-সন্ধানের সংকীর্ণ বুদ্ধির ফলে জনসমূহকে ধর্মের ভিত্তিতে পৃথক রাখার জন্য দায়ী, তাহারা পিছাইয়া পড়িবে, এবং জনসাধারণের শক্তির দ্বারা অর্জিত স্বাধীনতার ভিত্তির উপরে সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি হইতে মুক্ত একটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব হইবে।

বহুকাল পূর্বে, ১৯২০ এবং ১৯২১ সালে তিনি বিপ্লবের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন—

> আমি আইনজীবী বা উচ্চশিক্ষিত শ্রেণীর উপরেই শুধু অসহযোগের প্রতি ধাপের সাফল্যের জন্য নির্ভর করি না। যতই আমরা অগ্রসর হইব, ততই জনসাধারণের সহযোগিতার উপরে আমাদের নির্ভরশীলতা এবং ভরসা বৃদ্ধি পাইবে।

কিন্তু কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীবিশেষ সহযোগিতা করুক অথবা না করুক, জাতির অগ্রগতিকে কেহ রোধ করিতে পারিবে না। অশিক্ষিত কারিগর শ্রেণী, সাধারণ লোক এবং ভারতের নারীজাতি, এবারে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের নিকট পৌঁছিবার জন্য প্রথমে শিক্ষিত শ্রেণীকে ডাক দিতে হইয়াছিল। কে থাকিবে, কে যাইবে, প্রথমে তাহা বাছাই করার প্রয়োজন ছিল। শিক্ষিত শ্রেণীকে এইজন্যই কষ্টিপাথরে ফেলিয়া পরীক্ষা করিতে হইয়াছে। বিপ্লবের আরম্ভ তাহাদের দ্বারা এবং তাহাদের মারফত অনুষ্ঠিত করিতে হইয়াছে।

I do not merely rely upon the lawyer class or highly educated men to enable the Committee to carry out all the stages of non-co-operation. My hope lies more with the masses so far as the latter stages of non-co-operation are concerned.

—*Young India,* 18-8-20 in *Selections from Gandhi,* No. 382

But whether they do or not, the progress of the nation cannot be arrested by any person or class. The uneducated artisans, the women, the men in street, are taking their share in the movement... The appeal to the educated classes paved the way for them. The goats had to be sifted from the sheep. The educated classes had to be put upon their trial. The beginning had to be made by and through them

—*Selections from Gandhi,* No. 383

সেনাপতি গান্ধী এইরূপ মনোভাবের বশবর্তী হইয়াই বোধ হয় রাজাজীর প্রস্তাবে প্রথম এবং ষষ্ঠ ধারার উপরে আশা স্থাপন করিয়া জিন্নাহ সাহেবের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেপ্টেম্বর ১৯৪৪ সালে বারংবার চেষ্টা করিয়াও যখন গান্ধীজীকে দিয়া হিন্দু এবং মুসলমান যে দুই অধিজাতি ইহা স্বীকার করানো গেল না, এবং তদনুযায়ী সম্পূর্ণ অসম্পৃক্ত দুইটি রাষ্ট্র গঠনে গান্ধীজী মত দিতে পারিলেন না, তখন উভয়ের আলোচনা নিষ্ফল হওয়ায় সমাপ্ত করিয়া দেওয়া হইল। ২৮এ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪, গান্ধীজী সাংবাদিক সম্মেলনে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন,

আমার মতে, উভয় প্রস্তাবে (রাজাজী প্রণীত এবং অপরটি রাজাজী-প্রস্তাবের এক সংশোধিত সংস্করণ) সমগ্র ভারতের স্বার্থ সংরক্ষণ করিয়া আমাদের পক্ষে যতদূর যাওয়া সম্ভব আমরা ততদূর অগ্রসর হইয়াছিলাম। (জিন্নাহ সাহেবের সম্পর্কে তিনি ইহাও বলিলেন), বিগত তিন সপ্তাহের অভিজ্ঞতা হইতে আমার এই বিশ্বাস দৃঢ়তর হইয়াছে যে, (ব্রিটিশ শাসকরূপ) তৃতীয় দলের অস্তিত্বের কারণেই মীমাংসায় পৌঁছানো সম্ভব হয় নাই। যে মন দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ তাহার নিকটে মুক্ত মানুষের আচরণ আশা করা যায় না।

In my opinion, either formula gives as such as can reasonably be expected with due regard to the interests of the whole of India.

My experience of the precious three weeks confirms me in the view that the presence of the third power hinders the solution. A mind enslaved cannot act as if it were free.

ইহার প্রতিবাদস্বরূপ জিন্নাহ সাহেব কশাঘাত করিয়া বলিলেন,

মুসলিম লীগের অধিকার এবং প্রতিনিধিত্বের দাবির বিরুদ্ধে মিঃ গান্ধী প্রশ্ন তুলিয়াছেন, তিনি আমার বিরুদ্ধে মুসলমানদের উসকানি দিতেছেন।... যে কোন বুদ্ধিমান লোকের নিকটে ইহা স্পষ্ট যে রাজাজী-প্রস্তাব এবং তাঁহার সংশোধিত প্রস্তাবের মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই।... ইহা বাস্তবিক আশ্চর্যের বিষয় যে তিনি ন্যক্কারজনকভাবে বারংবার বলিয়া চলিয়াছেন যে তাঁহার প্রস্তাবের দ্বারা লাহোর প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত দাবিকে মানিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা মিথ্যা, অথবা কুটিল বাক্য কল্পনা করা যায় না; এবং মিঃ গান্ধী আপাতত সরল ও অকপটভাবে এই কথা বারংবার বলিয়া চলিয়াছেন।

জনসাধারণকে এভাবে ভ্রান্ত পথে চালিত করিয়া লাভ কি? যে গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা বাড়াইয়া কোন ফল নাই, কেননা প্রস্তাবিত শর্তগুলি স্বীকার করিলে আমাদের ফাঁদে পড়িতে হইবে এবং মৃত্যুপঙ্কে নিমজ্জিত হইতে হইবে। উহার অর্থ দাঁড়াইবে পাকিস্তানকে কবর দেওয়া...

দুঃখের বিষয় মিঃ গান্ধী মনে করেন যে, তৃতীয় দলের অস্তিত্বের কারণেই কোনও নিষ্পত্তিতে পৌঁছানো যাইতেছে না। তিনি যখন লেখেন, "যে মন দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ তাহার নিকট মুক্ত মানুষের আচরণ আশা করা যায় না", তাহা পড়িয়া আমার কষ্ট হয়। পৃথিবীতে কোন শক্তি মানুষের মন ও আত্মাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে পারে না; এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস মিঃ গান্ধী নিজের মনকে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হইতে দিবেন না। আমি আশা করি, তিনি তাঁহার এই পুরাতন রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিবেন।

Apart from challenging the representative and authoritative status of the Muslim League, he is inciting Mussulmans against me, any intelligent man can now see that in substance there is no difference between the two... It is really amazing that he should repeat *ad nauseam* that he has by his offer satisfied the essence or substance of the Lahore Resolution. It would be difficult to conceive of a more disingenuous, tortuous or crooked assertion, which he keeps on repeating naively.

What is the use of misleading people and making confusion worse confounded if we accept these terms, which present us with a veritable trap and a slough of death? It means the burial of Pakistan...

It is a pity that he thinks that the presence of a third party hinders a solution, and it was very painful to me when he said, "A mind enslaved cannot act as if it were free." No power can enlave the mind and soul of man, and I am sure Mr. Gandhi is the last person to allow his mind to be enslaved, I do hope that he will get over this depression from which he is perpetually suffering.

অনেকে মনে করিয়াছিলেন, গান্ধীজী ভারতব্যবচ্ছেদের দাবি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, কারণ তিনি দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি (Sovereign States) মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু জিন্নাহ সাহেব এবং মুসলিম লীগ অনুভব করিলেন যে, যেভাবে উভয় তথাকথিত স্বাধীন রাষ্ট্রকে দেশরক্ষা-আদি ব্যাপারে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধার

প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহাতে সার্বভৌম রাষ্ট্র শুধু নামেই সার্বভৌম থাকিবে, পাকিস্তানকে কার্যত কবরই দেওয়া হইবে। উপরন্তু, পাকিস্তানের দাবির ভিত্তিস্বরূপ হিন্দু এবং মুসলমানের পৃথক-অধিজাতীয়ত্বের ব্যাপারে গান্ধীজীকে কিছুতেই নোয়ানো গেল না।

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম

অতএব বোধ হয় বহু চিন্তার পর লীগ সম্মুখ-সংগ্রামের সাহায্যে ভারতের হিন্দুজনসাধারণের দ্বারা পৃথক অধিজাতীয়ত্বের দাবিকে সরাসরি স্বীকার করাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। অনেক ঘট[না]ার পর, অনেক অগ্নিগর্ভ বাক্যবাণ বর্ষণের পর, ১৬ই আগস্ট ১৯৪৬ তারিখে মুসলিমলীগ-শাসিত বাংলাদেশের রাজধানী কলিকাতা শহরে প্রথমে সে যুদ্ধের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। আক্রমণ অতর্কিত হওয়া সত্ত্বেও অতি অল্পক্ষণের মধ্যে কলিকাতার অমুসলমান অধিবাসী রুখিয়া দাঁড়ায় এবং এক সপ্তাহ তাণ্ডবলীলার পরে জয়-পরাজয় অমীমাংসিত থাকিয়া যায়।

ইহার প্রায় দুই মাস পরে, ১০ই অক্টোবর ১৯৪৬ তারিখে, নোয়াখালি জেলার পশ্চিমভাগে অবস্থিত পাঁচটি থানায় ধ্বংসের লীলা নূতন আকারে দেখা দেয়। নোয়াখালিতে হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা শতকরা আঠার জন; কিন্তু দেশের সম্পদের প্রায় বারো আনা অংশ তাহাদেরই অধিকারে ছিল। চাষী বলিতে মুসলমান এবং নমঃশূদ্র জাতীয় লোকই বুঝাইত; এরূপ অবস্থায় বহুদিন হইতে ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের অসন্তোষ ধূমায়িত হইতেছিল। উপরন্তু দশ বৎসর যাবৎ বাংলায় লীগ শাসনের ফলে ভূমি-স্বত্ব আইনের সংস্কার এবং ঋণসালিশী-বোর্ড প্রতিষ্ঠার দ্বারা জমিদার এবং মহাজন শ্রেণীর হিন্দু ইতিপূর্বে খানিক জখম হইয়া গিয়াছিল। এই সকল অবস্থার সুযোগ লইয়া স্থানীয় মুসলমানগণের মধ্যে উৎসাহী ব্যক্তিবৃন্দ হিন্দু-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিল। প্রায় তিন শত বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বাছিয়া বাছিয়া হত্যা করা হয়, ষাট হাজার কুটির লুণ্ঠিত, ভগ্ন বা অগ্নিদগ্ধ হয় এবং অঞ্চলবিশেষে নারীধর্ষণও ঘটে।...

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

শক্তিমানের অহিংসাসাধনায় মহাত্মার আত্মনিয়োগ
ভীতি এবং সংশয় বর্জনেই হিন্দু-মুসলমান মৈত্রী সম্ভবপর
চণ্ডীপুরে প্রার্থনান্তিক সভায় মহাত্মার ভাষণ
সমাজ ব্যবস্থায় সাম্য-মৈত্রীর নূতন ভাবধারা প্রবর্তনের আহ্বান

চণ্ডীপুর, ৩রা জানুয়ারী— পদব্রজে নোয়াখালির পল্লী অঞ্চল পরিভ্রমণে বাহির হইয়া চণ্ডীপুর আসিয়া এই গ্রামে প্রথম প্রার্থনান্তিক ভাষণে গতকল্য অপরাহ্নে মহাত্মা বলেন, "এতাবৎ যে অহিংসা নীতি অনুসরণ করা হইতেছিল, উহা ছিল দুর্বলের অহিংসা— কিন্তু বর্তমানে আমি যে অহিংসা প্রচারে ব্রতী হইয়াছি, উহা সকলের অহিংসা।" বহু মুসলমান সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

মহাত্মা বলেন,— নোয়াখালিতে আমার ব্রত হইল উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা— অপর সম্প্রদায়ের সহিত লড়াই করিয়া জয়লাভ করিতে পারে, এজন্য কোন সম্প্রদায়বিশেষকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তোলার জন্য আম এখানে আসি নাই। আমার উদ্দেশ্য যদি সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে নোয়াখালির নৈতিক আবহাওয়া উভয় সম্প্রদায়েরই কল্যাণকর হইবে।

মহাত্মা বলেন, হিন্দু ও মুসলমানগণ অন্তরের ভীতি ও সংশয় বর্জন করিতে পারিলেই প্রকৃত মৈত্রী

প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইবে। মনে-প্রাণে সকলে এক হইলে যিনি যে ধর্ম অবলম্বীই হউন না কেন তাহাতে কিছু আসে যায় না।

পূর্ববঙ্গ সোনার দেশ

মহাত্মা বলেন, পূর্ববঙ্গ সোনার দেশ— কিন্তু লোকের অবস্থা যেরূপ হওয়া উচিত ছিল, দুঃখের বিষয় তদ্রূপ নয়। আমাদের দেশের ধনীরা দিন দিন অধিকতর ধনী হইতেছে, দরিদ্রেরা দিন দিন দারিদ্র্যের শেষ কোঠায় নামিয়া যাইতেছে। এই অবস্থা বাহির হইতে আসিয়া কেহ আমাদের উপর চাপাইয়া দেয় নাই— এই 'শয়তানী' ব্যবস্থার কোন নৈতিক যুক্তি নাই।

মহাত্মা বলেন, দেশের সামাজিক ব্যবস্থায় 'শয়তানী' থাকিতে পারে, কিন্তু জনগণ 'শয়তান' নয়। উহাদিগকে এরূপ সমাজ-ব্যবস্থার ঊর্ধ্বে উঠিতে হইবে ও নূতন ভাবধারায় সাম্য ও সৌহার্দ্য গড়িয়া তুলিতে হইবে।

মহাত্মা বলেন, অদূরভবিষ্যতে ভারতে আমরা যে শাসন ব্যবস্থার পত্তন করিতে যাইতেছি— পুরাতন এই শাসন ব্যবস্থার দোষ ত্রুটি হইতে উহা মুক্ত হইবে। এখানকার হিন্দু-মুসলমান আজ পরস্পর বৈরভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু উভয়ে যদি পল্লীজীবন পুনর্গঠন ও কুটীরশিল্পের সম্প্রসারণ দ্বারা পল্লীর অর্থনীতিক অবস্থার উন্নতি বিধানে আত্মনিয়োগ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিজদিগকে যুক্তভাবে উভয় সম্প্রদায়ের সেবায়ই নিযুক্ত দেখিতে পাইবেন এবং উভয়ের মধ্যে মৈত্রী গড়িয়া উঠিবে।

নির্ভীক হইতে হইবে

মহাত্মা বলেন, শ্রীযুত সতীশবাবু যে সকল কর্মী এখানে পাঠাইয়াছেন, উহাদিগকে বহু বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। কর্মীদিগকে আমার উপদেশ এই যে, তাহাদিগকে মৃত্যুভয় অন্তর হইতে দূর করিতে হইবে ও প্রতিপক্ষীয়দিগকে জয় করার চেষ্টা করিতে হইবে। এ প্রচেষ্টায় কেহ প্রাণ হারাইতে পারে কিন্তু আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আমাদের দিক হইতে প্রেম ও সাহসের দৈন্য যদি কখনও না ঘটে তাহা হইলে যত অসম্ভব বলিয়াই মনে হউক না কেন, অত্যাচারীর অন্তর অবশ্যই স্পর্শ করা যাইবে। কর্মিগণকে এবং পল্লীবাসীদিগকেও মহাত্মা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করিতে অনুরোধ করেন। মানব সমাজের নিঃস্বার্থ সেবায় সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিতে মহাত্মা আহ্বান জানান।

চাঙ্গির গাঁ গমন

প্রার্থনার পর মহাত্মা এক মাইল দূরবর্তী চাঙ্গির গাঁয়ে গমন করেন। এইস্থানে মহাত্মা ৪টি ভস্মীভূত গৃহ পরিদর্শন করেন— শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র পাটোয়ারীর গৃহে মহাত্মা গমন করেন। এইস্থানে একটি শিবির প্রতিষ্ঠিত আছে। ডাঃ সুশীলা নায়ার এখানে অবস্থান করিতেছেন। চণ্ডীপুর হইতে পদব্রজে ঐ গ্রামে গমনকালে ঐ গ্রামের কয়েকজন মুসলমান মহাত্মার সঙ্গে যান। মহাত্মা ঐ গ্রাম হইতে ফিরিবার সময় একজন মুসলমান মহাত্মাকে তাহার গৃহে যাইতে অনুরোধ করেন। মহাত্মা জানান যে, একদিন আসিয়া তিনি তাঁহার গৃহে প্রার্থনা করিবেন। আজ প্রাতর্ভ্রমণকালে মহাত্মা কয়েকখানি ভস্মীভূত গৃহ পরিদর্শন করেন। অনেকগুলি বাড়ী এখনও জনশূন্য। অবশিষ্ট বাড়ীগুলিতে নূতন করিয়া ঘর তোলা হইতেছে। প্রাতর্ভ্রমণকালে— মহাত্মাকে অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়ের একব্যক্তি মাল্যভূষিত করেন। মহাত্মা উহার গৃহে গমন করিলে মহাত্মাকে মালাভূষিত করিতে আসিয়া সঙ্কোচবোধ করিতে থাকেন। মহাত্মা স্মিতহাস্যে উহাকে আশ্বস্ত করিলে তিনি মহাত্মাকে মাল্যদান করেন, মহিলাগণ হুলুধ্বনি দ্বারা মহাত্মাকে সম্বর্ধিত করেন।

চণ্ডীপুরের বর্তমান পরিস্থিতি

চণ্ডীপুর ৩রা জানুয়ারী— মহাত্মাজীর বর্তমান আবাসস্থল চণ্ডীপুর গ্রামটি শ্রীরামপুরের ৩ মাইল দক্ষিণে ও রামগঞ্জ থানার ৩মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। স্থানীয় অধিবাসীরা মহাত্মা গান্ধীর নিকট যে বিবরণ পেশ করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে, হাঙ্গামার অব্যবহিত পরেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শতকরা ৭৫ জন নরনারী গ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতা, কুমিল্লা, আগরতলা, আসাম ও অন্যান্য স্থানে চলিয়া যান। প্রায় ১ মাস পূর্বে এই স্থানে একটি আশ্রয়শিবির স্থাপন করা হয়। উক্ত আশ্রয়শিবিরে প্রায় ৪ হাজার নরনারী ও শিশুর বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে অনেকেই স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন অথবা অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন। আশ্রয়শিবিরে এখন মাত্র ৪৫০জন বাস করিতেছেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে বে-আইনীভাবে ধান্য-কর্তন ব্যতীত গত মাসে আর কোনও অপরাধমূলক কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হইবার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু বিনা অনুমতিতে ধানকাটাও এখন বন্ধ হইয়াছে।

শান্তির বাণী প্রচারের জন্য এই গ্রামে একটি শিবির স্থাপিত হইয়াছিল; শ্রীযুক্ত সৌরেন বসু নামক মহাত্মাজীর জনৈক অনুগামীর উপর এই কেন্দ্র পরিচালনের ভার অর্পণ করা হয়। গান্ধীজীর নির্দেশানুসারে শ্রীযুক্ত বসু এখানে "চণ্ডীপুর-চাঙ্গিরগাঁ" গ্রাম সেবাসঙ্ঘ নামক একটি পল্লীসংস্কার প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। মহাত্মাজীর ১৮ দফা গঠনমূলক কার্যসূচী অনুযায়ী এই সঙ্ঘের কার্য পরিচালিত হয়। হিন্দু-মুসলমান মিলন প্রচেষ্টার উপরও সঙ্ঘ বিশেষ জোর দেয়।

অস্পৃশ্যতা ও জাতি বৈষম্য বিদূরণ দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে
অন্যথায় অধিকতর নিদারুণ দুর্বিপাক অনিবার্য
চণ্ডীপুরে মহিলাসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর সতর্কবাণী।

চণ্ডীপুর, ৩রা জানুয়ারী— চণ্ডীপুরে মহাত্মা যে গৃহে অবস্থান করিতেছেন, উহার প্রাঙ্গণে সমবেত মহিলাদিগকে সম্বোধন করিয়া মহাত্মা বলেন যে, নারীদের অপর কাহারও উপর নির্ভর না করিয়া ভগবানের উপর এবং নিজেদের শক্তির উপরই নির্ভর করা উচিত। ভীতিকে অন্তরে স্থান দান করিলেই অত্যাচারীর কবলে পতিত হইবার সম্ভাবনা। মহাত্মা তাঁহাদিগকে অস্পৃশ্যতা বর্জনের অনুরোধ জানাইয়া বলেন, অস্পৃশ্যগণকে এখনও দূরে সরাইয়া রাখিলে আপনাদের অদৃষ্টে আরও অনেক দুর্ভোগ আছে। একসঙ্গে আহার করিবার জন্য, প্রত্যহ আপনাদের একজন করিয়া হরিজনকে আমন্ত্রণ করা উচিত। তাহাতে অসমর্থ হইলে আপনারা আহার্য গ্রহণ করিবার পূর্বে একজন হরিজনকে আহ্বান করিয়া আনিয়া পানীয় জল বা খাদ্যদ্রব্য তাহাকে দিয়া স্পর্শ করাইয়া লইবেন। জাতিগত কৃত্রিম বিভেদ-বৈষম্য বিদূরণে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করিবে। এইভাবে যদি আপনারা আপনাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করেন, তাহা হইলে জানিবেন অধিকতর নিদারুণ দুর্বিপাক আপনাদের সকলের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে।

প্রার্থনা-সভায় বক্তৃতা

মহাত্মার বাসস্থান হইতে অনুমান এক মাইল দূরে অবস্থিত তমালতলা রামকৃষ্ণ আশ্রমে আজ প্রার্থনা-সভা হয়। প্রার্থনা-সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে মহাত্মা সকলকে সাহসী হইতে এবং আলস্য ত্যাগ করিয়া পল্লী-পুনর্গঠনে অকাতরভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পরামর্শ দেন। মহাত্মা বলেন, লোকদিগকে পল্লীউন্নয়নে মনোযোগী দেখিতে পাইলে আমার পল্লীঅঞ্চল পরিভ্রমণ সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিব। লোকে মনে করিতে

পারে, তাহাদের ব্যক্তিগত সামর্থ্য অতি সামান্য, কিন্তু তাহারা যদি, সঙ্ঘবদ্ধ হয় তাহা হইলে কিছুই তাহাদের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া মনে হইবে না। আজ প্রাতঃভ্রমণকালে মহাত্মা ৫/৬টি গৃহে গমন করেন— অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়ের দুইজন লোকের গৃহেও মহাত্মা গমন করেন। গৃহস্বামিগণ মহাত্মাকে মাল্যভূষিত করেন।

—এ.পি

বাঙ্গলা সরকার সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা করে নাই

মাদ্রাজ, ৩রা জানুয়ারী— পূর্ববঙ্গে গান্ধীজীর পদব্রজে ভ্রমণ সম্পর্কে অদ্য 'হিন্দুর' সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হইয়াছে, "গান্ধীজীর গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে তাঁহার সহিত যেরূপ সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা করার প্রয়োজন ছিল, দুঃখের বিষয়, বাঙ্গলা সরকার সেরূপ সহযোগিতা করে নাই। প্রদেশের বহির্ভূত ঘোর-সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা— গান্ধীজীর দীর্ঘস্থায়ী অবস্থানের মধ্যে তাহাদের দুরাকাঙ্ক্ষা পূরণের আশা নাই বলিয়া মনে করে; তাহাদের ক্রমাগত চাপের ফলেই হয়ত এরূপ হইয়া থাকিবে।" এ সম্পর্কে আরও বলা হইয়াছে যে, শান্তি স্থাপন ও পরমতসহিষ্ণুতা— সম্পর্কে মিঃ সুরাবর্দীর সাম্প্রতিক আবেদনে আন্তরিক সুর পাওয়া গিয়াছে; পক্ষান্তরে বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট যথাশীঘ্র গান্ধীজীর প্রদেশান্তর গমন সম্পর্কে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

আশ্রয়প্রার্থীদের পুনর্বসতি সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া বাঙ্গলা সরকারের বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ করা হইয়াছে যে, তাহারা স্থানীয় মুসলমানদের দিয়া দুর্গতদের প্রতি কোনরূপ আশ্বাস দেওয়ার ব্যবস্থা করে নাই। উহা হইলেই দুর্গতিরা ভরসা পাইত। পক্ষান্তরে বিহারের মুসলমানদিগকে দলে দলে পূর্ববঙ্গে লইয়া বসবাসের জন্য উস্কানি দেওয়া হইতেছে, ইহা কোনক্রমেই সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের ভয় দূরের পক্ষে সহায়ক নহে।

৪ জানুয়ারি

ঠক্করবাপা— অমৃতলাল ঠক্কর (২৯ নভেম্বর ১৮৬৯- ১৯জানুয়ারি ১৯৫১)। সৌরাষ্ট্রের ভবনগরের বাসিন্দা বিঠলদাস ঠক্করের দ্বিতীয় পুত্র। ১৮৯০তে পুনা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ইঞ্জিনিয়র হন। ১৮৯০ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত কাঠিয়াওয়াড় রাজ্যে চাকরি করার পর তিন বছরের জন্য পূর্ব আফ্রিকার উগাণ্ডা রেলওয়েতে কাজ করেন।

দেশে ফিরে বিভিন্ন সংস্থায় কাজ করার সময় মুম্বাই-এর উপকণ্ঠে কুরলায় অস্পৃশ্য জনজাতিদের সন্তানদের শিক্ষাদানের উদ্দেশে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। মেথরদের ঋণমুক্ত করার জন্য নানান পরিকল্পনা তৈরি করেন। ১৯১৪তে গোখলের মাধ্যমে গান্ধিজির সঙ্গে পরিচয়। পরবর্তী জীবন গান্ধিবাদের একনিষ্ঠ সমর্থক এবং গান্ধি আদর্শ প্রতিষ্ঠার অনলস প্রয়াসী। স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেছেন। সংখ্যায় অল্প হলেও তাঁর রচিত ভারতীয় আদিবাসী, জনজাতিদের উপর রচনাগুলি ঠক্কর বাপার মানবদরদি মনটির পরিচয় বহন করে।

গান্ধিজীর কাছে যে বিষয়—১ জানুয়ারির ডায়েরির টীকা অংশে আমরা এ প্রসঙ্গ আলোচনা করেছি।

মশরুওয়ালা— কিশোরলাল ঘনশ্যামদাস মশরুওয়ালা ৫ অক্টোবর ১৮৯০ সালে মুম্বইতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ইচ্ছারাম ও মা মঙ্গলাবাই। ছাত্রাবস্থা থেকেই গোখলে, তিলক, ঠক্করবাপা প্রমুখ জাতীয় নেতাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। ১৯১৭-র চম্পারণ সত্যাগ্রহে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে

গান্ধিজি তাঁকে দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্য নিষেধ করে সাবরমতী আশ্রমের কাজে নিয়োগ করেন। লবণ আন্দোলন থেকে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগ দিয়ে বহুবার কারাবরণ করেন। ১৯৩৪-৪০ পর্যন্ত 'গান্ধিসেবা সংঘ'-এর সভাপতি ছিলেন। ১৯৫২ সালে তাঁর জীবনাবসান হয়।

৫ জানুয়ারি

কানু— কাননগোপাল বাগচী। ১৯১৮ তে জন্ম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের বিশিষ্ট অধ্যাপক। মানচিত্র ও নদী বিশেষজ্ঞ। স্বধানীতা উত্তর ভারত গঠনে দামোদর নদী উপত্যকার বাঁধ নির্মাণ প্রভৃতির প্রস্তুতিপর্বে তাঁর পর্যবেক্ষণের ভূমিকায় গুরুত্ব ছিল। বহু মৌলিক গবেষণা কর্মের মধ্যে নির্মলকুমার বসুর সঙ্গে তাঁর যুগ্ম গবেষণাপত্রের শিরোনাম Geography of Seraikalla State, Calcutta Geographical Review 1939 : 35-43.

নির্মলকুমার বসুর মতোই জাতীয় স্তরে বহু কর্ম পরিকল্পনার রূপরেখা নির্ধারণে তাঁরও ভূমিকা অবিসংবাদিত ছিল। এই দুই ব্যক্তিত্বের পরিচয় দীর্ঘদিনের। ১৯৪৭ সালের এই ডায়েরিতে তাঁর বহু উল্লেখ আছে।

মনোরঞ্জন চৌধুরী— তৎকালীন নিখিলভারত হিন্দু মহাসভার সম্পাদক।

সতীশবাবু— সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত (১৪জুন ১৮৮০-২০ ডিসেম্বর ১৯৭৯)। পিতা ডা. পূর্ণচন্দ্র দাসগুপ্ত। জন্ম কুঁড়িগ্রাম, রংপুর। এম. এ. পরীক্ষার পর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের 'বেঙ্গল কেমিকাল ওয়ার্কস' এর ম্যানেজারের কাজে যোগ দেন। সেখানে সুপারিনটেন্ডেন্ট ছিলেন রাজশেখর বসু (পরশুরাম)। কোকনদ কংগ্রেসের শিল্প প্রদর্শনীতে যোগ দিতে গিয়ে গান্ধিজির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়। পরবর্তী জীবনে তিনি একনিষ্ঠ গান্ধিবাদী কর্মী। খাদি ও কুটির শিল্পের উন্নতির জন্য ১৯২৬-এ চাকরি ছেড়ে স্বোপার্জিত দুই লক্ষ টাকা দিয়ে 'খাদি প্রতিষ্ঠান' গড়ে তোলেন। প্রধান কর্মকেন্দ্র সোদপুরের আশ্রমটি 'গান্ধিজির বাংলাদেশের বাড়ি' বলে পরিচিতি লাভ করেছিল।

১৯৪৬-৪৭ সালে গান্ধিজির নোয়াখালি সফরের সময় তিনি মুখ্য পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন আন্দোলনে যোগ দিয়ে কয়েকবার কারাবরণ করেন। ৮৬ বছর বয়সে পশ্চিমবঙ্গের খরাপ্রবণ জেলা বাঁকুড়াকে সুজলা সুফলা করার উদ্দেশ্যে গোগরা গ্রামে কৃষি গবেষণার কাজ শুরু করে সফল হন। আজীবন পল্লী উন্নয়ন ও গঠনমূলক সেবাকাজের জন্য ১৯৭৮-এ তাঁকে 'যমুনালাল বাজাজ পুরস্কার'-এ সম্মানিত করা হয়। বেশ কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা।

গান্ধিজি অল্প বললেন— প্রায় প্রতিদিনই ছোটো বড়ো সভা বেশ কয়েকটি হত। নির্মলকুমার বসুর *গান্ধীচরিত*-এ এটি ছাড়াও গ্রাম-সেবা-সঙ্ঘের কর্মীগণের একটি সভার উল্লেখ আছে। সেটি প্রশ্ন-উত্তরের আকারে হয়েছিল। আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনটিতে আরও কথা আছে।

পল্লী অঞ্চলে মহাত্মাজী

বিহার সরকারের সাহায্য ব্যবস্থায় গান্ধীজীর সন্তোষ

চণ্ডীপুর, ৫ই জানুয়ারী— মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য রাজস্ব সচিব শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ সহায়ের নেতৃত্বে বিহার সরকারের যে প্রতিনিধিদল এখানে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা পাটনা রওনা হইয়াছেন।

বিহার সরকারের সাহায্য ব্যবস্থা সম্পর্কে বিহারের প্রতিনিধিগণ যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, প্রকাশ মহাত্মা গান্ধী তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে বাঙ্গলার প্রধানমন্ত্রী মিঃ এইচ এস সুরাবর্দী ঐ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, মহাত্মা গান্ধী শীঘ্রই তাহার উত্তর দিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

আরও জানা গিয়াছে যে, প্রয়োজন হইলে মহাত্মা গান্ধী যাহাতে দেখিতে পারেন তজ্জন্য বিহার সরকারের প্রতিনিধিগণ কতকগুলি ফাইল রাখিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর পরামর্শ গ্রহণের জন্য কয়েকদিনের মধ্যেই বিহার সরকারের প্রতিনিধি সম্ভবতঃ গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। — এ. পি

আজাদী ফৌজের প্রতি বাণী

চণ্ডীপুর, ৫ই জানুয়ারী— বঙ্গীয় আজাদ হিন্দ ফৌজ শান্তি কমিটির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত দেবনাথ দাস হাইমচরে পুনর্বসতি কার্য করিতেছেন। গতকল্য তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য বাণী চাহিলে গান্ধীজী বলেন, আজাদ হিন্দ ফৌজ দেশের সেবা করিবে এবং প্রয়োজন হইলে মৃত্যুবরণ করিবে। তাহা হইলেই তাহারা নেতাজী সুভাষের প্রকৃত কার্য করিবে। —ইউ.পি

পল্লী বিদ্যালয় উদ্বোধন

চণ্ডীপুর, ৫ই জানুয়ারী— গতকল্য প্রাতে গান্ধীজী প্রায় দুই মাইল হাটিয়া যান এবং একটি পল্লী বিদ্যালয়ের উদ্বোধন কার্য করেন। হাঙ্গামার ফলে দীর্ঘদিন পরে এই বিদ্যালয় খুলিল। বহু হিন্দু-মুসলমান উপস্থিত ছিলেন। গান্ধীজী এখানে 'নঈ তালিম' পদ্ধতির শিক্ষা প্রবর্তনের কথা উল্লেখ করেন। — ইউ. পি

বোম্বাই হইতে চিকিৎসকদল

চাঁদপুর, ৪ঠা জানুয়ারী— ত্রিপুরা ও নোয়াখালি জিলায় সাহায্য কার্যের জন্য বোম্বাই হইতে ৫ জন চিকিৎসক এখানে পৌঁছিয়াছেন, ইহার মধ্যে একজন মহিলা ডাক্তারও আছেন। ডাঃ দেশাই এবং ডাঃ কিনের বালা হাইমচরে গিয়াছেন। অন্য ৩ জন রামগঞ্জে আছেন। তাঁহারা এখনও কাজ আরম্ভ করেন নাই। গবর্ণমেন্টের অনুমতির অপেক্ষা করিতেছেন। প্রকাশ কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী নেতা অচ্যুত পটবর্ধন এই চিকিৎসক দলকে বাঙ্গলায় পাঠাইয়াছেন। — ইউ.পি.

৬ জানুয়ারি

নারিকেল তেল তৈরি দেখলুম— গান্ধিজির সেক্রেটারি হয়ে কাজ করলেও স্থানীয় সমাজজীবন নৃতাত্ত্বিক নির্মলকুমারের চোখের আড়ালে থাকেনি। এই দিনলিপির বেশ কিছু পাতায় সে পরিচয় সহজেই পাওয়া যাবে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন জনজাতিদের তেল তৈরির বিচিত্র পদ্ধতি নির্মলকুমারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল বহু আগেই। ১৩৪৫ ও ৪৭ বঙ্গাব্দের 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়' 'তৈল নিষ্কাষণের উপায়' নিয়ে প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধ সেই সাক্ষ্য বহন করে। পরবর্তীকালে তাঁর সম্পাদিত *Peasant Life in India (1961)* গ্রন্থটিও সে কথাই বলে।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

"রক্তের বদলে রক্ত গ্রহণ" নীতি বর্তমানে অচল
শক্তিমানের অহিংসাই প্রতিকারের একমাত্র পন্থা
কর্মীদের প্রতি মহাত্মা ঃ গৃহত্যাগকারীদিগকে ফিরিয়া আসিতে আহ্বান
(মহাত্মার সহিত ভ্রমণরত স্টাফ রিপোর্টারের টেলিফোন)

চণ্ডীপুর, ৬ই জানুয়ারী — "রক্তের বদলে রক্ত চাই" এই নীতি বর্তমানে অচল। শক্তিমানের অহিংসাই বর্তমান সমস্যা সমাধানের একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা। চণ্ডীপুর-চাঙ্গিরগাঁ, গ্রাম্য সেবাসঙ্ঘের জনৈক সদস্যের এক প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মা ঐরূপ উক্তি করেন। ৪ঠা জানুয়ারী তারিখ উক্ত সঙ্ঘের সদস্যগণের মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎকালে মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকদের হিংসাত্মক মনোভাব বিদূরণের জন্য সঙ্ঘ কি কর্মপন্থা অবলম্বন করিবে।

উত্তরে মহাত্মা বলেন যে, তোযণ কথাটি কুখ্যাতি অর্জন করিয়াছে। মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়া তোষণ করা কোনক্ষেত্রে এবং কোনক্রমেই চলিতে পারে না। সর্বভীতি পরিহার করিয়া সর্বপ্রযত্নে ন্যায়ের পন্থা অনুসরণ করাই হইবে প্রকৃত তোষণ।

গবর্ণমেন্ট যে অকিঞ্চিৎকর সাহায্য দিতেছেন, আশ্রয়প্রার্থীগণ উহা গ্রহণ করিবে কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মা বলেন যে, সাময়িকভাবে কোনমতে আশ্রয় লইবার উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন তাহা আশ্রয়প্রার্থীদেরই সততার সহিত সংগ্রহ করার চেষ্টা করা উচিত। প্রস্তাবিত সরকারী সাহায্যে যদি আশ্রয়প্রার্থীদের সর্বনিম্ন প্রয়োজনও না মেটে, তাহা হইলে তাহাদের উহা প্রত্যাখ্যান করা উচিত। কিন্তু মাথা গুজিবার কোন আশ্রয় না পাইলেও উহাদের গৃহে প্রত্যাবর্তন করা উচিত। অবশ্য খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব লইয়া উহা করিতে হইবে।

মহাত্মার পল্লী পরিক্রমা
মঙ্গলবার মাসিমপুর গমন

চণ্ডীপুর, ৬ই জানুয়ারী— আগামীকল্য সকাল ৭-৩০ মিনিটে মহাত্মা গান্ধী গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভ্রমণ আরম্ভ করিবেন। আগামীকল্য তিনি এখান হইতে প্রায় তিন মাইল উত্তরপশ্চিমে মাসিমপুর গমন করিবেন।
— এ. পি

নিরাপত্তার জন্য বেশী লোকের একত্র হইয়া বাস করা যুক্তিযুক্ত কিনা, জিজ্ঞাসা করা হইলে মহাত্মা বলেন যে, এইভাবে জনসাধারণকে একত্রিত করিয়া বসবাস করাইবার পরিকল্পনা চিন্তাও করা যায় না। ইহার অর্থ এই দাঁড়াইবে যে, দেশ বিভিন্ন বৈরীভাবাপন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িবে এবং সৈন্যদলের সাহায্যে শান্তিরক্ষা করিতে হইবে। প্রত্যেকের পক্ষে তিনি বৃদ্ধই হউন আর যুবাই হউন, বীরোচিত কার্য হইবে— আত্মিক শক্তি, তথা ভগবানের উপর নির্ভর করা।

গৃহে প্রত্যাগত আশ্রয়প্রার্থীদের নিরাপত্তার সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মা বলেন যে, বর্তমানকালে জগতের সকল স্থানই দুর্বৃত্তসমাকুল, কাজেই পল্লীবাসীদিগকে আত্মরক্ষার জন্য আত্মশক্তির উপরই নির্ভর করিতে হইবে। যে শক্তি উহাদিগকে স্থায়ী আশ্রয় দিতে পারে উহা হইল নিজ নিজ অন্তরের শক্তি।

মহাত্মা বলেন, যাঁহারা ভগবানকে তাঁহাদের প্রভু এবং মালিক বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে

আততায়ীরা ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইলে কি আসে যায়? জগতের কোন শক্তির আশ্রয় না পাইলে বা অপরাধীবা কোন শাস্তি না পাইলেই বা কি আসে যায়? ন্যায়তঃ যাহা কর্তব্য, সেইটুকু সম্পাদন করিয়া সবকিছু ভগবানের উপর ছাড়িয়া দেওয়াই উহাদের কর্তব্য।

গৃহত্যাগকারীদিগের সম্পর্কে মহাত্মার বর্তমান উপদেশ এই যে, সকলের বিপদের ঝুঁকি ঘাড়ে লইয়াও উহাদের গৃহে প্রত্যাবর্তন করা উচিত। এই প্রচেষ্টায় কেহ কেহ ঠাণ্ডায় এবং সরবরাহের অভাবে কষ্ট পাইতে পারেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না— তথাপি এই চেষ্টা করা উচিত। সরকারী সাহায্যদান বন্ধ হইয়া গেলে আশ্রয়প্রার্থীরা কি করিবে, এই প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মা বলেন যে, ব্যক্তিগতভাবে তিনি সার্বজনীনভাবে চরকা কাটার পরামর্শ দানের পক্ষপাতী হইলেও বর্তমান ক্ষেত্রে তিনি সেরূপ পরামর্শ দান করিতে চাহেন না। কর্মীদিগকেই তিনি কিছু খোঁজ-খবর লইয়া কোন গ্রামের অধিবাসীদের পক্ষে কি কাজ গ্রহণ উপযোগী হইতে পারে, তাহা নির্ধারণের পরামর্শ দিতে চান। এই তথ্য সংগৃহীত হইলে তিনি ব্যাপক ভিত্তিতে কার্য সম্প্রসারণ সম্পর্কে পরামর্শ দিবেন।

অন্তর্দৃষ্টি দিয়া দেখুন

চণ্ডীপুর ৬ই জানুয়ারী— অদ্য সকালে গান্ধীজী যখন প্রাতর্ভ্রমণের পর কুটীরে ফিরিতেছিলেন, তখন রাস্তার ধারে চণ্ডীপুর শরণাগত শিবিরের একজন নারী তাঁহার দর্শন চাহিলে তিনি দাঁড়ান। নারীদের মধ্যে এক ৯৫ বৎসর বয়সের বৃদ্ধা সামনে আসেন। তিনি বয়সে নুইয়া পড়িয়াছেন এবং চোখে প্রায় কিছুই দেখেন না। তিনি জোরে চোখ মেলিয়া মহাত্মাকে দেখিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু তাহাকে দেখিতে পান না। গান্ধীজীর সাপ্তাহিক মৌন দিবস, তাঁহার মুখমণ্ডল বেদনায় ভরিয়া উঠিয়াছে। গান্ধীজী বৃদ্ধার কাছে গেলেন এবং একটু কাগজে লিখিয়া দিলেন, 'যদি আপনি আপনার চোখ দিয়া আমাকে দেখিতে না পান, তবে অন্তর্দৃষ্টি দিয়া দেখুন।'

পল্লী-ভ্রমণরত গান্ধীজী
কর্মব্যস্ত জীবনেও জটিল রাজনীতির সহিত সম্পর্ক

চণ্ডীপুর, ৫ই জানুয়ারী— গান্ধীজীর সহিত কর্মব্যস্ত ২৪ ঘণ্টা অতিবাহিত করিয়া বিহার প্রতিনিধিদল বিহারে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। গান্ধীজীর নিকট বাঙ্গলার প্রধানমন্ত্রীর চিঠির উত্তরস্বরূপ বিহারের প্রতিনিধিদল গবর্ণমেন্টের সাহায্য এবং পুনর্বসতি সংক্রান্ত যে সমস্ত নথিপত্র ও তথ্যাদি পেশ করিয়াছেন, উহা সমস্তই মিঃ সুরাবর্দীর নিকট প্রেরণ করা হইবে। গ্রাম পরিক্রমার সময়ে পূর্ববঙ্গের সমস্যা লইয়া একমনে কাজ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও গান্ধীজীর পক্ষে উহা সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না। তাঁহাকে রাষ্ট্রের জটিল সমস্যা হইতে গ্রামের পুনর্গঠন প্রভৃতি সাধারণ বিষয়গুলিও চিন্তা করিতে হইতেছে।

ভোর ৪টা হইতে গান্ধীজী কাজ আরম্ভ করেন এবং সমস্ত দিন চিঠিপত্র লেখা, দেখাসাক্ষাৎ করা, সভা-সমিতিতে যোগদান করা এবং নিকটবর্তী গ্রামসমূহে পরিভ্রমণ প্রভৃতিতে অতিবাহিত করেন। প্রায় সমস্ত বিষয় সম্পর্কে তাঁহাকে পত্রালাপ করিতে হয়। দেখা-সাক্ষাতের আয়োজন আরও ব্যাপক। উহাতে রাষ্ট্রপতি কৃপালনী, পণ্ডিত নেহরু বা প্রাদেশিক মন্ত্রিগণ হইতে সাধারণ গ্রাম্য লোক পর্যন্ত কেহই বাদ যান না। উহাদের আলোচনার বিষয়বস্তুও বিবিধ প্রকারের। গতকল্য একজন বিমানচালক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন; গান্ধীজী তাঁহার সঙ্গে ভারতবর্ষে বিমান চালনার সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

বিহার প্রতিনিধিদলের সহিত আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে তিনি, চণ্ডীপুরের পুকুরগুলির অবস্থা এবং বিশুদ্ধ জলের অভাব সম্পর্কে মন্তব্য করেন। খাওয়া বা দাড়ি কামানোর সময়েও তিনি চিঠিপত্র বা প্রার্থনা ভাষণের খসড়া শোনেন। রাত্রিকালে নিদ্রার সময় এবং সংবাহনের সময় একঘণ্টা ঘুম— উহাই তাঁহার একমাত্র বিশ্রামের সময়।

তাঁহার দৈনিক কার্যক্রম এইরূপ :— প্রাতর্ভ্রমণ; এই সময়ে তিনি কয়েকটি গ্রাম পরিভ্রমণ করেন। দুপুরে স্থানীয় গ্রামে বক্তৃতা; সাধারণতঃ পুনর্গঠন সম্পর্কেই তিনি বলেন। বৈকালে বিভিন্ন স্থানে প্রার্থনা-সভার অনুষ্ঠান। ফিরিবার পথে তিনি পুনরায় নিকটবর্তী গ্রামসমূহ পরিভ্রমণ করেন। — এ. পি

৭ জানুয়ারি

বাদিয়ার বাজি— বাদিয়ার মত আসার সাজাইয়া (চৈ. চ. ২/১৬/২৭০)।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

পরধর্ম-অসহিষ্ণুতাই নোয়াখালীর ঘটনার জন্য দায়ী
'রামধুন' গীতকালে মুসলমানদের প্রার্থনাসভা ত্যাগে মহাত্মার ক্ষোভ
(স্টাফ রিপোর্টার প্রেরিত)

মাসিমপুর, ৭ই জানুয়ারী— আজ এখানে স্থানীয় আশ্রয় শিবিরের সম্মুখবর্তী ময়দানে মহাত্মার প্রার্থনা সভা হয়। রামধুন সঙ্গীত আরম্ভ হইলে কতিপয় মুসলমান সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। প্রার্থনার পরবর্তী বক্তৃতায় মহাত্মা এই ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন— জানিতে পারা গিয়াছে যে 'রামধুন' গীত হওয়ার জন্যই উহারা সভা ত্যাগ করিয়াছেন। ইহাতে স্থানীয় পরিস্থিতির স্বরূপ উপলব্ধিতে আমার সাহায্য হইয়াছে— এজন্য আমি আনন্দিত। আমি বুঝিতে পারিলাম যে, এই সকল লোক ভগবানের যে নাম লইয়া থাকেন, ঐ নাম ব্যতীত অন্য কোন নাম লওয়া তাঁহারা পছন্দ করেন না। এই পরমত অসহিষ্ণুতাই অক্টোবরের ঘটনার পশ্চাতে কাজ করিয়াছে। এইজন্যই এখানে লোককে ধর্মান্তর গ্রহণ করানো হইয়াছে।

মহাত্মা বলেন যে, ভগবৎ উপাসনার অসংখ্য পন্থা রহিয়াছে। কিন্তু মুসলমানগণ অপরকে নিজেদের খুসীমত উপাসনা করিতে দিতে চাহেন না। আমার ভ্রমণের প্রথম দিবসে ইহা জানিতে পারিয়া আমি সুখী হইয়াছি।

মহাত্মা বলেন, যাঁহারা পাকিস্থান চাহেন, তাঁহারা কিন্তু বিপরীত কথাই বলিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে সর্বদাই বলিতে শুনিয়াছি যে, পাকিস্থানে তুল্যভাবে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ ধর্মাচরণের স্বাধীনতা থাকিবে।

মহাত্মা বলেন, জীবনে আমি কখনই কোন ধর্মমতের মধ্যে পার্থক্য করি নাই। বিভিন্ন ধর্ম একই বৃক্ষের বিভিন্ন পত্র বিশেষ। ভগবানকে যিনি যে নামেই ডাকুন না কেন ভগবান এক।

মহাত্মা বলেন, আমি হিন্দু-মুসলমান উভয়ের তুল্যভাবে সেবা করিবার জন্যই এখানে আসিয়াছি; কিন্তু মুসলমানগণ যদি চাহেন আমি ভগবানের নামও বর্জন করি, তাহা হইলে আমি অসহায়। আমি আমার নিজের ধর্ম যেমন বড় করিয়া জাহীর করিতে চাহি না— তেমনি নিজ ধর্মবিশ্বাস ত্যাগও করিতে চাহি না।

ধর্মও এক, ভগবানও একই— ইহাই আমি প্রচার করিতে আসিয়াছি। যতদিন আমি জীবিত থাকিব ততদিন আমি ইহা ত্যাগ করিব না।

"কাহারও মনে আঘাত দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নহে"
প্রার্থনা সভায় মহাত্মাজীর উক্তি

[...] নামে ডাকা সহ্য করিতে পারেন না দেখিয়া তিনি দুঃখিত, তবে তাঁহারা প্রকাশ্যে তাঁহাদের মতানৈক্য প্রকাশ করায় তিনি আনন্দিত।

মহাত্মাজী বলেন যে, মুসলমানদের মধ্যে সকলেই সভাস্থল ত্যাগ করিয়া যান নাই ইহা সত্য। কিন্তু তিনি শ্রোতৃবর্গকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিতে চাহেন যে, এইপ্রকার মনোভাব কাহারও পক্ষেই মঙ্গলজনক নহে।

প্রসঙ্গক্রমে গান্ধীজী বলেন যে. অকারণে যাহাতে কাহারও মনে আঘাত না দেওয়া হয় সে সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সতর্ক থাকেন। তাঁহার জনৈক বন্ধু প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মাসিমপুর গমনকালে একটি কীর্তনদল তাঁহার অনুসরণ করিবে। তিনি বলেন যে, রামনামই তাঁহার প্রাণস্বরূপ, কিন্তু ইহাতে মুসলমান গ্রামবাসীদের মনে আঘাত লাগিতে পারে বলিয়া তিনি তাঁহার বন্ধুকে উহা হইতে বিরত থাকিবার পরামর্শ দেন। গান্ধীজী বলেন যে, যখন মানুষের নীতি বিপন্ন হয় সেই সময় হয়ত তাহাকে, অন্যের মনে আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও নিজের পথে অগ্রসর হইতে হয়। ১৯৩০ সালে লবণ সত্যাগ্রহের সময় এই প্রকার ঘটনা ঘটিয়াছিল। ঐ সময় বৃটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত তাঁহাব সংঘর্ষ হইয়াছিল। আজ তিনি মুসলমানদের মধ্যে কাজ করিয়া তাহাদের প্রতি তাঁহার বন্ধুত্ব প্রকাশের জন্য নোয়াখালীতে আসিয়াছেন। তিনি রামনাম ত্যাগ না করিলে তাঁহারা যদি তাঁহার সেবা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন, তবে উহা করা তাঁহার পক্ষে কখনই সম্ভব হইবে না।

ইহার পর মহাত্মাজী বলেন যে গ্রামবাসীদের পুষ্করিণী প্রভৃতি পরিষ্কার করিবার শিক্ষাদান, গ্রামের চতুষ্পার্শ্ব ও পথসমূহ পরিষ্কার রাখিতে ও কুটীর শিল্পের মধ্য দিয়া কিভাবে শিশুদের শিক্ষা দিতে হয়, তাহা শিখাইয়া দেওয়াই তাঁহার কর্তব্য।

জাতিধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক গ্রামবাসীর পক্ষেই তাহা প্রয়োজন; এইরূপ সেবা দ্বারাই তিনি ধীরে ধীরে অজ্ঞ লোকদের প্রতিরোধের অবসান ঘটাইবার আশা করেন। কিন্তু তাঁহার কাজের সময় অবিরাম রামনাম গীত হইবে কারণ অন্তরের জন্য উহা অত্যন্ত প্রয়োজন। তিনি মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দকে তাঁহাকে রামনাম গাহিবার স্বাধীনতার আশ্বাস দিয়া ইসলামের মহান আদর্শের প্রতি সত্যনিষ্ঠ হইবার আবেদন জানান।

— এ.পি

৮ জানুয়ারি

স্কুলে থাকার বন্দোবস্ত— ৯ জানুয়ারির আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে জানা যে, ৮ জানুয়ারি সকাল সাতটার সময় রওনা হয়ে গান্ধিজি মাসিমপুরের পূর্বদিকে দু-মাইল দূরের ফতেপুরে একঘণ্টার কিছু বেশিসময়ে পৌছন। মাদ্রাসার শিক্ষক মৌলবি ইব্রাহিমের এই ব্যবস্থাপনায় ফতেপুর মাদ্রাসায় তাঁদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল।

ফতেপুরে সমবেত মুসলমানদের গান্ধিজি বলেন, তাঁর আসার জন্য যদি কারও কোনওরকম অসুবিধা বোধ হয় তা যেন, তাঁকে জানান হয়। সমবেত মুসলমানরা বলেন যে, মহাত্মাকে অতিথি হিসেবে পাওয়া তাঁরা সৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে করছেন। কোনও রকম অসুবিধার কথাই উঠতে পারে না।

বঙ্কিম— বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, ডা. (২৪জুন ১৮৯৮-১৯ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮)। দন্তচিকিৎসক। স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলনে তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগ ছিল। বহু সামাজিক এবং জনহিতকর কাজে যুক্ত ছিলেন। নির্মলকুমার বসুর অন্তরঙ্গ সুহৃদ ডা. মুখোপাধ্যায়ই ink-pencilটি পাঠিয়েছিলেন বলে অনুমান করেছেন অধ্যাপক বসুর ভাগিনেয় শ্রী রবীন্দ্রনাথ বসু।

পণ্ডিতজী— জহরলাল নেহরু। তাঁর দেওয়া কলমের প্রসঙ্গে দ্র. পৃষ্ঠা ৬৩৬।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

মাসিমপুর হইতে গান্ধীজীর ফতেপুর গমন
মহাত্মা সন্দর্শনে যাত্রাপথের উভয়পার্শ্বে দলে দলে মুসলমান পল্লীবাসিগণ সমবেত
ফতেপুর মাদ্রাসায় গান্ধীজীর অবস্থানের ব্যবস্থা

ফতেপুর, ৮ই জানুয়ারী— মাসিমপুরে এক রাত্রি অবস্থানের পর নির্দিষ্ট কার্যসূচী অনুসারে মহাত্মা গান্ধী আজ প্রাতে সাড়ে সাত ঘটিকায় মাসিমপুরের দুই মাইল পূর্বে অবস্থিত ফতেপুর গ্রাম অভিমুখে যাত্রা করেন এবং এক ঘন্টার কিছু বেশি সময় ভ্রমণ করিয়া ফতেপুর পৌছেন। ফতেপুর মাদ্রাসা গৃহে মহাত্মা অবস্থান করিতেছেন। মাদ্রাসার শিক্ষক মৌলবী ইব্রাহিম মহাত্মার অবস্থান সম্পর্কিত ব্যবস্থাদি করিয়াছেন। নগ্নপদে যাত্রা সুরু।

'রামধুন' সঙ্গীতের মধ্যে মহাত্মা মাসিমপুর হইতে যাত্রা করেন। মাসিমপুরে মহাত্মা তাঁহার চলমান কুটীরে বাস করিয়াছিলেন। মহাত্মা নাকি এই অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, তিনি আর ঐ কুটীর বাস করিবেন না। স্থানীয় মহিলাগণ কর্তৃক যাত্রার প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হইবার পর নগ্নপদে মহাত্মা তাঁহার তীর্থ-পরিক্রমা শুরু করেন। অদ্য ভ্রমণকালে মহাত্মাকে কেবলমাত্র মুসলমান অধ্যুষিত কয়েকটি পল্লীর মধ্য দিয়া যাইতে হয়। মহাত্মাকে সন্দর্শনের জন্য মুসলমান পল্লীবাসিগণ বালক, বৃদ্ধ, যুবানির্বিশেষে দলে দলে আসিয়া পথের উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান হয়। গান্ধীজীকে তাহাদের মধ্য দিয়া যাইতে দেখিয়া তাহারা শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করিতে থাকে। পল্লীবাসী মুসলমানগণের অনেককে মহাত্মাকে দর্শনের জন্য দৌড়াইতে দেখিয়া মাঝে মাঝে থামিয়া মহাত্মা তাহাদিগকে দর্শন দান করেন। এক স্থানে রাত্রিকালে মহাত্মার নির্দিষ্ট যাত্রাপথে বেড়া দিয়া রাখা হইয়াছিল; কেননা ঐ পথটি একটি কবরের উপর দিয়া গিয়াছে। মহাত্মাকে এজন্য কিছু ঘুরিয়া এবং একটি বড় সেতু পার হইয়া যাইতে হয়।

ফতেপুর গ্রামের সীমান্তবর্তী রামনগর গ্রামে স্থানীয় প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক আফিজুদ্দীন ভুঁইয়া কতিপয় মুসলমানসহ আসিয়া মহাত্মাকে কয়েক মিনিটের জন্য তাঁহার গৃহে যাইতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন যে, তাঁহারা সরলচিত্ত পল্লীবাসী, রাজনীতির মধ্যে তাঁহারা যাইতে চান না— যাহাতে পুনরায় নোয়াখালির হিন্দু-মুসলমান পরস্পর ভ্রাতৃভাবে বাস করিতে পারে, তাহার জন্য এবং বর্তমান জটিল অবস্থার অবসানের জন্য কি করা যাইতে পারে, তিনি মহাত্মাকে তাহা নির্দেশ করিতে অনুরোধ করেন। মহাত্মা উহাদিগকে অপরাহ্নের প্রার্থনাসভায় যোগদান করিতে অনুরোধ করেন। উহারা যাইতে রাজী হন।

ফতেপুরে বহু মুসলমান ও একদল স্বেচ্ছাসেবক মহাত্মার সম্মুখে মহাত্মাকে সম্বর্ধনার জন্য সারি দিয়া দণ্ডায়মান ছিল। ফতেপুরে পৌছিবার অব্যবহিত পরেই মৌলবী ইব্রাহিম মহাত্মার সহিত দেখা করেন।

শ্রান্ত হইলেও মহাত্মাকে বেশ প্রফুল্ল দেখাইতেছিল। তিনি সমস্ত রাস্তা নানা বিষয়ে আলাপ করেন। এই অঞ্চলের গাছপালা জীবজন্তু সম্পর্কে মহাত্মাকে বিশেষ আগ্রহ সম্পন্ন দেখা যায়। বহু গাছের নাম তিনি শুনতে চান। মহাত্মার পায়ের ক্ষত এখনও আরাম হয় নাই। মহাত্মার ভ্রমণের পরবর্তী কেন্দ্রস্থল দাসপাড়া।

নগ্নপদে পল্লীপথ অতিক্রম

মাসিমপুর, ৭ই জানুয়ারী— নোয়াখালীতে আগমনের ঠিক দুই মাস পরে মহাত্মা গান্ধী ১ দিনে একটি গ্রাম পরিভ্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি গত পাঁচ দিন ধরিয়া চণ্ডীপুরে অবস্থান করিতেছিলেন। সেখান হইতে ২১/২ মাইল দূরে অবস্থিত মাসিমপুর পরিদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজীর গ্রাম পরিভ্রমণ আরম্ভ হয়। প্রাতঃকালীন প্রার্থনার পূর্বে দলের কয়েকজন সদস্যকে সম্বোধন করিয়া গান্ধীজী বলেন, 'অদ্য আমার জীবনের এক বিশেষ স্মরণীয় দিন'। তারপর তিনি তাহাদিগকে তাঁহার প্রিয় সঙ্গীত সুরদাসের 'বৈষ্ণব জনতা তে নকোহিয়া' শীর্ষক গানটি গাহিতে বলেন। উক্ত গানের বৈষ্ণব শব্দটির পরিবর্তে মুসলমান, ইসাহী প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়। সঙ্গীতটির অর্থ হইল এই যে, খাঁটী ধার্মিক ব্যক্তিগণ যে ধর্মাবলম্বীই হউন না কেন তাঁহারা একই ধরণের গুণের অধিকারী হন। গান্ধীজী নিজে সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন। আশ্রমবাসীদের মতে এইরূপ ঘটনা খুব কমই ঘটিয়াছে।

সেখান হইতে ১ মাইল যাইয়া গান্ধীজী এক কর্মকার ভবনে আসেন। সেখানে কয়েকজন নরনারী সমবেত হইয়াছিল। সেখানে গান্ধীজীকে কিছু ফল ও মিষ্টান্ন দেওয়া হয়। গান্ধীজী তাহা তাঁহার দলের লোকেদের মধ্যে বিতরণের জন্য বলেন। গান্ধীজী কয়েক মিনিট ধরিয়া সমবেত নরনারীকে লক্ষ্য করিয়া বক্তৃতা করেন।

তথ্যসূত্রে জানা গিয়াছে যে, বিহার সরকারের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী শীঘ্রই গান্ধীজীর নিকট আসিবেন এবং গ্রাম পরিভ্রমণের সময় গান্ধীজীর সহযাত্রী হইবেন। তিনি গান্ধীজী ও বিহার সরকারের মধ্যে যোগাযোগরক্ষাকারী অফিসার হিসেবে কাজ করিবেন এবং তিনি গান্ধীজীকে বিহারের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রাখিবেন। জানা গিয়াছে যে, আগামী মাসে গান্ধীজী যে সমস্ত গ্রাম পরিদর্শন করিবেন, মোটামুটিভাবে তাহার তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই তালিকা অনুযায়ী গান্ধীজী ফেব্রুয়ারী মাসে ত্রিপুরা জেলার কয়েকটি উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শন কবিবেন এবং ফেব্রুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহে হাইমচরে উপনীত হইবেন। এই সম্পর্কে মানচিত্র দেখা হইতেছে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে উক্ত তালিকা চূড়ান্তভাবে স্বীকৃত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

উপদ্রুত অঞ্চলের তিনটি গ্রাম
গান্ধীজীর নিকট ক্ষতির বিবরণ দাখিল

মাসিমপুর, ৭ই জানুয়ারী— সাম্প্রতিক হাঙ্গামার ফলে এই অঞ্চলের ৩টি গ্রামের যে ক্ষতি হইয়াছে, অদ্য কালুপুর-মাসিমপুর-কেরোয়া গ্রাম সেবাসঙ্ঘ গান্ধীজীর নিকট তাহার বিবরণ দাখিল করেন। এই বিবরণ হইতে জানা যায় যে, একটি গ্রামে সাম্প্রতিক হাঙ্গামার ফলে ১৫৭টি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ৯৭৮ জন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৩১টি বাড়ী লুণ্ঠিত হইয়াছে এবং আরও ৮৯টি গৃহ লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ ৯,২৩,১৪০ টাকা। অপর একটি গ্রামে সাম্প্রতিক হাঙ্গামার ফলে ৩১০টি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ১,৯০০ জন লোক কোন না কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ১০০টি গৃহ ভস্মীভূত ও লুণ্ঠিত হইয়াছে এবং আরও ২০০টি গৃহ লুণ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত গ্রামে ক্ষতির পরিমাণ ৭,৮০,৬৫৪টাকা।

অন্য একটি গ্রামে ৪টি গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে। এই গ্রামে ক্ষতির পরিমাণ ১,৯৫০টাকা।

৯ জানুয়ারি

API– Associated Press of India একটি সংবাদ সংগ্রহকারী এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রে সংবাদ সরবরাহকারী সংস্থা।

দাসপাড়ায়— দাসপাড়ার বসন্ত মজুমদারের বাড়িতে মহাত্মার শিবির হয়। ফতেপুরের মত দাসপাড়াও মুসলমান গ্রাম। মেট্রো গোল্ডুইন মায়ার কোম্পানির মি. লেনে মহাত্মার পল্লীভ্রমণের তথ্যচিত্র তৈরি করার জন্য এই সময় গান্ধিজির সঙ্গে ছিলেন এবং মাঝে মাঝে ছবি তোলার কাজ করেন।

লোকজন প্রায় কেউ আসছে না— ১০ জানুয়ারি আনন্দবাজার পত্রিকার সংবাদদাতা জানিয়েছেন, দাসপাড়ার প্রার্থনাসভায় অতি অল্প সংখ্যক মুসলমান যোগদান করেন। কারণ হিসেবে তিনি জানাচ্ছেন, মহাত্মার সঙ্গে সশস্ত্র পুলিশ থাকায় মুসলমানরা আসেন নি, শুধু তাই নয় ভয়ে অনেকে গ্রাম ছেড়ে চলে গেছেন। স্থানীয় একজন মুসলমান মহাত্মাকে নিজের বাড়িতে রাখতে চেয়ে পরে পিছিয়ে যান।

প্রার্থনা সভায় গান্ধিজি বিষয়টি উল্লেখ করেন, 'পুলিশের উপস্থিতির ভয়ে কতিপয় মুসলমান গ্রাম ত্যাগ করিয়াছেন জানিয়া আমি দুঃখিত ও লজ্জিত। অল্প সংখ্যক মুসলমান প্রার্থনা সভায় যোগদান করিয়াছেন বলিয়া আমি লজ্জিত নহি।'

অজিত— অজিত দে। দিল্লি থেকে নোয়াখালি যাত্রা করার সময় থেকে গান্ধিজির সফরসঙ্গী। মহাত্মার ব্যক্তিগত কাজের সহায়ক ছিলেন। নির্মলকুমার বসুর *My Days with Gandhi* গ্রন্থে নোয়াখালির কর্মী অজিতের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

নোয়াখালির পল্লীপথে নগ্নপদে মহাত্মার পরিভ্রমণ
বৃহস্পতিবার প্রাতে ফতেপুর ত্যাগ করিয়া দাশপাড়া গমন
ফতেপুর প্রার্থনাসভায় বক্তৃতা ঃ মুসলমানগণ প্রদত্ত দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন গ্রহণ
(স্টাফ রিপোর্টারের টেলিফোন)

দাশপাড়া, ৯ই জানুয়ারী— ফতেপুর গ্রামে একদিন অবস্থান করিয়া আজ প্রাতঃ সাড়ে সাত ঘটিকার সময় মহাত্মা দাশপাড়া গ্রাম অভিমুখে যাত্রা করেন এবং ৪৫ মিনিটকাল নগ্নপদে ভ্রমণ করিয়া অনুমান সাড়ে আট ঘটিকার সময় দাশপাড়া গ্রামে পৌছেন। ফতেপুর ত্যাগ করিবার সময় বহু মুসলমান মহাত্মার কুটীরদ্বারে সমবেত হন। মহাত্মার ভ্রমণকালে এক মুসলমান যুবক মহাত্মার নিকট গমন করেন। মহাত্মার সহিত তাঁহার ১৫ মিনিটকাল আলাপ-আলোচনা হয়। ফতেপুর হইতে যাত্রার প্রাক্কালে স্থানীয় মাদ্রাসার মৌলবী ইব্রাহিম ও স্থানীয় অপরাপর মুসলমান নেতাদের সহিত মহাত্মার হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনা হয়। মহাত্মা উহাদিগকে বলেন যে, একজন প্রকৃত কংগ্রেসকর্মীর কর্তব্য হইল হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতির পরিপুষ্টি সাধন। মহাত্মা বলেন, আপনারা আমাকে আশ্রয় দিয়াছেন, ইহাতে অত্যন্ত খুসী হইয়াছি। আমার খাদ্য সরবরাহের চাপও আপনাদের উপর দিয়া আপনাদিগকে বিব্রত করিবার ইচ্ছা আমার ছিল না। আমার সঙ্গেই আমার খাদ্য থাকে; কেননা, আমি সাধারণ খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত নহি। কিন্তু আমাকে যখন ছাগ-দুগ্ধ আনিয়া দেওয়া হইল, তখন আমি উহা গ্রহণ করিলাম।

দাশপাড়ায় মহাত্মা শ্রীযুত বসন্ত মজুমদারের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। ফতেপুরের ন্যায় এই গ্রামও মুসলমানপ্রধান। মহাত্মার ভ্রমণের পরবর্তী লক্ষ্যস্থল, জগৎপুর।

মেট্রো গোল্ডুইন মায়ার কোম্পানীর মিঃ লেনে মহাত্মার পল্লীভ্রমণের ছায়াচিত্র গ্রহণের জন্য এখানে আসিয়াছেন। আজ প্রাতে তিনি মহাত্মার ভ্রমণচিত্র গ্রহণ করেন।

ফতেপুরে একদিন অতিবাহিত

ফতেপুর, ৯ই জানুয়ারী-- অল্প কয়েকজন লোক এখানে মহাত্মার সহিত দেখা করেন। এক মুসলমান ভদ্রলোক আসিয়া মহাত্মাকে বলেন যে, তাঁহার বাড়ীর মেয়েরা মহাত্মাকে কিছু খাবার দিতে চাহেন। মহাত্মা ইহাতে খুব আনন্দিত হন।

প্রার্থনাসভায় মহাত্মার ভাষণ

ফতেপুর, ৮ই জানুয়ারী— মহাত্মার প্রার্থনাসভায় আজ অনুমান সাতশত লোক যোগদান করেন। ইহার অধিকাংশই মুসলমান। বেশী সংখ্যক লোক প্রার্থনা সভায় যোগদান করায় মহাত্মা আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, অনেকে বলিয়া থাকেন যে, জনগণ যখন নেতাদের কথামত চলে, তখন মহাত্মা বিভিন্ন দলের নেতাদের মধ্যে— মিলন ঘটাইতেছেন না কেন, এ বিষয়ে মহাত্মা বলেন— আমি নিজেই যখন পথ দেখিতে পাইতেছি না, তখন অপরকে পথ দেখাইব কি করিয়া? তবে আমি পথ খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছি। ভগবান আমাকে যাহা করাইতেছেন,— আমি তাহাই করিতেছি। আমি বহুদিন মুসলমানদের মধ্যে বাস করিয়াছি এবং তাঁহাদের প্রদত্ত খাদ্য গ্রহণ করিয়াছি; কারণ তাঁহারা আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন। বিভিন্ন ধর্ম্মমতের মধ্যে আমি কখনও পার্থক্য বোধ করি না। ভগবানের অনেক নাম থাকিতে পারে কিন্তু এক— আল্লা, রাম অথবা যে নামেই তাঁহাকে ডাকুক না কেন, তিনি একই। শিবপুরের মৌলবী ফজলুল হক অতঃপর বক্তৃতা-প্রসঙ্গে মুসলমানগণকে হিন্দুদের সহিত সৌভ্রাত্র প্রতিষ্ঠার আবেদন জানান। উভয় সম্প্রদায় যাহাতে পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় পরস্পরের শুভেচ্ছা লইয়া বসবাস করিতে পারে, তাহার উপায় নির্ধারণ কবিতে অনুরোধ করেন। প্রার্থনার পর মহাত্মা এক মাইল পথ হাঁটিয়া মৌলবী আনোয়ারউল্লার গৃহে গমন করেন। কিছুকাল তথায় অবস্থান করিয়া তিনি নিজ কুটীরে প্রত্যাবর্তন করেন।

অভয় আশ্রমে যাইবার সম্ভাবনা

অদূরভবিষ্যতে মহাত্মা কুমিল্লা অভয় আশ্রমে যাইতে পারেন। এখানে মহাত্মাকে এক লক্ষ টাকার একটি তোড়া উপহার দেওয়া হইবে। অভয় আশ্রমের কোষাধ্যক্ষ আজ এখানে আসিয়া মহাত্মার সহিত দেখা করিয়াছেন। অভয় আশ্রম বিধ্বস্ত অঞ্চলের নিরাশ্রয় একশত বালিকাকে এক বৎসরের জন্য আশ্রয় এবং শিক্ষাদান করিবেন, এজন্য আমেদাবাদ রিলিফ কমিটি আশ্রমকে এক বৎসরের জন্য মাসিক চার হাজার টাকা সাহায্য দিবেন।

গান্ধীজীর পল্লী-পরিক্রমা
পদব্রজে গ্রাম হইতে গ্রামান্তর গমনের কার্যসূচী

দাশপাড়া (নোয়াখালী, ১০ই জানুয়ারী)— দাশপাড়ার পর মহাত্মা গান্ধী পদব্রজে যেদিন যে গ্রামে যাইবেন, নিম্নে তাহার তালিকা প্রকাশিত হইল :—

১০ই জানুয়ারী— জগতপুর। ১১ই জানুয়ারী— লামচর। ১২ই জানুয়ারী— করপাড়া। ১৩ই জানুয়ারী— সাহাপুর। ১৪ই জানুয়ারী— ভাটিয়ালপুর। ১৫ই জানুয়ারী— নারায়ণপুর। ১৬ই জানুয়ারী— দাশঘরিয়া। ১৭ই জানুয়ারী— পারকোট। ১৮ই জানুয়ারী— আঁতাকোরা। ১৯শে জানুয়ারী—শিরণ্ডী। ২০শে জানুয়ারী— কেতুরী। ২১শে জানুয়ারী— পানিয়লা। ২২শে জানুয়ারী— দালতা। ২৩শে জানুয়ারী— মুরাইম। ২৪শে জানুয়ারী— হাসনাবাদ (ত্রিপুরা জেলা)। ২৫শে জানুয়ারী—মাসুদপুর (নোয়াখালী জেলা)। ২৬শে জানুয়ারী— পাল্লা। ২৭শে জানুয়ারী— বাদলকোট। ২৮শে জানুয়ারী— চাটখিল পাঁচগাঁও। ২৯শে জানুয়ারী— ভোয়ার। ৩০শে জানুয়ারী— জোয়াগ। ৩১শে জানুয়ারী—অমকী। ১লা ফেব্রুয়ারী—নাওরী।

সম্ভবতঃ কয়েকটি ক্ষুদ্র পল্লী গান্ধীজীর ভ্রমণ-তালিকা হইতে বাদ যাইবে। — এ.পি.

১০ জানুয়ারি

কাহিনী সব লিখলাম— লাবণ্য নামে ধর্ষিতা মেয়েটির কথা নির্মলকুমার বসু সব লিখে নিয়েছিলেন। নোয়াখালির দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষগুলির কাছ থেকে তাদের দুর্দশার কাহিনী সব সংগ্রহ করা হয়েছিল।

> আমার নাম লাবণ্যপ্রভা মজুমদার, পিতা চন্দ্রমাধব পণ্ডিত, আমার বয়স ১৮। হাঙ্গামায় আমাদের বাড়ীতে আমার আপন ভাই বিলাসচন্দ্র মজুমদার (২৩) এবং যোগেশচন্দ্র মজুমদার (২৬/২৭) দুজনকে কাটিয়া ফেলে।
>
> কোজাগরী পূর্ণিমা বৃহস্পতিবার ছিল, তাহার একদিন পরে শনিবার তারিখ ( ) ৮/৯টার সময় বহু মুসলমান বাড়ীর চারদিক ঘেরিয়া আসে। বাড়ী ঘর ভরিয়া যায়। প্রথমে তাহার লুট করিতে আরম্ভ করে, আমরা তখন উঠানে দাঁড়াইয়া ছিলাম। তাহার পর পাটখড়িতে তেল ঢালিয়া তাহারা ঘরে ঘরে আগুন লাগাইতে থাকে। সেই সময় আমি ও আমার বৌদিদি ননীবালা (২৩/২৪) দুজনে রান্নাঘরের পিছনে বাগানে পলাইয়া যাই। ঘর পুড়িয়া পড়িয়া যাওয়ার পর ঠিক দুপুরের সময়ে কালা মিঞা শেখ খুঁজিতে খুঁজিতে আমাকে দেখিতে পাইয়া 'মহম্মদ, আতর আলি একটা মেয়ে পেয়েছি রে' বলে চেঁচায়। তখন তাহারাও আসিয়া পড়ে। আমাদের বাড়ীর পশ্চিমে রাস্তার অন্যদিকে কালা মিঞা শেখের বাড়ী, সেখানে আমাকে লইয়া যায়। মহম্মদ ও আতর আলির বাড়ী আমাদের বাড়ী সংলগ্ন। পথে অনেক বাড়ীর মুসলমানদের সঙ্গে দেখা হয়, তাহারা জিজ্ঞাসাবাদ করে কোন্ বাড়ীর মেয়ে। খবর জানিয়া বলে, ইহাকে ছাড়িস না লইয়া যা। আতর আলি ও মহম্মদ আমার হাত ধরিয়া ছিল, কালা মিঞা পিছনে ছিল, সে আমাকে ধাক্কা দেয়। আমি চেঁচাই নাই। সেখানে পৌঁছাতে মেয়েরা হাসাহাসি করিতে থাকে। তখন আমাকে ঘরে লইয়া ৩জন ঘরে ঢোকে, মহম্মদ ও আতর আলি বাহির হইয়া যায়। কালা মিঞা ও আতর আলি থাকিতে থাকিতেই আমার কাপড় খুলিয়া ফেলে। জামা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বুকে হাত দেয়। তখন আমি দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিলাম। আমাকে জোর করিয়া শোয়াইয়া অত্যাচার করে। আমি ভয়ে সহ্য করি। তাহার পর মহম্মদ আসে, আতর আলি দুয়ারের (ভিতরের দিকে) দাঁড়াইয়া ছিল। আতর আলি বুকে হাত দেয়, কিছু করে না। দুপুর রাত্রে আতর আলি ও কালা মিঞা পুনরায় আমার উপর অত্যাচার করে।

সারাদিন তারা আমাকে খাওয়াইবার চেষ্টা করে। শেষে বৈকালে আমাদের পূর্বধারের বাড়ীতে তিনজন আসিয়া আমাকে রাখিয়া যায়।

১০ই জানুয়ারি ১৯৪৭

শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা মজুমদার

লাবণ্য পরে ১১ই তারিখে আমাকে আরও কয়েকটি সংবাদ দেয়। কালা মিঞা অত্যাচার করিবার পর তাহার কাপড়ে রক্ত লাগে। সে ইতিপূর্বে কোন পুরুষের সহিত সম্পর্কিত হয় নাই।

কুমিল্লায় রিলিফ ক্যাম্পে থাকার সময়ে তাহাকে আশ্রমে থাকিতে বলা হয়; কিন্তু সে চাহেনা। পাশের বাড়ীর (রাধাচরণ দের বাড়ীতে) মণীন্দ্রচন্দ্র দে তাহাকে এক বৎসর হইতে বিবাহ করিতে চায়। তাহার আপত্তি নাই।

তাহার মার সঙ্গেও আমার কথা হয়। তিনি বলেন দাঙ্গার কিছুদিন পূর্ব হইতেই মুসলমানের এ বাড়ীর জন্মাষ্টমী, শীতলা পূজা প্রভৃতি পর্ব উপলক্ষ্যে যে সকল বাজনা বা উলুধ্বনি হয় তাহা শুনিয়া বলিত যে এসকল শুনলে মুসলমানদের গুনা হয়। কিন্তু এর মধ্যেই বাড়ীতে বসন্ত হওয়ায় ইহাদের শীতলাঠাকুরের কাছে মুসলমানেরা পূজা দিয়া গিয়াছে। ইঁহারা সম্পন্ন গৃহস্থ। ইহার বড়ভাই-এর সঙ্গে দেখা হইল, শুনিলাম মামলা মকদ্দমা লইয়া থাকেন, মুসলমানেরা খুব অসন্তুষ্ট এবং ইহাকে কাটিতে চেষ্টা করিয়াছিল। এখনও শাসায়।

নির্ম্মলকুমার বসু

১১/১/১৯৪৭

টিবেটিন— অম্ল, অজীর্ণ, উদরাময় ও ভেদবমির গার্হস্থ্য ঔষধ। কলেরার প্রতিবেধক। প্রস্তুতকারক — সায়েন্টিফিক ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতা।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

দাশপাড়া হইতে মহাত্মার জগৎপুর গমন

পল্লী পরিক্রমার পরবর্তী লক্ষ্যস্থল লামচর গ্রাম

মহাত্মার অনুগামী পুলিশ প্রহরী সরাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিতে গান্ধীজীর অনুরোধ

দাশপাড়া প্রার্থনা সভায় মহাত্মার বক্তৃতা

জগৎপুর, ১০ই জানুয়ারী— অনুমান একঘণ্টাকাল পরিভ্রমণের পর শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮ ঘটিকায় মহাত্মা দাশপাড়ার আড়াই মাইল পূর্বে অবস্থিত জগৎপুর গ্রামে পৌঁছেন। মহাত্মার পল্লী-পরিক্রমার ৫ম গ্রাম জগৎপুরে তিনি শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভৌমিকের গৃহে অবস্থান করিতেছেন— এই গ্রামে আসিবার সময় মহাত্মাকে দুর হইতে একখানা ভস্মীভূত বাড়ী দেখান হয়, হাঙ্গামার সময় এক বাড়ীতে দুইজন লোক নিহত হয়, বাড়ীটি শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভৌমিকের বাড়ীর সংলগ্ন। আক্রমণকারীগণ চীৎকার করিতে করিতে যখন ঐ বাড়ীর দিকে আসিতেছিল তখন ভয়ে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া ঐ বাড়ীর এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়। মহাত্মা যে পথ দিয়া যাইতেছিলেন ঐ পথের ধারেই আততায়িগণ বৃদ্ধাকে কবর দিয়াছিল। মহাত্মা ঐ স্থানটি দেখেন।

গোলযোগের সময় এই গ্রামে আরও তিনজন নিহত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। মহাত্মা আগামীকল্য লামচর যাইবেন এবং তথায় শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন চৌধুরীর গৃহে অবস্থান করিবেন।

পিচ্ছিল সেতু অতিক্রম

জগৎপুর, ১০ই জানুয়ারী— জগৎপুর যাইবার পথে মহাত্মাকে একটি শিশিরসিক্ত পিচ্ছিল সাঁকো পার হইতে হয়। রাস্তার দুই পার্শ্বেই বহু মুসলমান মহাত্মাকে দেখিবার আশায় দণ্ডায়মান ছিলেন। এই গ্রামটির আয়তন দুই বর্গ মাইল— গ্রামটি রামগঞ্জ থানার তিন মাইল দক্ষিণে। হাঙ্গামার পূর্বে এই গ্রামের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা ছিল ৫শত। মহাত্মা এখানে আসিলেই এখানকার হাঙ্গামার বিবরণ মহাত্মার নিকট দাখিল করা হয়।

— এ. পি

ফতেপুর প্রার্থনাসভায় বক্তৃতা

বুধবার ফতেপুরে প্রার্থনা সভায় বহু মুসলমান যোগদান করিয়াছিলেন। ঐ সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে মহাত্মা বলেন যে, হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর পরস্পরকে অবাধে নিজ নিজ ধর্মাচরণ করিতে দিলেই আমি আমার বর্তমান ব্রত সার্থক বলিয়া মনে করিব। মৌলবী আমানতুল্লা কোরাণ আবৃত্তি করেন।

দাশপাড়া প্রার্থনা সভায় বক্তৃতা

দাশপাড়া (নোয়াখালি)— ৯ই জানুয়ারী অদ্যকার প্রার্থনা সভায় মহাত্মা গান্ধী সমবেত জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "নোয়াখালি জেলার মুসলমানদের বাঙ্গলা গবর্ণমেন্টকে (ইহা তাঁহাদের নিজেদেরই গবর্ণমেণ্ট) বলা উচিত যে, গান্ধীজীর জন্য পুলিশ বা মিলিটারী প্রহরীর কোনই প্রয়োজন নাই; নোয়াখালি জেলায় ভ্রমণকালে তাঁহারাই গান্ধীজীকে রক্ষা করিবেন।"

প্রার্থনা সভায় সমবেত অল্প সংখ্যক মুসলমানকে লক্ষ্য করিয়া মহাত্মা গান্ধী পূর্বোক্ত মন্তব্য করেন। তিনি বলেন,— দাশপাড়া মুসলমানপ্রধান পল্লী। তাঁহাকে এই আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল যে, দাশপাড়ায় অধিক সংখ্যক মুসলমান সমবেত হইবেন। কিন্তু অল্প কয়েকজন মাত্র এখানে আসিয়াছেন। গান্ধীজী বলেন, তাঁহাকে বলা হইয়াছিল যে, বহু মুসলমান এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে এবং তাঁহার সঙ্গে পুলিশ আছে বলিয়া অনেকে ভয়ে আসিতে পারে নাই।

গান্ধীজী বলেন,— ভয় করিয়া একজন মুসলমানেরও সরিয়া থাকা তিনি উচিত বলিয়া মনে করেন না। ভয়ের জন্য কেহ আসে নাই শুনিয়া তিনি লজ্জাবোধ করিতেছেন।

স্থানীয় স্কুল প্রাঙ্গণে প্রার্থনাসভার অনুষ্ঠান হয়। গান্ধীজী বলেন,— ইহার পূর্বে এক গ্রামে তিনি মৌলবী ইব্রাহিমের বাড়ীতে ছিলেন। সেখানে প্রার্থনা সভায় বহু মুসলমান যোগ দিয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গে ভ্রমণকালে মুসলমানদের বাড়ীতে থাকার আকাঙ্ক্ষাই তাঁহার মনে সর্বদা জাগরুক ছিল। তিনি যাঁহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিবেন, তাঁহাকে কিছুই ব্যয় করিতে হইবে না; কারণ তাঁহার (গান্ধীজীর) আহার্যের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, পূর্বেই তাহার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। তিনি তাঁহার মুসলমান বন্ধুদের নিকট কেবল আশ্রয় চাহেন।

গান্ধীজী বলেন,— তাঁহার সহিত পুলিশ ও মিলিটারী আসিতেছে শুনিয়া বহুলোক গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, ইহাতে — তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছেন। গান্ধীজী বলেন,— আত্মরক্ষার জন্য আমরা মিলিটারী

বা পুলিশের উপর নির্ভর করিতে চাই না। কিন্তু তাঁহাকে প্রহরা দিয়া রক্ষা করার জন্য বাঙ্গলা সরকার পুলিশ ও মিলিটারী প্রহরী দিয়াছেন। গান্ধীজী জিজ্ঞাসা করেন,— "যাহা হউক, তিনি যদি পীড়িত হন— অথবা অন্যভাবে মৃত্যুর সম্মুখীন হন, কে তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারে? একমাত্র ভগবানই প্রকৃত রক্ষা-ব্যবস্থা করিতে সমর্থ। নির্দোষ ব্যক্তিদের ভয়ের কিছুই নাই। যদি কেহ কোনও অন্যায় করিয়া থাকেন, ভগবানের নিকট তাঁহার অনুতাপ করা উচিত এবং ক্ষমা চাহিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা কর্তব্য।

উপসংহারে গান্ধীজী বলেন,— সুরাবর্দী গবর্ণমেণ্ট-- মুসলিম লীগ গবর্ণমেণ্ট। যিনি তাঁহাদের জেলায় ভ্রমণ করিতেছেন, তাঁহার সহিত সামরিক প্রহরী দেওয়া যদি তাঁহাদের (মুসলমানদের)— অনভিপ্রেত হয় তাহা হইলে তাঁহাদের অতিথির সম্বন্ধে এই রক্ষা-ব্যবস্থা রহিত করার জন্য তাঁহারা তাঁহাদের গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করুন এবং গবর্ণমেণ্টকে এই প্রতিশ্রুতি দিন যে, তাঁহার (গান্ধীজীর) জন্য আদৌ কোনও রক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজন হইলে তাঁহারাই (মুসলমানরাই) তাহা করিবেন। গান্ধীজী আশা করেন যে, তাঁহার মুসলমান বন্ধুগণ অবশ্যই এই ব্যবস্থা করিবেন।

প্রার্থনার পর গান্ধীজী যথারীতি ভ্রমণে বহির্গত হন।

গ্রামের নেতৃস্থানীয় মুসলমানগণ এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদদাতাকে বলেন,— একমাত্র ভয়ের জন্যই যে মুসলমানগণ প্রার্থনা সভায় উপস্থিত হন নাই; তাহা নহে। তাঁহারা বলেন যে, একজন মুসলমান প্রার্থনা সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং কোরাণ হইতে একটি অংশ আবৃত্তি করিয়াছিলেন। তাঁহারা আরও বলেন যে, বহু মুসলমান সপ্তাহান্তিক হাটে চলিয়া গিয়াছিল। সেইজন্য তাহারা প্রার্থনা সভায় যোগ দিতে পারে নাই, নেতৃস্থানীয় মুসলমানগণ স্বীকার করেন যে, কেহ কেহ ভয়ে আসে নাই, ইহা সত্য। তাঁহারা গান্ধীজীর সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা করেন। মুসলমানগণ অদ্য রাত্রে নামাজের পর গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

মহাত্মাজী সকাশে শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী

দাশপাড়া, ৯ই জানুয়ারী— অদ্য অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী দাশপাড়ায় মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রকাশ, মহাত্মাজী তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, মিস্ আমতুস্ সালামের জীবন যাহাতে রক্ষা পায়, মুসলমানদের তাহা দেখা কর্তব্য। এই ব্যাপারে অন্যান্য লোকেরা কেবল এই আশাই করিতে পারেন যে, তাঁহার এই কৃচ্ছ্রাচারের ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পুনরায় সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

আশ্রয়প্রার্থীদের স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন

আশ্রয়প্রার্থিগণ ক্রমাগত তাঁহাদের নিজ নিজ গ্রামে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। ভূতপূর্ব আশ্রয়প্রার্থীরা এক্ষণে উন্মুক্ত আকাশের নীচে তাঁহাদের ভস্মীভূত গৃহে বাস করিতেছেন, এই দৃশ্য আদৌ বিরল নহে। নববলে বলীয়ান হইয়া সাহসে নির্ভরকরতঃ তাঁহারা এক্ষণে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত চলাফেরা করিতেছেন। আজকাল অপরাহ্নে শঙ্খধ্বনি ও মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি শ্রুত হইতেছে। তাহাদের আস্থা যে পুনরায় ফিরিয়া আসিতেছে এই ব্যাপারে তাহাই সূচিত হইতেছে।

১১ জানুয়ারি

অরুণ দাশগুপ্ত— লামচর ত্রাণ শিবিরের কর্মী। এখানে মহাত্মার প্রার্থনা সভায় দেওয়া ভাষণের বাংলা অনুবাদ করে শ্রোতাদের শুনিয়েছিলেন।

যথেষ্ট পোড়ানো বাড়ী... ১১টি খুন হয়েছে — সেদিন গান্ধিজির সঙ্গে থাকা আনন্দবাজার পত্রিকার সংবাদদাতার প্রতিবেদন—

পুকুর হইতে কয়েকটি গলিত শব ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উদ্ধার
আরও মৃতদেহ জলের নীচে রহিয়াছে বলিয়া অনুমান
লামচরে গান্ধীজী কর্তৃক বিচ্ছিন্ন মৃতদেহগুলি দর্শন

লামচর (নোয়াখালি), ১২ই জানুয়ারী— গতকল্য অপরাহ্ণে লামচর হইতে প্রায় দুই মাইল দক্ষিণ-পূর্বে আজিমপুর গ্রামে ধান্যক্ষেত্রসমূহের মধ্যস্থিত উচ্চ পাড়বিশিষ্ট এক গভীর পুকুর হইতে চারি ঘণ্টা অনুসন্ধানে কয়েকটি গলিত শব এবং বিচ্ছিন্ন কতকগুলি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উত্তোলিত হওয়ায় এক রহস্য প্রকাশ পাইয়াছে। দৈবক্রমে গান্ধীজীর আগমনের সময়ে ঐ সমস্ত মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে।

গতকাল পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ আবদুল্লা গান্ধীজীর সঙ্গে এখানে আসিলে সিংহচৌধুরী বাড়ীর (গান্ধীজী ঐ বাড়ীতে অবস্থান করিয়াছিলেন) একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহাকে জানান যে, হাঙ্গামার সময়ে নিহত কয়েক ব্যক্তির মৃতদেহ উক্ত পুকুরে লুকাইয়া রাখা হইয়াছে। মিঃ আবদুল্লার নিজের হস্তক্ষেপের ফলে ঐ সমস্ত মৃতদেহ উদ্ধার হইয়াছে।

কয়টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হইয়াছে বর্তমান সময়ে তাহা বলা কঠিন, কারণ, মৃতদেহগুলি অংশে অংশে উঠান হইয়াছে; তাহাও দুইজন পুলিশ অফিসার এবং দুইজন বন্দুকধারী কনষ্টেবলের উপস্থিতিতে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকগণ কর্তৃক অনেক ডুব দিবার পর উঠান হইয়াছে।

ঐ সমস্ত বিচ্ছিন্ন মৃতদেহ লামচর স্কুল ময়দানে আনিয়া রাখা হয়। তথায় অনুষ্ঠিত প্রার্থনা-সভায় যাইবার সময়ে গান্ধীজী ঐ সমুদায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। তাঁহাকে নিহত ব্যক্তিদের সম্পর্কিত ঘটনাসমূহ জানান হয়। তিনি ঐগুলি দেখিয়া ব্যথিত হন; কিন্তু তিনি কোন মন্তব্য করেন নাই।

পুলিশের মতে অন্ততঃ চারি ব্যক্তির মস্তকহীন দেহ এবং আরও ৫/৬ জনের বিচ্ছিন্ন অস্থিসমূহ উদ্ধার করা হইয়াছে। কিন্তু পুকুরে ডুব দিয়াছিল এরূপ একব্যক্তি বলিতেছে যে, অন্ততঃ নয় ব্যক্তির অস্থি উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহাদের মতে কোন কোন মৃতদেহের কেবল কয়েকটি অস্থি জল হইতে উঠান গিয়াছে, কারণ জলের নীচ হইতে সমগ্র কঙ্কাল বহন করিয়া উঠা অসম্ভব। ঐ পুকুরে আরও মৃতদেহ রহিয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে, কিন্তু পুকুর অত্যন্ত গভীর বলিয়া ঐ সমুদয় উদ্ধার করা যায় নাই।

ঐ সমস্ত মৃতদেহের একটিতে এখনও মোটা কাপড়ের সম্ভবতঃ খাদির একটি ছেঁড়া পাঞ্জাবী ছিল। অপর এক মৃতদেহে ব্লাউজ ও শাড়ীর অবশিষ্টাংশের ন্যায় কিছু ছিল। হাঙ্গামার সময়ে লামচরের ১১ জন এবং উহার দুই মাইল পূর্বে অবস্থিত করপাড়ার ৩৫জন লোক নিহত হইয়াছিল। রামগঞ্জ থানার এলাকায় নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে কোন নারী ছিল না। করপাড়া ভবনের একজন বিবাহিতা মহিলা এবং একজন তরুণী নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন। শাড়ী পরা একটি মৃতদেহের পা দুইটি বাঁধা ছিল; ঐ মৃতদেহ দেখিলে মনে হয় যে, অন্যান্যের অপেক্ষা পরবর্তী কোন তারিখে তাহার শোচনীয় মৃত্যু ঘটিয়াছে।

পল্লী পরিক্রমার ষষ্ঠ গন্তব্যস্থল লামচর গ্রামে মহাত্মাজী
পুরনারীগণ কর্তৃক স্বাগত সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান
পথিমধ্যে অপেক্ষমাণ মুসলমান জনগণের অভিবাদন গ্রহণ
(মহাত্মাজীর সহিত ভ্রমণরত স্টাফ রিপোর্টার প্রেরিত)

লামচর, ১১ই জানুয়ারি— জগৎপুর ত্যাগ করিয়া ১ ঘণ্টা ৫ মিনিট ভ্রমণের পর মহাত্মা গান্ধী তাঁহার পল্লী পরিক্রমা তালিকার ষষ্ঠ গ্রাম লামচরে পৌঁছেন। মহাত্মাজীর যাত্রা করিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়া যায়। কেননা, মহাত্মাজী রাত্রি আড়াইটার সময় শয্যাত্যাগ করিয়া পত্রলেখায় ব্যাপৃত হন। প্রাতঃকালীন প্রার্থনানুষ্ঠানের পর গান্ধীজী পুনরায় নিদ্রামগ্ন হন। নিদ্রাভঙ্গের ১৫ মিনিট পরেই তিনি তাঁহার কুটীর ত্যাগ করিয়া জগৎপুর হইতে তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত লামচর অভিমুখে যাত্রা করেন। বেলা ৮-৫০ মিনিটে গান্ধীজী লামচরে পৌছেন। গান্ধীজী নগ্নপদে ভ্রমণ করেন। পল্লী পরিক্রমাকালে গান্ধীজী বরাবরই নগ্নপদে ভ্রমণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন।

গান্ধীজী ধান্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া পদব্রজ ভ্রমণ করিতে থাকেন। লামচর গ্রামের প্রান্তভাগে পৌঁছিলে একটি সংকীর্তন দল তাঁহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে। ইঁহারা রামধুন সঙ্গীত করিতে করিতে গান্ধীজীর জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। অতঃপর এই সংকীর্তনের দল গান্ধীজীর পুরোভাগে থাকিয়া তাঁহার সহিত যাত্রা করে। গান্ধীজী লামচর গ্রামে তাঁহার সাময়িক আবাসস্থলে না পৌঁছান পর্যন্ত তাহারা কীর্তন গাহিতে থাকে। কীর্তনীয়া দলের সহিত আরও অনেকে যোগদান করিয়া রামধুন সঙ্গীত করেন।

ভগ্মীভূত গৃহ পরিদর্শন

পথিমধ্যে গান্ধীজী দুইটি ভস্মীভূত গৃহ পরিদর্শন করেন। ইহার মধ্যে একটি গৃহের মালিক গান্ধীজীর নিকট তাঁহার দুর্দশার কাহিনী বিবৃত করেন। গান্ধীজী তাঁহাকে বিষয়টি নোয়াখালির পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টের সমীপে পেশ করিতে বলেন। অদ্যকার ভ্রমণের সময় উক্ত পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট গান্ধীজীর অনুগমন করেন।

মুসলমানগণের সম্বর্ধনা

রাস্তার সংযোগস্থলে কয়েকজন বালক-বালিকাসহ একদল মুসলমান গান্ধীজীকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। তাঁহারা মহাত্মাজীকে কয়েকটি ডাব উপহার দেন। পরে তাঁহারা গান্ধীজীব অনুগমন করিয়া তাঁহার সহিত লামচর পর্যন্ত আসেন। পথিমধ্যে আরও অনেক স্থানে মুসলমানদিগকে গান্ধীজীর জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে দেখা যায়। গান্ধীজী তাঁহাদের নিকটে আসিলে তাঁহারা গান্ধীজীকে অভিবাদন করেন। গান্ধীজী তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকটে আসিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়ান এবং স্মিতহাস্য সহকারে তাঁহাদের অভিবাদন গ্রহণ করেন।

জগৎপুর হইতে লামচর যাত্রার পথে মহাত্মাজী নোয়াখালির অন্যতম সর্বোচ্চ সেতু অতিক্রম করেন। লামচরে গান্ধীজী সিংহচৌধুরীদের গৃহে অবস্থান করিবেন। বহু নরনারী গান্ধীজীর আগমন প্রতীক্ষায় এই গৃহে সমবেত হইয়াছিলেন। গান্ধীজী তাঁহার রাত্রিবাসের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশকালে পুরাঙ্গনাদের দ্বারা সনাতন প্রাচ্য রীতি অনুযায়ী সম্বর্ধিত হন।

গান্ধীজী আগামীকল্য করপাড়া যাত্রা করিবেন। এই গ্রামটি লামচর হইতে প্রায় এক মাইল পূর্বে অবস্থিত। লামচরে গান্ধীজী শ্রীযুত মনোরঞ্জন চৌধুরীর আতিথ্য গ্রহণ করেন।

লামচরে গ্রামরক্ষী দল

গান্ধীজীর নিকট যে তথ্যাবলী পেশ করা হইয়াছে, তাহাতে প্রকাশ, উপদ্রুত অঞ্চলের মধ্যে সম্ভবতঃ একমাত্র লামচর গ্রামেই ধর্মান্তরিতকরণ, নারী-নিপীড়ন অনুষ্ঠিত হয় নাই। এই গ্রামের কেহ নিখোঁজও হয়

নাই। গ্রামের যুবকবৃন্দ রক্ষীদল সংগঠন করিয়াছিলেন। উক্ত বিবৃতিতে আরও বলা হইয়াছে, হাঙ্গামার সময় গ্রামে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ৮৫০ জন এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৭৫০ জন লোক ছিলেন। গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে এগারজন নিহত হন। বাসগৃহ ভস্মীভূত হওয়ায় ৩৬টি দরিদ্র পরিবার গৃহহীন হয়।

রক্ষীদল সরাইয়া লওয়ার প্রস্তাব সম্পর্কে মিঃ সুরাবর্দীর উক্তি

নয়াদিল্লী, ১১ই জানুয়ারী— মহাত্মাজীর রক্ষাকল্পে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেনা ও পুলিশ দল মোতায়েন রাখিবার ব্যবস্থা তুলিয়া— লইবার জন্য, মহাত্মাজী পুনঃ পুনঃ প্রস্তাব পেশ করিতেছেন, তৎসম্পর্কে বাঙ্গলার প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, 'মহাত্মা গান্ধী তাঁহার বক্তব্য পরিষ্কার করিয়াই বলিয়াছেন। এই ব্যাপার সম্পর্কে মহাত্মাজীর ধারণা কি তাহা ভাবিলে চলিবে না। বাঙ্গলা সরকার কোনরূপ ঝুঁকি লইতে পারে না এবং তাঁহার নিরাপত্তার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।'

— এ. পি

আমার মৃত্যু ঈশ্বরের অভিপ্রেত হইলে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না

দাশপাড়া, ৯ই জানুয়ারী— নোয়াখালীর জীবনযাত্রা সম্বন্ধে একটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান প্রসঙ্গে গান্ধীজী নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন— আমি বাঁচিয়া থাকি ইহাই যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে কেহ আমার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারে না। আমার মৃত্যুই যদি ঈশ্বরের বিধান হইয়া থাকে তাহা হইলে কেহই আমাকে বাঁচাইতে বা রক্ষা করিতে পারিবে না। মৃত্যু আসিলে পুলিশ বা সৈন্যদল কেহই আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। এই জগতে জীবন ও মৃত্যু অপ্রতিরোধ্য। ইহা নিশ্চিত যে, প্রত্যেককেই একদিন মরিতে হইবে। তাহা হইলে মৃত্যুভয়ে ভীত হওয়া কেন? মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করা যায় এইরূপ দেখাইবার চেষ্টাই বা কেন?

— ইউ. পি

১২ জানুয়ারি

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

নোয়াখালির সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাম করপাড়ায় মহাত্মা
পল্লী পরিক্রমার ষষ্ঠ দিবস অতিবাহিত
জগৎপুর প্রার্থনা সভায় মহাত্মার ভাষণ
বলপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণ ইসলামের শিক্ষা নহে
(টেলিফোন যোগে স্টাফ রিপোর্টার প্রদত্ত)

করপাড়া (নোয়াখালি), ১২ই জানুয়ারী— মহাত্মা গান্ধী করপাড়ায় আজ পৌঁছিয়াছেন। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে মহাত্মা গান্ধীর পদব্রজে ভ্রমণের আজ ষষ্ঠ দিবস অতিবাহিত হইল। সকাল সাড়ে সাতটার সময় লামচর হইতে যাত্রা করিয়া প্রায় আধ ঘণ্টায় মহাত্মা গান্ধী অনুমান দেড় মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছেন। হাঙ্গামার ফলে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত করপাড়া গ্রামে তিনি প্রায় ৮ টার সময় পৌঁছেন।

ধর্মান্তর গ্রহণ অন্তরের বিষয়

জগৎপুর, ১১ই জানুয়ারী— অদ্যকার প্রার্থনা সভায় গান্ধীজী ধর্মান্তর গ্রহণ সম্পর্কিত বিষয় অবতারণা

করিয়া বলেন, বল প্রয়োগের নীতি অনুসরণ করিয়া নোয়াখালিতে নরনারী শিশুনির্বিশেষে ধর্মান্তরিত করা হইয়াছে। ধর্মান্তর গ্রহণ অন্তরের বস্তু। স্বীয় ধর্ম এবং ঈপ্সিত ধর্ম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান না থাকিলে ধর্মান্তর গ্রহণ অন্তরের বস্তু বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

গান্ধীজী আরও বলেন, বলপ্রয়োগে নরনারীকে ধর্মান্তরিত করা ইসলামের শিক্ষা নহে। ইসলামের ইতিহাসে ইহার সমর্থনে কোনরূপ যুক্তি প্রদর্শিত হয় নাই।

উপসংহারে গান্ধীজী বলেন, উভয় সম্প্রদায়ের নরনারী পরস্পরের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং ধর্মান্তর গ্রহণ বিষয়টি সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বেচ্ছামূলক বলিয়া স্বীকার না করিলে প্রকৃত ঐক্য স্থাপিত হওয়া সম্ভব নহে।

অদ্যকার প্রার্থনাসভা শেষে গান্ধীজী বলেন, "ধন-প্রাণরক্ষার উদ্দেশ্যে মুসলমানেরা হিন্দুদের নিকট ধর্মান্তরগ্রহণের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে হিন্দুরা যদি সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া ধর্মান্তরগ্রহণ করেন, তাহা হইলে বলপ্রয়োগের প্রশ্ন আসে কি করিয়া? কিছুদিন পূর্ব হইতে আমি এই ধরণের কথা শুনিতেছি এবং গতকাল হইতে উল্লিখিতরূপ আলোচনা প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছে। উক্ত উক্তির সত্যাসত্য নির্ধারণের জন্য এক মুহূর্ত সময় ব্যয় করার ইচ্ছা আমার নাই। আমার বক্তব্য এই যে, এই অবস্থায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণকেও আমি বলপ্রয়োগে ধর্মান্তরিত করা বলিয়া অভিহিত করিতে চাহি।"

অতঃপর গান্ধীজী বলেন, "ধর্মান্তরগ্রহণের মধ্যে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জড়িত আছে। উল্লিখিত উক্তি আমাকে অতীত দিনের একটা ঘটনার বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতেছে। দুর্ভিক্ষ কালে তথাকথিত খ্রিস্টান ধর্মযাজকগণ শিশু ক্রয় করিয়া তাঁহাদের খৃষ্টান করিয়া তুলিতেন। ইহাকে খৃষ্টান ধর্মগ্রহণ বলা চলে না। কাজেই কোন নরনারীর ইসলাম ধর্ম গ্রহণকে বাস্তব ও ন্যায়নুগ বলিয়া সপ্রমাণ করিতে হইলে উহা সর্বতোভাবে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হওয়া বিধেয় এবং ধর্মান্তর গ্রহণেচ্ছুক ব্যক্তির পক্ষে স্বীয় ধর্ম ও তিনি যে ধর্ম গ্রহণ করিতে যাইতেছেন এই উভয় ধর্ম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আমার সম্মুখে উপস্থিত নারী ও শিশুরা ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিল, ইহা আমি ধারণা করিতে পারি না। সমগ্র জীবনব্যাপী আমি উক্ত ধারণাই পোষণ করিয়া আসিতেছি। ধর্মান্তরিতকরণের উপর আমার বিশ্বাস নাই। আমি একজন হিন্দু বলিয়া বন্ধুদের আমি হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিতে বলিতে পারি না। হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হইবার মনোভাব লইয়া যে সমস্ত নরনারী আমার নিকট আগমন করেন, আমি তাঁহাদের এই উপদেশ দানই করি যে, হিন্দুশাস্ত্র গভীর ভাবে পাঠ করুন এবং অতঃপর হিন্দুধর্মের যাহা কিছু ভাল তাহা আপনার ধর্মের মধ্যে যুক্ত করিয়া লউন। আমি শুধু একজন হিন্দু নহি— আমি নিজকে খৃষ্টান, মুসলমান, পার্শি, ইহুদী, শিখ, জৈন অথবা অপর যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া মনে করি। ইহার অর্থ এই যে, আমি সর্বধর্মের সারমর্ম গ্রহণ করিয়াছি। এই নীতিপথ ধরিয়া আমি সংঘাতের দায় হইতে অব্যাহতি এবং ধর্ম সম্পর্কে স্বীয় বিশ্বাসের পরিধি ব্যাপক করিতে সমর্থ হইয়াছি।

ইহা সকলের পক্ষে প্রযোজ্য নাও হইতে পারে। তবে নোয়াখালি তীর্থ পর্যটনকালে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে আমাকে যাহা বলা হইয়াছিল তদপেক্ষা আমার উক্তি উৎকৃষ্ট কিনা মুসলমানদের ইহা ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ জানাইতেছি। কর্মজীবনের বিরাট ব্যস্ততার মধ্যেও আমি গভীর নিষ্ঠার সহিত মুসলমান মনীষীদের লিখিত ইসলামের ইতিহাস পাঠ করিয়াছি; কিন্তু তন্মধ্যে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করার সমর্থনে কোথাও একটি বাক্যও উচ্চারিত হয় নাই। ধর্মান্তরগ্রহণ অন্তরের বস্তু। স্বীয় ধর্ম এবং ঈপ্সিত ধর্ম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান না থাকিলে ধর্মান্তরগ্রহণ অন্তরের বস্তু বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

উপসংহারে গান্ধীজী বলেন, হিন্দু ও মুসলমান এই দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্তরের দিক হইতে বুঝাপড়া

না হইলে আমি সন্তোষ লাভ করিতে পারিব না। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নরনারী পরস্পরের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাবান এবং ধর্মান্তরগ্রহণ বিষয়টি সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বেচ্ছামূলক বলিয়া স্বীকার না করিলে প্রকৃত ঐক্য স্থাপিত হওয়া সম্ভব নহে।"

প্রার্থনার পর গান্ধীজী গ্রামের মধ্যে প্রায় এক মাইল পথ পরিভ্রমণ করেন।

এ. পি

করপাড়ায় গান্ধীজীর আগমন

(টেলিফোনযোগে ষ্টাফ রিপোর্টার প্রদত্ত)

করপাড়া (নোয়াখালি), ১২ই জানুয়ারী— করপাড়ায় গান্ধীজী স্বর্গত মনোমোহন রায়ের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। গান্ধীজী করপাড়ায় দ্বিতীয়বার আসিলেন। তিনি দুই মাস পূর্বে একবার এখানে আসিয়া ২ ঘন্টা অতিবাহিত করেন।

গান্ধীজী যাত্রার পূর্বে বলেন প্রত্যহ তাহার যাত্রারম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত রামধূন সঙ্গীত গাওয়া হইবে। গান্ধীজীর লামচর ত্যাগ করিবার সময় রামধূন গীত হয়। করপাড়া পর্যন্ত এই সঙ্গীত চলিতে থাকে। গান্ধীজী নগ্নপদে দুই পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে ব্যান্ডেজ বাঁধিয়া চলিতে থাকেন। মহিলারা গৃহ হইতে বাহির হইয়া উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে। গান্ধীজীকে মাল্যভূষিতও করা হয়। কেহ কেহ তাঁহাকে ফল প্রদান করেন।

গান্ধীজী যে গৃহে করপাড়ায় এখন অবস্থান করিতেছেন, সেই গৃহের সম্মুখে একটি পুষ্পপল্লবশোভিত তোরণের নীচে মহিলারা তাঁহাকে অভ্যর্থনার জন্য সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

নূতন সমাজের ভিত্তিস্থাপন লামচরে প্রার্থনাসভায় মহাত্মার বক্তৃতা

(ষ্টাফ রিপোর্টার প্রেরিত)

লামচর, ১২ই জানুয়ারী— গতকল্য অপরাহ্নে লামচর স্কুল প্রাঙ্গণে প্রার্থনা সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে মহাত্মাজী নোয়াখালির ধ্বংসস্তূপের উপর নূতন অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। মহাত্মাজী বলেন— আমি উভয় সম্প্রদায়ের সঙ্গেই সাহস ও তেজস্বিতার সঞ্চার করিতে চাই— অপরাধ করিয়া থাকিলে শাস্তির ভয়ে ভীত না হইয়া তাহা স্বীকার করাই মুসলমানদের কর্তব্য। হিন্দুদিগেরও সাহসের সহিত পুনর্গঠনের বিপুল দায়িত্বভার বরণ করিয়া লওয়া উচিত। মহাত্মাজী বলেন— যাঁহারা নিজেদের উপজীবিকা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাঁহাদের স্ব স্ব উপজীবিকায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করান গবর্ণমেন্টের কর্তব্য। কেবলমাত্র উহাদের জন্য ঘর তুলিয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে না। গবর্ণমেন্ট যদি কর্তব্যপালনে সক্ষম না হয় তাহা হইলে দেশের ধনীদিগকেই দরিদ্রদের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হইতে হইবে; কিন্তু এই সাহায্য ভিক্ষা হিসাবে নহে, ঋণ হিসাবে দিতে হইবে। প্রার্থনার পর মহাত্মা চৌধুরী বাড়ী গমন করেন। এখানে একটি আশ্রয়প্রার্থী শিবির খোলা হইয়াছে। এই আশ্রয় শিবিরে ছয় হাজার নরনারী আশ্রয় লইয়াছিল। ফিরিবার পথে মহাত্মা তিনটি ভস্মীভূত গৃহ পরিদর্শন করেন। এই পল্লীর এক নিহত যুবকের পিতামাতা মহাত্মার সহিত দেখা করেন।

পল্লী পরিক্রমা মার্চ পর্যন্ত চলিবে

লামচর, ১১ই জানুয়ারী— মহাত্মা গান্ধী ও শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত গতকল্য রাত্রিতে মহাত্মা গান্ধীর ভ্রমণ-তালিকার যাত্রাপথ নির্ণয়ের জন্য ম্যাপ আলোচনা করেন।

মহাত্মা গান্ধীর গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভ্রমণের কর্মতালিকা ১লা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ঠিক ছিল। এখন তাহা ফেব্রুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত করা হইয়াছে। গান্ধীজী পূর্ব সিদ্ধান্তমত ২৭টি বা তদধিক উপদ্রুত গ্রাম পরিদর্শন করিবেন।

গান্ধীজীর ভ্রমণকার্য সম্ভবতঃ মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত চলিবে।

নোয়াখালির উপদ্রুত অঞ্চল লামচরই একমাত্র গ্রাম যেখানে কোন ধর্মান্তরকরণ হয় নাই, নারীর উপর অত্যাচার হয় নাই এবং কোন নারীহরণ হয় নাই। গ্রামের যুবকগণ হিন্দুদের গৃহগুলি রক্ষা করিয়াছে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কেও তাহারাই দুর্বৃত্তদের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছে। গ্রামের লোকসংখ্যা ২৫০০ মাত্র। প্রকাশ, এই গ্রামে ১৬ জন নিহত হইয়াছে এবং অগ্নিসংযোগ গৃহধ্বংস এবং লুণ্ঠনের ফলে ৩৬টি পরিবার উৎপীড়িত হইয়াছে।

লামচরে গান্ধীজী নিঃ ভাঃ হিন্দু মহাসভার ভূতপূর্ব সম্পাদক শ্রীযুত মনোরঞ্জন চৌধুরীর গৃহে আছেন। গান্ধীজী যে গৃহে আছেন সেই গৃহে ২০ বৎসর পূর্বে হরিদ্বারের ভোলানন্দ মহারাজ বাস করিয়াছিলেন। আগামী কল্য প্রাতে গান্ধীজী করপাড়া যাইবেন। গান্ধীজীর সহকর্মী মিস সুশীলা নায়ার সেখানে গান্ধীজীর নীতি অনুযায়ী গঠনমূলক কার্য করিতেছেন।

গতকল্য জগৎপুর অবস্থানকালে ৫০ জনেরও বেশী মহিলা মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাহারা হাঙ্গামার সময় জগৎপুরের অবস্থা বর্ণনা করেন এবং মহাত্মাজীর পরামর্শ চাহেন।

শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীযুত ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, চারুচন্দ্র দাশগুপ্ত, মি. জে এম দাস এবং মিসেস ত্রৈলোক্য সেন গান্ধীজীর সঙ্গে গতকল্য সাক্ষাৎ করেন।

শ্রীযুত অরুণকুমার দাশগুপ্ত গান্ধীজীর গতকল্যকার প্রার্থনোত্তর ভাষণের বাংলা অনুবাদ করেন। শ্রীযুত দাশগুপ্ত এখানে গঠনমূলক কার্য করিতেছেন। শ্রীমতী শুক্লা সেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত গান করেন।

— ইউ. পি

১৩ জানুয়ারি

হরিশ পণ্ডিত— হরিশ পণ্ডিত একজন শিক্ষক। এর বেশি বিশেষ পরিচয় জানা না গেলেও গান্ধীজী তাঁর বাড়িতে গিয়ে যে কাহিনি শোনেন সেটির প্রতিবেদন ১৪ জানুয়ারির আনন্দবাজার পত্রিকায় আছে—

পল্লী পরিক্রমার ৭ম দিবসে মহাত্মাজীর সাহাপুর গমন
স্বামী-পুত্রহারা বৃদ্ধা মহিলার মর্মঘাতী কাহিনী
পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেন্ট কর্তৃক গান্ধীজীর নিকট ঘটনার বিবরণ জ্ঞাপন
(মহাত্মার সহিত ভ্রমণরত স্টাফ রিপর্টারের টেলিফোন)

সাহাপুর, ১৩ই জানুয়ারী— অদ্য সকাল প্রায় সাড়ে ৮টায় মহাত্মাজী সাহাপুরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। অদ্য তাঁহার গ্রাম পরিক্রমার ৭ম দিবস। করপাড়া হইতে সাহাপুর প্রায় ২ মাইল দক্ষিণে। মহাত্মা ৫০ মিনিটে এই পথ অতিক্রম করেন।

প্রাতে যাত্রাকালে মহাত্মাজী করপাড়ার পূর্বদিকস্থিত একটি দগ্ধীভূত গৃহ পরিদর্শন করেন। এই স্থানে অদ্য এক অতি মর্মবিদারী দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এক বৃদ্ধা তাঁহার ৬মাস বয়স্ক পৌত্রকে কোলে লইয়া, কিরূপে

তিনি তাঁহার স্বামী ও পুত্রকে হারাইয়াছেন অতি করুণভাবে মহাত্মার নিকট তাহার কাহিনী বর্ণনা করেন। সাশ্রুনয়নে অর্ধাবগুণ্ঠিত তাঁহার পুত্রবধূকে নিশ্চলভাবে পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখা যায়। মহাত্মাজী সস্নেহে শিশুটির গায়ে হাত বুলাইয়া দেন।

গান্ধীজীর সহিত ভ্রমণরত নোয়াখালির পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট গান্ধীজীকে বলেন, এই বৃদ্ধার স্বামী গোলাম সারওয়ার ও তাঁর পিতা উভয়েরই শিক্ষক ছিলেন এবং হাঙ্গামার সময়ে কোন এক বিশেষ রাজনৈতিক দলের জন্য দুই দফায় তাঁকে ১৭ হাজার টাকা চাঁদা দিতে হয়। দুর্বৃত্তরা তাঁহার নিকট কিছু জিনিষ পত্রও চায়। তিনি অলঙ্কার ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি দুর্বৃত্তদের হাতে দিয়াছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি তাঁহার জীবন রক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহার ঘরেই তাঁহাকে নিহত করা হয়। পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আরও বলেন, উক্ত ব্যক্তির একমাত্র পুত্রের কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। তিনিও সম্ভবতঃ নিহত হইয়াছেন।

হারাণ ঘোষ চৌধুরী— নোয়াখালি কংগ্রেস কমিটির সেসময়কার সভাপতি।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

মহাত্মাগান্ধী কর্তৃক ভারতের বাহিরে নেতাজীর কর্মপ্রচেষ্টার প্রশংসা
করপাড়ায় গান্ধীজীর প্রার্থনান্ত বক্তৃতা
সঙ্গের শিখগণকে মুসলমানদের ভয় করিবার কিছু নাই
(স্টাফ রিপোর্টার প্রেরিত)

করপাড়া (নোয়াখালি), ১৩ই জানুয়ারী : গান্ধীজী গতকল্য সন্ধ্যায় করপাড়া স্কুল ময়দানে প্রার্থনান্ত বক্তৃতায় তাঁহার চতুষ্পার্শ্বস্থিত শিখদের উপস্থিতি সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া মাতৃভূমির মুক্তির জন্য ভারতের বাহিরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর কার্যকলাপের প্রশংসা করেন। নোয়াখালি অবস্থানকালে গান্ধীজী এই দ্বিতীয়বার নেতাজীর কর্মপ্রচেষ্টার প্রশংসা করিলেন।

গান্ধীজী বলেন যে, শিখদিগকে মুসলমানগণের ভয় করিবার কিছু নাই। পূর্বে তাঁহারা ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে ছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু পরে তাঁহারা স্বদেশের মুক্তির জন্য শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক ভারতের বাহিরে গঠিত আজাদ হিন্দ গবর্ণমেন্টের সেনাদলে যোগ দেন। ইহা অতি প্রশংসনীয় কৃতিত্ব। ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার চেষ্টায় হিন্দু ও মুসলমান একত্র সংগ্রাম করিয়া তাঁহাদের রক্তদান করেন। ভারতে ফিরিয়া তাঁহারা তাঁহার (গান্ধীজীর) নিকট আসিয়া জানিতে চাহেন যে, কি উপায়ে তাঁহারা দেশের সর্বাপেক্ষা ভাল সেবা করিতে পারেন। গান্ধীজী অহিংস, কাজেই তিনি তাঁহাদিগকে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত দেশবাসীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে বলেন।

চরম কৃচ্ছ্রতা সাধন

জানা গিয়াছে, গান্ধীজীর যাহা অপরিহার্য প্রয়োজন, পর্যটনকালে তিনি তাহাও যতদূর সম্ভব কামাইয়া ফেলিতে পারেন। গান্ধীজী সান্ধ্য আহারে— সচরাচর সব্জী গ্রহণ করেন, কিন্তু গত দুই দিন যাবৎ তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন। গত পরশ্ব তিনি খেজুর ও দুগ্ধ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ন্য খেজুরও বাদ দিয়া ঠিক নির্দিষ্ট পরিমাণ দুগ্ধ মাত্র পান করিয়াছেন।

গান্ধীজী বলেন যে, এখানে আসিবার পূর্বে শিখরা বাঙ্গলার প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা তাঁহাদের কৃপাণ রাখিয়া আসিয়াছেন।

সান্ধ্য ভ্রমণের সময় গান্ধীজী করপাড়ায় দুইটি দগ্ধ গৃহ পরিদর্শন করেন।

স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল রায়ের গ্রামে মহাত্মা

করপাড়া, ১২ই জানুয়ারী— দুই পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় মহাত্মা নগ্নপদে পল্লী পরিভ্রমণ করিতেছেন। ডাঃ সুশীলা নায়ার ৮ মাইল দূরবর্তী চাঙ্গির গাঁ হইতে কাল মহাত্মার নিকট আসিয়াছেন। তিনি বলেন, নগ্নপদে ভ্রমণের জন্য ঠান্ডা লাগিয়া মহাত্মার পায়ে ফোঁড়া হইয়াছে। গতকল্য অপরাহ্নে মহাত্মা ৫খানি ভস্মীভূত গৃহ দেখিবার জন্য গমনকালে হাঁটিতে তাঁহার বেশ কষ্ট হইতেছিল। এখানে মহাত্মা যে স্থানে অবস্থান করিতেছেন, উহার অদূরেই স্বর্গীয় রায়সাহেব রাজেন্দ্রলাল রায়ের বাড়ী, হাঙ্গামার সময় তিনি করপাড়ার বহু নরনারীকে নিজ গৃহে আশ্রয় দিয়াছিলেন এবং আক্রমণকারীগণকে শেষ পর্যন্ত বাধা দিয়া বাড়ীর অপরাপর পুরুষগণসহ মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন। এই গ্রামের অনুমান ১ শত পরিবার লুঠতরাজ, গৃহদাহ ইত্যাদিতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। নবেম্বর মাসে কাজিরখিল শিবিরে অবস্থানকালে মহাত্মা আর একবার এখানে আসিয়াছিলেন। সেবাগ্রাম আশ্রমের মহিলা কর্মী সুশীলা পাই এখানে গঠনমূলক কার্যে অস্পৃশ্যতা বিদূরণে নিযুক্ত আছেন।

— ইউ. পি

সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা প্রচেষ্টায় একান্তভাবে মহাত্মার আত্মনিয়োগ
চিঠিপত্রাদির আদান-প্রদান ও বাণী দানে বিরত থাকিবেন

সাহাপুর, ১৩ই জানুয়ারী— নোয়াখালীতে সম্প্রীতিপ্রতিষ্ঠা প্রচেষ্টায় মহাত্মা এখন হইতে আরও বেশী পরিমাণে আত্মনিয়োগ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এখন হইতে আর তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত চিঠিপত্রাদি নিজে দেখিবেন না। মহাত্মা গান্ধীর বাঙ্গালী দোভাষী প্রফেসার নির্মল বসু এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন— "কিছুদিন হয় মহাত্মা রাত্রি দুই ঘটিকায় (স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম) কাজ আরম্ভ করিয়াও শেষ করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না— আজ হইতে তিনি পুনরায় স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম রাত্রি ৩টায় কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। মহাত্মা এই সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন যে, ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত চিঠিপত্রাদি সম্পর্কে তিনি আর নিজে কিছুই করিবেন না— বিভিন্ন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানকে বাণী প্রেরণেও তিনি বিরত থাকিবেন।

নোয়াখালী এবং হাঙ্গমাবিধ্বস্ত সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সেবায়েই মহাত্মা একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করিতে চাহেন— মহাত্মা বলিয়াছেন যে, এই অগ্নিপরীক্ষা হইতে যদি তিনি নির্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হইতে পারেন তাহা হইলে সানন্দে তিনি তাঁহার অপরাপর কার্যভার পুনরায় গ্রহণ করিবেন।" শ্রীযুক্ত বসু মহাত্মার বর্তমান প্রচেষ্টায় সকলের সহযোগিতা কামনা করিয়াছেন।

— এ. পি

১৪ জানুয়ারি

সারাদিন মুলাকৎ— ভাটিয়ালপুর থেকে আনন্দবাজারের সংবাদদাতার সংবাদে অন্তত একটি সাক্ষাৎকার বা মুলাকৎ-এর খবর যা জানা যায়—

ভাটিয়ালপুর, ১৪ই জানুয়ারী— অদ্য মহাত্মা গান্ধীর সান্ধ্য ভ্রমণকালে একদল মুসলমান যুবক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র— পাকিস্থান প্রতিষ্ঠায় গান্ধীজীর আপত্তির কারণ কি তাঁহারা

তাহাই জানিতে চাহেন। উত্তরে মহাত্মা গান্ধী বলেন, পাকিস্থানের অর্থ যদি এই হয় যে, ভারতের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের সংস্রব সম্পূর্ণ ত্যাগ করা হইবে এবং তৎস্থলে বৈদেশিক শক্তিকে সাদরে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হইবে তবে আমি বলিব যে, উহা দুষ্টবুদ্ধিপ্রণোদিত পরিকল্পনা। সে ক্ষেত্রে আমি নিশ্চয়ই পাকিস্থান মানিয়া লইব না।

গান্ধীজী আরও বলেন, স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় তাঁহার কোনই আপত্তি নাই। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও শাসনতন্ত্র কিরূপ হইবে? দুঃখের বিষয়, ব্যাপারটি এ পর্যন্ত ব্যক্ত করা হয় নাই। পাকিস্থান বলিতে যদি মুসলিম লীগ শাসিত রাষ্ট্র বুঝায়, তবে উহা ইতিপূর্বেই বাঙ্গলায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

পক্ষান্তরে, পাকিস্থান বলিতে যদি বৈদেশিক শক্তির সহিত ভারতীয় স্বার্থের প্রতিকূল চুক্তি সম্পাদনের স্বাধীনতা বুঝায়, তবে নিশ্চয়ই উহা মানিয়া লওয়া চলে না। নিজের বিপক্ষে আক্রমণ চালাইবার স্বাধীনতা দিয়া কেহই অন্যের সহিত চুক্তিসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে না।

প্রশ্ন— পাকিস্থানের প্রশ্নে ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভে বিলম্ব ঘটিতেছে— এ অবস্থায় পাকিস্থান মানিয়া লওয়াই কি আপনি যুক্তিসঙ্গত মনে করিতেছেন না?

গান্ধীজী বলেন, স্বাধীনতা অর্জনের পরই পাকিস্থানের প্রশ্ন উঠিতে পারে। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে পাকিস্থান লাভের চেষ্টা করিলে বৃটিশের সাহায্যেই তাহা করিতে হইবে।

স্বাধীনতা বলিতে আমি সর্বপ্রকার বৈদেশিক শাসন হইতে মুক্তিলাভই বুঝি— তাহা বৃটিশ, রাশিয়ান বা অন্য যে কোন শক্তিই হউক, তাহাতে কিছুই আসে যায় না।

তিনি কেন বিহারে গেলেন না, এই প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন— সেখানে যাহা কিছু ঘটিয়াছে, তাহা প্রকৃতই লজ্জার বিষয় এবং সেখানকার জনসাধারণও তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। এখানে থাকিয়াই তিনি বিহার সম্পর্কে যথাসম্ভব কাজ করিতেছেন।

প্রশ্ন— এখানে সেখানে যথেষ্ট হাঙ্গামা ঘটিয়াছে। কিন্তু শান্তি বা পাকিস্থান, কোনটিই প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এ অবস্থায় সমাধানের পথ কি?

গান্ধীজী— ঠিক এই জিনিষটিরই আমি সন্ধান করিতেছি। যে মুহূর্তে সন্ধান মিলিবে, তখনই উহা আমি সমগ্র বিশ্বের নিকট ঘোষণা করিব।

নির্মলকুমার বসু এই সাক্ষাৎকারের যে বিবরণ লিখে রেখেছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদনের সঙ্গে দুস্তর ব্যবধান না থাকলেও সেটির একটি পৃথক মূল্য আছে বলে মনে করি। এই প্রতিবেদনটিও এখানে যোগ করলাম :

> ১৪-১-১৯৪৭ তারিখে ভাটিয়ালপুর গ্রামে কয়েকজন মুসলমান যুবকের সঙ্গে তাঁহার ওইরূপ আর এক আলোচনা হয়।
>
> **প্রশ্ন :** বিহারে যাহা ঘটিয়াছে তাহার পরে স্বতন্ত্র একটি মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করায় তাঁহার আপত্তি কি?
>
> **উত্তর :** পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র গঠনে তাঁহার আপত্তি নাই। বাংলা দেশে আজ তাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন হইল, সেই পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র কি ধরণের হইবে? সে কথা আজও কেহ স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। যদি তাহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সমগ্র দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে সেই মুসলিম রাষ্ট্র শত্রুপক্ষের সহিত সন্ধি করিতে পারিবে, তবে তিনি রাজী হইতে পারেন না। কোন মানুষ আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার স্বাধীনতা চাহিলে সেরূপ শর্ত স্বীকার করিয়া লওয়া সম্ভব নয়।

প্রশ্ন : পাকিস্তানের দাবি আদিতে মানিয়া লইলে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পথ কি আরও সুগম হইবে না?

উত্তর : আদিতে পাকিস্তান কায়েম করার অর্থ হইল, তৃতীয় শক্তির সহায়তায় আপনারা তাহা প্রতিষ্ঠিত করার কথা ভাবিতেছেন। আমি যখন ভারতের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার বিষয় চিন্তা করি তখন রুশ, চীন বা অপর কোন শক্তির সাহায্য না পাইয়া, নিজের শক্তির দ্বারা তা অর্জন করিবার কথা ভাবি। সেরূপ স্বাধীনতা প্রকৃত স্বাধীনতা হইবে এবং স্থায়ী হইবে। একবার সারা দেশকে মুক্ত করিতে পারিলে তখন পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের বিষয়ে নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে।

প্রশ্ন : বর্তমান দাঙ্গাহাঙ্গামার ফলে পাকিস্তানও হইল না, শান্তিও আসিল না। এ বিষয়ে আপনি কি উপদেশ দেন?

উত্তর : সেই পথ অনুসন্ধান করিবার জন্যই তো আমি চেষ্টা করিতেছি। যে দিন আমি তাহার সন্ধান পাইব, সেই দিন সারা পৃথিবীর সম্মুখে আমি তাহা ঘোষণা করিব।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

সাহাপুর হইতে মহাত্মা গান্ধীর ভাটিয়ালপুর গমন
পথিমধ্যে চারিটি মুসলমান গৃহ পরিদর্শন
অন্তঃপুরে মুসলমান মহিলাগণ কর্তৃক মাল্যদ্বারা ভূষিত
(মহাত্মাজীর সহিত ভ্রমণরত স্টাফ রিপোর্টারের টেলিফোন)

ভাটিয়ালপুর (নোয়াখালি), ১৪ই জানুয়ারী— মহাত্মা গান্ধী অদ্য প্রাতে সাহাপুর হইতে ভাটিয়ালপুরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। ভাটিয়ালপুরে আসিবার পথে তিনি চারিটি মুসলমান বাড়ীতে গমন করেন। দুইটি মুসলমান বাড়ীর মহিলারা মহাত্মাজীর দর্শন লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করায়, তাঁহাকে অন্তঃপুরে যাইবার জন্য অনুরোধ করা হয়। গান্ধীজী অন্তঃপুরে মুসলমান মহিলাদের সহিত কয়েক মিনিট কথা বলেন। মহিলারা মহাত্মাজীকে মাল্যভূষিত করেন।

ভাটিয়ালপুর একটি মুসলমান প্রধান গ্রাম। স্থানীয় মুসলমান নেতারা হিন্দু গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় মহাত্মাজীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেছেন। হাঙ্গামার সময়ে এই গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরিত করা হইয়াছিল।

আগামীকল্য মহাত্মাজী দুই মাইল দূরবর্তী নারায়ণপুর গ্রামে গমন করিবেন।

সাহাপুর হইতে ভাটিয়ালপুরের দূরত্ব এক মাইল মাত্র। কিন্তু পথিমধ্যে ৪টি মুসলমান বাড়ীতে যাওয়ায় ও বাড়ীর লোকজনের সহিত কথাবার্তা বলায়, মহাত্মাজীর এই পথ অতিক্রম করিতে প্রায় ৮৫ মিনিট সময় লাগে। ভাটিয়ালপুরে মহাত্মাজী আইন ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র নাগ ভৌমিকের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। নারায়ণপুরে তিনি মিঃ বাদশা মিঞার বাড়ীতে অবস্থান করিবেন।

সদ্যকর্ষিত ধানক্ষেতের মধ্য দিয়া আঁকাবাঁকা নির্জন পল্লীপথে কয়েকটি সঙ্কীর্ণ সাঁকো পার হইয়া প্রায় ৩ মাইল রাস্তা অতিক্রম করিয়া মহাত্মাজীকে উক্ত চারটি মুসলমান বাড়ীতে যাইতে হয়। সরলপ্রাণ পল্লীবাসী ও গৃহের পুরুষ, মহিলা ও বালকবালিকারা মহাত্মাজীর এই অপ্রত্যাশিত আগমনে আশ্চর্যান্বিত হইয়া যায়।

মহাত্মাজীকে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য সকলেই গৃহের বাহিরে ছুটিয়া আসে। মহাত্মাজী মেহের আলী পাটওয়ারীর বাড়ী, হাজী বাড়ী, মিএঞাজান ব্যাপারীর বাড়ী ও ইদ্রিস পণ্ডিতের বাড়ীতে গমন করেন।

হাজী বাড়ীতে একটি রুগ্ন বালককে মহাত্মাজীর নিকট লইয়া আসা হয়। গান্ধীজী বালকটির সম্পর্কে খোঁজখবর লন। মহাত্মাজীর সহিত ভ্রমণরত জনৈক চিকিৎসক বালকটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন এবং তাহার জন্য ঔষধের ব্যবস্থা করা হয়। ডাঃ সুশীলা নায়ার ও মিস মানু গান্ধী, অন্তঃপুরে যাইয়া বাড়ীর মহিলাদের সহিত কথাবার্তা বলেন। মিএঞাজান ব্যাপারীর বাড়ীতে গৃহকর্তা বিশেষ আন্তরিকতার সহিত মহাত্মাজীকে বাড়ীর ভিতরে যাইবার জন্য অনুরোধ জানান। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাড়ীতে মহাত্মাজী ৫ মিনিটকাল অবস্থান করেন। চতুর্থ বাড়ীতে গৃহের বাসিন্দাদের সহিত প্রায় দশ মিনিট কথাবার্তা বলেন।

মহাত্মাজীকে অদ্যও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে ব্যান্ডেজ বাঁধিয়া ভ্রমণ করিতে হয়। এক মুসলমান বাড়ীতে গান্ধীজী একটি ব্যান্ডেজ ফেলিয়া আসেন। মহাত্মাজীর হাঁটিতে কষ্ট হইবে ভাবিয়া গৃহকর্তা তাড়াতাড়ি উহা পাঠাইয়া দেন।

মহাত্মাজীর সেক্রেটারী শ্রীপিয়ারীলাল গত দুই মাস যাবৎ ভাটিয়ালপুর গ্রামের ভার লইয়া কাজ করিতেছেন। হাঙ্গামার পূর্বে ভাটিয়ালপুরে ৩ শত হিন্দু ও ১,৭৬২ জন মুসলমান বাস করিত। হাঙ্গামার সময়ে কোনও বিশেষ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জন্য এই গ্রাম হইতে ৭৪০ টাকা চাঁদা আদায় করা হয়।

সাহাপুরে মহাত্মাজী

সাহাপুর (নোয়াখালি), ১৩ই জানুয়ারী— অদ্য এখানে মহাত্মাজী একটি শান্তিপূর্ণ দিবস অতিবাহিত করেন। সন্ধ্যা ৭টায় তাঁহার মৌনব্রত সমাপ্ত হয়। শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী, শ্রীমতী বীণা দাস এম. এল. এ এবং অন্যান্য কয়েকজন মহিলা কর্মী অদ্য মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। বহু মুসলমান সমেত প্রায় ৩০০ লোক গান্ধীজীর প্রার্থনাসভায় যোগদান করেন।

গান্ধীজী প্রার্থনা সভার পূর্বে তাঁহার বাসস্থানের অদূরবর্তী হাটের মধ্য দিয়া আসেন। গান্ধীজী কীরূপ দেখিতে, হাটের ক্রেতাবিক্রেতাদের মধ্যে অনেকেরই সে-সম্পর্কে কোনও ধারণা ছিল না। কতিপয় লোক গান্ধীজীর সহিত ভ্রমণরত পাগড়ী পরিহিত ৬ ফিট ৫ ইঞ্চি লম্বা শিখ সর্দার দেওয়ান সিংকে মহাত্মাজী বলিয়া সাব্যস্ত করে, আবার কতিপয় লোক বাঁশের লাঠি হস্তে বৃদ্ধ মানুষটিকে গান্ধীজী বলিয়া ধরিয়া লয়। হাটের মধ্যে এক বিরাট জনতা গান্ধীজীর দর্শন লাভার্থ তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হয়। জনৈক বৃদ্ধ মুসলমান এইরকম মন্তব্য করেন, 'যিনি এত বৎসর দেশের সেবায় কাটাইলেন, ইনিই সেই মহাত্মা।' গান্ধীজীর সহিত ভ্রমণরত মুসলমান অফিসার মন্তব্য করিয়া বলেন, 'আপনারা যদি তাহা বুঝিয়া থাকেন।'

প্রার্থনা সভার পর মহাত্মাজী মিঃ জালানুদ্দীন হাজীর বাড়ীতে গমন করেন। কিন্তু হাজী সাহেব বাড়ীতে ছিলেন না। কাজেই গান্ধীজী গৃহে ফিরিয়া আসেন। সেখানেও বহু মুসলমান মহাত্মার দর্শন লাভার্থ সমবেত হয়।

— এ. পি

সাহাপুরে সর্বপ্রথম গোলযোগের সৃষ্টি

সাহাপুর, ১৩ই জানুয়ারী : গান্ধীজীর পরিক্রমার অন্যতম লক্ষ্যস্থল সাহাপুরে সর্বপ্রথম গোলযোগের উদ্ভব হয়। ১০ই অক্টোবর বেলা ১০টায় সাহাপুর বাজারে অনুমানিক দশ হাজার লোকের এক জনসভা

অনুষ্ঠিত হয়। সভান্তে জনৈক কামারের দোকান প্রথম আক্রান্ত হয়। অতঃপর ব্যাপকভাবে লুঠতরাজ ও গৃহদাহ শুরু হয়। বৈকালে দুর্বৃত্তদল দুইভাগে বিভক্ত হয়; একদল নারায়ণপুর ও অন্যদল দাসগড়ের দিকে রওনা হয়। ১১ই অক্টোবর শুক্রবার হইতে বলপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণ চলিতে থাকে। — ইউ. পি

গান্ধীজীর সহিত কর্ণেল গিলের আলোচনা

করপাড়া, ১২ই জানুয়ারী— পন্থিক প্রতিনিধি বোর্ডের প্রাক্তন সভাপতি কর্ণেল নিরঞ্জন সিং গিল কয়েকজন কর্মিসহ অদ্য এখানে পৌঁছেন। তিনি আজ মহাত্মা গান্ধীর সহিত অর্ধঘণ্টাকাল আলোচনা করেন। নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় শান্তি স্থাপন কার্যে তাহারা কিরূপ সহায়তা করিতে পারেন, এ সম্পর্কে গান্ধীজীর সহিত তাঁহাদের আলোচনা হয়। আলোচনান্তে তিনি কাজিরখিল গিয়া তাঁহার সঙ্গীদের সহিত অবস্থান করিতেছেন। — এ. পি

'সীতা ও সাবিত্রীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর— মহিলাদের প্রতি গান্ধীজীর উপদেশ

করপাড়া, ১২ই জানুয়ারী— অদ্য গান্ধীজীর কুটীরের নিকট বহু মহিলা তাঁহার সহিত দেখা করেন। তিনি তাহাদের সম্বোধন করিয়া বলেন,— "সীতা ও সাবিত্রীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর; নির্ভয় হও।" তিনি বলেন যে, নারীকুল স্বভাবতঃই দুর্বল বলিয়া তাহাদের 'অবলা' বলা হয়। কিন্তু এজাতীয় কথা বিশ্বাস করা উচিত নয়। নারীরাও পুরুষের মত কঠোর হইতে পারে। সীতা ও সাবিত্রী কোন মানুষের চেয়ে কম সাহসী, একথা কি কেহ বলিতে পারে? সুতরাং কোন নারীরই মনে করা উচিত নয়— যে সে 'অবলা'। গান্ধীজী অতঃপর মহিলাদিগকে অবসর সময়ে সূতা কাটিতে উপদেশ দেন। দৈনন্দিন গৃহকর্ম ছাড়া সূতা কাটিলে সংসারের আয় বাড়িবে। তাহারা একঘণ্টা সূতা কাটিলে যে সূতা উৎপন্ন হইবে, তাহা তাঁতিদের অভাব মিটাইতে সহায়তা করিবে। ইহার ফলে বস্ত্রসমস্যার কিছুটা সমাধান হইতে পারে। মহাত্মাজী হিন্দু নারীদিগকে মুসলমান নারীদের সহিত অবাধে মেলামেশা করিতে বলেন। মেলামেশায় ভ্রান্ত ধারণা দূর হইবে ও পারস্পরিক বুঝাপড়ায় সহায়তা করিব।

চুরি, ডাকাতি, লুণ্ঠন নরহত্যা এখনও চলিতেছে
নোয়াখালি অবস্থা সম্পর্কে গান্ধীজীর নিকট শ্রীযুক্তা কৃপালনীর বিবৃতি

(স্টাফ রিপোর্টার প্রেরিত)

ভাটিয়ালপুর (নোয়াখালী), ১৪ই জানুয়ারী— নোয়াখালীতে প্রথম যেদিন দাঙ্গা আরম্ভ হইয়াছে তাহার পর আজ তিন মাস অতিবাহিত হইল। অবস্থা স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে গোলযোগ থামে নাই। জিলার বিভিন্ন স্থান হইতে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, এমনকি নরহত্যার সংবাদ পর্যন্ত পাওয়া যাইতেছে।

যে সকল আশ্রয়প্রার্থী গৃহে ফিরিয়া আসিতেছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহারাই এই সকল আক্রমণের লক্ষ্য। ইহার ফলে পুনর্বসতি কার্য বিশেষভাবে বাধা পাইতেছে।

শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী এইরূপ ৩০টি ঘটনা গান্ধীজীর নিকট বিবৃত করেন। শ্রীযুক্তা কৃপালনী এখন লক্ষ্মীপুর থানার বড়লিয়া গ্রামে আছেন।

এই সমস্ত ঘটনাই বড়লিয়া গ্রামের আশেপাশে রামগঞ্জ ও লক্ষ্মীপুর থানায় গত দুই মাসের মধ্যে ঘটিয়াছে। ইহার মধ্যে ক্ষেত্র হইতে ধান চুরি হইতে আরম্ভ করিয়া ডাকাতি, অগ্নিসংযোগ এবং নরহত্যা প্রভৃতিও আছে। সম্প্রতি গত ৮ই জানুয়ারী একটি ঘটনা ঘটিয়াছে। লক্ষ্মীপুর থানার একটি গৃহে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হয় এবং ৭টি দোকান পোড়াইয়া দেওয়া হয়।

এই সকল ঘটনার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুলিশ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করে নাই। গত ১৯শে নবেম্বর খিলপাড়া আশ্রয় শিবিরের একজন প্রার্থীকে পথিমধ্যে আক্রমণ করিয়া হত্যা করা হইয়াছিল। এ সম্পর্কে কোন গ্রেপ্তার পর্যন্ত হয় নাই।

প্রকাশ, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারী এক পত্রে গান্ধীজীর পল্লী পরিক্রমায় তাঁহার সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ তিনি গান্ধীজীর নোয়াখালি কার্যের সঙ্গে একমত। গান্ধীজি এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। গান্ধীজি তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, তিনি বাঙ্গলার প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি লইয়া গান্ধীজীর সঙ্গে যোগ দিতে পারেন।

১৫ জানুয়ারি

ঘরে জায়গা পেয়েছি— নারায়ণপুরে মহাত্মাজি বাদশা মিঞা আমিনের বাড়িতে ছিলেন।

গোপাইর বাগে এক বাড়ীতে— গোপাইর বাগ নারায়ণপুর থেকে প্রায় আধ কিলোমিটার দূরে। গোপাইর বাগের বাড়িটি পরিদর্শনের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে অন্য দিনলিপিতে— 'প্রার্থনার পর পাশের গ্রাম গোপাইর বাগে বারুজীবী বাড়ীতে গেলাম। পান, ধান, সুপারি বেচে এঁদের মাসে ২০০০্ টাকা আয় হ'ত। তাঁদের সঙ্গে মামলা মকদ্দমা নিয়ে আবুল কাশেমের বিবাদ দীর্ঘদিন ধরে ছিল। দাঙ্গার সময় তাঁদের বাড়ীর ২১জনকে কেটে ফেলে। ১৯টি মেয়ে বিধবা হয়ে গেছে— এই স্থানেই নাকি নারীদের উপরে অত্যাচার সকলের চেয়ে বেশি হয়ে গেছে। যাদের কাটা হয়েছে তাদের মৃতদেহ বাড়ীতে যত পেরেছে কাঠ জড় করে জ্বালিয়ে দিয়েছিল। এখনও পোড়া হাড় কিছু কিছু অবশিষ্ট আছে।'

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

পাকিস্থান সম্পর্কে মুসলমান যুবকদের প্রশ্নের জবাবে গান্ধীজী
বিদেশী শক্তির সহিত প্রতিকুল চুক্তিসাধনের স্বাধীনতা মানিয়া লইতে পারি না
শান্তি অভিযানের নবম দিবসে মহাত্মার নারায়ণপুরে উপস্থিতি
(মহাত্মাজীর সহিত ভ্রমণরত স্টাফ রিপোর্টারের টেলিফোন)

নারায়ণপুর, ১৫ই জানুয়ারী— অদ্য প্রাতে মহাত্মাজী ভাটিয়ালপুর হইতে নারায়ণপুরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। নারায়ণপুরে তিনি মিঃ বাদশা মিঞা আমীনের গৃহে অবস্থান করিতেছেন।

গত হাঙ্গামার সময়ে যে সমস্ত গ্রাম বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, নারায়ণপুর তাহার অন্যতম। এই গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ঘরবাড়ী লুণ্ঠিত হয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে গৃহের খুঁটি মাত্র অবশিষ্ট আছে। গত ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি যখন আশ্রয়প্রার্থীরা পুনরায় বসবাস করিবার জন্য গ্রামে ফিরিয়া আসিতেছিল, তখন পর্যন্ত এই নারায়ণপুর গ্রামে লুণ্ঠন চালিয়াছিল। ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরিতকরণও এই গ্রামে হইয়াছিল।

আগামীকল্য মহাত্মাজী রামদেবপুরে গমন করিবেন। নারায়ণপুর হইতে রামদেবপুরের দূরত্ব প্রায় সাড়ে তিন মাইল। কল্য মহাত্মাজীকে সর্বপেক্ষা দীর্ঘপথ একদিনে অতিক্রম করিতে হইবে।

গান্ধীজী এখনও স্বল্প আহার করিতেছেন। তিনি কেবলমাত্র দুগ্ধ পান করেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহাকে বেশ স্বচ্ছন্দে পথ হাঁটিতে দেখা যায়।

নারায়ণপুরে মহাত্মাজী

(স্টাফ রিপোর্টারের টেলিফোন)

নারায়ণপুর, ১৫ই জানুয়ারী— শিশিরসিক্ত শ্যামল প্রান্তরের উপর দিয়া গান্ধীজী আজ যখন ভাটিয়ালপুর হইতে যাত্রা আরম্ভ করেন, তখনও সূর্যোদয় হয় নাই— কুজ্ঝটিকায় চতুর্দিক সমাচ্ছন্ন। যাত্রার পূর্বে মহাত্মাজী নাথভৌমিক ভবনের দেবমন্দিরে প্রবেশ করেন। গতকল্য সন্ধ্যায় তিনি এই মন্দিরে গৃহদেবতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

সকাল ৭-৪০ মিনিটের সময় রওনা হইয়া ৮-৪০ মিনিটের সময় গান্ধীজী নারায়ণপুর পৌঁছেন। পথে তিনি শিবরামপুর ও করটখিল— এই দুইটি গ্রাম অতিক্রম করেন। করটখিলে গান্ধীজী স্থানীয় বিশিষ্ট মুসলিম লীগ কর্মী মুন্সী দারলি পন্ডিতের গৃহের সম্মুখে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন। ডাঃ সুশীলা নায়ার ও কুমারী মানু গান্ধী মুন্সী পণ্ডিতের বাড়ীর অন্তঃপুরে যাইয়া মহিলাদের সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলেন। চৌমুহনী সোনাইমুড়ী ডিস্ট্রীক্ট বোর্ড সড়কের উপর এক গ্রামের একটি মক্তবের সম্মুখে গান্ধীজী কিছুক্ষণ থামেন। ছোট ছোট বালকবালিকারা তখন পাঠ প্রস্তুত করিতেছিল। গান্ধীজী মক্তবের ভারতপ্রাপ্ত মুন্সীর নিকট ছেলেমেয়েরা কি পড়িতেছে সে সম্পর্কে খোঁজ লন এবং দুইটি বালিকাকে মাল্য উপহার দেন।

পথে গান্ধীজীকে বিশেষভাবে নির্মিত দুইটি সাঁকো এবং উঁচু-নীচু সঙ্কীর্ণ রাস্তা অতিক্রম করিতে হয়। যাহা যাহা তাঁহার চোখে পড়ে, সে সম্পর্কে তিনি বিস্তৃতভাবে খোঁজখবর লন।

নারায়ণপুর খাদি প্রতিষ্ঠান শিবিরের ভারপ্রাপ্ত শ্রীযুত কানাই অধিকারী নারায়ণপুর সম্পর্কে মহাত্মাজীর নিকট যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, নারায়ণপুর, শিবরামপুর ও ধর্মপুর এই তিনটি গ্রামে হাঙ্গামার পূর্বে ১,২২০ জন হিন্দু ও প্রায় ২,৫০০ জন মুসলমান বাস করিত। হাঙ্গামার পর মাত্র ১২৫ জন হিন্দু বাস করে। গত সপ্তাহে ১৭৫ জন তাহাদের নিজ গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছে। হাঙ্গামার সময়ে এই গ্রামে ২৫ খানি বাড়ী, ২টি ডিসপেন্সারী ও ২টি দোকান ভস্মীভূত হয়। একজন জমিদার সহ ৫ জন লোক নিহত হয়। তিনটি গ্রামে ১৪৪টি তাঁত সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে।

মহাত্মাজীর আগামী গন্তব্যস্থল রামদেবপুরে শ্রীযুত কানু গান্ধী অবস্থান করিতেছেন।

ভাটিয়ালপুর গ্রামে মহাত্মাজীর পৌরোহিত্যে দেব বিগ্রহের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

হিন্দু মন্দির ও গৃহদেবতা রক্ষায় মুসলমানদের প্রতিশ্রুতি

(স্টাফ রিপোর্টার কর্তৃক প্রেরিত)

ভাটিয়ালপুর (নোয়াখালি), ১৪ই জানুয়ারী— অদ্য মহাত্মা গান্ধী তাঁহার প্রার্থনান্ত ভাষণে বলেন, "যতদিন হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর ভ্রাতৃভাব লইয়া পাশাপাশি বসবাস করিতে এবং সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ভুক্ত লোকজন স্ব স্ব বিশ্বাস অনুযায়ী ভগবানের উপাসনা করিতে সক্ষম না হইবে ততদিন আমি পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিব না।"

প্রাতঃকালে তিনি চারজন মুসলমানের গৃহ পরিদর্শন করেন; উহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, মুসলমান অন্তঃপুরিকারা যদি তাঁহাকে দেখিয়া ভীত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে মুসলমান পুরুষরা কেনই বা তাঁহাকে ভয় করিবে।

তিনি আরও বলেন যে, হিন্দুরা অস্পৃশ্যতার প্রশ্রয় দিতেছে এবং এই ব্যাপারে তাহারা দোষী। পক্ষান্তরে ইসলাম ধর্মে মানুষের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করে না। এরূপ অবস্থায় মুসলমানরা কেন যে অস্পৃশ্যতাকে প্রশ্রয়দানকারী এক ধর্মমতে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের ধর্ম আচরণের ব্যাপারে অসহিষ্ণু হইবে, তাহা তিনি বুঝিতে অক্ষম।

সর্দার নিরঞ্জন সিং গিল উপস্থিত জনমন্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, মুসলমানদের ভীতি প্রদর্শনের জন্য শিখরা নোয়াখালি আসিয়াছে বলিয়া অমূলক প্রচার করা হইতেছে। মাত্র ৬৫ জন শিখ নোয়াখালি উপস্থিত হইয়াছে; তাহারা পূর্ব হইতে বাঙলার প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি লইয়া ও কৃপাণ ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়াছে। তিনি মুসলমান শ্রোতৃমণ্ডলীকে আশ্বাস দিয়া বলেন যে, শিখরা শান্তি দূতের কাজ করিবে।

কাজিরখিল নিবাসী আবদুল মতিন চৌধুরী বলেন যে, হিন্দুরা নোয়াখালিতে পূর্বের মত যাহাতে পুনরায় শান্তিতে বসবাস করিতে পারে এবং নিজস্ব ধর্মমতের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া আচারনবিধি পালন করিতে সমর্থ হয়, মুসলমানদের তাহা দেখা উচিত।

অদ্যকার প্রার্থনাসভায় বহু মুসলমান উপস্থিত ছিল।

গৃহদেবতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা

প্রার্থনাসভা অনুষ্ঠানের অব্যবহিত পর গান্ধীজী নাথভৌমিক বাড়ীর দেবমন্দিরে গৃহদেবতা রাধাকৃষ্ণমূর্তি পুনঃসংস্থাপন করেন। হাঙ্গামার তিনমাস পর ভাটিয়ালপুরে এই প্রথমবার কাঁসর ঘণ্টা বাজার শব্দ শুনা যায়।

গান্ধীজী এই সর্বপ্রথমবার দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠা উৎসবে পৌরোহিত্য করিলেন। গান্ধীজীর আগমন স্মরণীয় করিয়া রাখার উদ্দেশ্যে, বাড়ীর অধিবাসীরা গান্ধীজীকে দিয়া দেবপ্রতিষ্ঠা উৎসব সম্পন্ন করাইবার সুযোগ গ্রহণ করে। মূর্তি প্রতিষ্ঠাকালে উপস্থিত সকলে চারিদিকে ভীড় জমায়। শঙ্খধ্বনি ও হরিধ্বনির মধ্যে গান্ধীজী মূর্তিটিকে শূন্য আসনে পুনঃসংস্থাপন করেন।

মন্দির হইতে বহির্গত হইবার পর ৫ জন বয়স্ক ও বিশিষ্ট মুসলমান গান্ধীজীর নিকট বলেন যে, তাঁহারা দেবমূর্তি ও মন্দির রক্ষার ভার গ্রহণ করিবেন। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্বের প্রীতি ও শান্তির ভাব যাহাতে ফিরিয়া আসে এবং প্রত্যেকে যাহাতে স্ব স্ব বিশ্বাস অনুযায়ী নিজস্ব ধর্মমত অবাধে অনুসরণ করিতে সমর্থ হন, তৎপ্রতি তাঁহারা লক্ষ্য রাখিবেন।

অতঃপর গান্ধীজী সান্ধ্যভ্রমণে বহির্গত হইলে একদল মুসলমান যুবক মন্দির প্রতিষ্ঠার বিষয় উল্লেখ করিয়া এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, ভবিষ্যতে বিগত অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইবে না। তাহারা মন্দির ও দেবমূর্তির পবিত্রতা রক্ষার দায়িত্ব লইবে। নোয়াখালিতে গান্ধীজীর কর্ম তৎপরতায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া যুবকদল উহার সার্থকতা উপলব্ধি করে। তদুত্তরে গান্ধীজী বলেন যে, তাহাদের প্রতিশ্রুতি শুধু মৌখিক না হইয়া আন্তরিকতাপূর্ণ হইয়া থাকিলে উহার প্রভাব শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না, জগদ্বাসীও উহার ফলাফল উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে।

প্রকৃত শিক্ষার অভাবই গোলযোগের হেতু
সাহাপুরে গান্ধীজীর উক্তি

সাহাপুর (নোয়াখালি), ১৪ই জানুয়ারী— গতকাল সন্ধ্যায় প্রার্থনান্ত ভাষণে গান্ধীজী বলেন যে, প্রধানতঃ প্রকৃত শিক্ষার অভাবহেতুই লুণ্ঠন, হত্যাকাণ্ড ও গৃহদাহ অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাপকভাবে শিক্ষার প্রসার ও গ্রাম্য

কারুশিল্পের পুনরুজ্জীবন হইলেই ঐ সব অসামাজিক ব্যবহার দূর হইবে। মুসলমানদের এই দুর্বলতা দূর হইবে বলিয়া তিনি আশা প্রকাশ করেন।

— ইউ. পি

জওহরলাল নেহেরুর চিঠি— মহাত্মা গান্ধির শিষ্যা উমা দেবী পোল্যান্ড থেকে এদেশে উদ্বাস্তু হয়ে আসেন। পোলিস উদ্বাস্তুদের বিষয়ে সরকার কি করছেন, গান্ধিজির নির্দেশে নির্মলকুমার বসু জওহরলাল নেহরুর কাছে তা জানতে চেয়েছিলেন। তার উত্তরে এই চিঠি।

১৬ জানুয়ারি

পিয়ারেলালজী— পেয়ারেলাল নায়ার (১৮৯৯-১৯৮২)। গান্ধিজির ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন। 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' (১৯৩২) এবং 'হরিজন' (১৯৪৬-৪৮) পত্রিকার সম্পাদকও। মহাত্মা গান্ধি ও তাঁর ভাবাদর্শ বিষয়ক বেশ কয়েকটি গ্রন্থের লেখক।

মনু গান্ধী— (১৯২৭-৬৯)। মহাত্মার জীবনে শেষ সাত বছর যে নারী তাঁর সবচেয়ে কাছের জন ছিলেন এবং অন্তিমমুহূর্ত থেকে আগের তিনবছর ছিলেন ছায়াসঙ্গিনী, সেই মনুবেনের কথা গান্ধিজীবনীতে অনালোচিত। জীবনীকারেরা দু-চারটে শব্দের বেশি তাঁর জন্য খরচ করেন নি।

মনু গান্ধি মহাত্মার সম্পর্কিত নাতনি। ১৯৪০ সালে বারো বছরের মনু তাঁর মাকে হারায়। মৃত্যুপথযাত্রিনীর অনুরোধমত কস্তুরবা মনুকে মায়ের স্নেহে কাছে টেনে নেন। ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যবৃন্দ সহ সপরিবারে গান্ধিজি বিনা বিচারে বন্দী হলেন পুনার আগা খাঁ প্রাসাদে। মনু, কানু ও রিমা এই তিন মাতৃহারাকে তাঁদের সঙ্গে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। এখানেই ১৯৪৪ সালে কস্তুরবা জীবনাবসানের আগে মনুর দায়িত্ব মহাত্মার হাতে সঁপে দেন। স্ত্রীর শেষ ইচ্ছাকে সম্পূর্ণ করতে শুরু হলো গান্ধিজির আর এক ব্রত। তাঁর অভিভাবকত্বে আরম্ভ হলো মনুর জীবনের পথে এগিয়ে চলা। পূর্ণ বিকশিতা নারী হয়ে ওঠার পথে মায়ের যত্নে, শাসনে, শিক্ষায় ও স্নেহে মহাত্মা তাঁকে গড়ে তোলেন। মনুর কেশসজ্জা, পরনের পোশাক, আচার-আচরণ, খাওয়া, শিক্ষা, রান্না করা ও ঘর গুছিয়ে রাখার সর্বাঙ্গীন শিক্ষার দিকে গান্ধির তীক্ষ্ণ নজর ছিল। *ভাগবত, গীতা* সহ ধর্মশাস্ত্র নিজেই পড়াতেন, প্রতিটি সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণ যথার্থ সুন্দরভাবে না করা পর্যন্ত মনুর ছুটি ছিল না। রাত্রে নিজের বিছানায় নিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত জীবনের নানান দিকের নানা কথা তাঁকে বলতেন। মনু যে কখন ঘুমের দেশে হারিয়ে যেতেন মহাত্মা টেরও পেতেন না। কখনও বা গান্ধিজি তাঁকে মাঝরাতে ডেকে তুলেও কথা বলতেন।

মনুবেন তাঁর জীবনের ঘটনাগুলি জানিয়ে রেখেছেন बापु के सरणापराण নামক ছোট্ট গ্রন্থে। মাত্র চল্লিশ-একচল্লিশ বছর বয়সে ১৯৬৯ সালে গান্ধিশতবার্ষিকী বছরে মনুর জীবনাবসান ঘটে।

মনুর কিছু কিছু তিক্ততার পরিচয় এই ডায়েরিতে আছে। নোয়াখালি পর্বে নির্মলকুমারের সঙ্গে মনুবেনের শ্রদ্ধা ও স্নেহের সম্পর্ক রচিত হয়েছিল, পরবর্তীকালেও সেই সম্পর্কটি অটুট ছিল। নির্মলকুমার বসুকে তিনি অনেক কথা মন খুলে বলতেন। নির্মলকুমার বসুর ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের সংগ্রহে প্রায় প্রতি বছর মনুর পাঠানো রাখি ও হিন্দিতে লেখা কুশলাদি আদানপ্রদানের বেশ কিছু চিঠি আছে। সাতচল্লিশের ছয় জুন দিল্লী থেকে মনু লিখেছেন, 'গেছেন আর খবর নেই। Her Highness সু. বেন [সুশীলা নয়ার] হাজির হয়েছেন, সব ভার নিয়ে নিয়েছেন। বাপু দুঃখী হ্যায়। হিন্দুস্তান ভাগ হওয়ার জন্য সবাই ওঁকে দোষ দিচ্ছে। নির্মলবাবুর

কথা সবাই জিজ্ঞেস করছেন। বাপু বলছেন, আমি বারণ করিনি, উনি বাংলায় কাজ করতে চান। শরৎবাবু রাত্রে বাপুর সঙ্গে মিলছেন।'

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন

দীর্ঘপথ পর্যটন করিয়া গান্ধীজীর রামদেবপুর গমন
প্রার্থনা সভায় মহিলাদের শিক্ষা সম্পর্কে বক্তৃতা
মহাত্মাজীর দর্শনলাভের জন্য মুসলমান জনগণের আগ্রহ
(মহাত্মাজীর সহিত ভ্রমণরত স্টাফ রিপোর্টারের টেলিফোন)

রামদেবপুর, ১৬ই জানুয়ারী— অদ্য মহাত্মাজী একঘণ্টার কিছু বেশী সময়ে দীর্ঘ ৬ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া নারায়ণপুর হইতে রামদেবপুরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

নারায়ণপুরে মহাত্মাজী যে মুসলমান ভদ্রলোকের অতিথি ছিলেন, তিনি এবং অন্যান্য কয়েকজন স্থানীয় মুসলমান, যাত্রাকালে মহাত্মাজীর জন্য গৃহের বাহিরে অপেক্ষা করিতে থাকেন। গান্ধীজী বাহিরে আসিলে, তিনি তাঁহাদের গৃহে অবস্থান করায় মুসলমানগণ তাঁহার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। নমস্তে— এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া তাঁহারা মহাত্মাজীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। মহাত্মাজী মুসলমান প্রথা অনুযায়ী খোদা হাফেজ বাক্য উচ্চারণ করিয়া তাঁহাদের প্রত্যভিবাদন করেন।

গান্ধীজী যে পথ দিয়া যান, তাহার স্থানে স্থানে মুসলমান জনগণ মহাত্মাজীর দর্শনলাভার্থে সমবেত হইয়া অপেক্ষা করিতে থাকে। মহাত্মাজী এইরূপ একটি স্থান অতিক্রম করিয়া যাওয়ায় কতিপয় মুসলমান তাঁহার দর্শনলাভে বঞ্চিত হয়। তখন তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন বলেন, ফিরিয়া যাওয়া যাউক। তাহার উত্তরে অপর একজন বলেন, আমরা মহাত্মাকে দেখিতে আসিয়াছি। একবার সেই মহামানবকে না দেখিয়া, আমরা কি করিয়া ফিরিয়া যাই। অতঃপর তাহারা গান্ধীজীর দলের অনুসরণ করিতে থাকে এবং মহাত্মার দর্শনলাভ করে। দূর হইতে তাঁহারা মহাত্মাজীকে অভিবাদন জানাইয়া সন্তুষ্টচিত্তে প্রত্যাবর্তন করে।

মহাত্মাজী যখন রামদেবপুরে প্রবেশ করেন, তখন খোল করতাল সহযোগে কীর্তন হইতেছিল। স্থানীয় জনসাধারণ বিপুল উৎসাহে উক্ত কীর্তনে যোগদান করে। হাঙ্গামার পর এই অঞ্চলে এইরূপ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয় নাই।

বেলা প্রায় ৯-১৫ মিনিটের সময়ে মহাত্মাজী রামদেবপুরে পৌঁছেন। এখানে তিনি শ্রীযুত রমণীমোহন নাথের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। গান্ধীজীর পরবর্তী গন্তব্যস্থল পানকোট গ্রাম। রামদেবপুর হইতে পানকোট প্রায় দেড় মাইল দূরে অবস্থিত।

রামদেবপুর যাত্রার পথে গান্ধীজী এক জমিদারের কাছারীবাড়ীতে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করেন। গত হাঙ্গামার সময়ে এই স্থানে কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। উক্ত কাছারীর নায়েব একজন মুসলমান। তিনি গান্ধীজীকে অভিবাদন জানাইয়া কিছু ফল উপহার দেন। গান্ধীজী তখন বলেন, "আপনাদের ভালবাসা দিন, আমি আর কিছুই চাই না।" উষ্ণজলে পদ প্রক্ষালনের জন্য গান্ধীজী খালিসপাড়ায় এক হিন্দুর গৃহে কিছুক্ষণ অবস্থান করেন। এখানে মহিলাগণ ধূপধুনা ও প্রদীপ লইয়া মহাত্মাজীকে বরণ করেন। রামদেবপুর যাত্রার পথে গান্ধীজীকে কয়েকটি সাঁকো অতিক্রম করিতে হয়। পথের ধারে বহু গৃহের সম্মুখে মহাত্মার শুভাগমন উপলক্ষে কদলীবৃক্ষ ও মঙ্গল কলস স্থাপিত হয়। মহাত্মাজী যখন এইসব গৃহের সম্মুখ দিয়া যান, তখন গৃহের সকলে বাহিরে আসিয়া শ্রদ্ধানতচিত্তে শান্তভাবে দন্ডায়মান থাকিয়া গান্ধীজীকে অভিবাদন করে।

রামদেবপুর গ্রামে পৌঁছিয়া গান্ধীজী পুনরায় উষ্ণজলে পদপ্রক্ষালন করেন। এই সময়ে শ্রীকানু গান্ধী ও শ্রীবিশ্বরঞ্জন সেনের পরিচালনায় বালকগণ গান্ধীজীকে লোকনৃত্য প্রদর্শন করে। শ্রীকানু গান্ধী ও শ্রীবিশ্বরঞ্জন সেন রামদেবপুর শিবিরের কার্য পরিচালনা করিতেছেন।

প্রার্থনা সভায় মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য দর্শনে গান্ধীজীর আনন্দ
সান্ধ্য ভ্রমণকালে মুসলমান গৃহস্থের গৃহে গমন

নারায়ণপুর (নোয়াখালি), ১৫ই জানুয়ারী— অদ্য সন্ধ্যায় মহাত্মাজী গোপেরবাগ গ্রাম পরিদর্শন করেন। এই গ্রামটি এখান হইতে প্রায় আধ মাইল দূরে অবস্থিত। গত নবেম্বর মাসের প্রথমভাগে গান্ধীজী নোয়াখালি আসার পর তখন প্রথমবার তিনি এই গোপেরবাগ গ্রাম পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

অদ্য সান্ধ্য ভ্রমণের সময় মহাত্মাজী জনৈক মুসলমান গ্রামবাসীর গৃহে গমন করেন। মুসলমান গৃহস্থটি গান্ধীজীকে বসিবার জন্য অভ্যর্থনা করেন এবং কিছু খাদ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। মহাত্মা গান্ধী বলেন যে, বাদশা মিঞা তাঁহাকে এত অধিক খাওয়াইয়াছেন যে, তাঁহার আর কিছু খাইতে ইচ্ছা হইতেছে না।

অদ্যকার প্রার্থনা সভায় বহু মুসলমান যোগ দিয়াছিলেন এবং মহাত্মাজীকে বেশ প্রফুল্ল দেখাইতেছিল।

দুইজন মহিলা সহ ফ্রেন্ডস ইউনিট সার্ভিসের চারজন কর্মী মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত অদ্য এখানে আসেন। হাইমচরে তাঁহারা যে সকল গঠনমূলক কার্য করিতেছেন তাহার ও সুতা কাটার সমস্যা সম্পর্কে মহাত্মাজীর সান্ধ্য ভ্রমণের সময় তাঁহার সহিত তাঁহাদের আলোচনা হয়।

মহিলাদিগকে শিক্ষিত না করিলে ভারতের মুক্তি সুদূরপরাহত
প্রার্থনা সভায় মহাত্মাজীর বক্তৃতা

নারায়ণপুর (নোয়াখালী), ১৫ই জানুয়ারী— গান্ধীজীর বর্তমান ভ্রমণ সময়ে আজ এই প্রথম তিনি এক মুসলমান ভদ্রলোকের গৃহে অতিথি হন। মৌলবী ইব্রাহিমের অতিথি হিসাবে মহাত্মাজী ফতেপুর মাদ্রাসায় অবস্থান করিয়াছিলেন। মৌলবী সাহেব এই মাদ্রাসার অধ্যক্ষ। মুসলমান জনগণের মধ্যে বাস করিতে সক্ষম হইয়া মহাত্মাজী যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন, অদ্যকার প্রার্থনা সভায় তাহা তিনি ঘোষণা করেন। তিনি আরও বলেন যে, তিনি মুসলমান মহিলাদের সহিতও আলাপ করিতে চাহেন; কিন্তু তাঁহারা তাঁহার (মহাত্মাজীর) সম্মুখে আসেন না। ইহা আরও বেশী আশ্চর্য যে, যখন মিস মানু গান্ধী তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত বাড়ীর ভিতরে যায় তখনও তাঁহারা ভীত হন। মানুর মত অল্পবয়সের মেয়েকে ভয় করিবার মত কি আছে গান্ধীজী তাহা জানিতে চাহেন।

মহাত্মাজীকে খদ্দর উপহার

রামদেবপুর, ১৬ই জানুয়ারী— গান্ধীজীর পৌত্র শ্রীযুত কানু গান্ধী দাঙ্গাবিধ্বস্ত গ্রাম দশঘরিয়া এবং রামদেবপুরে শান্তিস্থাপনের কার্যে রত আছেন। অদ্য শ্রীযুত কানু গান্ধী মহাত্মাজীকে একখানি খদ্দরের কাপড় দেন। এই কাপড়খানি শ্রীযুত রমণীমোহন নাথের বুনা। মহাত্মাজী শ্রীযুত নাথের গৃহে অতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। অহিংসা ও চরকায় শ্রীযুত কানু গান্ধীর দৃঢ়বিশ্বাস আছে। তিনি লোকজনকে চরকাকাটা শিক্ষা দিতেছেন।

শ্রীযুত রমণীমোহন নাথ কানু গান্ধীর নিকট চরকাকাটা শিখেন এবং ১৫ দিন সুতাকাটার পরেই গান্ধীজীকে একখানি খদ্দর দিতে সমর্থ হন।

মুসলমান গৃহ পরিদর্শন

গতকল্য প্রার্থনার পরে মহাত্মা গান্ধী রেঙ্গুন হইতে আগত এক মুসলমান ভদ্রলোকের গৃহে যান। ভদ্রলোক গান্ধীজীকে পুনরায় রেঙ্গুণ ও ব্রহ্মদেশের অন্যান্য স্থান পরিদর্শন করিতে বলেন। গান্ধীজী হাসিয়া উত্তর করেন, "আপনি আমাকে নিয়া গেলেই আমি যাইব।"

— ইউ. পি

সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠা পরিকল্পনা

নারায়ণপুর ১৫ই জানুয়ারী— পন্থিক প্রতিনিধি বোর্ডের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট সর্দার নিরঞ্জন সিং গিল অদ্য পুনরায় মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। দেশে সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন, সেই সম্পর্কে মহাত্মাজীর সঙ্গে তাহার আলোচনা হয়।

সর্দার গিল বলেন, তাহার পরিকল্পনার এখনও চরম রূপ দেওয়া হয় নাই। তিনি পুনরায় মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং আগামীকাল এই সম্পর্কে তিনি মহাত্মাজীর সঙ্গে আরও আলোচনা করিবেন।

সাক্ষাতের পর সর্দার গিল কাজিরখিলে চলিয়া যান। এখানেই তিনি আছেন।

— এ. পি

মহাত্মা সকাশে শ্রীযুক্তা কৃপালনী

নারায়ণপুর, ১৫ই জানুয়ারী— অদ্য প্রার্থনার পরে শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী মহাত্মাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির মহিলা সাব কমিটির সেক্রেটারী কুমারী কমলা দাশগুপ্তা তাঁহার সঙ্গে ছিলেন।

কস্তুরবা মেমোরিয়াল ট্রাস্টের কার্যকরী কমিটির সভা উপলক্ষে তিনি ১৯ শে জানুয়ারী দিল্লী যাইবেন। শ্রীযুক্তা কৃপালনী উহার সেক্রেটারী— এই মাসের শেষদিকে তিনি নোয়াখালীতে প্রত্যাবর্তন করিবেন।

— এ. পি

১৭ জানুয়ারি

মেয়েদের মিটিঙে— মহাত্মাজী বলেন যে, ভারতের প্রায় রমণীই এবং বিশেষ করিয়া মুসলমান রমণীরা অজ্ঞতার গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। তাহাদিগকে প্রকৃত শিক্ষা দিতে হইবে। এই বিষয়ে হিন্দু মহিলাদের তাঁহাদের মুসলমান ভগ্নীদিগকে সাহায্য করা কর্তব্য। বাঙ্গলার এই অঞ্চলে মুসলমান স্ত্রীলোকদের মধ্যে যে ধরণের পর্দা প্রথা প্রচলিত আছে তাহা দুর করিবার নিমিত্ত মহাত্মাজী মুসলমান মহিলাদিগকে উপদেশ দেন। গান্ধীজী আরও বলেন যে, স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ হইল, সর্বপ্রকার বৈদেশিক আধিপত্য হইতে মুক্তিলাভ। কিন্তু ভারতীয়রা যে পর্যন্ত নিজের পায়ে দৃঢ়পদে দাঁড়াইতে না পারিবে, ততদিন সেই স্বাধীনতা অর্জিত হইবে না। ভারতের জনসংখ্যার অর্ধেক এই মহিলাগণ যদি অজ্ঞতার গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকেন, তবে তাহা কখনই অর্জিত হইবে না।

—আনন্দবাজার পত্রিকা। ১৭ জানুয়ারি ১৯৪৭

ডায়েরি লিখে টাইপ— বাংলার পাশাপাশি ইংরেজিতেও দিনলিপি রাখতেন।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

বাধ্যতামূলক মণ্ডলী গঠন ব্যাপারে গণপরিষদের বিভাগ বর্জনের উপদেশ
হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রতিষ্ঠার আদর্শের বিরোধী নহে
রামদেবপুরে প্রার্থনান্ত সভায় মহাত্মা গান্ধীর ঘোষণা

(ষ্টাফ রিপোর্টার কর্তৃক প্রেরিত)

পরকোট (নোয়াখালি), ১৭ই জানুয়ারী— বৃহস্পতিবার সায়াহ্নে রামদেবপুরে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার প্রার্থনান্ত ভাষণে ঘোষণা করেন যে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের প্রয়াস এবং আসামবাসী, পাঞ্জাবের শিখ এবং সীমান্তবাসী অথবা তাহাদের সমমনোভাবাপন্ন অন্যান্যকে গণপরিষদের বিভাগে যোগ না দিবার উপদেশ সংক্রান্ত ব্যাপারে কোনরূপ স্ববিরোধিতা নাই।

নারায়ণপুরে জনৈক মুসলমান বন্ধু গান্ধীজীকে যে প্রশ্ন করেন, গান্ধীজী তদুত্তরে উপরোক্ত উত্তর দেন।

গান্ধীজী আরও বলেন যে, কয়েকটি প্রদেশ বিভাগে যোগদানে ইচ্ছুক না হইলেও অন্যান্য বিষয়ে সুফললাভের আশা থাকিলে গণপরিষদের কার্যক্রম ব্যাহত হওয়া উচিত নহে। আসামের ইচ্ছার বিরুদ্ধে উহাকে কেন বাঙলার প্রভাবাধীন করা হইবে? সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাবের শিখ বা সিন্ধুর উপরই বা কেন অন্যের ইচ্ছা চাপাইয়া দেওয়া হইবে? যাহাতে বিরুদ্ধবাদী প্রদেশসমূহের নিকট আকর্ষণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় অথবা তাহাদের প্রাণে সাড়া জাগে, এমনভাবে কংগ্রেস ও লীগকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিজস্ব নীতি ও কর্মসূচী রচনা করিতে হইবে।

নারায়ণপুরে গান্ধীজীকে আর দুইটি প্রশ্নের সহিত এই মর্মে প্রশ্ন করা হয় যে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য স্থাপন প্রয়াসের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কি করিয়া তিনি আসাম এবং পাঞ্জাবের শিখদিগকে বিভাগে যোগদান না করিতে উপদেশ দিতে পারেন। তাঁহাকে আরও জিজ্ঞাসা করা হয় যে, এ ব্যাপারের পর গণ-পরিষদে লীগের পক্ষে যোগদান করাই বা সম্ভব হয় কিরূপে।

ইহার উত্তরে গান্ধীজী বলেন যে, বৃটিশ মন্ত্রী প্রতিনিধি দলের রচিত পরিকল্পনা স্বেচ্ছামূলক; কোন দলকেই উহা মানিয়া লইয়া গণ-পরিষদে যোগদান করিতে বাধ্য করা যায় না। কংগ্রেস এবং লীগও মূলতঃ জনসাধারণের স্বেচ্ছাপ্রসূত সহযোগিতার উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। উহাদের প্রস্তাব বা ইচ্ছা মানিয়া লওয়ার জন্য একমাত্র জনমত ব্যতীত কোনরূপ বল প্রয়োগের প্রয়োজন নাই! এরূপ অবস্থায় মন্ত্রিপ্রতিনিধিদের রচিত পরিকল্পনায় এ জাতীয় ধারা অন্তর্নিহিত থাকা সত্ত্বেও তাঁহার উপদেশ কংগ্রেস কর্তৃক অনুসৃত হইলেও লীগের পক্ষে গণ-পরিষদে যোগদান অসম্ভব হইতে পারে তিনি এরূপ কিছুই বলেন নাই। অতঃপর তিনি বলেন যে, সম্প্রতি নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতিতে গৃহীত প্রস্তাব তিনি অনুধাবন করিয়াছেন; উহাতে তিনি ইহাই বুঝিয়াছেন যে, কংগ্রেস মন্ত্রি প্রতিনিধিদের পরিকল্পনার সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন। এইহেতু লীগ গণ পরিষদে যোগ দিবে বলিয়া তিনি আশা করেন, তথায় লীগ যুক্তিযুক্ত মনোভাব অবলম্বন করিয়া স্বীয় অবস্থা দৃঢ় করিতে সমর্থ হইবে। অন্যথা একটি মাত্র দল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গণ পরিষদ ভুয়া প্রতিপন্ন হইবে। ভারতীয় জনমতের সমর্থন লাভ করিলেই শুধু উহা একটি দৃঢ়মূল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে পারে।

গান্ধীজীকে আরও একটি প্রশ্ন করা হয়, উহাতে বলা হয় যে, তিনি যদি হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই ভয়

করিয়া চলেন, তাহা হইলে গত দুই মাসকাল কেনই বা তিনি স্বীয় সম্প্রদায়কে পুনরুজ্জীবনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন এবং বিহারে সর্বস্বান্ত মুসলমানদের জন্যই বা কি করিতেছেন। তদুত্তরে গান্ধীজী বলেন যে, এইসব প্রশ্ন বাস্তববর্জিত। তিনি স্বীয় সম্প্রদায়কে পুনরুজ্জীবনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন না। তাঁহার নিজস্ব কোন সম্প্রদায় নাই; সকল সম্প্রদায়কেই তিনি নিজের বলিয়া মনে করেন। উভয় সম্প্রদায়ের সেবা করার উদ্দেশ্যে তিনি নোয়াখালি আসেন। তবে তিনি স্বীকার করেন যে, হিন্দুদের সান্ত্বনাদানের জন্য তিনি আসিলেও মুসলমানদের ক্ষতি করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে।

মহাত্মাজী এইজন্য দুঃখিত যে, তিনি তাঁহার সমালোচকদের ইহা প্রমাণ করিয়া দেখাইতে পারেন নাই যে, বিহারের দুর্গত মুসলমানদের স্বার্থের জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহাতে বিহারের হিন্দুদের স্বার্থের যথেষ্ট ক্ষতি করা হইয়াছে। সমালোচকদের কথা শুনিয়া বিবেকের বিরুদ্ধে তিনি যদি বিহারে যাইতেন, তাহা হইলে মুসলমানদের সেবা করা অপেক্ষা স্বার্থহানি করার সম্ভাবনাই বেশী ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিহারের হিন্দু ও বিহার সরকারের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হইয়াছে অনেক ক্ষেত্রে হয়ত তিনি বাস্তবের সহিত তাহার সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইতেন না এবং এই কারণেই তিনি প্রকৃষ্টতম পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, যথা তিনি বিহারের মন্ত্রিসভাকে বাঙ্গলা সরকারের সহিত একযোগে অথবা নিজেরাই একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। বিহার সরকার তাঁহার এই পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছেন।

তৃতীয় প্রশ্নে বলা হয়, অহিংসার মূর্ত প্রতীক, বিংশ শতাব্দীর বুদ্ধ কেন দেশব্যাপী এই রক্তপাত ও গৃহযুদ্ধ বন্ধ করিতে পারিতেছেন না? ইহার উত্তরে গান্ধীজী বলেন, তিনি একজন সাধারণ মানুষ মাত্র, তবে বহু বৎসরের ব্যাপক অভিজ্ঞতা তাঁহার জীবনে সঞ্চিত হইয়াছে। বুদ্ধ বা অন্যান্য যেসব মহাপুরুষ উত্তরকালে আসিয়াছেন, তাঁহারা হানাহানি ও বিরোধের অবসান ঘটাইবার জন্য নিজ নিজ পন্থায় কাজ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি তাহা করিতে পারেন নাই। ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ যে, তাঁহার মধ্যে বৃহত্তর কোন শক্তি নিহিত নাই। অতঃপর মহাত্মাজী বলেন, বাঙ্গলা দেশে আসার পর হইতে পুনঃ পুনঃ তিনি ইহা বলিয়াছেন যে, যে পর্যন্ত না উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা কার্যের দ্বারা প্রমাণ করিতে পারিতেছে যে, তাহারা পরস্পর সহোদর ভ্রাতার ন্যায় পাশাপাশি সুখশান্তিতে বসবাস করিতে পারে, সে পর্যন্ত তাঁহার বাঙ্গলা দেশ ছাড়িয়া যাওয়ার অভিপ্রায় নাই।

প্রার্থনা সভার পূর্বে যে সব মুসলমান বন্ধু গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাঁহারা একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। গান্ধীজী সে সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাঁহারা প্রশ্ন করেন যে, যাহারা হত্যা, অগ্নিসংযোগ ও লুণ্ঠনের অপরাধে অপরাধী, তাহাদেব গ্রেপ্তার ও বিচারের জন্য হিন্দুরা যখন আন্দোলন করিতেছেন, তখন তিনি কিরূপে আশা করেন যে, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে? মহাত্মাজী স্বীকার করেন যে, তিনি এইরূপ অভিযোগ করা পছন্দ করেন না, তবে অনিষ্টকারীরা যতদিন গ্রেপ্তার বা বিচার এড়াইয়া চলিবে এবং যতদিন নোয়াখালির মুসলমানেরা এইরূপ মনে না করিবে যে, অপরাধীদের নিজেদেরই আত্মপ্রকাশ করা উচিত, ততদিন অভিযোগকারীদের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি থাকিবে। উন্মত্ততা কখনও পেশাদার গুন্ডাদের কাজ নহে। সুতরাং উন্মত্ততার মধ্যে যখন অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়, তখন সকলেই তাহা করিয়া থাকে। মুসলমান জনসাধারণ যদি অপরাধীদের বিচারালয়ের পরিবর্তে জনমতের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারে, তাহা হইলে তিনি খুসী হইবেন।

অপরাধীরা যে অনুতপ্ত হইয়াছে, ইহা তাহারা দেখাক এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি ফিরাইয়া দিক। যাহারা অত্যাচারিত হইয়াছিল, অপরাধীরা তাহাদের আশ্বাস দিক যে, নির্যাতনের ভয় আর নাই এবং উন্মত্ততার দিন আজ

অতীতের বিষয় হইয়া গিয়াছে। মুসলমান জনমত এইরূপভাবে গঠিত হউক যাহাতে অনিষ্টকারীরা কোন ব্যক্তিবিশেষের ক্ষতি করিতে সাহস করিবে না; এইরূপ আশ্বাস যদি দেওয়া যায় তবেই হিন্দুদের নিরাপদে নিজ নিজ গ্রামে ফিরিয়া আসিতে বলা যাইতে পারে। মহাত্মাজীর দৃঢ়বিশ্বাস, আত্মশুদ্ধির পক্ষে জনমতের বিচার আদালতের বিচার অপেক্ষা শ্রেয়। প্রতিশোধ চাই না, চাই সংশোধন।

পরকোট গ্রামে মহাত্মাজী

রামধুন সঙ্গীতসহকারে স্থানীয় জনসাধারণের বিরাট শোভাযাত্রা

পথিমধ্যে ৩টি দগ্ধীভূত গৃহ পরিদর্শন

(মহাত্মাজীর সহিত ভ্রমণরত ষ্টাফ রিপোর্টারের টেলিফোন)

পরকোট (নোয়াখালি), ১৭ই জানুয়ারী— অদ্য মহাত্মাজী ৪৫ মিনিটে প্রায় দুই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া সকাল সাড়ে ৮টার সময়ে রামদেবপুর হইতে পরকোটে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তিনি শ্রীযুত চন্দ্রকুমার শীলের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। আগামীকল্য প্রাতে গান্ধীজী দুই মাইল দূরবর্তী বাদলকোট গ্রামে যাইবেন।

মহাত্মাজী অদ্য প্রাতে সম্ভবত সর্বাপেক্ষা কম সংখ্যক লোকজন লইয়া বাহির হন। কিন্তু পল্লীপথে তিনি যখন অগ্রসর হন, তখন ক্রমশই, তাঁহার সঙ্গের জনতার ভীড় বাড়িতে থাকে এবং যখন তিনি গ্রামে পৌঁছেন, তখন সংখ্যা প্রায় ৫শত হয়। শঙ্খ ও উলুধ্বনির মধ্যে বাদ্যযন্ত্র সহকারে রামধুন সঙ্গীত করিতে করিতে স্থানীয় জনসাধারণ গান্ধীজীর অনুসরণ করিতে থাকে।

গান্ধীজীর যাত্রাপথের স্থানে স্থানে দুই তিনজন করিয়া মুসলমানকে একা দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা যায়। মুসলমান মহিলারা পুষ্করিণীর ধারে নারিকেল ও সুপারী বৃক্ষের পাশে দাঁড়াইয়া এই মহামানবের দর্শন লাভের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকেন। গান্ধীজীর সহিত যে সকল স্থানীয় লোক যাইতেছিল তাহাদের মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজনকে এইরূপ বলিতে শুনা যায় যে, শান্তি প্রতিষ্ঠিত হউক বা না হউক, তাহাদের এইটুকু সান্ত্বনা যে, মহাত্মার শুভাগমনে সমগ্র নোয়াখালি জেলা একটি তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে এবং বর্তমান যুগের এই শ্রেষ্ঠ মানবের নিকট তাহারা তাহাদের দুঃখের কাহিনী বলিবার সুযোগ পাইয়াছে।

পরকোট গ্রামে যাইবার পথে গান্ধীজী দশঘরা গ্রামে তিনখানি দগ্ধীভূত গৃহ পরিদর্শন করেন। পথে গান্ধীজীকে অনেকগুলি সঙ্কীর্ণ সাঁকো অতিক্রম করিতে হয়। রাস্তার স্থানে স্থানে ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা ও পুষ্পপত্রাদির দ্বারা তোরণ নির্মিত হইয়াছিল। অনেকগুলি তোরণে "বাপুজী স্বাগতম্" লেখা ছিল।

রামদেবপুরের বিবরণ

রামদেবপুর, ১৬ই জানুয়ারী— গান্ধীজী তাঁহার বর্তমান সফরে সর্বাপেক্ষা উপদ্রুত যে পাঁচটি গ্রাম দেখিতে চাহেন, তাহার নারায়ণপুর পরিদর্শনের ফলে, তন্মধ্যে চারিটি পরিদর্শন শেষ হইল।

হাঙ্গামায় রামদেবপুরের অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতি হইয়াছে। এই গ্রামের মোট ৬ শত অধিবাসীর মধ্যে ৫ শত জন হিন্দু। এই গ্রাম শাহপুর থানার নিকটে হইলেও অধিবাসিগণ কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের জন্য চাঁদা দেওয়া এবং ধর্মান্তর গ্রহণ হইতে অব্যাহতি পায় নাই।

রামদেবপুর দশঘরিয়ার একটি অংশ। শেষোক্ত স্থানে সংখ্যালঘিষ্ঠদের খুব বেশী ক্ষতি হইয়াছে। দশঘরিয়ার দুই হাজার অধিবাসীর মধ্যে প্রায় এক হাজার হিন্দু। এখানে ভস্মীভূত কুটীরসমূহের সংখ্যা ১২০। একটি পাকাবাড়ীও বিধ্বস্ত হইয়াছে। ৩৮টি পরিবার গৃহহীন হইয়াছে। গ্রামে যে ৪৯ খানা হস্তচালিত তাঁত চলিত, তৎসমুদয়ই ভস্মীভূত হইয়াছে।

হাঙ্গামার পর এই গ্রামের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের শতকরা ৬০ জন লোক স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে শতকরা ৮ জন গত একপক্ষ সময়ের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছে।

আশ্রয়কেন্দ্র ত্যাগ করিবার নির্দেশ
চাঁদপুরে গৃহহারাদের প্রতি কর্তৃপক্ষের নির্মমতা
(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

চাঁদপুর, ১৩ জানুয়ারী— বর্তমানে চাঁদপুরে যে সকল আশ্রয়প্রার্থী বিশ্বভারতীর, আর সি সাহার ও সুরজমল নাগরমলের গুদামে আশ্রয় লইয়া সরকারী সাহায্য পাইতেছে, তাহাদের অনেকেরই বাড়ীঘর আগুনে ভস্মীভূত হইয়াছে। নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেও মাথা রাখিবার কোন গৃহ তাহাদের অনেকেরই নাই। ইহা সত্ত্বেও ঐ সকল আশ্রয়প্রার্থীকে ৪/৫ দিনের মধ্যে আশ্রয় কেন্দ্র পরিত্যাগ করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

আশ্রয়প্রার্থিগণ কর্তৃপক্ষের এরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছে। স্থানীয় হিন্দু মহাসভার সম্পাদক শ্রীযুত অবনীমোহন গুহ জানাইতেছেন যে, বহু আশ্রয়প্রার্থী সরকারী সাহায্য বন্ধ করিয়া দিলেও অনশনে বা অর্ধাশনে থাকিয়া, চাঁদপুর আশ্রয়কেন্দ্রেই বাস করিবে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে।

বাঙ্গলা সরকারের পুনর্বসতি পরিকল্পনার সহিত মফঃস্বলের সরকারী কর্মচারীদের কার্যপদ্ধতির সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয় না। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের বিপন্ন আশ্রয়প্রার্থীদের দুঃখকষ্টের প্রতি স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষ যে সহানুভূতিসম্পন্ন নয়, উক্ত অবস্থা হইতে তাহা স্পষ্ট বোঝা যায়।

গোলাম সারওয়ারকে মুক্ত করিলেই শান্তি সম্ভব
মহাত্মাজীর নিকট মুসলমান নেতৃবৃন্দের উক্তি

রামদেবপুর (নোয়াখালি), ১৬ই জানুয়ারী— বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, নোয়াখালির মুসলিম লীগ নেতা মিঃ গোলাম সারওয়ারকে মুক্তি দিলেই গান্ধীজীর শান্তি মিশন সফল হইবে বলিয়া প্রতিপত্তিশালী মুসলমান নেতৃবৃন্দ গান্ধীজীকে বলিয়াছেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব লীগ সদস্য মি. গোলাম সারওয়ার বর্তমানে হাজতে আছেন। নোয়াখালির দাঙ্গা সম্পর্কে তাহার বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগ আনা হইয়াছে। জানা গিয়াছে, গান্ধীজী মুসলমান নেতৃবৃন্দকে বলিয়াছেন যে, দাঙ্গা সম্পর্কে মিঃ গোলাম সারওয়ারের মতামত তিনি বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছেন। —এ. পি

১৮ জানুয়ারি

সুচেতা দেবী— সুচেতা কৃপালনি (২৬ জুন ১৯০৮-১ ডিসেম্বর ১৯৭৪)। পিতা পাঞ্জাববাসী বাঙালি ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। আম্বালায় জন্ম। বেনারসের হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৩১-৩৯ অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৩৬-এ আচার্য কৃপালনির সঙ্গে বিবাহ এবং সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ। কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজে তাঁর দক্ষতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য বহুবার কারাবরণ করেন। ১৯৪৫ সালে 'কস্তুরবা মেমোরিয়াল ট্রাস্টের' সংগঠন সম্পাদক এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৬-এ গান্ধিজির আহ্বানে নোয়াখালির দাঙ্গা বিপর্যস্ত মানুষদের সাহায্যে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেন।

নোয়াখালিতে সৈন্যগণ কর্তৃক উচ্ছৃঙ্খল জনতা ছত্রভঙ্গ
পুনর্বসতি কার্যে শ্রীযুক্তা কৃপালনীর আত্মনিয়োগ
নিজস্ব সংবাদদাতার তার

এলাহাবাদ, ১০ই জানুয়ারী— অতি বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, একজন মুসলমান দত্তপাড়ার (নোয়াখালি) কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে জানান যে, শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনীকে হরণের জন্য ষড়যন্ত্র করা হইতেছে। তৎক্ষণাৎ সৈন্যদিগকে ইহা জানান হয়। একদল উচ্ছৃঙ্খললোক যখন শ্রীযুক্তা কৃপালনীর শিবিরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, তখন সৈন্যগণ তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়।

শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী বিভিন্ন গ্রামে পুনর্বসতি সংক্রান্ত কার্যে আত্মনিয়োগ

কুমিল্লা, ১০ই জানুয়ারী— শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী গত ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে নোয়াখালিতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনঃসংস্থাপন কার্য পুনরায় আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি স্বেচ্ছাসেবকদের লইয়া সোমপাড়া, নন্দীগ্রাম বারালিয়া, রাধাপুর, মদনপুর, বালাসপুর ও বাঙ্গাখা গ্রামে পুনর্বসতি কার্য আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা কৃপালনী বর্তমানে বারালিয়া গ্রামে একটি ভস্মীভূত বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। তিনি তথায় একটি ভস্মীভূত কুটীর পুনর্নির্মিত করিয়া উহা বাসের যোগ্য করিয়া লইয়াছেন।

গত ৩রা জানুয়ারী বারালিয়া ও পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের বহু হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসী স্কুলপ্রাঙ্গণে সমবেত হয়। শ্রীযুক্তা কৃপালনী তাহাতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, যাহারা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করিয়া সরলপ্রকৃতির লোকদিগকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করে, তাহারা বৈদেশিক গবর্ণমেণ্টের বেতনভুক চর।

কয়েকজন স্থানীয় মুসলমান নেতাও সভায় বক্তৃতা করেন। তাঁহারা লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকদের উপর অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করেন। (আনন্দবাজার পত্রিকা। ১০ জানুয়ারি ১৯৪৭)

স্বাধীন ভারতের উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে তাঁর অবদান অতুলনীয়। রাজনৈতিক জীবনে বহুবার কংগ্রেসের বহু দায়িত্বপূর্ণ পদে ছিলেন। সর্বভারতীয় সংগঠনের কাজ ছাড়াও রাজ্যস্তরেও তাঁকে নানান দায়িত্ব সামলাতে হয়েছিল। ১৯৬০-৬৩ উত্তরপ্রদেশের শ্রমমন্ত্রী এবং ১৯৬৩-৬৭ পর্যন্ত ওই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। তিনিই ভারতের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী।

সুচেতা কৃপালনির সম্বন্ধে গান্ধিজি বলেছিলেন, 'a person of rare courage and character who brought credit to Indian womanhood.'

যোগেশ বাবু— যোগেশচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৬-১৫ নভেম্বর ১৯৭২)। পিতা শরৎচন্দ্র গুপ্ত। কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার। বহু রাজনৈতিক মামলায় আসামী পক্ষের হয়ে সওয়াল করে খ্যাতি অর্জন করেন। কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের অন্যতম। অবিভক্ত বাংলার ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য, কংগ্রেসদলের চিফ হুইপ ও পরিষদীয় সদস্য হিসেবে তাঁর দক্ষতা সকলের নজর কেড়েছিল।

জীবন সিঙ্গে— সর্দার জীবন সিং। আজাদ হিন্দ ফৌজের সদস্য, গান্ধীজীর নোয়াখালি মিশনের একজন। গুরুত্বপূর্ণ কমিটির দায়িত্বে ছিলেন।

অপর্যাপ্ত সময় নষ্ট— নির্মলকুমার বসু গান্ধিজির সাক্ষাৎকারের বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁর গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। গান্ধীজী খুব মন দিয়ে সাক্ষাৎকারীর প্রশ্ন বা মত শুনতেন, মধ্যে কোনও মন্তব্য বা বাধা দিতেন না। তাকে খণ্ডন করবার চেষ্টাও করতেন না। তাঁর বক্তব্য শেষ হলে গান্ধিজি নিজের দৃষ্টিভঙ্গী বা মতামত স্পষ্ট ভাষায় উপস্থাপিত করতেন।

নির্মলকুমার সাক্ষাৎকারীর সময় বেঁধে দিতেন। পূর্বে সাক্ষাৎ হয়ে থাকলে সেদিনের আলোচনার বিষয় সংক্ষেপে গান্ধিজির সমক্ষে উপস্থিত করতেন। তিনি লিখেছেন, 'গান্ধীজীর আলাপ-আলোচনার সময়ে সম্ভব হইলে আমরা উপস্থিত থাকিতাম এবং প্রশ্নোত্তরের সারাংশ লিখিয়া রাখিতাম। পরে তাহা লিখিয়া গান্ধীজীর কাছে সংশোধন করাইয়া লওয়া হইত। কোন রিপোর্ট প্রবন্ধ আকারে প্রকাশ হইত, কোনটি বা প্রকাশিত হইত না।'

তাঁর মতে গান্ধীজী সাক্ষাৎকারের সময় সম্পর্কে 'কথাবার্তায় যতটা কঠিন নিয়মবদ্ধভাবে চলিতেন, ইদানীং, অর্থাৎ তাঁহার শেষ বয়সে, যেন তাহাতে কিছু ঢিলা পড়িয়াছিল।'

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

অহিংস নীতি অনুসরণ কর ও মন হইতে শঙ্কা দূর কর

পরকোট গ্রাম-সেবা-সঙ্ঘের স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতি গান্ধীজীর উপদেশ

শনিবার প্রাতে বদলকোট গ্রামে গান্ধীজী

(স্টাফ রিপোর্টার কর্তৃক টেলিফোনে প্রেরিত)

বদলকোট (নোয়াখালি), ১৮ই জানুয়ারী— মহাত্মা গান্ধী অদ্য সকাল ৮-২০ মিনিটের সময় পরকোটের দুই মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত বদলকোটে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। আজ গান্ধীজীর পল্লী পরিক্রমার দ্বাদশ দিবস। নোয়াখালির এই অংশে প্রবল শীত পড়িয়াছে, অদ্য প্রাতে পর্যটন আরম্ভ করিয়া প্রথম কুড়ি মিনিট গান্ধীজী ধীরে ধীরে হাঁটিতে থাকেন। মনে হইতেছিল শৈত্যাধিক্যের জন্যই তিনি ধীরে ধীরে হাঁটিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই তাঁহার গতিবেগ বৃদ্ধি পায় এবং তিনি তাঁহার স্বাভাবিক গতিতে চলিতে আরম্ভ করেন। তিনি ৪৫ মিনিটে দুই মাইল পথ অতিক্রম করেন।

গান্ধীজী তাঁহার যাত্রাপথে গিবেশপুর ও রামদেবপুর অতিক্রম করেন। রামদেবপুরে তিনি পরলোকগত আলাউদ্দিন ভুইঞার গৃহে কিছুক্ষণের জন্য অবস্থান করেন। তিনি পূর্বেও রামদেবপুর নামক একটি গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। দুইটি গ্রামের একই নাম হওয়ায় তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। যে পথ দিয়া মহাত্মাজী রামদেবপুরে গমন করেন, তাহার এক ফার্লং পথ মুসলমানগণ পূর্বদিন তৈয়ারী করিয়াছিলেন।

মহাত্মাজীর গমনপথের দুই পার্শ্বে যে সকল বয়োবৃদ্ধ দণ্ডায়মান ছিলেন, গান্ধীজী তাঁহাদের অভিবাদন করেন। মহাত্মাজী তাঁহার এই পর্যটনের সময় নূতন নূতন বাঙ্গলা শব্দ শিখিবার চেষ্টা করিতেছেন।
বদলকোটে গান্ধীজী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজন চিকিৎসকের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। ঐ ব্যক্তি গত হাঙ্গামার সময় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। মহাত্মাজীর পরবর্তী গন্তব্যস্থল হইল আতাখোরা গ্রাম। আতাখোরা গ্রাম বদলকোটের আড়াই মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

বদলকোট (নোয়াখালি), ১৮ই জানুয়ারী— বদলকোট যাইবার পথে গান্ধীজী সাংবাদিকগণের সহিত কথোপকথনকালে বলেন, "এখানে আমার উদ্দেশ্য যদি ব্যর্থ হয়, তাহা হইলেও তাহাকে অহিংস নীতির ব্যর্থতা বলা যাইবে না। উহা হইবে আমার অনুসৃত অহিংস নীতির ব্যর্থতা।" মহাত্মাজী বলেন যে, তিনি এখানে তাঁহার অনুসৃত অহিংস নীতির পরীক্ষা করিতেছেন।

মহাত্মাজী পরকোট গ্রাম ত্যাগ করিয়া নগ্নপদে ধান্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া বদলকোট অভিমুখে যাত্রা করেন। মহাত্মাজী আগামীকল্য প্রাতে বদলকোট হইতে আতাখোরা গ্রামে যাইবেন। তথায় তিনি শ্রীযুত কামিনীকুমার শর্মার গৃহে অবস্থান করিবেন।

মহাত্মাজী এখানে পৌঁছিবার পর তাঁহাকে এই সকলের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা হয়। — এ. পি

অন্তর হইতে শঙ্কা দূর কর
স্বেচ্ছাসবকদের প্রতি গান্ধীজীর উপদেশ

পরকোট (নোয়াখালি), ১৭ই জানুয়ারী— অদ্য সায়াহ্নে এখানে গ্রাম সেবাসঙ্ঘের স্বেচ্ছাসেবকদের এক সভায় মহাত্মাজী বলেন যে, আঘাতের পবিবর্তে আঘাত করা চলে কিন্তু তাহা দ্বারা সমস্যার সমাধান হইবে না।

৪২ জন স্বেচ্ছাসেবক মহাত্মাজীকে দেখিতে এবং তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতে এখানে আসিয়াছেন। মহাত্মাজী তাঁহাদের বলেন, "তোমরা অহিংস থাক এবং অন্তরে শঙ্কা পোষণ করিও না। তোমাদের প্রত্যেকে যদি মন হইতে শঙ্কা দূর করিতে পার, তাহা হইলে তোমাদের এই ৪২ জন ৪,২০০ জনের মত শক্তিশালী হইবে।"

বক্তৃতার পর মহাত্মাজী স্বেচ্ছাসেবকগণ মন হইতে শঙ্কা দূর করিতে পারিয়াছেন কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে একজন বলেন যে, তাঁহারা যখন ৪২ জন একত্রে থাকেন তখন তাঁহাদের কোন ভয় থাকে না। মহাত্মাজী ইহা শুনিয়া বলেন যে, ইহার অর্থ এই যে, তাঁহাদের প্রত্যেকের মনেই ভয় আছে। তিনি বলেন যে, যাহাই ঘটুক না কেন স্বেচ্ছাসেবকদের ব্যক্তিগতভাবে মনে কোন প্রকার ভয় থাকা উচিত নহে। ভীতির নিকট তাঁহাদের কখনই মাথা নত করা উচিত নহে।

মহাত্মাজী স্বেচ্ছাসেবকদের গ্রামের পক্ষে প্রয়োজনীয় কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে পরামর্শ দেন। মুসলমানদের সহিত তাহাদের ভ্রাতা ও বন্ধুর ন্যায় মেলামেশা করা উচিত।

লাঠির উত্তরে লাঠি প্রয়োগের নিন্দা করিয়া মহাত্মাজী বলেন যে ইহাতে সমস্যার সমাধান হইবে না। লাঠির আঘাতে তোলা কাহাকেও— পরাভূত করিতে পারিবে না; ভালবাসার দ্বারা লোককে জয় করা সম্ভবপর।

স্বেচ্ছাসেবকগণ মহাত্মাজীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলে তিনি বলেন, "তোমরা যদি আমার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ কর, তাহা হইলে সকল সময়েই আমার আশীর্বাদ তোমাদের শিরে বর্ষিত হইবে।" — এ. পি

মহাত্মা গান্ধীর পল্লী পরিক্রমার সর্বশেষ কর্মসূচী

বদলকোট (নোয়াখালি), ১৮ই জানুয়ারী— মহাত্মা গান্ধীর পল্লী পরিক্রমার তালিকায় আরও দুইটি স্থান যুক্ত করা হইয়াছে— রেজাকপুর ও কমলপুর।

মূল তালিকা হইতে ত্রিপুরা জিলার মহম্মদপুর ও হাসনাবাদ গ্রাম বাদ দেওয়া হইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধীর সর্বশেষ কর্মসূচী এইরূপ— ১৯শে জানুয়ারী— আতাখোরা; ২০শে জানুয়ারী— শিরন্ডী; ২১শে জানুয়ারী— কেতুরী; ২২শে জানুয়ারী— পানিয়ালা; ২৩শে জানুয়ারী— দলটা; ২৪শে জানুয়ারী— মুরাইম; ২৫শে জানুয়ারী—রেজাকপুর; ২৬শে জানুয়ারী— কমলপুর; ২৭শে জানুয়ারী— পাল্লা, ২৮শে

জানুয়ারী— পাঁচগাঁও; ২৯শে জানুয়ারী— জয়াগ; ৩০শে জানুয়ারী— আমকি; ৩১শে জানুয়ারী— নবগ্রাম; ১লা ফেব্রুয়ারী— আমিষাপাড়া; ২রা ফেব্রুয়ারী— সাতঘরিয়া; ৩রা ফেব্রুয়ারী— সাধুরখিল।

— এ. পি

প্রার্থনা সভায় মহাত্মাজীর বক্তৃতা

পরকোট (নোয়াখালি), ১৭ই জানুয়ারী— মহাত্মাজী তাঁহার কুটীর হইতে প্রায় এক মাইল দূরবর্তী জামিরতলা গ্রামে একটি ধান্যক্ষেত্রে প্রার্থনা সভার অনুষ্ঠান করেন। বহুসংখ্যক মুসলমান ধান্যক্ষেত্রের প্রান্তে দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রার্থনা লক্ষ্য করিতেছিল। মহাত্মাজী তাহাদের সভায় যোগদান করিতে আহ্বান করেন, তাহারা সভাস্থলে আসিয়া আসন গ্রহণ করে ও প্রার্থনা সঙ্গীত এবং গান্ধীজীর বক্তৃতা শ্রবণ করে। বক্তৃতার পর মহাত্মাজী নিকটবর্তী একটি গ্রামে দুইজন হিন্দুর গৃহে গমন করেন। উহাদের মধ্যে একজন মহাত্মাজীকে তাঁহার গৃহদেবতার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিতে অনুরোধ করেন। মহাত্মাজী বলেন যে, ভগবানের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা অপেক্ষা সর্বান্তঃকরণে ঈশ্বরের নামোচ্চারণ বহুগুণ শ্রেয়ঃ। মহাত্মাজী নিকটবর্তী জনৈক মুসলমানের গৃহেও গমন করেন।

সর্দার নিরঞ্জন সিং গিল অদ্য প্রার্থনাসভায় যোগদান করেন। মহাত্মাজী যখন সান্ধ্য ভ্রমণে বাহির হন তখন সর্দার নিরঞ্জন সিং তাঁহার সঙ্গে ছিলেন।

অদ্য অপরাহ্ণে মহাত্মাজী মহিলাদের এক সভায় বক্তৃতাদানকালে বলেন, "নোয়াখালিতে যাহা ঘটিয়াছে, তাহাকে ভগবানের অভিসম্পাত বলা যায়, ইহা কেবল বাঙ্গলার পক্ষে নহে, পরন্তু সমগ্র ভারতের পক্ষেই ইহা প্রযোজ্য। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করিবার সময় আসিয়াছে।"

মহাত্মাজী বলেন যে, হিন্দু মহিলাদের জাতি ও উচ্চ-নীচ ভেদাভেদজ্ঞান বর্জন করা উচিত। তাঁহাদের সকল শ্রেণীর নারীর সহিত সমানভাবে মেলামেশা করা উচিত। মহাত্মাজী হিন্দু মহিলাদের বিশেষভাবে মুসলমান ভগিনীদের সহিত মেলামেশা করিবার পরামর্শ দেন। উভয় সম্প্রদায়ের মহিলাদের মধ্যে যদি বন্ধুত্ব থাকে এবং হিন্দু মহিলাদের যদি মুসলমান ভগিনীদের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকে, তাহা হইলে নোয়াখালির এই শোচনীয় ঘটনা ঘটিতে পারিত না।

মহাত্মা গান্ধী গ্রাম্য মহিলাদের তাঁহাদের অবসর সময় নষ্ট না করিয়া ঐ সময়ে সুতা কাটিতে এবং গ্রাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে উপদেশ দেন।

মহাত্মাজী আরও বলেন যে, হিন্দু মহিলাদের প্রতি তাঁহার উপদেশ পুরুষদের পক্ষেও প্রযোজ্য, হিন্দু পুরুষদেরও মুসলমানদের সহিত বন্ধুত্বভাবে মেলামেশা করা উচিত। বন্ধুভাব থাকিলে ভ্রান্ত ধারণা এবং কলহের সম্ভাবনা দূর হইবে।

— এ. পি

হাজারা জেলার অবস্থা সম্বন্ধে গান্ধীজীর নিকট তার

(স্টাফ রিপোর্টার কর্তৃক টেলিফোনে প্রেরিত)

বদলকোট (নোয়াখালি), ১৮ই জানুয়ারী— মহাত্মা গান্ধী গত ১৩ই জানুয়ারী পেশোয়ার হইতে হাজারা জেলার হাঙ্গামা সম্পর্কে এক তার পাইয়াছেন। সংবাদ পাইবার পরই মহাত্মাজী এক তার করেন। মহাত্মাজী উহার উত্তরে পণ্ডিত নেহরু এবং সর্দার প্যাটেলের নিকট হইতে যে তার পান তাহাতে বলা হইয়াছে, হাজাবা জেলায় কয়েকটি সাঙ্ঘাতিক ঘটনা ঘটিয়াছে। সীমান্ত গবর্ণমেন্ট দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন এবং তাঁহারা আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্য করিতেছেন। অবস্থা এখন শান্ত।

গান্ধীজী সকাশে শ্রীযুত জগদীশ মিত্র

বদলকোট ১৮ই জানুয়ারী— বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে গঠিত নোয়াখালি রিলিফ কমিটির সদস্য শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র মিত্র এখানে আসিয়াছেন এবং গতকল্য তিনি গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি নোয়াখালির উপদ্রুত অঞ্চলগুলি পরদর্শন করিয়াছেন। সংগৃহীত তথ্যাদি তিনি বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মিঃ এস কে পাতিলের নিকট পেশ করিবেন।

গান্ধীজীর পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে স্ফোটক

বদলকোট ১৮ই জানুয়ারী— গান্ধীজীর সহগামী ইউনাইটেড প্রেসের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন, স্যাতস্যেতে ঠান্ডা মাটির উপর দিয়া গান্ধীজী খালিপায়ে চলার ফলে, তাঁহার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে হিম ফোস্কার দুইটি বড় কাল দাগ পড়িয়াছে। গত বার দিন যাবৎ তিনি ইহার ফলে কষ্ট পাইতেছেন।

— ইউ. পি

১৯ জানুয়ারি

পুকুরঘাট এ বাড়ীর— আতাখোরায় গান্ধীজী কামিনী শর্মার ঠাকুরবাড়িতে তাঁর শিবির করেছিলেন।

নিরূপমা দেবী—(১৮৯৫-১৯৮৪)। উত্তরপ্রদেশের হোসেঙ্গাবাদের এক সমৃদ্ধ বাঙালি পরিবারে জন্ম। পিতা মতিলাল গুপ্তের কাছে শিক্ষালাভ করেন এবং মায়ের অনুপ্রেরণায় বাংলা সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। কোচবিহার রাজপরিবারে তাঁর প্রথম বিবাহ। ১৯২৩-৩১ তাঁর সম্পাদনায় নবপর্যায়ে সচিত্র আকারে 'পরিচারিকা' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত কবিতা সমষ্টি *ধূপ* এবং *গোধূলি* (১৩৩৫ ব.) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীর সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। ১৯৪৩ সালে কংগ্রেস সাহিত্য সংঘে যোগ দেন। প্রথম স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সর্বোদয় কর্মী শিশিরকুমার সেনকে বিবাহ করেন। ১৯৪৭ সালে নিরুপমা দেবী সাহেবনগর কস্তুরবা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন।

শিশিরকুমার সেন—(১৮৯৬-১২ অক্টোবর ১৯৭৮)। নদিয়ার সাহেবনগরের সর্বোদয় কেন্দ্রের প্রাতষ্ঠাতা কর্মী। ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন। গান্ধিজির ডাকে গঠনমূলক কাজে যোগ দেওয়ার জন্য বিড়লা কোম্পানির চাকরি ছেড়ে দেন এবং সস্ত্রীক গ্রামসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪২-এর ভারত-ছাড়ো আন্দোলনে যোগ দিয়ে ডায়মণ্ডহারবারের খাদি প্রতিষ্ঠান কর্মীশূন্য হলে স্ত্রী নিরুপমা দেবীকে সঙ্গী করে শিশিরকুমার ওই কেন্দ্রের ভার নেন। পরবর্তীকালে ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের সময়ে তাঁরা দুর্গত অধিবাসীদের সেবা করেন। ভূদানযজ্ঞের আন্দোলনে বাংলায় অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। বাংলাভাষায় সর্বোদয় সাহিত্য তাঁরই ঐকান্তিক চেষ্টায় প্রকাশিত হয়েছিল।

গান্ধীজীর বক্তৃতা— নির্মলকুমারকে যেমন প্রয়োজনে প্রার্থনা পরিচালনা করতে হত তেমনি অনেক সময় গান্ধিজির বক্তব্য জনগণের সামনে উপস্থিতও করতে হত। এখানে তেমনি ঘটনার উল্লেখ পাচ্ছি।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

আত্মনির্ভরতাই শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রকৃষ্ট উপায়
প্রতিবেশীর সহিত সৌহার্দের মধ্যে বসবাসই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য

বদলকোট গ্রামে প্রার্থনা সভায় মহাত্মাজীর বক্তৃতা
রবিবার আতাখোরা গ্রামে গান্ধীজী

আতাখোরা, ১৯শে জানুয়ারী— অদ্য সকাল ৮টা ৪০ মিনিটে মহাত্মাজী তাঁহার পল্লীপরিক্রমার চতুর্দশ গ্রাম আতাখোরায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তিনি ভোর সাড়ে ৭টায় বদলকোট হইতে রওনা হইয়া ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিটে আড়াই মাইল পথ অতিক্রম করেন।

আতাখোরা (নোয়াখালি) ১৯শে জানুয়ারী— বদলকোটের জনৈক মুসলমান গান্ধীজীর নিকট প্রস্তাব করেন, মহাত্মা গান্ধী ও মিঃ জিন্নার মধ্যে একটা মীমাংসা হইলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার এই প্রস্তাবের উত্তরে বলেন, "আমি মহান শক্তির আধিকারী— এইরূপ কোনো ভ্রান্তি আমার মনে নাই।"

মহাত্মা গান্ধী গতকল্য বদলকোটে প্রার্থনাসভায় বলেন, প্রার্থনার কিছু পূর্বে তিনি জনৈক মুসলমান ভদ্রলোকের গৃহে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়াছিলেন, সেই মুসলমান ভদ্রলোক তাঁহার নিকটে আসিয়া বলেন, মিঃ জিন্না ও মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে একটা মীমাংসা হইলে, আমাদের দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। মহাত্মা গান্ধী এই প্রস্তাবের উত্তরে বলেন, তাঁহার মনে কোন ভ্রান্ত ধারণা নাই অথবা তিনি আপনাকে মহান শক্তির অধিকারী বলিয়া মনে করেন না। লোকে জানে তিনি বহুবার মিঃ জিন্নার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। এই সাক্ষাতের কোন ফল ঘটিয়া না থাকিলেও তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে আন্তরিক সৌহার্দ্য ছিল।

মহাত্মা গান্ধী আরও বলেন যে, আসল কথা হইল এই অনুগামীরাই নেতাকে গড়িয়া তোলে। তাঁহারা জনসাধারণের সুপ্ত আশা আকাঙ্ক্ষা ও অনুপ্রেরণা সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পান। ইহা শুধু ভারতের পক্ষে কেন, সারা জগতের ক্ষেত্রেও সত্য। অতএব, তিনি হিন্দু ও মুসলমানদিগকে এই কথাই বলিতে চাহেন যে, দৈনন্দিন জীবনধারণ সমস্যার সমাধানকল্পে তাঁহারা যেন মুসলিম লীগ, কংগ্রেস অথবা হিন্দুমহাসভার দ্বারস্থ না হন। তাঁহাদিগকে নিজেদের প্রতিই মনোযোগী হইতে হইবে। তাঁহারা যদি এইরূপ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে শান্তি স্থাপনের ইচ্ছা নেতাদের চিত্তেও প্রতিভাত হইবে। বিশেষ করিয়া রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তাহারা কতটা জানে? যদি প্রতিবেশী পীড়িত হইয়া পড়ে, তবে ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে কি কংগ্রেস অথবা লীগের নিকট দৌড়াইতে হইবে? ইহা ভাবিতেই পারা যায় না।

নিরক্ষরতার নিগড় হইতে নারীদের মুক্ত করিতে হইবে বলিয়া মিঃ জিন্না যে উক্তি করিয়াছেন, গতকল্য সন্ধ্যায় গান্ধীজী তাহা উল্লেখ করেন। কিন্তু বলেন যে, তাহাই যথেষ্ট নহে। শিক্ষিত লোকেদের অবস্থা নিরক্ষর লোকেদের অবস্থা অপেক্ষা কি ভাল? গান্ধীজী প্রশ্ন করেন যে, শিক্ষিত লোকেরা কি রাজনৈতিক দুনিয়ার কল্পনাবিলাসের দাস নহে? দীর্ঘদিন হিটলারের অধীনে থাকিয়া জার্মাণীর অবস্থা আজ হিটলার যাহা চাহিয়াছিলেন, তাহাই হইয়াছে। লেখাপড়া জানিলেই মানুষ হওয়া যায় না— প্রকৃত জীবন লাভ করিতে হইলে জ্ঞানের প্রয়োজন। যদি লোকেরা সব কিছু জানে অথচ কিভাবে প্রতিবেশীর সহিত একত্র সৌহার্দ্যের মধ্যে বসবাস করিতে হয় তাহা না জানে, তবে শিক্ষার সার্থকতা কোথায়?

মহাত্মা আরও বলেন, যদি কোন লোক তাহার প্রতিবেশীর সহিত আচরণে কোন অন্যায় করে, তাহা হইলে তজ্জন্য তাহার অনুতপ্ত হওয়া উচিত এবং ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। প্রতিবেশী যদি ক্ষমা করে ত ভাল, আর যদি না করে, তাহা হইলে ভগবানের উপর যে নির্ভর করে তাহার কোন ক্ষতি নাই। উদারচিত্তে যদি শাস্তিকে গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা মানুষ আরও উন্নত হয়। গান্ধীজী অতঃপর

বলেন যে, তিনি একটি পুরাণে পড়িয়াছেন, কোন ভুলত্রুটি সংশোধন না করিয়া ফেলিয়া রাখা উচিত নহে। অন্যথা শেষে বিচারের দিন ভগবানের করুণা হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে।

মহাত্মাজী বলেন, লেখাপড়া সকলকে শিখিতে হইবে বটে, কিন্তু প্রতিবেশীর সহিত কিভাবে সৌহার্দের মধ্যে বসবাস করা যায় তাহাও শিক্ষা করা প্রয়োজন। সমাজে নারী প্রায় অর্ধেক। অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের নিগড় হইতে নারীদের মুক্ত করিতে হইবে।

পারস্পরিক সহযোগিতা ও মঙ্গলসাধনের মনোভাব লইয়া সকলকে বসবাস করিতে হইবে। তজ্জন্য রাজনৈতিক দলের নির্দেশের প্রতীক্ষায় না থাকিয়া নিজেদেরই উপর নির্ভর করিতে হইবে। মহাত্মাজী বলেন, ব্যক্তিগতভাবে তিনি নিজেকে এই কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার কাজ যদি অসমাপ্ত থাকিয়া যায়, তাহা হইলে জীবিত অবস্থায় তিনি দেশের এই অঞ্চল ত্যাগ করিবেন না। তাঁহার মুসলমান ভ্রাতাদের মন হইতে যদি তিনি অবিশ্বাসের ভাব দূর করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে তাঁহার ফল শুধু দেশের এই অংশে নহে সমগ্র ভারতবর্ষে তাহা অনুভূত হইবে এবং তদ্দ্বারা বিশ্বের ভবিষ্যৎ শান্তিও বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইবে।

— এ.পি.

পথিমধ্যে রাস্তার ধারে এক মক্তবের সম্মুখে মহাত্মাজী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন। ছোট ছোট মুসলমান বালিকারা তখন কোরাণ পাঠ করিতেছিল। গান্ধীজী বালিকাদের কোরাণ পাঠে বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন এবং প্রায় ১০ মিনিটকাল সেখানে দাঁড়াইয়া থাকেন।

গান্ধীজী আতাখোরায় শ্রীযুত কামিনী শর্মার ঠাকুরবাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন।

নোয়াখালির পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ আবদুল্লা অদ্য প্রাতে বদলকোটে আসেন এবং আতাখোরা পর্যন্ত মহাত্মাজীর অনুগমন করেন।

তিনটি গ্রামের ক্ষতির বিবরণ ও পরিমাণ পেশ

(ষ্টাফ রিপোর্টার কর্তৃক প্রেরিত)

বদলকোট (নোয়াখালি), ১৮ই জানুয়ারী— বদলকোট ও উহার সন্নিহিত তিনটি গ্রাম যথা — মেঘা, বামদেবপুর ও মেক্রার চর সম্পর্কে গান্ধীজীর নিকট এক বিবৃতি পেশ করা হয়। উল্লিখিত এলাকার পরিমাণ দেড় বর্গমাইল এবং উহার মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৮ হাজার ৫শত মুসলমান ও এক হাজার তিনশত হিন্দু। হিন্দুদের মধ্যে এক হাজারই তপশীলী শ্রেণীর।

গুণ্ডারা ভিন্ন সম্প্রদায়ের ক্রিয়াকলাপ অনুযায়ী ৪ ব্যক্তিকে ধর্মান্তরিত করে, একটি গরুকে জবাই করা হয় এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনকে গো মাংস ভক্ষণে বাধ্য করা হয়। প্রচলিত সামাজিক বিধানে নিষিদ্ধ এমন চারিটি ক্ষেত্রে তথাকথিত ধর্মান্তরিত পরিবারের মধ্যে বিবাহ দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া ৭০টি কুঁড়েঘর পোড়ান, ৩৬টি তাঁত পোড়ান বা লুণ্ঠিত, বিশেষ একটি রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের জন্য ৩ হাজার টাকা চাঁদা সংগ্রহ করা এবং ৩০টি ধর্মস্থান অপবিত্র করা হয়।

দাঙ্গাহাঙ্গামার পর সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের শতকরা ৯০ জন লোক উক্ত গ্রামসমূহ ত্যাগ করে; কিন্তু অধুনা আশ্রয়প্রার্থীদের এক-তৃতীয়াংশ প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। গৃহাদি ও স্থাবর সম্পত্তির মোট ক্ষতির পরিমাণ ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে।

গান্ধীজীর চরণ কন্টকবিদ্ধ

বদলকোট, ১৯শে জানুয়ারী— অদ্য সান্ধ্য প্রার্থনার পরে গান্ধীজী নগ্নপদে বদলকোট গ্রামের কয়েকটি ভস্মীভূত গৃহ দেখিবার জন্য যাইতেছিলেন। প্রায় তিন ইঞ্চি লম্বা একটি বড় কাঁটা তাঁহার বামপদে বিদ্ধ হয়।

ডাঃ সুশীলা নায়ার মহাত্মাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য শিরণ্ডী গ্রাম হইতে এখানে আসিয়াছিলেন। তিনি গান্ধীজীর পা হইতে কাঁটা তুলিয়া তাঁহার যন্ত্রণা প্রশমিত করেন।

মহাত্মাজী প্রফুল্ল ছিলেন। তিনি হাসিয়া বলেন, "দেখ কত বড় কাঁটা।" —ইউ. পি

আতাখোরায় বিপুল সম্বর্ধনা

আতাখোরা, ১৯শে জানুয়ারী— অদ্য গান্ধীজী আতাখোরা যাত্রা করেন। যাত্রাপথে বহু লোক তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। পথে হিন্দু-মুসলমান বহু লোক তাঁহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। একটি মুসলিম পল্লীবিদ্যালয়ের সম্মুখে তিনি দাঁড়ান। বালকগণ এখানে কোরাণ পড়িতেছিল।

মাটি এত শিশিরসিক্ত ও পিচ্ছল ছিল যে, আজাদ হিন্দু ফৌজের সর্দার জীবন সিংহ দুইবার পড়িয়া যান। তাঁহার ছয় ফুট লম্বা দীর্ঘ দেহ পড়িতে দেখিয়া সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠেন। গান্ধীজী নিজেও হাসিয়া উঠেন এবং তাঁহার লম্বা বাঁশের লাঠি সর্দারজীর দিকে আগাইয়া দিয়া বলেন, "সর্দারজী আমার এই লাঠি ধরিয়া চলুন।" সর্দার প্রথমে একটু দ্বিধা করেন, কিন্তু পরে লাঠি ধরিয়া চলিতে থাকেন।

আতাখোরাতে গান্ধীজীকে বিপুল অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়। প্রায় ১ মাইলব্যাপী সমবেত নরনারী ও বালকবালিকার মধ্য দিয়া মহাত্মাজীকে অগ্রসর হইতে হয়।

গান্ধীজী সকাশে ডাঃ অমিয় চক্রবর্তী

আতাখোরা, ১৯শে জানুয়ারী— ডাঃ অমিয় চক্রবর্তী অদ্য সকালে গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য যে প্রতিনিধিদল সন্দ্বীপ হইতে এখানে আসেন, তাঁহাদের পক্ষে আলোচনা হয়। প্রকাশ, সন্দ্বীপ সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্য সম্বলিত এক বিবরণ ডাঃ চক্রবর্তী গান্ধীজীর নিকট পেশ করেন। সন্দ্বীপ অধিবাসিগণ সন্দ্বীপ সম্পর্কে 'ভারতের বিস্মৃত ভূভাগ' আখ্যা দিয়া থাকেন।

ডাঃ নিতাইগোপাল দে সরকার এবং শ্রীযুক্তা কেতকী সরকার মহাত্মাজীর সঙ্গে এই যাত্রায় যোগদান করেন। ইঁহারা শীঘ্রই ইংলন্ড যাইতেছেন।

মিঃ জে এন তালুকদার, আই সি এস, মিঃ জি মুখার্জি, শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং সাহেবনগর কস্তুরবা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী গতকল্য গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। — ইউ. পি

২০ জানুয়ারি

গান্ধীজীর ভোর— প্রত্যহ যেভাবে হত। নির্মলকুমার লিখেছেন :

দিনচর্যা

নিয়মিত জীবন

নোয়াখালি যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে বিহারে দাঙ্গা আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। তাহারই প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ১৯৪৬ সালে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে সোদপুরে থাকিবার সময়েই গান্ধীজী খাওয়ার পরিমাণ বিশেষভাবে কমাইয়া দিলেন এবং ইহাও বলিলেন যে, যদি বিহার শান্ত না হয় তাহা হইলে তাঁহাকে উপবাস আরম্ভ

করিতে হইবে। নোয়াখালি পৌঁছিবার পর বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকট হইতে সংবাদ আসিল, বিহারের অবস্থা শান্ত হইয়াছে এবং আয়ত্তের মধ্যে আসিয়াছে, অতএব গান্ধীজী যেন তাঁহাদের ক্ষমা করিয়া স্বাভাবিক আহার গ্রহণ করেন। পণ্ডিত জওহরলালের নিকট হইতেও অনুরূপ সংবাদ আসিল। তৎপরে গান্ধীজী অল্পে অল্পে নিজের আহারের মাত্রা বাড়াইয়া স্বাভাবিক পরিমাণে ফিরিয়া গেলেন।

কিন্তু নানা কারণে আহারের মাত্রার ইতরবিশেষ ঘটিলেও গান্ধীজীর দৈনন্দিন খাইবার সময়ের ব্যতিক্রম ঘটিত না। সকল বিষয়েই তিনি অত্যন্ত নিয়মিতভাবে চলার অভ্যাস করিয়াছিলেন। এমন কি রেলে বা ইস্টিমারে যাতায়াতের মধ্যেও তিনি যথাসম্ভব দিনচর্যা অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিতেন। নোয়াখালিতে তাঁহার দিনচর্যা যেভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা এবার পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিব।

শয্যাত্যাগ

ভোরে উঠা তাঁহার বরাবরের অভ্যাস ছিল। কিন্তু ঋতু অনুসারে অথবা কাজের চাপে কখনও কখনও তিনি ঘুমের পরিমাণ কমাইয়া দিতেন। শ্রীরামপুরে থাকার সময়ে তিনি তদানীন্তন বেঙ্গল টাইম পাঁচটা, অর্থাৎ স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম চারটার সময়ে উঠিতেন। বালিশের নীচে একটি টেঁকঘড়ি থাকিত, ঐটুকু ঘড়ির মধ্যেও অ্যালার্মের ঘণ্টা বাজিত। কিন্তু অভ্যাসের বশে প্রায়ই তিনি ঘণ্টা বাজিবার পূর্বে উঠিতেন এবং হয়তো উঠার কয়েক মিনিট পরে শোনা যাইত, ঘড়ি বাজিতে আরম্ভ করিয়াছে।

যে বিছানায় গান্ধীজী শুইতেন তাহার পাশে দুইটি বেঞ্চিতে কাগজপত্র, লিখিবার সরঞ্জাম ইত্যাদি সাজানো থাকিত, এবং পাশে একটি নীচু জলচৌকির উপরে দুইটি বোতলে জল ও দাঁতন রাখিয়া দেওয়া হইত। দাঁতনের এক দিক শক্ত কোন জিনিস দিয়া ঠুকিয়া আমরা নরম কুঁচিতে পরিণত করিয়া রাখিতাম। উলটা দিকে কিছুদূর পর্যন্ত আধাআধি চিরিয়া রাখা হইত, যেন দাঁতনের পর উহা পুরাপুরি চিরিয়া জিবছোলার মত ব্যবহার করিতে পারেন। একটি মোটা মুখওয়ালা তালমিছরির শিশিতে অর্ধেক জল ভরিয়া দাঁতনটি রাত্রে শুইবার সময়ে ডুবাইয়া রাখা হইত। জল কম-বেশি হওয়ায় গান্ধীজী একদিন নিজেই জল ঢালিয়া দেখাইয়া দিয়াছিলেন, ঠিক কতটুকু পর্যন্ত রাখার প্রয়োজন। পাশে একটি ছোট শিশিতে মিহি কাঠকয়লার গুঁড়োর সঙ্গে নুন মিশাইয়া মাজন তৈয়ারি করিয়া রাখা হইত। আর একটি বড় বোতলে মুখ ধুইবার জল এবং পাশে বহুদিন হইতে ব্যবহৃত একটি পরিষ্কার লোহার গামলা থাকিত। নিকটে প্রস্রাবের বোতল এবং বড় পাত্রও থাকিত। বিছানার পাশে একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বালিয়া পলিতা খুব কমাইয়া রাখা হইত।

গান্ধীজী এক সময়ে প্লুরিসি রোগে ভুগিয়াছিলেন; সেই হইতে বরাবর তাঁহার সর্দির ধাত ছিল। অল্প ঠাণ্ডা লাগিলে, বিশেষত বাংলা দেশের সেঁতসেতে হাওয়ার ফলে তাঁহার অল্পেই সর্দি লাগিয়া যাইত। সেইজন্য ভোরবেলা উঠিলেও তিনি বিছানা ছাড়িয়া বাহির হইতেন না।

ঘুম ভাঙার পরে মশারির বাহিরে হাত বাড়াইয়া খাটের নীচে রাখা প্রস্রাবের বোতল গ্রহণ করিতেন এবং তাহার পরেই দাঁতন আরম্ভ করিতেন। কোলের উপরে লোহার গামলাটি থাকিত। বেশ ভালভাবে মাজনের সাহায্যে দাঁতন করিবার পর, গান্ধীজী মুখ ধুইয়া ফেলিতেন। ব্যবহারের প্রত্যেক জিনিসটি প্রত্যহ ঠিক একই জায়গায় রাখিবার জন্য তিনি নির্দেশ দিতেন। তিনি বলিতেন, এগুলি যদি ঠিক জায়গায় না থাকে, অভ্যাসবশে যন্ত্রের মত যদি এই সকল কাজ না চলে এবং প্রতিদিন সকল জিনিস আমাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া লইতে হয়, তবে অকারণে খানিক সময় নষ্ট হয়। এসব কাজের জন্য যেন ভাবিবার প্রয়োজন না হয়। গান্ধীজীর দাঁত একটিও ছিল না, তিনি মাড়ির উপরেই দাঁতন করিতেন; ভিতরে ও বাহিরে পরিষ্কার করিয়া দাঁতনের পর মুখ ধুইয়া ফেলিলে আমরা লোহার গামলা সরাইয়া লইতাম। তখন প্রার্থনার আয়োজন হইত।

শ্রীরামপুরে গান্ধীজীর সঙ্গে প্রথমে শ্রীযুক্ত পরশুরাম এবং আমি থাকিতাম; তখন প্রার্থনার অনুষ্ঠান পরশুরাম করিতেন। এক মাস পরে যখন মনু গান্ধী উপস্থিত হইলেন, তখন হইতে প্রার্থনার ভার তাঁহার উপর দেওয়া হইল। কোন কোন রাত্রে সুশীলা নায়ার বা অপর কোনও পুরাতন সহকর্মী উপস্থিত থাকিলে ভোরে প্রার্থনার সময়ে গীতাপাঠ ইত্যাদি তাঁহারাই করিতেন।

মুসলমান ভদ্রলোক যাঁরা আমতুস সালামের অনশন ভঙ্গের— মিস আমতুস সালামের অনশন শুরুর কারণ এবং অবশেষে অনশন ভঙ্গের সমগ্র বিবরণটি আনন্দবাজার পত্রিকায় ২২ জানুয়ারি দেওয়া হয়েছিল।

দীর্ঘ ২৫দিন পর মিস আমতুস সালামের অনশন ত্যাগ
স্বাভাবিক অবস্থার পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে স্থানীয় মুসলমান'দের লিখিত প্রতিশ্রুতি দান
সংখ্যালঘিষ্ঠদিগকে রক্ষা না করিলে মহাত্মার অনশনের সঙ্কল্প ঘোষণা
(স্টাফ রিপোর্টার কর্তৃক প্রেরিত)

কেতুড়ি (নোয়াখালি), ২১শে জানুয়ারী— গত রাত্রিতে শিরণ্ডীতে স্থানীয় মুসলমান নেতৃবৃন্দ গান্ধীজীকে এই মর্মে এক লিখিত প্রতিশ্রুতি দেন যে, উভয় সম্প্রদায় স্ব স্ব ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী যাহাতে অনুষ্ঠানাদি করিতে পারে, সেজন্য স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে তাঁহারা সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন। গান্ধীজীর সাম্প্রদায়িক শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ইহা এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। উক্ত প্রতিশ্রুতি পাইয়া ২৫দিন পরে গত রাত্রি ৯ ঘটিকার সময়ে মিস আমতুস সালাম গান্ধীজীর নিকট হইতে কিছু কমলালেবুর রস গ্রহণ করিয়া অনশন ত্যাগ করেন।

মহাত্মার অনশনের সঙ্কল্প ঘোষণা

গান্ধীজী শিরণ্ডী ঠাকুরবাড়ীতে সমবেত মুসলমানদের উদ্দেশে পরধর্ম-সহিষ্ণুতা এবং ধর্মানুষ্ঠানে স্বাধীনতা সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। তিনি পরিষ্কারভাবে বলেন যে, ঐ প্রতিশ্রুতির পরেও যদি ভবিষ্যতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় সংখ্যালঘুদের রক্ষা না করে, তবে তিনি অনশন শুরু করিবেন। তিনি এই প্রতিশ্রুতির গুরুত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের সচেতন করিয়া দেন এবং বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহাদের ঠিক মতামত দিতে অনুরোধ জানান। শিরণ্ডী হইতে গান্ধীজীর কেতুড়ি গ্রামে গমন।

কেতুড়ি, ২১শে জানুয়ারী— মিস আমতুস সালামের অনশন ভঙ্গের পর গান্ধীজী অদ্য প্রাতে সাড়ে সাতটায় শিরণ্ডী হইতে কেতুড়ি অভিমুখে যাত্রা করেন। পূর্বভাণ্ডার এবং রাজারামপুর অতিক্রম করিয়া তিনি কেতুড়ি গ্রামে ৮টা ১৫মিঃ সময়ে পৌঁছেন। তিনি মণীন্দ্রনাথ দে মহাশয়ের গৃহে অবস্থান করিতেছেন।

ভ্রমণ-তালিকা অনুযায়ী গান্ধীজী আগামীকল্য প্রাতে পানিয়ালা অভিমুখে যাত্রা করিবেন।

স্মরণ থাকিতে পারে, গত দাঙ্গার সময়ে যে খড়্গটি চুরি করা হইয়াছিল, তাহা ফিরিয়া পাইবার জন্য মিস সালাম অনশন সুরু করেন। তাঁহার অনশন বরং হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য প্রচেষ্টার প্রতীক বলা যাইতে পারে। স্থানীয় মুসলমানদের যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও অপরাধীর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। মনে হয়, খড়্গখানি হারাইয়া গিয়াছে।

দেহালা, শ্যকতলা, মধ্যপাড়া এবং শিরণ্ডীর মুসলমানগণ নিজ নিজ এলাকায় সাম্প্রদায়িক শান্তি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁহারা খড়্গটির পুনরুদ্ধারের যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। একজন বৃদ্ধ মুসলমান বলেন, এখানে এইরূপ একজন ধর্মপরায়ণা মহিলা প্রাণত্যাগ করিবেন, ইহা আমরা চাহি না। উহা কলঙ্কের বিষয় হইবে।

ঠাকুরবাড়ীতে মহাত্মার বক্তৃতা

শিরণ্ডী গ্রামে ঠাকুরবাড়ীতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে গান্ধীজী বলেন, পাকিস্থানের অর্থ যদি মুসলিমরাজ হয়, তবে [...] পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত। অতএব মুসলমানদেরই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণ করা উচিত। ঐ উপায়েই পাকিস্থান গঠন সম্ভবপর হইবে। স্থানীয় মুসলমানদের তরফ হইতে মৌলানা আনওয়ারউল্লা, মিঃ আবদুর রসিদ, মৌলবী আবদুল লতিফ পাল, মৌলবী ফজলুল হক কারি, মৌলবী হাসমাতুল্লা পাটওয়ারি, মৌলবী আবদুল খালেক এবং মৌলবী আমিনুল্লা চৌধুরী গান্ধীজীকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেন যে, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠাকল্পে তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। অতঃপর তাঁহারা একটি লিখিত প্রতিশ্রুতি দেন। গান্ধীজী উহা সমর্থন করিয়া এইরূপ দলিলের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কিছু বলেন। গান্ধীজীর ইচ্ছানুসারে স্বাক্ষরকারীদের ভিতর একজনকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। প্রয়োজন বোধ করিলে তাঁহাকে কোন ঘটনা সম্পর্কে জানানো হইবে। উহার পর গান্ধীজী মিস সালামকে অনশন ত্যাগ করিতে বলেন। মৌলবী ফজলুল হক কারি কোরাণ পাঠ করেন এবং গান্ধীজী তাঁহাকে কমলালেবুর রস দেন। ঐ স্থানে ডাঃ সুশীলা নায়ার, শ্রীমতী আভা গান্ধী এবং শ্রীমতী মনু গান্ধী শ্রীযুত সতীশ দাশগুপ্ত, শ্রীযুত অরুণাংশু দে, প্রোঃ নির্মল বসু প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। মিস্ সালামের অনশন ত্যাগের পরে মহাত্মাজী সমবেত সকলকে মিষ্টি পরিবেষণ করেন।

শিরোণ্ডী ত্যাগ করিবার প্রাক্কালে স্থানীয় দুইজন মুসলমান নেতা গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করেন। কেতুড়ি যাইবার পথে মৌলানা আনওয়ারউল্লা তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া উক্ত অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন।

অমতুস সালাম—(১৯০৭-৮৫)। অমতুস সালাম সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা না গেলেও ১৭ জানুয়ারির আনন্দবাজার পত্রিকায় তাঁর অনশন বিষয়ে গান্ধিজির বিবৃতি এবং সালামের অল্প পরিচয় আছে—

মিস অমতুস সালাম— মহাত্মাজীর পক্ষ হইতে অধ্যাপক বসুর বিবৃতি

নারায়ণপুর, ১৫ই জানুয়ারী— মহাত্মা গান্ধীর বাঙ্গালী দোভাষী অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু মিস্ অমতুস সালামের অনশন সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন :—

অনশন সম্পর্কে মানুষের পক্ষে যাহা কিছু সম্ভব সকলই করা হইতেছে। মিস্ অমতুস সালাম শান্তিতে আছেন এবং প্রয়োজনীয় সেবা শুশ্রূষাদি সকলই করা হইতেছে। তিনি শান্ত, সমাহিত এবং প্রফুল্ল আছেন। তিনি তাঁহার অনশনের ব্যাপারটি প্রচারের বিষয় করিতে চান না। ইহা আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা মাত্র। তিনি মনে করেন বর্তমান ভয়, অবিশ্বাস ও সন্দেহের মধ্যে চরম আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইয়াই ভগবানের সাহায্য প্রার্থনা করা যায়।

মিস্ সালামের অনশনের ব্যাপারটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এইজন্যই এই বিবৃতির প্রয়োজন হইয়াছে। একখানি অস্ত্রদ্বারা কয়েকজনকে হত্যা করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এই অস্ত্র এবং হত্যা সংক্রান্ত ব্যাপারসমূহ প্রকাশিত হইলেই তিনি অনশন ত্যাগ করিবেন।

অনশনের মধ্যেও প্রফুল্ল আছেন

মিস্ আমতুস সালাম পাতিয়ালা রাজ্যের এক বিশিষ্ট মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বিধবা মাতা আজও জীবিত আছেন। মিস্ সালামের ভ্রাতাগণ সকলেই সুপ্রতিষ্ঠিত এবং পদমর্যাদাসম্পন্ন।

সম্প্রতি এক ভাই মিঃ রসিদ খানের মৃত্যু হইয়াছে। মিঃ রসিদ খান ইন্দোরের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি। মৃত্যুকালে তিনি মহারাজার খাস সেক্রেটারী ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীদের মধ্যে একজনের ছত্রীর নবাবের পুত্রের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে। মিস্ আমতুস সালাম কয়েক বৎসর পূর্বে সবরমতী সত্যাগ্রহ আশ্রমে আসেন। মহাত্মা গান্ধী তখন যারবেদা জেলে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছিলেন। মিস্ সালাম অহিংসা ও হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে দৃঢ় বিশ্বাসী।

মুসলমান ধর্মে তাঁহার দৃঢ় আস্থা আছে। প্রতি বৎসরই তিনি রমজান পালন করেন এবং শয়ন করিবার সময়ে নিজের পার্শ্বে একখানি কোরাণ রাখেন। এই কোরাণের কিছু অংশ তিনি প্রতিদিনই পাঠ করেন। অনশনের মধ্যেও তিনি গীতা ও কোরাণ পড়াইয়া শুনিতেছেন। তাঁহার নিকট ইসলাম এত মহৎ যে, সেখানে হিন্দুধর্ম, খৃষ্টধর্ম এবং জগতের অন্যান্য ধর্মেরও মর্যাদা আছে। —এ.পি

প্রার্থনায় যেতে পারলাম না— নভেম্বর ১৯৪৬-এ গান্ধিজি পূর্ববঙ্গ সফরের সংকল্প ঠিক করে নির্মলকুমার বসুকে তাঁর সঙ্গী হতে বলেন। তিনি জানান অপর কোনও সঙ্গী থাকবেন না, তাঁকেই দোভাষীর কাজ করতে হবে। গান্ধীজীর একমাত্র সঙ্গী নির্মলকুমারের মনে কোনও বাধা ছিল না, শুধু নিজের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে তাঁকে জানানো প্রয়োজন মনে হল। তিনি জানালেন, তিনি কখনও প্রার্থনা করেন নি, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি জীবনে যে ভাবকে মর্যাদা দিয়া থাকি, যাহা মানি তাহার সুরে সুর মিলাইয়া চলিবার চেষ্টা করি। পথে বাধা আসিলে তাহা দূর করিবার চেষ্টা করি। কিন্তু ইহাকে তো আর প্রার্থনা বলা চলে না।' গান্ধীজী এর মধ্যে বাধা কিছু দেখেননি। শ্রীরামপুর গ্রামে পৌঁছবার পর প্রশ্ন করেছিলেন নির্মলকুমার ঈশ্বরে বিশ্বাসী কিনা। তাঁর উত্তর ছিল, 'ঈশ্বর আছেন অথবা নাই— এ প্রশ্ন আমার মনে কখনও সত্য সত্যই উদয় হয় নাই। আমি বৈজ্ঞানিক। সমাজবিজ্ঞানের বেলায় নিরীক্ষণ ও পরীক্ষার দ্বারা তত্ত্বকে অনুভব করিবার চেষ্টা করিয়া থাকি, ইহার অতিরিক্ত অগ্রসর হওয়ার আগ্রহ আমার হয় না।' নির্মলকুমার লিখেছেন, এরপরে গান্ধীজীর সঙ্গে তিনি যতদিন ছিলেন, তিনি কোনও দিন ধর্ম বিষয়ে কোনও প্রশ্ন করেন নি, প্রার্থনায় যোগ দিতে বলেন নি। অথচ তিনি জেনেছেন আমি ভোরের প্রার্থনায় উপস্থিত আছি তা নিয়েও আমাকে কখনও কিছু জিজ্ঞাসা করেননি।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

সোমবার শিরণ্ডী গ্রামে মহাত্মা গান্ধীর উপস্থিতি
অনশনরতা মিস্ আমতুস সালামের সহিত সাক্ষাৎ
হিন্দু-মুসলমানের একত্র 'বন্দেমাতরম্' ও 'আল্লা-হো-আকবর' ধ্বনি
(মহাত্মাজীর সহিত ভ্রমণরত ষ্টাফ রিপোর্টারের টেলিফোন)

শিরণ্ডী, ২০শে জানুয়ারী— অদ্য প্রাতে শিরণ্ডী গ্রামে পৌঁছিয়াই মহাত্মাজী যখন ২৫দিন যাবৎ অনশনরতা মিস্ আমতুস সালামকে দেখিতে যান, তখন এক হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। অদ্য মধ্যাহ্ন পর্যন্ত মহাত্মাজীর সাপ্তাহিক মৌন দিবস। তিনি নীরবে মিস সালামের পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করেন এবং সস্নেহে এই আজীবন আশ্রম-সেবিকার ললাট স্পর্শ করেন। গত কয়েকদিন যাবৎ মিস সালামের অবস্থা উদ্বেগজনক।

জানা গিয়াছে যে, কতিপয় স্থানীয় মুসলমান, অপহৃত যে খড়্গাখানি ফিরাইয়া না দেওয়ায় মিস সালাম অনশন করিতেছেন, তাহা ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন এবং মিস সালামকে অনশন ব্রত ভঙ্গ করিতে বলিবার জন্য মহাত্মাজীকে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

গতকল্য প্রার্থনাসভায় মহাত্মাজী আবেগের সহিত মিস সালামকে প্রকৃত মুসলমান বলিয়া বর্ণনা করেন।

বন্দে মাতরম্ ও আল্লা-হো-আকবর ধ্বনি

অদ্য সর্বপ্রথম মহাত্মাজী যখন শিরণ্ডী গ্রাম পরিদর্শন করিতেছিলেন, তখন এক গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে একসঙ্গে "বন্দে-মাতরম" ও "আল্লা-হো-আকবর" ধ্বনি শ্রুত হয়।

মহাত্মাজী অদ্য নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্বে আতাখোড়া গ্রাম হইতে রওনা হন এবং সকাল ৮টায় শিরণ্ডী গ্রামে আসিয়া পৌঁছান। পথে গান্ধীজী দেহালা, সাহারপাড়া ও শাকতলা— এই তিনটি গ্রাম অতিক্রম করেন। তিনি তিনটি মুসলমান বাড়ীতে কিছুক্ষণ করিয়া অপেক্ষা করেন। ডাঃ সুশীলা নায়ার ও শ্রীমতী আভা গান্ধী বাড়ীর ভিতর যাইয়া মুসলমান মহিলাদের সহিত কথাবার্তা বলেন। মহাত্মাজী সর্বপ্রথমে চাঁদ মিঞা মাষ্টারের গৃহে গমন করেন। শিরণ্ডী গ্রামে যাত্রার পথে তাঁহার বাড়ীতে আসিবার জন্য চাঁদ মিঞা মহাত্মাজীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। মহাত্মাজীকে এই বাড়ীতে কিছু ফল ও মাল্য উপহার দেওয়া হইলে তিনি এক টুকরা কাগজে লিখিয়া জানান, "আপনি যে আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, আমি তাহাই আশা করি এবং চাহি।" মহাত্মাজী মিঃ আবদুল লতিফ ও মিঃ ফজল হকের গৃহেও গমন করেন।

পল্লীপথ ধরিয়া মহাত্মাজী যখন অগ্রসর হন, তখন রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত সঙ্গীত "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল্ রে" গীত হইতে থাকে। রামধুন সঙ্গীতও গীত হয়।

পথিমধ্যে গান্ধীজী যে মুসলমান বাড়ী পরিদর্শন করেন, তাহার একটির জনৈক প্রৌঢ় বয়স্ক মুসলমানকে এইরূপ বলিতে শুনা যায় যে, যাহাই হউক গান্ধীজী একজন খাঁটি মানুষ এবং ভগবানের অনুগৃহীত ব্যক্তিগণের মধ্যে তিনি একজন। সুতরাং তাঁহার কথা অন্ততঃ ধৈর্যের সহিত শোনা উচিত।

মহাত্মাজী শিরণ্ডী গ্রামে ঠাকুরবাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। আগামীকল্য তিনি কেথুড়ী গ্রামে যাইবেন। কেথুড়ী গ্রাম শিরণ্ডী হইতে প্রায় দুই মাইল উত্তরে।

অদ্য মধ্যাহ্নে মহাত্মার মৌনব্রত সমাপ্ত হইলে মুসলমানগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

হিন্দু মুসলমানগণের একত্রে "বন্দে মাতরম্" ও "আল্লা হো আকবর" ধ্বনি উচ্চরণ

অদ্য প্রাতে মহাত্মাজী যখন শিরণ্ডী অভিমুখে রওনা হন, তখন একসঙ্গে "বন্দে মাতরম্" ও "আল্লা হো আকবর" ধ্বনি শ্রুত হয়। খাদি প্রতিষ্ঠানের শ্রীযুত অরুণাংশু দে প্রথম এই ধ্বনি উচ্চারণ করেন এবং মহিলাগণ সহ বহু মুসলমান নিজ নিজ ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া উহাতে যোগ দেয় এবং "বন্দে মাতরম্" ও "আল্লা হো আকবর" ধ্বনি উচ্চারণ করিতে থাকে। মুসলমান পুরুষ ও বালকবালিকারা উভয় ধ্বনি পর পর উচ্চারণ করিতে করিতে বহুদূর পর্যন্ত মহাত্মাজীর দলের অনুসরণ করে।

আতাখোড়া ও অন্যান্য পাঁচটি গ্রামের বিবরণ

মহাত্মাজীর নিকট ২ বর্গমাইলব্যাপী আতাখোড়া ও অন্যান্য পাঁচটি গ্রামের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাখিল করা হইয়াছে। এই স্থানের আট হাজার অধিবাসীর মধ্যে ১,৭৯১ জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত।

উক্ত বিবরণী হইতে জানা যায় যে, গত হাঙ্গামার সময়ে এই অঞ্চলে দুই ব্যক্তি নিহত হয়। এই এলাকায়

যে সমস্ত অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তন্মধ্যে একটি বিশেষত্ব হইতেছে এই যে, সকল বিবাহিতা মহিলাকে নিজ নিজ স্বামীর সহিত অপর সম্প্রদায়ের প্রথানুযায়ী পুনরায় বিবাহ দেওয়া হয়। তিনটি ক্ষেত্রে ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের সহিত বলপূর্বক বিবাহ দেওয়া হয়। তন্মধ্যে একটি বালিকার বয়স মাত্র ৬ বৎসর। ২৫টি গৃহ ভস্মীভূত হয় এবং ৫০ খনি তাঁত বিধ্বস্ত হয়। কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের জন্য ১ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়। প্রায় ২ লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তির ক্ষতি হইয়াছে।

গান্ধীজীর বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা

শিরণ্ডী, ২০শে জানুয়ারী— প্রার্থনা সভার বক্তৃতার পর অধ্যাপক নির্মল বসু যখন মহাত্মাজীর বক্তৃতা বাঙ্গলা করিয়া শোনান, সেই সময়ে মহাত্মাজী বাঙ্গলা লেখা অভ্যাস করেন। লোকে মহাত্মাজীর সহিত বাঙ্গলা কথা বলে, এক্ষণে ইহাই তিনি চাহেন। তিনি বলেন যে, তিনি এখন বাঙ্গলা ভাল বুঝিতে পারেন।

চরকা বিদ্যালয় পরিদর্শন

শিরণ্ডি (নোয়াখালি) ২০শে, জানুয়ারী— গতকল্য সন্ধ্যায় মহাত্মা গান্ধী একটি হিন্দু গৃহ ও একটি মুসলমান গৃহ পরিদর্শন করেন। হিন্দু গৃহে তিনি ১০০ শত বৎসর বয়স্ক এক বৃদ্ধ ও তাঁর ৯০ বৎসর বয়স্ক স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা গান্ধীজীকে মাল্যভূষিত করিলে গান্ধীজী বৃদ্ধকে মালাটি প্রত্যর্পণ করেন। ফিরিবার পথে গান্ধীজীকে একটি চরকা বিদ্যালয় দেখান হয়। আতাখোড়া গ্রামে তাঁহার আগমনের স্মৃতি রক্ষা করিবার জন্য উক্ত বিদ্যালয়টি খোলা হইয়াছে। চারিজন বালককে চরকা কাটিতে দেখা যায়। মহাত্মাজী ইহাতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। — এ. পি

গান্ধীজীর অভ্যর্থনায় বাধাদান
কর্মরত সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোক প্রহৃত

(ষ্টাফ রিপোর্টার প্রেরিত)

আতাখোড়া, ১৯শে জানুয়ারী— এইমাত্র গান্ধীজীর নিকট এই মর্মে এক সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, এখানে গান্ধীজীর আগমন উপলক্ষে কার্যে নিযুক্ত সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের একজন লোক দেবনগরে শনিবার অপরাহ্ণে প্রহৃত হইয়াছে। গান্ধীজীর আগমন উপলক্ষে হৈ চৈ না করিয়া দুর্বৃত্তগণ তাহাকে ঐ স্থান ত্যাগ করিতে বলে। রামগঞ্জ থানায় সংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

২১ জানুয়ারি

অনু— অন্নপূর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় (২০ জুন ১৯১৭-৭ মে ২০০৬)। জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা। গান্ধিজির নোয়াখালি পুনর্বাসন দলে ছিলেন। পরবর্তীকালে গান্ধি রচনাবলির সম্পাদকীয় মণ্ডলীর সদস্যা।

কস্তুরবা নিয়ে কাজ— ১৯৪৪-এর ২২ ফেব্রুয়ারিতে পুনার আগা খাঁর প্রাসাদে বন্দিনি অবস্থায় কস্তুরবা গান্ধীর জীবনাবসান হয়। কস্তুরবা স্মৃতি রক্ষার জন্য দেশবাসী এক কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা মহাত্মা গান্ধিকে দেয়, সেই টাকায় ভারতবর্ষের সাধারণ মহিলা ও শিশুদের উন্নতির জন্য 'কস্তুরবা গান্ধি ন্যাশানাল মেমোরিয়াল ট্রাস্ট' গঠন করা হয়। খুব কমদিনের মধ্যেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শাখা স্থাপন করে কাজ শুরু হয়।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

মিঃ মামুদ হুনার

শিরণ্ডী, ২০শে জানুয়ারী :— মামুদ হুনার নামক একজন মুসলমান ভদ্রলোক মহাত্মা গান্ধীর পল্লী পরিক্রমায় যোগদানকল্পে এখানে আসিয়াছেন। মিঃ হুনার হরিজন সেবক উর্দু বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এখানে তিনি মহাত্মা গান্ধীর উর্দু চিঠিপত্রের ভার লইবেন।

—এ. পি

ভ্রমণ তালিকার পরিবর্তন

শিরণ্ডী, ২০শে জানুয়ারী— কাজিরখিলে খাদি প্রতিষ্ঠান হেডকোয়ার্টার্স হইতে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রচার করা হইয়াছে :—

মহাত্মা গান্ধীর পল্লী পরিক্রমা তালিকায় হাসনাবাদ, মহম্মদপুর, মুরাইম ও পল্লা অন্তর্ভুক্ত ছিল। মাঠে এখনও জল থাকায় মহম্মদপুর যাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং এই তালিকার সংশোধন সাধন করিতে হইবে। হীরাপুর ও বংশার মধ্য দিয়া নূতন পথে যাইতে হইবে। নূতন পথ এইরূপ হইবে ঃ— মুরাইম—২৪শে জানুয়ারী, হীরাপুর—২৫শে জানুয়ারী, বংশা—২৬শে জানুয়ারী, পল্লা— ২৭শে জানুয়ারী।

গ্রাম পরিক্রমায় বিহার-সরকারের প্রতিনিধি

শিরণ্ডী (নোয়াখালি), ২১শে জানুয়ারী :— গণপরিষদ ও বিহার ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযদুবংশ সহায় এখানে পৌঁছিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর গ্রাম পরিক্রমাকালে গান্ধীজীর সহিত অবস্থানের জন্য বিহার গবর্নমেণ্ট তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন। তিনি বিহার সরকার ও গান্ধীজীর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী অফিসার হিসাবে কাজ করিবেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা হইলে তিনি বলেন যে, বিহারে খাঁ আবদুল গফ্‌ফর খাঁয়ের শান্তি মিশনের ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশ্বাসের ভাব জাগ্রত হইবে। নোয়াখালিতে গান্ধীজীর আরব্ধ কর্মের ফলেও ক্ষতিগ্রস্ত বিহারীদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতেছে।

ত্রিপুরার উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শনের সঙ্কল্প

কুমিল্লা, ২১শে জানুয়ারী— বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে, মহাত্মা গান্ধী ত্রিপুরার উপদ্রুত অঞ্চল, বিশেষতঃ হাজিগঞ্জ, ফরিদগঞ্জ ও চাঁদপুর থানা পরিদর্শনের কথা চিন্তা করিতেছেন। প্রস্তাবিত পরিক্রমা সম্পর্কে একটি তালিকা রচনার জন্য ডাঃ নৃপেন্দ্র বসুকে অনুরোধ করা হইয়াছে। ডাঃ বসু কাজিরখিল অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

২২ জানুয়ারি

অমৃতলাল চ্যাটার্জি— অমৃতলাল চ্যাটার্জির পরিচিতি সেরকম বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। *নোয়াখালিতে মহাত্মা* গ্রন্থে তাঁর বিষয়ে উল্লেখ আছে। তিনি আভা গান্ধির পিতা। পানিয়ালা ছিল অমৃতলালের প্রধান কর্মকেন্দ্র এবং আশেপাশের বাইশটি গ্রামে তিনি দাঙ্গাপীড়িতদের পুনর্বাসনের কাজ করছিলেন।

জন্মদিন— ১৯০১ সালের এই দিনে নির্মলকুমার বসুর জন্ম। বাংলা তারিখ ৯ মাঘ ১৩০৭।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

মহাত্মার পানিয়ালা গমন
দাঙ্গাবিধ্বস্ত বাড়ীতে নবনির্মিত গৃহে অবস্থান
(স্টাফ রিপোর্টারের নিকট হইতে টেলিফোনযোগে প্রাপ্ত)

পানিয়ালা, ২২শে জানুয়ারী— আজ অনুমান এক ঘণ্টা ১৫ মিনিটকাল পর্যটন করিয়া মহাত্মা বেলা অনুমান ২ ঘটিকার সময় পানিয়ালা পৌঁছিয়াছেন। পানিয়ালা কেতুড়ী হইতে আড়াই মাইল পূর্বে অবস্থিত। কেতুড়ী গ্রামে মহাত্মা গত রাত্রে অবস্থান করিয়াছিলেন। পানিয়ালায় মহাত্মা গত হাঙ্গামায় ভস্মীভূত একখানা গৃহের ভিটায় নবনির্মিত এক গৃহে অবস্থান করিতেছেন। পানিয়ালা হইতে মহাত্মা তাঁহার পরিক্রমার অষ্টাদশ পল্লী দলতা গ্রামে যাইবেন। কেতুড়ী গ্রাম হইতে মহাত্মা পানিয়ালা আসিবার সময় অধিকাংশ পথ জেলাবোর্ডের রাস্তা ধরিয়া আসেন। রাস্তার উভয় পার্শ্বে অবস্থিত ৫টি গ্রামের অধিবাসী মহাত্মাকে দর্শনের জন্য রাস্তার ধারে আসিয়া সমবেত হইয়াছিল। পথে মহাত্মা একটি বাজারের মধ্য দিয়া আসেন। ঐ বাজারের অনেকগুলি দোকান গুণ্ডাগণ কর্তৃক হাঙ্গামার সময় লুণ্ঠিত হইয়াছে।

পানিয়ালা গ্রামের উপকণ্ঠে রাস্তার উভয় পার্শ্বে অনুমান ৫ শত লোক জাতীয় পতাকাহস্তে মহাত্মার প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান ছিল এবং রামধুন সঙ্গীত গাহিতেছিল। মহাত্মা উহাদের নিকট দিয়া যাইবার সময় উহারা মহাত্মাকে মাল্যভূষিত ও প্রণাম করেন। মহাত্মার কুটীরে যাইবার পথের উভয় পার্শ্বে বহু মহিলাও দণ্ডায়মান ছিলেন, উহারা হুলুধ্বনি দ্বারা মহাত্মাকে সম্বর্ধনা জানান। পানিয়ালায় মুসলমানগণই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

পানিয়ালায় মহাত্মা যে বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন, ঐ বাড়ীর দুইজন লোক গত অক্টোবর মাসের হাঙ্গামায় নিহত হইয়াছেন।

নোয়াখালির পুলিশ সুপারকে ফরিদপুরে বদলী

জানা গিয়াছে যে, নোয়াখালির পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মিঃ আবদুল্লাকে ফরিদপুরে বদলী করা হইয়াছে। আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতেই মিঃ এম এইচ খান এখানে পুলিশ সুপাররূপে যোগদান করিবেন।

২৩ জানুয়ারি

AICC draft **যেটা করেছিলেন**— খসড়াটি প্রস্তুত করেছিলেন জওহরলাল নেহরু। ২৭ ডিসেম্বর ১৯৪৬-এ তিনি নোয়াখালিতে আসেন। গান্ধিজির পরামর্শে খসড়াটি চূড়ান্ত রূপ পায়।

JAWAHARLAL NEHRU'S DRAFT OF CONGRESS WORKING COMMITTEE STATEMENTS

December 22, 1946

The Working Committee have given careful consideration to the statement issued by the British Government on December 6, 1946, as well as other statements made recently on their behalf in Parliament. These statements, though made by way of interpretation and closidation, are clearly additions to and variations of the British

Cabinet Mission's Statement of May 16, 1946, on which the whole scheme of the Constituent Assembly was based.

2. The Statement of May 16, 1946, laid down in paragraph 15 (iii) as basic principles of the constitution "all subjects other than Union subjects and all residuary powers should vest in the Provinces", and that "Provinces should be free to form Groups with exceutives and legislatures." The Provinces were thus intended to be autonomous, subject to the Union controlling certain specified subjects. Paragraph 19 laid down, *inter alia*, the procedure for Sections to meet, for decisions to be taken as to whether Groups should be formed or not, and for any province to elect to come out of the Group in which it might have been placed.

3. In their resolution of May 24, 1946, the Working Committee pointed out what appeared to be a divergence between the basic principles and the procedure suggested, in that a measure of compulsion was introduced which infringed the basic principle of provincial autonomy. The Cabinet Mission, thereupon issued a Statement on May 25, 1946, in which it was stated that "the interpretaion put by the Congress resolution on paragraph 15 of the Statement, to the effect that the provinces can in the first instance make the choice whether or not to belong to the Section in which they are placed does not accord with the Delegation's intentions. The reasons for grouping of the provinces are well known and this is an essential feature of the scheme and can only be modified by agreements between the two parties."

4. The Congress made it clear later that their objection was not to provinces entering Sections but to compulsory grouping and the possibility of a dominating province framing a constitution for another province entirely against the wishes of the latter. This might result in the framing of rules, franchies, constituencies etc., for elections and otherwise which might seriously prejudice or even nullify the provision for a province subsequently to opt out of a Group. We pointed out that this could never be the intention of the Cabinet Mission as it would be repugnant to the basic principles and policy of the scheme they had propounded. Our own approach to the problem of constitution making has all along been that coercion should not be exercised and that the constituion of free India should be drawn up by the co-operation and goodwill of all parties concerned.

5. In a letter dated 13th June, 1946, from Lord Wavell to Maulana Azad, the President of the Congress, it was stated that "The Delegation and I are aware of your objections to the principle of grouping. I would, however, point out that the Statement of 16th May does not make grouping compulsory. It leaves the decision to the elected representatives of the provinces concerned sitting together in Sections. The only provision which is made is that the representatives of certain provinces should meet in Sections so that they can decide whether or not they wish to form Groups." Thus the principle which was emphasized again was that grouping was not compulsory and in regrard to Sections a cretain procedure was indicated. This procedure was not clear and could be interpreted in more that one way and in any

event a point of procedure could not override a basic principle. We pointed out that the right interpretation should be one which did no violence to that principle. Further, in order to smooth the way to the co-operation of all concerned in the working of the proposed scheme we suggested that if our interpretation was not accepted, we would be agreeable to a reference on this point to the Federal Court.

6. It is well known that the proposal in regard to grouping affected injuriously two provinces especially, namely, Assam and the North-West Frontier Province, as well as the Sikhs in the Punjab. Their representatives expressed their strong disapproval of this proposal. In a letter from Master Tara Singh to the Secretary of State dated 25th May, 1946, he gave expression to the anxiety and apprehensions of the Sikhs and asked for clarification in regard to certain matters. The Secretary of State sent an answer to this letter on 1st June, 1946, in the course of which he said, "I have considered carefully the detailed points you raise at the end of your letter. I fear the Mission cannot issue any additions to, or interpretation of the Statement."

7. In spite of this explicit statement, the British Government have, on December 6th, issued a statement which is both an addition to, and an interpretation of, the Statement of May 16, 1946. They have done so after more than six and a half months, during which period many developments have taken place as a consequence of the original Statement. Throughout this period the position of the Congress was made repeatedly clear to the British Government or their representatives, and it was with full knowledge of this position that the British Government acted. That position was in conformity with the basic principles laid down in the Statement of May 16, 1946, which Statement the Congress had accepted in tis entirety. Further, the Congress had expressed its willingness to refer, if necessity arose, the point of interpretaion to the Federal Court, whose decision should be accepted by the parties concerned.

8. When the invitation of the Brisith Government was received by the Congress at the end of November last to send is representatives to London, the Congress position was clearly indicated again. It was on certain assurances of the Prime Minister of Great Britain that a representative of the Congress proceeded to London.

9. In spite of this assurance and of previous assurances to the effect that no additions to, or interpretations of the Statement of May 16, 1946, were going to be made, the British Government have now issued a statement which clearly, in many respects, goes beyond the original Statement, on the basis of which progress has been made till now.

10. The Working Committee deeply regret that the British Government should have acted in a manner which has not been in keeping with their own assurances, and which has created suspicion in the minds of large numbers of people in India. For some time past the attitude of the British Government and their representative in India has been such as to add to the difficulties and complexities of the situation in the country. Their present intervention, on the eve of the meeting of the Constituent Assembly, and the manner and tone in which this has taken place, has lessened the

chances of a peaceful and co-operative transfer of power in India, for which the Congress has been working. This has created a new situation which is full of peril for the future, and because of this, the Working Committee have been anxious and given prolonged thought to it. Many of the speeches made recently in the British Parliament, which abound in wrong statements and inferences, are in tone and content representative of the authoritarian and aggressive traditions of British Imperialism. The India of today cannot tolerate this approach from any outsider and resents alien interference and intervention.

11. The Congress, however, cannot be diverted from its path by provocative utterances and external intervention. It seeks to frame, through the Constituent Assembly, a constitution of a free and independent India with the willing co-operation of all elements of the Indian people. The Working Committee regret that the Muslim League members of the Constituent Assembly have refrained from attending its opening session. The Committee, however, appreciate and express their gratification at the presence in the Constituent Assembly of representatives of all other interests and sections of the people of India, and note with pleasure the spirit of co-operation in a common task and a high endeavour which has been in evidence during the sessions of the Assembly. The Committee will continue their efforts to make the Constituent Assembly fully representative of all the people of India and trust that members of the Muslim League will give their co-operation in this great task. In order to achieve this the Committee have advised Congress representatives in the Assembly to postpone consideration of controversial issues to a subsequent meeting.

12. In their Statement of December 6, 1946, the British Government in giving their interpretation of a doubtful point of procedure have referred to it as a "fundamental point", and suggested that the Constituent Assembly may refer it to the Federal Court. Subsequent statements made on behalf of the British Government have mae t clear that they are not prepared to accept the decision of this Court should it go against their own interpretation. On behalf of the Muslim League also it has been stated that they will not be bound by the decision of the Federal Court. While the Congress has always been willing to abide by such a reference and decision in regard to this matter, any reference now, when none of the other parties are prepared to join in it or to accept it, becomes totally uncalled for and unbecoming, and unsuited to the dignity of either the Congress or the Federal Court. By their repeated statements, British Statesmen have ruled this out.

13. The Working Committee are still of opinion that the interpretation put by the British Government in regard to the method of voting in the Sections is not in conformity with provincial autonomy, which is one of the fundamental bases of the proposed constitution. Nevertheless, the Committee are anxious to avoid anything that may come in the way of the successful working of the Constituent Assembly. To ensure this they will endeavour to seek and obtain the largest measure of co-operation, provided that no fundamental principle is violated. They are, therefore, advising

Congress representatives in the Constituent Assembly to accept the procedure suggested. But they cannot be parties to any coercion of a province against its will or to the interests of the Sikhs being made to suffer by a majority in a Section. In particular, any attempt to impose the basic structure of a provincial constitution, such as franchise, constituencies etc., against the wishes of the majority of representatives from the province concerned will have to be resisted. Such an imposition would render nugatory the right to opt out which has been given to a Province.

14. The Working Committee earnestly hope that their efforts to gain the co-operation in the Constituent Assembly of those who have so far denied it will meet with response and success, so that the great work that has now begun may proceed rapidly and end in the framing of a constitution which does justice and gives freedom and opportunity to every man and woman in India. In any event the Constituent Assembly must go on till it has accomplishd its task and a free, democratic, and sovereign republic emerges from its labours.

(A. I. C.C. File No. 1499-I, 1946-47. Courtesy : Nehru Memorial Museum and Library.)

*A.I.CCC. Resolution**

The A.I.C.C. having considered the events that have taken place in the country since the Meerut Session of the Congress in November last, the statement issued by the British Government on December 6, 1946, and the statement of the Working Committee of December 22, 1946, advises Congressmen as follows :

The A.I.C.C. endorses the statement of the Working Committee of December 22, 1946. and expresses its agreement with the views contained therein.

While the Congress has always been agreeable to making a reference to the Federal Court on the question of interpretation in dispute, such a reference has become purposeless and undesirable owing to recent announcements made on behalf of the British Government. A reference could only be made on an agreed basis, the parties concerned agreeing to abide by the decision given.

The A.I.C.C. is firmly of opinion that the constitution for a free and independent India should be framed by the people of India on the basis of as wide an agreement as possible. There must be no interference whatsoever by any external authority, and no compulsion of any province or part of a province by another province. The A.I.C.C. realizes and appreciates the difficulties placed in the way of some provinces, notably Assam, the N.W.F.P. and Baluchistan and the Sikhs in the Punjab, by the British Cabinet's scheme of May 16, 1946, and more especially by the interpretation put upon it by the British Government in their statement of December 6, 1946. The

* The resolution, moved by Jawaharlal Nehru, was passed after four days of discussion.

Congress cannot be a party to any such compulsion or imposition against the will of the people concerned., a principle which the British Government have themselves recognized.

The A.I.C.C. is anxious that the Contituent Assembly should proceed with the work of framing a constitution for free India with the goodwill of all parties concerned, and, with a view to removing the difficulties that have arisen owing to varying interpretations, agrees to advise action in accordance with the interpretation of the Brisith Government in regard to the procedure to be followd in the Sections. It must be clearly understood, however, that this must not involve any compulsion of a province and that the rights of the Sikhs in the Punjab should not be jeopardized.[1] In the event of any attempt at such compulsion, a province or part of province has the right to take such action as may be deemed necessary in order to give effect to the wishes of the people concerned. The future course of action will depend upon the developments that take place and the A.I.C.C., therefore, directs the Working Committee to advise upon it, whenever circumstances so require, keeping in view the basic principle of provincial autonomy.

The Indian Annual Register, 1947, Vol. I, pp. 114-5

---

[1]In place of this and the following two sentences, "the draft prepared under Gandhiji's guidance" had : "5. The consequence of this may be that a province or group might prefer to keep out of the Constituent Assembly or any of its Sections in the initial stages. Those who participate in the the Constituent Assembly or the Sections will proceed to frame a constitution in terms of the Cabinet Mission's Statement, which constitution will be initially binding on them alone. 6. The constitution must be framed for the whole of India with specific provision laying down how those who have not participated in its making may avail themselves of it."

Sardar Patel's Correspondence, Vol. IV, p. 23

মেনু— বিভাময়ী বসু, নির্মলকুমার বসুর মামাতো বোন। পিতা বসন্তকুমার সরকার। বার বছর বয়সে বাগবাজার নিবাসী বলাইচাঁদ বসুর সঙ্গে বিবাহ হয়। এঁদের ছিল যৌথ পরিবার। ১৯২৩ সালে অকালে স্বামী বিয়োগ ঘটে। ১৯৩৮ সাল থেকে বাগবাজারের এই বাড়ি (৩৭ বোসপাড়া লেন) ছিল নির্মলকুমার বসুর কলকাতার ঠিকানা।

রবি— রবীন্দ্রনাথ বসু, বলাইচাঁদ এবং বিভাময়ী বসুর পুত্র। জন্ম ১৩ নভেম্বর ১৯২১।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

নোয়াখালির অভ্যন্তরে গান্ধীজীর ১০০ মাইল ভ্রমণ সমাপ্ত

সওয়া ঘণ্টা পদব্রজে অতিক্রম করিয়া মহাত্মাজীর দলতা গ্রামে উপস্থিতি

(ষ্টাফ রিপোর্টারের নিকট হইতে টেলিফোনযোগে প্রাপ্ত)

দলতা (নোয়াখালি),২৩শে জানুয়ারী— বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র ও উন্মুক্ত প্রান্তরের উপর দিয়া প্রায় সওয়া একঘণ্টা হাঁটিবার পর মহাত্মা গান্ধী অদ্য প্রাতে প্রায় ৮-৪৫ মিনিটের সময় এখানে আসিয়া উপস্থিত হন।

এখানে পৌঁছিবার সাথে সাথে নোয়াখালির অভ্যন্তরে গান্ধীজীর এক শত মাইল ভ্রমণ সমাপ্ত হইল। এই যাত্রাপথের অর্ধাংশ গান্ধীজী পদব্রজে অতিক্রম করেন।

নোয়াখালির মধ্যভাগ হইতে যাত্রা করিয়া গান্ধীজী এখন ত্রিপুরার সীমান্তে পৌছিয়াছেন।

মহাত্মা বর্তমানে যে স্থানে আসিয়া পৌছিয়াছেন, এই স্থান হইতে পুনরায় তিনি নোয়াখালির অভ্যন্তরের দিকে অগ্রসর হইবেন। ফেব্রুয়ারী মাসের ৪র্থ সপ্তাহের প্রথম দিকে মহাত্মা হাইমচর যাইবেন। দলতায় মহাত্মা অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়ের এক ভদ্রলোকের গৃহে বাস করিতেছেন। মহাত্মা অতঃপর দলতার দুই মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত মুরাইম নামের ক্ষুদ্র গ্রামে গমন করিবেন। আজ মহাত্মা চিতোশী-রামগঞ্জ জেলা বোর্ড রোড ধরিয়া হাঁটিয়া আসেন। ৪টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামের ধার দিয়া রাস্তাটি চলিয়া আসিয়াছে। মহাত্মার সহিত ভ্রমণরত সাংবাদিকদিগকে ২০খানি ঘর সমন্বিত এক বাড়ীতে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। এই বাড়ীর সবগুলি ঘরই হাঙ্গামার সময় লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইয়াছে। বাড়ীর মালিকেরা ফিরিয়া আসিতেছেন এবং পোড়া টীনের দ্বারা নির্মিত চালায় বাস করিতেছেন।

মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে পাকিস্থান

মুসলমানগণ পাকিস্থান পাইতে চাহিলে মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে পাকিস্থান পাইয়াই গিয়াছে — মহাত্মা ইতিপূর্বে এইরূপ যে উক্তি করিয়াছিলেন, ঐ সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মা বলেন, বৈদেশিক শক্তির অস্তিত্ব দেশে থাকা পর্যন্ত পাকিস্থান হিন্দুস্থান কিছুই পাওয়া যাইবে না। কেহ যদি বলেন যে, আমরা যে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য পাইয়াছি উহাই স্বাধীনতার অনুরূপ, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে স্বাধীনতা বলিতে কি বুঝায় তাহা তিনি জানেন না। বৃটিশ এদেশ ত্যাগ করিবেই, তবে এরূপ রক্তক্ষরে দেশবাসী লিপ্ত থাকিলে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ ভারতকে তাহাদের অধীনে রাখিবে— ভারতের ন্যায় জন ও ধন সমৃদ্ধ এক বিরাট দেশকে তাঁহারা অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকিয়া ধ্বংস হইতে দিবেন না।

স্বাধীন রাষ্ট্রের রূপ

পানিয়ালা (নোয়াখালি), ২২শে জানুয়ারী— মহাত্মা গান্ধী অদ্য প্রার্থনাসভায় কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, "রাষ্ট্র বাহিরের কর্তৃত্ব হইতে মুক্তি পাইতে চাহে, ধর্মানুষ্ঠানে পূর্ণতম সহনশীলতাই হইবে উহার মূল নীতি। এরূপ রাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় যে পরিমাণ স্বাধীনতার অধিকারী হইবেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কেও ঠিক তাহাই দেওয়া হইবে।"

মহাত্মা গান্ধীজীকে প্রশ্ন করা হয়, পাকিস্থান সম্পর্কে আপনার ধারণা কি এবং উহার ভবিষ্যৎ গঠনই বা কিরূপ হইবে?

মহাত্মা গান্ধী বলেন, কোন প্রদেশ, কোন গ্রাম বা এমন কি কোন ব্যক্তিবিশেষও যদি অপরের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে চাহে, তবে দৃঢ়সঙ্কল্প সহকারে আদর্শের অনুসরণ করিলেই সে মুক্তি লাভ সম্ভবপর. মনে এই বিশ্বাস লইয়াই আমি গত ২৫ বৎসর কার্য করিয়া আসিয়াছি। দৃঢ়সঙ্কল্প থাকিলে মুহূর্তের মধ্যেই প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করা হয়।

বাঙ্গলা বা অন্য যে কোন প্রদেশ সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে, যদি তাহারা বাহিরের আধিপত্য হইতে মুক্তি লাভ করিতে চাহেন এবং ঐক্যবদ্ধ হইয়া এবং সকল অধিবাসীর মধ্যে ভ্রাতৃভাব বজায় রাখিয়া অগ্রসর হন, তবে কেহই তাহাদিগকে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না।

পাকিস্থানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে আমি আপনাদের নিকট কায়েদে আজম জিন্নার একটি বক্তৃতার উল্লেখ করিব। করাচীতে একটি মাদ্রাসার উদ্বোধনকালে তিনি এই বক্তৃতা দিয়াছিলেন। গান্ধীজী

দৃঢ়তা সহকারে বলেন, যে রাষ্ট্র যোগ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যেখানে সত্য ও ন্যায় বিচারকে মর্যাদা দেওয়া হয়, সে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কেহই দাঁড়াইবে না। উহাকে পাকিস্থানই বলুন বা অন্য যে কোন নামেই অভিহিত করুন, তাহাতে কিছুই আসে না। প্রস্তাবিত পাকিস্থানে কেবলমাত্র মুসলমানগণকেই থাকিতে দেওয়া হইবে বলিয়া যদি মুসলমানদের ধারণা হইয়া থাকে, তবে আমি বলিব যে উহা ইসলামবিরোধী পরিকল্পনা।

তিনি আরও বলেন, গণতন্ত্র ও পরধর্মসহিষ্ণুতার মূলনীতির উপরই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত।

হিন্দু-মুসলমান বা খৃষ্টান যে কেহই ধর্ম সম্পর্কে অপরের মৌলিক অধিকার অগ্রাহ্য করে, তাহার নিজেরই পতন ঘটে। ধর্ম তজ্জন্য দায়ী হয় না।

মহাত্মা গান্ধীকে অতঃপর প্রশ্ন করা হয়, বিহারে আপনার অহিংসা নীতি কতটা কার্যকরী হইয়াছে? উত্তরে মহাত্মা গান্ধী বলেন, বিহারের শোচনীয় ঘটনার ফলে অহিংসা নীতি সাময়িকভাবে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু দাঙ্গা হাঙ্গামার পরে এখন উহা আর নিষ্ক্রিয় নহে। বিহার গবর্ণমেন্টের সহিত তিনি এ ব্যাপারে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তিনি দেখিতে চাহিয়াছেন যে গবর্ণমেন্ট শোচনীয় ঘটনাবলীর দরুণ গভীরভাবে অনুতপ্ত। তাঁহারা দায়িত্ব অস্বীকার করিতে কদাপি চেষ্টা করেন নাই।

মহাত্মা গান্ধী বলেন, বিহারের একজন মন্ত্রী নোয়াখালি আসিয়াছিলেন। তিনি বিহার গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি লইয়া আসিয়াছিলেন যে, পুনর্বসতির জন্য তাঁহাদের চেষ্টার কিঞ্চিন্মাত্রও ত্রুটি হইবে না। মুসলিম লীগের নিকট হইতে আমি প্রায়ই পত্র ও প্রস্তাবাদি পাইতেছি। তাঁহাদের বক্তব্য সম্পর্কে আমি বিশেষভাবে অবগত আছি। প্রত্যেকটি বিষয়ই আমি বিশেষভাবে তদন্তের জন্য তৎক্ষণাৎ বিহার গবর্ণমেন্টের নিকট প্রেরণ করিয়াছি। ঘটনা সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য আমি ট্রাইবুন্যাল গঠনের পরামর্শ দিয়াছি। উক্ত ট্রাইবুন্যালের রায় অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইবে বলিয়া বিহার গবর্ণমেন্ট প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মা গান্ধী বলেন, এক শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানের উন্মত্ততার দরুণই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ঘটিয়া থাকে। অন্য দল যদি অহিংস থাকে তবে মাত্র একটি দলের চেষ্টায় দাঙ্গা হইতে পারে না। বোম্বাই ও অন্যত্র যে সকল হাঙ্গামা ঘটিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া মহাত্মা গান্ধী বলেন, চোখের পরিবর্তে চোখ, দাঁতের পরিবর্তে দাঁত,--- প্রতিশোধ গ্রহণে এই প্রবৃত্তির চরম প্রকাশ আমরা দেখিতেছি। একদিন একজন মুসলমান ছুরিকাহত হইলেন. পরদিন দেখা গেল, একজন হিন্দু ছুরিকাহত হইলেন— এভাবেই চলিতে থাকিল। প্রত্যেক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মূলে এই একই মনোভাব রহিয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী বলেন, আমরা এক দেশের সন্তান— এ অবস্থায় আমার কোন ভাই যদি আমাকে কুকার্যে প্ররোচনা দেয়, তবে কেন আমি তাহা মানিয়া লইব? যদি কেহ ধর্মান্তর গ্রহণে বাধ্য করিতে চেষ্টা করে অথবা যদি কেহ নারী নির্যাতনের চেষ্টা করে, তবে নারীই হউন বা পুরুষই হউন, কেন তিনি এই পশুবলের নিকট আত্মসমর্পণ করিবেন? এইরূপ বলপ্রয়োগ প্রতিরোধ করিতে গিয়া অহিংসভাবে মৃত্যু বরণ করাই বাঞ্ছনীয়। অহিংস নরনারী আত্মসমর্পণ না করিয়া বরং মৃত্যুবরণ করিতেছে— অত্যাচারী যখন ইহা দেখিতে পাইবে, তখন আর কতকাল সে বল প্রয়োগ করিতে পারিবে? মহাত্মা গান্ধী আরও বলেন, প্রতিশোধ গ্রহণের দ্বারা প্রতিকার হইবে না। একমাত্র অহিংসা নীতিই অন্যায়কে প্রতিহত করিতে পারে এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অন্তর্নিহিত উন্মত্ততার অবসান ঘটাইতে পারে। — এ. পি

২৪ জানুয়ারি

এই দুই মনোভাব— সে সময় নোয়াখালিতে হিন্দুর ভয় এবং মুসলমানের অবিশ্বাস এই দুই মনোভাবের কারণে। কঠিন সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল সে কথা বলা বাহুল্য। এই প্রসঙ্গে গান্ধীজীর নোয়াখালি পরিক্রমা কালের অভিজ্ঞতার যে বিবরণ নির্মলকুমার বসুর রচনায় আমরা পাই। এখানে তুলে দেওয়া গেল।

নানা কারণে ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ধারণা জন্মিয়াছিল যে, গান্ধীজী পাকিস্তানের প্রবলতম শত্রু; হিন্দুমাত্রেই তাহাদের শত্রু। নোয়াখালিতে যখন হিন্দুর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আঘাত বর্ষিত হইল, এবং সেই আঘাতের তাড়নায় বহু হিন্দু ধর্মান্তরিত হইয়া গেল, গান্ধীজী সেই মুহূর্তে স্থির করিলেন তাঁহার স্থান আর দিল্লীতে নয়, তাঁহাকে নোয়াখালি যাইতে হইবে। কলিকাতায় পৌঁছানোর পর তিনি তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শহীদ সুহরাবর্দি সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলেন। গভর্মেন্টের পক্ষ হইতে নোয়াখালির ব্যাপারে অনেক গাফিলতি প্রকাশ পাইল। গান্ধীজী কিন্তু গভর্মেন্টের ভ্রম সংশোধন অপেক্ষা নোয়াখালির গ্রামে নিজের কর্তব্যের সন্ধানে অগ্রসর হইয়া চলিলেন।

প্রথম বারো-চোদ্দ দিন তিনি হিন্দু ও মুসলমান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও জেলার কর্তৃপক্ষের সাহায্যে বিভিন্ন গ্রামে গিয়া প্রকৃত তথ্য আহরণ করিতে লাগিলেন। লুঠতরাজ, গৃহদাহ, নরহত্যা, নারীধর্ষণ সবই যথেষ্ট পরিমাণে ঘটিয়াছিল। কিন্তু বিশ্লেষণের ফলে গান্ধীজী স্থির করিলেন, ধর্মান্তরকরণকেই বাধা দিতে হইবে, কারণ তাহাই মূল রোগ। অতএব তিনি সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গভর্মেণ্ট অবশ্য স্বীয় শক্তি প্রয়োগ করিয়া গৃহদাহ বা নরহত্যা বন্ধ করিতে পারেন, কিন্তু যে ধর্মান্ধতার বশে মুসলিম জনতা হিন্দুকে ইসলামে দীক্ষিত করিয়াছিল বা যে ভয়ের বশে হিন্দু বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, তাহা শাসনের দ্বারা দূর করা গভর্মণ্টের পক্ষে সম্ভব নয়।

গান্ধীজী চারিদিকে ঘন অন্ধকার অনুভব করিতে লাগিলেন। ভোরের আলো ফুটিবার পূর্বে রাত্রির অন্ধকার যেমন গাঢ়তম হয়, হয়তো এ অন্ধকারও তেমনই ছিল। কিন্তু গান্ধীজী কোথাও আলোর রেখার আভাসও দেখিতে পান নাই। তাহা সত্ত্বেও একদিন প্রার্থনাসভায় তিনি বলিলেন, আমি হৃদয়ের মধ্যে আশার অনির্বাণ দীপশিখা জ্বালিয়া অগ্রসর হইতেছি।

যে আলোর প্রত্যাশা তিনি করিতেছিলেন, তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন। গান্ধীজী জানিতেন যে, প্রতি সমাজের মধ্যেই যেমন একদিকে স্বার্থবুদ্ধি, সঙ্কীর্ণতা ও নিষ্ঠুরতা আছে, তেমনই অপর দিকে প্রেম এবং উদারতাও বর্তমান থাকে। কিন্তু সমাজে বা ব্যক্তির অন্তরে সু এবং কু-এর দ্বন্দ্বে সচরাচর সু-এর মাত্রা অধিক হইলেও তাহার শক্তি কম হয়। কু পরিমাণে কম হইলেও সহজে প্রবল আকার ধারণ করে। সু এবং কু-এর মধ্যে সু-এর মাত্রা যদি বেশি না হইত, তবে মানবসমাজ আজ টিকিয়া থাকিতে পারিত না, জীর্ণ অট্টালিকার মত ধুলিসাৎ হইয়া যাইত। কিন্তু কু পরিমাণে অল্প হইলেও শুধু প্রাবল্যের দ্বারা সু-কে পরাস্ত করে। অতএব সমাজে কু-কে পরাস্ত করিতে হইলে সু-কে সক্রিয় এবং শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

নোয়াখালিতে দাঙ্গার সময়েও মুসলমান সমাজের মধ্যে সু-এর পরিচয় ক্ষেত্রবিশেষে পাওয়া গিয়াছিল। গান্ধীজীর উপস্থিতির ফলে তাহা আরও দানা বাঁধিতে আরম্ভ করিল। ইতিমধ্যে সমাজের বিরুদ্ধ-শক্তিও যেন কোমর বাঁধিয়া যুদ্ধের জন্য আয়োজন করিতে লাগিল। গান্ধীজীর প্রার্থনা-সভায় মুসলমানের সংখ্যা উত্তরোত্তর ক্ষীণ হইতে লাগিল। উপরন্তু লীগ গভর্মেণ্টের পক্ষ হইতে নোয়াখালির ঘটনাকে জগতের সামনে অত্যন্ত লঘু বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য সুচিন্তিত প্রচেষ্টা চলিতে লাগিল। হিন্দু অধিবাসীগণ বিরুদ্ধ আবহাওয়ার সন্ধান পাইয়া, এবং গান্ধীজীর উপস্থিতির প্রসাদে যাতায়াত আরও সহজ হওয়ার সুযোগ লইয়া, অধিক সংখ্যায় দেশত্যাগ করিয়া যাইতে লাগিল।

গান্ধীজী দুশ্চিন্তায় পড়িলেন। যে স্বল্পসংখ্যক মুসলমান গ্রামবাসী প্রার্থনা-সভায় আসিত, তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, মুসলমানেরা যেন অন্তত তাঁহার বক্তব্য শোনে। কিন্তু বিশেষ কোনও সাফল্যের সম্ভাবনা দেখা গেল না। তখন গান্ধীজী অহিংসার পথে, অর্থাৎ প্রেম এবং বিশ্বাসের পথে আরও এক ধাপ অগ্রসর হইলেন। তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে, একান্ত নিরালম্ব অবস্থায় পায়ে হাঁটিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাত্রা করিবেন। সম্ভব হইলে মুসলমান গৃহস্থদের বাড়িতেই আতিথ্য গ্রহণ করিবেন; এবং তাহাদের পরীক্ষা করিবার সুযোগ দিবেন যে, তিনি সত্যই শত্রু, অথবা মিত্র।

কিন্তু গান্ধীজী স্পষ্টভাবেই বলিলেন যে, মুসলমান গ্রামবাসীর হৃদয়ের নিকট আবেদনের মধ্যে কোনও খোশামোদের ভাব নাই। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন। শ্রীরামপুর ত্যাগ করিবার পর চণ্ডীপুর চাঙ্গিরগাঁও হইতে যখন তিনি পরিক্রমা আরম্ভ করিলেন, তখন প্রথমে প্রস্তাব হইয়াছিল যে, যাত্রাকালে একটি ছোট দল খোল-করতাল লইয়া সঙ্গে সঙ্গে নাম-সংকীর্তন করিতে করিতে যাইবে। কিন্তু গান্ধীজীর তাহাতে সম্মতি ছিল না। তিনি প্রার্থনা-সভায় কীর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু ঘটা করিয়া পরিক্রমার পথে কীর্তন করার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। যে মুসলমান গ্রামবাসীরা অল্পদিন পূর্বে বলপূর্বক হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করিয়াছিল, তাহাদের গ্রামের মধ্য দিয়া অনাবশ্যকভাবে কীর্তন লইয়া যাওয়াকে তিনি আতিশয্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন। কিন্তু ৭ই জানুয়ারি ১৯৪৭ তারিখে মাসিমপুরের প্রার্থনা-সভা হইতে রামনাম-কীর্তনের সময়ে অনেক মুসলমান সভা ত্যাগ করিয়া গেল। প্রার্থনার শেষে বক্তৃতাকালে গান্ধীজী ঘটনাটির উল্লেখ করিয়া বলিলেন, পাকিস্তানে খোদা ভিন্ন অপর নামে ভগবানের উপাসনা বা নামকীর্তন বরদাস্ত করা হইবে না, ইহা তিনি ভাবিতেও পারেন না। লীগের নেতৃবৃন্দ বরং ধর্মের স্বাধীনতাই প্রচার করিয়া আসিতেছেন। সেই দিন প্রাতঃকালেই তিনি উৎসাহী বন্ধুদিগকে যাত্রাকালে কীর্তন করিতে নিষেধ করিয়াছেন, পাছে মুসলমান গ্রামবাসীর মনে অকারণে আঘাত লাগে। কিন্তু বর্তমান ঘটনার অর্থ যদি ইহাই হয় যে, রামনাম পরিহার না করিলে মুসলমানগণ তাঁহার সেবা গ্রহণ করিবে না, তাহা হইলে সে শর্ত অস্বীকার করা ছাড়া তাঁহার গতি নাই। যেখানে কোনও নীতিকে বিসর্জন দিবার দাবি করা হয়, সেক্ষেত্রে সংগ্রাম ভিন্ন উপায় নাই। ১৯৩০ সালে এই

কারণেই লবণ-আইন উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে ব্রিটিশ গভর্মেন্টের সহিত সম্মুখ-সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল।

নোয়াখালির হিন্দু অধিবাসীগণকেও তিনি উপদেশ দিলেন, তাহারাও যেন মুসলমান প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে দম্ভ প্রকাশ করিবার জন্য রামনাম কীর্তন না করে; প্রতি দিবসের সেবাব্রতের দ্বারা অজ্ঞ এবং বিরুদ্ধ-মনোভাবাপন্ন প্রতিবেশীর অন্তরকে জয় করিবার চেষ্টা করে; এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে ঈশ্বরের নামকীর্তনের দ্বারা যেন সেই সেবাব্রত সন্দীপিত হয়।

সেই সময় হইতে প্রার্থনা ভিন্ন যাত্রাকালেও খোল-করতাল লইয়া কীর্তনের ব্যবস্থা প্রচলিত হইল।

অর্থাৎ গান্ধীজী মুসলমান জনতার মনে অবিশ্বাসের রুদ্ধ দুয়ারকে বিশ্বাসের আঘাতের দ্বারা খুলিবার জন্য পণ করিয়া অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ইহার মধ্যে বিরুদ্ধ পক্ষকে তোষামোদ করার ভাব লেশমাত্র ছিল না। বরং যে ধর্মমতের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সর্বত্রই উচিত, সেই 'সত্য'-কে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সংগ্রামের মনোভাবের অভাব গান্ধীজীর মনের মধ্যে ছিল না। কেবল প্রভেদ এই, সে সংগ্রামের মধ্যে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আঘাত হানিবার কোন প্রশ্নই ছিল না, বরং স্বীয় সত্যকে আশ্রয় করিয়া বীরের মত পদক্ষেপে, যদি তাহারা আঘাত হানে তবে সে আঘাত সহিয়াও পথ হইতে বিচ্যুত না হইবার দৃঢ় সঙ্কল্প বর্তমান ছিল; এবং আঘাতকারীকে ভুলিয়াও শত্রু না ভাবিবার সঙ্কল্প ছিল। এইরূপে বীরের অহিংসার দ্বারা গান্ধীজী নোয়াখালিতে 'সত্য'-কে প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিলেন।

গান্ধীজীর পরিক্রমায় তিনি সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্য গ্রামের শিল্প, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা বিষয়ে উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে যে-সব উপদেশ ও কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন, এ সকলের ফলে নোয়াখালির মুসলমান সমাজে কতদূর প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল জানি না। হয়তো তাহা যাচাই করিবার সময় আজও আসে নাই; এখনও সম্পূর্ণ মানবসেবার ভাব লইয়া দৃঢ়ভাবে যাঁহার সেখানে গান্ধীজীর পথে কাজ করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাদের সেবার মূল্য যাচাই করিবার সময় ভবিষ্যতে আসিবে। কিন্তু গান্ধীজীর বীর্যে-ভরা অহিংসার প্রভাবে মানুষের মন যে টলিতে পারে, সু সক্রিয় হইয়া কু-কে পরাভূত করিতে পারে, তাহা ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় প্রত্যক্ষ করা গিয়াছিল। সে সময় গান্ধীজীর অনশনের ফলে ক্রোধোন্মত্ত হিন্দু জনতা স্বীয় অস্ত্র সংবরণ করিয়াছিল। তাহার পূর্ব হইতেই গান্ধীজী বারংবার কলিকাতাবাসী এবং সমগ্র ভারতবাসীকে এই উপদেশ দিতেছিলেন যে, আমরা ধর্মনিরপেক্ষভাবে প্রত্যেক নাগরিককে সমান অধিকার দিব। মুসলমান ভারতবাসীর প্রতি আচরণে যেন আমাদের এই নিরপেক্ষতা প্রকাশ পায়, তবেই তাহারা এই রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিবে, তাহারাও তখন ভয়ের বশে নয়, আনন্দচিত্তে 'জয়হিন্দ' উচ্চারণ করিবে। কলিকাতার কোন কোন অধিবাসী যখন সেই উপদেশ বিস্মৃত হইয়াছিল, তখন অবশিষ্ট হিন্দুর সুবুদ্ধিকে সক্রিয় করিয়া কু-কে প্রশমিত করিবার শক্তি জাগ্রত করিবার জন্য গান্ধীজী অনশনব্রত গ্রহণ

করিয়াছিলেন। তিন দিন অনশনের পর শুধু হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দই যে কর্তব্যে তৎপর হইয়া উঠিলেন তাহা নয়, যাহারা উত্তেজনার বশে মুসলমানের বিরুদ্ধে আঘাত বর্ষণ করিয়াছিল, তাহারাও লজ্জিত হইয়া অনেক অস্ত্র সমর্পণ করিয়া গেল। দাঙ্গা সঙ্গে সঙ্গে থামিয়া গেল, ইহা বোধ হয় উল্লেখ না করিলেও চলে।

দণ্ডশক্তি প্রয়োগের দ্বারা হিংসার বর্তমান প্রকাশকে পরাস্ত করা সম্ভব এবং গভর্মেন্ট সেই ভাবেই সচরাচর শান্তি স্থাপনা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা দ্বারা সমাজের শুভশক্তি জাগ্রত হয় না। কেবল উচ্ছৃঙ্খল জনতার অশুভশক্তি গভর্মেণ্টের অশুভশক্তির নিকট পরাস্ত হয় মাত্র। রাজার পক্ষে হত্যা করিবার ক্ষমতা সদুদ্দেশ্যে প্রযোজিত হইলেই যে তাহা নির্দোষ হইয়া যায়, ইহা গান্ধীজী কোনদিন স্বীকার করেন নাই। তাহার কারণ, স্বীয় অভিজ্ঞতা এবং পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, হিংসা বা দণ্ডের আশু ফল যতই চমকপ্রদ হউক না কেন, ইহার দ্বারা কোনও স্থায়ী কল্যাণ লাভ করা সম্ভব নয়। গান্ধীজীর চরিত্র বুঝিতে হইলে তাঁহার এই বিশ্বাসের মূল কোথায়, তাহাও হৃদয়ঙ্গম করা দরকাব।

ভারত সেবাশ্রম— স্বামী প্রণবানন্দ ১৯১৭ সালে লোকসেবা ও গঠনমূলক কাজের ভাবনায় বাজিতপুরে একটি আশ্রম স্থাপন করেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অনুরোধে ১৯২১-এ দুর্ভিক্ষ-পীড়িত সুন্দরবন এলাকায় একটি অস্থায়ী সেবাশ্রম খুলে ত্রাণের আয়োজন করেছিলেন। ১৯২৩ সাল থেকে এই সেবাশ্রম 'ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ' নামে পরিচিত হয় এবং ক্রমে বাংলা বা ভারতবর্ষের সীমানা ছাড়িয়ে পৃথিবীর বহুজায়গায় দুর্গত মানুষের সেবায় এই প্রতিষ্ঠান মূল্যবান ভূমিকা পালন করে আসছে।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

মহাত্মার পল্লী পরিক্রমা
প্রথম পর্যায় সমাপ্ত প্রায় ঃ দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যসূচী রচনা

মুরাইম, ২৪শে জানুয়ারী— আজ প্রাতে ৮-৩০ মিনিটের সময় মহাত্মা মুরাইম গ্রামে আসিয়া পৌছিয়াছেন। ৭-৩০ মিনিটের সময় দলতা ত্যাগ করিয়া শিশিরসিক্ত এবং কর্ষিত ও পতিত জমির উপর দিয়া মহাত্মা হাঁটিয়া আসেন। এই গ্রামে মহাত্মা মৌলানা হাবিবুল্লা বাটারীর গৃহে অবস্থান করিতেছেন। এই গ্রাম হইতে মহাত্মার ত্রিপুরা জেলার হাসনাবাদ যাইবার কথা ছিল, কিন্তু বর্তমানে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। আগামীকল্য মহাত্মা এই গ্রামের অনুমান এক মাইল দূরবর্তী হীরাপুর গমন করিবেন। —এ.পি

মহাত্মার পল্লী পরিক্রমার দ্বিতীয় পর্যায়

চাঁদপুর, ২৪শে জানুয়ারী— চাঁদপুর মহকুমায় মহাত্মার পল্লী পরিক্রমার দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হইবে, এতৎসম্পর্কে কার্যসূচী রচিত হইতেছে। উড়িষ্যা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভানেত্রী শ্রীযুক্তা মালতী চৌধুরী এবং হাইমচরের হরিজন সেবক সঙ্ঘ শিবিরের শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত সাধুচরণ অগস্তি, শ্রীযুক্ত মনকুমার নাগ ও ডাঃ নৃপেন্দ্রনাথ বসু শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের আমন্ত্রণে মহাত্মার দ্বিতীয় দফা পল্লী পরিক্রমার কার্যতালিকা রচনায় সাহায্যের জন্য কাজিরখিল রওনা হইয়া গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত উক্ত কার্যতালিকা রচনা করিতেছেন।

মহাত্মার পল্লী পরিক্রমার প্রথম পর্যায় ৩রা ফেব্রুয়ারী শেষ হইবে। ঐদিন তিনি সাধুরখিল অথবা কড়িহাটি পৌঁছিবেন। মহাত্মার ভ্রমণের দ্বিতীয় পর্যায় ৪ঠা অথবা ৫ই ফেব্রুয়ারী শুরু হইবে। —এ. পি

২৫ জানুয়ারি

বুড়ু— জয়শ্রী মিত্র, নির্মলকুমার বসুর সম্পর্কিত নাতনি। নির্মলকুমার বসুর স্নেহময় হৃদয়ের পরিচয় ধরা আছে তাঁর ১৯৪২-৪৬ সালের অপ্রকাশিত দমদম জেলের ডায়ারিতে। এছাড়া *পরিব্রাজকের ডায়ারি* গ্রন্থে 'বুড়ু' নামের রচনায়।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

হীরাপুর গ্রামে মহাত্মা গান্ধী
পরিক্রমার দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতি গ্রামে দুই দিন অবস্থানের সঙ্কল্প

হীরাপুর (নোয়াখালী), ২৫শে জানুয়ারী— মহাত্মা গান্ধী অদ্য সকাল ৮-১৫ মিনিটে হীরাপুর আগমন করেন। হীরাপুর তাঁহার পল্লীপরিক্রমার বিংশতি গ্রাম। তিনি শ্রীযুক্ত সতীশ শীলের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। আগামীকল্য গান্ধীজী এখান হইতে এক মাইল দূরবর্তী বাঁশা গ্রামে যাইবেন। — এ.পি

সাংবাদিকদের কর্তব্য সম্পর্কে মহাত্মাজী

মুরাইম (নোয়াখালি), ২৪শে জানুয়ারী— মহাত্মা গান্ধীর অদ্যকার প্রার্থনা-সভায় অনুমান দশ সহস্র নরনারী উপস্থিত ছিলেন। প্রার্থনান্ত ভাষণে মহাত্মাজী বলেন, বর্তমান যুগের সংবাদপত্র বাইবেল, গীতা ও অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থের স্থান গ্রহণ করিয়াছে বলিলেই হয়। একমাত্র সত্য ঘটনাসমূহ পাঠক-সমাজের নিকট পরিবেষণ করাই সাংবাদিকদের কর্তব্য বলিয়া তিনি মনে করেন। মহাত্মাজী বলেন যে, সংখ্যালঘিষ্ঠদের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে স্থানান্তরের প্রস্তাব কার্যত অসম্ভব বলিয়া তিনি মনে করেন। ইহা সত্য যে, বিহারের কোন কোন হিন্দু নৃশংস আচরণ করিয়াছিল, কিন্তু এই প্রকার অন্যায় আচরণের দরুণ মুসলমানদের কর্তব্যভ্রষ্ট হওয়া উচিত নহে। তাহাদের কর্তব্য হইতেছে সাহস সঞ্চয় করিয়া নিজ নিজ ঘর-বাড়ীতে থাকা। ইহা তাহাদের জন্মগত অধিকার। বিহারী হিন্দুদের উচিত উন্মার্গগামী হিন্দুদের দুষ্কর্মের ক্ষতিপূরণের জন্য সম্ভবপর উপায়ে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করা। অনুরূপভাবে নোয়াখালির হিন্দু ও মুসলমানদের প্রতি আমার বক্তব্য এই যে, নোয়াখালির মুসলমানদের এমনকি একজন হিন্দুও যাহাতে তাহাদের মধ্যে একক সম্পূর্ণ নিরাপদে বসবাস করিতে পারে, সেইরূপ ব্যবস্থা করা উচিত এবং নোয়াখালিতে বসবাসের জন্য হিন্দুদেরও যথেষ্ট মনোবল সঞ্চয় করিতে হইবে।

নোয়াখালির জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ম্যাকিনার্নি পূর্বাহ্নে এখানে আসিয়া মহাত্মাজীর সহিত আলোচনা করেন। তিনি প্রার্থনা-সভায়ও উপস্থিত ছিলেন। — এ. পি

প্রত্যেক গ্রামে দুইদিন অবস্থানের ব্যবস্থা

দলতা, ২৩শে জানুয়ারী— ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে মহাত্মাজীর পল্লী পরিক্রমার দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হইবে। এই সময় বর্তমান ব্যবস্থানুযায়ী প্রত্যেক গ্রামে একদিন অবস্থানের পরিবর্তে প্রত্যেক গ্রামে দুইদিন অবস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল, মহাত্মাজী তাহাতে সম্মত হইয়াছেন। পল্লী পরিক্রমার দ্বিতীয় পর্যাযের প্রথম গ্রাম হাইমচর হইতে মহাত্মা গান্ধী চরমণ্ডল ও লক্ষ্মীপুর যাইবেন। মহাত্মাজীর নিকট এই প্রস্তাব করা হইয়াছিল যে, পল্লী পরিক্রমায় নানাপ্রকার অস্বাচ্ছন্দ্য ও অসুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া পল্লীপরিক্রমার বর্তমান পর্যায়েও প্রতি গ্রামে তাঁহার দুইদিন করিয়া অবস্থানের ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্তু মহাত্মাজী এই প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে, তিনি সর্বপ্রকার অসুবিধা ও অস্বাচ্ছন্দ্যের সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত আছেন এবং হাইমচর হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী প্রত্যেক গ্রামে তিনি দুইদিন করিয়া অবস্থান করিতে সম্মত হন।

— এ. পি

দলতায় মহাত্মাজীকে এক খণ্ড জমি দান

দলতা (নোয়াখালি), ২৩শে জানুয়ারী— মহাত্মা গান্ধী তাঁহার প্রার্থনান্ত ভাষণে বলেন যে, এই গ্রামের চৌধুরীরা বর্তমানে যে স্থানে সভা হইতেছে সেই জমিখণ্ড তাঁহাকে দান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই উদারতার জন্য তিনি তাঁহাদিগকে অভিনন্দন জানাইতেছেন। তাঁহাকে জমি দান করার অর্থ জাতিবর্ণ দলনির্বিশেষে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য দান করা— আর কিছুই নহে। শ্রীযুক্ত রাইমোহন মালীর গৃহে তাঁর অবস্থানের ব্যবস্থা করার তিনি আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, তিনি নিজেকে কোন বিশেষ বর্ণের লোক বলিয়া মনে করেন না। তিনি নিজেকে হিন্দু সমাজের সর্বনিম্ন বর্ণের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে উচ্চ ও নীচ বর্ণ বলিয়া কিছুই নাই। আইনের চক্ষে যেমন ভগবানের চক্ষেও তেমনি সকলেই সমান।

— এ. পি

২৬ জানুয়ারি

নাপিত বাড়ী— জগবন্ধু শীলের বাড়ি।

কিছু কম বক্তৃতা— এদিনের নানা অনুষ্ঠানে মহাত্মাজির ভাষণ ইত্যাদির প্রতিবেদন ২৭ জানুয়ারির আনন্দবাজার পত্রিকায়—

ভারতবর্ষ যেন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কথা স্মরণ রাখে

স্বাধীনতা দিবসে প্রার্থনা সভায় মহাত্মা গান্ধীর ভাষণ

সংগ্রামের জন্য প্রত্যেককেই প্রস্তুত থাকিতে হইবে

বাংশা (নোয়াখালি), ২৬শে জানুয়ারী— যদিও স্বাধীনতা দিবস। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মহাত্মা গান্ধী প্রার্থনা সভায় ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এ সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী প্রার্থনান্তিক সভায় বলেন, যদি বৃটিশ সরকার আমাকে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলনে বাধা দিতেন, তবে পতাকার মর্যাদাকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আমি সর্বশ্রেষ্ঠ ত্যাগ স্বীকারেও ইচ্ছুক হইতাম।

মুসলমান বন্ধুদের মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াই পতাকা উত্তোলন করা হয় নাই। মুসলমান ভাইদের মনে আঘাত দিতে আমি চাহি না।'

বাংশা (নোয়াখালি), ২৬শে জানুয়ারী— স্বাধীনতা দিবসে প্রার্থনান্তিক সভায় বক্তৃতাকালে মহাত্মা গান্ধী বলেন, ভারতের প্রত্যেকটি নরনারী যদি কার্যে লিপ্ত না হয় এবং স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত না হয়, তবে গণপরিষদও স্বাধীনতা লাভের বৈধ অধিকার প্রমাণ করিতে পারিবে না।

এই সভায় বহুলোক যোগদান করিয়াছিল। মহাত্মা গান্ধীর ইচ্ছানুসারে সভায় ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করা হয় নাই।

বক্তৃতাকালে মহাত্মা গান্ধী সংক্ষেপে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস বর্ণনা করেন।

তিনি বলেন, কংগ্রেসের সৃষ্টি হইতেই এই আন্দোলন একটি সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে।

১৯১৬ সালের পর হইতেই এই আন্দোলন গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়ে এবং অবশেষে স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়। উহার পর হইতেই ভারতের সর্বত্র ২৬শে জানুয়ারী পালন করা হইতেছে।

অদৃষ্ট যদি ভারতের প্রতি বিরূপ না হইত তবে অদ্যকার সভায় কংগ্রেস পতাকাই উত্তোলন করা হইত। কিন্তু নিজেদের মধ্যে বিরোধ বর্তমান দেখিয়া আমি উক্ত পতাকা উত্তোলন করিতে নিষেধ করিয়াছি। কংগ্রেসের পতাকা সমগ্র ভারতবর্ষেরই পতাকা; কিন্তু দুঃখের বিষয়, মুসলমানরা ইহাতে গর্ববোধ করিতেছেন না। এমন কি, তাঁহারা উহাতে আপত্তিও করিয়াছেন। তাঁহাদের সামনে আমি তজ্জন্য এই পতাকার আড়ম্বর দেখাইতে চাহি না।

ঈপ্সিত ফল হাতের মুঠায় আসিয়া পড়িলেও নিজেরা মূর্খ হইলে উহা হাত হইতে গড়াইয়া পড়িতে পারে। কথাটি স্বাধীনতাকামী প্রদেশ সম্পর্কে যেমন সত্য, তেমন সমগ্র ভারতবর্ষ সম্পর্কেও সত্য।

ভারতবর্ষ ঐক্যবদ্ধ হইয়া স্বাধীনতালাভের জন্য কাজ করিবে বলিয়াই তিনি আশা করেন।

তিনি আরও বলেন, সভাস্থলে যদিও পতাকা উত্তোলন করা হয় নাই। কিন্তু প্রাতঃকালে উহা আমার জন্য নির্দিষ্ট বাসভবনে উত্তোলন করা হইয়াছিল।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কথা উল্লেখ করিয়া মহাত্মা গান্ধী বলেন, অসামান্য ক্ষমতাশালী নেতাজী এবং অন্য যাহারা স্বাধীনতার গৌরবময় কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, ভারতবর্ষ যেন তাঁহাদের কথা স্মরণ রাখে।

বাঁশায় গান্ধীজীর বাসভবনের প্রাঙ্গণে সর্দার জীবন সিং কর্তৃক ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়। সেই সময়ে অল্প একটু দূরে গান্ধীজীর শরীর-মর্দন কার্য চলিতে থাকে। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের লোকেরা যেভাবে হিন্দিতে 'জনগণমন অধিনায়ক'সঙ্গীতটি গাহিয়া থাকেন, উক্ত সঙ্গীতটি পতাকা উত্তোলনের পর সেইভাবে গাওয়া হয়।

'বন্দে মাতরম্', 'আল্লাহো আকবর', 'মহাত্মা গান্ধীকী জয়', 'নেতাজীকী জয়' প্রভৃতি ধ্বনির মধ্যে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। ইহা ব্যতীত গান্ধীজীর কুটীরে আর কোন অনুষ্ঠান হয় নাই। গান্ধীজীর সহযাত্রী সাংবাদিকগণ নিজেদের কুটীরে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহারা গান্ধীজীর আশীর্বাদ লাভ করেন। সাংবাদিকদের কুটীরে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি ও গণ-পরিষদের সদস্য শ্রীযদুবংশ সহায় কর্তৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়। শ্রীযুত সহায় মহাত্মা গান্ধী ও বিহার সরকারের মধ্যে যোগ স্থাপনকারী অফিসার হিসাবে এখানে অবস্থান করিতেছেন। গান্ধীজীর উর্দু দো-ভাষী মিঃ মামুদ আমেদ হুনার হিন্দুস্থানীতে সঙ্কল্প-বাক্য পাঠ করেন। তারপর সাংবাদিক দলের একজন বাঙ্গলায় সঙ্কল্প-বাক্য পাঠ করেন। শ্রীযুত বীরেন্দ্র সিংহের নেতৃত্বে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়। তারপর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার জন্য দুই মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

অপরাহ্নে সাংবাদিকগণ গৃহে গৃহে গমন করিয়া গ্রামবাসীদের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাহাদিগকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য এবং অস্পৃশ্যতা বর্জনের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দেন।

সন্ধ্যায় সার্বজনীন ভোজের আয়োজন হয়। গান্ধীজীর নিকট কর্মসূচী উপস্থিত করা হইলে তিনি তাহা অনুমোদন করেন। সকাল বেলার অনুষ্ঠানে অধ্যাপক নির্মল বসু, সর্দার জীবন সিংহ ও শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ গুহ উপস্থিত ছিলেন।

২৭ জানুয়ারি

নারীর সঙ্কট— প্রশ্নোত্তর আকারের রচনা। দ্র. *গান্ধী-রচনা সম্ভার*, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫২-৫৩।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

পাল্লায় উপস্থিতি

সোমবার প্রাতঃকালে মহাত্মা গান্ধী পাল্লায় পৌঁছিয়াছেন। পাল্লায় তিনি জগবন্ধু নাথের গৃহে অবস্থান করিবেন।

পর্দানশীন মহিলাদের দর্শন দান

হীরাপুর (নোয়াখালি), ২৫শে জানুয়ারী— মুরাইমের যে মুসলমান ভবনে গান্ধীজী অবস্থান করিতেছিলেন, সেখান হইতে যাত্রা করিবার পূর্বে তিনি গৃহস্বামীর অনুরোধে গৃহের অভ্যন্তরে গমন করেন এবং পর্দানসীন মহিলাদের দর্শন দেন। কুমারী মানু গান্ধী সমভিব্যাহারে গান্ধীজী গৃহে গৃহে গিয়া মুসলমান মহিলাদের দর্শন দেন।

হিন্দী ও বাঙ্গলায় সঙ্কল্পবাক্য পাঠ

(ষ্টাফ রিপোর্টারের নিকট হইতে টেলিফোনযোগে প্রাপ্ত)

বাঁশা (নোয়াখালি), ২৬শে জানুয়ারী— অদ্য স্বাধীনতা দিবসে মহাত্মা গান্ধী অখ্যাত গ্রাম বাঁশায় আসিয়া উপস্থিত হন। গান্ধীজী হীরাপুরে তাঁহার কুটীর হইতে বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজীর অদ্যকার সহযাত্রিগণ 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতটি গাহিতে আরম্ভ করেন। 'বন্দে মাতরম্' ও 'আল্লাহো আকবর' ধ্বনির মধ্যে গান্ধীজীর অদ্যকার যাত্রা আরম্ভ হয়। মধ্যে মধ্যে 'রামধূন' গানও চলিতে থাকে।

যাত্রাপথে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অদ্যকার জন্য বিশেষভাবে নির্বাচিত জাতীয়সঙ্গীত গীত হয়। হীরাপুরের দক্ষিণে দুই মাইল দূরে 'বাঁশা' অবস্থিত। গান্ধীজী পঁচিশ মিনিটে এই পথটি অতিক্রম করিয়া ৮-৫ মিনিটে বাঁশার উপস্থিত হন।

গান্ধীজী আগামীকল্য বাঁশার দুই মাইল দক্ষিণে অবস্থিত 'পাল্লা' গ্রামের অভিমুখে যাত্রা করিবেন। গান্ধীজী এখানে কবিরাজ জগবন্ধু শীলের গৃহে অবস্থান করিতেছেন।

হীরাপুরে প্রার্থনান্তে গান্ধীজীর ভাষণ

হীরাপুর (নোয়াখালি), ২৫শে জানুয়ারী— অদ্য-হীরাপুরে প্রার্থনান্তে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার ভাষণে মাদ্রাজ ও বোম্বাইস্থিত জমিয়ৎ-উল-ইসলামের নিকট হইতে প্রাপ্ত দুইটি তারবার্তার কথা উল্লেখ করেন। এই দুইটি

তারবার্তায় বলা হইয়াছে যে, অবিশ্বাসী হিসাবে গান্ধীজীর ইসলামীয় আইনে হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার নাই। গান্ধীজী বলেন যে, তারবার্তা ২টি তথ্যের অজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া প্রেরিত হইয়াছে। মহাত্মাজী বলেন যে, তিনি কোন্ ধর্মানুষ্ঠানে মোটেই হস্তক্ষেপ করেন নাই। ইহা করিবার অধিকারও তাঁহার নাই। তিনি মহাপুরুষ হজরতের বাণী যেভাবে বুঝিয়াছেন, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া উপদেশ দিয়াছেন মাত্র। বহু শিক্ষিত মুসলমান পরিবারে তিনি কোনরূপ পর্দাপ্রথা দেখেন নাই। কিন্তু ইহার দ্বারা অন্তরের সম্ভ্রম রক্ষার অভাব সূচিত হয় না। তাঁহার মতে ইসলামে ইহাই করিতে বলা হইয়াছে। যদি তাঁহার মুসলমান শ্রোতারা মনে করেন যে, তাঁহার উপদেশ ইসলামের নির্দেশবিরোধী, তাহা হইলে তাঁহারা ইহা অগ্রাহ্য করিতে পারেন।

মহাত্মা গান্ধী বলেন যে, "পরমত অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহারা যেন এ কথা ভুলিয়া না যান যে, বিভিন্ন আদালতে ও প্রিভি কাউন্সিলে ইসলামীয় আইনের ব্যাখ্যা করা হয় এবং তাহা ইসলামীয় জগৎকে মানিতে বাধ্য করা হয়। তিনি বলেন যে, প্রিভি কাউন্সিল অনেক সময় অ-মুসলমান লইয়া গঠিত হয়। তিনি কেবলমাত্র একটি মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি যদি সমালোচনা বা শারীরিক শাস্তির ভয়ে তাহা না করেন, তাহা হইলে তাঁহার সত্য বা অহিংসার প্রতিনিধিত্ব করিবার যোগ্যতা থাকিবে না।"

— এ.পি

২৮ জানুয়ারি

দেওপ্রকাশ নায়য়ার— গান্ধিবাদী নেতা। পেয়ারেলালের ভাই।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

মহাত্মার পল্লী পরিক্রমা

প্রার্থনাসভায় হিন্দু-মুসলমান বৈরভাবের অবসান কামনা

(স্টাফ রিপোর্টারের টেলিফোন)

পাঁচগাঁ (নোয়াখালি), ২৮শে জানুয়ারী— ৯০ মিনিটকাল পরিভ্রমণ করিয়া মহাত্মা গান্ধী আজ প্রাতঃ নয় ঘটিকায় পাঁচগাঁয়ে আসিয়া পৌঁছেন। পথে তিনি তিনটি বাড়ীতে কিছুক্ষণ করিয়া থামেন— উক্ত তিনটি বাড়ীর দুইটি মুসলমান বাড়ী।

ভোর সাড়ে সাত ঘটিকায় মহাত্মা পাল্লা হইতে যাত্রা করেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতীয় পতাকা হস্তে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা শোভাযাত্রা করিয়া মহাত্মার অনুগমন করে। শেষ পর্যন্ত উহারা মহাত্মার সঙ্গে সঙ্গে যায়। একটি ধূপদানীতে ধূপ জ্বালাইতে জ্বালাইতে একটি মহিলা মহাত্মার সঙ্গে সঙ্গে যান। পাঁচগাঁয়ে গান্ধীজী শ্রীযুত ভরতচন্দ্র চক্রবর্তীর গৃহে অবস্থান করিতেছেন। আগামীকল্য মহাত্মা জয়াগ গ্রামে যাইবেন। এই গ্রামটি পাঁচগাঁয়ের দুই মাইল পূর্বে অবস্থিত। মহাত্মার পল্লী-পরিক্রমায় বেগমগঞ্জ থানায় সর্বপ্রথম জয়াগ গ্রামেই মহাত্মা গমন করিবেন। রাস্তায় মহাত্মা তিনটি বাড়ীতে অনুমান ১৫ মিনিটকাল অবস্থান করেন। সর্বপ্রথম মহাত্মা ভাওর গ্রামে রামকুমার দে'র গৃহে গমন করেন। এখানে মহাত্মা ফুটবাথ গ্রহণ করেন। এই গ্রামে মহিলাগণ মহাত্মার শিরে পুষ্প এবং লাজবর্ষণ করেন। মহাত্মা যখন একটি বাড়ীর ধার দিয়া যাইতেছিলেন, তখন মহম্মদ রাজা নামে আধাবয়সী এক মুসলমান ভদ্রলোক মহাত্মার পেছনে পেছনে দৌড়াইয়া আসিয়া মহাত্মাকে তাঁহার গৃহে যাইবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। ইহার ঐকান্তিকতায় মুগ্ধ হইয়া মহাত্মা ঐ বাড়ীতে যাইবার কোন কথা না থাকিলেও বাড়ীর মধ্যে গমন করিয়া বাড়ীর মেয়েদের সহিত কথাবার্তা

বলেন। এতদ্ব্যতীত ভাওরের মুকুলেশ্বর রহমানের বাড়ীতেই মহাত্মা কিছুক্ষণের জন্য অবস্থান করেন। বাড়ীর সম্মুখবর্তী প্রাঙ্গণে নির্মিত একটি বেদীর উপর বসিয়া মহাত্মা ঐস্থানে সমবেত মুসলমানদের সহিত কয়েক মিনিট কথাবার্তা বলেন। বাড়ীর মালিক মহাত্মাকে কিছু ফল উপহার দেন। অদ্যকার ভ্রমণকালে মহাত্মা তিনটি ভস্মীভূত বাড়ীর ধার দিয়া যান। স্থানীয় এক সংকীর্তন দল রামধূন-সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে মহাত্মার অনুগমন করেন।

পাল্লা গ্রামে মহাত্মা

পাল্লা, ২৭শে জানুয়ারী— আজ প্রাতে আট ঘটিকার কিছু পরেই মহাত্মা বংশা হইতে পাল্লা গ্রামে আসিয়া পৌঁছেন। সাড়ে সাত ঘটিকার সময় বংশা হইতে রওনা হইয়া অনুমান অর্ধ ঘণ্টার মধ্যে তিনি এক মাইলের অধিক পথ অতিক্রম করিয়া এখানে পৌঁছেন। পাল্লায় মহাত্মা জগদ্বন্ধু শীলের গৃহে অবস্থান করেন। মহাত্মার আগমন পথের দুই পার্শ্বে কমলপুর, রেজাকপুর, দুলালপুর ও হরিকৃষ্ণপুর গ্রাম পড়িয়াছিল। পাল্লা গ্রামে অনুমান তিন হাজার অধিবাসীর মধ্যে ২,২০০ মুসলমান। হাঙ্গামার সময় এই গ্রামের দুইজন লোক মারা যায়। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ১১৮টি গৃহ লুণ্ঠিত হয়। একটি ক্ষেত্রে নারীর উপর অত্যাচার হয়। তিন সপ্তাহের জন্য সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সকলকে সংখ্যাগরিষ্ঠদের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। এই গ্রামে গো-হত্যা এবং বলপূর্বক গো-মাংস ভক্ষণ করান হইয়াছিল। একটি রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের জন্য ৬,৬০০ টাকা চাঁদা আদায় করা হইয়াছিল। এই গ্রামের ক্ষতির পরিমাণ অনুমান ৪১,৬৮৯্ টাকা। ৩২টি পরিবার গ্রাম ত্যাগ করে; তন্মধ্যে মাত্র নয়টি পরিবার ফিরিয়া আসিয়াছে। হাঙ্গামার পর এই গ্রামের হিন্দুদের মধ্যে অস্পৃশ্যতা দোষ সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়াছে।

পাল্লা গ্রামে প্রার্থনা সভায় মহাত্মার ভাষণ

পাঁচগাঁ, ২৮শে জানুয়ারী— গতকল্য মহাত্মার মৌন দিবস ছিল; এজন্য প্রার্থনা সভায় এক লিখিত ভাষণে মহাত্মা জানান যে, এই সুন্দর ও সমৃদ্ধ দেশে হিন্দু-মুসলমানকে পরস্পর বৈরীভাবাপন্ন দেখিয়া তিনি অতিমাত্র ব্যথিত হইয়াছেন। তিনি বলেন যে, ধর্মমত পার্থক্যের জন্য পারস্পরিক সৌহার্দ্য কেন বিনষ্ট হইবে। মহাত্মা বলেন, এই অঞ্চলের ধ্বংসাবশেষ, জনশূন্য বাড়ীগুলি, বাজার ও স্কুলগুলি আমি দেখিয়াছি। কৃষিকার্য ঠিকমত চলিতেছে না, অথচ দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা রহিয়াছে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রাও সকলকে চালাইয়া যাইতে হইতেছে। পল্লীগুলি অপরিচ্ছন্ন জলদূষিত অশিক্ষার অন্ধকারে জনগণ নিমগ্ন— ইহাতে হিন্দু-মুসলমান কাহার কি লাভ হইয়াছে? এই অবস্থার সম্মুখীন হইবার মত সুবুদ্ধি এবং সামর্থ্য ভগবান আপনাদিগকে দান করুন। গবর্ণমেণ্টকে বিব্রত না করিয়া যদি এই সমস্যার সমাধান আপনারা করিতে পারেন, তাহা হইলে এই অনৈক্যের বীজ আপনারা বিনষ্ট করিতে পারিবেন।

ভ্রমণের দ্বিতীয় পর্যায়

চাঁদপুর ২৬শে জানুয়ারী— মহাত্মার ভ্রমণের দ্বিতীয় পর্যায় ৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে আরম্ভ হইবে। মহাত্মার ভ্রমণের দ্বিতীয় পর্যায়ে মহাত্মা রবিবার কোন গ্রামে উপস্থিত হইলে রবিবার-সোমবার দুইদিন ঐ গ্রামে অবস্থান করিয়া মঙ্গলবার অন্য গ্রামে যাত্রা করিবেন। হাইমচর ও চরমণ্ডলে মহাত্মা বেশীদিন অবস্থান করেন। শ্রীযুত ঠক্কর এইরূপ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন।

— এ. পি

২৯ জানুয়ারি

তোর আপন জনে— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। *গীতবিতান*, পৃ. ২৪৫, স্বদেশ পর্যায়ের গান।

in terms of fighting— কি সংকল্প নিয়ে গান্ধিজি নোয়াখালি পরিক্রমার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এক পক্ষের ভয় ও অন্য পক্ষের অবিশ্বাসের মধ্যে কি দুর্মর আশায় গ্রাম থেকে গ্রামে উনআশি বছর বয়সে পায়ে হেঁটে ঘুরেছিলেন তার কিছু বিবরণ ইতিপূর্বে দিয়েছি।

কেন তিনি অহিংসাকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সংগ্রামে সবচেয়ে উপযোগী হাতিয়ার মনে করেন, বহুবার তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ১৯৪২ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেছিলেন :

> আমি আকাশবিহারী নহি। আমার জন্ম এই মাটির পৃথিবীতে এবং আমি মাটির তৈয়ারি মানুষ। আমি কখনও এরোপ্লেন দেখি নাই। আমি আপনাদেরই মত একজন, সকলের দেহ যে উপাদানে গঠিত, আমি সেই ধূলিরই তৈয়ারি নশ্বর মানুষ। যদি তাহা সত্য না হইত তবে আমরা গত কুড়ি বৎসর ধরিয়া একযোগে কাজ করিতে পারিতাম না। অহিংসা আমার নিকট ধর্ম, আমার প্রাণস্বরূপ। হয়তো এক-আধজনের নিকটে প্রসঙ্গক্রমে আমি অহিংসাকে ধর্মস্বরূপ গ্রহণ করিবার কথা বলিয়া থাকিব, কিন্তু ভারতবর্ষের পক্ষে আমি অহিংসা ধর্মস্বরূপ গ্রহণ করিবার কথা কখনও বলি নাই। রাজনৈতিক জীবনে সিদ্ধি লাভের উপায়স্বরূপ গ্রহণ করিবার জন্যই আমি কংগ্রেসের নিকট ইহা উপস্থাপিত করিয়াছি; এবং রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্যই ইহা ব্যবহার করিতে বলিয়াছি। হয়তো এরূপ উপায়ের মধ্যে অভিনবত্ব থাকিতে পারে; কিন্তু অভিনব বলিয়াই ইহার রাজনৈতিক দিকটা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়।

মালতী চৌধুরী— (১৯০৪-৯৮)। পিতা কুমুদ সেন কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার। মাতা স্নেহলতা সেন দার্জিলিং বালিকা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা। বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষে শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা এবং সেখানেই ওড়িশাবাসি নবকৃষ্ণ চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয় ও পরিণয়। স্বামীর প্রেরণায় স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান। বহুবার কারাবরণ করেন। ১৯৪৬ সালে গান্ধীজীর নির্দেশ মত নোয়াখালির দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকা পুনর্বাসনের কাজে যোগ দেন। ১৯৭৪ সালে দেশে জরুরী অবস্থা জারি হলে তিনি তার বিরোধিতা করে কারারুদ্ধ হন।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

নোয়াখালির ব্যর্থতা অহিংসা নীতির ব্যর্থতা
মুসলমান প্রতিনিধিমণ্ডলীর প্রতি মহাত্মা
(স্টাফ রিপোর্টার প্রেরিত)

জয়াগ (নোয়াখালি), ২৯শে জানুয়ারী— গতকল্য অপরাহ্নে নোয়াখালি জেলা মুসলিম লীগের সেক্রেটারী মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিমণ্ডলী পাঁচগাঁয়ে মহাত্মার সহিত দেখা করেন এবং এই বিষয়টির উপর বিশেষ জোর দেন যে, নোয়াখালিতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে হিন্দু-মুসলমানের সমবেত চেষ্টা দ্বারাই তাহা সম্ভবপর হইবে। প্রতিনিধিমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া মহাত্মা বলেন— বিপুল শুভেচ্ছা লইয়া আমি নোয়াখালি আসিয়াছি। আমি জানি, নোয়াখালিতে যদি আমি ব্যর্থকাম হই— তাহা হইলে আমার সমগ্র অহিংসা নীতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে।

আজ সকাল ৮-১৫ মিনিটের সময় নগ্নপদে দেড় মাইল পথ ৪০ মিনিটে অতিক্রম করিয়া মহাত্মা জয়াগ গ্রামে পৌঁছিয়াছেন।

মুসলিম প্রতিনিধিদের অভিমত এই যে, বাহিরের লোকের উপস্থিতির ফলে শান্তিস্থাপনে বাধা হইতেছে। অবশ্য, গান্ধীজীর অবস্থানে তাঁহাদের আপত্তি নাই। কেননা, তিনি কোন অনিষ্ট করিবেন না বলিয়াই তাহাদের বিশ্বাস; তাঁহার (গান্ধীজীর) আন্তরিকতা সম্পর্কে স্থানীয় মুসলমানদের মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করার জন্য তাঁহার অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য বিহারে যাওয়া উচিত।

প্রতিনিধি দল আরও বলেন, মুসলমানদের উপর উৎপীড়ন চলিয়াছে এবং বহু বৃদ্ধ ও নির্দোষ ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইয়াছে। শান্তিপূর্ণ প্রতিষ্ঠার কাজ ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে কিছুটা উদারতা প্রদর্শন করা উচিত। গান্ধীজীর প্রার্থনা সভার উল্লেখ করিয়া তাঁহারা বলেন, গান্ধীজী হিন্দু বলিয়া তাঁহার প্রার্থনা সভায় কোরাণ আবৃত্তির মূল্য মুসলমানরা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না এবং তজ্জন্যই তাঁহারা অধিকতর সংখ্যায় প্রার্থনা সভায় যোগ দিতেছে না। প্রতিনিধিবর্গ গান্ধীজীকে অনুরোধ জানাইয়া বলেন, আপনি আমাদের জন্য এমন একটি কার্যসূচী রচনা করুন, যাহা অবলম্বন করিয়া আমরা শান্তি ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করিতে পারি।

উত্তরে গান্ধীজী বলেন, আমি চিরদিনই গণসমাজের একজন, চিরদিনই আমি গণসমাজের সেবা করিয়া আসিয়াছি— গণসমাজের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মিলাইয়া দেওয়াই ছিল আমার সাধনা। মুসলমানদের অন্তরে পৌঁছিবার অধিকতর কার্যকারী উপায়ের সন্ধান যদি আপনারা দিতে পারেন, তবে আমি নিশ্চয়ই তাহা চিন্তা করিয়া দেখিব; কিন্তু কোনক্রমেই আমি নোয়াখালি ত্যাগ করিতে পারিব না। নোয়াখালিতে অন্য যাঁহারা কার্যে লিপ্ত রহিয়াছেন, তাঁহারা শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠায় বাধা দিতেছেন কিনা, সেদিকে লক্ষ্য রাখা গবর্ণমেন্টেরই কর্তব্য। বিহার গমনের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, নোয়াখালিতে থাকিয়াই তিনি বিহারের মুসলমানদের জন্য যথাসাধ্য কাজ করিতেছেন। বিহার গবর্ণমেন্টের সহিত তিনি সর্বদাই যোগাযোগ রক্ষা করিতেছেন এবং উক্ত গবর্ণমেন্টের একজন প্রতিনিধিও তাঁহার সঙ্গে রহিয়াছেন। এখন তিনি যদি বিহারে যান এবং দেখিতে পান যে, বিহার গবর্ণমেণ্ট যথাসম্ভব সকল কিছুই করিয়াছেন— তবে সে কথাটি ও তাঁহাকে দ্বিধাহীনচিত্তে ঘোষণা করিতে হইবে। উহা মুসলিম লীগের বক্তব্যের অনুকূল নাও হইতে পারে।

মুসলমানগণকে ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তারের কথা উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলেন, দৈহিক শাস্তি বিধানের পরিবর্তে বিবেকবুদ্ধিকে জাগ্রত করাই সংস্কারকের কাজ। সারাজীবন তিনি তাহাই করিয়াছেন এবং উহাতে সাফল্যলাভও করিয়াছেন। অবশ্য, খুব বেশী ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব হয় নাই। অপরাধীদের বিবেকবুদ্ধি যাহাতে জাগ্রত হয় এবং তাহারা দোষ স্বীকার করে, তদ্রূপ চেষ্টা করাই আপনাদের (প্রতিনিধিদলের) কর্তব্য। যতদিন তাহা না হইতেছে, ততদিন অপরাধীদের সর্দারগণকে গ্রেপ্তার করিতেই হইবে।

প্রার্থনা সভা সম্পর্কে গান্ধীজী বলেন, পরধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা যদি এতই প্রবল হয় যে মানুষ তাহার ইচ্ছানুযায়ী প্রার্থনাও করিতে পারিবে না, তবে এই হতভাগ্য ভারতবর্ষের অদৃষ্টে যে কি ঘটিবে তাহা আমি বুঝিতে পারি না। একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান বন্ধুর অনুরোধক্রমেই প্রার্থনা কালে কোরাণ আবৃত্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ইসলামের নির্দেশের বিরুদ্ধে কাজ করার ইচ্ছা আমার কোনক্রমেই ছিল না। কিন্তু কোরাণ হইতে আবৃত্তি করিয়া আমি ইসলাম বিরোধী কাজ করিতেছি কিনা, সে সম্পর্কে একজন বা পাঁচ ছয়জন মুসলমানের অভিমত আমি মানিয়া লইতে পারিব না।

জয়াগে উপস্থিতি

জয়াগ (নোয়াখালি), ২৯শে জানুয়ারী— মহাত্মা গান্ধী অদ্য সকালে জয়াগ পৌঁছিয়াছেন। সকাল ৭-৩০ মিনিটে তিনি পাঁচগাঁ হইতে যাত্রা করেন এবং ৪০ মিনিটে জয়াগ পৌঁছেন। মহাত্মা গান্ধী যে অঞ্চলের মধ্য দিয়া আসেন, তাহা হিন্দুপ্রধান। পল্লীর নারীরা পথিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। পাঁচগাঁ হইতে একটু দূরে আসিয়া তিনি ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হন এবং রামগঞ্জ থানার সীমানা অতিক্রম করিয়া বেগমগঞ্জ থানার জয়াগ গ্রামে পৌঁছেন। জয়াগ গ্রামে আনুমানিক ১৫টি বালক 'জয়হিন্দ' ধ্বনি দ্বারা মহাত্মা গান্ধীকে অভ্যর্থনা জানায়। আগামীকল্য মহাত্মা গান্ধী 'আমকি' গ্রামে গমন করিবেন। বর্তমান ভ্রমণসূচী অনুযায়ী আর পাঁচটি গ্রাম পরিদর্শন বাকি রহিয়াছে। আমকিতে মহাত্মা গান্ধী বাঙ্গলা সরকার কর্তৃক নির্মিত একটি টিনের ঘর পরিদর্শন করিবেন। হাঙ্গামার কালে যাঁহারা গৃহহীন হইয়াছেন, তাহাদের পুনর্বসতির জন্য, বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট নমুনাস্বরূপ এই ঘর নির্মাণ করিয়াছেন।

৩০ জানুয়ারি

জায়গা পেয়েছি— আমকি গ্রামের যশোদাকুমার দে-র বাড়িতে শিবির স্থাপন হয়েছিল।

হাইমচরের বিষয়ে বলতে — নোয়াখালির দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকাগুলিতে পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের জন্য গান্ধীজী তাঁর বিশ্বস্ত অনুগামীদের সে কাজের ভার দিয়েছিলেন। মালতী চৌধুরীর এলাকা ছিল হাইমচর।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

অমুসলমান কর্তৃক কোরাণ আবৃত্তিতে আপত্তি
মহাত্মা ব্যথিত ও বিস্মিত

আমকি (নোয়াখালি), ৩০শে জানুয়ারী— আজ সকালে ৮-১০ মিনিটের সময় মহাত্মা গান্ধী জয়াগ গ্রাম হইতে নগ্নপদে ৪০ মিনিটে আড়াই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আমকি গ্রামে পৌঁছিয়াছেন। এখানে যশোদাকুমার দে'র গৃহে একখানি কুটীরে তিনি অবস্থান করিবেন। এই ঘরখানার চারিদিকে সম্প্রতি কয়েকখানি টীনের চালাঘর নির্মাণ করা হইয়াছে। এই গ্রামটি বেগমগঞ্জ থানার অন্তঃপাতী; চৌমুহনী হইতে ইহার দূরত্ব অনুমান সাত মাইল, এ গ্রামটি জেলাবোর্ডের রাস্তার ধারে অবস্থিত। মহাত্মার বাসস্থানের অনতিদূরেই অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জামানের নির্দেশানুসারে নির্মিত একখানি আদর্শ বাসগৃহ বিদ্যমান। গত হাঙ্গামায় যাঁহারা গৃহহীন হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি পরিবারের পুনর্বসতির জন্য গবর্ণমেণ্ট যে আড়াই শত টাকা করিয়া মঞ্জুর করিয়াছেন, ঐ অর্থ পর্যাপ্ত নহে বলিয়া অনেকে অভিমত প্রকাশ করায় মিঃ জামান মহাত্মার সহিত ঐ বিষয়ে আলোচনার পর স্থির করেন যে, গবর্ণমেণ্ট পাঁচজন লোকের পরিবারের বাসোপযোগী একখানি ঘর ঐ অর্থের দ্বারা তৈয়ারী করাইয়া দেখাইয়া দিবেন। কাজিরখিল গ্রামে শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্তও একখানি আদর্শ গৃহ নির্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। উহাতে আট শত টাকা ব্যয় পড়ে। আজ অপরাহ্নে মহাত্মা গবর্ণমেণ্টের তৈয়ারী উক্ত আদর্শ গৃহখানি পরিদর্শন করিবেন।

জয়াগে প্রার্থনা সভায় মহাত্মার ভাষণ

গতকল্য জয়াগে প্রার্থনা সভায় মহাত্মা এক মুসলমান ভদ্রলোকের প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই তাঁহার প্রার্থনা সভায় যোগদান করে, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা।

অ-মুসলমানদের পক্ষে কোরাণ পাঠ এবং রামকৃষ্ণের সহিত রহিম-করিমের তুলনা করা অনুচিত বলিয়া মহাত্মা মনে করেন কিনা, মহাত্মাকে এই প্রশ্ন করা হয়। উঁহারা মহাত্মাকে জানান যে, ইহাতে মুসলমানেরা অসন্তুষ্ট হইয়াছে। উত্তরে মহাত্মা বলেন যে, এই আপত্তিতে সঙ্কীর্ণতাই ফুটিয়া উঠিয়াছে, ইহাতে তিনি অতিমাত্র ব্যথিত ও বিস্মিত হইয়াছেন। মহাত্মা বলেন, হিন্দুকে ভাল হিন্দু, মুসলমানকে ভাল মুসলমান, খৃষ্টানকে ভাল খৃষ্টান ও পার্শীকে ভাল পার্শীতে পরিণত করাই আমার উদ্দেশ্য। আমি কাহাকেও স্বধর্ম ত্যাগ করিতে বলি না। জগতের সকল ধর্মের অনুশাসন গ্রহণের স্থান আমার ধর্মে আছে।

এজাহার প্রত্যাহারের দাবী

উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য হিন্দুগণ কর্তৃক মুসলমানদের নামে প্রদত্ত এজাহারগুলি প্রত্যাহার করা দরকার বলিয়া কেহ কেহ যে প্রস্তাব করিয়াছেন, উহার উল্লেখ করিয়া মহাত্মা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলেন যে, দুই ভদ্রলোকের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে অপরাধীদের অভিযুক্ত করায় কি করিয়া প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারে? তবে মিথ্যা অভিযোগ করা হইয়া থাকিলে তাহা প্রত্যাহার করা দরকার। মহাত্মা বলেন যে, অপরাধীর শাস্তি হওয়া দরকার; তবে অপরাধীরা যদি অপরাধ স্বীকার করে ও জনসাধারণের বিচার মানিয়া লয়, তাহা হইলে মামলা এড়ান যাইতে পারে। এই প্রচেষ্টায় তিনি সাহায্য করিতে রাজী হন। মহাত্মা গ্রামের যে সকল যুবক গ্রামের বাহিরে থাকেন তাহাদিগকে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন ও নিজেদের মধ্যে ব্যবস্থা করিয়া এক এক দলে বিভক্ত হইয়া পালাক্রমে পল্লীসেবায় আত্মনিয়োগের আহ্বান জানান।

সস্নেহ দৃষ্টির আহ্বান

২৮শে জানুয়ারী তারিখ পাঁচগাঁয়ে এক প্রার্থনা সভায় মহাত্মা বলেন— আজ প্রাতে ভ্রমণের পথে হিন্দু ও দুইটি মুসলমান গৃহে গমন করিয়াছিলাম। ঐ সকল বাড়ীতে যাইবার কোন কথা ছিল না। কিন্তু সস্নেহ দৃষ্টির আহ্বান আমাকে টানিয়া লইল। উহারা সকলেই আমাকে কিছু না কিছু দিতে ইচ্ছুক ছিলেন। উহারা ফল পাঠাইলে আমি সাদরে তাহা গ্রহণ করিব। আমার নাতনী বাড়ীর মেয়েদের সহিত আলাপ করেন। এক বৃদ্ধা তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন। এক স্থানে তাঁহাকে রুটি ও মাছের ঝোল খাইতে অনুরোধ করা হয়। উহাদিগকে তুষ্ট করিবার জন্য কিছু খাদ্যগ্রহণ করেন। কিন্তু একত্র খাওয়া ও স্নেহের আদানপ্রদানের মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় মুসলমানদের দাবী

আমকি (নোয়াখালি), ৩০শে জানুয়ারী— গতকল্য জয়াগ-এ অতি অল্পসংখ্যক লোক গান্ধীজীর দর্শনার্থী হন। জিলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ম্যাকিনার্নি এবং নবনিযুক্ত ডিভিসন্যাল কমিশনার গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। অপরাহ্ণে গ্রামের কর্মীগণ মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে দুইটি বিষয় জানান। প্রথমতঃ তাঁহারা জানান যে, মুসলমানরা বলিতেছে যে, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের দুর্গতেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকদের বিরুদ্ধে যে সব এজাহার দিয়াছে একমাত্র তাহা প্রত্যাহার করিলেই সাম্প্রদায়িক শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইবে। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা মহাত্মাজীকে ইহাও জানান যে, গ্রামের শীর্ষস্থানীয় লোকেরা জীবিকার্জনের নিমিত্ত কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে থাকায় পুনর্বসতির কার্যে ব্যাঘাত ঘটিতেছে। গতকল্য গান্ধীজী তাঁহার প্রার্থনান্তিক ভাষণে এই দুইটি বিষয় সম্বন্ধে উপদেশ দেন। — এ. পি

চূড়ান্ত সফর তালিকায়
অমকী (নোওয়াখালি), ৩০ জানুয়ারি

মহাত্মা গান্ধীর পল্লী পরিক্রমার দ্বিতীয় পর্যায়ের চূড়ান্ত সফর তালিকা নিম্নোক্তরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে :—

৫ই ফেব্রুয়ারী— শ্রীনগর, ৬ই ফেব্রুয়ারী— ধরমপুর, ৭ই ফেব্রুয়ারী— প্রসাদপুর, ৮ই ফেব্রুয়ারী— নন্দীগ্রাম, ৯ই ও ১০ই— বিজয়নগর, ১১ই হামচাদি, ১২ই— কাফিলাতলী, ১৩ই ও ১৪ই কেওরা, ১৫ই ও ১৬ই— রায়পুর, ১৭ই— দেবীপুর, ১৮ই আলুনিয়া, ১৯শে— চরদুখিয়া, ২০শে— রামপুরলারুয়া, ২১শে— কামালপুর (আল্‌গী দুর্গাপুর), ২২শে— চরকৃষ্ণপুর, ২৩শে— চরসোলদি, ২৪শে ও ২৫শে— চরহাইম। পল্লী পরিক্রমার দ্বিতীয় পর্যায়ে গান্ধীজী ১৭টি গ্রাম পরিদর্শন করিবেন।

গান্ধীজী পল্লী পরিক্রমায় প্রথম পর্যায়ের সর্বশেষ গ্রাম সাধুরখিলে ৩রা ফেব্রুয়ারী সোমবার পৌঁছিবেন। তিনি সাধুরখিলে ২দিন অর্থাৎ ৩রা ও ৪ঠা ফেব্রুয়ারী অবস্থান করিবেন। পল্লী পরিক্রমার প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে গান্ধীজী সর্বসমেত ৪৭টি গ্রাম পরিদর্শন করিবেন।

গান্ধীজী সমীপে বিদায়ী ও নূতন এস পি দ্বয়

জয়াগ, ২৯শে জানুয়ারী— গতকল্য পাঁচগাঁয়ে অতি অল্প সংখ্যক লোক মহাত্মা গান্ধীর সহিত দেখা করেন। মধ্যাহ্নে কর্ণেল নিরঞ্জন সিংহ গিল তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

অপরাহ্ণে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট মিঃ আবদুল্লা (বদলী হওয়ার আদেশপ্রাপ্ত) তাঁহার স্থলে প্রতিষ্ঠিত মিঃ মোয়াজ্জেম আহম্মদ খাঁকে লইয়া গান্ধীজীর নিকট আসেন। নূতন সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট তাঁহার পত্নী ও সন্তানগণ সহ আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে প্রার্থনা সভায় যোগ দিয়াছিলেন। নূতন সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট যখন গান্ধীজীর নিকট বিদায় গ্রহণ করেন, তখন গান্ধীজীকে বলিতে শুনা যায়, "আমি এখন আপনার হেফাজতে একজন বন্দী।" তিনি আরও বলেন যে, তিনি আশা করেন যে, মিঃ আবদুল্লা তাঁহার যেরূপ বন্ধু ছিলেন— নূতন সুপারিণ্টেণ্ডেন্টও সেইরূপ বন্ধু হইবেন।

মিঃ আবদুল্লা ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে কার্যভার বুঝাইয়া দিয়া বদলী হইয়া ফরিদপুরে যাইবেন। অক্টোবরের হাঙ্গামার সময়ে তিনি নোয়াখালীর পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট ছিলেন। তিনি বলেন যে, তিনি ফরিদপুর হইতেও গান্ধীজীর কার্য লক্ষ্য করিবেন। তাঁহার নিশ্চিত বিশ্বাস, গান্ধীজীর উদ্দেশ্য সফল হইবে।

প্রার্থনার পর গান্ধীজী একজন মুসলমানের বাড়ীতে গমন করেন। গৃহস্বামী তাঁহাকে কতকগুলি কমলালেবু দেন। গান্ধীজী ঐ সমুদয় সমবেত বালকবালিকাদের মধ্যে বিতরণ করেন। তাহারা কমলালেবুর জন্য হুড়াহুড়ি করে।

— এ. পি

৩১ জানুয়ারি

বাড়ীটিও ভাল— মহাত্মা নবগ্রামে নক্ষত্র ভৌমিকের বাড়িতে ছিলেন।

Selections from Gandhi— নির্মলকুমার বসু সংকলিত গ্রন্থ। প্রথম প্রকাশ ১৯৩৪, Navavidhan Publication Committee, 89 Mechuabazar Street, Calcutta. ১৯৪৮-এ Navajivan Publishing House, Ahmedabad থেকে সংযোজিত এবং সংশোধিত সংস্করণের প্রকাশ।

Selections from Gandhi-র foreword —

The following pages represent a labour of love. Professor Nirmal Kumar Bose first published his selection in 1934 and they contained extracts from my writings up to 1934.* But my writings have never ceased and so the Professor felt that he should bring up his selections to as late a date as possible, i.e. up to 1942 with isolated later additions. Though therefore this is called a new edition, it is in reality a new book. The earliest and most elaborate attempt was made by the late Amulakhrai in Gujarati. But that was years ago. He covered my writings in Gujarati and Hindi too. The volumes being in Gujarati never attracted much attention. Such is our disregard of our own languages. But I have known nothing so thorough of its kind as these volumes.

Professor N. K. Bose's is such an attempt. He gave me his manuscript early in 1946 when I was in Bengal to do with it what I liked. But my preoccupations ieft me no time to look at them till for very shame I was compelled to do so. The selections made by the author show the thoroughness with which he had gone into his subject. Those who are interested in my writings will not fail to appreciate the author's labours.

Amki
Noakhali, 30-1-'47

M.K. GANDHI

* The first edition was published under the auspices of Navavidhan Publication Committee, 89 Mechuabazar Street, Calcutta.

গান্ধীজীর উত্তর হ'ল— গান্ধীজীর সেদিনের ভাষণটি ৩ ফেব্রুয়ারির আনন্দবাজার পত্রিকার যেরকমটি প্রকাশিত হয়েছিল—

কাপুরুষতার তুলনায় হিংসা শ্রেয়ঃ

নবগ্রাম (নোয়াখালি), ৩১ শে জানুয়ারী— নবগ্রামের নারীরা অদ্য মহাত্মা গান্ধীকে প্রশ্ন করে, দুর্বৃত্তদের দ্বারা আক্রান্ত হইলে আমরা কি করিব? পলায়ন করিব, না প্রতিরোধ করিব? উত্তরে গান্ধীজী বলেন, ভীরুতা প্রদর্শন অপেক্ষা বরং হিংসার পথই গ্রহণীয়।

মহাত্মা গান্ধী আরও বলেন, আমার নিজের পক্ষে হিংসার কোনই উপযোগিতা নাই। বীরত্বের শ্রেয়ঃ নিদর্শন গড়িয়া তুলিতে হইলে অহিংস নীতির জন্যই সর্বপ্রকারে প্রস্তুত হইয়া উঠিতে হইবে। সেক্ষেত্রে জরুরী অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া প্রস্তুত থাকার প্রশ্নও উঠে না।

অহিংসার সাধকের পক্ষে জরুরী অবস্থা বলিয়া কিছু নাই— নিঃশব্দে বীরের মত মৃত্যুবরণ করিতেই তিনি প্রস্তুত হইয়া থাকিবেন। নারীই হউন বা পুরুষই হউন, অপরের সাহায্য না পাইলেও তিনি মৃত্যুকে তুচ্ছজ্ঞান করিবেন। প্রকৃত সাহায্য একমাত্র ভগবানের নিকট হইতেই আসিতে পারে। ইহা ছাড়া আর কোন

উপদেশ আমি দিতে পারি না— যে উপদেশ আমি দিয়া আসিতেছি, উহাকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিব বলিয়াই আমি এখানে আসিয়াছি। দুর্বৃত্তদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া যে সকল নারী বিনা অস্ত্রে প্রতিরোধ করিতে পারিবেন না— তাঁহাদিগকে অস্ত্র হাতে লওয়ার পরামর্শ দিতে হয় না। তাঁহারা নিজেরাই অস্ত্র হাতে লইবেন। নারীরা অস্ত্র হাতে লইবেন কি না, এ প্রশ্ন সর্বদাই করা হইতেছে।

এ সম্পর্কে, মহাত্মা গান্ধী বলেন, কিভাবে প্রকৃতিগতভাবে স্বাধীন হইতে হয়, জনসাধারণকে তাহা শিক্ষা করিতে হইবে। অহিংসার পথেই কার্যকরী প্রতিরোধ সম্ভবপর, এই মূল সত্যটি স্মরণ রাখিলে সেভাবেই তাহাদের কার্যাদি পরিচালিত হইবে। প্রতিরোধের আয়োজনে সাহসিকতার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন অহিংস নীতি ছিল না বলিয়া পৃথিবীকে আণবিক বোমার সাহায্যও গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ইহা দ্বারাও যারা হিংসা নীতির ব্যর্থতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না, স্বভাবতঃই তাহারা সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া অস্ত্রসজ্জিত হইয়া উঠিবে।

একজন মহিলা প্রশ্ন করেন, দুর্বৃত্তদের দ্বারা আক্রান্ত হইলে নারীরা আত্মসমর্পণ করিবেন, না প্রাণ বিসর্জন দিবেন?

উত্তরে মহাত্মা গান্ধী বলেন, জীবনের যে আদর্শ আমি অনুসরণ করিতেছি, তাহাতে আত্মসমর্পণে কোনই স্থান থাকিতে পারে না। নারীরা আত্মসমর্পণ না করিয়া বরং প্রাণ বিসর্জনই দিবেন। কিভাবে প্রাণ বিসর্জন দিতে হইবে, তাহা বলা আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে।

গান্ধীজী আরও বলেন, যাঁহার মন আত্মদানের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে, তাঁহার মনোবল ও অন্তরের পবিত্রতা এত বেশী যে, তাঁহার সম্মুখে আসিয়া আততায়ীও নিরস্ত্র হইয়া পড়িবে, এ বিশ্বাসেই এরূপ ক্ষেত্রে আত্মহত্যার পরামর্শ দেওয়া হইতেছে।

মহাত্মা গান্ধী আরও বলেন, আত্মহত্যা বা আততায়ীকে হত্যা এই দুইয়ের মধ্যে একটি বাছিয়া লইতে হইলে আমি নিশ্চয়ই প্রথমটির পরামর্শ দিব।

১ ফেব্রুয়ারি

বর্গায় ভাগের অংশ—

'ভগবান ব্যতীত জমির মালিকানা কেহই দাবী করিতে পারেন না'

'তেভাগা' আন্দোলন সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর অভিমত

হিংসাত্মক কার্য সম্পর্কে আন্দোলনকারীদের সতর্কীকরণ

আমিষাপাড়া (নোয়াখালি), ১ ফেব্রুয়ারী— গতকল্য অপরাহ্ণে নবগ্রাম মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের কয়েকজন কর্মীর প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মা গান্ধী বলন, উদ্দেশ্য মহৎ হইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য হিংসাত্মক বা নীতিবহির্ভূত যে কোন পন্থাই যুক্তিযুক্ত— এই ধারণা ক্ষতিকর। জমির উৎপন্ন ফসলে জমির মালিকের অংশ কমাইবার জন্য যাঁহারা আন্দোলন পরিচালনা করিতেছেন, তাঁহাদের বলপ্রয়োগ সম্পর্কে সতর্ক থাকা উচিত।

একজন কর্মী গান্ধীজীকে প্রশ্ন করেন যে, বাঙ্গলার কয়েকটি অংশে জমির উৎপন্ন ফসলে জমির মালিকের অংশ কমাইবার জন্য "তেভাগা" আন্দোলন নামক যে আন্দোলন করিতেছে, সেই সম্পর্কে তিনি কি অভিমত পোষণ করেন।

উত্তরে গান্ধীজী বলেন, "উৎপন্ন ফসলে জমির মালিকের অংশ অর্ধেক হইতে এক-তৃতীয়াংশ করিবার জন্য একটি আন্দোলন চলিতেছে, তাহা তিনি জানেন। যাহারাই এই আন্দোলন পরিচালনা করুন না কেন, তাহা সমর্থনের যোগ্য।"

গান্ধীজী বলেন, তিনি আরও অধিক দূর অগ্রসর হইয়া জমির উৎপন্ন ফসলের সমস্তই উৎপাদনকারীদের দিবার পক্ষপাতী। জমির মালিকানী কেহই দাবী করিতে পারেন না। একমাত্র ভগবানই জমির মালিক।

তিনি আরও বিশ্বাস করেন যে, যাঁহারা জমি চাষ করেন না, তাঁহাদের জমির উৎপন্ন ফসলে কোন অধিকার নাই। যাঁহারা জমি চাষ করেন, কেবলমাত্র তাঁহারাই জমির উৎপন্ন ফসলের অধিকারী; কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই জমির মালিকানা দাবী করা উচিত নহে। কিন্তু এই আদর্শ বাস্তবে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত উৎপন্ন ফসলে জমির মালিকের অংশ কমাইবার জন্য যে আন্দোলন চালান হইতেছে তাহা ন্যায়সঙ্গত। গান্ধীজী কিন্তু আন্দোলনকারীদের বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে সাবধান করিয়া দেন। বলপ্রয়োগ গান্ধীজীর নীতি-বিরোধী।

গান্ধীজী বলেন, যে-আন্দোলনে হিংসাত্মক নীতি প্রয়োগ করা হয়, সে আন্দোলনে তিনি কোন অংশ গ্রহণ করিতে পারেন না।

তিনি বলেন, "কর্তৃপক্ষকে জনমতের পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে, এজন্য ধৈর্য অবলম্বন করা উচিত। উদ্দেশ্যও যেরূপ মহৎ হওয়া উচিত, উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়ও সেরূপ হওয়া উচিত। সন্দেহজনক উপায় অবলম্বন করিয়া বহু আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছে।"

'সংখ্যালঘু' সম্প্রদায়ের মৎস্যজীবী সূত্রধর প্রভৃতি যে সমস্ত লোককে বয়কট করিয়া সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের লোকেরা তাহাদের বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে, কর্মীরা তাহাদিগকে কি উপদেশ দিবেন, এই প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন যে, তিনি আশা করেন যে, সংবাদটি অতিরঞ্জিত এবং খুব কম সংখ্যক মুসলমানই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদিগকে "বয়কট" করিতেছে। গান্ধীজী বলেন, এই ধরণের বয়কট চলিতে পারে না। এই ধরণের বয়কট কার্যকরী করা হইলে হিন্দুগণ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলি ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইবে। কোন লীগ নেতা ইহা সমর্থন করেন বলিয়া তিনি জানেন না।

গান্ধীজী এই বিষয়টি কর্তৃপক্ষের গোচরে আনিবার জন্য এই সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করিতে অনুরোধ করেন।

উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহাতে শুভবুদ্ধি ফিরিয়া আসে, এজন্য প্রার্থনা করিতে গান্ধীজী সমবেত জনসাধারণকে অনুরোধ করেন।

গতকাল অপরাহ্নে মহিলাদের সভায় জনৈকা বৃদ্ধা মহিলার প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন, ধর্ম মানবজীবনের প্রাণবায়ুস্বরূপ। যেরূপ কোনপ্রকার ভীতিপ্রদর্শনেই কোন ব্যক্তি শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণের অধিকার ত্যাগ করিতে পারে না, সেরূপ মৃত্যুবরণ করিতে হইলেও কাহারও ধর্মত্যাগ করা উচিত নহে।

উক্ত বৃদ্ধা মহিলাটি গান্ধীজীকে জিজ্ঞাসা করেন, ধর্মান্তরিত করিবার ভীতিপ্রদর্শন করিলে তাঁহারা কি করিবেন? উত্তরে গান্ধীজী বলেন যে, ইহার উত্তর খুবই সহজ। এইরূপ ধরণের প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইতেছে, ইহা তাঁহার পক্ষে বেদনাদায়ক। যদি কাহাকেও ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস বর্জন করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়, তাঁহার কি তাহা করা উচিত!

এইরূপ অবস্থা উপনীত হইলে মৃত্যুবরণ করাই উচিত। গান্ধীজী বলেন, যদি কেহ ভীতিপ্রদর্শনে ধর্মত্যাগ করিতে রাজী হয়, সে নিজেকে পশুত্বের পর্যায়ে অবনমিত করিবে।

এ দিনের প্রার্থনাসভায় গান্ধীজী ব্রহ্মচর্যের বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেন। সভার প্রতিবেদনে সে অংশ স্থান পায়নি। নির্মলকুমার লিখেছেন বিষয়টিকে তিনি গৌণ স্থান দেন বলে গান্ধীজী বিরক্ত হয়েছিলেন। সাতই ফেব্রুয়ারি তাঁকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন :

I do wish you could see that in non-violent conduct whether individual or universal, there is an indissoluble connection between private, personal life and public. You may be as generous and charitable as you like in judging men, but you cannot overlook private deflections from the right conduct.

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

মনে ভীতির লেশমাত্রও রাখা উচিত হইবে না
কাপুরুষতা অপেক্ষা বরং হিংসাই শ্রেয়ঃ
পল্লীবাসী নরনারীদের প্রতি মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ
[ষ্টাফ রিপোর্টার কর্তৃক টেলিফোনযোগে প্রেরিত]

আমিষাপাড়া, ১লা ফেব্রুয়ারী— অদ্য সকাল ৭-৩০ মিনিটে মহাত্মা গান্ধী নবগ্রাম হইতে যাত্রা করেন এবং সোয়া ঘণ্টায় তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আমিষাপাড়া পৌঁছেন। একজন ডাক্তার অদ্য মহাত্মা গান্ধীর সহিত নবগ্রাম হইতে আমিষাপাড়া আসেন। ডাক্তারের সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে গান্ধীজী বলেন, ১২৫ বৎসর পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকাই আমার ইচ্ছা।

রহস্য করিয়া তিনি ডাক্তারকে প্রশ্ন করে, ১২৫ বৎসর পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকা যায়, এমন কোন ঔষধপত্র আপনার জানা আছে কি?

স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য কিছুদিন কলিকাতায় অবস্থানের পরামর্শ দিলে পর গান্ধীজী বলেন, উহা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার পূর্বে আমি নোয়াখালি ত্যাগ করিতে পারি না।

আমিষাপাড়া গ্রামে একজন শতবর্ষ বয়স্কা মহিলা গান্ধীজীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে আসেন। বার্ধক্যের ভারে অবনত মহিলাটি একটি বাঁশের লাঠিতে ভর করিয়া গান্ধীজীর কাছে উঠিয়া আসেন। গান্ধীজী মহিলাটিকে দেখিয়া অগ্রসর হইয়া আসেন এবং তাঁহার চিবুক স্পর্শ করিয়া তাঁহার বয়স জানিতে চাহেন। মহিলাটি উত্তরে বলেন, আমার বয়স একশত বৎসর হইয়াছে।

গান্ধীজী সহাস্যে আবার জিজ্ঞাসা করেন— আপনি কি করিয়া তাহা জানিতে পারিলেন?

স্পষ্টতঃই বুঝা গেল, মহিলাটি বয়সের হিসাব ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এ সকল প্রশ্নে তিনি হতভম্ব হইয়া পড়িলেন এবং কোনই জবাব দিতে পারিলেন না।

গান্ধীজীকে যে মালা দেওয়া হইয়াছিল, গান্ধীজী উহা মহিলাটির কণ্ঠে পরাইয়া দেন। উহাতে মহিলাটি আরও হতবুদ্ধি হইয়া পড়েন। যাহা হউক, শ্রদ্ধাবনতশিরে গান্ধীজীকে প্রণাম জানাইয়া তিনি হর্ষোৎফুল্লচিত্তে বাহির হইয়া আসেন।

গান্ধীজী আমিষাপাড়ায় শ্রীযুত যামিনীকুমার চ্যাটার্জির গৃহে অবস্থান করিতেছেন। আমিষাপাড়া আসার পথে— গান্ধীজী সমরখিল গ্রামের বাসু মিঞা চৌকীদার ও অলিজ্জুমানের গৃহে কিছুক্ষণ অবস্থান করেন। উভয় স্থানেই গান্ধীজীকে ফল ও 'পান' উপহার দেওয়া হয়। গান্ধীজী সেগুলি উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে বণ্টন করেন। আমিষাপাড়ায় গান্ধীজী যেখানে অবস্থান করিতেছেন, সেখানে সাতশত বৎসরের পুরাতন একটি মন্দির রহিয়াছে। গান্ধীজী আমিষাপাড়ায় প্রবেশ করিলে পল্লীনারীরা উলুধ্বনি দ্বারা তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করে।

গান্ধীজী আগামীকল্য সাতঘরিয়া পরিদর্শন করিবেন।

গান্ধীজীর পূর্ববঙ্গ পরিক্রমা আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সহায়ক হইয়াছে
বাঙ্গলার প্রধানমন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দির অভিমত

করাচী, ৩০শে জানুয়ারী— বাঙ্গলার প্রধানমন্ত্রী এই মর্মে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, মহাত্মা গান্ধীর পূর্ববঙ্গ পরিক্রমা জনসাধারণের মধ্যে আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সহায়ক হইয়াছে।

একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি মন্তব্য করেন, "গান্ধীজীর পূর্ববঙ্গ পরিক্রমা আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সহায়ক হইলেও প্রথম দিকে তাঁহার উপস্থিতির সময় বহু হিন্দু বাসস্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়।"

অধিবাসী বিনিময়ে সম্পর্কে মিঃ সুরাবর্দি বলেন যে, "একমাত্র চুক্তি সম্পাদন করিয়া পরিকল্পনা অনুযায়ী অধিবাসী বিনিময় করা যাইতে পারে। কিন্তু নিগৃহীত ব্যক্তিদের স্থানান্তর গমনে বাধা দেওয়া যাইতে পারে না।" অতঃপর তিনি বলেন যে, গান্ধীজীর সহিত তাঁহার অবিরত পত্রালাপ চলিতেছে। গান্ধীজীর সহিত যেসব সশস্ত্র প্রহরী ও পুলিশ রক্ষী আছে, তাহাদের সরাইয়া লইবার ইচ্ছা তাঁহার নাই। "গান্ধীজীর নিকট হইতে রক্ষীদের সরাইয়া লইতে বলা হাস্যকর। যদি কিছু ঘটিয়া বসে, তাহা হইলে কে দায়ী হইবে? কোন বিকৃতমস্তিষ্ক বা ধর্মোন্মাদ তাঁহাকে আক্রমণ করিলে আমাকে কি কেহ উহার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দিবে?"

বাঙ্গলার অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা

করাচী, ৩০শে জানুয়ারী— বাঙ্গলার প্রধানমন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দি বাঙ্গলার অবস্থা সম্পর্কে লীগ সভাপতি মিঃ জিন্নার সহিত দুইঘণ্টাকাল আলোচনা করেন বলিয়া প্রকাশ। — এ. পি

শত্রুকে মিত্র করাই আমার ব্রত
মুসলমান ভদ্রলোকের নিকট মহাত্মার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন
আমকি হইতে নবগ্রাম গমন

(ষ্টাফ রিপোর্টার প্রেরিত)

নবগ্রাম, ৩১শে জানুয়ারী— আজ সকাল সাড়ে ৭ ঘটিকায় আমকি গ্রাম ত্যাগ করিয়া দেড় ঘণ্টায় আড়াই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বেলা ৯ ঘটিকায় মহাত্মা গান্ধী নবগ্রামে পৌঁছিয়াছেন। রাস্তায় মহাত্মা দুইটি মুসলমান এবং একটি হিন্দু বাড়ীতে থামেন। নবগ্রামে মহাত্মা শ্রীযুক্ত নক্ষত্রকুমার ভৌমিকের গৃহে অবস্থান করিতেছেন।

পথে মহাত্মা সর্বপ্রথম জুনাদপুরে হবিবুল্লা মাষ্টারের গৃহে গমন করেন। গৃহস্বামী মহাত্মাকে অভ্যর্থনার জন্য অনেকটা দূর পর্যন্ত আগাইয়া আসিয়াছিলেন। ইঁহার গৃহের সম্মুখে একটি খাটিয়ায় উপবিষ্ট হইয়া মহাত্মা স্থানীয় পল্লীবাসীদের সহিত কথাবার্তা বলেন। এইসময় মহাত্মা বলেন, "শত্রুকে মিত্রে পরিণত করাই আমার রত"। কুমারী মানু গান্ধী বাড়ীর ভিতরে যাইয়া বাড়ীর মেয়েদের সহিত আলাপ করেন। গান্ধীজীকে কিছু কমলালেবু দেওয়া হয়। উহা তিনি সমবেত বালকবালিকাদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেন।

এই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পথে নন্দীপাড়া গ্রামে মহাত্মা আনন্দকুমার দাসের গৃহে গমন করেন। পল্লীবাসিগণ উলুধ্বনি দ্বারা মহাত্মাকে সম্বর্ধনা করেন। মহাত্মা বাড়ীর উঠানে পদার্পণ করামাত্র তিনটি বালিকা 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত করে। যতক্ষণ গান হইতেছিল, ততক্ষণ মহাত্মা নীরবে উহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকেন। গান শেষ হইলে তিনি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করেন। এই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া মহাত্মা নবগ্রামের

গোলাম আলী ব্যাপারীর গৃহে গমন করেন। এখানেও মহাত্মাকে কিছু ফল দেওয়া হয় এবং তিনি তাহা সমবেত বালকবালিকাদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেন। আগামীকল্য মহাত্মা নবগ্রামের দুই মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত আমিষাপাড়ায় গমন করিবেন।

দাঙ্গাপীড়িতদের অন্যত্র বসতি স্থাপন মহাত্মার অনভিপ্রেত

মধ্যপ্রদেশের এক জমিদার তাঁহার জমিদারীতে দাঙ্গাপীড়িত অঞ্চলের দুই শত পরিবারকে স্থান দানের প্রস্তাব করিয়া জওহরলালজীর নিকট এক পত্র লিখিয়াছিলেন। জওহরলালজী ঐ পত্রখানি মহাত্মার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। উত্তরে মহাত্মা জানাইয়াছেন যে, এই ধরণের অধিবাসী স্থানান্তর তিনি পছন্দ করেন না।

গতকল্য প্রার্থনা সভায় মহাত্মা সকলকে শান্তি ও সম্প্রীতির সহিত নিজ নিজ গ্রামেই অবস্থান করিতে অনুরোধ জানান। এই প্রসঙ্গে উক্ত জমিদারের প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করেন।

সরকারী আদর্শ গৃহ
গৃহ নহে— বাক্স ঃ মহাত্মার মন্তব্য

পুনর্বসতির জন্য গবর্ণমেণ্ট যে আদর্শ গৃহটি নির্মাণ করিয়াছেন, আজ উহা পরিদর্শন করিয়া মহাত্মা মন্তব্য করেন যে, উহা মনুষ্যবাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য। তিনি বলেন, এখানে আসিবার সময় বলিয়া আসিয়াছিলাম যে একটি গৃহ দেখিতে যাইতেছি, এখন দেখিতেছি গৃহ নহে— একটা বাক্স দেখিতে আসিয়াছি। মহাত্মা বলেন, — ভারতীয় আবহাওয়ায় এই ধরণের গৃহ বাসের অযোগ্য, এই গৃহে বাস করিলে গ্রীষ্মের সময় বাসিন্দাদিগকে সিদ্ধ হইয়া যাইতে হইবে। যে গৃহ পল্লীবাসিগণ নিজেরা তৈয়ার করিতে পারে, সেই ধরণের ঘরের নমুনাই গবর্ণমেণ্টের তৈয়ার করা উচিত নতুবা প্রত্যেক পরিবারের পক্ষে নিজ নিজ গৃহ তৈয়ার করিয়া লওয়া সম্ভবপর হইবে না। মহাত্মা প্রস্তাব করেন যে, নারিকেল পাতা এবং ঐ ধরণের যে সকল জিনিষ এই অঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়, উহার দ্বারাই গৃহ নির্মাণ করা উচিত। রিলিফ কমিশনার মিঃ জামান এই সময় মহাত্মার সঙ্গে ছিলেন, তিনি মহাত্মার এই প্রস্তাবে রাজী হন। প্রার্থনা সভায় মহাত্মা এই সরকারী আদর্শ গৃহের কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, ভারতীয় আবহাওয়ার উপযোগী করিয়া বাঁশ, নারিকেল পাতা ইত্যাদি দিয়া ঘর তৈয়ার করিলে তাহা বেশ ঠান্ডা ও আলোহাওয়াযুক্ত হইবে।

দাঙ্গায় হত, ধৃত বা ফেরার পোষ্যদের জন্য ব্যবস্থা
(ষ্টাফ রিপোর্টার প্রেরিত)

চাঁদপুর, ৩১শে জানুয়ারী— গত হাঙ্গামায় হত, ধৃত বা ফেরারদের পোষ্যবর্গকে দাঙ্গা সাহায্য ব্যবস্থা অনুযায়ী সাহায্য দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

সমস্ত মিলিটারী তুলিয়া লওয়া হইয়াছে

জানা গিয়াছে যে, নোয়াখালি এবং পূর্ববঙ্গের অপরাপর দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলে যে মিলিটারী বসান হইয়াছিল, তাহা সমগ্রভাবেই তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। এই সপ্তাহের প্রথমেই সেনা অপসারণকার্য আরম্ভ হইয়াছিল।

মহাত্মার কুমিল্লা গমন
পল্লী পরিক্রমার তৃতীয় পর্যায়

ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে অথবা মার্চ মাসের প্রথম দিকে মহাত্মা কুমিল্লা পরিভ্রমণে যাইতে পারেন— ইহা হইবে পূর্ববঙ্গে মহাত্মার পল্লী পরিক্রমার তৃতীয় পর্যায়। — এ. পি

২ ফেব্রুয়ারি

রামচন্দ্রন— 'হরিজন' পত্রিকার প্রতিনিধি।
খা°— খাদি।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

আমার অশ্রু, ভগবানের উদ্দেশে— মানুষের উদ্দেশে নয়
মানুষ ভগবানের ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ করিবে
দাঙ্গাবিধ্বস্ত গৃহের অধিবাসীদের নিকট মহাত্মাজীর উক্তি

(ষ্টাফ রিপোর্টার প্রেরিত)

সাতঘরিয়া, ২রা ফেব্রুয়ারী : আমিষাপাড়া হইতে সাতঘরিয়া যাইবার পথে গান্ধীজী একটি বিধ্বস্ত গৃহ পরিদর্শন করেন। গৃহের অধিবাসিগণ গান্ধীজীকে জানান, তাঁহাকে দিবার মত তাঁহাদের কিছুই নাই। অক্টোবর হাঙ্গামায় তাঁহাদের পরিবারের ৯জন লোক প্রাণ হারাইয়াছে।

গান্ধীজী তাঁহাদের বলেন, আমার অশ্রু ভগবানের উদ্দেশ্যে; মানুষের উদ্দেশ্যে নয়। আমি লোকজনকে কাঁদাইতে এখানে আসি নাই। মানুষ কেবলমাত্র ভগবানের ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে পারে। যাহা কিছু ঘটিতেছে সকলই তাঁহার ইচ্ছা।

সাতঘরিয়া, ২রা ফেব্রুয়ারী— গতকল্য অপরাহ্নে স্থানীয় উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে উভয় সম্প্রদায়ের সমবেত নরনারীকে উদ্দেশ্য করিয়া গান্ধীজী বলেন, সকলকে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে এবং আন্তরিকতার সহিত কার্য করিতে দেখিলেই আমি আনন্দের সহিত নোয়াখালি পরিত্যাগ করিব। কিন্তু আমাকে ধোঁকা দেওয়া যাইবে না; আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমি প্রাণত্যাগ করিতেও প্রস্তুত।

ধর্মাচরণ সম্পর্কে জনৈক মৌলবীর আপত্তি খণ্ডন করিয়া মহাত্মাজী বলেন, অন্তরের নির্মলতাই ধার্মিক ব্যক্তির পরিচয়। একই সঙ্গে লুণ্ঠন বা মানুষ হত্যা করা এবং ভগবানের নাম লওয়া অধার্মিকের লক্ষণ।

মালিকদের লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি প্রত্যর্পণের সংবাদ সম্পর্কে মহাত্মাজী উপরোক্ত মন্তব্য করেন। আপাতদৃষ্টিতে তাহাদের অনুতপ্ত মনে হইলেও কার্যতঃ তাহারা অনুতপ্ত নয়। ধরা পড়িবার হাত হইতে রেহাই পাইবার জন্য তাহারা যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিতেছে, গান্ধীজী উহা সমর্থন করেন না। লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির কিয়দংশ বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ ফেরৎ দিবার জন্য অনেকে বলিয়াছেন, উহাতে তিনি সন্তুষ্ট নহেন। গান্ধীজী আত্মশুদ্ধি চান। যদি সত্যসত্যই কেহ অনুতপ্ত হন এবং সংশোধন করিতে চান, তবে তাঁহার গ্রেপ্তারের ভয় করিলে চলিবে না। তিনি প্রকাশ্যে নিজের দোষ স্বীকার করিবেন এবং ফলাফলের জন্য প্রস্তুত থাকিবেন। সেক্ষেত্রে সকলে তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন। কাজেই পুলিশের ব্যবস্থা অবলম্বনের কোন প্রয়োজনই হইবে না। ফলে আন্তরিক ভালবাসাই বিরাজ করিবে।

প্রসঙ্গতঃ গান্ধীজী গত শুক্রবারে প্রার্থনা অনুষ্ঠানের পরে এক মৌলবীর বক্তৃতার উল্লেখ করেন। উক্ত

মৌলবী গান্ধীজীর ইসলাম সম্পর্কিত কোন কথা বলার অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন। গান্ধীজী বলেন যে, তিনি ভারতবর্ষে এবং ভারতের বাহিরের অনেক মুসলমানের সঙ্গে মেলামেশা করিয়াছেন, কিন্তু কোথায়ও এরূপ কথা শোনেন নাই। উক্ত দিবস গান্ধীজী পর্দাপ্রথা উচ্ছেদের কথা বলিয়াছিলেন। এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মুসলমান রাষ্ট্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রথা বর্তমান। কোরাণের সঙ্গে পর্দাপ্রথার কোন সম্বন্ধ নাই। নিজেদের গণ্ডির ভিতর আবদ্ধ রাখিতে না পারিলেই যে ইসলাম ধর্ম অপবিত্র হইয়া যাইবে গান্ধীজী সেরূপ মনে করেন না। ইসলামিক শিক্ষার বহির্ভূত তিনি কিছু বলেন নাই বলিয়াই গান্ধীজী বিশ্বাস করেন।

গান্ধীজী আরও বলেন যে, রাম এবং রহিম, কৃষ্ণ এবং করিমের নাম পাশাপাশি বলাতে উক্ত মৌলবী আপত্তিও করিয়াছেন। মৌলবীর ধারণা ইহা দ্বারা ইসলামের অবমাননা করা হয়। উহা ভুল ধারণা। রাম এবং কৃষ্ণকে সাধারণ মানুষ হিসাবে ধারণা করাতেই এই ভুলের উৎপত্তি। একই ঈশ্বরকে বিভিন্ন নামে পূজা করা হয়; কোরাণে উহার বিরুদ্ধে কিছু নাই। উহাতে ইসলামের অবমাননা করা হয় নাই। অন্তরের নির্মলতাই ধার্মিক ব্যক্তির পরিচয়। একই সঙ্গে লুণ্ঠন বা মানুষ হত্যা করা এবং ভগবানের নাম লওয়া অধার্মিকের লক্ষণ।

গান্ধীজী সকাশে প্রতিনিধিদল

সাতঘরিয়া, ২রা ফেব্রুয়ারী— স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেন্ট মৌলবী লতিফুর রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল শনিবার আমিষাপাড়ায় মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অক্টোবর দাঙ্গায় লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির পুনরুদ্ধার এবং পল্লীতে ক্ষয়রোগ সমস্যার কথা মহাত্মাজীর নিকট জানানো হয়।

প্রকাশ, কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তি লুণ্ঠনে যোগ দিয়াছিল। এখন লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি যাহা কিছু তাহাদের নিকট আছে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে চায়।

গান্ধীজী মিঃ চৌধুরীকে বলেন, তিনি যেন ক্ষয় রোগগ্রস্ত রোগীদিগের নাম তাঁহার নিকট জানান। তিনি তাহাদের চিকিৎসার যাহা হয় ব্যবস্থা করিবেন।

মৌলবী লতিফুর রহমান চৌধুরী, শ্রীযুত বিনোদবিহারী চক্রবর্তী, মুন্সী মহম্মদ রসিদ, মিঃ খলিলুর রহমান পণ্ডিত এবং মৌলবী ফজলুর রহমান এম এ এই প্রতিনিধিদলে ছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন গ্রামের অধিবাসী।

গতকল্য অপরাহ্ণে আটজন বৃটিশ আর্মি অফিসার মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ইহারা শীঘ্রই গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন। তাঁহারা মহাত্মাজীর নোয়াখালি শান্তিকার্যের সাফল্য কামনা করেন। এই অফিসার দলের মধ্যে একজন অষ্ট্রেলিয়ান যুবক ছিলেন। তিনি নিজেকে একজন সাংবাদিক বলিয়া পরিচয় দেন। মহাত্মাজী হাসিয়া বলেন, সাংবাদিকগণ ভয়ঙ্কর লোক। তিনি বলেন, তিনি নিজেও একজন সাংবাদিক, সেইজন্যই ইহা বলিতেছেন। মহাত্মাজী কৌতুকচ্ছলে আরও বলেন, অষ্ট্রেলিয়া শুধু বর্তমানেই শ্বেতকায় জাতি রক্ষিত অঞ্চল নয়, ভবিষ্যতের জন্যও। তিনি বলেন, এই বিবেচনায় ভারতবর্ষ বিশেষভাবে আতিথ্যপরায়ণ। বৃটিশ গিয়ানা হইতে আগত মিঃ আয়ুব মহম্মদ এডুন এমেল ও তাঁহার পত্নী মহাত্মাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মিঃ আয়ুব মহম্মদ পশ্চিম ভারতীয়। তিনি একজন সাংবাদিক এবং 'দি লেবার এডভোকেট' পত্রিকার সম্পাদক।

নোয়াখালির এডিশনাল ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট শনিবার আমিষাপাড়াতে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

মিঃ জামান বলেন, তিনি আরও একটি আদর্শ কুটীর নির্মাণ করিবেন। তিনি মনে করেন, মহাত্মা গান্ধী উহা অনুমোদন করিবেন। প্রথম আদর্শ কুটীর দেখিয়া মহাত্মাজী তাহা বাসের অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করেন।

মিঃ জামান বলেন, দ্বিতীয় আদর্শ ঘর খড়ের তৈরী হইবে। প্রথম ঘরের ন্যায় ইহা শক্ত হইবে না, তবুও মহাত্মাজী ইহা অনুমোদন করিবেন।

শনিবার আমিষাপাড়ায় মহাত্মাজীর প্রার্থনাসভায় ১৫ হাজার নরনারী উপস্থিত ছিলেন। ইহার মধ্যে শতকরা নব্বই জন মুসলমান।

আমিষাপাড়া হইতে সাতঘরিয়া যাইবার পথে মহাত্মা গান্ধী একটি বিধ্বস্ত গৃহ পরিদর্শন করেন। গৃহবাসিগণ মহাত্মাজীকে বলেন, মহাত্মাজীকে দিবার মত ভস্মাবশেষ ভিন্ন তাহাদের অন্য কিছুই নাই। অক্টোবর দাঙ্গায় তাহাদের পরিবারের নয়জন লোক প্রাণ হারাইয়াছে। মহাত্মাজী তাহাদের বলেন, আমার কান্না ভগবানের উদ্দেশে, মানুষের উদ্দেশে নয়। আমি মানুষকে কাঁদাইতে এখানে আসি নাই। মহাত্মাজী বলেন, ভগবানের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা ভিন্ন অন্য কিছুই তিনি করিতে পারেন না। সমস্তই তাঁহার ইচ্ছায় ঘটে। বিরাট সাম্রাজ্যেরও পতন হইয়াছে। হিটলার জগৎ জয় করিতে চাহিয়াছিল। আজ তাহার কি ঘটিয়াছে?

অন্য স্থানের লোকের ন্যায় এখানকার লোকও সময়ে সময়ে কাণ্ডজ্ঞানহীন হইয়া পড়ে। কিন্তু এইজন্যই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মনোমালিন্য থাকা উচিত নয়। কারণ তাহারা পরস্পর ভাই-ভাই। — এ. পি

সাতঘরিয়ায় মহাত্মাজী

(ষ্টাফ রিপোর্টার প্রেরিত)

সাতঘরিয়া, ২রা ফেব্রুয়ারী— প্রাতে আমিষাপাড়া ত্যাগ করিয়া গান্ধীজী ৮-৫০ মিঃ সময়ে সাতঘরিয়াতে পৌঁছেন। এই দুই মাইল পথ অতিক্রম করিতে তাঁহার ৮০ মিঃ সময় লাগে। গান্ধীজী শ্রীযুত ভরতচন্দ্র লোধের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার পরবর্তী লক্ষ্যস্থল সাধুরখিল গ্রাম।

শিশিরসিক্ত চারণভূমি অতিক্রম করিয়া গান্ধীজী হঠাৎ দগ্ধাবশেষ বাঁশ এবং ধ্বংসস্তূপের মাঝে আসিয়া উপস্থিত হন। এক সময়ে এই স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ১৮টি গৃহ বিদ্যমান ছিল। বর্তমানে এখানে প্রাণের কোন চিহ্নই নাই; কোন আশ্রয়স্থানও নাই। এক বাড়ীতেই ৯জনকে নিহত করা হইয়াছিল। গান্ধীজী বিস্ফারিতনেত্রে উক্ত ধ্বংসাবশেষ দেখিতেছিলেন এবং যাঁহারা মৃত্যুর হাত হইতে বক্ষা পাইয়াছেন, তাঁহাদের সান্ত্বনা দিতেছিলেন। গান্ধীজী তাঁহাদের মানুষের মতন শক্ত হইতে বলেন। সাতঘরিয়ার পথে গান্ধীজী আরও একটি গৃহ পরিদর্শন করেন। এই স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দশব্যক্তি নিহত হইয়াছিল।

৩ ফেব্রুয়ারি

মন্তু— বিভাময়ী বসু।

গান্ধীজীর সংসারে গোলমাল চলছে— গান্ধিজির সংসার বলতে নোয়াখালিতে তাঁর শিবিরের ব্যক্তিদের কথা বলা হচ্ছে।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

গান্ধীজীর ভ্রমণের প্রথম পর্যায় শেষ
সাধুরখিল গ্রামে উপস্থিতি

সাতঘরিয়া, ৩রা ফেব্রুয়ারী— মহাত্মা গান্ধী অদ্য পূর্বাহ্নে সাধুরখিল গ্রামে উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার পদব্রজে পল্লী অঞ্চলে ভ্রমণের প্রথম পর্যায় শেষ হইল। তিনি জানুয়ারীর প্রথমভাগে শ্রীরামপুর হইতে ভ্রমণ আরম্ভ করিয়াছিলেন।

তাঁহার ভ্রমণের দ্বিতীয় পর্যায় ৫ই ফেব্রুয়ারী সাধুরখিল হইতে আরম্ভ হইয়া ২৪শে ফেব্রুয়ারী হাইমচরে শেষ হইবে। এই পর্যায়েও গান্ধীজী প্রত্যেক গ্রামে একদিন করিয়া অবস্থান করিবেন; কিন্তু সাধুরখিল ও অপর তিনটি গ্রামে তিনি দুইদিন করিয়া অবস্থান করিবেন। ঐ তিনটি গ্রামের নাম বিজয়নগর, রায়পুর ও হাইমচর। সাধুরখিল ও হাইমচরসহ এই পর্যায়ে গান্ধীজী মোট ১৮টি গ্রাম পরিভ্রমণ করিবেন। এই পর্যায়ে এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামের দূরত্ব গড়ে প্রায় দুই মাইল। প্রথম পর্যায়ে দেখা গিয়াছে যে, গান্ধীজী ঘণ্টায় তিন মাইল বেগে হাঁটিয়াছেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে গান্ধীজী ১৩ই ফেব্রুয়ারী পূর্ব কেরোয়া গ্রামে এবং ১৪ই ফেব্রুয়ারী পশ্চিম কেরোয়া গ্রামে গমন করিবেন। তিনি ১৮ই হইতে ২৪শে ফেব্রুয়ারী আলুনিয়া হইতে হাইমচর পর্যন্ত ত্রিপুরা জিলার গ্রামসমূহ পরিভ্রমণ করিবেন। — এ. পি

বিশ্বশান্তিবাদী সম্মেলনের আয়োজন

আমিষাপাড়া, ১লা ফেব্রুয়ারী— বর্তমান বৎসরে ভারতবর্ষে বিশ্বশান্তিবাদী সম্মেলনের একটি অধিবেশন আহ্বান করা সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার মার্কিন, ইউরোপীয় ও ভারতীয় বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করিতেছেন। বিশ্বব্যাপী চিরশান্তি কামনায় ঐ সম্মেলনে বিস্তৃত আলোচনা এবং সপ্তাহব্যাপী প্রার্থনার অনুষ্ঠান করা হইবে। সম্ভবতঃ মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং তাঁহার বন্ধুদের এবং শান্তিবাদীদের নিমন্ত্রণপত্র প্রেরণ করিবেন। শান্তিনিকেতন বা সেবাগ্রামে উক্ত অধিবেশন হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। — ইউ. পি

অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়া যাইতেছি

আমিষাপাড়া, ১লা ফেব্রুয়ারী— কলিকাতা যাইবার প্রাক্কালে কয়েকজন সাংবাদিক গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করিতে গেলে তিনি বলেন, আমি অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া যাইতেছি। বর্তমানে গান্ধীজীর সহিত ছয়জন সাংবাদিক ভ্রমণ করিতেছেন। — ইউ. পি

চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ

নবগ্রাম, ৩১শে জানুয়ারী— অদ্য একটি বৃদ্ধলোক গান্ধীজীর পদতলে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলে যে, তাহাব গৃহটি ছাড়া আর সমস্ত কিছুই সে হারাইয়াছে। গান্ধীজী তাহাকে প্রবোধ দিয়া বলেন, উহাই জীবনের নিয়ম— সমস্ত কিছু হারাইলেও তাহার নিরাশ হইবার কিছু নাই।

নবগ্রামে মহাত্মাজী উক্ত বৃদ্ধ লোকের গৃহে অবস্থান করেন। উক্ত স্থানে একটি মহিলার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ধর্মের জন্য কেহ মরিতে প্রস্তুত না থাকিলে সে মানুষ নামের অযোগ্য।

মহাত্মাজীর হাজারা জেলা পরিদর্শনের সম্ভাবনা

মহাত্মাজী উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের হাজারা জেলা পরিদর্শন করিতে যাইতে পারেন, তবে ঠিক কোন তারিখে যাইবেন, তাহা জানা যায় নাই। তথাপি ইহা সত্য যে, নোয়াখালিতে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত তিনি সেখানে যাইতেছেন না। নরেন বি যোশী এবং সর্দার গণেশ সিং এই সম্পর্কে মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আলোচনা করিয়াছেন। প্রকাশ, গান্ধীজী নাকি তাঁহাদিগকে বলিয়াছেন যে, এই সম্পর্কে তিনি সর্দার প্যাটেল, পণ্ডিত নেহরু, সর্দার বলদেব সিং ও ডাঃ খান সাহেবের সহিত পত্রালাপ করিতেছেন। ইহাও জানা যায় যে, এই সম্বন্ধে গান্ধীজী ডাঃ গোকুলচাঁদ নারাং-এর নিকট হইতেও পত্র পাইয়াছেন।

কেন্দ্রীয় হিন্দু-শিখ সংখ্যালঘু রক্ষা বোর্ড-এর পক্ষ হইতে মহাত্মাজীর নিকট যে স্মারকলিপি পেশ করা হইয়াছে, তাহাতে শাসন-ব্যাপারে হিন্দু ও শিখ প্রতিনিধির সংখ্যাল্পতা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে তাহাদের সুযোগ-সুবিধার অভাবের প্রতি গান্ধীজীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হইয়াছে।

অহিংস সমাজ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রই সম্পত্তির অধিকারী হইবে
হিংসার পথ ছাড়া ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সম্পদ সঞ্চয় সম্ভবপর নহে
প্রার্থনান্তিক সভায় মহাত্মা গান্ধীর লিখিত ভাষণ

(ষ্টাফ রিপোর্টার কর্তৃক টেলিফোনযোগে প্রেরিত)

সাধুরখিল, ৩রা ফেব্রুয়ারী— গতকল্য প্রার্থনান্তিক সভায় লিখিত ভাষণে মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন— হিংসার পথ ছাড়া কোন ব্যক্তিই মূলধন সঞ্চয় করিতে পারে না। অহিংস সমাজ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের পক্ষে মূলধন সঞ্চয় কেবলমাত্র সম্ভবপরই নহে উহা বাঞ্ছনীয় ও অপরিহার্য। তিনি আরও বলেন, মানুষের ব্যক্তিগত জীবন তাহার সামাজিক জীবনকেও প্রভাবিত করিবে। ব্যক্তিগত জীবনকে সামাজিক জীবনের সহিত সম্পর্কদান করিয়া রাখায় সমগ্র পৃথিবীতে বহু অনাচার অনুষ্ঠিত হইতেছে।

সমাজের দশজনের সাহায্য ও সহযোগিতায় সঞ্চিত সম্পদকে ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধায় নিয়োগ করার কোনো নৈতিক অধিকার মানুষের থাকিতে পারেনা।

সাধুরখিল, ৩রা ফেব্রুয়ারী : গতকল্য প্রার্থনান্তিক সভায় প্রদত্ত লিখিত ভাষণে মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, "বল প্রয়োগ ছাড়া ব্যক্তিবিশেষের হস্তে সম্পদ সঞ্চিত হইতে পারে না। কিন্তু যেখানে অহিংস সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে, সেখানে রাষ্ট্রের হাতে বিত্তসঞ্চয় কেবলমাত্র সম্ভবপরই নহে— উহা বাঞ্ছনীয় ও অবশ্যম্ভাবী।" উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এই প্রার্থনা সভা হয়। গতকল্য প্রার্থনাকাল হইতে মহাত্মা গান্ধী মৌন রহিয়াছেন। পূর্ব দিন তিনি যে সকল বিষয়ের আভাস দিয়াছেন, গতকল্য লিখিতভাবে সেগুলিই তিনি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

তিনি বলেন, কোন লোক ব্যক্তিগত জীবনে নীতিধর্ম বিরোধী হইয়াও জনসেবার ক্ষেত্রে কর্মদক্ষ হইতে পারে, এমন কথা তিনি বিশ্বাস করেন না। ব্যক্তিগত জীবন সামাজিক জীবনকেও প্রভাবিত করে। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনকে সামাজিক জীবনের সহিত সম্পর্কহৃত করিয়া রাখা হইয়াছে বলিয়া সমগ্র পৃথিবীতে বহু অনিষ্ট করা হইয়াছে। গান্ধীজী বলেন, সাহিত্যের অগ্নি পরীক্ষায় আমার ব্যক্তিগত ও সামাজিক কার্যকলাপ, উভয়টির দ্বারাই ঈশ্বর ও মানব সমাজ আমার বিচার করুন, ইহাই আমার ইচ্ছা।

তিনি আরও বলেন, অহিংস জীবন যাপন বলিতে আত্মপরীক্ষা ও আত্মশুদ্ধিই বুঝায়। কথাটি ব্যক্তিবিশেষ, দল বা জাতি, সকল ক্ষেত্রেই সত্য। তিনি দৃঢ়ভাবে বলেন হিংসার পথে অর্জিত সম্পদ অহিংসা দ্বারা রক্ষার

চেষ্টা যে চলে না কেবলমাত্র ইহাই সত্য নহে অহিংসনীতি গ্রহণ করিলে অসদুপায়ে অর্জিত সম্পদ বর্জনও করিতে হইবে।

সমাজের জন্য দশ জনের সাহায্য ও সহযোগিতায় কোন লোক যদি পার্থিব বা নৈতিক সম্পদ সঞ্চয় করে তবে সেগুলিও ব্যক্তিগত ব্যবহারে নিয়োগ করার অধিকার তাহার নাই। প্রশ্নঃ তাহার উত্তরাধিকারী কিভাবে নির্ধারিত হইবে? তিনি কি কেবলমাত্র একটি নামই প্রস্তাব করিবেন এবং রাষ্ট্রের হস্তেই চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্পণ করিবেন? উত্তরে গান্ধীজী বলেন, অছির উত্তরাধিকারী নির্ধারণের ব্যাপারে মূল মালিকের দাবীই অগ্রগণ্য এবং তিনিই প্রথম অছি হইবেন, কিন্তু রাষ্ট্রই উহা চূড়ান্তভাবে স্থির করিবে। এইরূপ ব্যবস্থা হইলে রাষ্ট্র ও ব্যক্তিবিশেষ সুযোগের অপব্যবহার করিতে পারিবে না। গান্ধীজীকে অতঃপর প্রশ্ন করা হয় ঃ অছিগিরি-ব্যবস্থা প্রবর্তন দ্বারা যখন ব্যক্তিগত ধনসম্পদ সর্বসাধারণের ধনসম্পদে পরিণত হইবে তখন উহার মালিকানা কি রাষ্ট্রের (যাহা হিংসারই একটি যন্ত্র) হাতে থাকিবে, না গ্রাম্য পঞ্চায়েত এবং মিউনিসিপ্যালিটির মত স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত সঙ্গের হাতে থাকিবে? অবশ্য, শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি রাষ্ট্রীয় আইন বলেই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারেন।

গান্ধীজীর জবাব নিম্নরূপ — এই প্রশ্নটি কিছুটা বিভ্রমের সৃষ্টি করিয়াছে। পরিবর্তিত অবস্থায় আইনগত মালিকানা অছিদের হাতেই থাকিবে, রাষ্ট্রের হাতে নহে। রাজশক্তি যাহাতে সম্পদ বাজেয়াপ্ত না করিতে পারে, তজ্জন্য অছিগিরির আদর্শ স্থাপন করা হইয়াছে এবং আসল মালিকের যে সকল অধিকার ছিল সেগুলি সমাজের হস্তে রাখা হইতেছে। সকল ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র হিংসা-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে বলিয়া গান্ধীজী বিশ্বাস করেন না। পূর্বোক্ত অছিগিরির মতবাদকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে গেলে দেখা যাইবে যে, এমন একটি রাষ্ট্র প্রয়োজন, যাহা অনেকাংশেই অহিংস-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

সাধুরখিলে উপস্থিতি

সাধুরখিল, ৩রা ফেব্রুয়ারী— অদ্য সকাল ৮-৩০ মিনিটে মহাত্মা গান্ধী সাধুরখিলে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। গ্রামটি সাতঘরিয়া হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত। সাধুরখিল গ্রাম অভিমুখে যাত্রাকালে স্থানীয় জনসাধারণ খোল, করতালযোগে রামধূন গাহেন। সাধুরখিল গ্রামে গান্ধীজী দুইদিন ও দুই রাত্রি অবস্থান করিবেন এবং শ্রীযুত যশোদা পালের আতিথ্য গ্রহণ করিবেন।

সাধুরখিল আসার পথে গান্ধীজী মাহিতকোয়া গ্রামের শ্রীযুত ক্ষেত্রমোহন চৌধুরীর বাড়ীতে ও ঘসিখিলের হবিবুল্লা ড্রাইভারের বাড়ীতে কিছুক্ষণ অবস্থান করেন। উভয় স্থানেই তাঁহাকে কিছু কিছু ফল উপহার দেওয়া হয়। গান্ধীজী সেগুলি দর্শনার্থী বালক-বালিকাদের মধ্যে মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন।

গান্ধীজী সকাশে মিঃ আবদুল্লা

সাতঘরিয়া (নোয়াখালি), ২রা ফেব্রুয়ারী— মহাত্মা গান্ধী অদ্য শান্তিতেই কাটাইয়াছেন। নোয়াখালির পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ আবদুল্লা অপরাহ্নে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং গান্ধীজীর প্রার্থনা সভায় যোগ দেন। প্রায় দুইশত লোক প্রার্থনা সভায় যোগদান করিয়াছিল। তন্মধ্যে অধিকাংশই সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের লোক। প্রার্থনার শেষে মহাত্মা গান্ধী প্রায় এক মাইল দূরবর্তী জনৈক মুসলমানের গৃহে গমন করেন। গৃহস্বামীর নাম মিঃ করিম বক্স। তিনি আমিষাপাড়া হাই স্কুলের একজন শিক্ষক। মুসলমান পল্লীবাসীরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া গান্ধীজীকে অভিবাদন জ্ঞাপন করে। মহাত্মা গান্ধীকে কতকগুলি কমলালেবু উপহার

দেওয়া হয়। তিনি সেগুলি মিঃ আবদুল্লা ও সমাগত বালক-বালিকাদের মধ্যে বণ্টন করেন। ছিন্নবস্ত্র পরিহিত বালকবালিকারা কমলালেবু পাইবার আশায় গান্ধীজীর নিকট ছুটিয়া আসে।

অদ্য মহাত্মা গান্ধীর মৌন দিবস ছিল বলিয়া তিনি স্থানীয় মুসলমানগণকে লিখিতভাবে কয়েকটি পরামর্শ দেন। বালকবালিকারা অতি অযত্নে প্রতিপালিত হইতেছে দেখিয়া গান্ধীজী দুঃখ প্রকাশ করেন। তাহারা এত অপরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করিতেছে ও রোগে ভুগিতেছে দেখিয়াও তিনি ব্যথিত হন। তাহাদিগকে পরিষ্কার রাখার জন্য তিনি গ্রামবাসিগণকে অনুরোধ জানান। অপরাহ্ণে নোয়াখালি জেলা মুসলিম লীগের সেক্রেটারী মিঃ মুজিবর রহমানের লিখিত একখানা পত্র গান্ধীজীর হাতে পৌঁছে। প্রায় এক সপ্তাহ পূর্বে মিঃ রহমান মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং জেলার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার কার্য গ্রহণের সঙ্কল্প ব্যক্ত করেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, তিনি নিজেই শান্তি কমিটি গঠন করিবেন। মহাত্মা গান্ধী যাহাতে নোয়াখালি সত্বর ত্যাগ করেন তজ্জন্য তিনি অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। তিনি আরও জানাইয়াছিলেন যে, মহাত্মা গান্ধীর প্রার্থনা সভায় যোগদান করিতে তিনি ইচ্ছুক নহেন। — এ. পি

দুর্গতদের সেবায় ৯২ হাজার ৫ শত টাকা দান

সাধুরখিল ৩রা ফেব্রুয়ারী— নোয়াখালি জেলার দুর্গতদের সেবার জন্য মহাত্মা গান্ধী ননফেরাস মেটাল কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়ার নিকট হইতে ৮২ হাজার ৫ শত টাকা এবং মরভী রাজ্যের মহারাজার নিকট হইতে দশ হাজার টাকা দান হিসাবে পাইয়াছেন।

এই সমস্ত টাকার দ্বারা কামারের ও কৃষিকার্যের যন্ত্রপাতি এবং বয়নের সাজসরঞ্জাম ক্রয় করা হইবে এবং উহা দুর্গত জনগণের মধ্যে বিতরণ করা হইবে। — এ. পি

৪ ফেব্রুয়ারি

দীর্ঘ চিঠি লিখেছি— গান্ধিজি এ চিঠির উত্তর দেন ৭ ফেব্রুয়ারি।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

বৃটিশ গবর্ণমেন্ট রাষ্ট্রিক পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করিতে বাধ্য
প্রার্থনান্তিক ভাষণে মহাত্মা গান্ধীর ঘোষণা
লীগের প্রস্তাবে কংগ্রেসকে অসাধু অভিহিত করায় ক্ষোভ

(ষ্টাফ রিপোর্টার প্রেরিত)

সাধুরখিল, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী— গতকাল সায়াহ্নে গান্ধীজী তাঁহার প্রার্থনান্তিক ভাষণে মুসলীম লীগের করাচী অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের উল্লেখ করিয়া ঘোষণা করেন, "বৃটিশ গবর্ণমেন্ট মন্ত্রি-প্রতিনিধিদলের রচিত পরিকল্পনা অনুযায়ী দুই-একটি প্রদেশে নিজেদের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় ইচ্ছুক হইলেও বৃটিশ গবর্ণমেন্ট রাষ্ট্রিক পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করিতে বাধ্য। সাধু আচরণের যে মর্যাদা আছে, বৃটিশ গবর্ণমেন্ট স্বীয় ব্যবহার দ্বারা তাহার অপহ্নব ঘটাইবে না বলিয়াই আমি আশা করি।" অতঃপর তিনি লীগের প্রস্তাবে

কংগ্রেসকে 'অসাধু' বলিয়া অভিহিত করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। অন্যের উপর অসাধু ইচ্ছার আরোপ করা সঙ্গত নয় বলিয়া তিনি মনে করেন।

গান্ধীজী অপরাহ্নে মৌনভঙ্গ করেন এবং প্রার্থনার অব্যবহিত পর তিনি লীগের করাচী অধিবেশনে গৃহীত সাম্প্রতিক প্রস্তাবের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অন্যের উপর অসাধু ইচ্ছার আরোপ করা সঙ্গত নয়। ইহা বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের যোগ্য নহে। প্রকৃত পাকিস্থানের অর্থ বোধগম্য করাইবার উদ্দেশ্যেই তাঁহার নোয়াখালি আগমন। ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র বাঙ্গলা প্রদেশই উহা প্রমাণের উপযুক্ত ক্ষেত্র। বাঙ্গলা প্রতিভাশালী হিন্দু ও মুসলমানের জন্মভূমি। জাতীয় সংগ্রামে তাহার অবদান নিঃসন্দেহে বৃহৎ। কাজেই এখানে হিন্দু ও মুসলমান কি করিয়া বন্ধু ও ভ্রাতৃভাবে বসবাস করিতে পারে, বাঙ্গলাকে তাহা প্রমাণ করিতে হইবে। সেরূপ অবস্থায় তাহার ঘাট্‌তি প্রদেশ থাকিবার কোন হেতু থাকিবে না। বাঙ্গলার সমৃদ্ধ প্রদেশে পরিগণিত হওয়া উচিত।

বক্তৃতার প্রারম্ভে গান্ধীজী স্বীয় আচরণের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তাঁহাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করিলে চলিবে না। তিনি নিজে কোন অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া কখনও দাবী করেন নাই। কোন বিশেষ অবস্থার সম্মুখীন হইয়া তিনি যেভাবে কাজ করিয়াছেন, অনুরূপ অবস্থায় পড়িলে অন্য যে কেহ তদনুরূপ কাজ করিতে পারে। অন্যথায় যাহারা তাহার কার্যকলাপের অনুকরণ করিবার ভাণ করিয়া থাকে, তাহাদের অধঃপতন অনিবার্য।

গণ-পরিষদ সম্পর্কে লীগ প্রস্তাবের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, উহাতে কংগ্রেসকে অসাধু বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, অধিকন্তু গণ-পরিষদের নির্বাচন ও উহাতে গৃহীত কার্যক্রমাদি অবৈধ ঘোষণার দাবী করা হইয়াছে। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কেন একে অন্যকে বৈরী বলিয়া মনে করিয়া থাকে। একথা গান্ধীজী বুঝিতে অক্ষম। এজাতীয় মনোভাব স্বাধীনতা অর্জনের পরিপন্থী গণ-পরিষদের নির্বাচন ও উহার কার্যপদ্ধতি যদি অবৈধই হইয়া থাকে, তাহা হইলে কোন আদালতে উহার বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইতে পারে। অন্যথায় অভিযোগ অর্থহীন। ১৯২০ সালে তিনি আদালতের কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন; লীগও যদি তদনুরূপ আচরণে ইচ্ছুক হইয়া থাকে, তাহা হইলে অবৈধতার কথা না বলাই ভাল।

গণ-পরিষদে যোগ দিয়া নিজেদের বক্তব্য বলা ও উহার কার্যক্রম প্রভাবিত করা লীগের উচিত বলিয়া গান্ধীজী মনে করেন। কিন্তু লীগ তাহা করিতে রাজি না হইলে, তিনি তাহাদিগকে গণপরিষদের আন্তরিকতা পরীক্ষার জন্য এবং মুসলমানদের সমস্যায় কিরূপ সমাধান করা হয় তাহা দেখিবার জন্য গণ-পরিষদে যোগ দিতে উপদেশ দেন। তাহারা অস্ত্রবলের উপর নির্ভর করিতে অনিচ্ছুক হইয়া থাকিলে, তাহাদের ও অবশিষ্ট দেশবাসীর গণ-পরিষদের কাজ সমর্থন করা উচিত। অতঃপর তিনি বলেন যে, গণ-পরিষদে শুধু হিন্দুদের প্রতিনিধি যোগ দিয়াছেন বলিয়া লীগ অভিযোগ করিয়াছে। কিন্তু তপশীলী খৃষ্টান, পার্শী, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এবং অন্যান্য যাঁহারা নিজেদের ভারত সন্তান বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সকলেই গণ-পরিষদে রহিয়াছেন। ডাঃ আম্বেদকর পর্যন্ত পরিষদের কাজে অংশগ্রহণ করিতেছেন; অন্যান্য তপশীলী প্রতিনিধিদের ত কথাই নাই। শিখরাও এখনও পরিষদে রহিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় গণ-পরিষদে গিয়া লীগকে নিজেদের দাবী আদায় করিতে হইবে।

অতঃপর গান্ধীজী বলেন যে, গণ-পরিষদ ভাঙ্গিয়া দেওয়ার জন্য লীগ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছে; কিন্তু তিনি আশা করেন যে, গবর্ণমেণ্ট তাহাদের পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবে।

তিনি হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া বলেন যে, তাহারা যেন পরস্পর পরস্পরকে শত্রু বলিয়া মনে না করে। লীগ উক্ত মর্মে কোন ঘোষণা করে নাই। রাজনৈতিক বিবাদ যেন রাজনীতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। বিবাদ গ্রামবাসীদের মধ্যে সংক্রামিত হইলে বিপর্যয় রোধ করা যাইবে না। পারস্পরিক সামঞ্জস্য বিধান ও বন্ধুত্বমূলক আচরণের মধ্য দিয়াই ভারতের মুক্তি লাভ হইবে, অস্ত্রের হানাহানিতে তাহা সম্ভব হইবে না।

প্রার্থনার পর গান্ধীজী স্থানীয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমন করেন; ঐ স্থানে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মৌলবী ইলিয়াস তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন।

সাতঘরিয়ার অবস্থা

সাধুরখিল, ৩রা ফেব্রুয়ারী : গতকল্য গান্ধীজী সাতঘরিয়ায় অবস্থান করেন; ঐ গ্রামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোন লোক নাই। উহাকে 'পরিত্যক্ত' বলিলে অবস্থা লঘু করা হইবে; উহা প্রাণহীন। একটি অপরিষ্কৃত কুটীরের জনৈক ধুলিমলিন উন্মাদকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় দেখা যায়। ইহাই সাতঘরিয়ার বর্তমান অবস্থার প্রতীক। উন্মাদ লোকটি এককালে বলবান ছিল: সে এখন শীর্ণকায়; শৃঙ্খলবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য তাঁহার কি আর্তনাদ। এক বৃদ্ধার সে একমাত্র সন্তান। যে কুটীরে সে ছিল, সে কুটীরেরই একাংশে কয়েক গজ দূরে গান্ধীজী সূতা কাটিতেছিলেন।

প্রার্থনা সভায় যাইবার পথে গান্ধীজী দুইটি গৃহ পরিদর্শন করেন; উহাকে আর আবাসস্থল বলা যায় না; উহা হিংস্র পশুর বিচরণস্থল। দাসবাড়ী বলিয়া পরিচিত— এক বাড়ীতে অন্যূন ৩৫টি কুটীর ছিল। উহার একটি ছাড়া সবগুলিই ভস্মীভূত হইয়াছে। দ্বিতীয় বাড়ীর মালিক শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্তী; উহা পূর্বে ঠাকুরবাড়ী নামে পরিচিত ছিল; কিন্তু এখন কেহ ঐ বাড়ীতে বাস করে না।

প্রার্থনার পর গান্ধীজী বড়গোবিন্দপুরে করিমবক্স মিঞার বাড়ী পরিদর্শন করেন। ঐ স্থানে তাঁহাকে কমলালেবু দেওয়া হয়; তিনি ঐগুলি উপস্থিত বালক-বালিকাদের মধ্যে বিলাইয়া দেন। কুমারী মানু গান্ধী সমভিব্যাহারে গান্ধীজী গৃহাভ্যন্তরে গমন করে। তিনি ছেলেমেয়েদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে অনুরোধ করেন।

নোয়াখালির কর্তব্য সর্বাপেক্ষা কঠিন
অধ্যাপক কুমারাপ্পার নিকট গান্ধীজীর পত্র

ওয়ার্ধাগঞ্জ, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী— মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালি হইতে অধ্যাপক জে সি কুমারাপ্পার নিকট এক পত্রে লিখিয়াছেন, "বর্তমানে এখানে আমি যে কাজ করিতেছি, তাহা এ পর্যন্ত যে সকল কাজ করিয়াছি, তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা কঠিন। আমি জানি, যাঁহারা দেশ সেবায় ব্রতী তাঁহারা এখানে নিজ নিজ ক্ষেত্রে সাধ্যমত কাজ করিলে এখানকার কার্যের বিশেষ সহায়কই হইবে। সম্ভবতঃ আপনার পল্লী সেবাদ্বারা এখানকার কাজ বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হইবে। এই সঙ্গে আমি ইহাও জানি যে ইহা এক বিরাট কর্তব্য। গ্রাম হইতে গ্রামান্তর ভ্রমণকালে গ্রামবাসীদিগকে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা চরকা তাঁত এবং কোন বিশেষ গ্রামের বিশেষ শিল্প সম্পর্কে সচেতন করিতে যাইয়া ইহা আমি উপলব্ধি করিয়াছি।" — এ. পি

৫ ফেব্রুয়ারি

বীণা দাস— বীণা দাস (ভৌমিক) (২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১১-২৬ ডিসেম্বর ১৯৮৬)। জন্ম বাংলাদেশের চট্টগ্রামে। পিতা বেণীমাধব দাস ছিলেন কটকের র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক। বাড়িতে ব্রাহ্মসমাজের প্রগতিশীল আবহাওয়া ছিল। পিতার স্বদেশপ্রেম, দিদি কল্যাণী দাস(ভট্টাচার্য)ও তাঁকে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বেথুন কলেজে আই.এ পড়ার সময়ে সাইমন কমিশন বয়কট আন্দোলনে প্রবল আলোড়ন তুলেছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে সাহায্য করার সুবিধার জন্য সরকারি বেথুন কলেজ ছেড়ে ডায়াসেশন কলেজে ভর্তি হন। ১৯৩২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন অনুষ্ঠানে স্নাতক উপাধি গ্রহণের জন্য তিনি উপস্থিত ছিলেন। তখন বাংলার গভর্নর অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসক স্ট্যানলি জ্যাকসন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর তিনি। এই সুযোগে বীণা দাস তাঁকে সামনে থেকে গুলি করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। বিচারে নয় বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয় তাঁর।

১৯৩৯ সালে গান্ধিজির রাজবন্দী মুক্তি আন্দোলনের ফলে তিনি মুক্তি লাভ করেন। মহিলাদের পরিচালিত 'মন্দিরা' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪২-এ কলকাতা কংগ্রেসের সম্পাদক থাকাকালে গ্রেফতার হয়ে তিন বছর কারাবন্দী হন। ১৯৪৬-এর নোয়াখালি দাঙ্গায় সুচেতা কৃপালনির নেতৃত্বে পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন কাজে যোগ দেন। যুক্তবঙ্গের শেষ বিধানসভায় সদস্য ছিলেন। ফরোয়ার্ড পত্রিকার সম্পাদক যতীশ ভৌমিকের সঙ্গে ১৯৪৭ সালে বিবাহ। ১৯৭১-এর বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর যথেষ্ট সাহায্য ছিল। ১৯৭৫ সালের 'এমারজেন্সি'র বিরুদ্ধে তিনি সরব হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে মরিচঝাঁপিতে শরণার্থীদের ওপর পুলিসি নির্যাতনের ঘটনা স্বচক্ষে দেখে তার তীব্র প্রতিবাদ করেন। সারা জীবন যে কোনো অন্যায়ের সঙ্গে আপোসহীন লড়াই ছিল তাঁর ব্রত। তাঁর রচিত *শৃঙ্খল ঝঙ্কার* ও *পিতৃধন* গ্রন্থদুটি তাঁর সাহিত্যপ্রতিভার পরিচায়ক। দীর্ঘদিন বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেব তাঁর প্রাপ্য পেনসন তিনি গ্রহণ করেন নি।

আলোকের এই ঝর্ণাধারায়— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পৃ. ৪২, পূজা পর্যায়ের গান।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

বুধবার মহাত্মাজীর পল্লী পরিক্রমার দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ
নোয়াখালিই সেবার শ্রেষ্ঠ স্থল
প্রার্থনান্তিক সভায় প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী

শ্রীনগর (নোয়াখালি), ৫ই ফেব্রুয়ারী— অদ্য সকাল হইতে গান্ধীজীর পদব্রজে পল্লীপরিক্রমার দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হইয়াছে। এইবার তিনি নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলার গ্রামসমূহ পরিক্রমণ করিবেন। যথারীতি ঠিক সকাল সাড়ে সাত ঘটিকায় মহাত্মাজী সাধুরখিল হইতে যাত্রা করেন। গত ১৮ দিন ভ্রমণের মধ্যে এই প্রথম তিনি সাধুরখিল গ্রামের একটানা দুইদিন দুই রাত্রি যাপন করিলেন।

চল্লিশ মিনিটে প্রায় দুই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া গান্ধীজী শ্রীনগরে উপনীত হন। বিশ দিনব্যাপী ভ্রমণ তালিকার ইহাই প্রথম গ্রাম।

স্বেচ্ছাসেবক দল গত রাত্রিতে ধানক্ষেতের মধ্য দিয়া গান্ধীজীর শ্রীনগর গমনের পথ নির্মাণ করে। ভোরের কুয়াশা দূরীভূত হইবার পূর্বেই গান্ধীজী সদলবলে যাত্রা করেন।

এখান হইতে এক মাইল দূরবর্তী একটি গ্রামে কুমারী বীণা দাস সেবাকার্যে নিযুক্ত আছেন। শ্রীনগরে আসিয়া তিনি গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন।

গান্ধীজী শ্রীনগরে শ্রীযুত চন্দ্রকুমার বেপারীর গৃহে অবস্থান করিতেছেন। — এ পি

প্রার্থনান্তিক সভায় বক্তৃতা

(ষ্টাফ রিপোর্টার প্রেরিত)

শ্রীনগর, ৫ই ফেব্রুয়ারী— বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে এই প্রার্থনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। আমন্ত্রণকারী এই প্রতিশ্রুতিও দান করেন যে, করতালি সহ রামধুন গাহিতেও কেহ আপত্তি তুলিবেন না। কিছুদিন যাবৎ ইহা প্রার্থনা সভার অপরিহার্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্বে প্রার্থনা সভায় গান্ধীজীই বক্তৃতা করিতেন, কিন্তু ইদানীং ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের দাবী জানাইয়া কোন কোন ব্যক্তি একই ধরণের প্রশ্ন অথবা ইসলাম সম্পর্কে গান্ধীজীর কিছু বলিবার অধিকারের বিষয়ে চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। মুসলমানেরা আর নিশ্চেষ্ট শ্রোতা না থাকিবার লক্ষণই প্রকাশ পাইতেছে। অবশ্য প্রতি ক্ষেত্রেই একই ধরণের প্রশ্ন ও আপত্তি তোলা হইতেছে। গান্ধীজী ইহাতে আপত্তি জানান না। গতকল্যকার প্রার্থনা সভায় তিনি বক্তৃতাদানের পূর্বে জনৈক ব্যক্তিকে অভিনন্দনপত্র পাঠের অনুমতি দান করেন। অভিনন্দনপত্রে মসজিদের সম্মুখে বাজনা, গোহত্যা ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করা হয়।

গান্ধীজী বলেন, এই সমস্ত বিষয়ের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট নহেন। এইসব আইনগত প্রশ্ন। তাঁহাদের অন্তর জয় করিয়া ঐক্য প্রতিষ্ঠাই তাঁহার একমাত্র কাজ। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে, অপর যাবতীয় সমস্যা স্বতঃই দূরীভূত হইবে। অন্তরের দিক হইতে তাঁহাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত না হইলে গোলমাল থাকিয়াই যাইবে। দূরদৃষ্ট তাঁহাদের দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিবে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের দাস হইবার জন্যই তিনি তাঁহাদের অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। কি নামে তাঁহার আরাধনা চলিবে, তাহা মোটেই মুখ্য নহে। তাহা হইলে, কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের নিকট তাঁহাদের নতজানু হইতে হইবে না। রাম নামক একটি ব্যক্তি বিশেষকে তিনি ঈশ্বরের পদবাচ্য করিয়াছেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া অজ্ঞতার পরিচায়ক। 'রাম' অতীতে ছিলেন, বর্তমানেও আছেন এবং অনাদি অনন্তকালেও থাকিবেন। তিনি অনাদি অনন্ত। কাজেই তাঁহাদের বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের প্রতি সহনশীল ও শ্রদ্ধাবান হওয়া প্রয়োজন।

তিনি প্রতিমা পূজা-বিরোধী কিন্তু তথাকথিত প্রতিমা পূজারীদের প্রতিও তিনি শ্রদ্ধাশীল। ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান, ধূলিকণাটির মধ্যেও তাঁহার অস্তিত্ব রহিয়াছে— কাজেই প্রতিমা উপাসকগণও সেই পরম পিতা পরমেশ্বরেরই আরাধনা করেন। রহিম, রহমান, করিম নামীয় তাঁহার মুসলমান বন্ধু আছেন। কাজেই তাঁহার আরাধ্যদেবের নাম রহিম, রহমান অথবা করিম রাখিলেই কি যুক্তিযুক্ত হইত?

কোন কোন অঞ্চলে বলা হইতেছে যে, নোয়াখালী ও উহার নিকটবর্তী অঞ্চল বর্তমানে শান্ত— এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী সকলকে সতর্ক থাকিতে বলেন। তাঁহার নিকট যে সমস্ত সংবাদ আসিতেছে উহা সত্য হইলে, অবস্থা এখনও স্বাভাবিক হয় নাই। তিনি এই সমস্ত ঘটনা ও ক্ষতিসমূহের বিষয় উল্লেখ করেন নাই, পাছে ইহার ফলে নূতন উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

গান্ধীজী বলেন যে, তিনি প্রতিশোধমূলক নীতিতে বিশ্বাসী নন। তিনি পাঠানদের সহিত বাস করিয়াছেন। বহু বৎসরের প্রতিশোধমূলক নীতিতে আস্থাশূন্য হইয়া বাদশা খাঁ অহিংসা নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি

আত্মরক্ষার জন্য কোন কিছু দাবী করেন না। তিনি মহাপুরুষ নন। তাঁহার মধ্যে ক্রোধের উদ্রেক হইতে পারে। কিন্তু প্রতিশোধমূলক নীতি প্রতিরোধ করা উচিত বলিয়া তাঁহার বিবেক মনে করেন। গান্ধীজীও নোয়াখালীতে এই নীতি অনুসরণ করিতে ইচ্ছুক। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি বর্তমান না থাকিলে পাকিস্থান কিম্বা হিন্দুস্থান কোন কিছুই লাভ করা সম্ভব নয়— ইহা মনেপ্রাণে সকলে বিশ্বাস না করিলে পরাধীনতা তাঁহাদের ললাটে লিপিবদ্ধ থাকিবে বলিয়া গান্ধীজী বিশ্বাস করেন। গান্ধীজী আরও বলেন যে, চারিজন মুসলমান যুবক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। নোয়াখালী এবং নিকটবর্তী অঞ্চলের হত্যা সম্পর্কে যে অতিরঞ্জিত সংবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে, গান্ধীজী তাহার প্রতিবাদ করেন নাই দেখিয়া তাহারা দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে তিনি যাহা দেখিয়াছেন তাহা তিনি প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নন বলিয়াই তাহা করেন নাই। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তনের সহায়ক হইলে তিনি হত্যার সংখ্যা ৫০০০ বলিয়া প্রকাশ করিবার কোন প্রামাণ্য তথ্য যে প্রাপ্ত হন নাই তাহা ঘোষণা করিতে দ্বিধা করিবেন না। এই সংখ্যা নিশ্চয়ই আরও কম। বিহারের হত্যার সংখ্যা নোয়াখালির অপেক্ষা বেশী ইহা স্বীকার করিতে তাঁহার কোন দ্বিধা নাই। কিন্তু এই স্বীকারোক্তির সঙ্গে সঙ্গে বিহারে যাইবার জন্য তাঁহার অন্তরের মধ্য হইতে আহ্বান আসা উচিত। গান্ধীজী উপসংহারে বলেন যে, বিহারে গমন না করিয়া এই স্থান হইতে বিহারের অধিবাসীদের তিনি অধিক সেবা করিতে পারিবেন কিনা তাহা তিনি জানেন না। অন্তরের আহ্বান না আসিলে কাহারও নির্দেশে তিনি বিহার গমন করিলে তাহার কোন সার্থকতা নাই বলিয়া তিনি মনে করেন। গতকল্য তাঁহার প্রাতঃকালীন কার্যকলাপের সময় স্থানীয় অঞ্চলের আমিনুল্লা খন্দকার গান্ধীজীকে তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিতে অনুরোধ করেন। গান্ধীজী এই প্রস্তাবে সম্মত হন।

গতকল্য যশোদা পালের গৃহে এক কর্মী সম্মেলনে গান্ধীজী কর্মিগণকে ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া সাহস অর্জন করিতে উপদেশ দেন। এই স্থানে গান্ধীজী অবস্থান করিতেছেন। এই আদর্শ অনুসরণে সকলে সাহসী হইতে পারিবে। এই আদর্শ অনুসরণ করিবার জন্য সকলের পক্ষে মৃত্যুবরণ করা সম্ভব হইবে। কোন ক্রমেই এই আদর্শ হইতে বিচ্যুত হওয়া উচিত নয়। ইহাকেই ব্যক্তিগত সাহস বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। ইহাই আত্মসম্মান। ইহা ব্যতীত জীবন মূল্যহীন।

রামগঞ্জ থানা অঞ্চলে হাঙ্গামার সময় ২,৭০০ তাঁত নষ্ট হওয়ায় প্রায় ২,০০০ তাঁতি বেকার হইয়াছে। তাহাদের বর্তমানে কোন কাজ নাই।

সাধুরখিলের পথে, মহাত্মাজী
শ্রীরামপুর হইতে এ পর্যন্ত ৬৭ মাইল পদব্রজে ভ্রমণ

সাধুরখিল, ৩রা ফেব্রুয়ারী— মহাত্মা গান্ধী গত ২রা জানুয়ারী শ্রীরামপুর হইতে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ আরম্ভ করিবার পর এ পর্যন্ত সর্বমোট ৬৭ মাইল পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছেন। প্রত্যেক গ্রামে সান্ধ্যভ্রমণকালে তিনি যে সমস্ত হিন্দু ও মুসলমানের গৃহ পরিদর্শন করেন তদ্দ্বারা তিনি আরও ৪০ মাইল ভ্রমণ করিয়াছেন। গত মাসে তিনি সর্বমোট ৩০ মাইল প্রাতঃভ্রমণ করিয়াছেন।

অদ্য প্রাতে তিনি কোনরূপ অনুষ্ঠানাদি ব্যতীত সাতঘরিয়া হইতে যাত্রা করিয়া এই গ্রামে আসেন। এখানেও কোন অনুষ্ঠানাদি হয় নাই। উভয় গ্রামই জনমানবশূন্য বলিয়া মনে হয়। মহাত্মাজীর দর্শনলাভের জন্য নিকটবর্তী গ্রামসমূহ হইতে সামান্য কয়েকজন স্ত্রী-পুরুষ আসিয়াছিল।

গতকল্য সন্ধ্যায় প্রার্থনাক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমনের পর মহাত্মাজী মৌনব্রত অবলম্বন করেন। রাত্রিকালে সাতঘরিয়া গ্রাম যখন নীরব নিস্তব্ধ তখন পার্শ্ববর্তী একটি কুটির হইতে করুণ ক্রন্দন শোনা যায়। শিবিরের অধিবাসীরা জাগিয়া ওঠেন এবং সেখানে যাইয়া দেখিতে পান যে কুটিরের মেঝে উভয় হস্ত শৃঙ্খলবদ্ধ একটি মধ্যবয়স্ক লোক পড়িয়া আছে এবং দরজায় দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে ঢাকা একটি নারী কাঁদিতেছে। খবর নিয়া জানা গেল তাহার স্বামীর কয়েক মাস পূর্বে মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে। পূর্বে তাহার সাময়িকভাবে চিত্তবৈকল্য ঘটিত, কিন্তু গত শরৎকাল হইতে সে সম্পূর্ণ উন্মাদ হইয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকটির দুইটি কন্যা ও দুইটি পুত্রও কাঁদিতেছিল। প্রত্যুষে মহাত্মাজী তাঁহার যাত্রার পূর্বে অধ্যাপক নির্মল বসুর নিকট একটি লিপি পাঠান। মহাত্মাজী তাঁহার লিপিতে উক্ত পরিবারের সকলকে ঐ উন্মাদ লোকটির সম্মুখে অবিরাম 'রাম নাম' উচ্চারণ করিতে নির্দেশ দেন। গান্ধীজীর নিশ্চিত বিশ্বাস যে ইহার ফলে ঐ লোকটির মন প্রভাবিত হইবে এবং রাম নাম চিন্তায় তাহার মন নূতনভাবে আকৃষ্ট হইবে।

শান্তিপূর্ণভাবেই মহাত্মা গান্ধীর ভ্রমণ সমাপ্ত হয়। পথে তিনি দুই স্থানে থামিয়াছিলেন। প্রথমতঃ তিনি একটি হিন্দু বাড়ী পরিদর্শন করেন। বাড়ীর স্ত্রীলোক ও শিশুরা তাঁহার দর্শনলাভের জন্য ছুটিয়া আসিলে মহাত্মাজী তাহাদের মধ্যে কমলালেবু বিতরণ করেন। মুসলমান গৃহ পরিদর্শনকালে উক্ত বাড়ীর মালিক মৌলবী হবিবুল্লা মহাত্মাজীকে অভ্যর্থনা করিতে আসিবার পূর্বেই পাগলের মত দেখিতে একটি লোক গান্ধীজীর নিকট ছুটিয়া আসে এবং তাঁহার হাত ধরিয়া একরকম টানিতে টানিতে তাঁহাকে ভিতরে লইয়া যায়। মহাত্মাজী একখানি চেয়ারে উপবেশন করিলে ঐ লোকটি উপস্থিত মুসলমানদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া চীৎকার করিয়া আবোল তাবোল বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করে। জনতা উচ্ছ্বাস করিয়া উঠে এবং বাড়ীর মালিক লোকটিকে সরাইয়া লইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে থাকেন। লোকটি বক্তৃতাকালে একবার মন্তব্য করে যে, সে মহাত্মা গান্ধীকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছে। মহাত্মাজী ইহাতে হাসিয়া ওঠেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জনতা ও তাঁহার সহিত হাসিয়া ওঠে।

— এ. পি

৬ ফেব্রুয়ারি

বাংলা গান রোজ ভোরে— নোয়াখালিতে থাকার সময় রোজ প্রার্থনাসভায় একটি করে বাংলা গান গান্ধিজি শুনতে চাইতেন। বেশির ভাগ দিনই রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া হতো, মাঝে মাঝে অতুলপ্রসাদ বা অন্য কারও লেখা দেশাত্মবোধক অথবা পূজা পর্যায়ের গানও থাকত। দলে গান-জানা গায়ক না থাকলেও অসুবিধে কিছুমাত্র ছিল না, সুর তাল প্রভৃতি রক্ষার দায় না থাকলেও বেশ চলে যেত। রবীন্দ্রনাথের 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে' গানটি গান্ধিজির অত্যন্ত প্রিয় ছিল, যার জন্য বারবার এই গানটি শুনতে চাইতেন।

গান্ধিজি রোজ সকালে বাংলা পড়ার ও লেখার জন্য আধঘণ্টা সময় নির্দিষ্ট করেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই বাংলা ভাষা যে তাঁর বোধগম্য হয়ে উঠেছিল, তার পরিচয় বহুবার পাওয়া গেছে। সাধুরখিলে স্থানীয় জনগণের পক্ষ থেকে বাংলাভাষায় রচিত একটি দীর্ঘ অভিনন্দন পাঠ শেষে গান্ধিজি অভিনন্দনের যথাযথ জবাব দিয়েছিলেন। হাইমচরে নুরন্নবী সাহেবের বাংলায় দেওয়া ভাষণের প্রত্যেকটি আলোচ্য বিষয়ে তিনি তাঁর স্পষ্ট মত জানান।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

প্রত্যেক প্রদেশই নিজ নিজ শাসনতন্ত্র রচনার অধিকারী
অহিংসার পথেই বৃটিশকে ভারত ত্যাগে বাধ্য করা সম্ভব
প্রার্থনা সভায় মহাত্মা গান্ধীর ভাষণ

শ্রীনগর (নোয়াখালি), ৬ই ফেব্রুয়ারী— অদ্য এখানে মহাত্মা গান্ধী বলেন যে, একটি প্রদেশের পক্ষেও নিজস্ব গঠনতন্ত্র রচনা করিয়া উহা কার্যকরী করার অধিকার আছে। কোন একটি নির্দিষ্ট প্রদেশের ঘোষিত ইচ্ছা বৃটিশের পক্ষে প্রতিরোধ করা সম্ভব হইবে না। ভারতের ক্রমবর্ধমান অহিংস শক্তির প্রত্যুত্তরে বৃটিশের পক্ষ হইতে শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে ইস্তাহার প্রকাশ করা হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী আরও বলেন যে বৃটিশকে তরবারির সাহায্যে অপসারণ করা যাইবে না। কিন্তু অহিংস শক্তির দ্বারা ইহা সম্ভব। এখানে প্রার্থনার পর একটি সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী উপরোক্ত মত প্রকাশ করেন।

কয়েকজন মুসলমান বন্ধু মহাত্মা গান্ধীর নিকট একটি বিবৃতি পাঠ করেন এবং তাঁহার মধ্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল :—

মহাত্মা গান্ধী বলেন যে, কয়েকজন মুসলমান বন্ধু তাঁহাকে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছেন। যে সমস্ত প্রদেশের শক্তি আছে, তাহাদের নিজস্ব গঠনতন্ত্র রচনার জন্য আপনি নির্দেশ দিয়াছেন এবং তাহার পর বৃটিশ সৈন্যদলকে স্বাধীনতা অর্জনের প্রমাণস্বরূপ ভারত ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন।

ভারতের স্বাধীন প্রদেশসমূহে, আপনার মতে ভোটাধিকারের ভিত্তি কিরূপ হইবে? সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রথার পরিবর্তে কি জনসাধারণের বৃত্তি নির্বাচনের ভিত্তিস্বরূপ হইবে? সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় কিংবা বৃত্তিগত গোষ্ঠীর জন্য আসন সংরক্ষিত করিয়া যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হইবে? বর্তমানে কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে প্রতিনিধি প্রেরণের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইবে কি না? যদি দেওয়া হয়, তবে কোন্ গোষ্ঠীকে? সকলের জন্য কি প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারে ভিত্তিতে মুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হইবে?

উপরোক্ত প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী সুস্পষ্ট উত্তর প্রদান করেন। মহাত্মা গান্ধী বলেন যে, কোন প্রদেশের অধিকাংশ অধিবাসী সমর্থন করিলে উক্ত প্রদেশের পক্ষে নিজস্ব গঠনতন্ত্র রচনা করিয়া কার্যকরী করার অধিকার অবশ্যই আছে। মহাত্মা গান্ধী আরও বলেন যে, যাঁহারা নিজেদের প্রতিপক্ষকে ধ্বংস না করিয়া প্রতিপক্ষ দ্বারা নিজেদের ধ্বংস চান তাঁহাদের স্বাধীনতা জগতের কোন শক্তির পক্ষে হরণ করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন যে, ১৯১৯ সালে তিনি এই নীতির প্রবর্তন করেন। কিন্তু বর্তমানে এই নীতি বিশেষভাবে উন্নতিলাভ করিয়াছে। বৃটিশ মন্ত্রী-মিশনের পরিকল্পনার অনুকূলে তিনি তাঁহার মত প্রকাশ করেন। তাঁহার মতে মন্ত্রী-মিশনের পরিকল্পনা কোন নির্দিষ্ট প্রদেশের ঘোষিত ইচ্ছা প্রতিহত করিতে সক্ষম নয়। মহাত্মা গান্ধী আরও বলেন যে, যদি উহা বাঙ্গলা প্রদেশের পক্ষে সম্ভব হয়, তাহা হইলে অন্যান্য প্রদেশের পক্ষে উহা আরও অধিক পরিমাণে সম্ভব। কারণ ঐ সমস্ত প্রদেশের প্রতিনিধিগণ গণপরিষদে যোগদান করিয়াছেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যাহা ঘোষণা করিয়াছেন, সেই বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁহার মতে উহা ভারতের অধিবাসীর উপর নির্ভর করিতেছে, কোন বৈদেশিক শক্তির পক্ষে উহা কার্যকরী করা সম্ভব নয়। বৃটিশ সরকারের পরিকল্পনা প্রত্যাহৃত হইলে ভারতবর্ষ কি করিবে এই প্রশ্ন সম্পূর্ণভাবে অপ্রাসঙ্গিক। বিশৃঙ্খল অবস্থায় জীবনযাপন করিতে ভারতবাসীরা অভ্যস্ত। পণ্ডিত নেহরু এবং তাঁহার বন্ধুবর্গের অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান কালে পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের যোগদান বিশেষ সুখকর নহে বরং ইহা বিশেষ বিপজ্জনক। তাঁহাদের লক্ষ্য স্বাধীনতা এবং যে কোন বিপর্যয় ঘটুক না কেন তাঁহারা স্বাধীনতা লাভ নিশ্চয় করিবেন। স্বভাবতঃ যখন জনসাধারণ কোনরূপ দ্বিধা না করিয়া অহিংস নীতি গ্রহণ করিয়াছে,

তখন তাঁহার পক্ষে সন্দেহাতীতভাবে ইহা বলা সম্ভব হইয়াছিল। অপরপক্ষে ভারতবাসীরা যদি সিদ্ধান্ত করে যে, তরবারির সাহায্যে তাহারা বৃটিশকে ভারত ত্যাগ করাইতে বাধ্য করিবে, তাহা হইলে তাহাদের সিদ্ধান্ত বিশেষভাবে ভ্রমাত্মক হইবে। তাহারা ইংরাজের দৃঢ়চিত্ততা এবং সাহস সম্বন্ধে অজ্ঞ। ইংরাজরা তরবারির শক্তির নিকট কোনক্রমে আত্মসমর্পণ করিবেন না, কিন্তু যে অহিংস নীতি মৃত্যুর পরিবর্তে মৃত্যুকে ঘৃণার সহিত অবজ্ঞা করে সেই নীতির সাহসিকতাকে প্রতিহত করার শক্তি ইংরাজের নাই। অহিংস অপেক্ষা কোন নীতিকে অধিক শক্তিশালী বলিয়া মহাত্মাজী মনে করেন না। ভারতবর্ষ এখনও স্বাধীনতা লাভ করে নাই, তাহার কারণ হইতেছে যে, ভারতবাসী এখনও অহিংস নীতিতে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসী নয়। যাহা হউক ভারতের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে বৃটিশ সরকারের ঘোষণা তাঁহার মতে ভারতের ক্রমবর্ধমান অহিংসা শক্তির প্রত্যুত্তর ভিন্ন আর কিছুই নয়। যদি তাঁহারা গত যুদ্ধের পরিকল্পনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারিবেন যে, শত্রু পক্ষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও মিত্রপক্ষের জয় মোটেই লাভজনক হয় নাই। এই যুদ্ধের ফলে বহু নরনারীর নির্মম ধ্বংস ছাড়াও জগতের মধ্যে খাদ্য ও বস্ত্রের বিশেষ অভাব তাঁহাদের দ্বারা সৃষ্টি হইয়াছে। মিত্রপক্ষ এইরূপ নির্মম ও অমানুষ হইয়া পড়িয়াছেন যে, তাহারা শত্রুপক্ষকে ক্রীতদাস পর্যায়ভুক্ত করিবার ক্ষীণ আশা পোষণ করিতেছেন। প্রশ্ন হইতেছে যে, কাহার প্রতি করুণা প্রদর্শন বিশেষভাবে করা উচিত— শত্রুপক্ষ না মিত্রপক্ষ। সেই জন্য তিনি জনসাধারণকে অহিংসনীতিতে আস্থাশীল হইয়া যে কোন অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকিতে বলেন। ভোটাধিকার সম্বন্ধে মহাত্মাজী বলেন যে, ২১ কিংবা ১৮ বৎসরের ঊর্ধ্বে প্রত্যেক নরনারীর ভোটাধিকারের প্রথায় তিনি বিশ্বাসী। তাঁহার মত বৃদ্ধলোকের ভোটাধিকার থাকা উচিত নয় বলিয়া তিনি মনে করেন। বৃদ্ধদের ভোটের অধিকার থাকিলে কোন কিছু লাভ হইবে না। যাঁহারা মৃত্যু প্রান্তে আসিয়াছেন তাঁহাদের ভারতবর্ষ এবং জগতের উপর কোন অধিকার নাই। তাঁহাদের জন্য মৃত্যু; যুবকদের নিকট সার্থকতা আছে জীবনের। পঞ্চাশ বৎসরের যাঁহারা ঊর্ধ্বে এবং ১৮ বৎসরের যাঁহারা নিম্নে তাহাদের জন্য তিনি বাধানিষেধ আরোপ করিতে চান। অবশ্য বিকৃত মস্তিষ্ক এবং নীচাশয় ব্যক্তিদেরও তিনি ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতেই ইচ্ছুক। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে তিনি সাম্প্রদায়িক প্রথা অব্যাহত রাখিতে চাহেন না। সংরক্ষিত আসন সহ যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। মুসলমান, শিখ, পার্শি কিংবা কোন সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ সুবিধা তিনি কল্পনা করিতে পারেন না। তাঁহার মতে কেবলমাত্র যাঁহারা শারীরিক কুষ্ঠরোগগ্রস্ত তাহাদেরই কোন কিছু সুবিধা দেওয়া যাইতে পারে। উহা সমাজের অন্যায়ের প্রত্যুত্তর মাত্র। যাহারা সমাজে নীতি বহির্ভূত কার্য করিয়া থাকে তাহারা যদি নিজেদের সমাজ হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের সমাজে আর কোন স্থানই থাকিবে না।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

প্রসাদপুরে গান্ধীজী

স্বেচ্ছাসেবক দল ও পল্লীরমণীগণ কর্তৃক বিপুল সম্বর্ধনা

মহাত্মাজীর অভ্যর্থনার জন্য পথিমধ্যে বহু তোরণ নির্মিত

(ষ্টাফ রিপোর্টার প্রেরিত)

প্রসাদপুর (নোয়াখালি), ৭ই ফেব্রুয়ারী— অদ্য ৮টা ১০ মিনিটে গান্ধীজী প্রসাদপুরে উপনীত হন। প্রায় ৪০ মিনিটের মধ্যে তিনি ২ মাইল রাস্তা অতিক্রম করেন। পথিমধ্যে তিনি কোনও স্থানে থামেন নাই।

এখানে তিনি ডাঃ উপেন্দ্র মজুমদারের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। নির্ঘণ্ট অনুযায়ী গান্ধীজী আগামীকল্য পরবর্তী গন্তব্যস্থল নন্দীগ্রামে পৌঁছিবেন। তাঁহার যাবার সময় প্রতি পদবিক্ষেপের সাথে 'রামনাম' আবৃত্তি করা হয় ও বাঙ্গলা ভজন গীত হইতে থাকে। পতাকা হস্তে একদল স্বচ্ছাসেবক গান্ধীজীকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। বন্দে মাতরম্ ধ্বনি সহ তাঁহারা গান্ধীজীকে পথ দেখাইয়া লইয়া যান। খোল-করতাল সহ রামনাম গাহিতে গাহিতে একদল কীর্তনীয়াও গান্ধীজীর অনুগমন করেন। ধরমপুর হইতে প্রসাদপুর যাইবার রাস্তায় পথিপার্শ্বে পাঁচঘরিয়া গ্রামে বীভৎস ঘটনাবলীর স্মৃতিবিজড়িত একটি ভস্মীভূত কুটীর দৃষ্ট হয়।

এতদুপলক্ষ্যে পত্রপুষ্পশোভিত কয়েকটি তোরণ নির্মিত হইয়াছিল। প্রত্যেকটি তোরণের শীর্ষদেশে 'স্বাগতম্' 'বন্দে মাতরম্' প্রভৃতি লিখিত ছিল। গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য পল্লীরমণীরা পুষ্পাঞ্জলি পুটে পথে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন। এই গ্রামে সমানসংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান আধিবাসী আছেন।

কায়িক শ্রম বনাম মানসিক শ্রম

প্রসাদপুর (নোয়াখালী), ৭ই ফেব্রুয়ারী— "মানসিক শ্রম প্রয়োজনীয় এবং জীবনযাত্রা নির্বাহ ব্যাপারে ইহার বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে। কিন্তু সকলেই কায়িক পরিশ্রম স্বীকার করিবেন এইরূপ ব্যবস্থার উপরই আমি জোর দিবার পক্ষপাতী। কেহই কায়িক শ্রমের দায় হইতে রেহাই না পান, ইহাই আমার অভিপ্রেত।" শ্রীযুক্তা বীণা দাস এম এল এ'র একটি প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী উপরোক্ত মন্তব্য করেন। শ্রীযুক্তা দাস বর্তমানে নোয়াখালী কেন্দ্রে সাহায্য ও পুনর্বসতি সংক্রান্ত কার্যে রত আছেন। কায়িক শ্রমের উপর গান্ধীজী জোর দেওয়ায় শ্রীযুক্তা দাস তাঁহার নিকট হইতে জানিতে চাহেন যে, রবীন্দ্রনাথ অথবা শ্রীযুক্ত রমণকে কায়িক শ্রমের সাহায্যে জীবিকা অর্জনের জন্য তাঁহারা চাপ দিবেন কিনা এবং যেহেতু বুদ্ধিজীবী ও শ্রমিক উভয়েই সমাজের প্রয়োজনীয় কল্যাণকর কার্য সম্পাদন করিয়া থাকেন, সেই জন্য তাঁহাদিগকে একই পর্যায়ভুক্ত করা হইবে কিনা? গান্ধীজী টলষ্টয়ের রচনা উদ্ধৃত করিয়া কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জনের সম্বন্ধে কথা উল্লেখ করেন। গান্ধীজী এইরূপ অভিমত ঘোষণা করেন যে, কায়িক শ্রমের ফলে মানসিক বৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত হইবে। তিনি আরও বলেন যে, পুরাকালে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ মানসিক ও কায়িক এই উভয় প্রকার শ্রমই সমানভাবে অনুশীলন করিয়া গিয়াছেন। পরিশেষে তিনি বলেন, "আর যদি তাঁহারা ঐরূপ শ্রম না করিয়া থাকেন, তথাপি কায়িক শ্রমরত হওয়া অবশ্য কর্তব্য।"

একেলা থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ

প্রসাদপুর ৭ই ফেব্রুয়ারী— মহাত্মা গান্ধী পুনরায় একেলা থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। বৈকালিক ভ্রমণ এবং গ্রাম পরিষ্কার সময়ে অনেক লোক তাঁহার সঙ্গে থাকেন। বিশেষতঃ বৈকালিক ভ্রমণের সময়ে কয়েকজন ব্যতীত আর কেহ তাঁহার অনুগমন করে। ইহা তিনি পছন্দ করেন না।

বাঙ্গলা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত তিনজন পুলিশ সর্বদা মহাত্মার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। সর্বদা মহাত্মাজীর পার্শ্বে থাকার জন্য তাহাদের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

— এ. পি

ধরমপুরে গান্ধীজী কৌতুকোদ্দীপক প্রশ্নের উত্তর দান

(স্টাফ রিপোর্টার প্রেরিত)

ধরমপুর (নোয়াখালি), ৬ই ফেব্রুয়ারী— এক ঘণ্টা দশ মিনিটের মধ্যে প্রায় ৩ মাইল পথ অতিক্রম

করিয়া গান্ধীজী অদ্য প্রাতে, ৮-৪৫ মিনিটের সময় ধরমপুরে পৌছান। ধরমপুরে প্রধানতঃ মুসলমানদেরই বাস। গ্রামটি শ্রীনগরের পশ্চিমে অবস্থিত। ধরমপুর যাত্রার পথে গান্ধীজী প্রায় ১২টি তোরণ অতিক্রম করেন। সেগুলি পত্রপুষ্পে সজ্জিত ছিল এবং "বাপুজী স্বাগতম্", "বন্দে মাতরম্", "জয় হিন্দ"; "হিন্দু-মুসলমান এক হউন" প্রভৃতি বাণীও তোরণগাত্রে লিখিত ছিল। গান্ধীজী ইংরেজীতে ওয়েলকাম (Welcome) লিখিয়া রাখিবার রীতি অনুমোদন করেন না। যাত্রার মধ্যে গান্ধীজী কেবলমাত্র আস্গর ভুইঞার গৃহেই কিছুক্ষণের জন্য থামেন। এখানে তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়। গান্ধীজীকে কয়েকটি লেবু দেওয়া হইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ ঐগুলি ক্রীড়ারত বালকদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেন।

গান্ধীজী শ্রীযুক্ত সারদা বৈদ্যের বাসভবনে অবস্থান করিতেছেন। নির্ঘণ্ট অনুযায়ী গান্ধীজী আগামীকল্য তাঁহার পরবর্তী গন্তব্যস্থল প্রসাদপুরে অবস্থান করিবেন।

মৌলবী আসগর ভুইঞার গৃহে মৌলবী সিকেন্দর ভুইঞা গান্ধীজীকে একটি চমৎকার প্রশ্ন করেন। গান্ধীজীকে দুই জাতীয় পত্রে পূর্ণ একটি পল্লব দেখাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করেন, —"বাপুজী, এই একই পল্লবে দুই প্রকারের পত্রের উদ্গম কিরূপে সম্ভব হইল?" উত্তরে গান্ধীজী স্মিতহাস্যসহকারে বলেন— "ঠিক ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমানদের মত এইরূপই ঘটিয়া থাকে।" সমবেত জনমণ্ডলী উচ্চহাস্য করিয়া উঠেন।

নোয়াখালির স্বাস্থ্য সম্পর্কে গান্ধীজীর উদ্বেগ

ধর্মপুর, ৬ই ফেব্রুয়ারী— মহাত্মা গান্ধী অদ্য প্রার্থনার পরে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটির মেডিক্যাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এই অঞ্চলের অস্বাস্থ্যকর অবস্থা দেখিয়া আমাকে ঐ সম্পর্কে কিছু বলিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমি বরাবরই পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যকর অবস্থার পক্ষপাতী। এই সম্পর্কে আমি বৃটিশদের নিকট হইতে অনেক শিক্ষালাভ করিয়াছি। নোয়াখালিতে একই পুকুরে বস্ত্র পরিষ্কার করা হয় এবং সেখান হইতে পানীয় জলও সংগ্রহ করা হয়। উহা খুবই খারাপ। সর্বত্র থু থু ফেলিয়া রাস্তা গুলি এবং ফুটপাথগুলি নোংরা করা হয়। ইহার জন্যই ভারতবর্ষে এত রোগের প্রাদুর্ভাব।

যত শীঘ্র নোয়াখালিবাসীরা পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে শিক্ষালাভ করে, তাঁহাদের পক্ষে ততই মঙ্গল।

— এ. পি

নোয়াখালি না যাইতে সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের অনুরোধ

ধর্মপুর, ৬ই ফেব্রুয়ারী— অদ্য প্রার্থনার শেষে এক বক্তৃতায় মহাত্মা গান্ধী সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের নোয়াখালি জেলায় না যাইতে উপদেশ দেন। উহাতে তাঁহারা অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিবেন। উক্ত অর্থ তাঁহারা নোয়াখালি সাহায্য ভাণ্ডার বা হরিজন তহবিলে দান করিতে পারেন। — এ. পি

গ্রামাঞ্চলে পুনর্বসতি আরম্ভ

(ষ্টাফ রিপোর্টার কর্তৃক প্রেরিত)

শ্রীনগর (নোয়াখালী), ৫ই ফেব্রুয়ারী— নোয়াখালীর গ্রামাঞ্চলে পুনর্বসতির কাজ আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু এখানকার আবহাওয়া বিশেষ সুবিধাজনক নহে। সরকারী সাহায্যবিমুখতা এজন্য ততটা দায়ী নয়, যতটা দায়ী বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকজনের প্রতিকূল মনোভাব।

গান্ধীজীর উপস্থিতি হেতু সংখ্যালঘু নিঃস্ব লোকজনের মধ্যে আস্থার ভাব পুনরায় ফিরিয়া আসার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। কিন্তু গান্ধীজীও সকলকে হুঁসিয়ার করিয়া বলিয়াছেন যে, সব কিছু ঠিক হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে করিলে ভুল করা হইবে। সাহায্যদান কার্যে নিযুক্ত সেবাব্রতীরাও অনুরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন।

এক খবরে প্রকাশ, কংগ্রেস-বিরোধী ও সংখ্যালঘু-বিরোধী প্রচার বিশেষ সাফল্য সহকারে করা হইয়াছে। ইহার ফলে অপর সম্প্রদায়ের লোকজনের মনে উপদ্রুতদের সাহায্যার্থ আগত সেবাব্রতীদের প্রতি পর্যন্ত একটা অসংশোধনীয় বিরাগের ভাব গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে যেরূপ ধ্বংসলীলা সাধিত হইয়াছে, তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া গুণ্ডাদলের সমর্থকরা বিহারের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া থাকে। তাহারা সমস্ত দোষ এড়াইবার জন্য একটা পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে; কখনও কখনও তাহারা 'চ্যালেঞ্জের' মনোভাব লইয়া প্রশ্ন করে আবার কখনও বা নির্দোষিতার ভান করিয়া থাকে।

ইহা সত্ত্বেও আশা লোপ পায় নাই; দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কর্মীরা উহাকে আশ্রয় করিয়াই সেবায় রত আছেন।

নোয়াখলীতে একটি কেন্দ্র আছে; উহার কর্মীরা সন্নিহিত মুসলমানপ্রধান গ্রামে কাজ করিতেছেন। ঐ সব গ্রামের বৈশিষ্ট্য এই, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকজন এমন পরস্পর বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বসবাস করে যে, তাহারা নিজেরাই যেন স্বতন্ত্র গ্রাম গড়িয়া তুলিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এক একটি বৃত্তি অবলম্বনকারী লোকজন এক স্থানে বাস করে। কোন কোন গ্রামে বিশেষ বৃত্তিজীবীর লোক প্রাধান্য বিস্তার করিয়া আছে; পক্ষান্তরে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের লোকরা প্রধানতঃ চাষ আবাদ করিয়া থাকে। সংখ্যালঘুদের উপর নানাভাবে নির্যাতন করা হইয়াছে; ইহাতে সাধারণের নিরাপত্তার ব্যাঘাত ঘটিতেছে। সেবাব্রতীরা আতঙ্কগ্রস্ত গ্রামবাসীদের গ্রামে আনয়ন করাইতে সমর্থ হইয়াছেন।

নোয়াখালী সেবাকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কুমারী বীণা দাস গান্ধীজীর নিকট এক বিবৃতি দাখিল করিয়াছেন। উহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, মুসলমানরা সাধারণতঃ দরিদ্র; তাহারা— হিন্দুদের জমি চাষ করিয়া থাকে। তাহাদের দারিদ্র্য ও সামাজিক রীতিনীতি উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পরিপন্থী; অধিকাংশ মুসলমানকেই অল্প বয়সে চাকুরীতে প্রবেশ করিতে হয় এবং অধিকাংশ মুসলমান মেয়েকে ছেলেবেলায় বিবাহ দেওয়া হয়। একত্র আলোচনা, সভাসমিতির অনুষ্ঠান ও খেলাধূলায় যোগদানের উপর তিনি জোর দিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের গ্রেপ্তার না করা পর্যন্ত শান্তি ও নিরাপত্তার ভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে না।

বিহারের সমস্যায় গান্ধীজীর আগ্রহ

পাটনা, ৫ই ফেব্রুয়ারী— বিহার গবর্ণমেণ্ট ও মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে যোগাযোগকারী শ্রীযদুবংশ সহায় এম. এল এ-র সহিত সাক্ষাৎকারকালে তিনি বলেন যে, মহাত্মা গান্ধী সাম্প্রদায়িক গোলযোগ হইতে বিহারের ঘটনাবলী সাগ্রহে লক্ষ্য করিতেছেন এবং প্রদেশের সমস্যা সম্পর্কে দৈনিক প্রচুর সময় ব্যয় করিয়া থাকেন। তিনি বিহার সরকারের সহিত অবিরত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। গান্ধীজী বিহারের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ও ব্যক্তিবিশেষের নিকট হইতে অভাব-অভিযোগপূর্ণ বহু পত্র পাইয়াছেন। তিনি বিহার সরকারের নিকট হইতে প্রকৃত খবর সংগ্রহ করিয়া ঐ সব ব্যাপারে স্বীয় মতামত জ্ঞাপনে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন।

— এ. পি

গান্ধী সন্দর্শনে শাহ নওয়াজের নোয়াখালি যাত্রা
(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত/টেলিফোনযোগ প্রাপ্ত)

চাঁদপুর, ৭ই ফেব্রুয়ারী— মেজর জেনারেল শাহ নওয়াজ গত ৬ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাতের জন্য নোয়াখালি যাইবার পথে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। অদ্য ৭ই ফেব্রুয়ারী রাতে তিনি প্রসাদপুর (নোয়াখালি) যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার সহিত শ্রীযুক্ত হরিদাস মিত্র ও শ্রীযুক্তা বেলা মিত্র আছেন।

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় চাঁদপুরে মেজর জেনারেল শাহ নওয়াজ উপস্থিত হইলে কয়েকজন আজাদ হিন্দু ফৌজের সদস্য, ছাত্র এবং কংগ্রেসকর্মী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে মেজর জেনারেল শাহ নওয়াজ বলেন যে, দেশের এই অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য মহাত্মা গান্ধী পরিভ্রমণ করিতেছেন এবং ইহা সম্ভব না হইলে, হিন্দুস্থান কিংবা পাকিস্থান কিছুই লাভ করা সম্ভব নয়। তিনি আরও বলেন যে, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় কোন সম্প্রদায়েরই লাভ নাই। ইহার ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদই লাভবান হইয়াছে। হিন্দু-মুসলমানের কর্তব্য হইতেছে, এই অন্তর্বিবাদ অবিলম্বে বন্ধ করিয়া নেতাজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতবর্ষ হইতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদের জন্য সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করা।

মেজর জেনারেল শাহ নওয়াজ বলেন যে, গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য তিনি নোয়াখালি যাইতেছেন।

৮ ফেব্রুয়ারি

কাল যে চিঠি লিখেছেন—

7-2-1947

Chi. Nirmal Babu,

I never succeeded in writing to you on your first personal letter. The second on B's relation with A now comes. I must undertake this second today. I sent your letter to A, you left it open for me to do so. My loyalty to him demanded that I should.

B has led you into doing an injustice to A. I discussed it with her. She saw the truth of it. A's love is wholly free from animal passion. I have called it poetic. It is not a perfect adjective but I can find no better. He loved once a girl with the same passion with which he loves B. In either case, it was philanthropic. The first came in a flash, the second took practically two years to discover. He thought he would give B the best of him in point of education. In his opinion both cases went wrong because of my initial aversion. In the first, I relented when as A thinks it was too late. In the second, it is almost too late. The first girl is married. He is entitled to hope till B is married elsewhere, if she is. So far as B knows herself, it is a sealed book. Now mark the beauty of it. A says so long as B does not change her

mind, she will be as sister or daughter to him and would never make any other advances to her. B believes this assurance, what she objects to is his shadowing her as she calls it.

If he does not get B as wife, he will never think of making love to another woman. He is too pure to think of any such thing. If you accept my analysis, you will render justice to A and lead B aright.

I do wish you could see that in non-violent conduct, whether individual or universal, there is an indissoluble connection between private, personal life and public. You may be as generous and charitable as you like in judging men, but you cannot overlook private deflections from the right conduct. If you are convinced about this proposition, you should pursue my connection with Manu and if you find a flaw, try to show it to me.

I have written in order to save your time and to let you think. But I shall welcome discussion, if you like it.

Asirbad,
Bapu.

বিভা মিত্র— মেদিনীপুরের বিপ্লবী বিনোদবিহারী দত্তের কন্যা। ছাত্রজীবনেই মহাত্মাজির প্রবর্তিত অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৩২ সালে বিপ্লবী শৈলেন্দ্রপ্রসাদ মিত্রের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

শারীরিক পরিশ্রমদ্বারা জীবিকার্জনই মানবের সেবা
নিঃস্বার্থ কর্তব্য নিষ্ঠার ফলে জগৎ উন্নত হইবে
প্রসাদপুরে গান্ধীজীর প্রার্থনোত্তর ভাষণ
(ষ্টাফ রিপোর্টার প্রেরিত)

নন্দীগ্রাম, ৮ই ফেব্রুয়ারী— গান্ধীজী তাঁহার প্রার্থনোত্তর ভাষণে শ্রমদ্বারা আহার্য সংগ্রহ সম্পর্কে বলেন, প্রত্যেকেই যদি স্বীয় পরিশ্রম দ্বারা জীবিকানির্বাহ করে, জগৎ স্বর্গে পরিণত হইবে।

উন্মুক্ত আকাশের নীচে এই প্রার্থনা সভা বসে। মেজর জেনারেল শাহ নওয়াজ, শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, কুমারচন্দ্র জানা, শ্রীযুত হরিদাস মিত্র এবং অন্যান্য অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্তা বেলা মিত্র ভজন গান করেন।

গান্ধীজী বলেন, ঝুঁকিদার ব্যবসায়ে যে অর্থোপার্জন হয়, তিনি তাহাকে সদুপায়ে অর্জিত অর্থ মনে করেন না। কাহারও পক্ষে কু-অভ্যাস ত্যাগ করাও যে অসম্ভব, তাহাও তিনি মনে করেন না। অসাধারণ প্রতিভা সম্পর্কে বিশেষ বিবেচনার কোন্ প্রয়োজন নাই। নিজের আহার্য সংগ্রহের জন্য প্রত্যেকেই যদি শারীরিক পরিশ্রম করেন, কবি, ডাক্তার এবং উকিল প্রভৃতি তাঁহাদের মনীষা মানবের সেবার কাজে লাগান, এই নিঃস্বার্থ কর্তব্যনিষ্ঠার ফলে তাঁহাদের সৃষ্টি আরও উন্নত হইবে।

গান্ধীজী বলেনঃতিনি খয়রাতি দান পছন্দ করেন না এবং বহু বৎসর যাবৎ শ্রম দ্বারা জীবিকার্জন সম্পর্কে প্রচার করিতেছেন। .

জিলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জামান সাহেব গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, তাঁহারা আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্যদান সম্পর্কে তাঁহার মতামত জানিতে চাহিয়াছেন। কচুরীপানা অপসারণ, রাস্তা মেরামত, পল্লী পুনর্গঠন প্রভৃতি কার্য তাঁহারা ইতিপূর্বেই স্থির করিয়াছেন। যাঁহারা এই সমস্ত কার্যের কিছু করিবেন, তাঁহারাই রেশন পাইবেন। গান্ধীজী বলেন, এই পরিকল্পনা তিনি পছন্দ করেন। কিন্তু যেহেতু তিনি বাস্তবমুখী আদর্শবাদী সেহেতু তিনি আশ্রয়প্রার্থীদের অসুবিধায় ফেলিতে চান না। আশ্রয়প্রার্থীদের সম্মুখে নানা প্রকার কার্য থাকিবে। তাহাদিগকে নোটিশ দেওয়া হইবে যে, একমাসের মধ্যে যদি তাহারা ইহার মধ্যে কোন গ্রহণযোগ্য কাজের প্রস্তাব না করে এবং শরীর সুস্থ থাকা সত্ত্বেও যদি পরিশ্রম করিতে সম্মত না হয়, আশ্রয়প্রার্থীদের তাঁহারা বলিয়া দিবেন যে নোটিশের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে তাহাদের আর সাহায্য করা সম্ভব হইবে না।

তিনি আশ্রয়প্রার্থীদের ও বন্ধুবান্ধবদের গবর্ণমেণ্টের এই পরিকল্পনায় সহযোগিতা করিতে বলেন। কোন শারীরিক পরিশ্রম না করিয়া নিয়মিত খাদ্য আশা করা যে কোন নাগরিকের পক্ষে অন্যায়।

লোকজনদের তিনি বাড়ীঘর ত্যাগ করিবার পরামর্শ দিবেন না। যে কোন অবস্থার মধ্যে যদি একজন হিন্দুও নিজেকে নিরাপদ মনে করেন, ইহা তাহার নিকট ভাল মনে হয় এবং তিনি আশা করেন যে, মুসলমানগণ তাহার নিরাপত্তা রক্ষা করিবেন। সকলে নিজ নিজ মতে ভগবানের সেবা করুন ইহাই তিনি চান।

নন্দীগ্রামে গান্ধীজী

নন্দীগ্রাম, ৮ই ফেব্রুয়ারী— মহাত্মা গান্ধী অদ্য, সকাল ৮-৪৫ মিনিটে নন্দীগ্রাম পৌছিয়াছেন। সকাল ৭-৩০ মিনিটে তিনি প্রসাদপুর ত্যাগ করিয়া এক ঘণ্টা ১৫ মিনিটে তিন মাইল অতিক্রম করেন। প্রসাদপুর হইতে নন্দীগ্রামের দূরত্ব দেড় মাইল, কিন্তু স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকগণ গান্ধীজীকে এক বাঁকা পথে লইয়া যান। মেজর জেনারেল শাহ নওয়াজ গান্ধীজীর সঙ্গে ছিলেন। নন্দীগ্রামের শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র নাগ গান্ধীজীকে লইয়া যাইবার জন্য প্রত্যুষে প্রসাদপুর আসেন।

গান্ধীজীর পল্লী পরিক্রমার দ্বিতীয় পর্যায়ে নন্দীগ্রাম চতুর্থ গ্রাম। আগামীকল্য তিনি বিজয়নগর যাইবেন। সেখানে তিনি ৯ এবং ১০ ফেব্রুয়ারী এই দুই দিন থাকিবেন।

নন্দীগ্রামে মেজর জেনারেল শাহ নওয়াজ

নন্দীগ্রাম, ৮ই ফেব্রুয়ারী— মেজর জেনারেল শাহ নওয়াজ শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রসাদপুর পৌছেন এবং শনিবার সকালে গান্ধীজীর সঙ্গে নন্দীগ্রাম আসেন। তিনি নোয়াখালিতে থাকিয়া গান্ধীজীর নির্দেশ মত দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি স্থাপনের কার্য করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। — এ. পি

কলিকাতায় ভারতের ঐক্য বোর্ডের সম্পাদক গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে আগমন

কলিকাতা, ৮ই ফেব্রুয়ারী— মহাত্মাজীর পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ শেষ হইলে তাঁহাকে বিহার পরিদর্শন করিবার জন্য অনুরোধ করিবার উদ্দেশ্যে ভারতের ঐক্য বোর্ড উহার সম্পাদক শ্রীযুত বাসুদেব প্রসাদকে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে নোয়াখালি পাঠাইয়াছেন। উক্ত বোর্ডের প্রধান কার্যালয় পাটনায় অবস্থিত।

শ্রীযুত প্রসাদ মহাত্মাজীর শিবিরে যাইবার পথে অদ্য কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন। তিনি বলেন যে, বিহারে পুনর্বসতি সমস্যার সকল দিকই তিনি গান্ধীজীকে জানাইবেন।

রবিবার প্রাতে শ্রীযুত বাসুদেব প্রসাদ গান্ধী শিবিরে যাইবার পথে সোনাইমুড়ি যাত্রা করিবেন।

৯ ফেব্রুয়ারি

বেলা— বেলা মিত্র (১৯২০-৩১ জুলাই ১৯৫২)। পিতা সুরেশচন্দ্র বসু। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ভ্রাতুষ্পুত্রী। ১৯৩৬ সালে যশোহরের হরিদাস মিত্রের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস ত্যাগ করার পর যে বিরোধী সম্মেলনের আয়োজন করেন বেলা সেখানে নারীবাহিনী গঠনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বহির্ভারত থেকে নেতাজীর দেশোদ্ধারের চেষ্টাকে সফল করতে এই দম্পতিও সে কাজে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৪৫-এর ২১ জুন আজাদ হিন্দ ফৌজের সদস্যদের সঙ্গে স্বামী হরিদাস মিত্রের ফাঁসির হুকুম রদ করার জন্য গান্ধিজির কাছে পুনায় যান এবং গান্ধিজির চেষ্টায় প্রাণদণ্ড রদ হয়। ১৯৪৭ সালে 'ঝাঁসির রানি' সেবাদল গঠন করে নোয়াখালির দুর্গতদের মধ্যে ত্রাণের ব্যবস্থা করেন। স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিম বাংলায় উদ্বাস্তুদের সেবার কাজ ও পুনর্বাসনের পরিশ্রমে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। বালি ও ডানকুনির মধ্যে অভয়নগরে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত কয়েকটি উদ্বাস্তু পরিবারের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। বেলানগর নামে ১৯৫৮ সালে এখানে একটি রেলওয়ে স্টেশন হয়। এটিই ছিল কোনও মহিলার নামে উৎসর্গ করা প্রথম ভারতীয় রেল স্টেশন।

হরিদাস মিত্র— ১৯১৪ সালে জন্ম। পিতা যোগেন্দ্রনাথ মিত্র। যশোহরে পিতৃপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয়ে হরিদাসের শিক্ষা শুরু। স্কুল জীবনেই গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনে যোগদান। এম. এ এবং আইন পাশ করে রাজনীতির জীবনে প্রবেশ। আজাদহিন্দ ফৌজ স্থাপিত হলে বহু গুরুত্বপূর্ণ গোপন কাজের ভার তাঁর উপর অর্পিত হয়। ১৯৪৫-এর ২৫ জুন ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক আজাদহিন্দ ফৌজের সদস্যদের সঙ্গে তাঁরও ফাঁসির আদেশ হয়েছিল। নেতাজীর ভ্রাতুষ্পুত্রী বেলা দেবী তাঁর স্ত্রী। বেলা দেবী গান্ধিজির মাধ্যমে ফাঁসির হুকুমরদ করান। উত্তর পর্বে এই দম্পতি গান্ধি আদর্শ অনুযায়ী সমাজ সেবায় ব্রতী হন। নোয়াখালির দুর্যোগের দিনে তাঁরা দাঙ্গাপীড়িতদের মধ্যে পুনর্বাসনের কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

১৯৫৭ সালে হরিদাস মিত্র রেকর্ড ভোটে জয়ী হয়ে বিধানসভার সদস্য হন। ১৯৬৭-তে তিনি বিধানসভার ডেপুটি স্পিকারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

অশোকা— অশোকা গুপ্ত বিশিষ্ট সমাজ সেবিকা। স্বামী শৈবালকুমার গুপ্ত, আই. সি. এস। ছেচল্লিশের দাঙ্গায় বিচলিত এই মানুষটি কারও নির্দেশ বা অনুরোধের অপেক্ষায় না থেকে শিশু পুত্র ও কন্যাকে নিয়ে আই. সি. এস-এর বিলাসবহুল সংসার ছেড়ে দুর্গত মানুষদের মধ্যে এসে দাঁড়ান। ১৯৪৬ সালের ২০ অক্টোবর তিনি কয়েকজনের সঙ্গে রিলিফের কাজ শুরু করেন। তাঁর *নোয়াখালির দুর্যোগের দিনে*গ্রন্থ এই সময়ের এক মূল্যবান দলিল। তাঁর নব্বই উত্তীর্ণা মানবদরদি মনটি আজও যে কোনও সামাজিক প্রয়োজনে সমানভাবে সক্রিয়।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

বিজয়নগর গ্রামে মহাত্মাজী
দুইদিন পর হামচাদি যাওয়ার ব্যবস্থা
(ষ্টাফ রিপোর্টার কর্তৃক টেলিফোনযোগে প্রেরিত)

বিজয়নগর (নোয়াখালি), ৯ই ফেব্রুয়ারী— নন্দীগ্রাম হইতে নির্দিষ্ট সময়ে যাত্রা করিয়া গান্ধীজী বেলা ৯ ঘটিকায় বিজয়নগরে পৌঁছেন। দেড় ঘণ্টার মধ্যেই তিনি এই পথ অতিক্রম করেন। পথিমধ্যে তিনি মাত্র এক জায়গায় থামেন। রসিদপুর গ্রামে শ্রীযুত বসন্ত মজুমদারের বাসভবনে গান্ধীজী কিছুক্ষণের জন্য থামিয়াছিলেন। বিজয়নগরে শ্রীযুত যোগেশ মজুমদারের গৃহে পর পর ২ দিন অবস্থান করিবেন।

নির্ঘণ্ট অনুযায়ী গান্ধীজী অতঃপর হামচাদি গ্রাম পরিদর্শন করিবেন।

মেঃ জেঃ শা'নওয়াজ

মেজর জেনারেল শা'নওয়াজ, শ্রীযুক্ত হরিদাস মিত্র ও শ্রীযুক্ত বেলা মিত্র গান্ধীজীর সঙ্গে বিজয়নগর পর্যন্ত যান। তাঁহারা অদ্য কলিকাতা যাত্রা করিবেন।

বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দীর অনুমতি পাওয়া গেলে মেঃ জেঃ শা'নওয়াজ সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করার জন্য পুনরায় নোয়াখালি আসিবেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ গতকল্য কলিকাতা হইতে নন্দীগ্রামে পৌঁছেন। গান্ধীজীর সহিত তাঁর ২ ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা চলে। ঐ দিনই তিনি কলিকাতা রওনা হইয়া যান।

বাঙ্গলা কংগ্রেস সম্বন্ধে আলোচনা

বিজয়নগর (নোয়াখালি), ৯ই ফেব্রুয়ারী— শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ গান্ধীজীর সহিত বাঙ্গলা কংগ্রেসের সংগঠন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেন। প্রকাশ, বাঙ্গলার কংগ্রেসী দল বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে কিরূপ নীতি অবলম্বন করিয়া চলিবে তৎসম্পর্কে শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাত্মাজীর উপদেশ প্রার্থনা করেন। — এ. পি

"আমি আপনাদের হৃদয় চাই"
জনৈক মুসলমান ভদ্রলোকের বাড়ীতে গান্ধীজীর উক্তি

নন্দীগ্রাম, ৮ই ফেব্রুয়ারী : প্রসাদপুর গ্রামের জনৈক মুসলমান ভদ্রলোক মহাত্মা গান্ধীকে তাঁহার বাড়ীতে আমন্ত্রণ করেন। গতকল্য সন্ধ্যায় গান্ধীজী ঐ ভদ্রলোকের বাড়ীতে যাইয়া বলেন, "আমি আপনাদের হৃদয় ব্যতীত অন্য আর কিছুই চাই না।" ভদ্রলোকের সনির্বন্ধ অনুরোধে গান্ধীজী কয়েক মিনিট সেখানে উপবেশন করেন এবং তাহার পর বৈকালিক ভ্রমণে বাহির হন। এই ভ্রমণকালে তিনি মেজর জেনারেল শাহ নওয়াজ ও মিসেস্ বেলা মিত্রের সহিত আলাপ আলোচনা করেন। — ইউ. পি

অহিংস উপায়ে আত্মরক্ষায় অক্ষম হইলে অস্ত্রধারণ বিধেয়
দুর্বৃত্তের কবলে পতিত নারীর কর্তব্য সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী

আমেদাবাদ, ৯ই ফেব্রুয়ারী— মহাত্মা গন্ধী অদ্যকার হরিজনে "নারীর কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা" শীর্ষক এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন ঃ—

প্রশ্ন— কোন নারী দুর্বৃত্ত দ্বারা আক্রান্ত হইলে তাহার কর্তব্য কি? সে কি পলাইয়া আত্মরক্ষা করিবে, না বলপ্রয়োগপূর্বক বাধাদান করিবে? সে কি পলাইবার সব উপায় প্রস্তুত করিয়া রাখিবে, না অস্ত্র দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে প্রস্তুত হইবে?

উত্তর— আমার পক্ষে ইহার উত্তর খুব সহজ। আমি হিংসার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিতে পারি না। যদি সর্বোত্তম স্তরের সাহসিকতার পরিচয় দিতে হয়, তবে একমাত্র অহিংসার জন্যই প্রস্তুত হওয়া চলে। তবে কাপুরুষতা অপেক্ষা হিংসা সর্বদাই ভাল। সুতরাং আমি আপৎকালে পলায়নের সুযোগ প্রস্তুত করিয়া রাখিবার উপদেশ দিতে পারি না। কোন অহিংস ব্যক্তির নিকট আপৎকাল বলিয়া কিছু নাই। তিনি কেবল মর্যাদার সঙ্গে মৃত্যুবরণের জন্য প্রস্তুত হইতে পারেন। নারীই হউন পুরুষই হউন, তাঁহার যদি সাহায্যকারী কেহ নাও থাকে, তবুও তাঁহাকে মৃত্যুর উর্ধ্বে উঠিতে হইবে এবং মানুষের একমাত্র প্রকৃত সাহায্যকারী যিনি হইতে পারেন, তিনি ভগবান। আমি আর কিছু উপদেশ দিতে পারি না এবং যে উপদেশ আমি দিয়া থাকি তাহা কার্যে পালন করিবার জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি। যদি এমন কোন নারী থাকেন, যিনি দুর্বৃত্ত দ্বারা আক্রান্ত হইলে অস্ত্র বিনা আত্মরক্ষা করিতে অক্ষম, তবে তাঁহাকে অস্ত্র রাখিবার জন্য উপদেশ দিবার প্রয়োজন নাই। তিনি অস্ত্র রাখিবেন বৈকি। অস্ত্র রাখা উচিত কি অনুচিত, এ বিষয়ে বার বার জিজ্ঞাসা করা অনেকটা অন্যায়। লোককে স্বভাবতঃই আত্মনির্ভরশীলতা শিক্ষা করিতে হইবে। তাঁহারা যদি এই মূল শিক্ষাটি মনে রাখেন যে, অহিংসাই আত্মরক্ষার যথার্থ কার্যকরী উপায়, তবে তাঁহারা সেই অনুসারেই তাঁহাদের আচরণ গড়িয়া তুলিবেন। পৃথিবী নিজের অজ্ঞাতসারে হইলেও এই কার্যই করিতেছে। যে সাহস অহিংসাজাত নহে তাহা সর্বোচ্চ স্তরের সাহস নহে এবং এই সাহসের অভাবেই পৃথিবীকে আণবিক বোমা পর্যন্ত উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে। যাহারা ইহার মধ্যে হিংসার ব্যর্থতা দেখিতে পায় না, তাহারা স্বভাবতঃই সাধ্যমত অস্ত্রসজ্জিত হইবে। ভারতবর্ষে, আমার দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ফিরিয়া আসার পর হইতে প্রতিনিয়ত সচেতনভাবে অহিংসার অনুশীলন হইতেছে। তাহার ফলাফল আমরা দেখিয়াছি।

প্রশ্ন— কোন নারীকে আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষা আত্মহত্যা করার উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে কি?

উত্তর— এই প্রশ্নের একটি সুনির্দিষ্ট উত্তর দেওয়া আবশ্যক। নোয়াখালি যাত্রার প্রাক্কালে দিল্লীতে আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছি। কোন স্ত্রীলোকের আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষা মৃত্যুবরণ করা নিশ্চয়ই শ্রেয়ঃ। আমার জীবনাদর্শে আত্মসমর্পণের স্থান নাই। কিন্তু আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কি পদ্ধতিতে আত্মহত্যা করা উচিত। আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর দেই যে, ইহার উপায় নির্দেশ করা আমার কাজ নহে।

এরূপ অবস্থায় আমি এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই আত্মহত্যা অনুমোদন করিয়াছিলাম ও এখনও বিশ্বাস করি যে, প্রয়োজনানুরূপ সাহস যে নারীর আছে তিনিই আত্মহত্যা করিতে পারেন; তাঁহার মানসিক বল ও অভ্যন্তরীণ শুচিতা এরূপ হওয়া চাই যে, আততায়ীর হাত হইতে অস্ত্র খসিয়া পড়িবে; তাঁহার মনে এরূপ দৃঢ়তা থাকিবে যে, প্রয়োজন হইলে তিনি আত্মহত্যা করিতে প্রস্তুত। এই বিষয়টি আরও অধিক ব্যাখ্যা করা যায় না বলিয়া আমি এই বিষয়ে যুক্তিতর্ক প্রদর্শনে বিরত হই। ইহার জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণ আবশ্যক। আমি জানি ইহার অভাব আছে।

প্রশ্ন — যদি আত্মহত্যা কিম্বা আততায়ীকে হত্যার প্রশ্ন উঠে, তবে আপনি কোন্‌টি অনুমোদন করিবেন?

উত্তর — এরূপ ক্ষেত্রে আমি নিঃসন্দেহে প্রথমটিই অনুমোদন করিব।

খাঁটি কাজ কর্মীকে অমর করে
নোয়াখালীতে সেবাকার্যের প্রভাব সম্বন্ধে গান্ধীজীর অভিমত

নন্দীগ্রাম (নোয়াখালি), ৮ই রী— মহাত্মা গান্ধী অদ্য এখানে তাঁহার প্রার্থনান্তিক সভায় বলিয়াছেন

যে, এক সম্প্রদায়কে বয়কট করা অন্যায়; ইহা দ্বারা কোন সম্প্রদায়েরই হিত হইতে পারে না। তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে তাঁহার নিকটে আগত জনৈক বন্ধুর চারিটি প্রশ্নের উত্তর দেন।

প্রথম প্রশ্ন ছিল— "মুসলমানগণ হিন্দুদিগকে বয়কট করিতেছে। যে সমস্ত হিন্দুর তাঁহারা নিজেরা যে পরিমাণ জমি চাষ করিতে সমর্থ তদপেক্ষা অধিক জমি আছে তাঁহারা গুরুতর অসুবিধায় পড়িয়াছেন; তাঁহাদের প্রতি আপনার উপদেশ কি? তাঁহারা নিজে লাঙ্গল ধরিলেও তাঁহাদের দখলীকৃত যে অতিরিক্ত জমি চাষ করিতে পারিবেন না, ঐ জমি সম্বন্ধে তাঁহারা কি করিবেন? মহাত্মা গান্ধী উত্তরে বলেন যে, তিনি বয়কটের সংবাদ শুনিয়াছেন এবং পূর্ববর্তী সভাগুলিতে এই বিষয়ে কিছু মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি আশা করেন এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি জানেন যে, বয়কট নোয়াখালিব্যাপী নহে; ইহা সম্ভবতঃ অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। পরিমাণ যাহাই হউক না কেন, তাঁহার বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, ইহা অন্যায় এবং ইহা বয়কটকারীর কোন হিত করিবে না, আর যাহাকে করা হয় তাহার ও কোন হিত করিতে পারিবে না। তিনি সম্ভবতঃ ৬০ বৎসর যাবৎ এই মত পোষণ করিতেছেন; কিন্তু এক অবস্থায় ইহা সম্ভবপর বলিয়া তাঁহার ধারণা। ঐ অবস্থা হইতেছে মুসলমানগণ যদি হিন্দুদিগকে তাহাদের শত্রু বলিয়া গণ্য করিয়া নোয়াখালিতে তাহাদের উপস্থিতি পরিহার করিতে ইচ্ছা করে। ইহার অর্থ এরূপ যুদ্ধ ঘোষণা করা, যাহা হইতে প্রত্যেক ভারতবাসী আতঙ্কের সহিত পশ্চাৎপদ হইবে। বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রগুলিতে তাঁহার অভিমত সুদৃঢ়। বয়কটকৃত হিন্দু অষ্ট্রেলিয়ানদের ন্যায় তাহার জমি পতিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখিবে কিংবা অতিরিক্ত জমি বিক্রয় করিয়া ফেলিবে। সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা এই যে নিজে যাহা ব্যবহারে লাগাইতে পারে তদপেক্ষা অধিক জমি কাহারও থাকা উচিত নহে। সমাজের এই আদর্শে উপনীত হইতে চেষ্টা করা উচিত।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল— আপনি গত তিনমাস যাবৎ এখানে কাজ করিতেছেন। হিন্দুদের মনোভাবের উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন হইয়াছে কি?

মহাত্মা গান্ধী বলেন যে, সংশ্লিষ্ট হিন্দুগণ এই প্রশ্নের সর্বাপেক্ষা ভাল উত্তর দিতে পারে। তিনি এই বিশ্বাস লইয়া আত্মস্তুতি করিতেছেন যে, হিন্দুগণ অন্ততঃ বর্তমান সময়ের জন্য তাহাদের ভীরুতা কতক পরিমাণে ত্যাগ করিয়াছে।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন যে, তিনি যথেষ্ট গর্বের সহিত ইহা বিশ্বাস করেন যে, নোয়াখালিতে তাঁহার উপস্থিতি কতিপয় মুসলমান বন্ধুকেও প্রভাবিত করিয়াছে।

চতুর্থ প্রশ্ন ছিল— কতিপয় কর্মী আপনার নির্দেশ অনুযায়ী গ্রাম উন্নয়ন কার্যে ব্যাপৃত আছে। স্থানীয় হিন্দু কিংবা মুসলমান অধিবাসীদের উপর তাঁহাদের কার্যের ফল কিরূপ হইয়াছে? আপনি যদি এখানে না থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রভাব কি বর্তমান সময়ের প্রভাবের সমান হইত? আপনার কর্মীদের বর্তমান প্রভাব কি স্থায়ী হইবে?

উত্তরে মহাত্মা গান্ধী বলেন যে, তিনি যদি অকপট এবং কথায় ও কাজে এক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার কার্য তাঁহার মৃত্যুর পরও বর্তমান থাকিতে বাধ্য। তিনি বিশ্বাস করেন যে, গোপন আচরণ ও প্রকাশ আচরণের মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকা চাই। সেইরূপ তাঁহার সহচরগণ যদি অকপটভাবে সেবার ভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হন অন্তরে ও বাহিরে অকপট হন এবং যে লঘু কুজ্ঝটিকা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, উহার কর্তৃত্বাধীন না হন তাহা হইলে তাঁহারা সমান উৎসাহের সহিত কাজ করিয়া যাইবেন, তাঁহাদের সম্মিলিত কার্য সময়ের সহিত বর্তমান থাকিবে। কর্মীর মৃত্যুর সহিত কখনও কোন ভাল কাজের বিলোপ হয় না; পরন্তু সমস্ত খাঁটি কাজ কর্মীর মৃত্যুর পর বর্তমান থাকিয়া তাঁহাকে অমর করে।

১০ ফেব্রুয়ারি

কমলা দাসগুপ্তা— ১৯০৭ সালে ঢাকা শহরে জন্ম। বেথুন কলেজে পড়ার সময় বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী দলের সঙ্গে যোগাযোগ। ১৯২৮-এ বি. এ. পাস করে ছাত্রী সংঘ-এর কর্মী ও ২৯ সালে বিপ্লবী যুগান্তর দলে যোগদান করেন। বিপ্লবীদের অস্ত্রাগারের ভাণ্ডারি ছিলেন। ১৯৩০-এর ডালহৌসি ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতার হয়ে তিন সপ্তাহের কারাবাস। ১৯৩২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে বীণা দাস গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে গুলি করলে সন্দেহক্রমে কমলা দাসগুপ্তকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৩৮-এ মুক্তি পেয়ে কংগ্রেসে যোগদান করেন। রাজনৈতিক পত্রিকা 'মন্দিরা' সম্পাদনার কাজ শুরু করেন এই সময়ে। ১৯৪১ সালে রাজ্য কংগ্রেসের মহিলা শাখার সম্পাদিকা হন। ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগ দিয়ে ১৯৪৫ পর্যন্ত কারাবন্দি। ছেচল্লিশের নোয়াখালি পুনর্বাসনে বিজয়নগর শিবির পরিচালনায় সুচেতা কৃপালনির সঙ্গী ছিলেন। *রক্তের অক্ষরে* ও *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী* তাঁর উল্লেখযোগ্য দুটি গ্রন্থ।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

গ্রামের প্রতি ইংরেজী শিক্ষিতদের অমার্জনীয় ঔদাসীন্য
দলগত রাজনীতির উর্ধ্বে থাকিয়া গ্রাম সেবার উপদেশ
বিজয়নগরে গান্ধীজীর প্রার্থনান্ত বক্তৃতা
(ষ্টাফ রিপোর্টার কর্তৃক প্রেরিত)

বিজয়নগর (নোয়াখালি), ১০ই ফেব্রুয়ারী— "আমাদের দেশের ইংরেজী শিক্ষিতদের কথা স্মরণ করা যাউক। সহরবাসী নরনারীরা ভারতের গ্রামগুলির প্রতি অমার্জনীয় ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়াছেন, অথচ গ্রামই আমাদের মেরুদণ্ড। আমাদিগকে ধৈর্যের সহিত এই ঔদাসীন্য স্মরণ করিতে হইবে।"— গান্ধীজী গতকল্য সন্ধ্যায় তাঁহার প্রার্থনান্ত ভাষণে নোয়াখালির গ্রামাঞ্চলে সেবারত কর্মীদের চারিটি প্রশ্নের একটির উত্তরে এই কথাগুলি জানান। গান্ধীজী মৌনব্রত পালন করিতেছিলেন বলিয়া তাঁহার লিখিত বক্তৃতা পাঠ করিয়া শোনান হয়। গান্ধীজী অদ্য অপরাহ্নে মৌনব্রত ভঙ্গ করিবেন।

অধ্যাপক নির্মল বসু গান্ধীজীর লিখিত উত্তরগুলি পাঠ করেন। গান্ধীজী তাঁহার বক্তৃতায় বলেন— "সহরের মত গ্রামগুলিতেও যে দল-উপদল দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষের পক্ষে তাহা পরিতাপের বিষয়। যখন দলগত রাজনীতি গ্রামগুলির উপকার সাধন অপেক্ষা নিজেদের দলগত শক্তিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গ্রামে প্রবেশ করে, তখন তাহা গ্রামের উন্নতির সহায়ক হইতে দূরে থাকুক, বরং অন্তরায়স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। আমার বক্তব্য এই যে, ফলাফলের প্রতি দৃকপাত না করিয়া আমাদিগকে যথাসম্ভব স্থানীয় সাহায্য লইতেই হইবে এবং আমরা যদি দলগত রাজনীতির উর্ধ্বে থাকি, তবে আমাদের বিপথগামী হইবার সম্ভাবনা নাই। আমি এমন একটিও গ্রামে যাই নাই, যেখানে একজনও সৎ কর্মী নাই। আমরা নিরভিমান হইতে পারি না বলিয়াই গ্রাম্য লোকদের মধ্যে আমরা গুণবান লোক দেখিতে পাই না। আমাদিগকে অবশ্যই স্থানীয় রাজনীতি এড়াইয়া চলিতে হইবে। আমরা যখন সমস্ত দলের নিকট হইতে সাহায্য লইতে পারিব, তখনই দলগত রাজনীতি পরিহারের শিক্ষা লাভ করিতে পারিব। গ্রাম্য লোকদিগকে এড়াইয়া যাওয়া আমি সাফল্যের পক্ষে মারাত্মক বলিয়া মনে করি। ইহা খুব শক্ত জানিয়াই আমি কড়াকড়িভাবে এক এক গ্রামে এক এক কর্মীর ব্যবস্থা করিয়াছি। কেবলমাত্র কর্মীরা যেখানে বাংলা জানেন না, সেখানে সাহায্য করিবার জন্য একজন

দোভাষী লইবার নির্দেশ দিয়াছি। আমি বলিতে পারি যে, এই নিয়মে এ পর্যন্ত বেশ সুফল পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং আপনারা যে সুবিধার কথা বলিয়াছেন,— তাহা আমি গ্রহণ করিতে পারি না। আমি আরও বলিতে চাই যে, তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্তে আসিবার একটি বদ অভ্যাস আপনাদের আছে। আপনারা বলিয়াছেন যে, একাকী একজনের কাজ বাহিরের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে এবং বাহিরের সাহায্য বন্ধ হইলে কাজও বন্ধ হইয়া যায়। আমি বলিতে চাই যে, স্থানীয় কর্মীদের সাহায্যে কাজ করিবার চেষ্টা করিয়া একটিমাত্র গ্রামে কয়েক বৎসরের কাজের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও এই প্রকার স্থির সিদ্ধান্তে আসা উচিত নয় যে, স্থানীয় কর্মীদের লইয়া কোন কাজ হয় না। আমি এখন প্রধানকর্মীকে এই সুস্পষ্ট নির্দেশ দিতে পারি, "আপনারা যদি বাহিরের কোন সাহায্য থাকিয়া থাকে, তবে তাহা বর্জন করুন। স্থানীয় সাহায্য যাহা সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহা লইয়া সাহসের সহিত বুদ্ধির সহিত একাকী কাজ করিয়া যান। যদি আপনি কৃতকার্য না হইতে পারেন, তবে একমাত্র নিজেকে ব্যতীত আর কাহাকেও, আর কিছুকেও দোষ দিবেন না।"

গান্ধীজী প্রথম যে প্রশ্নের উত্তর দেন, তাহা সেই সকল কর্মীদের সম্পর্কে যাঁহারা কিছুদিন পর ক্ষমতাপ্রিয় হইয়া পড়েন। গান্ধীজী বলেন,— "এই অভিজ্ঞতা একা কেবল আপনাদের নহে, প্রায় সর্বত্রই এরূপ দৃষ্ট হয়। ক্ষমতাপ্রিয় লোকের ক্ষমতালিপ্সা একমাত্র তখনই দূর হয়, যখন সে মারা যায়। সুতরাং সহকর্মীদের পক্ষে এরূপ লোককে আয়ত্তে রাখা খুবই কষ্টকর হয়, অবশ্য তাহাদেরও যদি ঐ একই মানবীয় দুর্বলতার বশবর্তী থাকিবার সম্ভাবনা না থাকে। পৃথিবীতে তাহাদের এমন একটিও প্রতিষ্ঠানের কথা জানা চাই যাহা সম্পূর্ণ অহিংস। তাহারা যতক্ষণ না এরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের কথা জানিতে পারিবে, ততক্ষণ আমরা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক কোন প্রতিষ্ঠানের কথা জানি বলিয়া দাবী করিতে পারিব না; কারণ সম্যক অহিংসা ছাড়াও যে সম্যক গণতন্ত্র সম্ভব, ইহাও সুনিশ্চিতরূপে প্রমাণ করা যাইতে পারে। অসহযোগ হিংসা হইতে বাধা না হইলেও প্রায়ই হিংসা হইয়া থাকে কি না, এ সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন করা যাইতে পারে। যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা হইতে আমি বলিতে পারি যে, অহিংস অসহযোগ সফল হইবেই এবং সম্পূর্ণ না হইলেও অন্ততঃ আংশিক অহিংস অসহযোগ করিয়াও কোন প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। এই দুইটি ত্রুটির জন্য অসহযোগ ব্যর্থ হইয়াছে, 'হরিজন' ও 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'র এরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে। এই সকল অসহযোগে অহিংসা হয় আংশিক ছিল, নতুবা একেবারেই ছিল না। আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় ইহাও লক্ষ্য করিয়াছি যে, অপরে উচ্চাভিলাষী বলিয়া যাহারা নালিশ করিয়াছে, তাহারা নিজেরাও কম উচ্চাভিলাষী নহে। এক্ষেত্রে কে উচ্চাভিলাষী এবং কে নহে, তাহা স্থির করিতে যাওয়া এবং অর্ধ ডজন ও ৬-এর মধ্যে পার্থক্য করিতে যাওয়াও একই কথা।"

গান্ধীজী কর্মীদিগকে নোয়াখালিতে খাদি কার্য আরম্ভ করিয়া স্থানীয় লোক ও স্থানীয় অর্থে সমগ্র ব্যাপারটি ক্রমে ক্রমে গড়িয়া তুলিতে বলেন।

চতুর্থ প্রশ্ন ছিল, যে সকল কৃষক ও ভূম্যধিকারী মুসলমান শ্রমিকদের দ্বারা জমি চাষ করাইতেন, তাঁহাদের সম্পর্কে। তাঁহাদের চাষের যন্ত্রপাতি, বলদ লুণ্ঠিত হওয়ায় ও মুসলমান শ্রমিক না পাওয়ায় তাঁহারা মরিচ তিল ও সরিষা লিজের ফসল হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। গান্ধীজী বলেন, — "ইহা সত্য হইলে পরিতাপের বিষয়। জমি কেবলমাত্র ভূম্যধিকারীর জন্য নহে, রাষ্ট্রের জন্যও চাষ করা কর্তব্য। কারণ ফসল সম্পর্কে ভূম্যধিকারী অপেক্ষা গবর্ণমেন্টের উদ্বেগ বেশী বা বেশী হওয়া উচিত। সুতরাং জমির মালিকরা কর্তৃপক্ষের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবেন এবং সমস্ত জমি চাষ হয় কি না গবর্ণমেন্ট তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। জমির মালিক হিন্দু হউক বা মুসলমান হউক, মুসলমান শ্রমিকদিগকে জমি চাষ করিতে বলা ও উৎসাহিত করা গবর্ণমেন্টের কর্তব্য। শ্রমিকরা যাহাতে উপযুক্ত মজুরী পায়, গবর্ণমেন্টকে তাহাও নিশ্চয়ই দেখিতে হইবে। এজন্য মজুরীর হার বাঁধিয়া দেওয়া উচিত।

ডাঃ বিধান রায়ের নিকট গান্ধীজীর চিঠি
(স্টাফ রিপোর্টার প্রেরিত)

চাঁদপুর, ১০ই ফেব্রুয়ারী— বেঙ্গল মেডিক্যাল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী গত সপ্তাহে নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জিলায় দাঙ্গাবিধ্বস্ত কয়েকটি অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি কমিটির পক্ষ হইতে প্রসাদপুরে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত আর অধিক দিন কমিটির চিকিৎসা বিষয়ক সেবাকার্য চালাইবার অসুবিধা সমূহ তাঁহার গোচরীভূত করেন।

মহাত্মা গান্ধী অধ্যাপক চক্রবর্তীর মারফৎ উক্ত কমিটির প্রেসিডেন্ট ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নিকট স্বহস্তে লিখিত নিম্নলিখিত চিঠি পাঠাইয়াছেন ঃ—

"আমি বিস্মিত হইয়াছি যে, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ন্যায় সঙ্গতিসম্পন্ন একজন ডাক্তার মনে করেন যে, সরকারী সাহায্য ব্যতীত বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ অনির্দিষ্টকাল চালাইতে পারা যায় না। তিনি নিশ্চয়ই জানেন, ইংলণ্ডের ন্যায় এখানেও এইরূপ বহু প্রতিষ্ঠান সরকারী সাহায্য ব্যতীত পরিচালিত হয়।"

১১ ফেব্রুয়ারি

কল্যাণী দত্ত— এম. এ পড়ার পরই কমলা দাশগুপ্তার সঙ্গে নোয়াখালিতে পনুর্বাসনের কাজে যোগ দেন। অশোকা গুপ্ত-র *নোয়াখালির দুর্যোগের দিনে*গ্রন্থে তাঁর নোয়াখালির সেই দিনগুলির কথা ধরা আছে।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

মন্ত্রীমিশনের পরিকল্পনায় বাধ্যতামূলক কিছু নাই
আসাম মণ্ডলী গঠনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলে কেহ তাহাকে বাধ্য করিতে পারে না
বিজয়নগরে প্রার্থনান্তিক সভায় মহাত্মা গান্ধীর ভাষণ
(ষ্টাফ রিপোর্টার কর্তৃক প্রেরিত)

হামচাঁদি (নোয়াখালি), ১১ই ফেব্রুয়ারী— মহাত্মা গান্ধী অদ্য সকাল ৯-১৫ মিনিটে হামচাঁদি পৌঁছিয়াছেন। বিজয়নগর হইতে হামচাঁদি পৌঁছিতে তাঁহার ১ ঘণ্টা ১০ মিনিট লাগিয়াছিল। এখানে তিনি শ্রীযুত জিতেন্দ্রকিশোর চৌধুরীর ভস্মীভূত গৃহে অবস্থান করিতেছেন। গান্ধীজী আগামীকল্য কাফিলাতলি গ্রাম পরিদর্শন করিবেন।

বিজয়নগর হইতে হামচাঁদি আসার পথে তাঁহাকে প্রধানতঃ মুসলমান অধ্যুষিত গ্রাম অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়। কতিপত দুর্বত্ত গান্ধীজীর পরিক্রমা পথ আবর্জনাপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল।

অগ্রগামী কর্মী দল বিশেষ তৎপরতার সহিত পথটি পরিষ্কার করেন।

হামচাঁদি আসার পথে গান্ধীজী একমাত্র শশিভূষণ সাহার গৃহে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াছিলেন। এই গৃহটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হইয়াছে এবং বাড়ীর কোন কোন লোক সবেমাত্র প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

ভৃত্যের ন্যায় সেবা করিতে আসিয়াছি
বিজয়নগরে প্রার্থনার শেষে গান্ধীজীর উক্তি

বিজয়নগর (নোয়াখালি), ১১ই ফেব্রুয়ারী— মন্ত্রী মিশনের দু'মুখো নীতিই কংগ্রেস ও লীগের এবং পরিশেষে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে গোলযোগের মূল কারণ বলিয়া অভিহিত কবা হইলে মহাত্মা গান্ধী— তাঁহার প্রার্থনা শেষে বক্তৃতায় বলেন যে, তিনি মন্ত্রীমিশনকে দুমুখো নীতির দোষে দোষী করিতে পারেন না।

তিনি বলেন যে, মন্ত্রীমিশন সরলভাবে তাঁহাদের বিবেচনা অনুযায়ী সমস্যা সমাধানের উপায় বলিয়া দিয়াছেন। ঘোষণাপত্রের বিশেষত্ব হইতেছে এই যে, ইহার মধ্যে বাধ্যতামূলক কিছু নাই। যে দল, ইহা গ্রহণ করিবে সেই দলের পক্ষে ইহা বাধ্যতামূলক, কিন্তু যে কোন দল ইহা গ্রহণ নাও করিতে পারে। সুতরাং পূর্বে আসাম এবং পশ্চিমে বেলুচিস্থান যদি মণ্ডলী গঠন সংক্রান্ত প্রস্তাব গ্রহণ না করে তবে মন্ত্রীমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী পৃথিবীর কোন শক্তিই তাহাদের বাধ্য করিতে পারে না।

সর্বশেষে মহাত্মা গান্ধী বলেন যে, যদি ধরিয়াই লওয়া যায় যে, মন্ত্রীমিশনের ঘোষণা একটি ফন্দী মাত্র তবে কংগ্রেস ও লীগ ইহাতে জড়াইয়া পড়িল কেন? কয়েকজন মুসলমান তাঁহাকে প্রশ্ন করে যে, পূর্ববঙ্গে তাঁহার দীর্ঘ উপস্থিতির জন্য ভারত ও পৃথিবীর দৃষ্টি অনাবশ্যকভাবে নোয়াখালির উপর পড়িয়াছে এবং ইহাতে জনসাধারণ মনে করিতেছে যে, এখনও এখানে অনেক ঘটনা ঘটিতেছে অথচ কিছুদিন যাবৎ মুসলমানদের দ্বারা কোনরূপ অপ্রিয় কার্যই সংঘটিত হয় নাই। মহাত্মা গান্ধী উত্তরে বলেন যে, কোন নিরপেক্ষ সমালোচকই এইরূপ ক্ষতিকর ধারণা করিতে পারে না।

মহাত্মা গান্ধী আরও বলেন যে, তিনি ভৃত্যের ন্যায় সেবা করিবার জন্যই নোয়াখালিতে আছেন।

হিন্দু ও মুসলমানেরা যদি তাহাদের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে তবে তাঁহার নোয়াখালিতে অবস্থানের কোন আবশ্যকতা নাই, কিন্তু তিনি দুঃখিত যে, যে সমস্ত প্রমাণ তিনি পাইয়াছেন তাহাতে সেরূপ কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় নাই।

১২ ফেব্রুয়ারি

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

হিন্দু ধর্মকে টিকিয়া থাকিতে হইলে জাতিভেদ প্রথার বিলোপ প্রয়োজন
বৃটিশ শক্তির অপসারণের পরে সামাজিক অসাম্য দূর হইবে
প্রার্থনান্তিক ভাষণে মহাত্মা গান্ধীর অভিমত

কাফিলাতলী (নোয়াখালী), ১২ই ফেব্রুয়ারী— অদ্য মহাত্মা গান্ধী তাঁহার প্রার্থনান্তিক ভাষণে বলেন যে, হিন্দুধর্মকে টিকিয়া থাকিতে হইলে জাতিভেদ প্রথা তুলিয়া দিতে হইবে। তিনি যে কোন্ জাতির অন্তর্গত, একথা তিনি বহুকাল পূর্বে বিস্মৃত হইয়াছেন। সুতরাং তিনি নিজেকে ভাঙ্গী বলিয়া অভিহিত করিতে ও তদনুযায়ী কাজ করিতে আনন্দবোধ করিয়া থাকেন। তিনি কোনরূপ বিভেদনীতিতে বিশ্বাসী নহেন।

গতকাল আসাম প্রদেশের কাছাড় জেলা হইতে আগত এক মণিপুরী প্রতিনিধিদল গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যে অভিযোগ করেন, অদ্য তাঁহার প্রার্থনান্ত ভাষণে মহাত্মা গান্ধী উহার উল্লেখ করিয়া উপরোক্ত মন্তব্য করেন। প্রতিনিধিদল বলেন যে, আসামে দুই লক্ষ মণিপুরী বাস করে; এই হেতু তাঁহারা আসাম পরিষদে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে প্রতিনিধিত্বের দাবী জানান।

মহাত্মা গান্ধী বলেন যে, ৪৫ বৎসর পূর্বে লণ্ডনে অধ্যয়নকালে তিনি মণিপুরীদের বীরত্বকাহিনী শুনিতে পান। মণিপুরী প্রতিনিধিদল তাঁহার নিকট অনুযোগ করন যে, আসামের বর্ণহিন্দুরা মণিপুরীদের নিজেদের অংশস্বরূপ বিবেচনা করিলেও তাহাদের স্বার্থের প্রতি অবহিত নহে; মণিপুরীদের একটি পৃথক ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য আছে বলিয়া দাবী করা হইয়াছে। প্রতিনিধিদল আরও অনুযোগ করিয়াছেন যে, অসমীয়া বর্ণহিন্দুরা

তাহাদের মধ্যে মণিপুরীদের উপস্থিতি শুধু সংখ্যাবৃদ্ধির সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করিতেছে। কিন্তু তাহারা মণিপুরীদের স্বার্থ সম্পর্কে অবহিত নয়। এরূপ অবস্থায় তাহাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কোনরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত বলিয়া তাঁহারা অভিমত প্রকাশ করেন।

মহাত্মা গান্ধী বলেন যে, হিন্দু ধর্মকে টিকিয়া থাকিতে হইলে জাতিভেদ প্রথার বিলোপ প্রয়োজন। বর্ণহিন্দু বলিতে যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন শ্রেণীকে মাত্র বুঝায় তাহা হইলে উহারা নগণ্য সংখ্যালঘু মাত্র। বৃটিশ শক্তির অপসারণ ঘটিবার এবং স্বাধীনতা অর্জিত হইবার পর উচ্চবর্ণের কোনরূপ অস্তিত্ব থাকিবে না। তিনি আশা করেন যে, সর্বপ্রকার অসাম্য অতীতের কাহিনীতে পরিণত হইবে। সেরূপ অবস্থায় নির্যাতিতগণ নিজেদের আত্মশক্তি ফিরিয়া পাইবে।

কাফিলাতলীতে গান্ধীজী

(ষ্টাফ রিপোর্টার কর্তৃক প্রেরিত)

কাফিলাতলী (নোয়াখালী), ফেব্রুয়ারী— হামচাঁদি গ্রামে রেডক্রশ সাহায্য ও পুনর্বসতি কেন্দ্রে একবার মাত্র থামিয়া গান্ধীজী আজ সকাল সোয়া আটটায় প্রায় দুই মাইল পথ অতিক্রম করেন ও কাফিলাতলীতে পৌঁছেন। তিনি শ্রীযুত হরমোহন সাহার বাসভবনে অবস্থান করিতেছেন।

গান্ধীজীর পরবর্তী লক্ষ্যস্থল পূর্ব কেরোয়া; তিনি আগামী কাল উক্ত গ্রামে পৌঁছিবেন। কাফিলাতলী গ্রামে প্রবেশ করার সময় একদল কীর্তনীয়া গান্ধীজীকে সম্বর্ধনা জানায়; তাহারা খোল ও করতাল সংযোগে রামনাম কীর্তন করিতেছিল। হামচাঁদির রেডক্রশ কেন্দ্রে উপস্থিত হইবার পূর্বে গান্ধীজীর দলের লোকজন সারাপথ বাঙ্গলা ভজন গান করিতেছিল। গান্ধীজীর পরিক্রমার দ্বিতীয় পর্যায়ে কাফিলাতলী সপ্তম গ্রাম। গান্ধীজী গত বছর অক্টোবর মাসে রেডক্রশের সেবাকার্য পরিদর্শন করেন। উক্ত সমিতি সম্প্রতি নোয়াখালি ও ত্রিপুরার ফ্রেণ্ডস সার্ভিস ইউনিট ও আমেরিকার মিউনোয়াইট সেন্ট্রাল কমিটির সহযোগিতায় কাজ করিতেছে।

"আমি বাঙ্গালী বনিয়া গিয়াছি"
জনৈক দর্শনপ্রার্থীর নিকট গান্ধীজীর উক্তি

হামচাঁদি, ১১ই ফেব্রুয়ারী— গতকাল জনৈক দর্শনপ্রার্থীর নিকট গান্ধীজী বলেন, "অধুনা আমি বাঙ্গালী বনিয়া গিয়াছি এবং আমি বাঙ্গলা ভাষা লিখিতেছি ও পড়িতেছি।" তিনি বিশেষ আগ্রহ সহকারে দৈনিক বাঙ্গলা পড়িতেছেন। তিনি পঠন পাঠনে চমৎকার উন্নতি করিয়াছেন এবং সম্প্রতি একটু আধটু বাঙ্গলা বলিতে পারেন। সম্প্রতি তিনি রবীন্দ্রনাথের বাঙ্গলা কবিতা পাঠ করিতেছেন।

হস্তাক্ষর প্রত্যাশীদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। গান্ধীজী প্রায় প্রতিদিন হস্তাক্ষর সহি দিতেছেন। তিনি অধিকাংশ সইই বাঙ্গলায় করিতেছেন। গতকাল তিনি ক্যানারী ভাষা এবং আজ সকালে তামিলে স্বাক্ষর করেন।

শ্রমিকরাই জমির মালিক
প্রার্থনান্তিক সভায় গান্ধীজীর উক্তি

(ষ্টাফ রিপোর্টার প্রেরিত)

কাফিলাতলী, ১২ই ফেব্রুয়ারী— গতকল্য প্রার্থনান্তিকসভায় বক্তৃতাকালে শ্রীযুক্তা অশোকা দেবীর

প্রশ্নের উত্তরদান প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী বলেন, "এমন এক সময় আসিতেছে, যখন রাষ্ট্রই প্রত্যেকটি জমির মালিক হইবে। একথার অর্থ এই যে, শ্রমিকরাই ভূমির মালিকানা লাভ করিবেন।"

হামচাঁদি স্কুল প্রাঙ্গণে এই সভা হয়। গত পরশু বিজয়নগর প্রার্থনা সভায় যে সকল প্রশ্ন করা হইয়াছিল, গান্ধীজী অদ্য সেগুলির জবাব দেন।

লক্ষ্মীপুর রিলিফ ও পুনর্বসতি কেন্দ্রের ভার শ্রীযুক্তা অশোকা দেবীর হাতে রহিয়াছে।

প্রশ্নকর্ত্রী তাঁহার দ্বিতীয় প্রশ্নে একটি বিলের কথা উল্লেখ করেন। এই বিলে ফসলের উপর জমির মালিকের অংশ অর্ধেক হইতে হ্রাস করিয়া এক-তৃতীয়াংশ করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। বর্গাপ্রথায় হিন্দু মালিকদের নিকট হইতে জমি লইবার যে আগ্রহ মুসলমান কৃষকদের রহিয়াছে, প্রসঙ্গতঃ তিনি তাহাও উল্লেখ করেন।

ইহার উত্তরে গান্ধীজী বলেন, মৃত্যুর পূর্বেই মৃতবৎ আচরণ করা অসঙ্গত। বিলটি আইনে পরিণত হওয়া পর্যন্ত প্রতীক্ষা করিতেই আমি চাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ফসলের উপর মালিকের অংশ অর্ধেক হইতে হ্রাস করিয়া এক-তৃতীয়াংশ নির্দিষ্ট করার যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, উহা সানন্দে গ্রহণের জন্যই আমি পরামর্শ দিব। ইহাকে সাম্প্রদায়িক ব্যাপার মনে করা উচিত হইবে না। হইতে পারে, নোয়াখালিতে জমির মালিকরা সকলেই হিন্দু। কিন্তু আইন যদি খাঁটি হয়, তবে উহাতে কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি হইল, সে প্রশ্ন উঠে না।

মুসলমানেরা বলপ্রয়োগে জমি দখল করিতেছে, এই অভিযোগ যদি সত্য হয়, তবে উহাকে সমর্থন করা যায় না। এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট অভিযোগ আসা প্রয়োজন— সুস্পষ্ট অভিযোগ পাওয়া গেলে যে প্রতীকার করা হইবে, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। জনসাধারণের নির্বাচিত কোন গবর্ণমেন্টই বলপ্রয়োগে দখল করার নীতি সমর্থন করিতে পারেন না।

হাঙ্গামার দরুণ মালিকের অনুপস্থিতির কালে যদি কোন মুসলমান চাষী জমি চাষ করিয়া থাকে তবে সে কেবল চাষের দরুণ মজুরীই দাবী করিতে পারে। বাস্তবিক বিপন্ন প্রতিবেশীর জন্যই যদি সে জমি চাষ করিয়া থাকে, তবে সে প্রতিবেশীরূপে কর্তব্যই পালন করিয়াছে এবং উহাতে পারিশ্রমিক দিবার কথাও উঠে না। অন্যায়ভাবে জমি দখলের সংবাদ কর্তৃপক্ষকে জ্ঞাপন করিয়া প্রতিকারের প্রার্থনা জ্ঞাপন করা উচিত। প্রথম প্রশ্নটি সম্পর্কে তিনি আবার বলেন, স্বেচ্ছায় শ্রমিকবৃত্তি গ্রহণের যে পরামর্শ আমি দেশের নরনারীকে এতদিন দিয়া আসিয়াছি, এখনও উহা আমি সমর্থন করি। আদর্শ সমাজের জন্য আমি সর্বজনগ্রাহ্য প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছি। বর্তমান ক্ষেত্রে প্রয়োজনের খাতিরেও উহা মানিয়া লইতে হয়। কেননা শ্রমিকদের অধিকাংশই মুসলমান এবং তাহাদিগকে কাজে পাওয়াও যাইতেছে না।"

গান্ধীজী আরও বলেন, যুবকদের শিক্ষা এবং বৃদ্ধ ও রুগ্ন ব্যক্তিদের ভরণপোষণের প্রশ্ন ওঠা উচিত নহে। যুবকরা নিজ নিজ গৃহেই শিক্ষালাভ করিবেন। যাহারা স্বেচ্ছায় শ্রম করিবেন, তাঁহারা বৃদ্ধ ও অক্ষম ব্যক্তিদের ভরণপোষণের দিকে লক্ষ্য রাখিবেন। আমি অবশ্য একথাই বলিতে চাহি যে, যুবকদের শিক্ষা ও বৃদ্ধদের ভরণপোষণ রাষ্ট্রেরই কর্তব্য। একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, মালিকরা বিনামূল্যেই জমি ছাড়িয়া দিবেন, এমন কথা আমি বলি নাই। উপযুক্ত মূল্য পাইলেই তাহারা উহা বিক্রী করিবেন— অন্যথায় উহা দখলে রাখিয়া অনাবাদী রাখিবেন। উহাতে কাহারও অপকার করা হইবে না।

কারিগরদিগকে পুনর্বসতির জন্য যে সাহায্য দেওয়া হইতেছে এবং কৃষকদিগকে শতকরা সোয়া ছয় টাকা সুদে যে ঋণ দেওয়া হইতেছে, সে সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরদান প্রসঙ্গে গান্ধীজী বলেন কৃষকদের পক্ষে বিনা সুদে ও সহজ কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য ঋণ পাওয়া প্রয়োজন। ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘরবাড়ী পুনর্নির্মাণের জন্য প্রদত্ত সাহায্য ইহার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত হইবে না।

গান্ধীজী বলেন,— পূর্বোক্ত ব্যবস্থাগুলি পুনর্বসতি সাহায্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া আমি মনে করি না। সরকারী কর্মচারীদের সহিত আলোচনার ফলে আমার মনে এই ধারণা হইয়াছিল যে, শতকরা চার আনা সুদ ছাড়া এ সকল কৃষিঋণের আর কোনও সুদ নেওয়া হইবে না। তাহাদের রেশন বন্ধ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে অনশনে থাকিতে বাধ্য করা হইবে এ আশঙ্কাও আমার হয় নাই।

গুজবে বিশ্বাস করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। আমি সম্পূর্ণ বিপরীত সংবাদই পাইয়াছি।

১৩ ফেব্রুয়ারি

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

স্বাধীন ভারতে সকলেই বন্ধুভাবে বাস করিবে
সেখানে লক্ষপতিও থাকিবে না, দীনদরিদ্রও থাকিবে না
কাফিলাতলীতে প্রার্থনান্তিক সভায় মহাত্মাজীর ভাষণ
(ষ্টাফ রিপোর্টার প্রেরিত)

পূর্বকেরোয়া (নোয়াখালি), ১৩ই ফেব্রুয়ারী— গতকল্য এক প্রাইমারী স্কুল প্রাঙ্গণে প্রার্থনার পর বক্তৃতা প্রসঙ্গে গান্ধীজী বলেন, "আমি যে স্বাধীন ভারতের কল্পনা করি, তাহাতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সকল ভারতবাসী পরস্পরের প্রতি প্রকৃত বন্ধুভাবে বাস করিবে। সেখানে কেহ লক্ষপতিও থাকিবে না, আবার দীনদরিদ্রও কেহ থাকিবে না। সমস্ত রাষ্ট্রের অধিকারে থাকিবে। কারণ রাষ্ট্রে সকলেরই সমান অধিকার থাকিবে।" এই স্বপ্ন সফল করিবার কাজে মৃত্যু বরণ করাই তিনি শ্রেয়ঃ জ্ঞান করেন। গৃহযুদ্ধে ছিন্নভিন্ন ভারতবর্ষ দেখিবার জন্য তিনি বাঁচিয়া থাকিতে চাহেন না।

গান্ধীজীকে কেবল দুইটি মাত্র প্রশ্ন করা হইয়াছিল। তপশীলী জাতির যে প্রতিনিধি দল মহাত্মাজীর উপদেশ গ্রহণের নিমিত্ত আসিয়াছিল, তাহাদের সম্পর্কে একটি প্রশ্ন করা হয়। তপশীলী জাতির প্রতিনিধিরা নিজেদের তথাকথিত বর্ণহিন্দুর সমমর্যাদায় উন্নীত করিতে চাহেন। উপযুক্ত স্থানে কারখানা স্থাপন করিয়া নোয়াখালির হিন্দু অধিবাসীদিগকে কেন্দ্রীভূত করা সম্বন্ধে যে আলোচনা চলিতেছে সেই সম্পর্কে দ্বিতীয় প্রশ্ন করা হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব দান প্রসঙ্গে গান্ধীজী জোরের সহিত বলেন যে, নোয়াখালির হিন্দুদের নোয়াখালি জেলায় কোন বিশেষ কেন্দ্রে বাস করা এবং তাহাদের কাজ করিবার জন্য কারখানা তৈয়ার করা কোনমতেই কর্তব্য নয়। কুটীর শিল্প সম্পর্কে তাঁহার যে মত উহা ছাড়া হিন্দুদের জন্য তিনি পৃথক বাসস্থান ও কারখানার কথা কল্পনা করিতেও পারেন না। ইহার ফলেই ভারতের সর্বত্র বিষাক্ত পাকিস্থানের পত্তন হইবে। ভারতের কোথায়ও তিনি এই পরিকল্পনা অনুমোদন করিতে পারেন না। ইহার ফলে নিজেদের মধ্যে সংগ্রাম শুরু হইবে। স্বাধীনতা লাভের পথ ইহা নয়। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক পৃথক বাসস্থানের পরিকল্পনাই তিনি অনুমোদন করেন না।

প্রথম প্রশ্নের জবাব দান প্রসঙ্গে গান্ধীজী বলেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে অস্পৃশ্যতা যখন বিদূরিত হইবে, তখন আর কোন পৃথক পৃথক জাতিই থাকিবে না। কিন্তু যতদিন জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত থাকিবে, ততদিন অস্পৃশ্যদের পক্ষে বর্ণহিন্দুতে পরিণত হওয়ার অভিলাষ থাকা স্বাভাবিক; কিন্তু তিনি তাহা অসম্ভব বলিয়াই মনে করেন। কারণ, এই প্রকারের কোন প্রচেষ্টার ফলে একদিকে বিভিন্ন বর্ণহিন্দু সম্প্রদায় ও অপর দিকে

অস্পৃশ্যদের মধ্যে সংগ্রাম হইবে। কিন্তু যখন জাতিভেদই থাকিবে না, তখন সবাই কেবলমাত্র হিন্দু বলিয়াই পরিচিত হইবে। অস্পৃশ্য সম্প্রদায়সমূহের প্রতি গান্ধীজীর বক্তব্য এই যে, তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে সমস্ত বৈষম্য দূর করিয়া হিন্দুধর্মের আচার প্রতিপালন করা কর্তব্য এবং নিজেদের জন্য পৃথক ব্যবস্থার দাবীতে কাজ না করিয়া যাহাতে বিশাল হিন্দুসমাজ-সমুদ্রে নিজেদের মিশাইয়া দিতে পারেন, তাহার জন্যই চেষ্টা করা কর্তব্য। "আজাদ হিন্দুস্থান" লাভের ইহাই একমাত্র উপায়।

তাঁহারা অস্পৃশ্যতা বর্জন করিয়াছেন বলিয়া যখন বর্ণহিন্দুরা ঘোষণা করেন, তখন উহা যেন কপট না হয়। সত্যি সত্যি তাঁহাদিগকে দেখাইতে হইবে যে, অস্পৃশ্যরা যে কাজ করে, তাহার যে কোন বৃত্তি তাঁহারাও করিতে সক্ষম এবং প্রস্তুত। এইভাবে ভাঙ্গীর কাজ করিবার জন্যও তাঁহাদের প্রস্তুত হওয়া উচিত। যাহাতে স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিচ্ছন্নভাবে এই কাজ করা যায়, সেই ব্যবস্থা করিবার জন্যই গান্ধীজী কেবল জোর দেন। ইউরোপে তিনি ভাঙ্গীদিগকে সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্নভাবে মানুষের মলমূত্র সরাইতে দেখিয়াছেন। তাহাদিগকে বেতের ঝুরি দেওয়া হয়। ইহার মধ্যে তাহারা মলমূত্রের ভাণ্ড বহিয়া লইয়া যায়। এইভাবে কাজ করিলে অস্পৃশ্যরাও অন্যান্যদের সঙ্গে একই বাড়ীতে বাস করিতে পারিবে এবং অন্যান্যদের সমান সুবিধাও ভোগ করিতে পারিবে।

পূর্বকেরোয়ায় মহাত্মাজী

অদ্য প্রাতে গান্ধীজী ৪৫ মিনিটে দুই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া কাফিলাতলী হইতে বেলা ৮-১০ মিনিটের সময় পূর্ব-কেরোরায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। বরাবরের চাইতে আজ ৫ মিনিট পূর্বে তিনি যাত্রা করেন।

এখানে গান্ধীজী শ্রীযুত নকুল সাহার বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। গান্ধীজীর ভ্রমণতালিকায় ইহার পরবর্তী গ্রাম হইল পশ্চিম-কেরোয়া। এই গ্রাম হইতে উহার দূরত্ব এক মাইলেরও কিছু বেশী।

কাফিলাতলী হইতে পূর্ব-কেরোয়া পর্যন্ত সমস্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বেই জাতীয় পতাকা চিহ্নিত ব্যাজ পরিহিত স্বেচ্ছাসেবকগণ দণ্ডায়মান ছিলেন এবং গান্ধীজী চলিয়া যাইবার সময় তাঁহারা তাঁহাকে নীরবে অভিনন্দন জানাইয়াছেন। কিন্তু ইহা ছাড়াও তাঁহাদিগকে আর একটা অতিরিক্ত কাজ করিতে হইয়াছে। বিশেষভাবে গান্ধীজীর ভ্রমণের নিমিত্ত যে সমস্ত পুল ও রাস্তা নির্মাণ করা হইয়াছে, স্বেচ্ছাসেবকদিগকে ঐগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইয়াছে। কিছুদিন যাবৎ দুর্বৃত্তেরা বার বার ঐ সমস্ত রাস্তার উপর মলত্যাগ করিতেছে এবং পুল ভাঙ্গিয়া দিতেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে গান্ধীজীর ভ্রমণের পূর্বে একটি পুলই কমপক্ষে দুইবার মেরামত করিতে হইয়াছে। যাহারা গান্ধীজীর ভ্রমণ-তালিকা পছন্দ করে না, তাহারাই এই সমস্ত কাজ করিতেছে বলিয়া সন্দেহ হয়। অহিংস স্বেচ্ছাসেবকগণ অসীম ধৈর্য ও ক্ষিপ্রতা সহকারে এই দুষ্কার্যের প্রতিকার করিতেছেন।

পূর্ব-কেরোয়া বেশ বড় গ্রাম। গ্রামটি মুসলমানপ্রধান। ইহা রায়পুরা থানার অধীন।

রেডক্রস কর্মীদের সহিত গান্ধীজীর কথোপকথন

কাফিলাতলী, ১২ই ফেব্রুয়ারী— মহাত্মা গান্ধী অদ্য তাঁহার বাসস্থান হইতে এক মাইল দূরে এক মাদ্রাসার সম্মুখে প্রার্থনার অনুষ্ঠান করেন। ঐ স্থানে প্রার্থনা করার জন্য তিনি এক মুসলমান ভদ্রলোক কর্তৃক বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। প্রার্থনা সভায় রেড-ক্রসের হামচাঁদিস্থিত সেবাকেন্দ্রের লোকগণ উপস্থিত ছিলেন।

তাঁহারা প্রার্থনার পর গান্ধীজীর সান্ধ্য ভ্রমণের সময় তাহার সহিত কথাবার্তা বলেন। ভারতীয় রেডক্রসের বাঙ্গলা শাখার মিঃ আবদুল খালেক ও শ্রীযুক্ত যামিনী সরকার এবং আমেরিকান মেনোনাইট সোসাইটির মিঃ উইলিয়াম ইয়োডার তাঁহাদের এই অঞ্চলের কার্যের বিবরণ গান্ধীজীকে জানান। তাঁহাদের কেন্দ্রের কার্য আমেরিকান ও ইংরাজগণ ব্যতীতও হিন্দু ও মুসলমানগণ কর্তৃক পরিচালিত হয় জানিয়া গান্ধীজী আনন্দ প্রকাশ করেন।

বাঁশের সাঁকোগুলি ভগ্ন

গান্ধীজীর কাফিলাতলী হইতে পূর্ব-কেরোয়া গ্রামে যাওয়ার পথে যে সমস্ত বাঁশের সাঁকো ছিল, তৎসমুদয় রাত্রিতে ভগ্ন অবস্থায় দেখা যায়। শেষ রাত্রিতে স্বেচ্ছাসেবকগণ ঐ সমদয় পুনর্নির্মাণ করেন।

গোপীনাথপুর যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ

গান্ধীজী তাঁহার বক্তৃতার প্রথমে তাঁহার গোপীনাথপুর যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগের, এবং পথের দূরত্ব সম্বন্ধে অযথার্থ উক্তি করা রূপ অসাধুতার উল্লেখ করেন। তাঁহাকে গোপীনাথপুরে লইয়া যাওয়ার উদ্যোক্তাগণ তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন যে, ঐ গ্রাম বেশী দূরে নহে; কিন্তু বাস্তব পক্ষে উহা ভিন্ন রূপ প্রতিপন্ন হওয়ায় গান্ধীজী তাঁহাদিগকে অযথার্থ উক্তির জন্য তিরস্কার করেন। তিনি রাস্তায় নাক ঝাড়ার নোংরা অভ্যাসেরও নিন্দা করেন।

সঠিক ও যথাযথ উক্তির আবশ্যকতা

বিজয়নগর, ১০ই ফেব্রুয়ারী— মহাত্মা গান্ধী অদ্য এখানে তাঁহার বক্তৃতায় লোকের সঠিক ও যথাযথ উক্তির আবশ্যকতা বিবৃত করেন। তিনি বলেন যে, তাঁহাকে গোপীনাথপুরে যাইতে অনুরোধ করিয়া নিশ্চিতভাবে বলা হয় যে, ঐ গ্রাম বিজয়নগর হইতে অনধিক দেড় মাইল দূরে। তিনি চলিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু তাঁহার বোধ হইল গোপীনাথপুর দৃষ্টিপথ হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। অবশেষে ৪৫ মিনিট হাঁটিবার পর তিনি যদি অবসন্ন হইয়া না পড়েন, তাহা হইলে, তাঁহার আর অগ্রসর হওয়া উচিত নহে। সুতরাং তিনি প্রত্যাবর্তন করেন। উহাতে তাঁহার পুরা ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট সময় লাগে। এতক্ষণ হাঁটা তাঁহার পক্ষে অত্যধিক ক্লান্তিজনক। তিনি বলেন, ভবিষ্যতে যাঁহারা তাঁহাকে কোন স্থানে হাঁটিয়া যাইতে আমন্ত্রণ করিবেন, তাঁহারা যেন ঐ স্থানে ধীরে সুস্থে হাঁটিয়া যাইতে কত সময় লাগে তাহা নির্ণয় করেন। তিনি গোপীনাথপুরের হিন্দু ও মুসলমানদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

— এ. পি

বিহার হাঙ্গামা সম্পর্কে তদন্ত কমিশন নিয়োগের সিদ্ধান্ত
নোয়াখালি হাঙ্গামার সহিত যুক্ত তদন্তের প্রভাবে বাঙ্গলা সরকারের নীরবতা
বিহার ব্যবস্থা পরিষদে প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণা

পাটনা, ১৩ই ফেব্রুয়ারী— বিহার মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব সম্পর্কে গতকল্যকার বিতর্কের উত্তরদানকালে প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সিংহ অদ্য পরিষদে ঘোষণা করেন যে, বিহারে সম্প্রতি যে হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে, তৎসম্বন্ধে বিহার গবর্ণমেন্ট একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, নোয়াখালি ও বিহার হাঙ্গামা সম্পর্কে তদন্তের জন্য পণ্ডিত নেহরু একটি যুক্ত কমিশনের প্রস্তাব

করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে মতামত জানাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া বাঙ্গলা সরকারের নিকট একটি পত্র প্রেরিত হইয়াছিল; কিন্তু এ পর্যন্ত তাহার কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই। সেইহেতু বিহার গবর্ণমেণ্টকে একটি পৃথক কমিশন নিয়োগ করিতে হইবে।

অনাস্থা প্রস্তাবের আলোচনা আজ শেষ হয় নাই— কালও চলিবে।

বিহার ব্যবস্থা পরিষদে অনাস্থা প্রস্তাব

(পাটনা অফিস হইতে)

পাটনা, ১২ই ফেব্রুয়ারী— অদ্য বিহার ব্যবস্থা পরিষদে মুসলিম লীগ দল বিহার মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করেন। অদ্য বিতর্ক শেষ হয় নাই। আগামীকল্য পুনরায় বিতর্ক হইবে এবং ভোট গ্রহণ করা হইবে।

মুসলিম লীগ দলের পক্ষ হইতে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া মিঃ মহম্মদ ইসমাইল বলেন, বিহারের দাঙ্গাহাঙ্গামাকালে গবর্ণমেন্ট যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। বিহারে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের ধারণা হইয়াছে যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে তাহারা যে কোন উপায়ে অপদস্থ করিতে পারেন। মিঃ ইসমাইল বলেন, বিহারের ঘটনা সম্পর্কে আমরা নিরপেক্ষ তদন্তের দাবী জানাইতেছি। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের উপর পাইকারী জরিমানা ধার্য করা হউক, ইহাই আমাদের দ্বিতীয় দাবী। আমাদের তৃতীয় দাবী এই যে, আত্মরক্ষার জন্য মুসলমান অধিবাসীদিগকে অস্ত্র ব্যবহারের লাইসেন্স দেওয়া হউক।

মিঃ আমীন আমেদ কংগ্রেস মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিয়া বলেন, কংগ্রেস গবর্ণমেন্ট দাঙ্গাহাঙ্গামার সংবাদ প্রকাশিত হইবার সুযোগ দেন নাই— এমনকি অল ইণ্ডিয়া রেডিওর উপরও তাহারা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

বাঙ্গলা সরকার নোয়াখালিতে ২০ হাজার লোক গ্রেপ্তার করিয়াছেন, কিন্তু এখানে এ পর্যন্ত মাত্র ১৪ শত লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

লীগ দলের ডেপুটী লীডার মিঃ লতিফুর রহমান বলেন, দলগত রাজনীতির উর্ধ্বে উঠিয়া নিরপেক্ষভাবে বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য আমি কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জানাইতেছি।

মিঃ ফুলনপ্রসাদ বর্মা (কংগ্রেস) বলেন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা যেখানেই ঘটুক না কেন, উহা নিন্দনীয় ব্যাপার। কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট প্রথম হইতেই দাঙ্গা-হাঙ্গামা দমনের চেষ্টা করিয়াছেন এবং একথাও ঠিক— নির্মমভাবে দাঙ্গাহাঙ্গামা দমন করিতে গিয়া তাঁহারা বহুলাংশে জনপ্রিয়তা হারাইয়াছেন। কিন্তু দাঙ্গা-হাঙ্গামার কারণ কি? বাঙ্গলার কয়েকটি জেলায় এখনও একশ্রেণীর লোক দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাইতেছে। মুসলিম লীগের অনুসৃত নীতির ফলেই দেশব্যাপী দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও হত্যাকণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বলপ্রয়োগে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার নীতি গৃহীত হওয়ায় পূর্ববঙ্গ ও নোয়াখালিতে ব্যাপকভাবে হিংসাত্মক কার্য চলিয়াছে। পূর্ববঙ্গের ঘটনাবলীর কথা অবগত হইয়া একশ্রেণীর লোক উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। মুসলিম লীগ যদি তাহাদের অনুসৃত নীতি ত্যাগ না করেন, তবে দেশে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইবে। এই নীতির ফলে কাহারও লাভ হইতেছে না— মুসলিম লীগের ত নহেই। উহাতে স্বাধীনতালাভে বিলম্ব ঘটিতেছে মাত্র। কংগ্রেস পাকিস্থান স্বীকার করিয়া লইবে না। লীগ যদি মনে করে যে, তাহারা বলপ্রয়োগে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা করিবে, তবে দেশে একটা মারাত্মক অবস্থা সৃষ্টি ছাড়া আর কোনই লাভ হইবে না।

মিঃ মজাহর ইমাম (লীগ) বলন, কংগ্রেস কর্মীরাই তাঁহাদের কার্যকলাপ দ্বারা পাকিস্থান সম্ভব করিয়া তুলিতেছেন,— যদিও তাঁহারা মুখে বলিতেছেন যে, তাঁহারা পাকিস্থান বিরোধী। মুসলিম লীগ পাকিস্থান অর্জন করিবেই।

বিতর্ক আজ শেষ হয় নাই। আগামীকল্য ভোট গ্রহণ করিয়া বিতর্ক শেষ করা হইবে।

১৪ ফেব্রুয়ারি

এ বাড়ীতে যত্ন— গান্ধিজি ও তাঁর সঙ্গীরা কবিরাজ বিপিনবিহারী দাসের বাড়ি ছিলেন।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে থাকিয়া সমস্যার বিচার করিতে হইবে
বাজেয়াপ্ত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিলে কিছু ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ
তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে মহাত্মাজী
(স্টাৰ্ফ রিপোর্টার প্রেরিত)

পশ্চিম কেরোয়া (নোয়াখালি), ১৪ই ফেব্রুয়ারী—"বাজেয়াপ্ত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিলে সামান্য কিছু ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। স্মরণ রাখিবেন বহু বৎসর যাবৎ এই ভারতবর্ষ বঞ্চিত হইয়া আসিতেছে" —জমির মালিককে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেকের পরিবর্তে এক-তৃতীয়াংশ প্রদানের প্রস্তাবে কেহ কেহ অতিরিক্ত উদ্বেগ প্রকাশ করায় মহাত্মা গান্ধী তাঁহাদের উদ্দেশে উপযুক্ত সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন।

গতকল্য অপরাহ্নে পূর্ব কেরোয়ায় শ্রীযুত গোবিন্দ পণ্ডিতের গৃহপ্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত প্রার্থনা সভায় গান্ধীজিকে ২টি প্রশ্ন করা হইলে উত্তরে গান্ধীজী ঐরূপ মন্তব্য করেন। ইতিপূর্বে অন্যান্য গ্রামে অনুষ্ঠিত সভাগুলির মত গতকল্যকার সন্ধ্যায় বেশি মুসলমান যোগদান করেন নাই। অতি অল্পসংখ্যক মুসলমানই এই দিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রকাশ, গান্ধীজীর পল্লী পরিক্রমার প্রতিবাদকল্পে তাঁহারা (মুসলমানগণ) সভার আয়োজন করিতেছেন। রাস্তায় মল ফেলিয়া রাখা এবং সেতুর ক্ষতিসাধন সংক্রান্ত অপকার্যগুলি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। তথাপি গতকল্য গান্ধীজীর সভায় বিরাট সমাবেশ হইয়াছিল।

তেভাগা আন্দোলন

তেভাগা আন্দোলন সম্বন্ধে গান্ধীজী বলেন যে, উক্ত আন্দোলনের নীতিসমূহ তিনি যেরূপ বুঝিয়াছেন, কেবলমাত্র তৎসম্বন্ধেই তিনি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

তিনি আরও বলেন যে, তিনি স্থানীয় অবস্থা অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই। অজ্ঞতা হেতু প্রশ্নটি বিচার করিতে যাইয়া অন্যায় করিয়া ফেলিবেন বলিয়া গান্ধীজী আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, জমির মালিকের সর্বনাশ আসন্ন নহে। তাঁহার জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া হইতেছে না। কেবলমাত্র তাঁহার প্রাপ্য অংশের পরিমাণ কমাইয়া অর্ধেকের পরিবর্তে এক-তৃতীয়াংশ করা হবে। এই প্রস্তাবে সর্বনাশের কোন সম্ভাবনা নিহিত আছে বলিয়া তিনি মনে করেন না। তিনি বলেন যে, তাঁহারা সম্ভবতঃ সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির দ্বারা অতিমাত্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে থাকিয়া প্রত্যেক সমস্যার গুণাগুণ বিচার করাই তাঁহাদের কর্তব্য। এইভাবে পরিচালিত হইলে কখনই তাঁহাদের ভুল হইবে না। সুতরাং জমির মালিককে দেয় অংশের হ্রাস সংক্রান্ত দাবীর মূলে যে নীতি রহিয়াছে, উহা গ্রহণ করাই কর্তব্য। নিখুঁতভাবে যাহাতে আইনের সংশোধন করা যাইতে পারে, গান্ধীজী তজন্য চেষ্টা করিতে বলেন এবং এই কার্যে তাঁহারা জয়যুক্ত হইবেন বলিয়া তিনি আশা ব্যক্ত করেন।

মহাত্মাজী বলেন, পর পর অনেক শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে; ভারতবর্ষের কৃষক এবং কারিগর দারিদ্র্যের চরম সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অহিংস উপায়ে যদি পরিবর্তন সাধন করা যায় তবে জমির উন্নতিসাধনের জন্য সমস্ত শ্রেণিই সচেষ্ট হইবে। ভবিষ্যৎকালে সমস্ত জমির মালিকানা স্বত্ব রাষ্ট্রের হাতে থাকিবে। কথিত আছে, সমস্ত জমির মালিক ভগবান। এই অবস্থায় বুদ্ধিবৃত্তি এবং শ্রমের অপচয়ের কোন আশঙ্কা নাই। সহিংস উপায়ে উহা সম্ভবপর নয়। সহিংস উপায়ে উক্ত পরিবর্তন ঘটানর অর্থ জমির মালিক এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করা।

মহাত্মাজী নারী শ্রমিকদের অবসর সময়ে সমবায় নীতি অনুসারে মাদুর বুনিয়া অর্থোপার্জনের উপদেশ দিয়াছেন। উহা উল্লেখ করিয়া প্রশ্নকর্তা মহাত্মাজীকে প্রশ্ন করেন যে, কৃষকের পক্ষেও উহা করা সম্ভবপর কি না?

উত্তরে গান্ধীজী বলেন, মাদুর বুননকারীদের অপেক্ষা কৃষকদের পক্ষে সমবায় নীতি অনেক প্রয়োজনীয়। জমির কর্তৃত্ব রাষ্ট্রের হাতে। অতএব সমবায় নীতিতে কার্য করিলে প্রচুর ফসল পাওয়া যাইবে। অহিংস উপায় দ্বারাই সকলকে একত্র করিতে হইবে। সহিংস উপায় দ্বারা কখনও সফলতা লাভ করা যায় না। ইহার ফলে জার্মাণীর কি দশা হইয়াছে উহা সকলেই জানেন।

উপসংহারে গান্ধীজী বলেন, সহিংস উপায়ে কখনও সমবায় সমিতি গঠিত হইলে ভারতের পক্ষে উহা দুর্দিন। উহাতে ব্যক্তিত্ব নষ্ট নয়।

পশ্চিমের কেরোয়ায় গান্ধীজী

পশ্চিম কেরোয়া (নোয়াখালি), ১৪ই ফেব্রুয়ারি— অদ্য প্রাতঃকাল ৮টা ১০ মিনিটের সময় গান্ধীজী ৪০ মিনিটে অনুমান দুই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া পূর্ব কেরোয়া হইতে পশ্চিম কেরোয়ায় পৌঁছিয়াছেন। এই সময় পূর্ব কেরোয়া হইতে পশ্চিম কেরোয়া পর্য্যন্ত পথিপার্শ্বে জাতীয় পতাকাধারী স্বেচ্ছাসেবকগণ সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন এবং গান্ধীজীর অনুগামী দলের ভজন গানে সমগ্র যাত্রাপথ মুখরিত হইয়াছিল। গান্ধীজী এইখানে কবিরাজ বিপিনবিহারী দাসের বাসভবনে অবস্থান করিতেছেন। আগামীকল্য গান্ধীজী রায়পুরায় যাইবেন। এইখানে তিনি একাদিক্রমে দুইদিন অবস্থান করিবেন।

কেরোয়া একটা গন্ডগ্রাম এবং ইহা পূর্ব ও পশ্চিম কেরোয়া দুইটি পল্লীতে বিভক্ত।

"আমি বাঙ্গলা দেশ ত্যাগ করিতে পারি না"

আমেদাবাদ, ১৪ই ফেব্রুয়ারী— আগামী এপ্রিল মাসে আমেদাবাদে যে সর্বধর্ম সম্মেলন হইবে তাহাতে সভাপতিত্ব করিবার জন্য হিন্দীতত্ত্বজ্ঞান প্রচার সমিতি মহাত্মা গান্ধীকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। উক্ত আমন্ত্রণের উত্তরে মহাত্মাজী জানাইয়াছেন ঃ "আমি এ স্থান (বাঙ্গলা) ত্যাগ করিতে পারি না। তা না হইলেও, আমি সভাপতিত্ব করিতে ইচ্ছা করি না।"

১৫ ফেব্রুয়ারি

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

অস্পৃশ্যতা দূর করিতে না পারিলে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইতে পারিবে না

পশ্চিম কেরোয়ায় প্রার্থনা সভায় মহাত্মাজীর ভাষণ

রায়পুর, ১৫ই ফেব্রুয়ারী— গতকল্য পশ্চিম কেরোয়ায় প্রার্থনা সভায় মহাত্মাজী শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট আবদুল্লা সুরাবর্দী সঙ্কলিত মহাপুরুষেব বাণী হইতে কয়েকটি অংশ পাঠ করার পরে তিনজন মুসলমান বন্ধু তাঁহাকে ভগবানের নিকট এই মর্মে প্রার্থনা করিতে বলেন যে, তিনি যেন হিন্দু-মুসলমানকে শান্তিতে পাশাপাশি বাস করায় সুমতি দেন।

সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে নিকট ব্যক্তি কে, মহাপুরুষ এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন, যিনি অধিককালে জীবিত থাকিয়া সৎকার্য করেন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। অসৎকার্য যে করে, সে সকলের চাইতে নিকৃষ্ট ব্যক্তি। ইহা কেবলমাত্র মুসলমানের সম্বন্ধে নয়, সকলের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

এই সময়ে একজন হিন্দু ভদ্রলোক প্রশ্ন করেন, অস্পৃশ্যতা কি ভাল? উত্তরে গান্ধীজী বলেন, আমি বরাবরই বলিয়া আসিতেছি যে, অস্পৃশ্যতা হিন্দুধর্মের কলঙ্কস্বরূপ। ঐ কলঙ্ক যতদিন থাকিবে, ততদিন ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে না। ব্রিটিশরা চলিয়া যাইবেই কিন্তু অস্পৃশ্যতা দূর না হইলে আমরা স্বাধীন হইব না।

১৬ ফেব্রুয়ারি

অনিল সেন— স্বেচ্ছাসেবী। অশোকা গুপ্ত-র *নোয়াখালির দুর্যোগের দিনে* গ্রন্থে এঁর পরিচয় আছে।

BPCC– Bengal Provincial Congress Comittee.

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত নেহরুর মধ্যে পত্র বিনিময়

নোয়াখালির পল্লীতে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

কলিকাতা, ১৬ই ফেব্রুয়ারী— প্রকাশ, মহাত্মা গান্ধী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নিকট এক গুরুত্বপূর্ণ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ অন্তর্বর্তী গবর্ণমেন্ট সম্পর্কেই পত্রখানা লিখিত হইয়াছে।

প্রকাশ, কংগ্রেসের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অন্তর্বর্তী গবর্ণমেন্টের সমস্যাটি মহাত্মা গান্ধীর গোচরীভূত করিয়াছেন। আরও প্রকাশ, মহাত্মা গান্ধী দুইখানা পত্র প্রেরণ করিয়াছেন— তন্মধ্যে একখানা পত্র পণ্ডিত নেহরুর নিকট লিখিত।

উভয় পত্রেরই বক্তব্য বিষয় "বিশেষ গোপনীয়।"

মনে হয়, শ্রীযুত সুধীর ঘোষের মারফৎই মহাত্মা গান্ধী পত্রখানা প্রেরণ করিয়াছেন। শ্রীযুত ঘোষ গত সপ্তাহের শেষভাগে বিমানযোগে কলিকাতা আগমন করেন এবং কলিকাতা হইতে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎকল্পে পশ্চিম কেরোয়া গমন করেন।

শ্রীযুত ঘোষ কংগ্রেসের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে একখানা পত্র লইয়া আসেন। এই পত্র অন্তর্বর্তী গবর্ণমেন্ট সম্পর্কেই লিখিত হইয়াছিল। পশ্চিম কেরোয়ায় (নোয়াখালি) উপস্থিতির অব্যবহিত পরেই তিনি মহাত্মা গান্ধীর সহিত রুদ্ধদ্বারকক্ষে আলোচনায় রত হন।

অপরাহ্নে তাঁহাদের মধ্যে আবার দীর্ঘ আলোচনা হয়। শ্রীযুত ঘোষ শুক্রবার রাত্রে নোয়াখালি হইতে দিল্লী যাত্রা করিয়াছেন।

— এ. পি

গৃহ হইতে বিতাড়ন কোন ধর্মই সমর্থন করে না
সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য সাম্প্রদায়িক সমস্যা দূর করিবে
রায়পুরায় প্রার্থনান্তিক সভায় গান্ধীজীর মন্তব্য
(স্টাফ রিপোর্টার প্রদত্ত)

রায়পুরা (নোয়াখালি), ১৬ই ফেব্রুয়ারী— গতকল্য অপরাহ্নে রায়পুরায় শ্রীযুত হরেন্দ্রনাথ দাসের গৃহপ্রাঙ্গণে প্রার্থনা শেষের সভায় গান্ধীজী বলেন যে, সংখ্যালঘু বলিয়াই বহুদিনের অধিবাসীদের স্থানচ্যুত করা যাইতে পারে না; কারণ ইহা অত্যন্ত নগণ্য কারণ। হিন্দুধর্ম, ইসলাম, খৃষ্টধর্ম অথবা অপর কোন ধর্মই ইহা সমর্থন করে না।

সভায় অনেক লোক জমায়েত হইয়াছিল এবং এক পার্শ্বে কতিপয় মুসলমানও দণ্ডায়মান ছিল। গান্ধীজীর প্রার্থনা সভায় যাহাতে মুসলমানরা যোগদান না করে সেই উদ্দেশ্যে কিছু প্রচারপত্রও বিলি করা হইয়াছিল।

গান্ধীজীকে যে দুইটি প্রশ্ন করা হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করিয়াই তিনি প্রার্থনার শেষে বক্তৃতা শুরু করেন। একটি প্রশ্ন হইতেছে, মুসলমানরা প্রতি ক্ষেত্রে হিন্দুদের সংস্রব বর্জন করিবে এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে, সমবায় পদ্ধতিতে কৃষি ব্যবস্থা।

প্রথমটির সম্বন্ধে গান্ধীজী বলেন যে, তিনি এইরূপ বর্জনের কথা শুনিয়াছেন কিন্তু তিনি আশা পোষণ করেন যে, ইহা কখনও ব্যাপক আকারে হইতে পারে না। তিন চার দিন পূর্বে গুজরাটের (বোম্বাই) জনৈক মুসলমান ভ্রমণকারী সম্বন্ধে এইরূপ একটি ঘটনা তাঁহার গোচরীভূত হইয়াছিল। মুসলমান ভদ্রলোকটি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তিনি গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাওয়ায় তাঁহাকে তিরস্কার করা হইয়াছিল, কিন্তু ভদ্রলোকটি দৃঢ়চিত্তব্যক্তি এবং তিনি নিরাপদে তাঁহার যুক্তিকে জয়যুক্ত করিয়াছেন।

গান্ধীজী বলেন, আজ একজন দরিদ্র মুসলমান আসিয়াছে। যদি সে তাঁহার নিকট আসে তবে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে এইরূপ ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে তিনি কিছু জানেন না।

কোন দলের নামে প্রাচীরপত্রের উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলেন যে, মুসলমান ও অন্যান্য বন্ধুদের ইহাতে ভীত হওয়া উচিত নয়। তাহাদের ইহা উপেক্ষা করা উচিত। যদি ইহা ব্যাপক আকারে দেখা দেয় তবে সম্ভবতঃ গবর্ণমেণ্টই তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন। কিন্তু যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহাই গবর্ণমেণ্টের নীতি হইয়া থাকে তবে তিনি অহিংস উপায়েই চিন্তা করিবেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে গান্ধীজী বলেন যে, ইহা অত্যন্ত ভাল। সমবায় পদ্ধতিতে কৃষি সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা এই যে, জমির মালিকগণের সমবায় পদ্ধতিতে জমি চাষ করা উচিত কারণ ইহাতে শ্রম, মূলধন ও যন্ত্রপাতির সাশ্রয় হইবে।

সমবায় পদ্ধতিতে কৃষি সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা যে, ইহাতে দেশের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইবে এবং দেশ হইতে দারিদ্র্য ও আলস্য দূর করিবে। যদি সকলে বন্ধুভাবে একই পরিবারের লোকের ন্যায় কাজ করে তবেই ইহা সম্ভবপর। সেই সুদিন আসিলে সাম্প্রদায়িক সমস্যার আকারে কোনরূপ দুষ্ট ক্ষত থাকিবে না।

রায়পুরায় মহাত্মা গান্ধী

রায়পুরা (নোয়াখালি), ১৫ই ফেব্রুয়ারী— অদ্য প্রাতে গান্ধীজী পশ্চিম কেরোয়া হইতে রায়পুরা যাত্রা করিলে পথিমধ্যে সর্বক্ষণ রবীন্দ্রসঙ্গীত গীত হয়।

অসমতল পথের উপর দিয়া গান্ধীজীকে ভ্রমণ করিতে হয়। বিগত হাঙ্গামার সময় রাস্তাসমূহের ক্ষতিসাধন

করা হইয়াছিল। সম্প্রতি ঐগুলি মেরামত করা হইয়াছে। গান্ধীজীকে অতিকষ্টে এই সমস্ত পথ অতিক্রম করিতে হয়। পথিমধ্যে ৩টি স্থানে গান্ধীজীকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয়। সাময়িকভাবে চলাচল ব্যবস্থা করিবার জন্য তার ও বাঁশের সাহায্যে ঐ সকল স্থানে ভাঙ্গা রাস্তা মেরামত করা হইয়াছে।

রায়পুরায় পৌঁছনোর পর গান্ধীজী তাঁহার বাঙ্গলা পাঠ গ্রহণ করেন। তিনি কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত "বাঙ্গলা দেশ" নামক কবিতাটি পাঠ করেন। গান্ধীজী বিশেষ আগ্রহের সহিত ঐ কবিতাটি পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করেন। তিনি বাঙ্গলা কবিতা বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রতি বিশেষ অনুরক্তি প্রদর্শন করিতেছেন।

গতকল্য পূর্ব-কেরোয়া হইতে পশ্চিম-কেরোয়া পর্যন্ত পদব্রজে ভ্রমণের পর গান্ধীজী বিশেষ ক্লান্ত হইয়া পড়েন। গতকল্য অপরাহ্ণ পর্যন্ত তিনি কাহারও সহিত দেখাসাক্ষাৎ করেন নাই। প্রার্থনার পর দীর্ঘ সান্ধ্যভ্রমণও তিনি বন্ধ রাখেন। তৎপরিবর্তে তিনি কেবলমাত্র তাঁহার কুটীরের অপরপার্শ্বে পদচারণা করেন।

শ্রীযুত সুধীরচন্দ্র ঘোষ গতকল্য অপরাহ্ণে পূর্ব-কেরোয়ায় আসেন। রাত্রে গান্ধীজীর সহিত তাঁহার দেড়ঘণ্টাব্যাপী এক সাক্ষাৎকার হয়। ঐদিন রাত্রেই তিনি দিল্লী যাত্রা করেন।

কস্তুরবা স্মৃতি-ভাণ্ডারের এজেন্ট ও সেবাগ্রাম আশ্রমের কর্মী শ্রীমতী প্রেম কণ্টকও গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য এখানে আসিয়াছিলেন। তিনি অদ্য প্রাতে এলাহাবাদ যাত্রা করেন। — ইউ. পি

রায়পুরে গান্ধীজীর প্রার্থনোত্তর ভাষণ
মিঃ ফজলুল হকের বক্তৃতা সম্পর্কে মন্তব্য

দেবীপুর, ১৭ই ফেব্রুয়ারী— গতকল্য রায়পুরে গান্ধীজী তাঁহার লিখিত প্রার্থনোত্তর ভাষণে বলেন, মিঃ ফজলুল হকের নামে কয়েকটি সংবাদপত্রে যে বক্তৃতা প্রকাশিত হইয়াছে তিনি ঐ বক্তৃতা দিয়াছেন বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। মিঃ হক প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি পদের জন্য প্রার্থী ছিলেন। প্রার্থনার পর হইতে গান্ধীজী মৌনাবলম্বন করিয়াছেন। যে সাংবাদিক তাঁহার সঙ্গে ভ্রমণ করিতেছেন তিনিই উহা বাঙ্গলায় অনুবাদ করেন।

প্রার্থনা সভায় বহু লোক সমবেত ছিলেন। বহু মহিলাও উপস্থিত ছিলেন। বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে বহু মুসলমানও উপস্থিত ছিলেন।

মিঃ ফজলুল হকের বক্তৃতা উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলেন, মিঃ হক গান্ধীজীর পক্ষে ইসলাম সম্পর্কে কিছু বলায় আপত্তি করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন গান্ধীজী দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈরভাব বৃদ্ধি করিতেছেন। মিঃ হকের ন্যায় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কেহ এরূপ উক্তি করিতে পারেন, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন না।

সমগ্র জীবন ধরিয়া গান্ধীজী দুই সম্প্রদায়ের ঐক্যের জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। তিনি নিজেকে একই সময়ে একজন ভাল হিন্দু এবং ভাল মুসলমান বলিয়া মনে করেন। ইসলাম সম্পর্কে তিনি যাহা বলিয়াছেন মহম্মদের উপদেশ হইতেই বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি যাহা বলিয়াছেন, মুসলমান বন্ধুগণ ইচ্ছা করিলে তাহা গ্রহণ করিতে বা না করিতে পারেন। গান্ধীজী বলেন, তিনি কোন সম্প্রদায় বিশেষের নয়। প্রকাশিত বক্তৃতায় বলা হইয়াছে যে, দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ফিরিবার পরে গান্ধীজীকে মিঃ ফজলুল হক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে বলেন এবং গান্ধীজী বলেন তিনি একজন মুসলমান। মিঃ হক গান্ধীজীকে উহা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিতে বলেন; কিন্তু তিনি উহা করিতে অসম্মত হন।

গান্ধীজী বলেন এরূপ কোন কথাবার্তা হইয়াছিল কিনা তাঁহার মনে পড়ে না। এই বক্তৃতায় আরও অনেক কিছু আছে; কিন্তু মিঃ হক ইহা বলিয়াছেন বলিয়া তিনি মনে করিতে পারেন না। মিঃ ফজলুল হক নিজে ইহা দেখিয়াছেন কি না গান্ধীজী জানেন না। মিঃ হক নিজে যতক্ষণ না বলেন, বক্তৃতাটি সবিদভাবে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া গান্ধীজী মনে করিতে পারেন না।

মহাত্মাজী বলেন, তিনি আশা করেন, মিঃ হক ইহার প্রতিবাদ অথবা সমর্থন জানাইয়া একটি বিজ্ঞপ্তি দিবেন।

গান্ধীজীর পল্লী পরিক্রমা
তৃতীয় পর্ব অস্থায়ীভাবে স্থির

রায়পুরা, ১৬ই ফেব্রুয়ারী— মহাত্মা গান্ধীর পল্লী পরিক্রমার তৃতীয় পর্ব অস্থায়ীভাবে স্থির করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত এবং নোয়াখালি জেলা কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী শ্রীযুত বিনোদবিহারী সেন এই অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

আগামী ২৬শে ফেব্রুয়ারী হইতে এই কর্মসূচী অনুযায়ী ভ্রমণ কার্য আরম্ভ হইবে।

গ্রামগুলি ঃ—চরভৈরবী, চরচাঙ্গা, চরপোড়ামুখী, গাইয়ারচর, বেপারীচর রায়পুর, দক্ষিণ রাখালিয়া, খোন্দকারপুর, চরমদুল, চরলামচাই, চররুহিতা, টুমচর, লক্ষ্মীবাজার, দালালপুর। গান্ধীজী ১৩ই মার্চ দালালবাজার পৌঁছিবেন। গান্ধীজী বেপারীচরে ২রা ও ৩রা মার্চ এবং টুমচরে ১০ই এবং ১১ই মার্চ দুইদিন করিয়া অবস্থান করিবেন। পল্লী পরিক্রমার তৃতীয় পর্বের মধ্যভাগে অথবা ইহার শেষে গান্ধীজী শ্রীরামপুর প্রত্যাবর্তন করিয়া হয়ত কিছুদিন বিশ্রাম করিবেন। — এ. পি

১৭ ফেব্রুয়ারি

নির্মলকুমার বসু তাঁর গ্রন্থে সেদিনের আরও কিছু বিবরণ দিয়েছেন :

> ১৭-২-১৯৪৭ তারিখে। গ্রাম দেবীপুর। সন্ধ্যাবেলা সরদার জীবন সিংএর সহিত শাহ খালিলুর রহমান নামে জনৈক স্থানীয় পীর সাহেব গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসেন। ইনি অনেক হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করিয়াছিলেন বলিয়া গান্ধীজীর নিকটে সংবাদ আসিয়াছিল। গান্ধীজী পীর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, হিন্দুদের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য এরূপ কৌশল অবলম্বন করা হইয়াছিল। গান্ধীজী তাঁহাকে বলিলেন, যে প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য মান দিতে হয়, সেরূপ প্রাণের মূল্য কি? পীর সাহেব বরং যদি হিন্দুদিগকে মান রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ দিবার শিক্ষা দিতেন, তবেই ধর্মগুরু হিসাবে তাঁর উপযুক্ত কাজ হইত। হিন্দুদের পক্ষে তাহাই উচিত হইত। পীর সাহেব তবু বলিলেন, প্রাণ-রক্ষা করার জন্য মিথ্যার আশ্রয় লওয়ায় কোন দোষ নাই। গান্ধীজী অকস্মাৎ উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, ঈশ্বরের সহিত কখনও সাক্ষাৎ হইবে কি না জানি [না], কিন্তু যদি সম্ভব হয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব, আপনার মত মানুষকে তিনি পীর বা ধর্মগুরু হইতে দিলেন কেন?

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

ত্রিপুরা জেলার সীমান্তে মহাত্মা গান্ধী
নোয়াখালি জেলা পরিক্রমার দ্বিতীয় পর্যায় শেষ
(স্টাফ রিপোর্টার প্রদত্ত)

দেবীপুর (নোয়াখালি), ১৭ই ফেব্রুয়ারী— রায়পুরায় দুইদিন অবস্থানের পর মহাত্মাজী অদ্য প্রাতে ৮.৫৫ মিনিটে দেবীপুরে উপনীত হন। নোয়াখালির এই গ্রামটি ত্রিপুরা জেলার সীমান্তে অবস্থিত। যথারীতি সাড়ে ৭টায় মহাত্মাজী রায়পুরা ত্যাগ করেন। মহাত্মাজী ১ ঘণ্টা ২৫ মিনিটে কিঞ্চিদধিক ৩ মাইল পথ অতিক্রম করেন। পথিমধ্যে— মহাত্মাজী মাঝে মাঝে অল্পক্ষণের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করেন।

দেবীপুর মহাত্মাজীর বর্তমান পল্লী পরিক্রমার তালিকাভুক্ত একাদশ গ্রাম।

মহাত্মাজীর শাখারি বাড়ী নামক একটি গৃহে অবস্থানের কথা ছিল। কিন্তু এই গ্রামে কয়েকজন উৎকৃষ্ট উদরাময়ে আক্রান্ত হওয়ায় অন্য একটি গৃহে তাঁহার থাকার ব্যবস্থা হয়।

তিনি এখানে শ্রীযুত রাজকুমার শীলের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। উৎকল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভানেত্রী শ্রীযুক্তা মালতী চৌধুরী যে গৃহে অবস্থান করিতেছেন, সেই গৃহের দুইজন অধিবাসী বিসূচিকিয়া আক্রান্ত হইয়াছেন। গান্ধীজী যে গৃহে অবস্থান করিতেছেন ঐ গৃহেও দুইজন বিসূচিকার রোগী আছে। তাঁহারা গত রাত্রে ঐ রোগে আক্রান্ত হন।

মহাত্মা গান্ধীর সহিত ভ্রমণরত সাংবাদিকগণকেও একটি বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে হয়; এই বাড়ীতে কলেরা আরম্ভ হইয়াছে।

এতদঞ্চলের পুষ্করিণীগুলি শুকাইয়া যাইতেছে। মহাত্মাজী যে গৃহে অবস্থান করিতেছেন তাহার দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া ডাকাতিয়া নদী ক্ষীণ স্রোতধারায় প্রবাহিত হইতেছে।

প্রহরার জন্য ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ সরকারের অধীনে একডজন সশস্ত্র রক্ষিসহ নোয়াখালির যে ১৭ জন পুলিশ মহাত্মাজীর অনুগমন করিতেছিল তাঁহারা ত্রিপুরা জেলার একদল পুলিশের নিকট উক্ত কার্যের ভার অর্পণ করে। এই গ্রামটি নোয়াখালি জিলায় গান্ধীজীর দ্বিতীয় পল্লী-পরিক্রমার শেষ গ্রাম।

আগামীকল্য মহাত্মাজী ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত আলুনিয়া গ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিবেন।

পতাকা হস্তে কয়েক দল স্বেচ্ছাসেবক সমগ্র যাত্রাপথে গান্ধীজীকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। একদল কীর্তনীয়া সায়েস্তানগর হইতে গন্তব্যস্থল পর্যন্ত গান্ধীজীর অনুগমন করে। পথিপার্শ্বে রমণীগণ বসিয়াছিলেন এবং তাঁহারা উলুধ্বনি করেন।

শ্রীযুত নিবারণ দাসের গৃহে গান্ধীজীকে অভ্যর্থনা করা হয় এবং তিনি দাঙ্গায় নিহত এক ব্যক্তির স্মৃতির উদ্দেশে নির্মিত একটি তোরণ অতিক্রম করিয়া যান। শ্রীযুক্তা চারুশীলা দেবী একটি বৃহৎ ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা হস্তে তোরণের নিম্নে গান্ধীজীকে অভিবাদন করেন।

হিন্দু ও মুসলমানের উপাসনা স্থলে গান্ধীজী

রায়পুর, ১৭ই ফেব্রুয়ারী— মহাত্মা গান্ধী অদ্য একটি হিন্দু উপাসনাস্থল পরিদর্শন করেন। সেখানে তখন উৎসব চলিতেছিল এবং প্রায় ২০০০ লোকের আহারের ব্যবস্থা ছিল। মহাত্মা গান্ধী আগ্রহ সহকারে রন্ধনশালায় ১৫ মিনিট দাঁড়াইয়া পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন কাহারা আহারের ব্যবস্থা করিতেছেন

মুসলমান এবং খৃষ্টানদের আহার করিতে দেওয়া হইবে কি না? মুসলমান এবং খৃষ্টানগণ অভ্যর্থিত হইবে জানিয়া মহাত্মাজী আনন্দিত হন।

ইহার পর মহাত্মাজী একটি পুরাতন মসজিদে গমন করেন। মৌলবী বহরুদ্দীন তাহাকে মসজিদের সমস্ত স্থান প্রদর্শন করান।

হিন্দুদের কোনও ক্রমেই উচ্ছেদ করা সঙ্গত নয়
নোয়াখালিতে হিন্দুদের বর্জন করা সম্পর্কে মহাত্মাজীর উক্তি

রায়পুরা, ১৬ই ফেব্রুয়ারী— নোয়াখালি জেলার সর্বত্র মুসলমান জনসাধারণ সর্বপ্রকারে হিন্দুদের বর্জন করিয়া চলিবে বলিয়া যেসব কথাবার্তা শুনা যাইতেছে সে সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীকে প্রশ্ন করা হইলে মহাত্মা বলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে বর্জন করা যদি সরকারী নীতিতে পরিণত হয়, তাহা হইলে তাহা অত্যন্ত মারাত্মক ব্যাপার হইবে।

মহাত্মাজী আরও বলেন তিনি কেবলমাত্র অহিংসভাবেই এ সম্পর্কে চিন্তা করিতে পারেন। যদি তাহারা যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়, তাহা হইলে তিনি হয়ত তাহা গ্রহণ করিবার পরামর্শ দিবেন। অন্যথা যদি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নীতি অবলম্বন করা হয়, তাহা হইলে তিনি হিন্দুদের মৃত্যুবরণ করিয়াও ঘরবাড়ী আঁকড়াইয়া থাকিবার পরামর্শ দিবেন। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হউক আর হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ হউক— সকল প্রদেশ সম্পর্কেই তিনি একথা বলিবেন। তবে তিনি আশা করেন যে, কোন গবর্ণমেন্টই ক্ষতিপূরণ দিয়া অথবা না দিয়া বর্জন করিবার নীতিকে সমর্থন করিয়া বিকৃতমস্তিষ্কের ন্যায় কাজ করিবে না। যাহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া যে ভিটা-মাটিতে বসবাস করিতেছে, কেবলমাত্র তাহারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত এই কারণে কখনই তাহাদের উচ্ছেদ করা যাইতে পারে না; তাহা ধর্মই নহে— হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান অথবা অন্য কোনও ধর্মে তাহা বলে না।

১৮ ফেব্রুয়ারি

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

অন্যান্য ধর্মের ন্যায় ইসলামকেও আমি শ্রদ্ধা করি
প্রার্থনান্তিক সভায় গান্ধীজীর মন্তব্য
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি ভীতি প্রদর্শনে মহাত্মাজীর মনোবেদনা
(স্টাফ রিপোর্টার কর্তিক প্রদত্ত)

আলুনিয়া ১৮ই ফেব্রুয়ারী— গতকল্য দেবীপুরে প্রার্থনান্তিক সভায় গান্ধীজী বলেন, ইসলাম বা অন্য কোনও ধর্ম যেদিন বাহিরের সমালোচনায় অসহিষ্ণু হইয়া উঠিবে, সেদিন ঐ ধর্মের পক্ষে দুর্দিন।

দেবীপুরে শতকরা ৮০ জন মুসলমানের বাস। সভায় অনেক হিন্দু-মুসলমান যোগদান করিয়াছিলেন। অন্যান্যদের সঙ্গে শ্রীযুত সতীশ দাসগুপ্ত, শ্রীযুক্তা মালতী চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সাধুচরণ অবস্তি এবং মৌলানা ফজলুল হক সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে রবিবার প্রাতে গান্ধীজী পুনরায় মৌঃ ফজলুল হকের কথা বলেন। তিনি সম্প্রতি একখানি চিঠি পাইয়াছেন। পত্রপ্রেরক একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি এবং উভয় সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি ফিরাইয়া

আনিবার জন্য তিনি কাজ করিতেছেন। কয়েকজন মুসলমান কর্তৃক একটি হিন্দু বালক উৎপীড়িত হইয়াছে বলিয়া পত্রপ্রেরক সংবাদ দিয়াছেন। গান্ধীজী নোয়াখালি ত্যাগ করিয়া গেলে গত অক্টোবর মাসের নির্যাতন হইতেও হিন্দুদের অধিকতর উৎপীড়ন করা হইবে বলিয়া মুসলমানগণ শাসাইয়া দিয়াছে।

সংবাদটি অসত্য হইলেই মঙ্গল। কিন্তু ভয় হইতেছে, উহা অসত্য নয়। ঐ মনোভাব কয়েকজন অশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ বলিয়া তিনি আশা করেন। যে কয়জনের ভিতরেই সীমাবদ্ধ থাকুক না কেন, মৌঃ ফজলুল হক যদি কিছু মনে না করেন, তবে তিনি বলিতে বাধ্য যে, উক্ত মনোভাব ইসলাম ধর্মের বিরোধী। তিনি কিছু মনে করিলেও তিনি সমান দৃঢ়তার সহিতই উহা বলিবেন। ইসলাম ধর্মের ব্যাপারে তিনি নিজেকে বাহিরের লোক মনে করেন না। অন্যান্য ধর্মমতের মতন ইসলাম ধর্মকেও তিনি নিজের ধর্ম বলিয়াই শ্রদ্ধা করেন এবং এই জন্যই তিনি সহানুভূতি এবং বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব লইয়া উহার সমালোচনা করেন। অবল্য অনিষ্টকর প্রচারের বিরুদ্ধে প্রত্যেক সৎ মুসলমানই দৃঢ় মনোভাব দেখাইতে পারেন।

বক্তৃতায় প্রথম অংশে গান্ধীজী একটি জিনিযের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। একটি অভিযোগের তদন্ত করিয়া দেখা গিয়াছে উহা ভিত্তিহীন। কতকগুলি সম্পত্তি লুণ্ঠনের অভিযোগ করা হইয়াছিল। তদন্তের সময়ে সমস্ত জিনিষ ঐ স্থানেই পাওয়া গিয়াছে। উহা খুবই গুরুতর বিষয় এবং দ্বিতীয়বার তিনি এইরূপ ঘটনার সংবাদ পাইলেন। কয়েক জন মুসলমান তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া স্বীকার করিয়াছে যে, গত অক্টোবর মাসে নোয়াখালির ইসলামগণ উন্মত্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহারা বিহারের হিন্দুদের মতন খারাপ না হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ অনয়ন করিয়া তাহাদের অসুবিধার সৃষ্টি করা হইতেছে। ঐভাবে উভয় সম্প্রদায়ের মিলন সাধন সম্ভবপর নয়। গান্ধীজী বলেন যে, মিথ্যা অভিযোগ আনয়নকারীদের শাস্তি দেওয়া উচিত। তিনি পুলিশের সুপারিণ্টেন্ডেন্ট বা মন্ত্রী নিযুক্ত থাকিলে উহাদের বিরুদ্ধে মামলা আনয়ন করিতেন। উহাদের নাম এবং ঠিকানা দিলে তিনি কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিতেন। এ পর্যন্ত তিনি কোন নাম পান নাই। তিনি এইমাত্র বলিতে পারেন যে সমস্ত হিন্দু মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের নিজেদের সহধর্মীদের এবং সমস্ত দেশের ক্ষতি করিয়াছেন।

গান্ধীজীর ত্রিপুরা জেলায় প্রবেশ

আলুনিয়া, ১৮ই ফেব্রুয়ারী— মহাত্মা গান্ধী অদ্য সকাল ৭টায় নোয়াখালি জেলার দেবীপুর হইতে রওনা হইয়া ৯০ মিনিটে আড়াই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বেলা ৮টার সময়ে ত্রিপুরা জেলার প্রথম গ্রাম আলুনিয়ায় উপস্থিত হইয়াছেন। আগামীকল্য তিনি চরদুলিয়ায় যাইবেন। — এ.পি

বহু সংখ্যালঘিষ্ঠের সন্দীপ ত্যাগের সংবাদ

সন্দীপ, ১৭ই ফেব্রুয়ারী— এখানকার লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের বহু অধিবাসী নবদ্বীপ, বর্ধমান আসাম ও আগরতলায় বসবাস করার উদ্দেশ্যে সন্দীপ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। প্রকাশ, সম্প্রতি দুষ্কৃতকারী বলিয়া অভিহিত কতিপয় আসামী জামিনে মুক্ত হওয়ায় পুনর্বসতি কার্যে বিশেষ বাধা সৃষ্টি হইতেছে।

গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া বিপদ

রায়পুরা ১৬ই ফেব্রুয়ারী— রায়পুরা জেলাতে এই মর্মে এক অভিযোগ করা হইয়াছে যে, বাঙ্গলার বাহির হইতে কোন ব্যক্তি গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তাহাকে পথিমধ্যে আক্রমণ করিয়া

মারপিট করা হয়। তাহার গন্তব্যস্থল সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়া কয়েক ব্যক্তি তাহাকে ফিরিয়া যাইতে বলে। উহাতে অস্বীকৃত হইলে, তাঁহাকে মার দেওয়া হয় এবং তাঁহার টাকার থলি ছিনাইয়া লইয়া যাওয়া হয়।
অভিযোগে প্রকাশ, আক্রমণকারীরা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের লোক।

১৯ ফেব্রুয়ারি

কস্তুরবা—(১৮৬৯–২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪)। গুজরাটের পোরবন্দরের ব্যবসায়ী গোকুলদাস নাকানজির কন্যা। তের বছর বয়সে তাঁর সমবয়সী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধির সঙ্গে বিবাহ হয়। বাষট্টি বছরের বিবাহিত জীবন ছিল যোগ্য সহধর্মিণীর। স্বামীর রাজনৈতিক জীবন, আদর্শ তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেছেন। ১৯৪২ এর অগস্ট আন্দোলনের সময়ে মহাত্মা গান্ধি সহ কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের পুনার আগা খাঁ প্রাসাদে বিনা বিচার আটক করা হয়। কস্তুরবাও সেই দলে ছিলেন। বন্দী অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
মৃত্যুর তৃতীয় বার্ষিকী —

কস্তুরবা তৃতীয় মৃত্যু-বার্ষিকী উদ্‌যাপন

গতকাল রাত্রে গান্ধীজীর কুটীরে গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে কস্তুরবার তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইয়াছে। তাঁহার স্মরণে একঘণ্টাকাল প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। কুমারী মানু গান্ধী মধুর স্বরে সমগ্র গীতা আবৃত্তি করেন। কস্তুরবা ও গান্ধীজীর একটি প্রতিকৃতি মাল্য ও পুষ্পভূষিত করিয়া ধূপধুনা জ্বালান হয়। গীতা পাঠের পর গান্ধীজীকে বলিতে শুনা যায়, "তিন বৎসর হইল বা আমাদের মায়া ত্যাগ করিয়াছেন।"

(আনন্দবাজার পত্রিকা। ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭)

আর্য্যনায়কম— অরিয়াম উইলিয়মস। শ্রীলঙ্কার জাফনার তামিল খ্রিস্টান। তিনি হিন্দু ধর্ম গ্রহণের পর আর্যনায়কম নামে পরিচিত হন। শ্রীরামপুর কলেজের B.D. বা ব্যাচেলার অফ ডিভিনিটি। কয়েক বছর বিলাতের YMCA তে কাজ করেন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে ১৯২৫ সালে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা শুরু করেন। শান্তিনিকেতনের বহু উৎসব নাটকে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণের কথা জানা যায়। রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারি হয়ে কয়েকবার কবির সঙ্গে বিদেশ ভ্রমণ করেন। অধ্যাপক ফণিভূষণ অধিকারীর জ্যেষ্ঠা কন্যা আশা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তখন উভয়েই শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনায় রত। ১৯৩৪ সালে তাঁরা শান্তিনিকেতনের কাজ ছেড়ে দিয়ে গান্ধিজির ভাবনা ও আদর্শ রূপায়ণে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন।
অমিয় বাবু— অমিয় চক্রবর্তী (১০ এপ্রিল ১৯০১–১২ জুন ১৯৮৬)। কবি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম ঘনিষ্ঠ জন। কবির সেক্রেটারি ছিলেন। নোয়াখালির দুর্যোগের দিনে অন্যান্য অনেক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মতন অমিয় চক্রবর্তীও সেখানে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্যে এগিয়ে গিয়েছিলেন। এই সময় গান্ধিজির সঙ্গে তাঁর কয়েকবার সাক্ষাৎ হয়। একটি সাক্ষাৎকারে গান্ধিজি তাঁকে বলেন :

> আমি আলোর সন্ধান করিতেছি, আমার চতুর্দ্দিক অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। কিন্তু সত্যের নির্দেশ অনুযায়ী আমি কাজে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত থাকিব। আমি দেখিতেছি এ মর্মান্তিক পরিবেশের মধ্যে যে ধৈর্য্য ও কুশলতা প্রয়োজন, তাহা আমার নাই। নির্য্যাতন এবং দুর্ভোগ প্রায়ই আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলে— চিত্ত সংশয়াকুল হইয়া ওঠে। তবু এই তমসা একদিন কাটিবে। আমি যদি আলো দেখিতে পাই, যাহারা দুর্ভোগ ভুগিয়াছে

তাহারাও সেই আলো দেখিতে পাইবে। এখন আমি বাঙ্গালী এবং নোয়াখালির অধিবাসী। আমি এখানে আসিয়াছি তাহাদের কাজের অংশীদার হইতে এবং দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করিতে। প্রয়োজন হইলে এই কাজেই আমি জীবন বিসর্জ্জন দিব।

আসামের দু-একজন— ২২ ফেব্রুয়ারির আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে জানা যায় আসামের অমলপ্রভা দাস ১৯এর বিকেলে বিরামপুর পৌঁছেছেন এবং সেদিনকার প্রার্থনাসভায় উপস্থিত ছিলেন।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

উপদ্রুত অঞ্চল হইতে হিন্দুদের স্থানান্তর গমনের প্রশ্ন
প্রার্থনান্তিক সভায় মহাত্মা গান্ধীর অভিমত
কর্মিগণকে নিজের বিবেক বুদ্ধির উপর নির্ভর করিবার উপদেশ
(স্টর্ফ রিপোর্টার প্রদত্ত)

বিরামপুর (ত্রিপুরা), ১৯শে ফেব্রুয়ারী— গতকল্য অপরাহ্ণে আলুনিয়ায় প্রার্থনান্তিক ভাষণে মহাত্মা গান্ধী বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠদিগকে বলপূর্বক বশীভূত করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অন্যায় হইবে। সঙ্গীনের সাহায্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে রক্ষা করার দায়িত্বও তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারেন না।

পুনর্বসতি কার্যে নিযুক্ত কতিপয় কর্মীর প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী পূর্বোক্ত মন্তব্য করেন। এই সভায় বহু লোকের সমাবেশ হইয়াছিল এবং বহু মুসলমান সভাস্থলের এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল।

এই অঞ্চলে পুনরায় জীবনের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। কিন্তু গান্ধীজীকে যে সকল প্রশ্ন করা হইয়াছে, তাহাতে কিছুটা সংশয়ের আভাস রহিয়াছে। লীগ গবর্ণমেণ্ট বা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় যদি উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেন তবে, হিন্দুদের উপদ্রুত অঞ্চল পরিত্যাগ করা গান্ধীজী সমর্থন করিবেন কিনা, গান্ধীজীকে তাহাই জিজ্ঞাসা করা হয়।

গান্ধীজী জবাবে বলেন যে, অহিংসানীতির দিক হইতে তিনি প্রস্তাবটি সমর্থন করিয়াছিলেন। হিন্দুর সংখ্যাই বেশী হউক বা মুসলমানের সংখ্যাই বেশী হউক, ইহা সকল প্রদেশের পক্ষেই প্রযোজ্য। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় যদি এতই বিরুদ্ধ মনোভাবাপন্ন হইয়া উঠে যে, তাহারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অবস্থান সহ্য করিবে না, তবে গবর্ণমেণ্টই বা কি করিতে পারেন? মনে করুন সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় রামধুন বা প্রার্থনাকালে হাততালি দেওয়া সহ্য করিবে না, রাম যে ব্যক্তিবিশেষ নহে, বরং সাধারণেরই একটি নাম— একথাটিও তাঁহারা শুনিতে চাহিবে না, তবে আমি দ্বিধাহীন চিত্তে একথাই বলিব যে, উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাইলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াই উচিত।

দ্বিতীয় প্রশ্নে বলা হয় যে, কর্মীরা অনেকেই তিন চার মাস পূর্বে এখানে আসিয়াছেন এবং তাহাদিগকে বহু মানসিক ও দৈহিক ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছে। অধিকাংশ সময়েই তাঁহারা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট হইতে কোন পরামর্শ পান নাই। কিন্তু বর্তমানে যানবাহনের ব্যবস্থা সুবিধাজনক হইয়া উঠার ফলে নেতৃত্বকামী লোকেরা তাহাদিগকে বিভিন্ন দিকে টানিয়া নিতেছেন। প্রশ্নকর্তা জানিতে চাহেন যে, এরূপ পরস্পর বিরোধী পরামর্শকে কিভাবে পরিহার করিয়া যোগত্যার সহিত কর্তব্য সম্পাদন করা যাইতে পারে?

গান্ধীজী বলেন, যাঁহারা ক্লান্তিবোধ করিতেছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই বিশ্রাম গ্রহণ করিবেন। বিভিন্ন নেতার পরস্পর-বিরোধী পরামর্শের ফলে যে ভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে, সে সম্পর্কে আমি বলিতে চাই যে, কর্মীরাই তাঁহাদের নেতা নির্বাচন করিয়া তাঁহার পরামর্শ মানিয়া চলিবেন। কিন্তু এই পরামর্শ কেবলমাত্র তখনই গ্রহণ করিতে হইবে, যখন উহা কর্মীদের নিজ নিজ বিবেক বুদ্ধির সমর্থন লাভ করে। উভয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা

দিলে দৃঢ়তার সহিত নিজ বিবেক বুদ্ধির নির্দেশই মানিয়া চলিতে হইবে। প্রত্যেকটি ধর্মের নির্দেশও উহাই। ধর্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারে ইহা সত্য হইলে পার্থিব ব্যাপারে বিশেষতঃ নোয়াখালিতে ইহা অধিকতর সত্য। এখানে সমস্যাটি সহজ। কর্মিগণকে দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করিতে হইবে— একের বিরুদ্ধে অন্যকে নিযুক্ত করা তাঁহাদের কাজ নহে।

তৃতীয় প্রশ্নটিতে বলা হইয়াছে যে, যে সকল নারী স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে, তাহারা হৃদয়ে সাহস ও আশা সঞ্চারের জন্য বাহির হইতে আগত নারী কর্মীদের উপরই অনেকাংশে নির্ভর করিতেছে। এই ব্যবস্থা কতদিন চলিতে দেওয়া উচিত? বাহির হইতে আগত কর্মীদলকে ধীরে ধীরে সরাইয়া নেওয়া কি উচিত হইবে?

গান্ধীজী বলেন, পুরুষ কর্মীদের পক্ষে যাহা সত্য, নারী কর্মীদের পক্ষেও তাহা সমভাবেই সত্য। বিপন্ন নর-নারীর চিত্তে সাহস ও ভগবানের প্রতি বিশ্বাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই তাঁহারা এখানে আসিয়াছেন। গ্রামে গ্রামে গিয়া স্ত্রীলোকদিগকে একথা বুঝাইয়া বলিতে হইবে যে, কর্মীরা সাময়িকভাবেই এখানে আসিয়াছেন এবং পল্লীর স্ত্রীলোকদিগকে নিজ শক্তির উপরই নির্ভর করিতে হইবে। ধর্ম ও সম্মান রক্ষার জন্য কিভাবে মৃত্যুবরণ করিতে হয় সে সম্পর্কেও তাহাদিগকে শিক্ষালাভ করিতে হইবে।

হাইমচরে বিশ্রামগ্রহণের সম্ভাবনা

(স্টার্ফ রিপোর্টার প্রদত্ত)

বিরামপুর, ১৯শে ফেব্রুয়ারী— জানা গিয়াছে যে, গান্ধীজী আগামী ২৪শে তারিখ হাইমচর পৌঁছিয়া অল্পকালের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করিবেন।

সম্ভবতঃ হাইমচরে তিনি ছয় সাত দিন অবস্থান করিবেন এবং প্রয়োজনবোধ করিলে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করিবেন। হাইমচরে পৌঁছানোর পর তাঁহার পরবর্তী কার্যসূচী চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হইবে।

বিরামপুরে উপস্থিতি

(স্টার্ফ রিপোর্টার প্রদত্ত)

বিরামপুর, ১৯শে ফেব্রুয়ারী— এক ঘণ্টা ১০ মিনিটে কিঞ্চিদধিক তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়া গান্ধীজী অদ্য প্রাতঃকালে বিরামপুর পৌঁছিয়াছেন।

গান্ধীজী যখন চরদুখিয়া গ্রামের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন কতিপয় স্ত্রীলোক একটি ঝোপের আড়ালে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতেছিল। এ সকল স্ত্রীলোক পর্দাপ্রথা মানিয়া চলে বলিয়া গান্ধীজীকে জানানো হয়। গান্ধীজী সেখানে দুই মিনিট কাল অবস্থান করিয়া পুনরায় গন্তব্যস্থলের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। গান্ধীজীর আগমন উপলক্ষে বিরামপুরে ৪টি তোরণ নির্মিত হইয়াছে। গান্ধীজী শ্রীযুক্ত সলিলচন্দ্র দাসের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। গান্ধীজীর পল্লী পবিক্রমার পরবর্তী গ্রাম হইল চরলুরুয়া।

২০ ফেব্রুয়ারি

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ব্যতীত ঘর বাড়ী ত্যাগ করা উচিত নহে
প্রার্থনান্তিক ভাষণে গান্ধীজীর উপদেশ

বিশকাটালী (ত্রিপুরা) ২০শে ফেব্রুয়ারী— গান্ধীজী ৫০ মিনিটে তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আজ প্রাতে বিশকাটালীতে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি আগামীকাল কমলাপুর পৌঁছিবেন।

এই গ্রামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অল্পসংখ্যক লোক বাস করিত। তাহারা এখনও গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে নাই। গান্ধীজী যে গৃহে অবস্থান করিতেছেন তাহার মালিক সাময়িকভাবে গান্ধীজীর গ্রাম পরিদর্শন উপলক্ষে এখানে আসিয়াছেন। তিনি সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ভুক্ত। গান্ধীজী সদলে অগ্রসর হইবার সময় পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষে হাতে-লেখা প্রাচীরপত্র টাঙ্গান দেখিতে পান।

গান্ধীজী বলেন যে, স্থানত্যাগকারী ব্যক্তি তাহার স্থাবর ও অস্থাবর যে সকল সম্পত্তি সঙ্গে করিয়া নিতে পারিবে না, গবর্নমেন্ট তাহার সমস্তরই ক্ষতিপূরণ করিবেন। ব্যবসায়ের ক্ষতি এক কঠিন সমস্যা। কোন গবর্নমেন্টের পক্ষে এইরূপ ক্ষতিপূরণ বহন করা সম্ভব বলিয়া তিনি ধারণা করিতে পারেন না। স্থানত্যাগকারীর নতূন স্থানে জীবীকা নির্বাহের কোন উপায় অবলম্বনের জন্য সম্ভবমত অর্থ সাহায্যের প্রস্তাব তিনি বুঝিতে পারেন।

গান্ধীজী আরও বলেন যে, তিনি স্থান ত্যাগের উচিত্য স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভারত সম্পর্কে তাঁহার অভিজ্ঞতা হইতে তিনি বলিতে পারেন যে পরস্পরের মধ্যে কিভাবে শান্তিতে বাস করা যায়, তাহা হিন্দু ও মুসলমানেরা জানেন। হিন্দু ও মুসলমান ধর্মাবলম্বীরা পুরুষানুক্রমে পরস্পরের মধ্যে শান্তিতে বাস করিয়াছেন। এখন তাহা অসম্ভব করিয়া তুলিবার জন্য তাঁহারা তাঁহাদের সমস্ত কান্ডজ্ঞান বিসর্জন দিয়াছেন তাহা গান্ধীজী বিশ্বাস করেন না। মহাত্মাজী স্বর্গীয় কবি ইকবালের এই বাণী বিশ্বাস করেন যে, হিন্দু ও মুসলমান বিরাট হিমালয়ের ছায়াতলে দীর্ঘকাল ধরিয়া এক সঙ্গে বাস করিতেছে এবং একই গঙ্গা ও যমুনার জল পান করিতেছে।" বিশ্ববাসীর নিকট ইহা এক অতুলনীয় আদর্শ।

উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ভিন্ন বাড়ীঘর ত্যাগ না করিবার উপদেশ
গান্ধীজীর প্রার্থনান্তিক বক্তৃতা

(স্টাফ রিপোর্টার কর্তৃক টেলিফোনে প্রেরিত)

বিশকাটালী, (ত্রিপুরা), ২০শে ফেব্রুয়ারী— গতকল্য গান্ধীজী তাঁহার প্রার্থনান্তিক বক্তৃতার প্রথম এই আভাস দেন যে, একান্ত অনিবার্য হইলে লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অধিবাসীদের শেষ উপায়স্বরূপ স্থান ত্যাগ করা উচিত। কিন্তু তেমন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতে রাজী নহেন। যাহা হউক মহাত্মাজী সকলকেই এই পরামর্শ দেন যে, কেহ যেন ভীতি প্রদর্শনে বশ্যতা স্বীকার না করেন কিংবা স্থান ত্যাগ করিতে যে-ক্ষতি হইবে গবর্ণমেণ্ট যদি তাহা যথোপযুক্তভাবে পূরণ করিতে সম্মত না হন, তবে যেন কেহ নিজের বাড়ীঘর ছাড়িয়া যাইতে সম্মত না হন।

চরচন্নার প্রার্থনা সভায় শ্রীআর্যনায়কম

চরচন্নায় গতকলাকার প্রার্থনা সভার অনুষ্ঠান হয়। শ্রীআর্যনায়কম, আসামের শ্রীযুক্তা অমলপ্রভা দাস ও ডাঃ অমিয় চক্রবর্তী গতকল্য অপরাহ্নে বিরামপুরে পৌঁছিয়াছেন। তাঁহারাও প্রার্থনা সভায় যোগ দিয়াছিলেন।

গান্ধীজী তাঁহার প্রার্থনান্তিক বক্তৃতায় তিনটি প্রশ্নের জবাব দেন। প্রথম প্রশ্নে বলা হয় যে, নোয়াখালীতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষ ইচ্ছা করিয়া যদি কোন হিন্দু কর্মী সম্পর্কে ভুল বুঝাইতে থাকে, তবে এই হিন্দু কর্মীর কর্তব্য কি?— দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রশ্ন স্থান ত্যাগ করা সম্পর্কে।

গান্ধীজী বলেন যে, মুসলমানগরিষ্ঠ প্রদেশে হিন্দুর অবস্থান মাত্রেই যদি মুসলমানদের রাগের কারণ হয়, তবে তাঁহার মতে গবর্ণমেণ্টের হিন্দুদিগকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া সঙ্গত। এইরূপ হিন্দুগরিষ্ঠ প্রদেশেও যদি মুসলমানের অবস্থান মাত্রেই হিন্দুদের উষ্মার কারণ হয়, তবে সেখানেও গবর্ণমেণ্টের মুসলমানগণকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া কর্তব্য।

অহিংস ব্যক্তির স্থান ত্যাগ করা কর্তব্য নয়

গান্ধীজী স্বীকার করেন যে ইহা খুবই সত্য কথা যে, অহিংস ব্যক্তির স্বীয় স্থান ত্যাগ করা উচিত নয়। এইরূপ ব্যক্তির সম্পর্কে ক্ষতিপূরণের প্রশ্নই উঠে না। অহিংস ব্যক্তি নিজ স্থানে মৃত্যু বরণ করিয়া ইহাই প্রতিপন্ন করিবেন যে, তাঁহার উপস্থিতি রাষ্ট্রের পক্ষে অথবা কোন সম্প্রদায়ের পক্ষে বিপজ্জনক ছিল না। নোয়াখালীর হিন্দুরা এরূপ কিছু করেন নাই তাহা গান্ধীজী জানেন। তাহারা সরল নিরীহ গৃহস্থ। এই সংসারই তাহাদের প্রিয় এবং এখানে তাহারা শান্তি ও নিরাপদে থাকিতে চাহে। যাহাতে গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অধিবাসীরা শান্তিতে বসবাস করিতে পারে তজ্জন্য গবর্ণমেন্ট যদি এই নিরীহ লোকদিগকে সম্মানজনক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করেন, তবে হিন্দু কর্মীদের সম্পর্কে স্বেচ্ছাকৃত ভ্রান্ত প্রচারের প্রতিকার সম্বন্ধে পরামর্শ দান প্রসঙ্গে গান্ধীজী বলেন যে, এমনভাবে কাজ করিতে হইবে, যাহাতে কার্যেই তাহার উদ্দেশ্য স্বতঃস্ফূর্ত হয়। সাধারণভাবে ইহা বেশ ভাল প্রস্তাব বটে, কিন্তু এমনও অবস্থাটা দেখা দেয়, যখন কার্যের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেওয়াও কর্তব্য হয়। তখন কথা না বলা মিথ্যারই সামিল হয়। অতএব অভিজ্ঞতায়, ইহাই বলে যে, কোন কোন সময় কার্যের সঙ্গে সঙ্গে এই সম্পর্কে কথাও বলিতে হইবে। অবশ্য এমন সময়ও আসে যখন কেবল চিন্তাই থাকা ও কার্যের স্থান গ্রহণ করে।

কল্য মহাত্মা গান্ধী কমলাপুর যাত্রা করিবেন।

২১ ফেব্রুয়ারি

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

"আমি অকৃতকার্য হইলেও সত্য ব্যর্থ হইবে না
নোয়াখালি ও ত্রিপুরা সম্বন্ধে গান্ধীজীর উক্তি
সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্থানত্যাগ সম্বন্ধে আরও আলোচনা

কমলাপুর, ২১শে ফেব্রুয়ারী— মহাত্মা গান্ধী গতকল্য ডাঃ অমিয় চক্রবর্তীর সহিত সাক্ষাৎকালে তাঁহার এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, —"আমি যদি অকৃতকার্যও হই (উদ্দেশ্য সিদ্ধি বিষয়ে), সত্য ব্যর্থ হইবে না। আমি এই প্রশ্নকে আলোকের দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিব এবং লইয়া যাইব। এই চেষ্টায় আমি বাঁচি বা মরি তাহাতে কিছু আসে যায় না। নোয়াখালি ও ত্রিপুরা বিচ্ছিন্ন সমস্যা নহে, তবে ভারতকে নিজের জন্য এবং মানব-সমাজের জন্য এই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

"সৌভাগ্যবশতঃই হউক বা দুর্ভাগ্যবশতঃই হউক, আমি আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা কঠিন কার্যেও সাফল্যলাভ করিয়াছি। কিন্তু এবার কি ঘটিবে আমি জানি না। আমাদিগকে বৃহত্তম পরীক্ষায় ফেলা হইয়াছে; তবে ইহা উত্তীর্ণ হওয়া কখনও আমাদের সাধ্যাতীত নহে।"

সংখ্যালঘুদের বর্জন সম্পর্কে অভিমত

কমলাপুর (ত্রিপুরা), ২১শে ফেব্রুয়ারী— নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় কর্তৃক সংখ্যালঘুদের বর্জন করা সম্পর্কে ডাঃ অমিয় চক্রবর্তীর সহিত আলোচনাকালে মহাত্মা গান্ধী বলেন, "যদি সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের লোকজন সংখ্যালঘুদের ধর্ম, খাদ্য, পরিচ্ছদ আচার-ব্যবহার ও স্বাতন্ত্র্য সহ্য করিতে রাজী না হয় তাহা হইলে ঐ ব্যাপারে তাহাদিগকে জনসাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সহায়তা লইতে হইবে।" অতঃপর তিনি বলেন, "সত্যই ভগবান। একমাত্র অহিংসা ও আনুষঙ্গিক পথেই তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায়। এ স্থানেই এ প্রসঙ্গের নিষ্পত্তি হইবে। যাহারা বিভেদের কথা বলিয়া থাকে, তাহাদিগকে নিজ নিজ অবস্থা জানিতে হইবে। আসুন আমরাও বাস্তব ঘটনার সম্মুখীন হই। বর্জনই যদি গবর্ণমেণ্টের নীতি হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহা আমাদের জানিতে হইবে। বিশেষ একটি সম্প্রদায় আপনা হইতে কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে না। বাঙ্গলা ও অন্যান্য প্রদেশকে এ বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে।

মানব স্বভাবের পরিবর্তনশীলতা সম্পর্কে তিনি বলেন, "আমি যদি ইহাতে আস্থাবান না হইতাম তাহা হইলে আমি এখানে অবস্থান করিতাম না।"

২২ ফেব্রুয়ারি

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

চরকৃষ্ণপুরে গান্ধীজী

(স্টাফ রিপোর্টার কর্তৃক টেলিফোনে প্রেরিত)

চরকৃষ্ণপুর, ২২শে ফেব্রুয়ারী— গান্ধীজী কিঞ্চিদধিক তিন মাইল পথ ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিটে অতিক্রম করিয়া আজ সকালে ৮.৩৫ মিনিটে এখানে পৌঁছেন। গান্ধীজীর বর্তমান পরিক্রমা ব্যবস্থায় চরকৃষ্ণপুর পঞ্চম গ্রাম। তিনি শ্রীমহেন্দ্র বৈদ্য দাস নামক জনৈক তপশীলী হিন্দুর গৃহে অবস্থান করিতেছেন। যে গৃহে তাঁহাকে বাসের জন্য স্থান দেওয়া হইয়াছে, তাহা একটি ভস্মীভূত গৃহের ধ্বংসাবশেষের উপর গতকাল নির্মিত হইয়াছে। সাংবাদিকগণ সহ গান্ধীজীর দলভুক্ত অন্য ব্যক্তিরা তাঁবুতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

গান্ধীজীর পরিক্রমার পরবর্তী লক্ষ্যস্থল চরলাবী।

শ্রীযুক্তা রেণুকা রায় ও অপর যে কয়জন মহিলা কর্মী চরকৃষ্ণপুরে পুনর্বসতির কাজে ব্যাপৃত আছেন, তাঁহারা গান্ধীজীকে সম্বর্ধনা জানান।

অস্পৃশ্যতাবোধ দর্শনে গান্ধীজীর ব্যথা

চরকৃষ্ণপুর, ২২শে ফেব্রুয়ারী— মহাত্মা গান্ধী আজ সকালে কমলাপুর হইতে চরকৃষ্ণপুর রওনা হওয়ার পূর্বে তিনি যে ঘরে ছিলেন, উহার দরজার সম্মুখে বহু নারী উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ফুল ও ফল

উপহার দেন। তিনি উচ্চবর্ণের কতিপয় লোকের অস্পৃশ্যতাবোধ দেখিয়া ব্যথিত হন। তিনি সমবেত নারীদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহারা কোন অচ্ছুতকে দেখিয়াছেন কিনা। নারীগণ কোন উত্তর না দেওয়ায়, তিনি ঐ প্রশ্নের পুনরুক্তি করিতে থাকেন এবং বলেন যে, তিনি সর্বাপেক্ষা বড় অচ্ছুত, তাঁহাদের তাঁহাকে যাহা দিবার থাকে, তাঁহারা তাহা যেন দূর হইতে দেন।

— এ. পি

স্থানত্যাগ সম্বন্ধে আরও আলোচনা

(স্টাফ রিপোর্টার কর্তৃক প্রেরিত)

কমলাপুর (ত্রিপুরা), ২১শে ফেব্রুয়ারী— মহাত্মা গান্ধী গতকল্য অপরাহ্নে বিশকাটালী গ্রামে তাঁহার প্রার্থনা সভায় অধিবাসীদের স্থানত্যাগ সমস্যা সম্বন্ধে চতুর্থবার আলোচনা করেন। তিনি ক্ষতিপূরণ ব্যতীত স্বেচ্ছায় স্থানত্যাগের বিরোধিতা করিয়া বলেন যে, তাঁহারা যেন কাপুরুষের ন্যায় ভয়ে নতিস্বীকার করা অপেক্ষা মৃত্যুবরণ করেন। গবর্ণমেণ্ট যখন সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে রক্ষা করিতে তাঁহাদের অকৃতকার্যতা স্বীকার করিবেন, তখন প্রতিপন্ন হইবে যে, ক্ষতিপূরণসহ স্থানত্যাগ আবশ্যক। ইহা বিহার ও বাঙ্গলা উভয় স্থানে প্রযোজ্য।

গান্ধীজী আরও বলেন যে, স্থানত্যাগের পূর্বে তিনটি ঘটনার একত্র সমাবেশ হওয়া আবশ্যকঃ — প্রথমতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় ধরা যাউক বাঙ্গলার মুসলমানগণ সুস্পষ্ট ভাষায় বলিবে যে, তাহারা মুসলমান ব্যতীত অন্য ধর্মাবলম্বী লোকদের অবস্থান সহ্য করিবে না। দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেণ্টকে সংখ্যাগরিষ্ঠদের অভিমত সমর্থন করিতে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে রক্ষা করিতে তাঁহাদের অকৃতকার্যতা স্বীকার করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইবে।

গতকল্য শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর বাড়ীর বাহিরের উঠানে প্রার্থনা সভা হইয়াছিল। হাঙ্গামার সময়ে ঐ বাড়ী সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হইয়াছিল। গত পরশুও ঐ স্থান জনশূন্য ছিল; কেহই ধারণা করিতে পারে নাই যে তথায় এত অধিকসংখ্যক নরনারীর সমাগম হইবে।

গান্ধীজী প্রার্থনা সভায় চারিটি প্রশ্নের উত্তর দেন। প্রথম প্রশ্নে জানিতে চাওয়া হয় যে, গান্ধীজী যদি মনে করেন যে গবর্ণমেণ্ট সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে রক্ষা করিতে অর্থাৎ স্থানান্তরিত করিতে ও যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে পারেন, তাহা হইলে লোকে ঐ সুযোগ গ্রহণ করিয়া স্থান ত্যাগ করিবে কি না।

গান্ধীজী বলেন যে, যাঁহারা মনে করেন যে, তাঁহারা সুযোগ গ্রহণ করিবেন এবং আশা করেন যে, গবর্ণমেণ্ট হিন্দুদিগকে স্থানান্তরিত করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সাহায্য গ্রহণ করিবেন তাঁহাদের সহিত তাঁহার মতৈক্য নাই। তিনি এইরূপ পরিকল্পনার সহিত সংশ্রব রাখিতে পারেন না। এই ব্যাপারে দায়িত্বভার সম্পূর্ণভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় এবং গবর্ণমেণ্টের উপর ন্যস্ত। তিনি কেবলমাত্র বলিতে চাহেন যে, যখন তাঁহারা দূরদর্শিতার অভাব ঘোষণা করিবেন, তখন সংখ্যালঘিষ্ঠদিগকে যদি যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে এই উন্মত্ততার প্রতিরোধ করা উচিত নহে। অপর উপায় হিংসার পথ অবলম্বন অর্থাৎ গৃহযুদ্ধ। উহা অহিংসা নহে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, জাতিভেদ রহিত হইলে হিন্দুধর্মের অস্তিত্ব থাকিবে কি না।

গান্ধীজী বলেন যে, হিন্দুধর্মকে উহার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইলে প্রচলিত জাতিভেদ রহিত করিতে হইবে। তিনি ইহা বিশ্বাস করেন না যে, খৃষ্ট ধর্ম ও ইসলাম ধর্ম প্রগতিপরায়ণ এবং হিন্দুধর্ম স্থিতিশীল অর্থাৎ

পশ্চাদগামী। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি কোন ধর্মের মধ্যেই সুস্পষ্ট প্রগতি দেখিতে পান না। যদি পৃথিবীর ধর্মগুলি প্রগতিপরায়ণ হইত, তাহা হইলে জগৎ বর্তমান সময়ের ন্যায় হত্যার লীলাভূমি হইত না। বৃত্তি অর্থে বর্ণের স্থান আছে। বর্ণের স্থলে অন্য নাম ব্যবহৃত হইলেও সকল ধর্মের পক্ষেই ইহা সত্য। একজন মুসলমান মৌলবী অথবা একজন খৃষ্টান যাজক যদি তাঁহার অনুগামীদিগকে অর্থের জন্য শিক্ষা না দিয়া তাহার বুঝাইবার শক্তি আছে বলিয়া প্রকৃত কর্তব্য শিক্ষা দেন, তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কি? অপর'পর বিভাগ সম্বন্ধেও ইহা সত্য।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন যে, তিনি নিশ্চয়ই অসবর্ণ বিবাহের পক্ষপাতী। সকল জাতিভেদ রহিত হইলে বৃত্তি একচেটিয়া থাকার কোন প্রশ্ন উঠিবে না। যখন এই সুখকর ঘটনা ঘটিবে তখন বৃত্তির একচেটিয়া অবস্থার অবসান হইবে।

চতুর্থ প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, যেহেতু ঈশ্বর এক সেইহেতু পৃথিবীতে একটি মাত্র ধর্ম থাকা উচিত কি না। গান্ধীজী ইহাকে অদ্ভুত প্রশ্ন বলিয়া অভিহিত করিবার পর বলেন যে, একটি গাছের যেমন লক্ষ লক্ষ পাতা থাকে সেইরূপ ঈশ্বর এক হইলেও যত নরনারী আছে তত ধর্মও আছে। তাঁহারা বিভিন্ন মহাপুরুষের অনুগামী বলিয়া এই সরল সত্য বিশ্বাস না করিয়া যত মহাপুরুষ ছিলেন তত ধর্ম রহিয়াছে বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে গান্ধীজী যখন আপনাকে হিন্দু বলিয়া বিশ্বাস করেন, তখন তিনি জানেন যে সভার যে কেহ কিংবা সকলে যেভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তিনি সেভাবে উপাসনা করেন না।

ধর্মে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ কখনও বাঞ্ছনীয় নয়
সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধাবান হওয়া বিধেয়
কমলাপুর প্রার্থনা সভায় গান্ধীজীর ভাষণ

(স্টাফ রিপোর্টার প্রেরিত)

চরকৃষ্ণপুর (ত্রিপুরা), ২২শে ফেব্রুয়ারী— গতকল্য কমলাপুরে প্রার্থনা সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে গান্ধীজী ঘোষণা করেন যে, সমগ্র দেশবাসীও যদি একই ধর্মাবলম্বী হয়, তথাপি রাষ্ট্রধর্ম বলিয়া কোন ধর্ম হইতে পারে, ইহা তিনি বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেন যে, ধর্ম নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার। এই ঘোষণা দ্বারা গান্ধীজী নিজেকে সমাজসংস্কারক অপেক্ষা অধিকতর বিপ্লবপন্থী বলিয়াই প্রকাশ করিবেন।

ত্রিপুরার এই অঞ্চলে উক্ত প্রার্থনা সভা বিশেষ প্রতিনিধিমূলক হইয়াছিল। সভায় লোক সমাগমও খুব বেশী হইয়াছিল। গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে বহু প্রচারপত্র বিলি করা হয় এবং প্রকাশ্যস্থানেও এইরূপ প্রচারপত্র বিলাইয়া দেওয়া হয়। ইহা সত্ত্বেও বিরাট সভা হইয়াছিল। দূর ও নিকটের বহু রমণী দুগ্ধপোষ্য শিশুকোলে করিয়া সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া চাঁদপুরের নিকটবর্তী অনেক গ্রাম হইতেও বহুলোক সভায় যোগদান করেন। চাঁদপুর কমলাপুরের নিকটতম গ্রাম।

বহুলোক সমাগমে গান্ধীজীর আনন্দ

চতুষ্পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ হইতে বহু লোক সভায় উপস্থিত হওয়ায় গান্ধীজী আনন্দ প্রকাশ করেন। অবশ্য শ্রোতৃমণ্ডলীকে রৌদ্রভোগ করিতে হইয়াছিল বলিয়া তিনি সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। তিনি এই আশাও প্রকাশ করেন যে, শ্রোতৃমণ্ডলী নিশ্চয়ই ভারতের সূর্যকিরণে ভীত নহেন। গান্ধীজী মনে করেন যে, এই সূর্য সম্ভবতঃ ভারতীয়দের কাছে ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ দান। তিনি মন্তব্য করেন যে, বৎসরের অধিকাংশ সময় ভারতবাসী নির্মল নীল আকাশ উপভোগ করিতে পারে বলিয়া তাহারা আনন্দিত।

উপস্থিত জনমণ্ডলীর মধ্যে কর্নেল নিরঞ্জন সিং গিল, শ্রীযুত সতীশ দাসগুপ্ত ও শ্রীযুত অতীন্দ্রমোহন রায় ছিলেন।

রাষ্ট্র হইতে ধর্ম পৃথক থাকিবে

গান্ধীজী দৃঢ়তার সহিত এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, রাষ্ট্র হইতে ধর্ম পৃথক থাকিবে, তাঁহার মতে প্রকৃতপক্ষে যত মত তত পথ। এই হেতু কোন অবস্থায়ই ধর্মে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নয়। প্রত্যেক মানুষেরই ভগবান সম্বন্ধে নিজের বিশেষ ধারণা আছে। রাষ্ট্র হইতে কোন ধর্ম-প্রতিষ্ঠানকে আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ সাহায্যদানেরও মহাত্মাজী বিরোধী। কারণ তিনি জানেন যে, প্রতিষ্ঠান কিংবা যে সম্প্রদায় নিজের ধর্মোপদেশ প্রচারের ব্যয় বহন করিতে পারেন না ধর্মের প্রকৃত মর্ম তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তবে ইহার অর্থ এই নয় যে, রাষ্ট্র পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহে নৈতিক শিক্ষা দেওয়া হইবে না। সমস্ত ধর্মেরই মূল নীতি এক।

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিবাহ সম্পর্কে গান্ধীজীর অভিমত

বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ভারতীয়দের মধ্যে বিবাহ তিনি সমর্থন করেন কি না, এই প্রশ্নের জবাবে গান্ধীজী স্বীকার করেন যে, সাধারণতঃ তিনি এই প্রথা সমর্থন করেন না বটে, তবে বহু পূর্বেই তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী নরনারীর মধ্যে বিবাহ হইলে পর তাহাকে সাদরে বরণ করিয়া লওয়াই কর্তব্য। কিন্তু তাঁহার মতে এইরূপ বিবাহ কোনও কামজ হওয়া বিধেয় নয়। তাহা হইলে বিবাহ অবৈধ সংসর্গের সামিল হইয়া যায়। বিবাহকে তিনি একটা পবিত্র সংস্কার বলিয়াই গণ্য করেন।

এই হেতু বিবাহিত দম্পতির পরস্পরের মধ্যে অবশ্যই বন্ধুত্ব থাকিবে এবং একে অন্যের ধর্মমতের প্রতি সমভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবে। এই ব্যাপারে ধর্মান্তরিত করার কোন প্রশ্নই উঠে না। এই অবস্থায় দুই ধর্মাবলম্বীদের যে কোন ধর্মমতের যাজকই বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে পারেন। সম্প্রদায়সমূহ পরস্পরের প্রতি শত্রুভাব ত্যাগ করিলে এবং বিশ্বের সমস্ত ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইলে পরই এইরূপ প্রীতিপূর্ণ ব্যাপার ঘটিতে পারে।

শ্রীহরদয়াল নাগ সম্পর্কে আলোচনা

বক্তৃতার প্রথম দিকে গান্ধীজী উল্লেখ করেন যে, শ্রীযুত হরদয়াল নাগ মহাশয় জীবিত থাকাকালে তিনি একাধিকবার চাঁদপুরে গিয়াছেন। তখন তিনি শ্রীযুত নাগ মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই হেতু চাঁদপুরের গুরুত্ব তিনি জানেন। আশ্রয়প্রার্থীদের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া চাঁদপুর উহার কর্তব্য করিয়াছে বলিয়া তিনি খুসী। কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যরক্ষাব বিধানাবলীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনে তিনি দুঃখপ্রকাশ করেন। কড়াকড়িভাবে এই সকল নিয়মাবলী পালন করিলে সর্বদা প্লেগ এবং অস্বাস্থ্যকর অবস্থা হইতে উদ্ভূত এইরূপে অন্যান্য পীড়ার ভয়ে শঙ্কিত থাকিতে হইত না।

পরস্পর শান্তিতে বাস করিবার আবেদন

অতঃপর গান্ধীজী শ্রোতৃমণ্ডলীকে বলেন যে, কখনও যেন তাঁহারা মুসলমান প্রতিবেশীর প্রতি অসূয়া পোষণ না করেন। উভয় সম্প্রদায়কেই পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া শান্তিতে বাস করিবার জন্য তিনি আবেদন জানান। কিন্তু তিনি ইহাও বলেন যে, কেবল যদি হিন্দুরাই মুসলমানদের প্রতি কিংবা কেবল মুসলমানরাই

যদি হিন্দুদের প্রতি কোনরূপ অসূয়া পোষণ না করেন, তবেই অশান্তি কমিয়া যাইবে। অন্যপক্ষে উভয় সম্প্রদায়ই যদি পরস্পরের প্রতি অসূয়া পোষণ করেন, তবে ইহার অনিবার্য পরিণাম সংঘর্ষ। উপনিষদে একটি শক্তিশালী মন্ত্র আছে "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" জীবনের সকল অবস্থায়ই ইহা সত্য। এই অবস্থায় অসূয়া পোষণ সম্পর্কে তাঁহারা যেন সতর্ক হন।

২৩ ফেব্রুয়ারি

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

গঠনমূলক কার্যদ্বারা স্বাধীনতা আসিবে
ছাত্রকর্মীদের প্রতি মহাত্মাজীর উপদেশ

বিশকাটালী (ত্রিপুরা), ২৩ ফেব্রুয়ারী—"তোমরা আমার গঠনমূলক কর্মপন্থায় আত্মনিয়োগ কর। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যে, ইহাই স্বাধীনতার একমাত্র পথ।' দেবীপুরে সান্ধ্যভ্রমণের সময় একদল ছাত্রকর্মী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে মহাত্মা গান্ধী তাহাদিগকে উপরোক্ত উপদেশ দেন। এই সমস্ত ছাত্র নোয়াখালীর উপদ্রুত অঞ্চলে গঠনমূলক কার্য করিতেছে।

দ্রুত স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তাহাদের কিভাবে কাজ করিতে হইবে এই প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন যে, স্বাধীনতা পণ্যদ্রব্য নয় যে অর্থের বিনিময়ে সহজেই তাহারা তাহা কিনিতে পারিবে। তিনি বলেন, স্বাধীনতা এমন বস্তুও নয় যে, খাদ্য হিসাবে যাহা তাহাদিগকে দেওয়া যাইবে। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ত্যাগ স্বীকার প্রয়োজন।

গান্ধীজী বলেন, ছাত্রদের বিশেষ দায়িত্ব আছে। তাহারা সতর্কতার সহিত তাঁহার গঠনমূলক কর্মসূচী পর্যালোচনা করিতে পারে; তাহা বুঝিতে পারে এবং তাহা কার্যকরী করিতে চেষ্টা করিতে পারে। তাহা হইলেই তাহারা স্থায়ী এবং প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করিতে সক্ষম হইবে।

গান্ধীজী নিজেই নিজের চিকিৎসক

গত রাত্রিতে গান্ধীজী যখন শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী ও ডাঃ নৃপেন বসুর সহিত আলোচনা করিতেছিলেন তখন তিনি তাঁহার চোখের উপরে মাটির প্রলেপ লাগাইয়া শুইয়াছিলেন। তিনি ডাঃ বসুকে বলেন যে, "তোমরা ডাক্তার ঔষধের ব্যবস্থা দিয়া থাক। আমি মাটির মায়ের আশ্রয় লইয়াছি। এই মাটি হইতেই আমাদের জন্ম এবং এই মাটিতেই আমাদের লীন হইতে হইবে।"

ডাঃ বসু তিনি কেন ঔষধ গ্রহণ করেন না জিজ্ঞাসা করিলে মহাত্মা গান্ধী বলেন যে, ও দয়া করিয়া ঔষধের কথা আর বলিও না। আমাকে আমার 'রাম- নাম' সুরা পান করিতে দাও। — ইউ. পি

'অস্পৃশ্যতার বিনাশ না হইলে হিন্দুধর্ম ধ্বংস হইবে'
প্রার্থনা সভায় মহাত্মা গান্ধীর উক্তি

চরসোলাদি, ২৩শে ফেব্রুয়ারী— মহাত্মা গান্ধী গতকল্য চরকৃষ্ণপুরে তাঁহার প্রার্থনান্তিক বক্তৃতায় বলিয়াছেন—

"ইংরাজদের চক্ষের সম্মুখে যেরূপ নিশ্চিতভাবে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটিতেছে তাহাতে যদি উহা পুরাপুরি ধ্বংস নাও হয়, তাহা হইলেও যেরূপ বৃটিশ জাতি উহার নামমাহাত্ম্য হারাইবে সেইরূপ অস্পৃশ্যতার বিনাশ না হইলে হিন্দুধর্ম ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।" প্রায় চারি হাজার নমঃশূদ্র প্রার্থনায় যোগ দিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে বহু নারী ও শিশু ছিল।

মহাত্মা গান্ধী আরও বলেন যে, তিনি যাহাদিগকে অচ্ছ্যুৎ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যে আসিয়া তিনি সুখী হইয়াছেন। তিনি আপনাকে তাহাদের সহিত এক বলিয়া অভিহিত করিয়া বলেন যে, তিনি অচ্ছ্যুৎদের মধ্যে নিম্নতম। তিনি জাতিভেদে বিশ্বাসী নহেন বলিয়া তিনি হিন্দুসমাজরূপ সিঁড়ির সর্বনিম্ন ধাপে স্থান গ্রহণ করিয়াছেন! তিনি সকলকে সর্বনিম্ন ধাপে স্থান গ্রহণ করিতে আহ্বান করিয়া বলেন যে, তাহা হইলে মন্দির-প্রবেশ, সর্ববর্ণের ভোজ ও অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি প্রশ্নের উদ্ভবের কোন অবকাশ থাকিবে না। তিনি এই প্রস্তাব পুরাপুরি সমর্থন করেন যে, যখন কাহারও জাতির জন্য তাহার বিরুদ্ধে কোন বিধিনিষেধ প্রযুক্ত হইবে না, তখন অস্পৃশ্যতা সম্পূর্ণ রহিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। কেবলমাত্র অস্বাস্থ্যকর অবস্থা ও অবনতি প্রভৃতির বিরুদ্ধে সর্বত্র বিধিনিষেধ প্রযোজ্য। তিনি বিশ্বাস করেন যে, অস্পৃশ্যতা বর্জন কার্যসূচীর প্রথম কাজ মন্দির-প্রবেশ। অস্পৃশ্যতা দানবের চূড়ান্ত পরাজয়ের পূর্বে বর্তমানে যেরূপ চলিতেছে, সেইরূপ সাধারণের সামাজিক ভোজ হওয়া উচিত। গান্ধীজী এই ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, ইংরাজদের চক্ষুর সম্মুখে যেরূপ নিশ্চিতভাবে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটিতেছে, তাহাতে যদি উহা পুরাপুরি ধ্বংস না-ও হয়, তাহা হইলেও যেরূপ বৃটিশ জাতি উহার নাম মাহাত্ম্য হারাইবে, সেইরূপ অস্পৃশ্যতার বিনাশ না হইলে হিন্দুধর্ম ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। — এ. পি

গান্ধীজীর নিকট মিঃ এটলীর বিবৃতি পাঠ

চরসোলাদি (ত্রিপুরা), ২৩শে ফেব্রুয়ারী— বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটলীর বিবৃতি সংবাদপত্রে যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, গতকল্য অপরাহ্ণে চরকৃষ্ণপুরে মহাত্মা গান্ধীকে তাহা পড়িয়া শুনান হয়। ঐ সময়ে মহাত্মা গান্ধী শ্রীযুক্ত এ ভি ঠক্করের সহিত আলাপ আলোচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন। তিনি ধীরস্থিরভাবে পাঠ শ্রবণ করেন। বিবৃতি পাঠ শেষ হইতে ৫ মিনিট অধিক সময় লাগায় গান্ধীজীর প্রার্থনাস্থলে যাইতে ৫ মিনিট বিলম্ব হয়। মহাত্মাজী বিবৃতি সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য করেন নাই। — এ.পি

গান্ধীজীর চরসোলাদি গ্রামে আগমন
(স্টাফ রিপোর্টার কর্তৃক টেলিফোনে প্রেরিত)

চারসোলাদি (ত্রিপুরা), ২৩শে ফেব্রুয়ারী— নির্ধারিত সময়ে যাত্রা করিয়া মহাত্মা গান্ধী সকাল ৭-৫৮ মিনিটে চরসোলাদি আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। ২৮ মিনিটে গান্ধীজী প্রায় দেড় মাইল হাঁটিলেন। এখানে তিনি শ্রীযুত যামিনী মাঝির গৃহে অবস্থান করিতেছেন। এই গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীই তপশীলী হিন্দু। মহাত্মাজীর পরবর্তী গন্তব্যস্থল হাইমচর। আগামীকল্য প্রাতে তিনি হাঁটিয়া তথায় যাইবেন।

হাইমচরে পৌঁছিলে গান্ধীজীর পল্লী পরিক্রমার দ্বিতীয় পর্যায় সমাপ্ত হইবে। তাঁহার পরবর্তী ভ্রমণতালিকা এখনও চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয় নাই বটে তবে জানা যায়, তিনি ত্রিপুরা ও নোয়াখালি জেলার আরও ২৫/২৬টি গ্রাম পরিদর্শন করিবেন।

গান্ধীজী সকাশে শ্রীযুত ঠক্কর

চরসোলাদি (ত্রিপুরা), ২৩শে ফেব্রুয়ারী— গতকল্য অপরাহ্ণে শ্রীযুত এ ভি ঠক্কর চরকৃষ্ণপুরে মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রায় দুই ঘণ্টাকাল আলাপ-আলোচনা করেন।

মিঃ ফজলুল হক গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাতের জন্য ২৬শে ফেব্রুয়ারী চাঁদপুর যাত্রা

কলিকাতা, ২৩শে ফেব্রুয়ারী— মহাত্মা গান্ধীর সহিত দেখা করার উদ্দেশ্যে মিঃ ফজলুল হক আগামী ২৬শে ফেব্রুয়ারী সকালে চাঁদপুর রওনা হইবেন। উহার পরদিন তিনি গান্ধীজীর সহিত দেখা করিবেন বলিয়া দিনস্থির হইয়াছে।

— এ.পি

২৪ ফেব্রুয়ারি

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতিতে বিভিন্ন দলের উপর দায়িত্ব
বিচারবুদ্ধি অনুসারে কর্মপন্থা নিরূপণ করিতে হইবে
মিঃ এটলীর ঘোষণা সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর অভিমত

হৈমচর, ২৪শে ফেব্রুয়ারী—মিঃ এটলীর বিবৃতির উল্লেখ করিয়া অদ্য সায়াহ্নে মহাত্মা গান্ধী বলেন যে, উহা বিভিন্ন দলের উপর যে যেরূপ ভাল বুঝিবে, সেইভাবে কাজ করার দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে।

তিনি আরও বলেন যে, ১৯৪৮ সালের জুন মাসে কিম্বা তৎপূর্বেই বৃটিশ শাসনের অবসান হইবে বলিয়া বিবৃতিতে ঘোষণা করা হইয়াছে। অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করা হইবে, না উহা ব্যর্থ হইতে দিবে, তাহা বিভিন্ন দলকেই এখন স্থির করিতে হইবে। তাহাদের সম্মিলিত ইচ্ছাশক্তিকে অগ্রাহ্য করিতে পারে, পৃথিবীতে এমন কিছুই নাই। তবে তাঁহার নিজের দৃঢ় অভিমত এই যে, বাহিরের চাপ ছাড়া হিন্দু ও মুসলমানরা যদি শ্রেণিবিভেদ ঘুচাইয়া একত্র হইতে পারে, তাহা হইলে তাহারা যে শুধু নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতিসাধন করিবে তাহা নহে সমগ্র ভারতের এমন কি নিখিল বিশ্বেরও তাহাতে কল্যাণ হইবে।

অদ্য সায়াহ্নে প্রার্থনা সভায় মহাত্মা গান্ধী উপযুক্ত মন্তব্য করেন। তিনি বলেন যে মিঃ এটালীর বিবৃতি সম্পর্কে তার বা পত্রযোগে বহুলোক তাঁহার মতামত জানিতে চাহিয়াছেন। অন্যান্য দলের কথা ছাড়িয়া দিলেও কংগ্রেস ও মুসলিম লীগই এই সম্পর্কে বিধিসঙ্গত মতামত প্রকাশ করিবে। — এ.পি

পরিপূর্ণ অর্থে বিবৃতি গ্রহণের অভিপ্রায়
(স্টাফ রিপোর্টার প্রেরিত)

হৈমচর (ত্রিপুরা), ২৪শে ফেব্রুয়ারী— বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর ভারত সম্পর্কিত ঘোষণা এবং পার্লামেন্টে এ বিষয়ে বিতর্কের পূর্ণ বিবরণ মহাত্মা গান্ধীর পড়া শেষ হইয়াছে। কংগ্রেস মহলের বিশ্বাস, সত্যাগ্রহী হিসাবে গান্ধীজী উদার দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই বিবৃতি গ্রহণ করিবেন এবং অন্যরূপ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত বৃটিশ গবর্ণমেন্টের আন্তরিকতা সম্পর্কে বিরূপ মতামতে বিরত থাকিবেন।

বিবৃতির প্রত্যেকটি অংশ তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়াছেন। বিবৃতিটিকে পূর্ণ অর্থে গ্রহণ করার অভিপ্রায় হইতে ইহা বুঝা যায় না যে, সবদিক দিয়া তিনি উহাকে নিখুঁত বলিয়া মনে করেন। যেমন, কোন কোন অঞ্চলে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং উহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলিয়া তিনি মনে করেন।

মিঃ এটালীর বিবৃতি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ঘোষণার সমতুল বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। কংগ্রেস মহল মনে করেন যে, এই বিবৃতির ফলে মার্চ মাসে নতুন বড়লাটের কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত বর্তমান অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টের কাজ করিয়া যাওয়া উচিত। কার্যভার গ্রহণের পরই লর্ড মাউন্টব্যাটেনের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হইবে অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্ট পুনর্গঠন এবং উহাকে অধিকতর সমজাতিক করা। তাঁহারা ইহাও মনে করেন যে, বর্তমান মুহূর্তে নৈরাশ্যজনক মনোভাব গ্রহণের প্রয়োজন নাই।

সকলের জন্য সমান পারিশ্রমিক
অর্থনৈতিক সাম্য সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী

চরসোলাদি, ২৪শে ফেব্রুয়ারী— গতকল্য প্রার্থনা সভায় মহাত্মা গান্ধীকে নিম্নলিখিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় ঃ— আপনি ১৯৪১ সালে অর্থনৈতিক সাম্যের কথা লিখিয়াছিলেন। আপনি কি মনে করেন, যাঁহারাই সমাজে কোন না কোন হিতকর ও প্রয়োজনীয় কার্য করিয়া থাকেন— তাঁহারা কৃষক অথবা ভাঙ্গী, ইঞ্জিনিয়ার অথবা হিসাবরক্ষক, চিকিৎসক অথবা শিক্ষক— যাহাই হউন না কেন, তাঁহারা কি সকলেই তাঁহাদের কাজের জন্য সমান পারিশ্রমিক লইবেন? কাহারও অতিরিক্ত গ্রহণ করিবার কি নৈতিক অধিকার নাই? অবশ্য ইহা ধরিয়া লইতে হইবে যে, শিক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ের ব্যয় রাষ্ট্র বহন করিবে। আমাদের প্রশ্ন হইতেছে, ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য সকলেরই সমান বেতন পাওয়া কি উচিত নহে? আপনি কি মনে করেন, অন্য কোন উপায় অপেক্ষা এই উপায় দ্বারাই শীঘ্র অস্পৃশ্যতার মূলোচ্ছেদ করা যাইবে?

উত্তরে মহাত্মা গান্ধী বলেন যে, ভারতবর্ষকে যদি একটি আদর্শ স্বাধীন জীবন যাপন করিতে হয়, তবে ভাঙ্গী, চিকিৎসক, ব্যবহারজীবী, শিক্ষক, বণিক ও অন্যান্য সকলকেই দৈনন্দিন কাজের জন্য সমান পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতীয় সমাজ এই লক্ষ্যে হয়তো কখনই পৌঁছিতে পারিবে না তথাপি ভারতবর্ষকে সুখে স্বচ্ছেন্দে থাকিতে হইলে এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। — এ. পি

২৫ ফেব্রুয়ারি

অভয় আশ্রম— কুমিল্লায় স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের অনুপ্রেরণায় ১৯০৯-১০ সালে সবিতা আশ্রম নামে একটি সংস্থার জন্ম হয়। প্রধান উদ্যোগী ছিলেন ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ড. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডা. নৃপেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ। ১৯২১ সালে গান্ধিজি এই প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করেন অভয় আশ্রম। এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল স্বনির্ভরতা আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং স্বদেশী শিল্পগঠন, অসহায় মানুষদের আশ্রয়দান, সহায় সম্বলহীন নারীদের স্ব-উদ্যোগী করে তোলা। সর্বোদয় আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং গ্রামীণ হস্ত ও কুটীর শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে ও গ্রামীণ মানুষের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার উদ্দেশ্যে এই সংস্থা নিষ্ঠার সঙ্গে দীর্ঘদিন কাজ করেছে।

ললিত— ললিতমোহন বর্মন (১৭ মার্চ ১৮৯৯-১৯ অগস্ট ১৯৬১)। কুমিল্লার মানুষ। পিতা করুণাময় বর্মন। ব্রাহ্মণ বাড়িয়া জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ। যুগান্তর দলের কর্মী।

অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। কুমিল্লার কল্যাণ সংঘ-এর প্রতিষ্ঠাতা। সমাজসেবা মূলক বিভিন্ন কর্মকান্ডে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।

২৬ ফেব্রুয়ারি

রামকৃষ্ণ মিশনে— শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহাবসানের পর তাঁর আদর্শ সম্প্রচারের লক্ষ্যে তাঁর শিষ্য ও অনুগামীরা অতি অনাড়ম্বরভাবে যে সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন, বর্তমানে সেটি দেশে এবং বিদেশে ১৬৪টি শাখায় প্রসারিত। এর প্রধান কার্যালয় বেলুড় মঠ হাওড়া জেলার বেলুড়ের গঙ্গাতীরে অবস্থিত। এই প্রতিষ্ঠানের দুটি ভাগ রামকৃষ্ণ মঠ (১৯০১) এবং রামকৃষ্ণ মিশন (১৯০৯)। রামকৃষ্ণ মঠ মুখ্যত অধ্যাত্মিক বোধের বিকাশ ও সম্প্রসারণে এবং রামকৃষ্ণ মিশন মানব সেবা ও সমাজ কল্যাণে নিয়োজিত। তবে দুই বিভাগের মধ্যে আদর্শগত ও কর্মের দিক থেকে স্বরূপত বিশেষ পার্থক্য কিছু নেই। শতাব্দী প্রাচীন এই প্রতিষ্ঠানের কল্যাণহস্ত বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে প্রসারিত।

'উদ্বোধন' পত্রিকার ৪৯ বর্ষ ১ সংখ্যায় প্রকাশিত রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক, স্বামী মাধবানন্দের ২২ ডিসেম্বর ১৯৪৬-এর একটি অর্থ সাহায্যের আবেদনে জানা যায় ২২ অক্টোবর ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুরে, ১১ নভেম্বর হাইমচরে এবং ২৯ নভেম্বর নোয়াখালি জেলার রামগঞ্জে মিশনের সেবা কার্য শুরু হয়েছে। 'হাইমচর কেন্দ্র হইতে চাঁদপুর যাবার অন্তর্গত ১৫টি গ্রামে প্রায় ১০০০ পরিবার ভুক্ত ৫০০০ জনের মধ্যে ৬২৬ খানা পশমী কম্বল, ৯০২ খানা নূতন ও পুরাতন কাপড়, ৩৪১০ খানা বাসন এবং আবশ্যকীয় সিন্দুর শাঁখা ও তুলসীর মালা বিতরণ করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন মিশনস্থাপিত দাতব্য ঔষধালয় হইতে অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে ৩৭১ জন রোগীকে ঔষধ দেওয়া হইয়াছে।'

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

মহাত্মা গান্ধীর পদব্রজে কুমিল্লা যাওয়ার সঙ্কল্প
পল্লী পরিক্রমার তৃতীয় পর্যায় পরিত্যক্ত
আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি গান্ধীজীর উপদেশ

হৈমচর, ২৬শে ফেব্রুয়ারী— ইহা প্রায় সুনিশ্চিত যে, মহাত্মা গান্ধী শীঘ্রই কুমিল্লায় যাইবেন। তিনি পদব্রজে তথায় গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার পল্লী ভ্রমণের তৃতীয় পর্যায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার কুমিল্লা যাওয়ার পথ নির্ধারিত হইতেছে।

তাঁহাকে কুমিল্লায় লইয়া যাওয়ার উদ্যোক্তাদের অভিপ্রায় এই যে, তিনি যেন কুমিল্লায় তালিমী সঙ্ঘ সম্মেলনে উপস্থিত থাকেন। মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে উহার অধিবেশন হওয়ার সম্ভাবনা। ডাঃ জাকির হোসেনও ঐ সম্মেলনে উপস্থিত হইবেন। গান্ধীজী সম্ভবত ২রা মার্চ কুমিল্লা রওনা হইবেন।

লক্ষ্মীপুরের নিকটবর্তী গাইয়ারচর হইয়া গান্ধীজীর কুমিল্লা যাওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে। ঐ পথে তাঁহাকে ৫০ মাইলের উপর হাঁটিতে হইবে। বিকল্পে অপেক্ষাকৃত কম-দীর্ঘ আর একটি পথ দিয়া যাওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে। কোন্ পথ অবলম্বিত হইবে, তাহা এখনও নির্ধারিত হয় নাই। এই সম্পর্কে শুক্রবার এক ঘরোয়া বৈঠক হইবে। উহাতে গান্ধীজীর ভ্রমণ সম্পর্কে চূড়ান্ত তালিকা নির্ধারিত হইবে। — এ. পি

আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কে আলোচনা
(স্টাফ রিপোর্টার কর্তৃক প্রেরিত)

হৈমচর ২৫শে ফেব্রুয়ারী— গতকল্য অপরাহ্নে মহাত্মা গান্ধী পুনরায় বাঙ্গলার আজাদ হিন্দ ফৌজ শান্তি কমিটির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত দেবনাথ দাসকে দর্শন দেন। শ্রীযুক্ত দাসের সঙ্গে ক্যাপ্টেন সৈয়দ জামান ও গঙ্গা সিংহ ছিলেন। গান্ধীজীর সহিত তাঁহাদের ৪৫ মিনিট আলোচনা হয়। আলোচনা প্রধানতঃ আজাদ হিন্দ ফৌজের অখণ্ডতা এবং উহা বজায় রাখা বিষয়ে কেন্দ্রীভূত ছিল। গান্ধীজী বলেন—"আজাদ হিন্দ ফৌজ কি দিয়া তৈয়ারী তাহা হিন্দুস্থানে পরীক্ষিত হইবে। ভারতে যে কোন জাতীয় আন্দোলন প্রবর্তিত হইলে ইহা যে পর্যন্ত ঐ আন্দোলনের শক্তি সংযোজক অধ্যায়রূপে কাজ করিবে, সে পর্যন্ত ইহা ভারতের সেবা করিতে পারিবে। নেতাজীর প্রতি অনুগত থাকিতে হইলে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রত্যেক লোককে বিনাশর্তে ও নিঃস্বার্থভাবে দেশের সেবা করিতে হইবে। যদি আজাদ হিন্দ ফৌজ উহার অখণ্ডতা হারায় ও ভেদ ঘটিতে দেয়, তাহা হইলে ভারতের পক্ষে দুর্ভাগ্যের বিষয় হইবে।"

শ্রীযুত দাস আমার নিকট বলিয়াছেন যে, গান্ধীজী হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠাব উপায় সম্বন্ধে বাঙ্গলার আজাদ হিন্দ ফৌজ শান্তি কমিটিকে উপদেশ দিতে সম্মত হইয়াছেন।

গান্ধীজীর সহিত মিঃ নুরুন্নবী চৌধুরীর আলোচনা

চট্টগ্রাম বিভাগের পুনর্বসতি কমিশনার মিঃ নুরন্নবি চৌধুরী গতকল্য পূর্বাহ্নে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উপদ্রুত ব্যক্তিগণকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার সমস্যা সম্বন্ধে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করেন।

বিহার, হেরাল্ড পত্রের ভূতপূর্ব সম্পাদক ও বর্তমান সময়ে হৈমচর সরকারী আশ্রমের সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রার্থনার পর গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। ঐ সময়ে একশত অনাথ সারিবদ্ধ হইয়া গান্ধীজীকে সম্বর্ধনা করে। গান্ধীজী নাকি অনাথদের সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করেন।

গান্ধীজীকে কর্মীদের অসুবিধাসমূহ জ্ঞাপন

হৈমচর, ২৬শে ফেব্রুয়ারী— মহাত্মা গান্ধী অদ্য প্রাতে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করেন। চর অঞ্চলে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে শ্রী এ ভি ঠক্করের সহিত কার্যে ব্যাপৃত শ্রীশচীন মিত্র ঐ সময়ে গান্ধীজীকে ঐ অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব স্থাপন বিষয়ে অসুবিধাগুলি জানান। তিনি বলেন যে, ঐ অঞ্চলের আয়তনের তুলনায় কর্মীদের সংখ্যা অল্প। অদূর ভবিষ্যতে বৃষ্টি আরম্ভ হইলে তাঁহাদের পক্ষে গ্রামে কাজ চালাইয়া যাওয়া কঠিন হইবে। তাঁহার মনে হয়, হাঙ্গামার পরবর্তী দুর্দশার প্রথম অধ্যায় শেষ হওয়ার পর এখন লোকের সামাজিক ও সাধারণ উন্নয়নের জন্য প্রকৃত কাজ আরম্ভ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

গান্ধীজী পূর্বে যে পথ দিয়া হাঁটিয়াছেন, সেই পথ দিয়া আবার হাঁটিতে চাহেন না বলিয়া অদ্য পূর্বাহ্নে ভিন্ন পথ দিয়া হাঁটেন। মাটি উঁচু-নীচু থাকায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি পায়ে ব্যথা পাইতেছেন কিনা। গান্ধীজী বলেন যে, কিছুই তাঁহার পায়ে ব্যথা দিবে না। তিনি তাঁহার পথ ধরিয়া হাঁটিতে ভালোবাসেন।

গান্ধীজী যখন হাঁটিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন খাদি ইউনিফরম পরিহিত প্রায় পঞ্চাশ জন বালক-বালিকা জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে দশ মাইল উত্তরস্থ চাঁদপুরে ফিরিয়া যাইতেছিল। তাহারা গতকাল এখানে আসিয়াছিল। গান্ধীজী তাহাদিগকে দেখিয়া আনন্দিত হন। —এ. পি.

গান্ধীজী বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরোধী
বলপূর্বক জমি দখল সমর্থনযোগ্য নয়
(রাজনৈতিক কর্মীদের সহিত আলোচনা)
(স্টাফ রিপোর্টার প্রেরিত)

হৈমচর (ত্রিপুরা) ২৬শে ফেব্রুয়ারী— গতকল্য বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী কাউন্সিল অব উইমেন-এর সেক্রেটারী শ্রীযুক্তা নীলিমা মুখার্জি গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রকাশ স্বীয় পরিবারের পটভূমিকায় সমাজ সেবা ক্ষেত্রে মহিলাদের কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা হয়।

সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত রাজনৈতিক বন্দী শ্রীযুত প্রফুল্ল সেনের সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে গান্ধীজী অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের উপর বিশেষ জোর দেন। শ্রীযুত সেন আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা, টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে ১৫ বৎসর দণ্ডিত হইয়াছিলেন। প্রকাশ,এখনও যাঁহারা জেলে আছেন, সেই সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর আশু মুক্তির জন্য শ্রীযুত সেন গান্ধিজীকে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করেন। গান্ধীজী বিশেষ সহানুভূতির সহিত সমস্ত শ্রবণ করেন এবং উত্তরে বলেন যে, তিনি কখনও তাহাদিগকে ভুলেন নাই। ত্রিপুরার এই অঞ্চলে শ্রীযুত সেন সেবাকর্যে নিযুক্ত আছেন জানিয়া গান্ধীজী তাঁহাকে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের উপর বিশেষভাবে জোর দিতে নির্দেশ দেন।

গান্ধীজী বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের তীব্র বিরোধী

গতকল্য কুমিল্লার বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্মী শ্রীযুত অতীন্দ্রমোহন রায় গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন বঙ্গভঙ্গ ও তেভাগা আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা হয়। প্রকাশ, পৃথক হিন্দু বাঙ্গলা গঠনের জন্য বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের গান্ধীজী তীব্র বিরোধী। কৃষকগণ কর্তৃক বলপূর্বক জমি দখলেরও তিনি বিশেষভাবে বিরোধী।

রুগ্ন কর্মীর শয্যাপার্শ্বে গান্ধীজী

গতকাল সন্ধ্যায় প্রার্থনা সভার শেষে গান্ধীজী শ্রীহট্টের কর্মী শ্রীযুত শচীন রায় চৌধুরীকে দেখিতে যান। গত ২৬ দিন যাবৎ শ্রীযুত রায় চৌধুরী টাইফয়েডে ভুগিতেছেন। গান্ধীজী রোগীর নিকটে গিয়া তাঁহার অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করেন। রোগীর এখনও সঙ্কটাবস্থা দূর হয় নাই।

পরীক্রমা চলাইতে গান্ধীজী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ

গান্ধীজী তাঁহার পরিক্রমা চালাইয়া যাইতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাঁহার পরবর্তী ভ্রমণ তালিকা এখানে ঠিক করা হইতেছে তৃতীয় পর্যায়ে তিনি কেবল ত্রিপুরা জেলা কিংবা ত্রিপুরা ও নোয়াখালি উভয় জেলায়ই ভ্রমণ করিবেন তাহা এখনও স্থির হয় নাই। কিন্তু তাঁহার কুমিল্লা যাওয়া একরূপ ঠিক। যাহাতে গান্ধীজীর পল্লী পরিক্রমার তৃতীয় পর্যায় কুমিল্লায় গিয়া শেষ হয় খুব সম্ভব সেইভাবেই তালিকা প্রস্তুত করা হইতেছে।

গান্ধীজী মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে ভ্রমণ আরম্ভ করিয়া ঐ মাসের শেষ সপ্তাহে কিংবা এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে তাহা শেষ করিতে চাহেন।

দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপরই সম্পূর্ণ তালিকা কার্যে পরিণত করা না করা নির্ভর করে। যতদূর জানা যায় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত গান্ধীজী বাঙ্গলার এই অঞ্চল ছাড়িয়া যাইতে চাহেন না, মনে হয় গান্ধীজী তাঁহার পল্লী পরিক্রমার চতুর্থ পর্যায়ের কথা চিন্তা করিতেছেন।

গ্রাম পুনর্গঠন সম্বন্ধে গান্ধীজীর বক্তৃতা

হৈমচর (ত্রিপুরা), ২৫ শে ফেব্রুয়ারী— আজ সায়াহ্নে হৈমচর বাজারে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বক্তৃতাকালে গান্ধীজী বলেন, "গ্রাম পুনর্গঠনের কাজ সহজসাধ্য করিতে হইলে সর্বপ্রথম হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিতে হইবে।"

গান্ধীজী বলেন যে, বিরাট পরিকল্পনা রচনা না করিয়া কৃষকদের চলাচলের উপযোগী সুন্দর রাস্তা নির্মাণ এবং পুকুরের কচুরী পানা পরিষ্কারের কাজ সামান্যভাবেও আরম্ভ করা উচিত। রোগ প্রতিরোধের জন্য গ্রামের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করিতে হইবে। গ্রামোন্নয়ন কার্যে রত সরকারী কর্মচারীরা যদি জনসাধারণের সহযোগিতায় কাজ করিতে ইচ্ছুক হয় তাহা হইলে তাহাদিগকে জানিতে হইবে যে তাহারা জনসাধারণের সেবক মাত্র।

উপসংহারে গান্ধীজী বলেন যে, জনসাধারণের সেবক বলিয়া তিনি এ ব্যাপারে সর্বোপায়ে সহায়তা করিতে প্রস্তুত।

পুনর্বসতি কমিশনার মিঃ নুরন্নবী চৌধুরী জনমন্ডলীকে উদ্দেশ করিয়া দেশের শান্তি ও প্রগতি সংক্রান্ত বিষয়ের অবতারণা করেন। তিনি উপদ্রুত অঞ্চলের জনসাধারণকে পুনর্বসতি ও পুনর্গঠন কাজের জন্য প্রত্যেক গ্রামে এক একটি করিয়া সমিতি সংগঠন করিতে উপদেশ দেন। প্রত্যেক গ্রামের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনকল্পে তিনি অভিযান চালনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। গ্রামোন্নয়নকল্পে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় বিধানের জন্য তিনি আবেদন জানান।

সভায় বহু মুসলমান ও নারী ছাড়াও শ্রীযুক্ত এ ভি ঠক্কর, উৎকল প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভানেত্রী শ্রীযুক্তা মালতী চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সতীশ দাশগুপ্ত ও শ্রীযুক্তা রেণুকা রায় উপস্থিত ছিলেন। — এ. পি

চাঁদপুরে মিঃ ফজলুল হক
হৈমচরে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

চাঁদপুর, ২৬শে ফেব্রুয়ারী— মিঃ এ কে ফজলুল হক অদ্য এখানে পৌঁছিয়াছেন। তিনি হৈমচরে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

২৭ ফেব্রুয়ারি

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

সমুদ্রের বারিবিন্দুর পৃথক কোন সার্থকতা নাই
সমগ্র বিশ্বই প্রকৃত ত্যাগের ফলভাগী হইবে
হৈমচরে প্রার্থনা সভায় প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মাজী

(স্টাফ রিপোর্টার কর্তৃক প্রেরিত)

হৈমচর (ত্রিপুরা), ২৭ শে ফেব্রুয়ারী— গতকল্য এখানে প্রার্থনা সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে মহাত্মাজী জিজ্ঞাসিত তিনটি প্রশ্নের জবাব দেন।

১ম প্রশ্ন— কেন্দ্রে সব কিছু গোলমাল হইতে থাকিলে সাধারণ লোকে ঐক্য পুনঃস্থাপনের জন্য কি করিতে পারে?

উঃ— বিজ্ঞানের একটি সিদ্ধান্ত এই যে, কেন্দ্রাভিগ ও কেন্দ্রানুগ এই দুইটি শক্তির কার্য একই সঙ্গে চলিতে থাকে। তিনি জীবনযাত্রার ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রয়োগ করিতে চাহেন। গবর্ণমেন্টের কেন্দ্র আমাদের সকলকেই উহার দিকে আকর্ষণ করে এবং সেই গবর্ণমেন্ট যদি ভাল গবর্ণমেন্ট হয়, তবে আমাদের সকলেই সেই কেন্দ্রানুগ আকর্ষণী শক্তির আহ্বানে সাড়া দেওয়া উচিত। কেন্দ্রাভিগ শক্তিও অনুরূপ; এই শক্তির প্রভাবে আমরা হৈমচরের গ্রামবাসিগণ কেন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হই। অতএব, এই দুইটি শক্তির ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে, কেন্দ্র ও উহার পরিধিতে সুশৃঙ্খল গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু কেন্দ্রে যদি গোলমাল চলিতে থাকে, তবে ৭লক্ষ গ্রামের উপর উহার আধিপত্য করার কোন অর্থ হয় না। অন্যদিকে গ্রামবাসীরা যদি তথাকথিত উচ্চাঙ্গের রাজনীতি চর্চার ভার কেন্দ্রের হাতে ছাড়িয়া দেন তবে তাহারা সম্পূর্ণ সম্প্রীতির মধ্যে বাস করিতে পারেন।

২য় প্রশ্ন— যে ব্যক্তি স্বীয় সম্প্রদায়ের জন্য নিজ স্বার্থ বিসর্জন দিতে উদ্বুদ্ধ হয়, কিভাবে তাহার অন্তরের এই পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব?

উঃ— যে ব্যক্তির ত্যাগের পরিধি স্বীয় সম্প্রদায়কে ছাড়াইয়া যায় না সে নিজেও স্বার্থপর হয় এবং তাহার সম্প্রদায়কেও স্বার্থপর করিয়া তুলে। তাঁহার (গান্ধীজীর) মতে আত্মত্যাগের যুক্তিপূর্ণ পরিণতি এই যে, ব্যক্তি তাহার সম্প্রদায়ের জন্য, সম্প্রদায় উহার গ্রামের জন্য, গ্রাম জেলার জন্য, জেলা প্রদেশের জন্য, প্রদেশ জাতির জন্য এবং জাতি সমগ্র বিশ্বের জন্য ত্যাগ করিবে। সমুদ্র হইতে একবিন্দু বারি উঠাইয়া লইলে উহা বৃথাই নষ্ট হয়। কিন্তু সমুদ্রের অংশ হইয়া থাকিলে এই বারিবিন্দুই উহার বক্ষে বিরাট অর্ণবপোত বাহিনী বহন করার গৌরবের অংশ গ্রহণ করিতে পারে।

৩য় প্রশ্ন— স্বাধীন ভারতে কাহার স্বার্থ অগ্রগণ্য হইবে? কোন প্রতিবেশী রাষ্ট্র কোন বিষয়ে অভাবে পড়িলে, স্বাধীন ভারত কি করিবে?

উত্তর দিতে গিয়া গান্ধীজী বলেন যে, দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবেই তৃতীয় প্রশ্নের জবাব আছে। প্রকৃত আত্মনির্ভরশীল স্বাধীন ভারত বিপদে পতিত প্রতিবেশীর সাহায্যার্থ অবশ্যই অগাইয়া যাইবে। উদাহরণস্বরূপ তিনি আফগানিস্থান, সিংহল এবং ব্রহ্মের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, উপরোক্ত তিনটি রাষ্ট্রের প্রতিবেশীদের বেলায়ও এই নিয়ম প্রযোজ্য। এইভাবে ঐ সকল দেশও ভারতের প্রতিবেশী। গান্ধীজী বলেন যে, ব্যক্তিগত ত্যাগ যদি প্রকৃত ত্যাগ হয় তবে সমগ্র মনের সঙ্গেই উহার [...]

ঠক্কর বাপা, মিস আমতুস সালাম, শ্রীযুত মানু গান্ধী এবং শ্রীযুক্তা মালতী চৌধুরী এই প্রার্থনা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

মহাত্মাজী সকাশে মিঃ হক
বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে হৈমচরে সাক্ষাৎ
(স্টাফ রিপোর্টার কর্তৃক টেলিফোনে প্রেরিত)

হৈমচর (ত্রিপুরা), ২৭ শে ফেব্রুয়ারী— অদ্য অপরাহ্ণ ৩টার সময় মিঃ এ কে ফজলুল হক গান্ধীজীর কুটীরে প্রবেশ করেন এবং গান্ধীজীর সহিত ৬৮মিনিট আলাপ করিয়া বাহির হইয়া আসেন। মিঃ হকের মস্তকে ফেজ টুপি, পরিধানে পায়জামা, পাঞ্জাবী ও কোট এবং গলায় মালা শোভা পাইতেছিল। গান্ধীজীর কুটীরে প্রবেশকালে হক সাহেব পাদুকা বাহিরে রাখিয়া গিয়াছিলেন।

মিঃ হকের সঙ্গে আরও ৪জন মুসলমান ছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহারা মিঃ হকের সঙ্গী কিংবা উপদেষ্টা হিসাবে গিয়াছিলেন। মিঃ হক যখন কুটীর হইতে বাহিরে আসেন, তখন তিনি সম্পূর্ণ শান্ত ছিলেন এবং সানন্দে ক্যামেরার সম্মুখীন হন। এবং সরাসরি বাহিরে অপেক্ষমাণ জীপ গাড়ীর দিকে চলিয়া যান। কুটীরের বাহিরে প্রতীক্ষমাণ সাংবাদিকদের নিকট তিনি কিছু বলিতে অস্বীকার করেন।

মুসলমানদের এক সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বাঙ্গলার বর্তমান মন্ত্রিসভার কার্যের সমালোচনা করিয়া বলেন যে, মন্ত্রিমন্ডলীর মধ্যে পরিবর্তন না হইলে মুসলমানগণ কোনরূপ ন্যায়বিচার আশা করিতে পাবে না। গত অক্টোবরের দাঙ্গা সম্পর্কে ত্রিপুরা ও নোয়াখালি জেলায় যে সকল মুসলমানকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাহাদিগকে আজও বিচারার্থ আদালতে হাজির করা হয় নাই বলিয়া বক্তা দুঃখ প্রকাশ করেন। মিঃ হক মুসলমানগণকে কলিকাতায় গিয়া তাহাদের পরিষদ সদস্যাদিগকে ফিরাইয়া আনিয়া পুলিশের বিরুদ্ধে তাহাদের যে সকল মামলা দায়ের আছে তাহার পরিচালনায় নিযুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করেন। এই সম্পর্কে তিনি বলেন যে, মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় অফিসের হাতে বিস্তর টাকা আছে; নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় মুসলমানদের বর্তমান সঙ্কটে তাঁহাদেরই আগাইয়া আসা উচিত।

— এ. পি

গৃহে প্রত্যাগত ব্যক্তিদের এখনও আতঙ্ক

(স্টাফ রিপোর্টার কর্তৃক প্রেরিত)

হৈমচর, ২৬শে ফেব্রুয়ারী— গতকল্য গান্ধীজীর প্রতর্ভ্রমণের সময়ে স্থানীয় লোকদের মানসিক অস্থিরতার বিষয় তাঁহাকে জানান হইলে তিনি বলেন, — "যদি বেশ কিছু সংখ্যক লোক সাহস সঞ্চয় করিয়া আক্রমণ প্রতিরোধ করে, তাহা হইলে উহা দ্বারা অবশিষ্ট লোকগণও প্রভাবিত হইবে।"

গান্ধীজী এক বাড়ীর সম্মুখে থামেন। ঐ বাড়ীতে কয়েকজন লোক খোল তৈয়ার করিতেছিল। গান্ধীজী কৌতূহলের সহিত ঐ কাজ লক্ষ্য করেন। হৈমচরে সেবাকার্যে নিযুক্ত শ্রীশচীন মিত্র গান্ধীজীর পথ-প্রদর্শক ছিলেন। তিনি তাঁহাকে বলেন যে, ঐ সমস্ত লোক সম্প্রতি ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহারা এখনও আতঙ্কগ্রস্ত ও পুনরায় বসতি স্থাপন সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত। তাহাদের মনে পুনরায় আস্থা প্রতিষ্ঠিত করা কঠিন।

ইহার উত্তরে গান্ধীজী উক্ত মন্তব্য করিয়া বলেন যে, তাহাদের নির্ভীক হওয়া উচিত। কোন ব্যক্তি বিশেষ সাহস প্রদর্শন করিয়াছে দেখিলে উহা দ্বারা অপরাপর লোক প্রভাবিত হইবে। গান্ধীজী তাঁহার ভ্রমণের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত তৃণহীন পথ অপেক্ষা তৃণাচ্ছাদিত পথ অধিকতর পছন্দ করেন।

ব্যবসায়ী প্রতিনিধিমন্ডলীকে আশ্বাসদান

গত অক্টোবর মাসের হাঙ্গামার সময়ে হৈমচর বাজারের ব্যবসায়ীদের দোকানগুলি জিনিষপত্র সহ ভস্মীভূত হওয়ায় যাঁহাদের ব্যবসায় নষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদের একদল প্রতিনিধি অদ্য অপরাহ্নে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের নূতন করিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিবার অসুবিধাসমূহ জানান। গান্ধীজী নাকি প্রতিনিধিমন্ডলীকে এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, গৃহ নির্মাণের জন্য যাহাতে তাঁহাদিগকে যতদূর সম্ভব শীঘ্র সরকারী ঋণ দেওয়া হয়, তজ্জন্য তিনি পীড়াপীড়ি করিবেন।

ওয়ার্ধায় ডাঃ সুশীলা নায়ার

ওয়ার্ধা ২৬শে ফেব্রুয়ারী— ডাঃ সুশীলা নায়ার অদ্য অপরাহ্নে বাঙ্গলা হইতে এখানে আসিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :— "মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালি ও ত্রিপুরার দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চলে শান্তি ও সদ্ভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠার

জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতেছেন। তথায় আর তাঁহার কাজের আবশ্যক নাই এ বিষয়ে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি উহা চালাইয়া যাইবার আশা করেন।"

ডাঃ সুশীলা নায়ার ৫ই মার্চ কস্তুরবা গান্ধী স্মৃতিভাণ্ডারের মেডিক্যাল বোর্ডের কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় যোগ দিবার জন্য ৩রা মার্চ বোম্বাই রওনা হইবেন।

— এ. পি

২৮ ফেব্রুয়ারি

এক জরুরী চিঠি— বিহারের প্রধানমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সহায় এবং ডাঃ সৈয়দ মামুদের প্রাইভেট সেক্রেটারি এস. মুর্তবা বিহারের দাঙ্গা সংক্রান্ত এক গোপন পত্র নিয়ে গান্ধিজির সঙ্গে দেখা করেন।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

গান্ধীজী কর্তৃক বঙ্গ বিচ্ছেদ আন্দোলনের নিন্দা
প্রার্থনান্তিক সভায় অবিলম্বে বিহার গমনের কথা ঘোষণা
(স্টাফ রিপোর্টার কর্তৃক টেলিফোনযোগে প্রেরিত)

হৈমচর (ত্রিপুরা) ২৮শে ফেব্রুয়ারী— অদ্য প্রার্থনান্তিক সভায় মহাত্মা গান্ধী তাঁহার বাঙ্গলা ত্যাগ করিয়া বিহার গমনের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আভাস দেন। গান্ধীজী বলেন যে, বিহারের বর্তমান অবস্থা জানাইবার জন্য তিনি ডাঃ সৈয়দ মামুদকে তার করিয়াছেন। গান্ধীজী বলেন যে, বাঙ্গলায় তাঁহার পরবর্তী ভ্রমণসূচী আগামী পরশ্ব আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু যদি তাঁহার বিহার গমন অধিকতর প্রয়োজন হয় তবে তিনি বাঙ্গলা দেশ ত্যাগ করিবেন। জানা গিয়াছে যে, গান্ধীজী যদি বিহার গমনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন তবে তিনি রবিবার বা সোমবার বাঙ্গলা ত্যাগ করিবেন।

বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ আন্দোলনের নিন্দা

গান্ধীজী তাঁহার বক্তৃতায় বাঙ্গলা দেশকে হিন্দু ও মুসলমান অঞ্চলে বিভক্ত করার জন্য কতিপয় বাঙ্গালী হিন্দু যে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন তাহার নিন্দা করেন।

২রা মার্চ বিহার যাত্রা

হৈমচর, ২৮শে ফেব্রুয়ারী— জানা গিয়াছে যে, মহাত্মা গান্ধী ২রা মার্চ বেলা ২টায় একখানা জীপ গাড়ীতে বিহার যাওয়ার পথে হৈমচর হইতে চাঁদপুর যাত্রা করিবেন। তাঁহার দলে পাঁচজনের বেশী লোক থাকিবে না। তিনি চাঁদপুরে নদীর তীরে তাঁহার সান্ধ্য প্রার্থনা করিবেন। চাঁদপুরে তিনি স্বর্গীয় হরদয়াল নাগের পুত্র শ্রীমনকুমার নাগের গৃহে অবস্থান করিবেন।

ঐ দিনই রাত্রিতে স্টীমারযোগে তিনি গোয়ালন্দ রওনা হইবেন। গোয়ালন্দ হইতে ট্রেনযোগে তিনি কলিকাতা যাইবেন। কলিকাতায় কোন সময় নষ্ট না করিয়া অবিলম্বে তিনি বিহার রওনা হইবেন।

তাঁহার বিহার গমনের কথা উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলেন যে, বিহারের অবস্থা সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহিত তিনি সর্বদাই যোগাযোগ রক্ষা করিতেছেন। বিহারে হিন্দুদের পাগলামির বিরুদ্ধে তিনি সর্বদাই সুস্পষ্টভাবে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। এই বিষয়ে তিনি নিশ্চিত যে, যেখানে তিনি উভয় সম্প্রদায়ের সেবা

করিতে পারিবেন তিনি সেখানেই আছেন। উভয় সম্প্রদায়কে সেবা করার জন্য তিনি নোয়াখালী আসিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টির উদ্দেশ্য লইয়া আসেন নাই। তথাপি বাঙ্গলা ও অন্যান্য স্থানের মুসলমানগণ বারংবার তাঁহাকে বিহার যাইতে বলিতেছেন। বিহারের অবস্থা যদি তাঁহার সেখানে উপস্থিতি প্রয়োজন বোধ করে তবে তিনি বিহার যাইতে প্রস্তুত আছেন। তাঁহাকে বিহারের বর্তমান অবস্থা জানাইবার জন্য তিনি ডাঃ সৈয়দ মামুদকে তার করিয়াছেন।

গান্ধীজী বলেন যে, তাঁহার পরবর্তী ভ্রমণসূচী আগামী পরশ্ব আরম্ভ হওয়ার কথা। কিন্তু যদি তাঁহার বিহার গমন অধিকতর প্রয়োজন হয়, তবে তিনি বাঙ্গলা দেশ ত্যাগ করিবেন। রাজ্যাভিষেকের পূর্বে রামচন্দ্রকে কিরূপে বনে যাইতে হইয়াছিল, তিনি তাহা উল্লেখ করেন। গান্ধীজী শ্রোতাদিগকে এবং তাহাদের মারফৎ সমস্ত বাঙ্গলা দেশকে এই বলিয়া আশ্বাস দেন যে, বিহারে গেলেও তিনি তাহাদের সহিতই থাকিবেন। তিনি দুর্গত জনগণের মনে সাহস সঞ্চয় ও সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য এখানে আসিয়াছিলেন। বাঙ্গলা ও অন্যান্য স্থানের মুসলমানগণ তাহাকে তাহাদের শত্রু বলিয়া মনে করে এবং তিনি আশঙ্কা করেন যে, বিহারের হিন্দুগণও তাঁহাকে তাঁহাদের শত্রু বলিয়া মনে করিতে পারে; কিন্তু ইহাতে তাঁহার কিছু ক্ষতি হইবে না। ইহা তিনি অবশ্যই বলিবেন যে, একশত লোককে হত্যা করা এক হাজার লোকের পক্ষে বীরত্বের পরিচায়ক নহে; ইহা কাপুরুষতারই পরিচয়।

গান্ধীজী বাঙ্গলার জনসাধারণকে নিরাশ না হইতে অনুরোধ করেন। তাঁহার সহকর্মিগণ এখানে কাজ করিতে থাকিবেন। তিনি জনসাধারণকে পরস্পর ঝগড়া করিতে নিষেধ করেন। তাহারা মুসলমানদের সাহিত বিরোধ করিবে না এবং কোন প্রকার ভীতি প্রদর্শনে বিচলিত হইবে না, তাহা অপেক্ষা তাঁহাদের বরং মৃত্যু বরণ করাই উচিত।

বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ আন্দোলনের নিন্দা

বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ আন্দোলনের উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী ইহার নিন্দা করেন এবং বলেন যে, বলপূর্বক অনেক কিছুই তাহাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহারা তাহার প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। কিন্তু ইহা সত্য যে তাহারা ইহাতে কোন অংশ গ্রহণ করে নাই।

লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলেন যে. যে কোন মহল হইতেই এইরূপ আন্দোলন করা অন্যায়। তিনি বলেন, শুধু মাত্র বাঙ্গলা দেশেই নহে, ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও হিন্দু ও মুসলমানদিগকে পাশাপাশি বাস করিতে হইবে।

গান্ধীজীর নিকট শ্রীযুত শ্রীকৃষ্ণ সিংহের পত্র

হৈমচর, ২৮শে ফেব্রুয়ারী :— বিহারের মন্ত্রী ডাঃ সৈয়দ মামুদের প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ এস মূর্তবা অদ্য অপরাহ্নে এখানে আসিয়াছেন। গান্ধীজীর সহিত তাঁহার সুদীর্ঘ আলোচনা হয়।

ইউনাইটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে, মিঃ মূর্তবা বিহারের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ও ডাঃ সৈয়দ মামুদের নিকট হইতে বিহার দাঙ্গা সংক্রান্ত তথ্যাদি সম্বলিত একখানি জরুরী পত্র লইয়া আসিয়াছেন। উহা গান্ধীজীর নিকট দেওয়া হইয়াছে। মহাত্মাজীর প্রস্তাবিত বিহার সফর সম্পর্কে মিঃ মূর্তবার সহিত তাঁহার কথাবার্তা হইয়াছে বলিয়া আরও জানা গেল। —ইউ. পি

গান্ধীজী সকাশে মণিপুরী প্রতিনিধি দল
পৃথক নির্বাচন প্রথা সমর্থনের কথা সত্য নহে

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে যে, মণিপুরী প্রতিনিধিদল মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা পৃথক নির্বাচন প্রথা দাবী করিয়াছেন। নিখিল আসাম মণিপুরী কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট শ্রীযুত বিদ্যাপতি সিংহ এম এল এ সোনাইমুখ, জিলা কাছাড় হইতে লিখিতেছেন যে, ঐ কথা সত্য নহে; তাঁহারা যৌথ নির্বাচন প্রথাই সমর্থন করেন।

১ মার্চ

মৃদুলা সারাভাই—মৃদুলা সরাভাই (১৯১১-৭৪) গুজরাটের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও গান্ধি আদর্শে বিশ্বাসী এবং ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সমর্থক অম্বালাল সারাভাই-এর কন্যা। মৃদুলা দশ বছর বয়সে কংগ্রেসের বানর সেনার সদস্য হয়ে সত্যাগ্রহীদের সংবাদ আদান প্রদানের কাজে নিয়োজিত হন। ১৯২৭ সালের রাজকোট যুব কংগ্রেস সম্মেলনের অন্যতম সংগঠক ছিলেন। লবণ সত্যাগ্রহ এবং বিদেশী দ্রব্য বর্জন আন্দোলনের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। স্বাধীনতা উত্তর ভারতে দেশ গড়ার কাজে তাঁর অবদান স্মরণীয়।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

তিন সপ্তাহ বিহার অবস্থানের পর পুনরায় মহাত্মার পূর্ববঙ্গে আগমন
"হিন্দু-মুসলমানের অন্তরের মিলন প্রতিষ্ঠা না করিয়া নোয়াখালি ও ত্রিপুরা ত্যাগ করিতে পারি না"
হৈমচরে প্রার্থনা সভায় মহাত্মার ঘোষণা রবিবার কলিকাতা অভিমুখে রওনা ঃ
মঙ্গলবার সোদপুর হইতে বিহার যাত্রা
(স্টাফ রিপোর্টারের টেলিফোন)

হৈমচর (ত্রিপুরা), ১লা মার্চ — বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, অল্প কিছুদিন বিহারে অবস্থান করিয়াই মহাত্মা গান্ধী পুনরায় নোয়াখালি-ত্রিপুরার দাঙ্গা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার আরব্ধ কার্যভার গ্রহণ করিবেন।

বর্তমানে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে যে, মহাত্মা আগামীকল্য নিশ্চিতরূপেই হৈমচর ত্যাগ করিবেন। হৈমচর ত্যাগ করিয়া ঐ দিনই অপরাহ্ণ ৩টা কি ৫টার সময় তিনি চাঁদপুর পৌঁছিবেন। পরদিন প্রাতে চাঁদপুর হইতে মহাত্মা স্টীমারযোগে কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইয়া গোয়ালন্দে চিটাগাং মেল ধরিবেন; গাড়ীখানি সোদপুরে থামাইবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এখানে মহাত্মা গাড়ী হইতে নামিয়া রাত্রে সোদপুর খাদি আশ্রমে অবস্থান করিবেন, পরদিন মঙ্গলবার মহাত্মা বিহার অভিমুখে যাত্রা করিবেন। যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে মনে হয় মহাত্মা তিন সপ্তাহের বেশী বিহারে থাকিবেন না।

হৈমচরে প্রার্থনা সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বিহার গমনের কথা উল্লেখ করিয়া মহাত্মা বলেন— "আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্তরের মিলন প্রতিষ্ঠা না করিয়া আমি নোয়াখালি ত্রিপুরা ত্যাগ করিতে পারি না।"

আজ অপরাহ্ণে হৈমচরে প্রার্থনাসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে মহাত্মা জানান যে, রবিবার তিনি বিহার রওনা

হইতে চাহেন, তবে তাঁহার বেশী দিন অবস্থানের সম্ভাবনা নাই, বিহার যাত্রার অল্প সময়ের জন্য তিনি অনুপস্থিত থাকিবেন সেই সময় হিন্দু ও মুসলমানগণকে ভ্রাতৃভাবে বাস করিবার জন্য তিনি উপদেশ দেন।

— এ. পি

কর্মীদের আর এক বৈঠকে বলেন—"আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্তরের যেন প্রতিষ্ঠা না করিয়া আমি নোয়াখালি ত্রিপুরা ত্যাগ করিতে পারি না।"

আজ অপরাহ্নে হৈমচরে প্রার্থনা সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে মহাত্মা জানান যে, রবিবার তিনি বিহার রওনা হইতে চাহেন, তবে তাঁহার বেশী দিন অবস্থানের সম্ভাবনা নাই, বিহার যাত্রার জন্য আগামীকল্য আর হৈমচরে প্রার্থনা সভা হইবে না, চাঁদপুরে হইবে। বাজাপ্তি হইতে আগত কয়েকজন লোককে সম্বোধন করিয়া মহাত্মা বলেন যে, বাজাপ্তি গ্রাম তাঁহার ভ্রমণ তালিকায় না পড়িলেও বিহার হইতে ফিরিয়া তিনি বাজাপ্তি গমনের চেষ্টা করিবেন, তবে কোন সময় নির্দেশ করিয়া দেওয়া বর্তমানে অসম্ভব— "মহাত্মা বলেন, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্তরের মিলন না হওয়া পর্যন্ত আমি নোয়াখালি-ত্রিপুরা ত্যাগ করিতেছি না।"

হিন্দু ও মুসলমানকে ভ্রাতৃভাবে বাস করিতে হইবে
প্রার্থনান্তিক সভায় গান্ধীজীর উপদেশ

হৈমচর, ১লা মার্চ— গতকল্য প্রার্থনান্তিক সভায় গান্ধীজী তাঁহার বক্তৃতা প্রসঙ্গে তাঁহার বিহার গমনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেন যে, সেখানে নাকি হিন্দুরা এমন অত্যাচার করিয়াছেন যাহা নোয়াখালী ও ত্রিপুরার ঘটনাবলীও ম্লান করিয়া দিয়াছে। বাংলার মুসলমানরা তাঁহাকে বিহারে যাইবার জন্য যথেষ্ট চাপ দিতেছেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন; কারণ তাঁহার আশা যে, তিনি সেখানে না গিয়াই সেখানকার হিন্দুদের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন। কিন্তু ডাঃ সৈয়দ মামুদের সেক্রেটারী তাঁহার একখানি সুদীর্ঘ পত্র লইয়া তাঁহার (গান্ধীজীর) সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

গান্ধীজী বলেন যে, ডাঃ মামুদ তাঁহার একজন অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু। তিনি স্বয়ং বিহারের উন্নয়ন সচিব। তাঁহার এক প্রশ্নের উত্তরে ডাঃ মামুদ যত শীঘ্র সম্ভব তাঁহাকে বিহার গমনের জন্য লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, তাঁহার উপস্থিতিতে বিহারের অবস্থা সহজ হইয়া আসিবে এবং মুসলমানরা ইহা ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইবে যে, তিনি হিন্দু ও মুসলমানদের সমান শুভার্থী। তিনি ডাঃ মামুদের পত্র উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। সেই কারণেই তিনি বিহারে এক জরুরী তার প্রেরণ করিয়াছেন এবং খুব সম্ভব অতি শীঘ্র তাঁহাকে বিহারে যাইতে হইবে। সুতরাং যে অল্প সময়ের জন্য তিনি অনুপস্থিত থাকিবেন সেই সময় হিন্দু ও মুসলমানগণকে ভ্রাতৃভাবে বাস করিবার জন্য তিনি উপদেশ দেন। — এ. পি

২ মার্চ

হরদয়াল নাগ—(১৫সেপ্টেম্বর১৮৫৩-২০সেপ্টেম্বর১৯৪২)। ত্রিপুরা রাজ্যের কাশিমপুরের বাসিন্দা। পিতা গুরুপ্রসাদ নাগ। হরদয়াল কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতা ও 'চাঁদপুরের গান্ধি' নামে পরিচিত ছিলেন। ১৮৭৪ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১০টাকা বৃত্তি সহ প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করেন। কলেজের পড়া তাঁর শেষ-করা হয়নি। ছাত্রকালেই 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। 'ভারত হিতৈষিণী' পত্রিকারও সম্পাদক হয়েছিলেন। কিছুদিন সরকারি চাকুরি এবং শিক্ষকতা করার পর ১৮৮৪ সালে আইন পাস করে

চাঁদপুরে ওকালতি শুরু করেন। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগ দেন এবং সমাজসেবায় অংশগ্রহণ করেন। যাদবপুর জাতীয় বিদ্যালয়ের সহসভাপতি ছিলেন। গান্ধিজির ডাকে আইন ব্যবসা ছেড়ে ১৯২১-এ অসহযোগ আন্দোলনের শরিক হন। মহাত্মার কাছে এই প্রবীণ দেশনেতার এক বিশেষ সম্মান ছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য বেশ কয়েকবার কারাবরণ করেন। চাঁদপুরের একটি মসজিদের অছি বোর্ডে তিনিই একমাত্র হিন্দু সদস্য ছিলেন।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

কর্মীদের আর এক বৈঠক

(স্টাফ রিপোর্টার কর্তৃক প্রেরিত)

হৈমচর, ২রা মার্চ— শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনীর সহিত সাক্ষাৎ করা হইলে তিনি বলেন যে, গান্ধীজী বিহার যাইতেছেন বলিয়া তিনি তাঁহার বিহার যাওয়ার ব্যবস্থা বাতিল করিয়াছেন।

গান্ধীজী যাত্রার পূর্বে স্থানীয় কর্মীদিগকে লইয়া আর একটি বৈঠক করেন। তিনি গতকল্য অপরাহ্ণ পর্যন্ত ডাঃ সৈয়দ মামুদের নিকট হইতে আর কোন টেলিগ্রাম না পাইলেও গান্ধীজী অদ্য তাঁহাকে চাঁদপুরে অভ্যর্থনা করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন। ডাঃ সৈয়দ মামুদের প্রাইভেট সেক্রেটারী হৈমচর ত্যাগ করেন নাই। জানা গিয়াছে যে, গান্ধীজী তাঁহাকে নূতন টেলিগ্রামের জন্য অপেক্ষা করিতে এবং আবশ্যক হইলে তাঁহার সঙ্গে বিহারে যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

বঙ্গ বিভেদ প্রচেষ্টার নিন্দা

বঙ্গ বিভেদ প্রচেষ্টা সম্পর্কে মহাত্মা বলেন যে, শাসনকার্যের দিক হইতে বাঙ্গলাকে দুইভাগে বিভক্ত করার প্রস্তাব অধিবাসী স্থানান্তরের প্রস্তাবের ন্যায় অবাস্তব। উহার ফলে দেশের উভয় অংশকেই পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ না করিলেও সশস্ত্র থাকিতে হইবে। ইহার ফলে গণ-উন্নতিতে ব্যাঘাত ঘটিবে। মহাত্মা বলেন উভয় সম্প্রদায়ের নেতাদের বন্ধুভাবে একত্র বসিয়া একটা মিটমাটের চেষ্টা করা উচিত। উভয়পক্ষেরই ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত হওয়া উচিত। মহাত্মা বলেন, এই পন্থা ব্যতীত অপর সকল পন্থাই বর্বরোচিত। অপর কোন পন্থা অনুসরণে তৃতীয়পক্ষের ক্ষমতাই বহাল রাখা হইবে।

সরকারী অনাথ আশ্রমে মহাত্মা

মহাত্মা হৈমচরে সরকারী অনাথ আশ্রম পরিদর্শন করেন, এখানে অবস্থিত ১২৪ জন বালকবালিকার মধ্যে মাত্র ৪ জন হিন্দু, অপর সকলে মুসলমান। শ্রীযুক্ত সুরেশ চক্রবর্তী উহার সুপারিন্টেন্ডেন্ট। মহাত্মাকে সমস্ত ঘুরিয়া দেখান হয়, সুপারিন্টেন্ডেন্টকে লক্ষ্য করিয়া মহাত্মা বলেন যে, আপনি উহাদিগকে নিজের পুত্রকন্যা বলিয়া মনে করিবেন, কারণ উহাদিগকে দেখিবার আর কেহ নাই। পিতার ন্যায় আপনি উহাদের প্রতি কৃপাবান থাকিবেন। আশ্রমের লোকেরা যাহাতে অসাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন হইয়া গড়িয়া উঠে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে ও সকলের একত্র আহারের ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে তিনি অনুরোধ করেন। বালক বালিকাদিগকে লক্ষ্য করিয়া মহাত্মা জিজ্ঞাসা করেন যে, তাহারা একত্র আহার করিতে পরস্পর পরস্পরের ধর্মমত সহ্য করিয়া চলিতে পারিবে কি না। বালকবালিকারা সকলে জানায় যে তাহারা উহা পারিবে। মহাত্মা তখন জিজ্ঞাসা করেন যে, ভগবান এক অথচ তাঁহার নাম বহু। প্রত্যেককে প্রত্যেকের রুচি অনুযায়ী ভগবৎ উপাসনা করিতে দিতে তাহারা রাজী কিনা— বালক বালিকারা সকলেই রাজী আছে বলিয়া জানায়।

হৈমচরে কর্মীদের আগমন

বিভিন্ন কেন্দ্রের কর্মিগণকে মহাত্মার নূতন সফর তালিকা রচনা সম্পর্কে নিজ নিজ বক্তব্য জানাইতে আহ্বান করা হইয়াছিল, এজন্য বহু কর্মী এখানে আসিয়াছিলেন, মহাত্মার সম্বর্ধনার আয়োজনও অনেক গ্রামেই শেষ হইয়াছিল, রাস্তা ইত্যাদি নির্মাণও অনেক স্থানে শেষ হইয়া গিয়াছিল।

ডাঃ সৈয়দ মামুদের প্রাইভেট সেক্রেটারী মহাত্মার সহিত আসিয়া দেখা করেন, মহাত্মা তখনই ডাঃ মামুদকে তার করেন— প্রার্থনা সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে মহাত্মা বিহার যাত্রার কথা ঘোষণা করেন। কর্মিগণ নিজ নিজ কর্মস্থানে ফিরিয়া গিয়াছেন। শ্রীযুক্তা কৃপালনীও গতকল্য মহাত্মার সহিত দেখা করিবার জন্য এখানে আসেন। বিহার হইতে ফিরিয়া আসিয়া মহাত্মা সর্বাগ্রে চর অঞ্চল পরিদর্শন করিবেন, তৎপর তিনি লক্ষ্মীপুর অঞ্চলে যাইবেন এবং সর্বশেষে কুমিল্লা যাইবেন।

গান্ধীজীর সহিত চাঁদপুরের মহকুমা হাকিমের সাক্ষাৎ

হৈমচর, ২৮শে ফেব্রুয়ারী— গান্ধীজীর কোন সরকারী সাহায্য প্রয়োজন আছে কিনা তাহা জানিবার জন্য অদ্য অপরাহ্নে চাঁদপুরের মহকুমা হাকিম মিঃ এ এ খান হৈমচরে তাঁহার (গান্ধীজীর) সহিত সাক্ষাৎ করেন। —এ. পি

"অন্তরের নির্দেশেই বিহার যাইতেছি— কাহারও হুকুমে নহে"
চাঁদপুরে প্রার্থনা সভায় মহাত্মাজীর ভাষণ
'স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে ভারত ঃ বিভেদ বিরোধ মিটাইবার সময় আসিয়াছে'

(ষ্টাফ রিপোর্টারের নিকট হইতে টেলিফোনযোগে প্রাপ্ত)

চাঁদপুর, ২রা মার্চ— আজ মহাত্মার প্রার্থনাসভায় সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের ছাত্র, কর্মী, ব্যবসায়ী নির্বিশেষে অনুমান অর্ধ লক্ষ নরনারী যোগদান করেন। এই সভায় প্রার্থনান্তিক ভাষণে মহাত্মা বলেন, বহুকাল যাবৎ পরাধীন ভারত আজ স্বাধীনতার দ্বারদেশে আসিয়া পৌছিয়াছে। এক্ষণে হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ-বিরোধ মিটাইয়া ফেলিয়া স্বাধীনতাকে বরণ করিয়া লইবার সময় আসিয়াছে।

চাঁদপুর আগমনের কারণ সম্পর্কে মহাত্মা বলেন,— চাঁদপুর আমার নিকট নূতন নহে, পরলোকগত বিশিষ্ট জননায়ক শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ মহাশয় চাঁদপুরের গৌরব বর্ধন করিয়াছেন।

বিহার গমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ

বিহার যাত্রা সম্পর্কে মহাত্মা বলেন,— ডাঃ সৈয়দ মামুদের মারফৎ আমি বরাবরই বিহার সরকারের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেছিলাম। তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী যে পত্রখানি লইয়া আসিয়াছেন, উহা পাঠ করিবার পর বিহারে আমার উপস্থিতি অত্যাবশ্যক বলিয়া আমি মনে করি এবং আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, বাঙ্গলার প্রধানমন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী আমার বিহার যাত্রার ব্যবস্থা করিয়া দিলেই আমি বিহার অভিমুখে রওনা হইব।

কাহারও হুকুমে বিহার যাইতেছি না

মহাত্মা দৃঢ়তার সহিত বলেন, আমি কাহারও হুকুমে বিহার যাইতেছি না, আমি আমার নিজ অন্তরের নির্দেশেই যাইতেছি। আমি নোয়াখালি, ত্রিপুরায় যেমন কেবলমাত্র হিন্দুর স্বার্থরক্ষার জন্য আসি নাই— তেমনি কেবলমাত্র মুসলমানদিগকে সাহায্য করার জন্য আমি বিহার যাইতেছি না— আমার নিকট হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোন ভেদ নাই; হিন্দু ও মুসলমানের মৃত্যুর মধ্যে কোন পার্থক্য আছে বলিয়া আমি মনে করি না। মহাত্মা এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন যে, তিনি যথাসম্ভব শীঘ্র পূর্ববঙ্গে ফিরিয়া আসিবেন।

চাঁদপুর আগমন

চাঁদপুর, ২রা মার্চ— অদ্য অপরাহ্ণ পৌনে চারটার সময় মহাত্মা গান্ধী বিহার গমনের পথে চাঁদপুর পৌঁছিয়াছেন। তিনি পরলোকগত হরদয়াল নাগের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। বেলা দুইটার সময় তিনি হৈমচর হইতে বিশেষভাবে প্রেরিত একটি জীপে করিয়া চাঁদপুর যাত্রা করেন। ১৮ মাইল পথ অতিক্রম করিতে এক ঘণ্টা ৪৫ মিনিটকাল অতিবাহিত হয়। কুমারী মানু গান্ধী ও কুমারী মৃদুলা সরাভাই গতকল্য গান্ধীজীর সহযাত্রী হন; তাঁহারা এবং শ্রীযুত প্যারীলালের ভ্রাতা শ্রীযুত দেবপ্রকাশ ও খাদি প্রতিষ্ঠানের শ্রীযুত চারু চৌধুরী গান্ধীজীর সহিত রওনা হন। তিনি আজ রাতে বিহার গমনের পথে সোদপুর যাত্রা করিবেন।

চাঁদপুরে গান্ধীজীর বক্তৃতা

চাঁদপুর, ২রা মার্চ— গান্ধীজী অদ্য অপরাহ্ণ ৫টার পর এখানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করেন। প্রারম্ভেই তিনি পরলোকগত বিশিষ্ট কংগ্রেসনেতা হরদয়াল নাগের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, পরলোকগত আলি ভ্রাতৃদ্বয় এবং খুব সম্ভব মৌলানা আজাদসহ তিনি তাঁহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। গতকল্য সন্ধ্যায়ও গান্ধীজীকে উক্ত গৃহের সেই কক্ষে লইয়া যাওয়া হয়। গান্ধীজী বলেন তাঁহার ন্যায় একনিষ্ঠ দেশসেবকের মৃত্যু ঘটিতে পারে না, তাঁহাদের অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কাজের মধ্যেই তাঁহাদের আত্মা অবিনশ্বর থাকিয়া যায়। মার্বেল অথবা ধাতুনির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া মৃতের স্মৃতিরক্ষা করা তিনি মোটেই সমর্থন করেন না, তাঁহার বিশ্বাস— মহাপ্রাণ ব্যক্তিদের আদর্শনানুযায়ী বংশানুক্রমে কর্মানুষ্ঠান করাই তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষার শ্রেয় পন্থা।

অতঃপর বিহার গমনের বিষয় উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলেন, নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় অবস্থান এবং বিহার গমনের উদ্দেশ্য এক। শহীদ সুরাবর্দী সাহেব, অন্যান্য মুসলমান বন্ধুগণ এবং সম্প্রতি ফজলুল হক সাহেব এই মর্মে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের আবেদন তাঁহার অন্তরে ঘা দেয় নাই— তাঁহাদের আবেদনে কর্ণপাত না করার জন্য তিনি দুঃখিত। তাঁহার বিশ্বাস ছিল বাঙ্গলায় অবস্থান করিয়া তিনি বিহারের হিন্দুদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থন হইবেন; কিন্তু ডাঃ সৈয়দ মামুদ তাঁহার সেক্রেটারী মারফৎ এই মর্মে এক সুদীর্ঘ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন যে, বিহারের মুসলমানদের এই পত্র তাঁহার অন্তরে লাগিয়াছে। কাজেই তিনি ত্রিপুরার কাজ স্থগিত রাখিয়া বিহার যাত্রার আয়োজন করেন। তিনি বিহারের প্রধানমন্ত্রীর নিকট একখানি তারবার্তা প্রেরণ করিয়াছেন— অদ্যাবধি উহার উত্তর পাওয়া যায় নাই, তবে উত্তরের অপেক্ষা করা তিনি উচিত মনে করেন না। কাজেই বিহারের পথে তিনি চাঁদপুর পৌঁছিয়াছেন। যথাশীঘ্র তিনি প্রত্যাবর্তন করিবেন। ইতিমধ্যে হিন্দু-মুসলমান ভাইগণ সম্প্রীতিতে থাকুক ইহাই তাঁহার কাম্য। প্রার্থীর দল স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া শান্তিতে বসবাস করিতে পারিবেন এইরূপ আবহাওয়া সৃষ্টি করাও জনসাধারণের অবশ্য কর্তব্য।

উপসংহারে গান্ধীজী সরকারী ও পুলিশ বিভাগীয় কর্মচারীদের প্রতি আবেদন জ্ঞাপন প্রসঙ্গে বলেন, তাঁহারাই শান্তিরক্ষক ও জনগণের সেবক এই মনোভাব লইয়া কাজ করা বিধেয়। তাঁহাদের এইরূপ নিঃস্বার্থ কর্মপ্রচেষ্টার ফলে জনসাধারণের মন হইতে ভয় দূর হইবে এবং তাঁহারা তাঁহাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন।

প্রার্থনা সভায় প্রায় ৩০ হাজার নরনারী যোগদান করে।

—এ.পি

নোয়াখালি-ত্রিপুরার অবস্থা

নোয়াখালি ত্রিপুরার বিধ্বস্ত অঞ্চলের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে চাঁদপুরে প্রার্থনা সভায় মহাত্মা বলেন, দাঙ্গার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্য অনেককে কাতরভাবে ক্রন্দন করিতে দেখিয়াছি। কেহ পতি, কেহ পত্নী, কেহ সর্বস্ব হারাইয়াছে, বহু গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে, বহু সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছে— যাহাই হউক না কেন সেজন্য কেহ অশ্রুপাত করে ইহা আমি পছন্দ করি না। নষ্ট দ্রব্যের জন্য অশ্রুপাত নিরর্থক। মানুষকে দুঃখ জয় করিতে হইবে।

মহাত্মা বলেন,— শ্রীযুক্ত নাগের মৃত্যুতে সমগ্র চাঁদপুর শোকাচ্ছন্ন হইয়াছিল; কিন্তু আমার অভিমত এই যে, কাহারও জন্য ক্রন্দন করিলেই তাহার যথাযোগ্য স্মৃতি-তর্পণ হয় না। তাহার অনুসৃত কর্মপন্থার অনুসরণেই উহা সম্ভবপর।

চাঁদপুরে বিপুল সম্বর্ধনা

কুমারী মানু গান্ধীর নিকট হইতে জানা গিয়াছে যে, গান্ধীজী যাত্রাপথ সুস্থ দেহেই অতিক্রম করেন। তিনি চাঁদপুরের এক মাইল পূর্বে অবস্থিত এচলীঘাটে উপনীত হন ও তৎপর একটি ষ্টীমলঞ্চে নদী পার হইয়া এক মাইল পথ অতিক্রম করেন।

এচলীঘাট হইতে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা সজ্জিত বহুলোক জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে গান্ধীজীর অনুগমন করেন; যুবকগণ কুচকাওয়াজ করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে এবং পথিপার্শ্বে নারীরা তাহাদের স্বভাবসুলভ উপায়ে সম্বর্ধনা জানায়। চাঁদপুরে উপস্থিত হইলে গান্ধীজীকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

ইতিপূর্বে তিনি দুইবার চাঁদপুর আসেন; প্রথমবার অসহযোগ আন্দোলনের সময় ১৯২১ সালে এবং দ্বিতীয়বার ১৯২৫ সালে বাঙ্গলা সফরকালে তিনি এই স্থান পরিদর্শন করেন। উভয়বারই তিনি পরলোকগত শ্রীযুত হরদয়াল নাগের বাড়ীতে অবস্থান করেন।

চাঁদপুরে মহাত্মা গান্ধী পরলোকগত শ্রীযুত হরদয়াল নাগ মহাশয়ের গৃহে অবস্থান করেন। মহাত্মার দর্শন আকাঙ্ক্ষায় হাজার হাজার নরনারী ঐ গৃহে হানা দেয়। জনতা নিয়ন্ত্রণের জন্য সেবচ্ছাসেবকগণকে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হয়। মহামানবের দর্শনলাভের আকাঙ্ক্ষায় সকল ক্লেশ সহ্য করিয়া বিরাট জনতা অতুলনীয় ধৈর্যের পরিচয় দেয়। মহাত্মা শীঘ্রই তাঁহাদের মধ্যে পুনরায় ফিরিয়া আসিতেছেন, এই আশ্বাসেও কেহ মনে শান্তি পাইতেছিল না। নদীতীরে মহাত্মার প্রার্থনাসভার ব্যবস্থা হয়। লাউড স্পীকারের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও বিরাট জনসমাবেশে সকল স্থান হইতে মহাত্মার বক্তৃতা শ্রুতিগোচর হয় নাই।

বিহার ভ্রমণে গান্ধীজীর সঙ্গিবৃন্দ

গান্ধীজীর বাঙ্গালী সেক্রেটারী অধ্যাপক নির্মল বসু, উর্দু সংবাদদাতা মিঃ হামিদ হুনার, কুমারী মানু গান্ধী ও শ্রীযুত দেবপ্রকাশ বিহারে গান্ধীজীর সহিত গমন করিবেন।

রাষ্ট্রপতির সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী পূর্ববঙ্গে অবস্থান করিবেন। আজ বিকালে গান্ধীজী চাঁদপুর রওনা হইবার পর তিনি বোরালিয়া কেন্দ্রে প্রত্যাবর্তন করেন। বোরালিয়া গ্রামটি দত্তপাড়ার নিকটবর্তী।

ঠিক বেলা ২টার সময় হৈমচরের অবস্থানগৃহ হইতে যুক্ত করে ও নগ্নগাত্রে গান্ধীজী বাহিরে আসেন। দুইমাস পরে পুনরায় তাঁহাকে স্যান্ডেল পরিহিত অবস্থায় দেখা যায়।

গান্ধীজী জীপে রওনা হন; তিনি চালকের পাশে স্থান গ্রহণ করেন। একটি জীপ গাড়ী তাঁহার গাড়ীর অগ্রে যাইতে থাকে এবং পশ্চাতের আর একটি গাড়ীতে মহকুমা হাকিম মিঃ এ এ খাঁ তাঁহাকে অনুসরণ করেন।—এ.পি

নারীদের প্রতি উপদেশ

হৈমচর, ১লা মার্চ— অদ্যকার প্রার্থনা সভায় নিম্নোক্ত প্রশ্নটি সর্বপ্রথম করা হয় ঃ— আমাদের মধে প্রচলিত বহু সামাজিক কুপ্রথার আপনি উল্লেখ করিয়াছেন। উহার সবই সত্য; কিন্তু প্রয়োজনীয় সামাজি পরিবর্তন সাধনে যদি পুরুষগণ অনিচ্ছুক হয়, তাহা হইলে ঐ সম্পর্কে নারীরা কি করিতে পারে? তদুত্তে মহাত্মাজী বলেন যে, পুরুষদের অধীন বা তাহাদের চেয়ে নিজেরা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট এরূপ মনে করিবা নারীদের পক্ষে কোন হেতু নাই। নারীরা পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদের দুইটি পৃথ অস্তিত্ব নাই, তাহারা একে অন্যের অর্ধাঙ্গ। ইংরাজী ভাষায় নারীকে পুরুষের উত্তমার্ধ বলিয়া থাকে। এরূ অবস্থায় তিনি নারীদিগকে সমুদয় অযৌক্তিক ও অনুপযুক্ত বাধানিষেধের বিরুদ্ধে নিরুপদ্রব বিদ্রোহ করি উপদেশ দেন। নিষেধবিধি স্বেচ্ছাপ্রযুক্ত হওয়া উচিত। ইহাতে কোনরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা নাই।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি নিম্নরূপ ঃ— যাহাদের প্রিয়জন বিয়োগ ঘটিয়াছে অথবা বহু বৎসরের শ্রমে নির্মিত ব্যব ঘরবাড়ী নষ্ট হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে ভুলিয়া যাওয়া ও ক্ষমা করা কঠিন। কি করিয়া তাহারা নিজেদে বিক্ষোভ দমন করিতে সমর্থ? আর যে সমাজ হইতে দুষ্কৃতকারীদের উদ্ভব, সে সমাজের প্রতিই বা তাহা কি করিয়া সেই ভ্রাতৃমূলক মনোভাব পোষণ করিতে পারে?

মহাত্মাজী বলেন যে, এক উপায়ে ভুলিয়া যাওয়া ও ক্ষমা করা সম্ভব; তাহা হইল বিহারের বিষ অনুধ্যান করা। ঐ স্থানে নোয়াখালী ও ত্রিপুরার চেয়েও ভয়াবহ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সে স্থানে হিন্দু মুসলমানদের উপর যে নির্মম ব্যবহার করিয়াছে, তাহার জন্য তথাকার মুসলমানরা হিন্দুদের উপর নির্ম হউক, ইহাই কি তাহাদের অভিমত? পশুত্বের সর্বনিম্ন ধাপে অবতরণ করিতে ইচ্ছা যদি না থাকে, তাহ হইলে এর জন্যই ক্ষমা করা ও বিস্মৃত হওয়া উচিত। অধিকন্তু তাহাদের হীনমন্যতাবোধের প্রশ্রয় দেওয় উচিত নয়। তাহাদিগকে সাহসী হইতে হইবে, ক্ষমাই সাহসের ভূষণ। প্রকৃত সাহসী ব্যক্তি কখনও আঘাত হানিবে না। সে বিপুল ধৈর্যে সমুদয় আঘাত সহ্য করিবে। এরূপ ব্যবস্থাই বিরোধিতা জয় করার উপায়।

তৃতীয় প্রশ্ন ঃ— প্রস্তাবিত বঙ্গ-বিভাগের একটি বিষয় এই যে, কোনরূপ অধিবাসী-বিনিময় ববস্থা না করিয়াও দুইটি পৃথক শাসনাঞ্চল স্থাপন করা হইবে। ইহার ফলে উভয় সম্প্রদায়ই স্ব স্ব স্থানে শান্তিতে বসবাস করিতে পারিবে। ইহার বিরুদ্ধে আপনার আপত্তি কি?

মহাত্মা গান্ধীর অভিমত এই যে, এজাতীয় প্রস্তাব অধিবাসীবিনিময়ের মত অকার্যকর। উহার ফলে সশস্ত্র নিরপেক্ষতার উদ্ভব হইবে এবং তাহাতে মানুষের বিকাশ ব্যাহত হইবে। উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দকে মিত্রভাবে মিলিত হইয়া নিজেদের ব্যবধান হ্রাস করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত অন্য যে কোন উপায় অবলম্বন পশুত্বের স্তরে নামিতে হইবে এবং তাহার ফলে তৃতীয় কোন শক্তির অধীন হইয়া পড়িতে হইবে। —এ.পি

কলিকাতা অভিমুখে মহাত্মা গান্ধী
রবিবার রাত্রে চাঁদপুর ত্যাগ
সোমবার অপরাহ্নে সোদপুর পৌঁছিবার সম্ভাবনা
(ষ্টাফ রিপোর্টারের টেলিফোন)

চাঁদপুর, ২রা মার্চ— মহাত্মা গান্ধী বিশেষ ষ্টীমার মার্লিনে আরোহণ করিবার পর রবিবার রাত্রি ১১টা ৪০ মিনিটের সময় ষ্টীমারখানি চাঁদপুরঘাট ত্যাগ করে। ষ্টীমারখানি রাত্রে নদীবক্ষে নোঙ্গর করিয়া থাকিয়া সোমবার প্রাতে যাত্রা শুরু করিবে। সোমবার দ্বিপ্রহরের পরই ষ্টীমারখানি গোয়ালন্দ ঘাটে পৌঁছিবার সম্ভাবনা। ষ্টীমার হইতে নামিয়া মহাত্মা চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসের সহিত সংযুক্ত একখানি স্পেশ্যাল বগীতে আরোহণ করিবেন। অপরাহ্নে মহাত্মার প্রার্থনার জন্য বগীখানাকে কোন ষ্টেশনে কাটিয়া রাখিয়া পরে প্রার্থনা স্থাপনান্তে উহাকে সম্ভবতঃ কলিকাতাগামী কোন ট্রেনের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে। মহাত্মাজীকে গোয়ালন্দ হইতে সরাসরি সোদপুর আনিবার জন্য রেল কর্তৃপক্ষ একখানি স্পেশ্যাল ট্রেনের ব্যবস্থার জন্যও চেষ্টা করিতেছেন। মহাত্মা সোমবার অপরাহ্নে কোন সময় সোদপুর পৌঁছিবেন বলিয়া আশা করা যায়। এই ভ্রমণ-ক্লেশ মহাত্মা ভালভাবে সহ্য করিতে পারিলে মঙ্গলবার তিনি বিহার অভিমুখে রওনা হইবেন।

৩ মার্চ

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

সোমবার রাত্রে মহাত্মাজীর সোদপুর আগমন
মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিহার যাত্রার ব্যবস্থা
বিহারে মাত্র ১৪ দিন অবস্থানের সম্ভাবনা
(স্টাফ রিপোর্টার প্রদত্ত)

ত্রিপুরা ও নোয়াখালির দাঙ্গাবিদ্ধস্ত অঞ্চলে প্রায় চারি মাসকাল অতিবাহিত করিয়া মহাত্মা গান্ধী গত সোমবার রাত্রি সাড়ে নয় ঘটিকার সময় চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসযোগে সোদপুরে প্রত্যাবর্তন করেন। মহাত্মাজী সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠান আশ্রমে অবস্থান করিতেছেন।

গান্ধীজীর সহিত মিঃ সুরাবর্দীর সাক্ষাৎ

মঙ্গলবার প্রাতে মিঃ এইচ এস সুরাবর্দী মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি সকাল ৮-৪৫ মিঃ সময় সোদপুরে আসিয়া গান্ধীজর সহিত প্রায় ১ ঘণ্টা আলোচনা করেন।

মঙ্গলবার প্রাতঃকালে মহাত্মাজী শিষ্টাচার প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বাঙ্গলার গবর্ণর স্যার ফ্রেডারিক বারোজের সহিতও সাক্ষাৎ করিতে পারেন।

গান্ধীজীর কুটীর হইতে বাহির হইবার সময় মিঃ সুরাবর্দী আনন্দবাজার পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টারকে বলেন, তিনি গান্ধীজীর নিকট বিহার অবস্থা সম্পর্কে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিমত ব্যক্ত করেন এবং বিহার আশ্রয়প্রার্থীদের পুনর্ব্যবস্থা সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন। নোয়াখালি ও ত্রিপুরার অবস্থা সম্পর্কেও উভয়ের মধ্যে আলোচনা হয়।

চট্টগ্রাম এক্সপ্রেস প্রায় আধঘণ্টা বিলম্বে সোদপুর স্টেশনে পৌঁছায় এবং গান্ধীজীর অবতরণের উদ্দেশ্যেই ট্রেনখানিকে এই স্টেশনে থামান হয়।

গান্ধীজীর আগমন প্রতীক্ষায় স্টেশনে এক নাতিবৃহৎ জনতার সমাবেশ হয়। গান্ধীজী তাঁহার কামরা হইতে অবতরণ করিয়া সহকর্মীদের সহিত রেলওয়ে ওভার ব্রীজ পার হন এবং প্রায় দশ মিনিটের মধ্যে পদব্রজে আশ্রমে প্রবেশ করেন।

গান্ধীজীকে লইয়া "মার্লিন" নামক স্পেশ্যাল স্টীমার সোমবার মধ্যাহ্ন এক ঘটিকার সময় গোয়ালন্দে উপস্থিত হয়। প্রাতঃকালে তিনি অর্ধঘণ্টাকাল স্টীমারের ডেকের উপর পদচারণা করেন।

গান্ধীজীর সহিত ডাঃ প্রসাদের টেলিফোনে আলাপ

ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ অদ্য সকালে মতিহারী হইতে টেলিফোনযোগে সোদপুরে গান্ধীজীর সহিত আলাপ করেন বলিয়া জানা গিয়াছে, গান্ধীজীর বিহার সফরকালে ডাঃ প্রসাদের উপস্থিতি প্রয়োজন কি না, সেই সম্পর্কেই তাঁহাদের মধ্যে কথাবার্তা চলে। জানা গিয়াছে, গান্ধীজী ডাঃ প্রসাদকে তাঁহার জন্য বিহারে অপেক্ষা না করিতে নির্দেশ দিয়াছেন।

ওয়ার্কিং কমিটির আসন্ন অধিবেশনে যোগদানের জন্য ডাঃ প্রসাদ ৫ই মার্চ বিমানযোগে দিল্লী যাত্রা করিবেন।

সোদপুরে গান্ধীজীর জন্য একখানি স্পেশ্যাল বগীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে, উহা পাঞ্জাব মেলের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে। বুধবার সকাল ৫-৩০ মিনিটের সময় গান্ধীজী পাটনায় পৌঁছিবেন। পাটনায় অবস্থানকালে তিনি বিহারের উন্নয়ন সচিব ডাঃ সৈয়দ মামুদের আতিথ্য গ্রহণ করিবেন।

অধ্যাপক নির্মল বসু, কুমারী মানু গান্ধী, মিঃ হামিদ হুনার, শ্রীযুত দেবপ্রকাশ ও ডঃ সৈয়দ মামুদের প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ সৈয়দ মুজতবা গান্ধীজীর সঙ্গে থাকিবেন।

চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসের সহিত গান্ধীজীর ব্যবহারের জন্য একখানি স্পেশ্যাল কামরা সংযুক্ত করা হয়। বেলা ৩টায় গোয়ালন্দ হইতে ট্রেনখানি ছাড়ে। গান্ধীজীকে দেখার জন্য উক্ত স্থানে বহু জনসমাগম হয়। কোন্ ষ্টীমারে মহাত্মাজী উপনীত হইবেন তাহা জানা না থাকায় প্রত্যেক ষ্টীমার ঘাটে ভিড়িলে স্টীমার ষ্টেশনের সম্মুখে আগ্রহাকুল নরনারী বারাম্বার সমবেত হয়। স্টীমার ঘাটের অদূরে নদীবক্ষে "মার্লিন" নোঙ্গর করে। তৎপরে ছোট একখানি লঞ্চে করিয়া গান্ধীজী ষ্টীমার ঘাটে উপনীত হন। ট্রেন ছাড়ার পনের মিনিট পূর্বে তিনি ট্রেনে উঠেন।

পথে যে সকল ষ্টেশনে ট্রেন থামে তাহার সকলগুলিতেই বিপুল জনতা গান্ধীজীকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করে।

রাণাঘাট ও নৈহাটির মাঝামাঝি চলন্ত ট্রেণের কামরাতেই গান্ধীজীর প্রার্থনাসভার কার্য নির্বাহ করা হয়। সন্ধ্যার সময় প্রার্থনান্তে মহাত্মাজী মৌন ভঙ্গ করেন।

সোদপুরের কিছু আগে গান্ধীজীর সহিত ভ্রমণরত সাংবাদিকগণ বিদায় গ্রহণের জন্য তাঁহার নিকট সমবেত হন। সাংবাদিকগণকে বিদায় দান প্রসঙ্গে গান্ধীজী স্মিতহাস্যে বলেন যে, পূর্ববঙ্গে পুনরায় ভ্রমণ আরম্ভ করার জন্য তিনি ফিরিয়া আসিবেন এবং তৎকালে আবার তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন বলিয়া তিনি আশা করেন।

নোয়াখালির অবস্থার উন্নতি হইয়াছে
মহাত্মার অভিমত

সোদপুর, ৩রা মার্চ— ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধির এক প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মাজী বলেন,— ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যে, অবস্থার উন্নতি ঘটিয়াছে— তবে প্রকৃত যাহারা দুর্গত তাহারাই এ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পারে। আমি জনগণের মধ্যে আমার প্রেমে ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করিয়াছি। আজ জনগণের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়া আসিয়াছে, তবে প্রকৃত দুর্গতগণই বলিতে পারে অবস্থার কতটা উন্নতি হইয়াছে। তাহাদের সহিতই উহার বিশেষ সম্পর্ক।

বিহারে কতদিন থাকিবেন, এই প্রশ্নের উত্তরে, মহাত্মা বলেন— কতদিন কোথায় থাকিব ঠিক বলিতে পারি না। বহুদিন পর আমি বিহার যাইতেছি, বিহারের দুর্গতদের মধ্যে আমি কাজ করিব ও স্থানীয় নেতাদের সহিত আলোচনা করিব— খুব বেশী দিন তথায় থাকিব বলিয়া মনে হয় না।

নোয়াখালি গমনের সঙ্কল্প

পুনরায় নোয়াখালি গমনের সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়া মহাত্মাজী বলেন, ফিরিয়া আসিয়া আমি ঐ অঞ্চলে পুনরায় কাজ শুরু করিব। তিনি আগামী মঙ্গলবার অপরাহ্নে বিহার রওনা হইবেন। — ইউ. পি

৪ মার্চ

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পাঞ্জাব মেলযোগে মহাত্মার পাটনা যাত্রা
সোদপুর প্রার্থনা সভায় বক্তৃতা
বিহারের আহ্বানে সাড়া না দিলে জীবনের আদর্শকে ত্যাগ করিতে হয়
নোয়াখালিতে আরব্ধ কার্য এখনও শেষ হয় নাই

(ষ্টাফ রিপোর্টার প্রদত্ত)

সোদপুর আশ্রমে ২৩ ঘণ্টাকাল অতিবাহিত করিয়া মহাত্মা গান্ধী গত মঙ্গলবার রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকায় পাঞ্জাব মেলযোগে পাটনা যাত্রা করেন।

"যথাসম্ভব সত্ত্বর এই প্রদেশে আমার প্রত্যাবর্তনের জন্য বাঙ্গলার জনসাধারণ যে কতখানি আগ্রহান্বিত তাহা আমি বিশেষভাবেই অনুভব করিতেছি। আমি আশা করি যে, তিন সপ্তাহের মধ্যেই আমার প্রত্যাবর্তন সম্ভবপর। পাটনা যাত্রার প্রাক্কালে হাওড়া ষ্টেশনে মহাত্মাজীর সম্মুখীন হইলে তিনি আমাকে উপরোক্ত কথাগুলি বলেন। এই সঙ্গে তিনি আরও বলেন, "আমার বলা উচিত— যদি তুমি আগ্রহান্বিত হও, ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর।"

নোয়াখালির আরব্ধ কার্য শেষ হয় নাই

মঙ্গলবার— সোদপুর প্রার্থনাসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে গান্ধীজী বলেন, এত শীঘ্র যে তিনি কলিকাতা আসিবেন তাহা তিনি ভাবেন নাই। নোয়াখালিতে তাঁহার আরব্ধ কাজ এখনও শেষ হয় নাই। কিন্তু বিহার হইতে যে

আহ্বান আসিয়াছে উহাতে সাড়া না দিলে তাঁহার জীবনের আদর্শকেই ত্যাগ করিতে হয়। তাঁহার নিকট হিন্দু-মুসলমানে কোন পার্থক্য নাই। যখন তিনি শুনিলেন যে, অবস্থা যেরূপ হওয়া উচিত ছিল সেরূপ হয় নাই তখনই তিনি কালমাত্র বিলম্ব না করিয়া বিহার যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

গান্ধীজী অতঃপর বলেন যে, তাঁহাকে কত দিন বিহারে থাকিতে হইবে তাহা তিনি জানেন না।

গান্ধীজীর উদ্দেশ্য যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হয়, তজ্জন্য জনতাকে তিনি তাঁহার সহিত প্রার্থনায় যোগদান করিতে অনুরোধ করেন। তাহারা যদি তাহাদের প্রার্থনানুযায়ী কাজ করে তবে নিশ্চয়ই উহার ফল লাভ করিবে। একা তিনি একজন নগণ্য ব্যক্তি। তাঁহার প্রার্থনার সহিত তাহাদের প্রার্থনাও যদি যোগ হয় এবং তাহারা যদি তাহাদের প্রতিবেশীদের সত্যিকারের প্রতিনিধি হয় তবে সেই আন্তরিক প্রার্থনার শক্তি এত ব্যাপক হইবে যে, সর্বশক্তিমান ভগবানও তাহা প্রতিরোধ করিতে পারিবেন না। কারণ মূলতঃ ইহা খাঁটি।

গান্ধীজীর যাত্রার জন্য মেলের সহিত একখানি থার্ড ক্লাশ কামরা সংযুক্ত করা হয়। গান্ধীজী এই কামরার দ্বারপথে ২৫ মিনিটকাল দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহার দর্শনপ্রার্থী সমবেত বৃহৎ জনমণ্ডলীর নিকট হইতে স্বহস্তে হরিজন ভাণ্ডারের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির আসন্ন দিল্লী অধিবেশনে মহাত্মাজী যোগদান করিবেন না।

মঙ্গলবার অপরাহ্ণে সোদপুরে প্রার্থনান্তিক সভায় ভাষণ প্রসঙ্গে গান্ধীজী বলেন যে, আগামী ৬ই মার্চ তারিখে দিল্লীতে আহূত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে তাঁহার যোগদান করা উচিত, এই মর্মে তিনি রাষ্ট্রপতি আচার্য কৃপালনীর নিকট হইতে এক জরুরী তার পাইয়াছেন। গান্ধীজী বলেন যে, উক্ত অভিলাষ রক্ষা না করিতে তিনি বাধ্য হইতেছেন; কারণ উহা তাঁহার কার্যের বর্তমান এলাকার মধ্যে পড়ে না।

প্রাতঃকালে প্রধানমন্ত্রী মিঃ এইচ এস সুরাবর্দি সোদপুর আশ্রমে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার সহিত এক ঘণ্টাকাল কথোপকথন করেন।

মিঃ সুরাবর্দি জনৈক সাংবাদিককে বলেন যে, বিহার পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত ধারণা তিনি গান্ধীজীকে জানাইয়াছেন এবং তাঁহার (গান্ধীজীর) সহিত বিহার প্রত্যাগতদের পুনর্বসতির সমস্যারও আলোচনা করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, নোয়াখালির অবস্থা সম্বন্ধেও তিনি গান্ধীজীর সহিত আলোচনা করেন।

এইরূপ মনে করা হইতেছে যে, নোয়াখালি ও ত্রিপুরার দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলের লোকজনের পুনর্বসতি সম্বন্ধে গান্ধীজী মিঃ সুরাবর্দির নিকট কতকগুলি প্রস্তাব করিয়াছেন।

জানা গিয়াছে যে, ডাঃ সৈয়দ মামুদের প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ মুজতাবা মঙ্গলবার বিহার মুসলিম লীগের প্রেসিডেণ্টের নিকট এক তার প্রেরণ করিয়া জানান যে, বুধবার গান্ধীজী পাটনায় উপনীত হইবেন। মিঃ মুজতবা গান্ধীজীর সহিত বিহার যাইতেছেন।

ইহাও জানা যায় যে, বিহারে গান্ধীজীর বর্তমান সফরের সমুদয় ভার ডাঃ সৈয়দ মামুদের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং তিনি বিহার মুসলিম লীগের প্রেসিডেণ্ট ও বিহারের প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুত শ্রীকৃষ্ণ সিংহের সহিত পরামর্শ করিয়া ভ্রমণের কর্মসূচী রচনা করিবেন। গান্ধীজীর স্বাস্থ্যের অবস্থানুসারেই অবশ্য উক্ত কর্মসূচী চূড়ান্তভাবে স্থিরীকৃত হইবে।

গান্ধীজীর বিহার যাওয়ার কারণ শ্রীকৃষ্ণদাসজীর সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে ব্যক্ত

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

চাঁদপুর, ৩রা মার্চ— গান্ধীজী তাঁহার পূর্বতন সেক্রেটারী শ্রীকৃষ্ণদাসজীর সহিত আলোচনাকালে কেন তিনি

নোয়াখালি ও ত্রিপুরার দুর্গত অঞ্চল ছাড়িয়া অকস্মাৎ বিহার যাওয়ার সিদ্ধান্ত করিলেন তাহা বিবৃত করেন। গান্ধীজী বলেন, এযাবৎ তিনি বিহার যাওয়ার প্রস্তাবে কর্ণপাত করেন নাই। কিন্তু ডাঃ সৈয়দ মামুদের পত্র পাওয়ার পর তাঁহার অবিলম্বে যে বিহার যাওয়া উচিত তাহা স্থির করিতে এক মিনিটও সময় লাগে নাই।

গান্ধীজী অতীতে বিহারে যে সেবা করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, বিহারের জনসাধারণের উপর তাঁহার একটি বিশেষ স্নেহের দাবী আছে। অতঃপর চম্পারণ সত্যাগ্রহ হইতে আরম্ভ করিয়া বিহারের রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গ গান্ধীজী বলেন যে, তিনি পাটনার কথা পূর্বেই জানিতেন, কিন্তু যখন তিনি প্রথম বিহারে যান তখন তিনি চম্পারণের নামও শোনেন নাই। অথচ সেই সত্যাগ্রহের পরই বিহার কংগ্রেসের একটি শক্তিশালী ঘাঁটিতে পরিণত হইয়াছিল। সেইজন্য তিনি একান্তভাবে আশা করেন যে, তিনি বিহারে গেলে সেখানকার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

গান্ধীজী অতঃপর বলেন যে, বিহার, নোয়াখালি ও ত্রিপুরার পুনর্বসতি সমস্যা পরস্পরের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এইজন্য এক স্থানে সাফল্যলাভ করিলে অন্য স্থানেও উহার অনুকূল প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে বাধ্য। সুতরাং বিহার যাইয়া তিনি পরোক্ষভাবে নোয়াখালি এবং ত্রিপুরার সেবাও করিবেন। বর্তমানে সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া অত্যন্ত বিষাক্ত হইলেও গান্ধীজী আশা করেন যে, তাঁহার বিহার যাওয়ার উদ্দেশ্য সফল হইবে।

গান্ধীজীর কাগজপত্র নিখোঁজ

কলিকাতা, ৪ঠা মার্চ— গতকল্য সন্ধ্যায় গান্ধীজী সদলবলে যে ট্রেনে (চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসে) কলিকাতা আসেন সেই ট্রেনে ভুলক্রমে গান্ধীজীর কয়েকখানি চিঠি ও কাগজপত্রসহ একটা লাল রংয়ের ফাইল রহিয়া গিয়াছে।

যিনি ঐ ফাইলটি পাইয়াছেন তাঁহাকে অধ্যাপক নির্মল বসু, C/o গান্ধীজী এই ঠিকানায় উহা পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

— এ.পি

ডঃ অমিয় চক্রবর্তীর নিকট গান্ধীজীর উক্তি

সোদপুর, ৪ঠা মার্চ— অদ্য সকালে ডাঃ অমিয় চক্রবর্তী সোদপুরে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলেন,— "আমি বিহারে যাইতেছি বটে, কিন্তু নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় আরব্ধ কার্য অদ্যাবধি অসমাপ্ত রহিয়াছে।"

গান্ধীজী আরও বলেন, "আমি পুনরায় নোয়াখালির অগ্নিকুণ্ডে প্রত্যাবর্তন করিব— সেখান হইতে জীবন্ত ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হইলে, জনসাধারণের নিকট কিছু ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইব বলিয়া আশা করি। নোয়াখালি ও বিহারবাসীর সমস্যা আমার মন সমস্ত সময় আচ্ছন্ন করিয়া আছে। কাজেই অন্য কোন বিষয়ে চিন্তা করিবার ফরসুৎ আমার নাই। বিহারে কি ঘটিতেছে তাহা সম্যক জ্ঞাত হইবার উদ্দেশেই আমি বিহার যাইতেছি। অবস্থা সম্পর্কে আশ্বস্ত হইতে পারিলেই প্রত্যাবর্তন করিব। — ইউ. পি

বাঙ্গলায় পৃথক প্রদেশ গঠন সম্পর্কে আলোচনা

সোদপুর, ৪ঠা মার্চ— অদ্য সকালে শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায়, শ্রীযুত কালীপদ মুখার্জি, শ্রীযুত অমরকৃষ্ণ ঘোষ ও অপর কয়েকজন কংগ্রেস কর্মী সোদপুরে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। খুব সম্ভব পৃথক বাঙ্গলা প্রদেশ গঠন সম্পর্কেই তাঁহারা আলাপ-আলোচনা করেন। জানা গিয়াছে সময়ের স্বল্পতা হেতু এই বিষয়ে

বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব হয় নাই। প্রস্তাবটি সমগ্রভাবে আলোচনার জন্য গান্ধীজী তাঁহাদের কয়েকজনকে বিহার গমন করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন, খুব সম্ভব তাঁহাদের কয়েকজন বিহার যাইবেন। —ইউ. পি

গান্ধীজী এক পক্ষকালের অধিক বিহারে থাকিবেন না
ডাঃ সৈয়দ মামুদের প্রাইভেট সেক্রেটারীর উক্তি
(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

চাঁদপুর, ৩রা মার্চ— ডাঃ সৈয়দ মামুদের প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ মুজতবা স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীদের নিকট বলেন, "আমরা গান্ধীজীকে বিহারে এক পক্ষকালের অধিক আটকাইয়া রাখিব না।" মিঃ মুজতবা ডাঃ মামুদের পত্র লইয়া গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তদুপরি মিঃ মুজতবা আরও বলেন যে, তিনি স্বয়ং গান্ধীজীকে হৈমচরে ফিরাইয়া লইয়া আসিবেন।

৪ মার্চ

তারাশঙ্কর— তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (২৩ জুলাই ১৮৯৮-১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১)। প্রখ্যাত সাহিত্যিক।

৫ মার্চ

রাজেনবাবু— রাজেন্দ্রপ্রসাদ (৩ফেব্রুয়ারি১৮৮৪-২৮ফেব্রুয়ারি১৯৬৩)। জন্ম বিহারের ছাপড়া জেলার এক সম্পন্ন কৃষক পরিবারে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করেছিলেন। পরবর্তী পড়া প্রেসিডেন্সি কলেজে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। ছাত্রাবস্থায় স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলনে যোগদান। জাতীয় কংগ্রেসের প্রখ্যাত নেতা। ১৯৫২তে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন, ৬২ সাল পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করেন।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

পাটনায় মহাত্মা গান্ধী
ফাতোয়া ষ্টেশন হইতে মোটরযোগে আগমন
ডাঃ সৈয়দ মাহ্‌মুদের গৃহে অবস্থান
(পাটনা অফিস হইতে)

পাটনা, ৫ই মার্চ— মহাত্মা গান্ধী কলিকাতা হইতে সদলবলে অদ্য প্রাতঃকালে নিরাপদে পাটনায় পৌঁছিয়াছেন। অদ্যই পাঞ্জাব মেলে মহাত্মা গান্ধী পাটনায় পৌঁছিবেন, পাটনার জনসাধারণের এ ধারণা ছিল না; সেইজন্য পাটনা ষ্টেশনে অল্প লোকই উপস্থিত হইয়াছিলেন।

যাহা হউক, পাটনা ষ্টেশনে জনতার বিষম ভিড় হইবে আশঙ্কা করিয়া, কংগ্রেসী মন্ত্রিগণ নীরবে পাটনার ১৬ মাইল দূরবর্তী ফতোয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে গমন করেন এবং সেখানে পাঞ্জাব মেল থামাইয়া মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে নামাইয়া লন। অবশেষে তাঁহারা সকলে মোটরযোগে পাটনায় উপস্থিত হন। গান্ধীজী পাটনায় ডাঃ সৈয়দ মাহ্‌মুদের গৃহে অবস্থান করিতেছেন।

মহাত্মা গান্ধীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, ডাঃ সৈয়দ মাহ্মুদ, শ্রীযুক্ত রামচরিত্র সিং, শ্রীযুক্ত জগলাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত অনুগ্রহ নারায়ণ সিং, শ্রীযুক্ত বদরীলাল বর্ম (ইঁহারা সকলে বিহার মন্ত্রিসভার সদস্য) এবং অধ্যাপক আবদুল বারী, পুলিশের ইনস্পেক্টার জেনারেল মিঃ এ এফ এ হামিদ, পাটনার পুলিশ সুপার শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন ঝা প্রভৃতি ফাতোয়া ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন।

গান্ধীজীর প্রার্থনা সভার জন্য বাঁকিপুর ময়দানে বিপুল উদ্যোগ আয়োজন হইতেছে। মহাত্মা গান্ধীর কার্যতালিকা এখনও স্থির হয় নাই; তবে ডাঃ সৈয়দ মাহমুদের বাড়ীতে ঐ বিষয়ে আলোচনা হইতেছে। এইখানেই চূড়ান্তভাবে কার্যসূচী স্থির হইবে।

ফাতোয়া ষ্টেশনে গান্ধীজী

পাটনা, ৫ই মার্চ— ফাতোয়া ষ্টেশনে ট্রেন হইতে অবতরণ করিবামাত্র ডাঃ সৈয়দ মাহ্মুদ গান্ধীজীকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন; মহাত্মা গান্ধী পরিহাসছলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন— "আপনি এখনও জীবিত আছেন দেখিতেছি।"

শ্রীযুক্তা মৃদুলা সারাভাই ও শ্রীযুক্তা মানু গান্ধী ফাতোয়া ষ্টেশন হইতে মোটরযোগে পাটনায় গমন করেন।

মহাত্মা গান্ধীর খাস সেক্রেটারী অধ্যাপক নির্মল বসু এবং গান্ধীজীর উর্দু ভাষায় পত্রলেখক সৈয়দ মাহমুদ্ আমেদ হুনার পাটনা জংশনে ট্রেন হইতে অবতরণ করেন।

ডাঃ মাহ্মুদের গৃহে অবস্থানের বিশেষ ব্যবস্থা

ডাঃ সৈয়দ মাহমুদ পাটনায় মহাত্মা গান্ধীর অবস্থানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার বাসভবনের প্রধান অট্টালিকায় মহাত্মা গান্ধীর ব্যবহারের জন্য স্নানাগার সহ দুইটি শয়ন কক্ষ একটি হল, দুইটি বারান্দা এবং দুইটি অফিসগৃহ (একটি গান্ধীজীর প্রাইভেট সেক্রেটারীর জন্য এবং অন্যটি তাঁহার ষ্টেনোগ্রাফারের জন্য স্বতন্ত্র করিয়া দেওয়া হইয়াছে)।

পাশ্চাত্য ধরণের যাবতীয় আসবাবপত্র ঐ সকল গৃহ হইতে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তৎপরিবর্তে দীর্ঘ 'ফরাস' ও তাহার চারি পার্শ্বে তাকিয়া সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

গান্ধীজী এবং তাঁহার সঙ্গীগণ চিনি খান না বলিয়া সরকারী পরীক্ষামূলক কৃষি গবেষণাগার হইতে গুড় সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

হাওড়া ষ্টেশনে হরিজন ভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহ

গতকল্য হাওড়া ষ্টেশনে হরিজন ভাণ্ডারে সাহায্যের জন্য মহাত্মা গান্ধী জনতার নিকট হাত পাতিলে বহু নোট তাঁহার হাতের উপর পড়ে, মহাত্মা গান্ধীর সহিত ভ্রমণরত 'এসোসিয়েটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়ার' সংবাদদাতা শ্রীযুক্তা মানু গান্ধীকে নোটগুলি ব্যস্ততার সহিত বাছাই করিতে দেখেন। ট্রেন ছাড়িবার বাঁশী বাজিয়া উঠিলে, গান্ধীজী জনতাকে প্রস্থান করিতে অনুরোধ করেন।

গত রাত্রে গান্ধীজী যথারীতি ৯টায় নিদ্রা যান। আসানসোলে বিপুল জনতা তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। পথিমধ্যে বিভিন্ন ষ্টেশনে জনতার বিপুল কোলাহল সত্তেও গান্ধীজীর সুনিদ্রা হইয়াছিল। শেষরাত্রি ৪টায় মহাত্মা গান্ধী ট্রেনের মধ্যেই যথারীতি উপাসনা করেন।

হাওড়া ষ্টেশনে বিপুল জনসমাবেশ

গান্ধীজীর জন্য পাঞ্জাব মেলের সহিত একখানি তৃতীয় শ্রেণী বগী জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। গত রাতের

ট্রেন ছাড়িবার অর্ধ ঘণ্টা পূর্বে গান্ধীজী হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছেন। তাঁহার কামরার সম্মুখ ভাগ পুলিশ ঘিরিয়া রাখিয়াছিল। প্রায় দুই সহস্র লোকের এক জনতা সেখানে সমবেত হয় এবং পুলিশ বেষ্টনী ভাঙ্গিয়া মহাত্মার দিকে অগ্রসর হয়। মহাত্মা গান্ধী যুক্ত করে, তাঁহার কামরার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হন। গান্ধীজী কিছু বলিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু মুহুর্মুহু 'মহাত্মা গান্ধীজী কী জয়' ধ্বনি হওয়ায় কিছুই শোনা যায় না।

গান্ধীজীর গ্রাম পরিক্রমার প্রশ্ন

পাটনা ৫ই মার্চ— নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জেলায় মহাত্মা গান্ধী যেরূপ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, বিহারেও তিনি তদ্রূপ করিবেন কিনা, তাহা এখনও জানা যায় নাই।

অন্তর্বর্তী সরকারের খাদ্যসচিব ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের অদ্য রাঁচী যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী পাটনায় আসায় তিনি তাঁহার সফর তালিকা বাতিল করিয়া দিয়াছেন। —এ. পি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে যোগদানে অক্ষমতা

সোদপুর, ৪ঠা মার্চ— কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারের পক্ষে ডাঃ অমিয় চক্রবর্তী অদ্য প্রাতঃকালে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী সমাবর্তন উৎসবে যোগ দেওয়া গান্ধীজীর পক্ষে সম্ভব হইবে কিনা তদ্বিষয় আলোচিত হয়।

প্রকাশ, গান্ধীজী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, "বর্তমানে তিনি বিহার ও বাঙ্গলার সমস্যা লইয়া সম্পূর্ণ বিব্রত। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে কোনও বাণী দিবার উপযুক্ত মনোভাব এখন তাঁহার নাই।" তবে গান্ধীজী বলিয়াছেন যে, নোয়াখালির কার্য সাফল্যমণ্ডিত হইলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনের ইচ্ছা তাঁহার আছে। — ইউ. পি

গান্ধীজীর নিকট নোয়াখালী সাহায্য কমিটির সদস্যগণ

কলিকাতা, ৪ঠা মার্চ— নোয়াখালী উদ্ধার সাহায্য ও পুনর্বাসন কমিটির কর্মকর্তাগণ অদ্য প্রাতঃকালে সোদপুর আশ্রমে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। নোয়াখালী জেলার দশঘড়িয়া গ্রামে স্থায়ীভাবে গঠনমূলক কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে মহাত্মা গান্ধীকে একটি টাকার তোড়া উপহার দেওয়ার পরিকল্পনা সম্পর্কে পরামর্শ করাই তাহাদের এই সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য।

এই কার্যের জন্য শ্রীযুত নবদ্বীপচন্দ্র নাথ ও তাঁহার দুই ভ্রাতা ৫০বিঘা জমি দান করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, কমিটির সদস্যগণ মহাত্মা গান্ধীকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজের ভূতপূর্ব সদস্য শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র বসু অদ্য সোদপুরে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। — এ. পি

৭ মার্চ

শচীন— শচীন্দ্রনাথ মিত্র (৩১ ডিসেম্বর ১৯০৯-৩ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭)। আদি নিবাস জয়নগর মজিলপুর। ছাত্র শচীন ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের কারণে কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হন।

প্রধানত তাঁরই উদ্যোগ ১৯৪৩ সালে কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি এর সম্পাদক ছিলেন। 'সংগঠন' নামে একটি রাজনীতি ও সমাজ বিশ্লেষণাত্মক পত্রিকা প্রকাশে তাঁর ভূমিকাই ছিল মুখ্য, সম্পাদনাও ছিল তাঁরই। নোয়াখালি পুনর্বাসন প্রকল্পের অন্যতম রূপকার। গান্ধি মিশনের পরিচালকরা শান্তিমিশন দিনলিপি নামে একটি সাইক্লোস্টাইল করা বুলেটিন প্রতিদিন প্রকাশ করতেন। তাতে এই মিশনের দৈনন্দিন কর্মসূচী ও আগামীদিনের পরিকল্পনা চিন্তাভাবনা প্রভৃতির বিবরণ থাকত; সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত এবং শচীন্দ্রনাথ মিত্র-র উদ্যোগ ছিল এই চেষ্টার পিছনে। কলকাতার দাঙ্গা বন্ধের জন্য শান্তিমিছিল পরিচালনার সময় ছুরিকাঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

বাগাবাজার কাঁটাপুকুর লেনের বাসিন্দা শচীন্দ্রনাথ ছিলেন নির্মলকুমারের প্রতিবেশী এবং তাঁর অনুগত ঘনিষ্ঠজন। কাঁটাপুকুর লেনের বর্তমান নাম শচীন্দ্রনাথ মিত্র সরণি।

৮ মার্চ

P.R. Das— প্রফুল্লরঞ্জন দাস দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সহোদর। তিনি পাটনায় বাস করতেন। বিহারে বাঙালি সমিতি গঠনে তিনি প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

বাদশা খান— খান আবদুল গফার খান (১৮৯০-১৯৮৮)। সীমান্ত গান্ধি নামে পরিচিত। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে জন্ম। জনপ্রিয় পাঠান নেতা। সরল অনাড়ম্বর জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত গান্ধিজির অহিংস আন্দোলনের পথ অনুসারী এই বিশিষ্ট মানুষটি সর্বজন শ্রদ্ধেয় ছিলেন। পরাধীন ভারতের রাজনীতিতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিলেন। ব্রিটিশ ভারতের পরেও পাকিস্তানের কারাগারে তাঁর জীবনের অনেকটা সময় কেটেছে। কোনও পরিস্থিতিতেই রাজনৈতিক কোনও পদের প্রলোভন বা আরামের জীবনের আকর্ষণ তাঁকে তাঁর আদর্শ পথ থেকে স্খলিত করতে পারেনি।

নির্মলকুমার বসুর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সৌহার্দ ছিল। তাঁর *পরিব্রাজকের ডায়রি গ্রন্থে* আবদুল গফার খান রচনায় সেই ছবি ধরা আছে।

১০ মার্চ

হুনর— সৈয়দ মহম্মদ আহমদ হুনর। গান্ধিজির সফরসঙ্গী, উর্দু ভাষায় আলাপ-আলোচনা চালানোর ও পত্রালাপের ভার তাঁর উপর ছিল।

সরদিন্দু ঘোষাল—শরদিন্দুমোহন ঘোষাল (সেপ্টেম্বর ১৮৯৮-২৯ নভেম্বর ১৯৭৫)। পিতা হরিমোহন ছিলেন শিক্ষক এবং ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক। শরদিন্দুমোহনের পড়াশোনা কটকে। রাভেনশ্ কলেজে যোগ দেওয়ার আগেই পিতার মৃত্যুর কারণে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে তাঁকে দুধ বিক্রি করা থেকে রিক্সা চালিয়ে পরিবারকে সাহায্য করা ও শিক্ষার খরচ জোগাড় করতে হয়। আই.এস.সি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছিলেন। মায়ের অনুপ্রেরণায় কলকাতা মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়া শুরু। মেধাবী ছাত্র হিসেবে স্কলারশিপ পেয়েছিলেন এবং বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সফলতাও, বিশেষ করে টেনিস খেলায় কলেজের সুনাম বৃদ্ধিতে তাঁর পড়ার জন্য আর্থিক দুরবস্থা কাটাতে সাহায্য করেছিল। ১৯২৩-এ পাটনা মেডিকেল কলেজে শিক্ষকতা শুরু এবং প্রায় সমসময়েই ইংল্যান্ডে গিয়ে অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে এম.আর.সি.পি পাস করেন। দেশে ফিরে শিক্ষকতায় পুনরায় যোগদান এবং বিভাগীয় প্রধান হিসেবে অবসর গ্রহণ। একজন জনপ্রিয় চিকিৎসক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের ভগিনী ছিলেন তাঁর স্ত্রী। পাটনাবাসী এই মানুষটি শুধু চিকিৎসকের ভূমিকাতে নিজেকে ব্যস্ত রাখেননি, বিহার মেডিকাল এসোসিয়েসন ও পাটনার রবীন্দ্রভবন গড়ার সম্পূর্ণ উদ্যোগটি ছিল তাঁর। এছাড়াও স্থানীয় বহু সমাজসেবামূলক সংস্থার সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগ ছিল।

১২ মার্চ

৫০, 'দেশে'র দরুণ— ইতিপূর্বে 'দেশ' পত্রিকায় যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, তা হল 'মুণ্ডা জাতির ইতিকথা' 'শরদীয় দেশ' ১৩৫৩।

১৩ মার্চ

Discovery of India— মার্চ ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত, জওহরলাল নেহরুর লেখা বই। প্রকাশক : দিলীপকুমার গুপ্ত, দি সিগনেট প্রেস, ১০/২ এলগিন রোড।

১৪ মার্চ

স্বামী আনন্দ— (১৮৮৭-?)। গুজরাটের কাঠিয়াবাড় জেলার লিমডি গ্রামে জন্ম। পিতা জুনাগড় রাজ্যে শিক্ষকতা করতেন। দশবছর বয়সে কয়েকজন সন্ন্যাসী তাঁকে অপহরণ করে হিমালয়ে নিয়ে যান। অপহরণকারীদের থেকে নিজেকে মুক্ত করে ১৯০১-০৫ রামকৃষ্ণ মিশনের সহায়তায় মিশনের বিভিন্ন শাখায় পড়াশোনা করেন এবং সন্ন্যাস নিয়ে সেবামূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

১৯০৭ সালে বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে পরিচয় ঘটে ও স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। মহারাষ্ট্রের বিপ্লবীদের সাহায্যে পুনা থেকে 'তরুণ হিন্দ' নামে মারাঠি সাপ্তাহিকী সম্পাদনা ও প্রকাশ করেছিলেন। বালগঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে যোগাযোগে তাঁর 'কেশরী' পত্রিকায় স্বামী আনন্দ কাজ করতে থাকেন।

১৯১৭তে গান্ধিজির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় এবং কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৯১৮ সালে গান্ধিজি প্রকাশিত 'নবজীবন' এবং 'ইয়ং ইন্ডিয়া'র প্রকাশনায় দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনিই ছিলেন প্রেস ম্যানেজার, সময়ে সময়ে সম্পাদক, কম্পোজার, প্রুফরিডার এবং চাপরাশি। ১৯২০-র গান্ধি-তিলক বৈঠকের তিনি ছিলেন উদ্যোক্তা। সে বছরেই তিলকের মৃত্যুর পর তিনি সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে গান্ধি শিবিরে সদস্যভুক্ত হন। স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন আন্দোলনের জন্য বহুবার কারাবরণ করেন।

রাজনৈতিক কাজের পাশে সমাজসেবায় নানা উদ্যোগের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। বেশ কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা।

নাথজী— কেদারনাথ, গান্ধিবাদী নেতা।

১৬ মার্চ

কিশোরলাল মশরুওয়ালা— কিশোরলাল ঘনশ্যামদাস মশরুওয়ালা।

দীর্ঘ আলোচনা হল—

১৬-৩-১৯৪৭

স্বামী আনন্দকে তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সৎ প্রকৃতির লোক মনে হলো। নাথজী গম্ভীর, সাধু ব্যক্তি। গান্ধীজী এঁদের সঙ্গে কথাবার্তায় কাল রাত্রে বলেছেন, তোমাদের ব্রহ্মচর্যের আদর্শ orthodox। আমার উপরে Havelock Ellis, Bertrand Russell প্রভৃতির প্রভাব পড়েছে। আমি [Sexual morality সম্বন্ধে এখন unorthodox মত পোষণ করি (?)] ব্রাহ্মচর্য সম্বন্ধেও ভিন্ন বা unorthodox মত পোষণ করি।

আমি স্বামী আনন্দকে বললাম, আমার নিজের মতও এ বিষয়ে free; কিন্তু সে তো আমি গোপন করি না, নিজের কাছেও। কিন্তু গান্ধীজীর ব্রহ্মচর্য সম্পর্কে অন্যবিধ মত বলেই তো জানতাম, তাঁর উচিত হবে সে কথা স্পষ্ট করে দেওয়া।

আর সুশীলা, অমতুস সলাম ইত্যাদি সম্পর্কিত ব্যাপারটা আমারও করতে বাধতো। আমি বিলাতী মতে ব্রহ্মচারী হয়েও ওটা করতাম না, অপর পক্ষের হানির ভয়ে, sense of honour এর জন্য।

আজ নাথজী ও স্বামী আনন্দের সঙ্গে আরও কথা হল। গান্ধীজী তাঁদের কাল বলেছেন যে পশ্চিমদেশের এলিস, রাসেল এবং ফ্রয়েডের চিন্তাধারা চলেছে। সেখানে স্ত্রী পুরুষ যেভাবে মেলামেশা করে তা সত্ত্বেও তারা পবিত্রতা বজায় রাখতে পারে। চিত্তই প্রধান ব্যাপার। গান্ধীজীর এখনকার আচরণ যদি বাইরে থেকে স্বামী আনন্দ প্রভৃতির খারাপ লাগে তবে তিনি বলবেন, ওঁদের ব্রহ্মচর্যের বিষয়ে ধারণা orthodox type এর, এবং ওঁর ধারণা বিশ বৎসরের উপর পশ্চিমী সঙ্গের ফলে সেখানকার প্রভাবমুক্ত থাকেনি।

কিশোরলালজীর কাছে আমার বক্তব্য আমি স্পষ্ট করবার জন্য একখানা চিঠি লিখে স্বামী আনন্দের হাতে দিলাম।

Patna, 16.3.1947

My dear Kishorelalji,

Swami Anand and Nathji have heard from me my reactions to the problems they have come to discuss with Gandhiji. They are also carrying copies of three letters which will help to make my position clear. Swamiji Anand asked me this morning if he could say to his friends that I disapproved of Gandhiji's actions. It is with reference to that that I should try to make my position clear to you as well as others. Hence this letter.

Swami Anand told me this morning that during the discussion last night, Gandhiji had said to Nathji that his ideas on Brahmacharya were not of the orthodox type, and he had been influenced in this respect by his long contact with the West, particularly through the writings of authors like Havelock Ellis and Bertrand Russell That was an agreeable surprise to me, as I personally belong to a rather unorthodox school of thought. Yet the surprise was there because from a various study of Gandhiji's writings I had come to believe, perhaps not wrongly, that he represented a hard, puritanic sort of sexual morality, something we generally associate with mediaeval Christian saints.

If Gandhiji has changed and become more 'modern', there is no harm. Only I would him to make his present position quite clear before the public. He should leave no one in doubt as to why he has changed and where exactly the departure from his former beliefs has taken place.

But that apart, let me now try to express from my own point of view a criticism of the actions which have almost caused a cleavage between him and his closest and most trusted associates like yourself, Nathji or Swami Anand. This requires that I should fully place before you my own beliefs in this respect, as the foundations on which the criticism will be based.

Being of a socalled 'modern' mind, I believe that if a man is in love with a woman, they should be each other's companion and friend in life. I place genuine love above most other things in life. But if for any reason they cannot live together as husband and wife, they ought never to come to the point of emba-rrassing one another by the sexual act. When society approves of their union, let them marry If lacking that approval, they enter into sexual relationship, they should be prepared to do nothing by stealth, let the public know and shower its disapproval upon them. Otherwise I would say that they preved weak, though human. If they had no sexual relationship until they married with society's approval, or only after they had incurred society's displeasure through their brave open stand, I would honour them for their strong sense of honour and their implied respect for other people.

When I first learnt about Gandhiji's prayog or experiment in which a girl took off her clothes and lay under the same cover with him and he tried to find out if any sexual feeling was evoked either in him or his companion, I felt genuinely surprised Personally, I would not tempt myself like that; and more than that, my respect for the woman's personality would prevent me from treating her as an instrument in my experiment. Hence I would fail to approve of what Gandhiji was doing in course of his experiment; not because of its possible public reactions, but because of the implied subordination or injury to the other party's personality. I believe when I learnt about the experiment. I discovered the cause why people like Sushila Nayyar or Amtus Salam sometimes behaved as if Gandhiji were their personal possession. I have seen love and respect without the idea of pessession; but in the above case it was not so. Emotional unbalance to the point of neurosis has sometimes been in evidence, and that is no proof of healthy psychological relationship. This has been

the reason why I have always spoken and written strongly about Bapu's relations with the above two persons as well as with Pyarelalji.

In spite of such views, you may very well ask me why I should relent in the case of Manu. It is clearly because in her case, Manu as well as Gandhiji himself assured me that her case had nothing to do with his prayog; also because she had not come of her own asking but becuse of Gandhiji's choice, and I have noticed no sign of jealousy in her so far. In her behaviour, she does not show the signs as having come to 'pessess' Gandhiji, but because he had him by his side as she might prove an inspiration to his most trusted lieutenant Pyarelalji. All these led me to say that she should remain with us. But because I thought Gandhiji was of the old conservative type of Brahmachari, which he is perhaps everywhere taken to be, therefore he should, out of respect for public opinion not allow Manu to sleep in the same bed with him until he had tried enough to educate the public into his new way of thinking, or the public had get all the facts about him and clearly expressed its disapproval. Then he could have gone back to his practice with the full brunt of his suffering for the opinion which he held right. But until that point of time was reached, he should make a concession to public opinion only to the point of asking Manu to sleep on a different bed from him.

In my opinion, that alone would be the most straight forward and honourable course.

I hope my position is clear. If it is not please do not hesitate to write to me for clarification if you need it.

Yours sincerely
(Nirmal Kumar Bose)

P. S. Even with regard to her prayog referred to the sixth paragraph of this letter, I would stand by Gandhiji.

(i) If the other was a willing partner not showing any sign of emotional disturbance as a result of the experiment, and

(ii) The experiment was undertaken only after the public knew about its full details and had expressed their opinion, one way or the other about it.

(Conveyed through a separate letter)

Ashram, Bardoli, 31.3.1947

My dear Nirmal Babu,

I received your letter to me of the 17th (with stamps etc.) and to Swami Anand of the 21st yesterday. I wish the post had reached me a couple of days earlier. For, I despatched my reply to the letter sent by you per Swami day before yesterday along with my letter to Bapu at New Delhi, assuming that you must have

gone with him to that place. It will take, therefore, a long time before it reaches you– if it does at all by coming into the hands of some one, who is careful in the despatch of letters.

It is a type letter but, unfortunately enough, I did not take out any carbon copy, thinking that the original draft was enough for my purpose. The result is that I am obliged to copy out the whole in my shabby and weak handwriting. The copy is sent herewith. I hope you will not find it difficult to decipher. In several places I have used aboreviations of common words, which I hope you will easily understand. I also hope you will receive the original after all, and if there are minor alterations here or there, you will attribute them to my failure in correcting the draft accordingly. The typed letter should be regarded as the original and correct.

I have noted the postscript, which you want to be added to the letter. I do not think it demands any change in my reply. I wonder if you have known any man or woman, not previously accustomed to appear before others in a naked condition or to share bed with others, who has not shown any sign of emotional disturbance, when that performance is first suggested to him or her. I omit the word prayog for, according to Bapu, that thing has been long stopped. And, as regards informing the public and seeking its opinion, who will constitute the public? Some might totally disapprove it, as we do; some might totally approve it; and some like yourself might conditionally approve or disapprove it. Which to be regarded as accurate public opinion. This is not a subject on which counting of votes is possible. And why should the public set a seal of approval over it, if it is counsulted? Either the public might refuse to discuss a person's private conduct– as the politicians say, or it would as it generally does, scandalise about it if it wants to show a weak disapprobation of it, or make a capital of it, if it wants to kill the person socially. In neither case, you get any clue to decide whether or not the conduct is right by itself. That is how I feel. And I agree with the law-giver, I do not know who the author is, that in regard to what is right or wrong in respect of conduct, the criterion is that it should have been followed by those who are vidwan, (gyani) men of character, and free from rag and dwesh, and is further permitted by one's own conscience. I do not mind, whether they are modern or ancient, eastern or western.

In my last letter I have desired a discussion from you. But having regrad to what you say in Swami Anand's letter, I would caution you against doing so whithout Bapu's permission. Also, in fairness to you I think that for the same reason I should return to you the copies of the letters you have supplied to me. I assure you, no copies thereof have been kept here. I do not mind your showing my letters to Bapu.

With regards,

Yours sincerely,

(Kishorlal)

Shri Nirmal Kumar Bose,
37, Bosepare Lane,
Calcutta – 3

Swaraj Ashram, Bardcli,
March '47

My dear Nirmal Babu,

Perhaps you remember our meeting at Delang. You gave me some of your publications on Gandhism there, and I found in you a keen student of Gandhiji's writings. Ever since then I was anxious to keep contact with you, but there did not arise any opportunity, and both of us are perhaps too shy to create an opportunity artificially.

So, I was very glad to receive your letter sent with Swami Anand. I've carefully read it along with the accompaniments. I am sorry I could not reply to it earlier than today.

It seems that the main matters which troubled you and Parasuram in Noakhali were Pyarelalji and his sister and your discussions– oral and written– with Bapu centred round them. Perhaps in the particular environment there, they appeared to be more important topics than the particular differences that have arisen between Bapu on the one side and myself, Nathji, Swami etc. on the other.

I know there are several people who do not like that P and S should stay with Bapu. Personally, I have not felt exactly so. I have known P for several years now, and know both his strong and weak points. And my opinion has been that with all his faults, his place has always been next to that of Mahadevbhai's in relation to Bapu. If M's death has been all irreparable loss to Bapu, P's dismissal would also be a second irreparable loss to him. Also, personally, in spite of his forgetfulness and irregularities and what not, I have not found it difficult to work with him. Vexed, though I might have felt at times, on account of his delays and mistakes, and also on account of his unfortunate and misplaced loves, still he is a lovable man to me, and I have generally sympathised with him rather than got angry or irritated towards him. So, I have always felt that those who wish that P should leave or be made to leave Bapu fail to realize fully his indispensableness to Bapu.

And if you accept that P must stay with Bapu, then all those conditions which will keep him "efficient" mus be fulfilled. And that is how so many things come in crame whether they be good lights, torches, fountain-pens, stationary or Sushila, Manu, or now and then some children or kitten to paly with. S comes in not merely, or so much, for Bapu's sake as a devoted nurse, but for P's sake. I am afraid that if S goes away either on account of marriage or for any other reason, it will be P who will miss her more than Bapu. Bapu has strength of mind enough not to feel helpless by being deprived of any associates or thing of comfort. He can raise new associates and improvise new means. But P would break down. He needs props both in men and materials and one person is often not enough. Thus, next to S., Since

their confinement in that unfortunate place– the Aga Khan palace– Manu also has become indispensable to P.

But it is not the love affair of P and Manu, or the distractions of P on account of it, that has been troubling me. If they wish to marry, let them. If Manu does not wish it, whether she is subject to vikãr– passion– or not, no one can ask her to marry him. That she does not wish it must be regarded a sufficient reason for not dong it.

The point at issue between Bapu and us is– what are proper rules of conduct and association between people of opposite sexes? For instance, – barring the needs of nursing during illlness or other occasions of helplessness, –may the people of one sex needlessly appear before those of another in a nude condition– if they do not all belong to a society in which nakedness is customary? Should a stranger, particularly, of the opposite sex, see one, while one is undressed, in one's bath-room or lavatory or massage-room-if he or she is not one's nurse and when one does not need a nurse ? Should people of opposite sexes share the same bed– whether with or without clothes– under a common cover, for no justifiable reason such as, for instance, under such adverse circumstances as want of room, want of sufficient covering in an extramely cold place, or to warm up a person rescued from drowning etc. (In saying person of opposite sexs, I assume that they are not husband or wife, or people openly living as such)

Bapu seems to say that this is allowed by the best advanced opinion in the West and he wants to popularise it in India. I do not know much about the West. But my impression is that several of these "advance" thinkers do not associate sexual relations outside marriage with morality. Rather, think, they regard sexual act a natural culmination of bed association,and they do not mind the use of contraceptives and anti-venereal remedies to avoid the probable consequences. Bapu does not say that this is his position. He regards sexual act– even between husband and wife– as adultery (i.e. immoral), if it is not for expressly for procreation; and such act, outside marriage, as abominable. But he says that the rules of social conduct should be liberal enough to allow freedom of nudity and co-sharing of bed in a naked condition only it should be done without a carnal desire.

I would like to know, how you as in modernised man feel about this code of social behaviour. How would it affect self-control or self-indulgence? How far would our country prosper physically and spiritually under the new code? How would you arrange your home for wards of different sexes living with you? How would you set down the rules of your ashram in this respect?

Bapu is not an ordinary political leader. He is clothed with a religious and spiritual character also. Even his erroneous principles– i.e. afterwards declared so by himself– have been often acted upon as axiomatic truths with blind faith by our over-credulous and over-emotional people. What will be your attitude towards a social code which allowd the above conduct?

If you get time enough from your duties, I should be glad to hear from you on this point. If you approve Bapu's code, I would wish to know the rationale behind it I dont mind my friends and myself being dismissed as incorrigibly orthodox. I would like to know where exactly we stand and where the modern view stands.

With kind regards,

Yours very sincerly,

K. G. Mashruwala
(NKBPC, NA, ND)

Anglo Sanskrit School— Purnendu Narayan Anglo Sanskrit School. বর্তমানে এই স্কুলের নাম Purnendu Narayan Anglo Sanskrit Senior Secondary School. ব্যারিস্টার পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ ১৮৮৮-৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়ের জন্য জমি ও বাড়ি দান করেন। এই বিদ্যালয়টি গড়ার প্রধান উদ্যোগ ছিল ডা. বিপিনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের এবং এই বিদ্যালয় ১৮৯৫ সালে সরকারি অনুমোদন লাভ করে।

১৯ মার্চ

মা— কিরণশশি দেবী। তাঁর পিতা নবীনকৃষ্ণ সরকার ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, স্বামী বিমানাবিহারী বসু অবিভক্ত বাংলার সিভিল সার্জেন। তাঁদের দুটি সন্তান, উষাময়ী ও নির্মলকুমার। স্বামীর অকাল মৃত্যুর পরে পুরীতে বাস করতেন। নির্মলকুমারের জীবনাবসানের পর সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

দিদি— উষাময়ী দে, আকুই, বর্ধমান।

জামাইবাবু— প্রমথনাথ দে, বর্ধমানের জেলা বাস্তুনির্বাহী ছিলেন।

গীতা— নির্মলকুমার বসুর ভাগিনেয়ি। উষাময়ী দে-র দুই কন্যা, সুধা ও গীতা।

নারাণ চৌধুরী— নারায়ণ চৌধুরী, কলকাতা জেলা কংগ্রেসের নেতা।

সজনী— সজনীকান্ত দাস (২৫ অগস্ট ১৯০০-১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬২)। সাহিত্যিক ও 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার সম্পাদক।

২০ মার্চ

কৃষ্ণদাসজী— দেবেন্দ্রকুমার সিংহরায় (১৮৯৯–১০ নভেম্বর ১৯৭৯)। খাজুরিয়া, চাঁদপুরে জন্ম। পিতা রাধামাধব সিংহরায় জাতীয় সংগঠনের কাজে হরদয়াল নাগের অনুগত সহকর্মী ছিলেন। পিতার আদর্শ কৃষ্ণদাসের জীবনকে প্রভাবিত করেছিল। ১৯০৬ সালে স্থাপিত চাঁদপুর জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রথম যুগের ছাত্র। পরে কলকাতায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ পরিচালিত বেঙ্গল ন্যাশানাল কলেজে পড়াশোনা। ডন সোসাইটির

প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শে মহাত্মা গান্ধির সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২১-২২ সালে কয়েকমাসের জন্য তিনি গান্ধিজির একান্ত সচিবের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

২১ মার্চ

পাকিস্তান দিবস— সব প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হলো। সাম্প্রদায়িক হানাহানির দৈত্যকে আর বোতলবন্দী করা গেল না। দেশ বিভাগই শ্মশানের শান্তি আনতে পারে, সেই সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত রূপ পেল ৮ মার্চ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে। এসময়কার কংগ্রেস মুসলিমলিগের যে চাপান-উতোর চলছিল তার স্পষ্ট ছবি ধরা আছে অমলেশ ত্রিপাঠীর গ্রন্থে :

> ... মাউন্টব্যাটেন আসার আগেই, বিশেষত ২০ ফেব্রুয়ারির ঘোষণার কাছাকাছি সময়ে কংগ্রেস দেশভাগ নিয়ে আলোচনা করছিল। তার অব্যবহিত কারণ পাঞ্জাবের হানাহানি। ওয়াভেলের সঙ্গে ১৭ ফেব্রুয়ারির সাক্ষাৎকারে প্যাটেল বলেন, মুসলিমরা পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু সীমান্ত (অবশ্য রাজি হলে), পূর্ববঙ্গ নিতে পারে। ২৪ ফেব্রুয়ারি নেহেরু পাঞ্জাব ও বাংলাভাগের কথা বলেন, তবে আশা করেন এই খণ্ডিত পাকিস্তান না মেনে জিন্না বিশেষ শর্তে ভারতীয় য়ুনিয়ানে যোগ দেবেন। মুখে যাই বলুন, প্যাটেল ভাবতেন, ইংরেজরাই পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগ হতে দেবেনা এবং শেষ পর্যন্ত পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূর্ববাংলা য়ুনিয়ানে যোগ দেবে। ৯ মার্চের চিঠিতে ও ১০ মার্চের সাক্ষাৎকারে নেহেরু বলেন, পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগ ছাড়া গতি নেই। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ৮ মার্চের প্রস্তাব এ সব মতের প্রতিফলনমাত্র। নেহেরু ও প্যাটেল গান্ধীকে বারবার এই কঠিন সত্য বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন তার প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু গান্ধী অবশ্যই তা মেনে নেননি। তিনি ভগ্নহৃদয়ে ধীরে ধীরে নেপথ্যে সরে যাচ্ছিলেন এমন একটা ধারণা দিতে চেয়েছেন এম. গোপাল। তা সত্য নয়। নোয়াখালি ও বিহার ছিল তাঁর জীবনে চার্চিলের ভাষায়, 'the finest hour'। হিন্দুর হয়ে, ভারতবর্ষের হয়ে, সমগ্র মানবজাতির হয়ে তিনি অগ্নিপরীক্ষা দিচ্ছিলেন যার কাছে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের কৌশল ও মারপ্যাঁচ অতি তুচ্ছ।

মুসলিম লিগ নেমে পড়ল ঘর গুছিয়ে নিতে। নিজেদের শক্তি দেখিয়ে এলাকা দখলের এক অভিনব রাস্তা ঠিক করা হলো ২৩ মার্চ 'পাকিস্থান দিবস'-এর ডাক দিয়ে। মহাত্মা গান্ধি থেকে দেশের সর্বস্তরের সর্বদলের সর্ব সম্প্রদায়ের শুভবুদ্ধির মানুষ অনুরোধ জানালেন লিগ নেতাদের কাছে এ অভিযান বন্ধ করার জন্য। বলা বাহুল্য সে আবেদন নিবেদনে সাড়া পাওয়া গেল না। 'পাকিস্থান দিবস' সার্থক করার জন্য, আরও বেশি করে দিনটি পালনের চেষ্টা হতে লাগল কুমিরের কান্নার মতন কিছু সরকারি বিধিনিষেধ জানিয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে—

পাকিস্থান দিবস সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের ইস্তেহার

বাঙ্গলা সরকারের এক প্রেস নোটে প্রকাশ— রবিবার, ২৩শে মার্চ পাকিস্থান দিবস পালিত হইবে। এই সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাইতে চাহেন যে, বাঙ্গলার যে সব অঞ্চলে শোভাযাত্রা,

বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং জনসভা প্রভৃতি নিষিদ্ধ করিয়া ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারায় আদেশ অথবা অনুরূপ আদেশ বলবৎ আছে, সেইসব এলাকায় উহা কঠোর ভাবে পালন করিতে হইবে। সুতরাং ঐ সব এলাকায় পাকিস্থান দিবসে কোন সভা করিবার ইচ্ছা করিলে তাহা এমনভাবে করিতে হইবে, যাহার ফলে সরকারী আদেশ অমান্য না করা হয়। কোনক্রমেই প্রকাশ্যস্থানে সভা, শোভাযাত্রা এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে দেওয়া হইবে না। —এ.পি. (আনন্দবাজার পত্রিকা। ২১ মার্চ)

ওই দিনের কাগজেই সুরাবর্দির কাছে মহাত্মা ও ডা ঃ মামুদের আবেদনটিও আছে—

নোয়াখালিতে পাকিস্থান দিবস
নিষিদ্ধ করার জন্য অনুরোধ
মিঃ সুরাবর্দীর নিকট ডাঃ মামুদের জরুরী তার

পাটনা ২০ শে মার্চ— বিহারের উন্নয়ন মন্ত্রী ডাঃ সৈয়দ মামুদ নোয়াখালিতে পাকিস্থান দিবস পালন নিষিদ্ধ করিতে অনুরোধ জানাইয়া বাঙ্গলার প্রধানমন্ত্রী মিঃ শহীদ সুরাবর্দীর নিকট এক জরুরী তার প্রেরণ করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী বর্তমানে ডা: সৈয়দ মামুদের অতিথি।

মিঃ সুরাবর্দীর নিকট প্রেরিত তারের মর্ম নিম্নরূপ :—

"নোয়াখালি হইতে মহাত্মা গান্ধী ও আমার নিকট প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ যে, ২৩শে মার্চ তারিখে একটি পাকিস্থান দিবস পালিত হইবে। ইহাতে নোয়াখালির হিন্দুদের মধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। অনুগ্রহপূর্বক এইরূপ অনুষ্ঠান বন্ধ করার জন্য নিষেধাজ্ঞা জারী করুন, আন্তরিক ভাবে এই অনুরোধ জানাইতেছি। বিহার সরকার প্রস্তাবিত পাকিস্থান-বিরোধী এবং পাঞ্জাব দিবসে শোভাযাত্রা ও সভা-সমিতি নিষিদ্ধ করিয়া আদেশ জারি করিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধী এখানে পল্লী অঞ্চল পরিভ্রমণ করিতেছেন। অনুগ্রহপূর্বক উত্তর দিবেন।"

মিঃ সুরাবর্দীর প্রতি মহাত্মাগান্ধীর সতর্কবাণী

পাটনা ২০শে মার্চ— অদ্য সায়াহ্নে মসৌরী গ্রামে উপাসনান্তিক ভাষণে মহত্মা গান্ধী বলেন, 'আমি বিহারে থাকিয়া কাজ করিয়া যাই— ইহাই যদি সুরাবর্দী সাহেবের অভিলাষ হয়, তবে প্রস্তাবিত পাকিস্থান দিবসের অনুষ্ঠান বন্ধ করার জন্য সর্বান্তঃকরণে আমিও তাঁহাকে অনুরোধ জানাইতেছি।"

গান্ধীজী আরও বলেন— " আজই আমি নোয়াখালি হইতে এই মর্মে এক তারবার্তা পাইয়াছি যে, মুসলমানরা সেখানে পাকিস্থান দিবস পালন করিতে চাহে শুনিয়া হিন্দুরা অত্যন্ত ভীত বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। শহীদ সাহেবের প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ, বর্তমান সময়ে এইরূপ দিবস পালন করিতে দেওয়ার চিন্তাও যেন তিনি কখনও মনে ঠাঁই না দেন।"

২১শে মার্চ বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে (বিধানসভা) কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে লীগ মন্ত্রিসভার 'পাকিস্থান দিবস' পালনের জন্য তীব্র সমালোচনা করা হয়। এই কর্মসূচীকে সরকার যেন কোনও রকমেই সমর্থন না করে, নিষিদ্ধ করার অনুরোধ জানান বিরোধী সদস্যরা অনুরোধ জানান। বিভিন্ন সদস্যদের সমালোচনার উত্তরে প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দী আক্ষেপ করে জানান, "হায়রে, পাকিস্থান বলবৎ হয় নাই।" এ কথায় বিরোধীদের তুমুল প্রতিবাদ শুরু হলে তা উপেক্ষা করে সুরাবর্দী সাহেব আরও বলেন যে, "পাকিস্থান যদি বলবৎ থাকিত,

তাহা হইলে তিনি মনে করেন না যে, কেহ আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন এমন কোন ঘটনা এই সুন্দর দেশে সংঘটিত হইত। পাকিস্থানের অর্থ হইতেছে স্বাধীন দেশ এবং তিনি আশা করেন উহা হইবে।"

(আনন্দবাজার পত্রিকা। ২২মার্চ ১৯৪৭)

২৩ মার্চ

বীরকিশোর মহান্তি— ওড়িশাবাসী। পুরী জেলার রেঞ্চ নামে একটি গ্রামে তাঁর বাস ছিল। কবি (*পরিব্রাজকের ডায়েরি*, পুনশ্চ, কলকাতা, ২০০৭) নামের প্রবন্ধে নির্মলকুমার বসু মহান্তি সম্পর্কে লিখেছেন, তিনি ছিলেন এক সজ্জন ভগবদভক্ত মানুষ এবং কবি। তিনি তাঁর গ্রামে শিক্ষাপ্রসারমানসে একটি পাঠশালা স্থাপন করেছিলেন। লোকমুখে তাঁর পরিচয় পেয়ে একদিন নির্মলকুমার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। তাঁর দৃঢ়তা, মনোবল এবং গ্রামে শিক্ষাপ্রসারে তাঁব দুরদৃষ্টির পরিচয় পেয়ে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন।

২৪ মার্চ

হেমপ্রভা দেবী— হেমপ্রভা দাশগুপ্ত (১৮৯২–সেপ্টেম্বর ১৯৬৭)। ময়মনসিংহের, টাঙ্গাইলে জন্ম। মহেশচন্দ্র ও কুসুমকুমারীর কন্যা হেমপ্রভার নয় বছর বয়সে বিবাহ হয় সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের সঙ্গে। গৃহশিক্ষকের কাছে শিক্ষালাভ। বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি ও গুজরাটি ভাষার ব্যবহারে অনায়াস দক্ষতা ছিল। গান্ধিজির সঙ্গে গুজরাটিতেই তাঁর পত্রালাপ হতো। সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের পরিচালনায় খাদি প্রতিষ্ঠানের কাজে হেমপ্রভা ছিলেন সর্বক্ষণের সঙ্গী। কংগ্রেসের সদস্য হিসেবে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচীতে দায়িত্ব নিয়ে অংশগ্রহণ করেছেন।

বহুবার গান্ধিজি তাঁদের সোদপুর আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। নোয়াখালি দাঙ্গার পরবর্তী পুনর্বাসনের ভার গান্ধিজি সতীশচন্দ্রের উপর দিয়েছিলেন। নোয়াখালির দুর্গত মানুষদের পাশে স্বামীর সঙ্গে হেমপ্রভাও তাঁর সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিলেন।

২৫ মার্চ

উর্মিলা দেবী—(৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৩–১৯৫৬)। ভুবনমোহন দাশের কন্যা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভগিনী। স্বামী অনন্তনারায়ণ সেন। ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলনে আইন অমান্যকারী প্রথম তিনজন মহিলার একজন। বিভিন্ন সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। নারী সত্যাগ্রহ সমিতি ও নারী-কর্মমন্দির সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। 'নারায়ণ' পত্রিকার নিয়মিত লেখক এবং কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা।

২৯ মার্চ

কলিকাতার দাঙ্গার সংবাদ— ২৫মার্চ মঙ্গলবার হঠাৎ মাঝরাত থেকে কলকাতার কয়েকটি অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত দাঙ্গা শুরু হয়। ক্রমশ এই দাঙ্গা সারা শহরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। পরদিন বুধবার ২৬ তারিখে ১২জন নিহত ও শতাধিক মানুয আহত হন। সান্ধ্য আইন জারি করা হয়। দিনের পর দিন কলকাতার

অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। বিভিন্ন এলাকায় অবাধে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, অগ্নিসংযোগ, অ্যাসিড ও হাতবোমার যথেচ্ছ ব্যবহার চলে। মানিকতলা ও বেলেঘাটায় সৈন্য তলব করা হয়। ক্রমশ হাঙ্গামার এলাকা বাড়তেই থাকে। যোগ হয় এন্টালি, পার্কসার্কাস, চিৎপুর, বেলগাছিয়া ইত্যাদি স্থান। গঙ্গা পেরিয়ে হাওড়াও সংক্রামিত হয়।

২ এপ্রিল

নটীর পূজা— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নাটক, ১৯২৬ প্রথম প্রকাশ।

৩ এপ্রিল

শনিবারের চিঠি— মুখ্যত সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত সাময়িক পত্রিকা বলেই পরিচিত। পত্রিকাটির একাদশ সংখ্যা থেকে সজনীকান্ত তার সম্পাদক ও পরিচালক হন।

৫ এপ্রিল

চারুপ্রভা সেনগুপ্ত— (১৮৯৭-১৯৭৫) টাঙ্গাইলের বাঁশি গ্রামের মহেশচন্দ্র সেনগুপ্তের কন্যা। স্কুলে পড়ার সময় তাঁর বিবাহ হয় এবং ১৯২৯ সালে পাঁচ সন্তান নিয়ে বিধবা হন। পুনরায় পড়াশোনা শুরু করে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন। পরবর্তী জীবন সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান ও কয়েকবার কারাবরণ। ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্য আর ১৯৪৬-এ নোয়াখালি দাঙ্গা প্রতিরোধ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ তাঁর সমাজসেবার পরিচয় দেয়।

৬ এপ্রিল

ঐ বিষয়ে— এই প্রসঙ্গে নির্মলকুমার বসুর বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ আছে।

অনুর লেখা– লেখক-নাম 'মুশাফির' ও 'মুশাফিরের ডায়েরি' শিরোনামে বেশ কয়েকটি লেখা 'শনিবারের চিঠি'তে পাওয়া যায় :

পথের সঞ্চয়	: ১৩৫৩ চৈত্র, ১৯ বর্ষ ৬ সংখ্যা	: ৪৭১-৭৪
স্মৃতি উৎস	: ” ” ”	: ৪৭৪-৭৮
অনামিকা	: ১৩৫৪ বৈশাখ, ১৯ বর্ষ ৭ সংখ্যা	: ৬-৮
চৈতালি বর্ষণ	: ” ” ”	: ৮-৯
লাঠি খেলা	: জ্যৈষ্ঠ, ১৯বর্ষ ৮ সংখ্যা	: ১২৭-৩১
আমার কি মনে রইল (১), আষাঢ়, ১৯ বর্ষ ৯ সংখ্যা		: ১৮৮-৯২
		: ১৯২-৯৩ (২)
কাল-বৈশাখী	: ভাদ্র, ১৯বর্ষ ১১ সংখ্যা	: ৩৫৮-৬১
হাতঘড়ি	: আশ্বিন, ১৯বর্ষ ১২ সংখ্যা	: ৪৩৯-৪২

৭ এপ্রিল

সুবল— সুবল 'শনিবারের চিঠি' আড্ডার সদস্য।
দেবী— দেবী বন্দ্যোপাধ্যায় 'শনিবারের চিঠি' আড্ডার অন্যতম সদস্য।

৮ এপ্রিল

স্বরাজ ও গান্ধীবাদ— নির্মলকুমার বসু প্রণীত গ্রন্থ। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং থেকে ১৩৫৪ (ব.) প্রকাশিত।

ত্রিপুরারিবাবু— ত্রিপুরারি চক্রবর্তী (১৮৯৬-২৩ জানুয়ারি ১৯৭৯)। পিতা তারিণীকিশোর চক্রবর্তী। পাবনা জেলার দেগাছি গ্রামে জন্ম। ১৯২০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপক পদে যোগ দেন। ইতিহাস, সংস্কৃত ও দর্শনের ব্যাখ্যাতা, মহাভারতের ভাষ্যকার ও বেশ কয়েকটি গ্রন্থের লেখক।

স্মৃতি উৎসব— লেখাটির প্রকৃত নাম 'স্মৃতি উৎস' চৈত্র ১৩৪৪-এর 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৯ এপ্রিল

নবীন ও প্রাচীন— নির্মলকুমার বসুর গ্রন্থ, ১৩৩৭-এ আর্য্য সাহিত্য ভবন থেকে প্রথম প্রকাশ। পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৩৫৬-তে বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে, যদিও এখানে এই সংস্করণকেই প্রথম সংস্করণ বলে দাবি করা হয়েছে।

নরেন চাটুয্যে— নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিমিটেডের সত্ত্বাধিকারী।

Studies in Gandhism— নির্মলকুমার বসুর ডায়েরি থেকে জানা যায় ২২ জুলাই গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম সংস্করণ ১৯৪০ সালে মেরিট পাবলিসার্স থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

১০ এপ্রিল

হরিপদ চাটুয্যে— হরিপদ চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৭-১১ নভেম্বর ১৯৬৭) নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে জন্ম। পিতা বসন্ত চট্টোপাধ্যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণিতে এম.এস.সি পাস করেন। মহাত্মা গান্ধির ডাকে অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করে কারাবরণ করেন। পরবর্তীকালেও বেশ কয়েকবার বিভিন্ন আন্দোলনের জন্য কারারুদ্ধ হন। কুমিল্লায় অভয় আশ্রম প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা। ১৯৩৭-৫১ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপকসভায় (পরে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা) কংগ্রেস দলের সদস্য ছিলেন। ১৯৫২ সালে বিরোধীপক্ষের হয়ে বিধানসভায় নির্বাচিত হন এবং ১৯৬২ ও ৬৭তে কৃষ্ণনগর কেন্দ্র থেকে নির্দল প্রার্থী হয়ে লোকসভায় সদস্যপদ লাভ করেন। নিষ্ঠাবান কর্মী, সমাজসেবী, অভিজ্ঞ সাংসদ ও সুবক্তা হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল।

১৩ এপ্রিল

সাহেবনগর আশ্রম— সাহেবনগর কৃষি শিল্প প্রতিষ্ঠান। গ্রামীণ মানুষদের, প্রধানত নারীদের স্বনির্ভরতা ও উন্নততর জীবনযাত্রার অধিকার প্রদানের লক্ষ্যে চারশত চার বিঘা জমির ওপর এই প্রতিষ্ঠান ১৯৩৬-৩৭ সালে স্থাপিত হয়। প্রধান উদ্যোগী ছিলেন হরিপদ চট্টোপাধ্যায়। ১৯৬৭ সালে তাঁর জীবনাবসানের পর

প্রতিষ্ঠানটি উপযুক্ত পরিচালকের অভাবে বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির গৃহগুলির ভগ্নদশা, সংলগ্ন বিশাল এলাকা বন্ধ্যা হয়ে পড়ে আছে। বলা বাহুল্য জবর দখলের পরিমাণও কম নয়।

১৪ এপ্রিল

ননীদি— লাবণ্যলতা চন্দ (১৮৯১-২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯)। ময়মনসিংহের শ্রীনাথ চন্দের কন্যা। ছাত্রজীবন থেকেই স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। গান্ধিজি প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়ে কয়েকবার কারাবরণ করেন। গান্ধি আদর্শে দেশ সেবা ও দেশ গঠনের কাজই তাঁর আজীবনের ব্রত ছিল। অখণ্ড বাংলার বহুস্থানেই তিনি দুঃস্থ শিশু ও নারীদের পুনর্বাসন ও শিক্ষার জন্য কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে জাতীয় কংগ্রেসদলের পরিচালন সমিতির সদস্যা ছিলেন।

সাহেবনগর তরুণ সংঘ— বর্তমানে কোনও অস্তিত্ব নেই।

১৭ এপ্রিল

নারদীয় ভক্তিসূত্র— বৈষ্ণবীয় গ্রন্থ।

ক্ষিতীশ বাবু— ক্ষিতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত (১৮৮৯-২৮ জানুয়ারি ১৯৭৯)। গান্ধীবাদী নেতা সতীশচন্দ্রের অনুজ। এফ.এ. পাস করে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে রসায়নশাস্ত্রের বিশেষ শিক্ষালাভ এবং ১৯১৩ সালে পূর্ব কলকাতায় দাশগুপ্ত এণ্ড সন্স নামে ছাপাখানার কালি তৈরির কারখানা স্থাপন করেন। ১৯২৪-এ অগ্রজ সতীশচন্দ্রের আগ্রহে খাদি প্রতিষ্ঠান গড়ায় অন্যতম স্থপতির ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ৩৮ বছর বয়সে সাংসারিক জীবন থেকে সরে গিয়ে নিজের যাবতীয় সম্পদ খাদি প্রতিষ্ঠানকে দান করে দেন। বন্যাত্রাণ থেকে দাঙ্গা-দুর্ভিক্ষ সবসময়েই দুর্গতদের সাহায্যে এগিয়ে গেছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য বেশ কয়েকবার কারাবাস করতে হলেও কোনও দিন নির্বাচনী রাজনীতিতে যোগ না দিয়ে গান্ধিজির আদর্শ রূপায়ণে গঠনমূলক কাজেই নিজেকে নিয়োগ করেছিলেন।

১৮ এপ্রিল

শচীবাবু— শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুর সেজদাদা।

বড়দা— ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (৮জুন ১৮৯৯-২২ অগস্ট ১৯৮৮) স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সমাজসেবী।

মা-- প্রমীলা দেবী।

বাবা— জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭২-২৫ ডিসেম্বর ১৯৫৬)। উত্তর চব্বিশ পরগনার হালিশহরে জন্ম। কোচবিহার কলেজে অধ্যাপনা দিয়ে কর্মজীবন শুরু, পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান এবং ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম ভারতীয় প্রধান অধ্যাপক। দীর্ঘদিন 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগ ছিল। তীর্থপতি ইনস্টিটিউশন-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

২১ এপ্রিল

ডাঃ সৈয়দ মহমুদ ... আসছেন— গান্ধিজি সেসময় বিহারের দাঙ্গা অধ্যুষিত এলাকায় শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য নোয়াখালি ছেড়ে সেখানে যান। নোয়াখালির অবস্থা তাঁকে সঠিকভাবে জানানোর জন্য বিহারের

উন্নয়ন সচিব ডা. সৈয়দ মহমুদ এই সফরে আসেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মজহর ইনাম। ২০ তারিখ তাঁরা এই উদ্দেশে কলকাতায় আসেন ও বাংলার প্রধানমন্ত্রী সুহরাবর্দী সাহেবের সঙ্গে আলাপ করার পর ২২শে নোয়াখালি রওনা হয়ে যান। এবার সঙ্গী হিসেবে কলকাতা থেকে সুহরাবর্দীর একান্ত সচিব মামুন তাঁদের সফরসঙ্গী হন। ২৫ তারিখ সকালে তাঁরা কলকাতা ফিরে আসেন।

সতীনবাবু— সতীন্দ্রনাথ সেন (১৫ এপ্রিল ১৮৯৪–২৫ মার্চ ১৯৫৫)। কোটালিপাড়া, ফরিদপুর তাঁর জন্মস্থান। পিতা নবীনচন্দ্র সেন মোক্তার ছিলেন। স্কুলে পড়ার সময় চারণকবি মুকুন্দদাসের স্বদেশি গান শুনে বাড়ি ছেড়ে হাজির হয়েছিলেন মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের কাছে। অশ্বিনীকুমারের চেষ্টায় দশ বছরের বালক সে যাত্রায় বাড়ি ফিরতে বাধ্য হলেও দেশসেবার হাতছানি তাঁকে কলেজে পড়া অসমাপ্ত রেখেই স্বাধীনতা আন্দোলনে সামিল করেছিল। ১৯১৫ থেকে শুরু হলো কারাবাস মাঝে মাঝে মুক্তি পেলেও অধিকাংশ সময়েই কোনো না কোনো আন্দোলন আবার তাঁকে বন্দী করতো। ১৯৫৪তে বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও তাঁকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠান হয়। সেখানেই রহস্যজনকভাবে তাঁর মৃত্যু।

নৃপেন বসু— নৃপেন্দ্রনাথ বসু, ডা. (১ এপ্রিল ১৮৯৪–৯ নভেম্বর ১৯৮২)। আদি নিবাস বর্ধমান জেলার গোদা-গোবিন্দ বাটি। পিতা প্রসন্নকুমারের কর্মস্থল পাটনায় জন্ম। কুমিল্লা অভয় আশ্রমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, গান্ধিবাদী, সুভাষচন্দ্রের অনুগামী ও খ্যাতনামা চিকিৎসক। স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়ে বিভিন্ন সময়ে কারাগারে বন্দী থাকেন। স্বাধীনতার পর কাশ্মীর যুদ্ধে যোগ দিতে রাজি না হয়ে কয়েকঘণ্টার মধ্যে পূর্বপাকিস্তান (কুমিল্লা) ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন। চিকিৎসার পাশাপাশি চলেছিল সমাজসেবার নানান কর্ম। আত্মজীবনী *ব্রাদার হুড থেকে কবিতা মিশন* ছাড়াও আরও কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা।

সুশীলা পাই—(১৯০৫-৮০) গান্ধি আদর্শ অনুসরণকরিনীদের অন্যতম। রাজকোটের বনিতা আশ্রম-এর প্রধান শিক্ষিকা এবং কস্তুরবা ট্রাস্টের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। নোয়াখালির পুনর্বাসন দলের অন্যতম কর্মী।

সু-র সঙ্গে— সুচেতা কৃপালনি সেসময় কস্তুরবা মেমোরিয়াল ট্রাস্ট-এর সংগঠন সম্পাদক ছিলেন। এই ট্রাস্টের উদ্দেশ্য ছিল সারা দেশে মহিলাদের শিক্ষা ও আত্মনির্ভরতা অর্জনের সহায়তা দান।

আচার্য কৃপালনি— জে বি কৃপালনি, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি।

২৫ এপ্রিল

হীরালাল— হীরালাল দাশগুপ্ত (১৯০৫-২০এপ্রিল১৯৭১)। বরিশালের মানুষ, পিতা ছিলেন আইনজীবী। সতীন্দ্রনাথ সেনের সংস্পর্শে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু। ১৯২১ সাল থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত বিভিন্ন আন্দোলনে সামিল হয়ে বেশ কয়েকবার কারাবরণ করেন। ১৯৩০-৩৮ দীর্ঘ সময় তিনি রাজবন্দী হয়ে জেলে ছিলেন। বরিশাল জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক পদে থেকেছেন। কৃষক সমিতির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, সর্বত্র কমুনিস্ট ও কৃষক নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। দেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্থানের শাসকগোষ্ঠী তাঁর দুঃস্থ জনসেবার ব্রত সুনজরে দেখেনি, আবার দীর্ঘ আট বছরের জন্য স্থান হয় জেলে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ঘোষণার পর ২৫ মার্চ ১৯৭১ পাক ফৌজ তাঁকে পটুয়াখালি জেলে বন্দী করে। ২০ এপ্রিল তাঁকে হত্যা করে মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়।

২৬ এপ্রিল

অরুণাংশু— ডায়েরিতে দেওয়া ঠিকানায় গিয়ে দেখেছি সেখানে একটি অবাঙালি পরিবার বাস করেন। বর্তমানে তাঁরাই মালিক। অতীতের মালিক বা বাসিন্দাদের সম্পর্কে তাঁরা অবহিত নন। রাস্তার প্রকৃত নাম গৌরমোহন ঘোষ রোড।

২৮ এপ্রিল

রুবি— নির্মলকুমার বসুর আত্মীয়া। চন্দননগরের বাসিন্দা।

অনাথ— অনাথনাথ বসু (২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯০০—২৬ ডিসেম্বর ১৯৬১)। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। ছাত্রাবস্থা থেকেই গান্ধিজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের শরিক হয়েছিলেন। ১৯২৫ সালে পাঠভবন-এ (বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন) শিক্ষকতা শুরু করেন এবং উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য লন্ডনে যান। ১৯৩৪-এ কাশী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৩৫-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগে যোগ দেন। জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, একাধিকবার দেশে বিদেশে বিভিন্ন শিক্ষা সম্পর্কিত সম্মেলনে শিক্ষার মান উন্নয়নে তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। ১৯৫৭-তে বিশ্বভাবতীর বিনয়ভবনের অধ্যক্ষ হন। গান্ধীবাদ ও শিক্ষা বিষয়ক কয়েকটি বাংলা এবং ইংরেজি গ্রন্থের লেখক।

পারু— পার্বতী দাশগুপ্ত, নির্মলকুমার বসুর স্নেহভাজন।

অপু— অপর্ণা দাশগুপ্ত, মহাকালী পাঠশালার শিক্ষিকা। নির্মলকুমারের স্নেহভাজন।

টুনু— আভা ঘোষ, নির্মলকুমার বসুর মামাতো বোন।

২৯ এপ্রিল

শরৎবাবু— শরৎচন্দ্র দত্ত, শান্তিনিকেতন সেবাকেন্দ্রের অন্যতম সংগঠক।

৩০ এপ্রিল

নুলিয়াদের জীবনযাত্রার পদ্ধতি— নির্মলকুমার বসু প্রণীত *নবীন ও প্রাচীন* গ্রন্থে 'নুলিয়া জাতি' নামে একটি প্রবন্ধ আছে।

কুলি অনা— বারিপদা শহর থেকে দশ-বারো কিলোমিটার দূরে ময়ূরভঞ্জ জেলার একটি গ্রাম। দ্র. নির্মলকুমার বসু প্রণীত প্রবন্ধ Age of the Boulder – Conglomerates at Kuliana, Mayurbhanj, *Selected Writings Archaeology, Architecture & Art*, Centre for Archaeological Studies & Training, Eastern India, Kolkata, January 2006.

শিবু— শিবনারায়ণ রায়, শিক্ষাবিদ ও প্রাবন্ধিক।

Radicalism— Radicalism : Philosophy of democratic revolution, Renaissance Publishers, Calcutta, December 1946.

M. N. Roy— মানবেন্দ্রনাথ রায়, প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। বিপ্লবী সংগঠন করার তাগিদে বিভিন্ন সময়ে আত্মগোপনের জন্য বেশ কয়েকবার ছদ্মনামের আড়াল নিয়েছিলেন মি. মার্টিন, হরি সিং, মি. হোয়াইট, ডি. গার্সিয়া, ডা. মাহমুদ, মি. ব্যানার্জী ও মানবেন্দ্রনাথ রায় ইত্যাদি। এর মধ্যে শেষোক্ত নামটি সবচেয়ে পরিচিত।

২২ মার্চ ১৮৮৭-তে জন্ম। ১৯০৫ সালে বিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন বিপ্লবী দলে যোগ দেন। বিপ্লবের পথে অর্থের যোগানের জন্য বেশ কয়েকবার ডাকাতি দলের নেতৃত্ব দিয়ে কারাবাস। দেশে-বিদেশে তাঁর কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে ছিল, এর জন্য বিদেশের বিভিন্ন কারাগারেও বিভিন্ন সময়ে তাঁর বাস হয়েছে।

সোসালিস্ট ভ্রাতৃসংঘের প্রথম ভারতীয় সদস্য। ১৯৪০ সালে র‍্যাডিকাল ডেমোক্রাটিক পিপলস্ পার্টি গঠন করেন। ১৭টি ভাষায় বুৎপত্তি ছিল। এদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। ২৫ জানুয়ারি ১৯৫৪ তাঁর জীবনাবসান হয়।

২ মে

যোগেশ চক্রবর্তী— যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী। ২মে চুয়ান্ন বৎসর বয়সে তাঁর জীবনাবসান হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। ভবানীপুর সাউথ সুবার্বন কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপনায় তাঁর কর্মজীবন শুরু। ১৯২১-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিস্টার এবং ৩৩ সালে রেজিস্টার হয়েছিলেন।

৩ মে

'মহারাজা প্রতাপাদিত্য জয়ন্তী'— আনন্দবাজার পত্রিকা পাঠে জানা যায় মহারাজ প্রতাপাদিত্য জয়ন্তী উৎসব ওই দিন বেলা তিনটের সময় শুরু হয়। উৎসবের উদ্বোধন করেন সজনীকান্ত দাস এবং সভাপতি ছিলেন হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, মাখনলাল সেন, হেমন্তকুমার বসু, বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, মন্মথমোহন বসু এবং বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন বক্তা তাঁদের ভাষণে অতীত ইতিহাসের আড়াল থেকেও প্রতাপাদিত্যের অবদান অক্ষুণ্ণ রয়েছে সেকথা বলেন। যশোহর রাজ্যের প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে প্রতাপাদিত্যের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টার আদর্শে বাঙালিকে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

অজিত ঘোষ— এঁর কোনও পরিচয় পাওয়া যায় নি। যে ঠিকানার উল্লেখ ডায়েরিতে আছে সেই বাড়ি ১৯৭০ সাল নাগাদ মালিকানা বদল হয়েছে।

৪ মে

বিমলচন্দ্র সিংহ— (১ ডিসেম্বর ১৯১৭-১৭ এপ্রিল ১৯৬)। কান্দি ও পাইকপাড়া রাজবংশে জন্ম। সুপণ্ডিত ও চিন্তাশীল লেখক। বি.এ. ও এম. এ. পরীক্ষায় অর্থনীতিতে প্রথম শ্রেণির প্রথম স্থানের অধিকারী। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য (১৯৪৬) এবং পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীসভার অন্যতম সদস্য। রাজ্যপুনর্গঠন কমিশনে পশ্চিমবঙ্গের দাবি পেশ করার জন্য কংগ্রেস দলের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

যামিনী রায়— (১১ এপ্রিল ১৮৮৭-২৪ এপ্রিল ১৯৭২)। প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী। নির্মলকুমার বসুর ঘনিষ্ঠজনেদের একজন।

৫ মে

Economic History of Ancient India— হাওড়া থেকে ১৯২৫ সালে লেখক সন্তোষকুমার দাসের প্রকাশিত গ্রন্থ।

UPI — United Press of India, একটি সংবাদ সংস্থা।

HS – Hindusthan Standard.

৬ মে

Syed Mazhar Imam— ১৯৪৭-এর ২২ এপ্রিল নোয়াখালিতে বিহার থেকে গান্ধিজির পাঠান পরিদর্শক ডা. সৈয়দ মামুদের সফরসঙ্গী।

৭ মে

সৈয়দ মজহর ইমামের উত্তর— ৮মে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত নির্মলকুমার বসুর উত্তর—

নোয়াখালির চিত্র

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু

নোয়াখালী জেলায় শান্তি ও শৃঙ্খলার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিহার ব্যবস্থা পরিষদের লিগ দলের চিফ্ হুইপ সৈয়দ মজহর ইমাম এম এল এ কর্তৃক গত ১লা মে পাটনা হইতে প্রদত্ত এক বিবৃতি 'মর্ণিং নিউজ' পত্রিকায় ২রা মে'র সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। বিবৃতির এক অংশ রিপোর্ট আকারে এবং অপর অংশ নিজস্ব অভিমতরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। রিপোর্ট যদি সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে কতিপয় ঘটনার বিষয় প্রকাশ করা আমি প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। অন্যথায় উক্ত বিবৃতির ফলে জনসাধারণের মনে কতক বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। দৃষ্ট ও সত্যতা প্রতিপাদনযোগ্য কতক ঘটনার ভিত্তিতে একটা অভিমত গঠনের অধিকার ব্যক্তিমাত্রেরই আছে। যুক্তি দ্বারা মিঃ ইমামের অভিমত খণ্ডন করা আমার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু তিনি স্বীয় বক্তব্য বিষয় সপ্রমাণের জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে আমার নাম অথবা আমার সম্পর্কিত বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। সেই কারণে আমি ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট কতক ঘটনা সম্পর্কে তিনি যে ভ্রান্ত ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তাহা সংশোধন করিয়া দেওয়া অবশ্য প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ না হইলে ব্যক্তিগত কৈফিয়তের প্রয়োজন ছিল না। কাজেই আমি মনে করি, প্রকাশ্যভাবে ইহার একটা কৈফিয়ৎ প্রদান করা আবশ্যক।

প্রারম্ভে ভূমিকা হিসাবে আমি বলিতে চাহি যে, ডাঃ সৈয়দ মামুদ ২২শে তারিখ কাজিরখিল গান্ধী শিবিরে উপনীত হন। তাঁর সঙ্গে মিঃ ইমাম ও বাঙ্গলার প্রধানমন্ত্রীর সেক্রেটারী মিঃ মাসুদ ছিলেন। বিমানঘাঁটি হইতে সরাসরি তাঁহারা অপরাহু ৫টার সময় গান্ধী শিবিরে উপনীত হন এবং ২৪শে সকাল প্রায় ৭টায় তাঁহারা সেই স্থান ত্যাগ করেন। সুতরাং দেখা যায়, ডাঃ মামুদ নোয়াখালী জেলার উপদ্রুত অঞ্চলে মাত্র ৩৮ ঘণ্টা ছিলেন। দুই রাত্রির নিদ্রার সময়টুকুও ইহার মধ্যে ধরা হইয়াছে। অবশিষ্ট সময় সাহায্য ও পুনর্বসতি কার্যে নিযুক্ত কয়েকজন কর্মী, সরকারী কর্মচারী ও মুসলমান সম্প্রদায়ের কয়েকজন বিশিষ্ট লোকের সহিত সাক্ষাৎকারের মধ্যেই অতিবাহিত হয়। ২৩শে অপরাহ্নে এক সভায় প্রায় তিন ঘণ্টা সময় ব্যয়িত হয়। উক্ত দিবস সকালে গান্ধী শিবির হইতে অর্ধ মাইল দূরে অবস্থিত দাঙ্গাবিধ্বস্ত ক্ষুদ্র মদনপুর গ্রাম পরিদর্শন করিতে প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় লাগে। দাঙ্গার ক্ষতি সম্পর্কে ব্যক্তিগত তদন্ত অথবা উপদ্রুত অঞ্চলে যাইয়া গ্রামবাসীদের সহিত সরাসরি আলাপ আলোচনা করিবার জন্য এই সময়টুকু মাত্র পাওয়া যায়। মিঃ ইমামের বিবৃতি হইতেই জানা যায়, অবশিষ্ট তথ্যাদি স্থানীয় পুলিশ অফিস এবং এই অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত রিলিফ অফিসার হইতে সংগৃহীত।

মিঃ ইমাম যেরূপ ব্যাপক ও বিস্তারিতভাবে তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে স্বতঃই এইরূপ

একটা ধারণা জন্মিবে যে, সাক্ষাৎকাল ও পর্যবেক্ষণাদি কাজের জন্য যথেষ্ট সময় ব্যয়িত হইয়াছিল। সেই কারণে এই বাবদ প্রকৃতপক্ষে কতটুকু সময় ব্যয়িত হইয়াছিল, তাহা সঠিকভাবে উল্লেখ করা আমি কর্তব্য বলিয়া মনে করি। আমার ধারণা তাঁহাদের হাতে পর্যাপ্ত সময় ছিল না। ততোধিক ডাঃ মামুদ ও মিঃ ইমামকে অপর একটি বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। তাঁহারা উভয়েই বাঙ্গলা ভাষায় অজ্ঞ। সুতরাং ২৩শে তারিখের সভায় প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া যে বিতর্ক চলে তাঁহারা বিস্তারিতভাবে তাহা বুঝিতে সক্ষম হন নাই অবশ্য বাঙ্গলা জানেন বলিয়া মিঃ মাসুদ ও পুলিশ সুপার মিঃ খানের পক্ষে সে অসুবিধা ঘটে নাই।

পাঠকদের জ্ঞাতার্থে সেই বিতর্কের কতক অংশ প্রকাশ করা আমি প্রয়োজন মনে করি। রামগঞ্জ থানা অঞ্চলের কয়েকটি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টগণ ডাঃ মামুদকে বুঝাইতে চাহেন যে, চুরি, ডাকাতি ও গৃহে অগ্নিসংযোগ যে কেবল হিন্দুদের গৃহে হইতেছে তাহা নহে— আর্থিক দুরবস্থার দরুণ এই ধরণের অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই উক্তির ফলে সভাপতির নির্দেশক্রমে উল্লিখিত শ্রেণীর অপরাধের জন্য দায়ী কাহারা, সেই সম্পর্কে আমি স্থানীয় বিশিষ্ট মুসলমান নেতা হাজী এরসাদ মিঞাকে প্রশ্ন করি। হাজী সাহেব বলেন, একদল দুর্বৃত্ত উল্লিখিত দুষ্কার্যাদি চালাইতেছে। হিন্দু মুসলমান কেহই তাহাদের হাত হইতে রেহাই পাইতেছে না। পুলিশ তাহাদের দমন করিতে পারিতেছে না কেন?— এই প্রশ্ন উত্থাপন করা হইলে তিনি বলেন, হিন্দুরা এজাহার দিবার কালে প্রকৃত অপরাধীদের নাম বাদ দিয়া নির্দোষ ও সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের নাম উল্লেখ করে। অজ্ঞতা অথবা ভীতিই ইহার মূল কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। সাহায্য দান কার্যে নিযুক্ত কর্মীরাও জানেন যে, ঘটনার বিষয় পুলিশকে জানাইলে তাঁহারা সকল ক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া তদন্তকার্য চালান না। এমন কি, যুক্তি হিসাবে স্বয়ং পুলিশ সুপার বলিয়াছেন যে, তাঁহার ষ্টাফ ইতিমধ্যেই অত্যধিক কাজের চাপে কাহিল হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং থানার রেকর্ড দৃষ্টে নোয়াখালিতে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলী সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা চলে না। সে যাহা হউক, অতঃপর আমি এরসাদ মিঞাকে জিজ্ঞাসা করি— তাঁহার সমশ্রেণীর ব্যক্তিরা যদি প্রকৃত অপরাধীর নাম জানেন তবে তাঁহাদের সহায়তায় ও চেষ্টায় পুলিশের তাহাদের ধরপাকড় করা কি সম্ভব নহে। অবশ্য বুঝা গেল যে, এইভাবে অপরাধীদের সায়েস্তা করার কার্যবিধি সম্পর্কে হাজী সাহেব অজ্ঞ। কিন্তু তিনি স্পষ্টভাবেই স্বীকার করেন যে, নোয়াখালি জেলার কয়েকটি থানার পূর্ণ অরাজকতা বিদ্যমান। তিনি ইহাও স্বীকার করেন সে দাঙ্গার ফলে হিন্দুদের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়। সভায় একজন বক্তা এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, উক্ত ঘটনা বজ্রপাতের তুল্য বহু পরিবার তৎসঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এই অবস্থায় অতি সামান্য কিছু ঘটিলেই হিন্দুদের আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়া খুবই স্বাভাবিক। অথচ বৎসরের এই সময়ে এতদঞ্চলে এই সমস্ত প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু হিন্দুরা এইভাবে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়াতে পুনর্বসতিকার্য ব্যাহত হয়।

সভার শেষভাগে উপস্থিত ইউনিয়ন, বোর্ড প্রেসিডেন্টগণ ও স্থানীয় বিশিষ্ট মুসলমানগণ স্বীকার করেন যে, দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলের নরনারীদের আতঙ্কের ভাব দূর করার জন্য উল্লেখযোগ্য কর্মপন্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত ও অন্যান্য সেবাব্রতীদের তরফ হইতে আমি জানাই যে, নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন সমীচীন :—

(১) কংগ্রেস ও লীগ শান্তি স্থাপনের জন্য বিশেষ উদগ্রীব এই বিষয়টি বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সভানুষ্ঠানের ব্যবস্থা।

(২) চুরি, ডাকাতি ও গৃহে অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি হইতে গ্রামবাসীদের রক্ষার জন্য শান্তিপ্রিয় হিন্দু-মুসলমানদের লইয়া যুক্ত রক্ষীবাহিনী গঠন। সাধারণ অপরাধ অর্থাৎ ছোটখাটো চুরি, ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদি ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষী

দলের সহযোগে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টই যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। অপেক্ষাকৃত গুরু অভিযোগ থানায় এজাহার করিতে হইবে।

(৩) আরও প্রস্তাব করা হয় যে, পুষ্করিণী পরিষ্কার, রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত, কচুরিপানা পরিষ্কার ইত্যাদি গ্রামসেবা কার্যাদি হিন্দু ও মুসলমান যুবকদের দ্বারা সম্মিলিতভাবে করাইতে হইবে। ফলে গ্রামসেবার কার্যে তাহাদের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন দৃঢ়তর হইবে।

দুর্ভাগ্যক্রমে উল্লিখিত তিনটি বিষয় সম্বলিত প্রস্তাবে সভায় তখনকার মত একমত হওয়া যায় নাই। এই বিষয়ে মাত্র একমত হওয়া গেল যে, উভয় সম্প্রদায়ের শান্তি প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় জ্ঞাপনার্থে— মিলিত জনসভার অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

মিঃ ইমামের বিবৃতি হইতে দেখা যাইতেছে যে, বিহার হইতে আগত দল কর্তৃক অনুষ্ঠিত এক জনসভায় আলোচনার সমগ্র ধারাটি, তিনি বাঙ্গলা ভাষায় অজ্ঞতা হেতু গোলমাল করিয়া ফেলেন। যে সমস্ত সমাজবিরোধী দুর্বৃত্ত প্রত্যাগত আশ্রয়প্রার্থীদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়া পুনর্বসতি কার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছিল, তাহাদের সরাইয়া রাখার উদ্দেশ্যে পুনর্বসতি কার্যে নিযুক্ত হিন্দুকর্মিগণ আগাগোড়াই মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতির মনোভাব প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন। কর্মীদের দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল,— পুনর্বসতি কার্যে কার্যকরীভাবে সাহায্য করিবার জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে প্রণোদিত করা। নেয়াখালিতে থাকিতে গান্ধীজী বারে বারে বলিতেন, প্রকাশ্যে অপরাধ স্বীকার করিয়া, সাময়িক উন্মত্ততার জন্য সমাজ যে শাস্তি বিধান করে তাহা মাথা পাতিয়া লইবার জন্য অপরাধীদের আগাইয়া আসিতে মুসলমান ভাইদের সাহায্য করা উচিত। অধিকন্তু তিনি আশা করিতেন মুসলমান জনসাধারণ অন্য কাহারও পূর্বে দরিদ্র দুর্গতদের পুনর্বসতি কার্যে যথাসম্ভব অর্থ ও শ্রমের দ্বারা সাহায্য করিবে।

দুর্ভাগ্যক্রমে, নিরাপত্তা রক্ষার জন্য বহুবার আন্তরিকভাবে মৌখিক আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও পুনর্বসতিকার্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের নিকট হইতে কোনপ্রকার কার্যকরী সাহায্য পাওয়া যায় নাই। তবে বোধহয় বাঙ্গলা দেশের মাটি ও আবহাওয়ার এমনই গুণ যে, শান্তিরক্ষার অভিপ্রায়, অভিপ্রায়ের পর্যায়েই থাকিয়া যায়, তাহা কার্যে পরিণত হয় না। পুনর্বসতি কার্যে নিযুক্ত কর্মীরা পুনর্বসতি কার্য দ্রুত অগ্রসর করিবার জন্য এবং উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করিবার নিমিত্ত সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের নিকট হইতে কার্যকরী সহযোগিতা লাভের জন্য বহুবার আবেদন জানাইয়াছে। কিন্তু তাহা পাওয়া যায় নাই এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনার জন্য হিন্দু কর্মীদের সহিত যোগদান না করিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রচেষ্টার প্রতীক্ষা করিয়াছে।

সকলেই অবগত আছেন যে, গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতাও বহুভাবে সীমাবদ্ধ। যেখানে প্রয়োজন ৫লক্ষ টিন সিটের; সেখানে পাওয়া গেল মাত্র ৫০ হাজার। তাহা বিচক্ষণতার সহিত বণ্টনও হইল না। যেখানে হয়ত সত্যিকার প্রয়োজন ৫০খানি টিন সিটের— সেখানে গবর্ণমেণ্ট কণ্ট্রোল দরে মাত্র ২০খানি সিট দিলেন, আবার অনেক পরিবার তাহাও পাইল না। ইহার ফলে অনেকে টিন পাইয়াছে অনেকে পায় নাই, আবার যাহারা পাইয়াছে, তাহারা যাহা পাইয়াছে তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। বিশৃঙ্খলার ভাব সর্বত্রই বিরাজমান। দুর্গতদের নিকট কণ্ট্রোল দরে চাউল বিক্রয় বন্ধ হইয়া গেল এবং ২৫ টাকা দরে চাউল বিকাইতে লাগিল। ফল হইল এই যে, যাহারা টিন পাইয়াছিল তাহারা অনেকেই উচ্চ দরে টিন বিক্রয় করিয়া হয় অন্যত্র নিরাপদ স্থানাভিমুখে চলিয়া গেল, অথবা উচ্চ মূল্যে চোরাবাজারে চাউল কিনিতে লাগিল। মিঃ ইমাম কর্তৃক উল্লিখিত এই "অপব্যবহার"। তিনি যাহাকে মানুষের (এ ক্ষেত্রে হিন্দুদের) স্বভাবের দোষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,

তাহা নহে, উহা গবর্ণমেন্টের অযোগ্যতা ও দূরদর্শিতার অভাবের পরিচায়ক। গবর্ণমেন্ট যদিও জনসাধারণের প্রতিনিধি নির্বাচিত, কিন্তু উহা আমলাতান্ত্রিক ধারা হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারে নাই। গান্ধীজী গবর্ণমেন্টকে এইরূপে পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, আশ্রয়প্রার্থীদের নগদ টাকা না দিয়া গৃহ নির্মাণের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ জিনিষপত্র সরবরাহ করা হউক। যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ জিনিষপত্র না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কেবলমাত্র চাষী মজুরদের লইয়া কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে; কারণ অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন যাহারা অন্যত্র আশ্রয় লইয়াছে, তাহাদের অপেক্ষা ইহাদের পুনর্বসতির প্রয়োজন অনেক বেশী। কিন্তু গবর্ণমেন্ট তাঁহাদের সাহায্য দান নগদ টাকা দেওয়াতেই সীমাবদ্ধ রাখিলেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরবরাহের স্বল্পতা হেতু। ইহার ফলে, যাহাদের অন্য কোথাও যাওয়ার উপায় ছিল না, কেবলমাত্র তাহাদেরই, পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয়। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের আন্তরিক অভিপ্রায় মাত্র ছাড়া যদি কার্যকরী সহযোগিতা পাওয়া যাইত; তাহা হইলে ব্যাপার অনেক সহজ হইয়া যাইত। কিন্তু হিন্দু কর্মীরা বৃথাই তাহার জন্য চেষ্টা করিয়াছে।

মিঃ ইমামের বিবৃতিতে উল্লিখিত কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে কোন কথা বলার প্রয়োজন নাই। তিনি ইহা প্রমাণ করিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বাঙ্গলা দেশে মুসলিম লীগ গবর্ণমেন্ট কর্তব্য পালনে আন্তরিকভাবে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, অপর দিকে বিহারে কংগ্রেস গবর্ণমেন্ট লক্ষ লক্ষ বিহারী দুর্গতের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ব্যবহার করিয়াছেন এবং এযাবৎ তাহাদের জন্য উল্লেখযোগ্য কিছুই করেন নাই। বাঙ্গলা অথবা বিহারের জননির্বাচিত (তাহা লীগের হউক বা কংগ্রেসের হউক) গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছি না। আমরা চাহি, উভয় প্রদেশের দুর্গতরা নির্ভয়ে নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাউক এবং দুর্বৃত্তরা আক্রমণ করিলেও (নোয়াখালিতে আজও যাহা হইতেছে) পুলিশের সাহায্য না লইয়া নির্ভয়ে বসবাস করুক। গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে আমরা আশা করি যে, যত কঠিনই হউক না কেন তাঁহারা অরাজকতা দমন করিবে এবং জনসাধারণের মধ্যে আস্থা ফিরাইয়া আনিয়া শ্রমিক, চাষী, কর্মকার, তন্তুবায় প্রভৃতিকে নিজ নিজ জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবে। আমরা তাহাদের নিকট হইতে আরও আশা করি যে, ইউনিয়ান বোর্ড ও পুলিশের সাহায্যে দুর্বৃত্তদের দমনকার্যে তাঁহারা সহযোগিতা করিবেন— যাহাতে দাঙ্গানিপীড়িতদের মন হইতে সর্বপ্রকার আতঙ্ক দূর হইয়া যায় এবং শান্তিকর্মী ও পল্লীর শ্রীসম্পদ ফিরাইয়া আনিবার জন্য যাহার আগ্রহশীল তাহাদের মানবকল্যাণ প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়।

মিঃ ইমাম নোয়াখালি জেলায় ব্যাপকভাবে সফর করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহার পর তিনি যদি কংগ্রেসকর্মীদের বিরুদ্ধে দোষারোপ করিতে চান, তাহা হইলে তজ্জন্য তাঁহার সহিত আমার কলহ করিবার কিছু নাই তবে নোয়াখালির সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের শান্তি প্রতিষ্ঠার আন্তরিক অভিপ্রায় যাহাতে কার্যে পরিণত হয় তজ্জন্য তিনি কার্যকরীভাবে সাহায্য করিবেন বলিয়া আশা করিব।

মজহর ইমামের বিবৃতির প্রতিক্রিয়ায় নোয়াখালি সফরকারী দলের নেতা ডা. সৈয়দ মামুদ ৫মে পাটনায় সাংবাদিকদের কাছে তাঁর বক্তব্য জানান। আনন্দবাজার পত্রিকায় ৮মে প্রকাশিত প্রতিবেদনটি।

নোয়াখালিতে হিন্দুদের অবস্থা শান্তি ও নিরাপত্তায় বাস করিতেছে বলা যায় না
নোয়াখালি ভ্রমণান্তে ডাঃ সৈয়দ মামুদের বিবৃতি

পাটনা ৫ই মে— বিহারের উন্নয়ন সচিব ডাঃ সৈয়দ মামুদ সম্প্রতি নোয়াখালি ভ্রমণ করিয়া আসিয়া এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন— "ইহা বলা চলে না যে, নোয়াখালিতে হিন্দুরা সম্পূর্ণ শান্তি ও স্বচ্ছন্দের মধ্যে বাস

করিতেছে এবং মুসলমানভ্রাতাদের সহিত তাহাদের সম্পর্কের মধ্যে সৌহার্য্যের লক্ষণ দেখা যাইতেছে ও তাহাদের মনে নিরাপত্তা সম্পর্কে পূর্ণ আস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে।"

নোয়াখালিতে তাঁহার সহযাত্রী বিহার পরিষদের লীগ দলীয় সদস্য মিঃ মজহার ইমামের এক বিবৃতির উত্তরে ডাঃ মাসুদ এই বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে তিনি আরও বলেন— "আমি আশাকরি, বিহার ও নোয়াখলির অবস্থার মধ্যে তুলনা করিয়া বিতর্কের সৃষ্টি না করিয়া বিশিষ্ট লীগ নেতৃবৃন্দ, বিহারে মহাত্মাজী যেমন করিয়াছেন, সেইরূপ নোয়াখালিতে মুসলমানদের মনে প্রকৃত অনুশোচনার ভাব জাগাইয়া তুলিবার জন্য এবং পূর্বের ন্যায় ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সেখানে যাইবেন। — এ.পি

UPI— United Press of India একটি সংবাদ সরবরাহকারী সংস্থা।

বিধুবাবু— বিধুভূষণ সেনগুপ্ত (১৮৮৯-৭ জুন ১৯৬৭)। আদিনিবাস ত্রিপুরা। প্রখ্যাত সাংবাদিক। একাধিক পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেছেন। রয়টার এবং অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস স্বদেশী পত্রিকায় সংবাদ সরবরাহ বন্ধ করলে, রাতারাতি একটি ভারতীয় সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ফ্রি প্রেস অফ ইন্ডিয়া নামে প্রতিষ্ঠানের সূচনা ঘটে। বিধুভূষণ এই সংস্থায় যোগ দেন। প্রতিষ্ঠানটি পরে ১৯৩৩ সালে ইউনাইটেড প্রেস অফ ইন্ডিয়া নামে পরিচিত হয় এবং বিধুভূষণ ১৯৫৮-তে তার ডিরেক্টর হন।

গান্ধীজীর সঙ্গে আসতে হবে— এই সময়ে বাংলা বিভাগ এক রকম ভাবে প্রায় নিশ্চিত হয়েছে। বাংলাদেশের পরিস্থিতি ও সমস্যা সমাধান সম্পর্কে বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার জন্য গান্ধিজি এ সময়ে কলকাতায় আসেন। এছাড়াও কলকাতায় গত মার্চের শেষ থেকে শুরু হওয়া দাঙ্গাও মহাত্মাকে বিচলিত করেছিল।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

কলকাতা অভিমুখে মহাত্মাজী

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে কলিকাতায় অবস্থানের অনুরোধ

বাঙ্গলার সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার অভিপ্রায়

নয়াদিল্লী, ৭ই মে— আজ রাত্রে কুমারী মানু গান্ধী সমভিব্যাহারে মহাত্মাগান্ধী হাওড়া এক্সপ্রেসযোগে কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইয়াছেন। তিনি শাহদিয়া রেল স্টেশনে ট্রেনে আরোহণ করেন। — এ.পি

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর নিকট টেলিফোন বার্তা

প্রকাশ, বুধবার প্রাতে নয়াদিল্লী গান্ধী শিবির হইতে কলিকাতায় প্রাপ্ত এক টেলিফোন বার্তায় শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুকে জানান হইয়াছে যে, মহাত্মাজী বুধবার রাত্রে দিল্লী-হাওড়া এক্সপ্রেসযোগে কলিকাতা রওনা হইতেছেন এবং শ্রীযুত বসুকে নয়াদিল্লী রওনা না হইবার জন্য বলা হইয়াছে।

মহাত্মাজীর সহিত বাঙ্গলার পরিস্থিতি আলোচনা ও বাঙ্গলার সমস্যার সমাধান সম্পর্কে তাঁহার নিকট প্রস্তাব পেশ করিবার জন্য বুধবার দিন শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর নয়াদিল্লী রওনা হওয়ার কথা ছিল। এই বার্তা পাইয়া শ্রীযুত বসু তাঁহার দিল্লী যাত্রা বাতিল করিয়া দিয়াছেন।

গত কয়েক সপ্তায় শ্রীযুত বসুর স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

শুক্রবার প্রত্যুষে মহাত্মার কলিকাতা আগমন
পাটনা ষ্টেশনে কংগ্রেস কর্মীদের সহিত আলোচনা
(পাটনা অফিস হইতে টেলিফোনযোগে)

পাটনা, ৮ই মে— মহাত্মা তাঁহার সঙ্গীগণসহ আজ অপরাহ্ণে দিল্লী এক্সপ্রেসযোগে পাটনা ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছেন। ষ্টেশনে বিহারের কংগ্রেসকর্মিগণ ও মন্ত্রিগণ মহাত্মাকে সম্বর্ধনা জানান। মহাত্মা পুনর্বসতি কার্য সম্পর্কে কংগ্রেসকর্মীদের সহিত আলোচনা করেন। অপরাহ্ণ ঠিক ৬ঘটিকায় দিল্লী-এক্সপ্রেস মহাত্মাকে লইয়া পাটনা ষ্টেশন ত্যাগ করে। শুক্রবার ভোরে মহাত্মা কলিকাতা পৌঁছিবেন।

পাটনা, ৮ই মে— কুমারী মানু গান্ধী, ডাঃ অমিয় চক্রবর্তী এবং তাঁহার সঙ্গী অপর সকলের সহিত মহাত্মা আজ অপরাহ্ণে কলিকাতার পথে পাটনা অতিক্রম করিয়া যান। পাটনা ষ্টেশনে ট্রেন থামিলে মহাত্মাকে ষ্টেশনে সমবেত সংবাদপত্র প্রতিনিধিগণ, মন্ত্রিগণ এবং পুনর্বসতি কার্যে নিযুক্ত কর্মীদের দিকে চাহিয়া প্রাণখোলা হাসি হাসিতে দেখা যায়। কুমারী মানু গান্ধী এতগুলি পরিচিত মুখ পুনরায় দেখিতে পাইয়া হস্ত আন্দোলিত করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকেন। শ্রীযুত অনুগ্রহনারায়ণ সিংহ, ডাঃ সৈয়দ মামুদ ও বিহার কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুত নন্দকুমার সিংহ বিহারের অবস্থা ও পুনর্বসতি কার্য কতটা অগ্রসর হইয়াছে, তাহা জানান। মহাত্মা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদককে বলেন যে, পরলোকগত প্রফেসর আব্দুল বারীর ন্যায় একজন কংগ্রেস সভাপতির অভাবে পাটনার কংগ্রেস কর্মীদের অসুবিধা তিনি উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন; তথাপি মহাত্মা তাহাদিগকে নিরবচ্ছিন্নভাবে পুনর্বসতি কার্য চালাইয়া যাইতে পরামর্শ দেন।

মহাত্মাকে জানান হয় যে, মুঙ্গের জেলায় সম্প্রতি পুনর্বসতি কার্য শুরু করা হইয়াছে কিন্তু সেখানকার মুসলমানেরা চাহেন, মহাত্মা তাঁহাদিগকে সাহস এবং শক্তিদানের জন্য মুঙ্গের জেলার দুই একটি গ্রামে গমন করেন।

জানা গিয়াছে যে, মহাত্মা অনুমান এক সপ্তাহকাল মাত্র কলিকাতা থাকিয়া বিহার চলিয়া যাইবেন এবং তথায় অনুমান এক পক্ষ [...] কর্তৃপক্ষের সহিত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্য মে মাসের শেষের দিকে তিনি দিল্লী চলিয়া যাইবেন। ইতিমধ্যে ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের সিদ্ধান্ত জানা যাইবে। ওয়ার্কিং কমিটি বৃটিশ গবর্ণমেন্টের ঐ সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত আলোচনায় যোগদানের জন্য মহাত্মাকে দিল্লী গমনের অনুরোধ জানাইয়াছেন। পুনর্বসতিকার্য কতটা অগ্রসর হইয়াছে, এই বিষয়ে মহাত্মার নিকট রিপোর্ট দিবার জন্য আজ প্রাতে শ্রীযুক্তা মাদুলা সরাভাই এলাহাবাদ গমন করিয়াছিলেন। তিনি তথা হইতে মহাত্মার সঙ্গে আসিয়াছেন। শ্রীযুত অনুগ্রহনারায়ণ সিংহ ও শ্রীযুক্তা সরাভাই এখান হইতে ৩০মাইল দূরবর্তী বক্তিয়ারপুর ষ্টেশন পর্যন্ত মহাত্মার সঙ্গে যাইবেন। মহাত্মার অনুরোধে ডাঃ সৈয়দ মামুদ মহাত্মার সহিত কলিকাতা আসিতেছেন। মহাত্মাকে লইয়া দিল্লী এক্সপ্রেস অপরাহ্ণ ৬ঘটিকায় পাটনা ষ্টেশন ত্যাগ করিয়াছে। মহাত্মা আগামীকল্য প্রত্যুষে কলিকাতা পৌঁছিবেন।

মহাত্মার বাঙ্গলা আগমনের উদ্দেশ্য
ডাক্তার অমিয় চক্রবর্তীর বিবৃতি
(নয়াদিল্লী অফিস হইতে)

নয়াদিল্লী, ৭ই মে— ডাক্তার অমিয় চক্রবর্তী বলেন, বিক্ষুব্ধ বাঙ্গালাকে বুঝিতে পারা বিবিধ সমস্যার প্রতিকার করা ও তাহাতে সাহায্য করাই গান্ধীজীর বাঙ্গলা আসার উদ্দেশ্য। আগামী কয়েকদিন আমাদের

ধৈর্য ধরিয়া থাকিতে হইবে, সমস্ত সমস্যা তিনি যাহাতে বুঝিতে পারেন— এজন্য নিরুপদ্রব শান্তিপূর্ণ অবস্থা আমাদের সৃষ্টি করিতে হইবে।

ভাঙ্গী কলোনীতে গত কয়েক দিনের তাঁহার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি বলেন, ঘটনার দ্রুত পরিবর্তন হইতেছে কিন্তু ভারতের গঠনমূলক রাজনীতির কেন্দ্রস্থলেই শান্ত অথচ স্থির সিদ্ধান্তপূর্ণ কর্মনিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ইহাই বর্তমানে ভারতীয় স্বাধীনতায় রূপ দিতেছে। এই কয়েক দিনে গান্ধীজীর শিবিরে কাহারও পরাজয়সূচক মনোভাব দেখি নাই। যাঁহারা এখনও সন্দেহ ও নিরাশাবাদী এই কলোনীতে আসিলেই তাঁহারা নৈরাশ্যমুক্ত হইতে পারেন।

এই শিবিরেই বহু বশিষ্ঠ ভারত সন্তানের সাক্ষাৎ মিলিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে গান্ধীজীর পরামর্শ গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহারা এখানে আসিয়াছেন এই আরমসুলভ পরিস্থিতির মধ্যে তাঁহাদের আলোচনা করিতে দেখিয়া মনে হইয়াছে, ভারতের ভবিষ্যৎ নির্বিঘ্ন। সংগ্রামশীল সাম্প্রদায়িকতা দেশাত্মবোধের নিকট পরাজয় স্বীকার করিবে। ইহা জাতীয় আন্দোলনেরই প্রতীক। লক্ষ লক্ষ হিন্দু-মুসলমান এজন্য সচেষ্ট হইবে।

গান্ধীজী বাঙ্গলায় যাইতেছেন। বাঙ্গলার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। ভারতের অন্যান্য স্থানের মত নোয়াখালি ও কলিকাতার অবস্থা তাঁহার মনকে অধিকার করিয়া আছে।

৮ মে

সত্তার— আবদুস সত্তার পশ্চিমবঙ্গ ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং বিশিষ্ট রাজনীতিক। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যস্তরে কংগ্রেস কমিটির বিভিন্ন পদে থেকেছেন। নিজ জেলা বর্ধমান কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ও সভাপতি ছিলেন।

মাত্র ৫৪ বছর বয়সে ১৯৬৫ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

৯ মে

সারাদিন সোদপুরে— গান্ধীজী সোদপুরে পৌঁছানর পর থেকেই শুরু হয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আগমন। সাধারণভাবে সেদিনের সংবাদ পরদিন ১০মে আনন্দবাজার পত্রিকায় যা প্রকাশিত হয়েছিল, সেটি আমরা এখানে উদ্ধৃত করছি।

শুক্রবার প্রাতে দিল্লী হইতে মহাত্মার কলিকাতা আগমন —
বাঙ্গলার বর্তমান সমস্য সম্পর্কে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর সহিত দীর্ঘ আলোচনা
কলিকাতায় পুনঃ পুনঃ হাঙ্গামায় মহাত্মার উদ্বেগ
(স্টাফ রিপোর্টার প্রদত্ত)

মহাত্মা গান্ধী গত শুক্রবার প্রাতে দিল্লী হইতে কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি সোদপুরে খাদি প্রতিষ্ঠান আশ্রমে অবস্থান করিতেছেন।

কলিকাতায় আসার পর গান্ধীজী সারাদিন কর্মব্যস্ততার মধ্যে অতিবাহিত করেন এবং খাদি প্রতিষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা করেন।

এইদিন শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু গান্ধীজীর সহিত দুইবার সাক্ষাৎ করেন এবং বাঙ্গলার বর্তমান সমস্যাগুলি সম্পর্কে তাঁহার সহিত দীর্ঘকাল আলাপ আলোচনা করেন। শ্রীযুত বসু শনিবার বা রবিবার গান্ধীজীর সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

এইদিন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অন্যতম সদস্য ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষও মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে দীর্ঘকাল আলোচনা করেন। বাঙ্গলার প্রধানমন্ত্রী মিঃ এইচ এস সুরাবর্দী এবং বঙ্গীয় আইন সভায় কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায় অদ্য (শনিবার) গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎকার করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

গান্ধী শিবিরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট মহল হইতে এরূপ জানা গিয়াছে যে, বাঙ্গলার বর্তমান সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি, বিশেষ করিয়া কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার পুনরাবৃত্তির কারণসমূহ এবং বঙ্গ বিভাগের দাবী সম্বন্ধে সম্যক অনুধাবন করার জন্য গান্ধীজীর প্রবল আগ্রহ হইয়াছে এবং সেইজন্যই তিনি এবার কলিকাতায় আসিয়াছেন। জনৈক বিশিষ্ট কংগ্রেসসেবী আমাকে বলেন যে, কলিকাতায় পুনঃপুনঃ সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ঘটায় গান্ধীজী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন এবং তিনি এরূপ হাঙ্গামাদির পুনরাবৃত্তির প্রকৃত কারণ অনুধাবন করিতে চাহেন।

গান্ধীজী কলিকাতার কতকগুলি দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

গান্ধীজী অন্ততঃ এক সপ্তাহকাল কলিকাতায় অবস্থান করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। কিন্তু এতৎসম্পর্কে চূড়ান্ত কোন কিছু স্থিরীকৃত হয় নাই। কলিকাতায় অবস্থানকালে গান্ধীজী কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং বঙ্গ বিভাগের প্রশ্ন ও সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাহাদের মতামত শুনিবেন বলিয়া আশা করা যায়। তবে এতৎ সম্পর্কে চূড়ান্ত কোন কর্মসূচী এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই।

বর্তমানে গান্ধীজীর নোয়াখালি যাওয়া সম্বন্ধে কোনরূপ প্রস্তাব নাই। তিনি কলিকাতায় থাকিয়াই নোয়াখালির জন্য তাঁহার কাজ করিয়া যাইতে চাহেন বলিয়া প্রকাশ নোয়াখালির সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে গান্ধীজীব নিকট ইতিমধ্যেই রিপোর্ট পৌঁছিয়াছে।

খাদি প্রতিষ্ঠানের শ্রীযুত চারুচন্দ্র চৌধুরী সম্প্রতি নোয়াখালি ও ত্রিপুরা অঞ্চলে ছিলেন। তিনি গত বৃহস্পতিবার রাত্রে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাহা ছাড়া, নোয়াখালি সফরকালে গান্ধীজীর প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীযুত নির্মলচন্দ্র বসুও নোয়াখালি-ত্রিপুরা অঞ্চল হইতে প্রায় ১০দিন পূর্বে কলিকাতায় আসিয়াছেন। শ্রীযুত চৌধুরী এবং শ্রীযুত বসু উভয়েই গান্ধীজীর নিকট উক্ত দুই জেলার সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

তাহা ছাড়া, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ শুক্রবার অপরাহ্নে সোদপুরে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি আগামী রবিবার প্রাতে কুমিল্লা যাইতেছেন। তথায় তিনি নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় সেবা ও পুনর্বসতি কার্যে নিযুক্ত কংগ্রেসকর্মীদের সহিত সাক্ষাৎকার করিবেন। তিনি এক সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিবেন এবং ঐ দুই জেলার সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে গান্ধীজীব নিকট রিপোর্ট দিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

ডাঃ ঘোষ গান্ধীজীর সহিত প্রায় ২ঘণ্টা কাল আলাপ করেন এবং সাধারণভাবে দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে ও বিশেষ করিয়া বঙ্গভঙ্গের প্রশ্ন ও কলিকাতার সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে গান্ধীজীর সহিত আলোচনা করেন।

গান্ধীজীর নিকট ইতিপূর্বেই দিল্লীতে বাঙ্গলার সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি এবং কলিকাতার হাঙ্গামাদি সংক্রান্ত ব্যাপার সম্পর্কে কতকগুলি রিপোর্ট পেশ করা হইয়াছিল। প্রকাশ গান্ধীজী ঐসব বিষয়ে কংগ্রেস কর্মিগণকে আরও কিছু থাকিলে তাঁহার নিকট রিপোর্ট পেশ করিতে বলিয়াছেন।

শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর সাক্ষাৎকার

শুক্রবার প্রাতে গান্ধীজী সোদপুরে খাদি প্রতিষ্ঠান আশ্রমে পৌঁছিবার অব্যবহিত পরেই শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু তথায় গমন করেন এবং গান্ধীজীর প্রাতঃভ্রমণের সঙ্গী হন। শ্রীযুত বসু ঐ সময় বাঙ্গলার পরিস্থিতি সম্পর্কে এবং বাঙ্গলার সমস্যাগুলির একটা সন্তোষজনক মীমাংসার সম্ভাবনা সম্পর্কে গান্ধীজীর সহিত আলাপ-আলোচনা করেন। শ্রীযুত বসু সন্ধ্যার দিকে পুনরায় সোদপুরে গমন করেন এবং গান্ধীজীর সহিত প্রায় দুই ঘণ্টাকাল যাবৎ বাঙ্গলার সমস্যাদির সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

অদ্য (শনিবার) অথবা আগামীকাল (রবিবার) শ্রীযুত বসু পুনরায় গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

মধ্য কলিকাতায় কয়েকজন কংগ্রেসকর্মী এইদিন অপরাহ্নে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং বঙ্গ-ভঙ্গ প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে স্ব-স্ব অভিমত জ্ঞাপন করেন। গান্ধীজী তাঁহাদিগকে এতৎসম্পর্কে তাঁহার নিকট লিখিতভাবে রিপোর্ট পেশ করিতে এবং আগামী রবিবার তাঁহার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিতে বলেন। শ্রীযুত কালীপদ মুখার্জী শ্রীযুত দেবেন দে শ্রীযুত রাম চৌধুরী শ্রীযুত ধীরানন্দ গোস্বামী, শ্রীযুত যোগেশ চক্রবর্তী এবং শ্রীযুত জিতেন দাস এই প্রতিনিধিদলের মধ্যে ছিলেন। এইদিন শ্রীযুত সীতারাম সাকসেরিয়াও সোদপুরে গমন করেন।

গান্ধীজীর কলিকাতায় আগমন

মহাত্মা গান্ধী শুক্রবার প্রাতে ৬টা ২০ মিনিটের সময় দিল্লী এক্সপ্রেসযোগে দিল্লী হইতে হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছান। নির্দিষ্ট সময়ের দশ মিনিট পূর্বেই ট্রেনখানি ষ্টেশনে আসে। সেইজন্য শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু এবং অন্যান্য সকলে যথাসময়ে ষ্টেশনে গিয়া দেখেন যে, গান্ধীজী তৎপূর্বেই সোদপুর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

১০ মে

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

বঙ্গ বিভাগ হইলে লীগ গবর্ণমেন্টের জন্যই তাহা হইবে
হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে চিরকাল বৈরভাব থাকিতে পারে না
সোদপুরে প্রার্থনাসভায় মহাত্মা গান্ধীর ঘোষণা

শনিবার সোদপুরে অনুষ্ঠিত প্রার্থনা সভায় মহাত্মা গান্ধী দুইটি বিষয়ে স্বীয় অভিমত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বলেন যে, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে তিক্ততা ও বৈরভাব চিরকাল থাকিতে পারে না। উভয়ের মধ্যে সাময়িক অপ্রকৃতিস্থতার ভাব দেখা দিলেও তাহারা পরস্পরের ভ্রাতা এবং তাহাদের সম্পর্ক অটুটই থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ তিনি দ্বিধাশূন্যচিত্তে ঘোষণা করেন যে, বঙ্গ-বিভাগ হইলে তাহার জন্য সংখ্যাগুরু মুসলমান সম্প্রদায় এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মুসলিম গবর্ণমেণ্টই দায়ী হইবে।

গান্ধীজীর নিকট দুইটি প্রশ্ন করা হয়, যথা— (১) হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান তিক্ততা হেতু উভয়ের মধ্যে মিত্রতার ভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভবনা আছে কি? তিনি তদুত্তরে দৃঢ়ভাবে বলেন যে, বৈরভাব চিরকাল থাকিতে পারে না। সাময়িক অপ্রকৃতিস্থতা সত্ত্বেও উভয়ে উভয়ের ভ্রাতাই থাকিয়া যাইবে। কিন্তু বিরোধ ব্যক্তিগত নহে বলিয়া সাম্প্রদায়িক বিরোধ চিরন্তন হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তবে তিনি এই মর্মে আশা ব্যক্ত করেন যে, ঐরূপ অবস্থার উদ্ভব হইবে না; সেরূপ কিছু হইলে তাহারা ভারতের দুইটি ধর্মমত বিসর্জন দিয়া সামান্যমাত্র সুখ-সুবিধার জন্য নিজেদের স্বাধীনতা বিক্রয় করিবে।

গান্ধীজীকে নিম্নোক্ত মর্মে দ্বিতীয় প্রশ্ন করা হয়, যথা— হিন্দু জনমত ক্রমশঃ বঙ্গ-ভঙ্গের অনুকূল হইয়া উঠায় উহা কি এড়ান সম্ভব হইবে? তিনি এই যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করেন। তবে তিনি কোনরূপ প্রতিবাদের আশঙ্কা না করিয়া বলিতে পারেন যে, বঙ্গ-ভঙ্গ হইলে তজ্জন্য সংখ্যাগুরু মুসলমান সম্প্রদায় এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মুসলিম গবর্ণমেণ্টই দায়ী হইবেন। তিনি যদি বাঙ্গলার প্রধানমন্ত্রী হইতেন, তাহা হইলে তিনি হিন্দু ভ্রাতাদিগকে অতীত বিস্মৃত হইতে অনুরোধ করিতেন। তিনি তাহাদের বলিতেন যে, তাহাদের মত তিনিও জাতিতে বাঙ্গালী; ধর্মমতের পার্থক্য পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না; সকলেই এক ভাষাভাষী, একই সংস্কৃতির উত্তরাধিকার; উভয়েই বাঙ্গলার মালিক— উহার জন্য সকলেই গর্ব অনুভব করিতে পারে। বাঙ্গলার সহিত কাহারও তুলনা চলিতে পারে না; উহা পাঞ্জাব, বোম্বাই বা অন্য কোন প্রদেশ নহে।

মহাত্মাজী আরও বলেন— "প্রধানমন্ত্রী যদি এজাতীয় মনোভাব অবলম্বন করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি তাঁহার সহিত বিভিন্ন স্থানে গিয়া হিন্দু শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট সম্মিলিত বাঙ্গলার অনুকূলে যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারি। আমি সাহস করিয়া একথাও বলিতে পারি যে, তেমন ব্যবস্থা হইলে অখণ্ড বাঙ্গলার কেহ বিরোধী থাকিবে না; বাঙ্গলার এই অখণ্ডত্ব রক্ষার জন্য হিন্দু ও মুসলমান অতীতে বীরত্ব সহকারে সংগ্রাম করিয়াছে এবং লর্ড কার্জনের মত একজন ধুরন্ধর বড়লাটের 'কায়েমী ব্যবস্থাও' বানচাল করিয়া দিতে সক্ষম হয়। আমি সুরাবর্দী হইলে হিন্দুদের বঙ্গবিভাগ করার পূর্বে আমার দেহ দ্বিখণ্ডিত করার জন্য তাহাদের আমন্ত্রণ জানাইতাম তাঁহার যদি বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর জন্য সেরূপ কোন দরদ থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা হিন্দুদের কঠোর হৃদয়ও দ্রবীভূত করিবে। মুসলমানদের ভয় ও আশঙ্কাহেতুই হিন্দুরা চিন্তান্বিত হইয়াছে। আমি নোয়াখালির কথা বিস্মৃত হইতে পারি না— অথবা কলিকাতা সম্পর্কে যে কথা শুনা গিয়াছে, তাহা সত্য হইলে তাহাও বিস্মৃত হইবার নয়; পক্ষান্তরে বিহার সম্পর্কেও মুসলমানদের মধ্যে অনুরূপ শঙ্কা দেখা দিয়াছে। আমি বিহারের হিন্দুদিগকে বলিয়াছি যে, মুসলমানদের মন হইতে শঙ্কা ও সন্দেহের ভাব তাহাদেরই দূর করা উচিত। আমি জাতিবর্ণ, শ্রেণী ও ধর্ম-নির্বিশেষে প্রেম ও প্রীতির সম্পর্কে বিশ্বাসী। কায়েদে আজম জিন্না এ বিষয়ে আমার সহযোগী।

১১ মে

দর্শন দিলেন— গান্ধিজিকে দেখা ও তাঁর কথা শোনার জন্য দুপুর থেকেই সোদপুরের আশ্রমে কলকাতা ও আশেপাশের বহু মানুষ হাজির হন। সেসময় কলকাতা ও সংশ্লিষ্ট কয়েক জায়গায় সান্ধ্য আইন বলবৎ ছিল। দর্শনার্থীদের তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার তাড়া থাকায় গান্ধিজি তাঁদের উদ্দেশে বলেন যে, গতকাল যা বলেছেন তার বাইরে এখন তাঁর বিশেষ কিছু বলার নেই। শহীদ সাহেবের সঙ্গে কথা হয়েছে, আবারও হবে। তবে সন্ধ্যায় প্রার্থনাসভার পর তিনি কিছু বললে সেটা পরের দিনের খবরের কাগজ পড়লেই জানা যাবে।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

হিন্দু ও মুসলমানের সম্মিলিত ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই সাধিত হইবে না
তৃতীয় পক্ষ না থাকিলে নিজেদের চেষ্টায় ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ সম্ভবপর
প্রার্থনা-সভায় বাংলার সমস্যা সম্পর্কে মহাত্মাজীর উক্তি

রবিবার অপরাহ্নে সোদপুরে অনুষ্ঠিত প্রার্থনাসভায় মহাত্মা গান্ধী বলেন যে, শহীদ সাহেবের (মিঃ সুরাবর্দী) সহিত সোদপুরে তাঁহার সাক্ষাৎকার হইয়াছে। গান্ধীজী জানান যে, সাক্ষাৎকারের জন্য তিনি মিঃ সুরাবর্দীর বাসভবনে যাইতে ইচ্ছুক ছিলেন; কিন্তু মিঃ সুরাবর্দী তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করেন। গান্ধীজী বলেন যে, গতকল্য (শনিবার) তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার পুনরাবৃত্তি ব্যতীত এই সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে তাঁর কিছু বলিবার নাই।

মহাত্মাজী অতঃপর প্রার্থনসভায় জিজ্ঞাসিত দুইটি প্রশ্নের উত্তর দেন। প্রথম প্রশ্নে বলা হয়— "আপনি আমাদিগকে বাঙ্গলার অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সচেষ্ট হইবার পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু খণ্ডিত ভারতে অখণ্ড বাঙ্গলা কি সম্ভবপর? অখণ্ড বাঙ্গলাকে অবিভক্ত ভারতের মধ্যে রাখিবার জন্য আমরা কি করিতে পারি?"

উত্তরে মহাত্মাজী বলেন যে, তিনি পূর্বে যাহা বলিয়াছেন, তাহা যথাযথভাবে অনুধাবন করা হইলে প্রতীয়মান হইবে যে, হিন্দু ও মুসলমানদের সমবেত ইচ্ছা ব্যতিরেকে কিছুই সাধিত হইতে পারে না। যদি তৃতীয় পক্ষ তাঁহাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ না করিত তাহা হইলে তাঁহাদের সম্মিলিত ইচ্ছানুযায়ী ব্যাপারটির মীমাংসা হইত। এতদ্ব্যতীত এখন পর্যন্ত ভারত বিভক্ত হয় নাই। কিন্তু যাহা এখনও ভবিষ্যতের ব্যাপার দুর্ভাগ্যক্রমে যদি তাহাই ঘটে তাহা হইলে কোন অংশের সহিত তাঁহারা (প্রশ্নকর্তারা) সংযুক্ত থাকিবেন বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানগণের স্বাধীন ও সম্মিলিত ইচ্ছানুযায়ীই তাহা নির্ধারিত হইবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি নিম্নোক্তরূপ— "বৃটিশরা এখনও ভারত ত্যাগ করেন নাই। তাঁহাদের ভারত ত্যাগের দাবীই কি আমাদের সর্বাগ্রে করা উচিত নহে? নিজেদের মধ্যে আপোষ মীমাংসার জন্য ভারতীয়দের নিকট যথার্থ ক্ষমতা হস্তান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা যায় না?"

উত্তরে গান্ধীজী বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে প্রশ্নটি অবান্তর। কেননা, যদি সমস্ত বাঙ্গলা একমত হয় তাহা হইলে ইংরেজ প্রকৃতপক্ষে ভারত ত্যাগ করিবার পর অথবা এক্ষণেই উহা অভিব্যক্ত হইলেও আসিয়া যায় না।

গান্ধীজীর দর্শনলাভের জন্য ভীড়

কলিকাতা ও অন্যান্য অঞ্চল হইতে বহু নরনারী গান্ধীজীর দর্শনলাভেব জন্য রবিবার মধ্যাহ্নে সোদপুরে সমবেত হয়। তাঁহারা গান্ধীজীর বাণী শ্রবণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে এবং জানান যে, তাঁহাদের অঞ্চলে সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকায় তাঁহাদিগকে সত্বর গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। গান্ধীজী বাহিরে আসিয়া জানান যে, এক্ষণে তিনি কিছু বলিতে পারিবেন না, তবে অপরাহ্নে প্রার্থনা সভায় তিনি কিছু বলিবেন তাঁহারা সংবাদপত্রেই ঐ ভাষণ পাঠ করিতে পারিবেন।

গান্ধীজী সকাশে শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সহধর্মিনী শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী ও কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্মসচীব শ্রীযুক্ত ভাস্কর মুখার্জী রবিবার সোদপুর আশ্রমে যাইয়া গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন।

মহাত্মাজীর সহিত মিঃ সুরাবর্দীর দেড়ঘণ্টা আলোচনা
অখণ্ড ও সার্বভৌম বাঙ্গলা সম্পর্কে পরিকল্পনা পেশ

বাঙ্গলার প্রধানমন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দি গত রবিবার অপরাহ্ণে সোদপুর আশ্রমে গিয়া মহাত্মা গান্ধীর সহিত দেড় ঘণ্টারও বেশী সময় আলোচনা করেন। প্রকাশ অখণ্ড সার্বভৌম বাঙ্গলা গঠন সম্ভবপর ও বাঞ্ছনীয় কিনা। সে সম্পর্কেই উভয়ের মধ্যে আলোচনা হইয়াছে। ভবিষ্যৎ অখণ্ড বাঙ্গলার রূপ কি হইবে, মিঃ সুরাবর্দি তাহা মহাত্মাজীকে জানাইয়াছেন। সোমবার তিনি পুনরায় মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। বাঙ্গলার রাজস্ব-সচিব মিঃ ফজলুর রহমানও রবিবারের আলোচনাকালে উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাতকারের পর মিঃ সুরাবর্দী সংবাদপত্র প্রতিনিধিকে বলিয়াছেন, ভবিষ্যতের অখণ্ড বাঙ্গলার যে চিত্র আমার মনে রহিয়াছে গান্ধীজীর নিকট আমি তাহাই প্রকাশ করিয়াছি। বাঙ্গলাকে বিভক্ত করা হইলে তাহা সকলের পক্ষেই এক চরম বিপর্যয়স্বরূপ হইবে। বাঙ্গলাকে রক্ষা করার জন্য সর্বশ্রেণীর নরনারীকেই সহযোগিতা করিতে হইবে। বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ গঠনের ক্ষমতা যদি আমার হস্তে থাকে, তবে উহা যাহাতে এক এশ্বর্যশালী ও বিরাট দেশে পরিণত হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখাই আমার কর্তব্য। কোনক্রমেই আমি বঙ্গ-বিভাগ চাহি না। বঙ্গ-বিভাগের কোন পরিকল্পনায় আমি কদাপি অংশ গ্রহণ করিব না।

মিঃ সুরাবর্দী বলেন, হিন্দুরা যদি আমার কথা শুনিতে ও আমার সহিত আলোচনা করিতে রাজী হন, তবে আমিও তাঁহাদের নিকটে গিয়া আলোচনা করিতে পারি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এমন বিপুল সন্দেহ সৃষ্টি করা হইয়াছে যে সামান্যতম কার্যেরও অপব্যাখ্যা করা হইতেছে। এ ব্যাপারে কোন কোন সংবাদপত্র অত্যন্ত তৎপর হইয়া উঠিয়াছে এবং প্রকৃত ঘটনাকে বিকৃত করিতেছে। কিন্তু, তৎসত্ত্বেও আমি তাঁহাদের নিকট যাইতে প্রস্তুত রহিয়াছি। এই অবিশ্বাসের প্রাচীর চূর্ণ করিতেই হইবে। পারস্পরিক সহযোগিতা ও মীমাংসার জন্য হিন্দুগণকে প্রস্তুত হইতে হইবে।"

১২ মে

সুহরাবর্দী— হোসেন শহীদ সোহরাবর্দী (৮ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩-৫ ডিসেম্বর ১৯৬৩)। অখণ্ড বাংলার শেষ প্রধানমন্ত্রী।

গান্ধীজী যে কথা বললেন—

May 12, 1947

These people say only one thing, namely, they consider the Hindus and the Muaslims as equals. They say their Government makes no distinctions of any kind But I told them in plain words : "Jinnah Saheb does not do what he says. Being the President of a big organization like the Muslim League he could eliminate rowdyism if he wished. I represent no one. I possess no power. Of course, there is one thing and it is that the Hindus regard me as their servant and they trust me. That was how the Hindus in Bihar were pacified. And how much are those people expiating even now ! In the same way, Jinnah Saheb and all of you can do what you wish. And I should make it plain that I do charge you with having adopted now the policy of encouraging rowdyism. Through you I wish to send a measage to Jinnah Saheb conveying the agony of my heart, because I am his faithful friend. The triumph of Islam lies in doing what you preach. In that lies the good of all. But right now it

seems that I shall see such days only when God wills so. I am sure that if the Ministers follow my words, Jinnah Saheb too would have to adhere to his words. But that is not the case today. In view of the false propaganda by Jinnah Saheb, I am wondering where the ship of our country would drift. In the course of our non-co-operation movement against the British rule we courted imprisonment, faced lathi blows and innumerable young men even faced bullets. But it seems to me that compared to the present ordeal that was easy. I started working for Hindu-Muslim unity from my childhood days. In order to earn my livelihood I went to South Africa as an adviser to a Muslim. He looked after my children and my family. I went to the unknown land of South Africa only with an orthodox Muslim family. How could I then be an enemy of the Muslims? Jinnah Saheb thinks I am his worst enemy. But how can my conscience accept the charge? Let him at least give some evidence of my enmity. We can live in peace only if we assimilate in our life the principle that we are all God's creatures. I have bitter words to say to you and you may be displeased and angry with me on that account and you may even abuse me. But that is not going to affect me in any way, because I believe that, when my task is over, God will recall me. This world moves by the will of God. I have experienced this several times in my life. Hence I am not worried about it. That is why I am able to say this. If the Muslims believe that they can take things by force they will have nothing at all. But, by peaceful means, they may have the entire country for themselves. There was an unprecedented awakening during the Khilafat days. But today the Muslim League leaders have aroused such hatred among the Muslims that they think it sinful to talk with the Hindus. But I am telling not only the Hindus and the Muslims but also the British and all human beings that we are all born equal. God has granted in equal measure to everyone the right to live. Hence we should not be enemies. And let me also warn you to be on the alert even if the British are instigating you. If they think that they can firmly establish their rule by driving a wedge between us, it is an absolute impossibility. And it would be sheer stupidity if anyone thinks that such a thing could be done. I aslo asked these people, while Jinnah Saheb said that everything would settle down once Pakistan was granted, what was the situation wherever the Muslim League was in power ? See what is happening in this city right before our eyes. Nobody knows what real Pakistan means. I am a student of the Koran. I have come in contact with many learned Muslims. None of them has said that Islam ordains punishing the innocent, raping of women, slaughtering and ruining and rendering homeless happy families, breaking into their houses at night, plundering their property and shedding blood."

Gandhiji reiterated to them that the only way in which they could prevent the partition of Bengal was by getting Jinnah to implement the joint peace appeal to which he was a signatory. For this the Bengal Ministry and Shaheed Suhrawardy, its head, would have to act in the manner he had suggested[1] on the previous day.

Suhrawardy Saheb confesed that the chief obstacle was that no Hindu would listen to him today, he found it hard to prove the utter sincertity of his proposal.

Gandhiji said, he would act as Suhrawardy's secretary, live under the same roof with him and see to it that the Hindus at least gave him a patient hearing. Was he prepared to accept the offer.

Suhrawardy Saheb said nothing and bade him good by.

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

গুণ্ডামি দ্বারা বৈদেশিক শাসনের স্থান অধিকার করা যাইবে না
বর্তমান অবস্থা চিন্তা করিতে হিন্দু-মুসলমান সমস্ত রাজনৈতিক কর্মীকে অনুরোধ
প্রার্থনা সভায় মহাত্মা গান্ধীর লিখিত ভাষণ

মহাত্মা গান্ধী গতকল্য (সোমবার) তাঁহার সাপ্তাহিক মৌনব্রত পালন করেন। প্রার্থনা সভায় তাঁহার লিখিত ভাষণ পঠিত হয়। উহাতে তিনি বলেন, — "যে গুণ্ডারাজ আমাদিগকে দ্রুত ঘিরিয়া ফেলিতেছে, তাহাকে কিভাবে দমন করা যায়, সেই চিন্তাই আজ আমার সমস্ত মন অধিকার করিয়া আছে। আমি সমগ্র ভারত সম্পর্কেই এ কথা বলিতেছি। সম্ভবতঃ অল্প-বিস্তর সমগ্র পৃথিবী সম্বন্ধেই একথা প্রযোজ্য। হিন্দুরা যেন মনে না করেন যে, হিন্দুদের কোন দোষ নাই। তাঁহাদের এরূপ বিশ্বাস থাকিলে তাঁহারা আত্মপ্রবঞ্চনা করিবেন। আমি নিজেকে একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু বলিয়া দাবী করি এবং একজন নিষ্ঠাবান হিন্দুরূপে আমি জোরের সহিত বলিতে চাই যে, হিন্দুরা যদি এরূপ কোন চিন্তা মনে স্থান দেন, তবে তাহা অলীক স্বপ্নে বিভোর থাকার মত হইবে। গুণ্ডামির আশ্রয় লইয়া বৈদেশিক শাসকদের স্থান গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হওয়া যাইবে না। যে রোগের কথা আমি বলিতেছি, প্রার্থনা সভায় অবিবেচকের মত বিঘ্ন সৃষ্টি তাহার একটি লক্ষণ। এই লক্ষণটি উপেক্ষা করার মত নহে।

অসহিষ্ণুতাও এক ধরণের গুণ্ডামি। ইহা বন্যতা অপেক্ষা কম নিন্দনীয় নহে। আমরা দৈনিক সংবাদপত্রে ইহার অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। রাজনৈতিক কর্মীরা— তাঁহারা হিন্দু, মুসলমান বা অন্য যে কোন সম্প্রদায়েরই হউন না কেন, তাঁহাদের চক্ষুর সম্মুখে যাহা ঘটিতেছে তাহা যেন তাঁহারা ভালভাবে তলাইয়া দেখেন। আমাদের ভাবী বংশধররা যেন একথা বলিতে না পারে যে, স্বাধীনতা অর্জিত হইবার আগেই তাহা কিভাবে হারান যায়, আমরা তাহাই শিখিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। স্কুলের শিক্ষকরা এখন আর বৈদেশিক শাসকদের সতর্ক দৃষ্টির পাহারায় নহেন। আমি ভারতবর্ষের শিক্ষকদিগকে তাঁহাদের যথার্থ কার্যের প্রতি এখন সজাগ হইতে অনুরোধ করিতেছি। যাহাদিগকে গড়িয়া তুলিবার পরম দায়িত্ব তাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাহাদের মনকে তাঁহারা যথোপযুক্তরূপে গড়িয়া তুলিবেন। নিজেদের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করিয়াও তাঁহারা ছাত্রদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবেন।"

১৩ মে

টাইপ করে চিঠি— মহাত্মার লেখা চিঠিটি :

> I recognise the seriousness of the positition in Bengal in the matter of partition. If you are absolutely sincere in your professions and would disabuse me of all the suspicion against you and if you would

always retain Bengal for the Bengalis— Hindus and Mussulmans–
– in tact by non-violent means, I am quite willing to act as your honorary private secretary and live under your roof till Hindus and Muslims begin to live as brothers that they are.

Yours sincerely,
M.K. Gandhi

রেক্ত হয়ে উঠেছিলুম— গান্ধীজির দর্শনলাভ ও কথা শোনার জন্য দলে দলে সাধারণ মানুষেরা হাজির হয়েছিলেন। এছাড়াও বারেবারেই মহাত্মার সঙ্গে দেশের ভবিষ্যৎ বিষয়ে আলোচনার জন্য বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের আনাগোনা তো ছিলই। ১৪ মে-র আনন্দবাজার পত্রিকায় সেদিনের চেহারাটি ধরা আছে—

বুধবার সন্ধ্যায় মহাত্মাজীর কলিকাতা হইতে পাটনা যাত্রা
দিল্লীতে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনের পর পুনরায় কলিকাতা আসার সম্ভাবনা
মঙ্গলবার সারাদিন দর্শনার্থীর ভিড় ঃ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎকার
(স্টাফ রিপোর্টার প্রদত্ত)

মহাত্মা গান্ধি অদ্য (বুধবার) সন্ধ্যার দিকে কলিকাতা হইতে পাটনা অভিমুখে যাত্রা করিতেছেন।

জানা গিয়াছে যে, গান্ধীজী পাটনা হইতে দিল্লী গমন করিবেন; তিনি আগামী ২৯শে মে তারিখের মধ্যে দিল্লীতে উপনীত হইবেন বলিয়া কথা আছে। কংগ্রেস সভাপতি আচার্য কৃপালনীর নিকট হইতে গান্ধীজীর নিকট এক তার আসিয়াছে। উহাতে কংগ্রেস সভাপতি, আগামী ৩১শে মে তারিখ হইতে দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আরম্ভ হইবে তাহাতে কমিটি যাহাতে গান্ধীজীর মূল্যবান উপদেশ ও পরামর্শ লাভের সুযোগ পাইতে পারেন তজ্জন্য গান্ধীজীকে দিল্লীতে উপস্থিত থাকিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

দিল্লীতে ওয়ার্কিং কমিটির সভা শেষে গান্ধীজী পুনরায় কলিকাতায় আসিতে পারেন বলিয়া আশা করা যায়।

মঙ্গলবার সারাদিনই গান্ধীজীর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় দলে দলে নরনারীর ভীড় হয় এবং অপরাহ্নের প্রার্থনা সভানুষ্ঠানের পূর্বে গান্ধীজীকে প্রতীক্ষমান জনতাকে দর্শন দিবার জন্য তিনবার তাঁহার কুটির হইতে বাহির হইয়া আসিতে হয়। এইদিন প্রার্থনাসভায়ও বহু নরনারী উপস্থিত হয়।

মঙ্গলবার ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ব্যানার্জি মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুও পুনরায় এইদিন গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি অপরাহ্ণে সোদপুরে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব সম্পর্কে তাঁহার সহিত আলোচনা করেন। উভয়ের মধ্যে প্রায় ৩৫ মিনিটকাল আলাপ আলোচনা হয়।

এইরূপ প্রকাশ যে, ডাঃ মুখার্জি বঙ্গবিভাগের প্রশ্ন সম্পর্কে গান্ধীজির নিকট তাঁহার মতামত পেশ করেন। আরও প্রকাশ যে, গান্ধীজী নাকি ডাঃ মুখার্জিকে বলিয়াছেন যে, তিনি (মহাত্মাজী) যদিও নীতিগত দিক হইতে কোনরূপ বিভাগের বিরোধী, তথাপি জনসাধারণের যদি সত্যই বঙ্গ বিভাগ চাহে তবে তিনি তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়ান কি করিয়া।

ভাইস চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ব্যানার্জি প্রায় ৪৫ মিনিটকাল গান্ধীজীর সহিত আলাপ করেন। তিনি গান্ধীজীর নিকট বাঙ্গলার বর্তমান শিক্ষা সঙ্কট সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দেন। প্রকাশ, শ্রীযুক্ত ব্যানার্জি গান্ধীজীকে ছাত্রসমাজের নিকট ভাষণ দিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু গান্ধীজী এবার অল্প দিনের জন্য কলিকাতায় থাকিলেন। সেই জন্য তিনি নাকি ভাইস চ্যান্সেলারকে বলিয়াছেন যে, তিনি (গান্ধীজী) দিল্লী হইতে যখন পুনরায় কলিকাতায় আসিবেন, তখন তিনি ঐ প্রস্তাব সম্পর্কে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর পুনরায় সাক্ষাৎকার

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু পুনরায় এই দিন সোদপুরে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং বাঙ্গলায় একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপন ও ঐরূপ রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ গঠনতন্ত্র সম্পর্কে এবং অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থাদি সম্পর্কে তাঁহার প্রস্তাবাদি লইয়া গান্ধীজীর সহিত আরও আলাপ-আলোচনা করেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বিরোধী দলের নেতা শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় এবং গণ পরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সী এই দিনের আলোচনায় যোগদান করেন। প্রায় এক ঘণ্টাকাল ধরিয়া এই আলাপ আলোচনা চলে। গান্ধীজীর এবারকার কলিকাতায় অবস্থানকালে এই দিনকার সাক্ষাৎকার লইয়া মোট ৪বার শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে গান্ধীজীর সাক্ষাৎকার হইল।

হিন্দুস্থানী প্রচার সভার সম্পাদকের সাক্ষাৎকার

ইউনাইটেড প্রেসের এক সংবাদে বলা হয় যে, নিখিল ভারত হিন্দুস্থানী প্রচার সভার (ওয়ার্ধা) সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ এস. এন. আগরওয়ালা সোদপুরে গান্ধীজীর সহিত কয়েকবার সাক্ষাৎ করেন এবং বিভিন্ন প্রদেশে হিন্দুস্থানী প্রচারের কার্য কিরূপ চালাইতেছে, তাহা গান্ধীজীকে জানান। তিনি দেশের বর্তমান রাজনীতিক ও সাম্প্রদায়িক অবস্থায় হিন্দুস্থানী প্রচার কর্মিগণকে যে সব অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইতেছে, তৎসম্বন্ধেও গান্ধীজীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন।

প্রার্থনা সভায় মহাত্মাজীর বক্তৃতা

মঙ্গলবারে সোদপুর আশ্রমে প্রার্থনায় সমবেত শ্রোতৃবৃন্দকে উদ্দেশ্য করিয়া মহাত্মাজী বলেন যে, তাহারা যদি মনে করিয়া থাকেন যে, এখানে অত্যন্ত ভীড় হইয়াছে তবে কেহ কেহ স্থান ত্যাগ করিতে পারেন। প্রার্থনাসভায় উপস্থিত মহিলাদের মধ্যে যাঁহারা সভা চলিতে থাকাকালে স্থান ত্যাগ করিয়াছেন— তাঁহারা সভার নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন। ইঁহাদের সভায় আসা উচিত নহে। যদি তাঁহারা সভায় যোগদান করেন তাহা হইলে সভার কার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাদের বসিয়া থাকা উচিত।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন যে, তাঁহারা যাহা পছন্দ করেন না এরূপ কোন কার্য তিনি করিবেন তাঁহাদের এইরূপ আশঙ্কা করা উচিত নহে। তিনি কাহারও প্রতিনিধি নহেন, তিনি কেবল নিজের মনের কথাই বলিয়াছেন। অতএব তিনি কেবল পরামর্শই দিতে পারেন। তাঁহারা তাহা গ্রহণ অথবা বর্জন করিতে পারেন।

অতঃপর গান্ধীজীকে প্রশ্ন করা হয়— হিন্দু অথবা মুসলমান যাহাই হই না কেন নিজেদের এবং সংস্কৃতি রক্ষাকল্পে আমরা কি করিতে পারি? তিনি বলেন যে, অন্য কেহ তাঁহাদের সংস্কৃতি রক্ষা করিতে পারে না। সংস্কৃতি রক্ষার কাজ নিজেদেরই করিতে হইবে। নিজেদের নির্বুদ্ধিতার ফলে সংস্কৃতি নষ্ট হইতে পারে। যদি বাঙ্গলার সংস্কৃতি এক হয়, (তাঁহার মনে হয় বাঙ্গলার সংস্কৃতি এক) তাহা হইলে বাঙ্গালীদেরই উহা রক্ষা

করিতে হইবে। মহাত্মাজীকে প্রশ্ন করা হয় যে, শীর্ষস্থানীয় লোকদের মধ্যে অনাচার দেখা দিলে জনসাধারণ কি সেই ক্ষতিকর প্রভাবের বিরুদ্ধে নিজেদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারে?

শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে যদি অনাচার দেখা দেয় তবে তাঁহাদের অপসারণের অধিকার জনসাধারণের আছে এবং ছাতার ন্যায় তাঁহাদের অপসারণ করা জনসাধারণের কর্তব্য কারণ যদি আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে ছাতা মাথার উপর থাকে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একজন তাহা ধরিয়া থাকে।

পণ্ডিত নেহরু বর্তমানে শীর্ষে আছেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণই তাঁহাকে শীর্ষস্থানে বসাইয়াছে। তাঁহার মধ্যে যদি কোনরূপ অনাচার দেখা যায় তবে বিনা দ্বিধায় জনসাধারণ তাঁহাকে অপসারিত করিতে পারে। জনসাধারণ যদি সুরাবর্দী সাহেবকে অযোগ্য মনে করে তবে তাহারা অবশ্যই তাঁহাকে অপসারিত করিতে পারে। তবে শারীরিক বলপ্রয়োগে নয়, তাঁহার (মহাত্মা গান্ধীর) বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী তাহা করিতে হইবে। তিনি মুসলমান ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া যে যুক্তি প্রদর্শন করা হয় তাহার সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠে না। মোট কথা জনসাধারণ যদি অজ্ঞ হয় তবে তাহারা শোষিত হইবে। ইংরেজদের ব্যাপারেও ইহাই প্রযোজ্য। জনসাধারণই যখন তাহাদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হইবে এবং বুঝিতে পারিবে যে তাহারাই শীর্ষস্থানীয়দের ধারক তখন তাহাদেরই মঙ্গল হইবে। সুতরাং তিনি মনে করেন যে, শীর্ষে যদি কোন অনাচার দেখা যায় তবে বুঝিতে হইবে যে, জনসাধারণের মধ্যে কোন গোলযোগ আছে। সুতরাং জনসাধারণের উচিত তাহাদের অজ্ঞতা ও অসহায়তা দূরীকরণের জন্য সচেষ্ট হওয়া।

এইদিন বিপুল জনতাকে দর্শন দিবার জন্য গান্ধীজী দুইবার কুটীরের বাহিরে আসেন।

১৪ মে

মাখনবাবু—মাখনলাল সেন (১১ জানুয়ারি ১৯৯১-১১মে ১৯৬৫)। ঢাকার সোনারং-এর আদি বাসিন্দা হলেও অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন পিতা গুরুনাথ সেনের কর্মস্থল চট্টগ্রামে জন্ম। এম.এ ক্লাসে পড়ার সময় বিপ্লবী সংগঠন অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। পরে সমিতির নেতা পুলিনবিহারী দাসের গ্রেফতারের জন্য দলের পরিচালনা করেন। ১৯১৫ সালে ভারতরক্ষা আইনে কারাবন্দী হন। বিপ্লবী সতীর্থ সুরেশচন্দ্র মজুমদারের অনুরোধে আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগদান করেন ও ১নভেম্বর ১৯৩০ থেকে কিছুদিনের জন্য পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন।

দেশ ও সমাজের সেবামূলক নানান কাজের পাশাপাশি সাংবাদিকতাকে করেছিলেন তাঁর হাতিয়ার। সাংবাদিক সংঘ ও সোনারং-এ ন্যাশনাল স্কুল প্রতিষ্ঠা তাঁর বিবিধ কর্মের চিহ্ন।

কেদারবাবু—কেদারনাথ ঘোষ (১৯১২-২১ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮)। প্রখ্যাত সাংবাদিক। ১৯২১ সালে নয় বছর বয়সে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ। ১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবাস। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র, ১৯৩৬-এ স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় সাংবাদিক জীবন শুরু করেন। ১৯৩৮ সালে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড এবং ১৯৪০-এ অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব ইন্ডিয়ায় যোগদান। ১৯৪৪-এ স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার চিফ রিপোর্টার ও পূর্ব ভারতের বিশেষ প্রতিনিধির দায়িত্ব পান। পরবর্তীকালে ওই পত্রিকার মুখ্যপ্রশাসকের কর্মভার গ্রহণ করেন। কিছু সময়ের জন্য সরকার-অধিগৃহীত বসুমতী পত্রিকার সম্পাদনা করেন। প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও পরে সভাপতি। কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা।

স্টেশনে তুলে দিয়ে—দিন ছয়েকের কলকাতা ভ্রমণ সেরে গান্ধিজি ১৪মে পাটনা রওনা হয়ে যান।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

কলিকাতার দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলে মহাত্মা গান্ধী
মোটরযোগে দুই ঘণ্টাকাল পরিভ্রমণ
বুধবার রাত্রে পাঞ্জাব মেলযোগে পাটনা যাত্রা
(ষ্টাফ রিপোর্টার প্রদত্ত)

মহাত্মা গান্ধী গত বুধবার রাত্রে পাঞ্জাব মেলযোগে পাটনা যাত্রা করেন। ট্রেনখানি নির্দিষ্ট সময়ের পাঁচ মিনিট পরে ছাড়ে।

কুমারী মনু গান্ধী, অধ্যক্ষ এস এন আগরওয়াল, স্বর্গীয় শেঠ যমুনালাল বাজাজের কন্যা মিসেস আগরওয়াল এবং সেবাগ্রামের কর্মী শ্রীযুত বিষণ ভাইও মহাত্মার সহিত যাত্রা করেন।

মহাত্মাজী ট্রেন ছাড়ার ১৫ মিনিট পূর্বে হাওড়া ষ্টেশনে উপনীত হন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহার তৃতীয় শ্রেণীর কামরার সম্মুখে দর্শনার্থীর বিশেষ ভীড় হয় এবং জনমণ্ডলীর মধ্য হইতে ঘন ঘন জয়ধ্বনি উত্থিত হয়। গান্ধীজী ষ্টেশন প্ল্যাটফর্মে হরিজন ভাণ্ডারের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন।

খাদি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত ও শ্রীযুত বিশ্বনাথ নাথ ষ্টেশন প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক নির্মল বসু ও কলিকাতা রেলওয়ে সমূহের পাবলিক রিলেসন্স অফিসার শ্রীযুত বি সি মল্লিকও উপস্থিত ছিলেন।

কলিকাতার দাঙ্গাপীড়িত অঞ্চল পরিদর্শন

গত বুধবার অপরাহ্নে মহাত্মা গান্ধী কলিকাতার কোন কোন দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করেন।

ঠিক অপরাহ্ণ তিনটার সময় তিনি একখানি মোটরযোগে সোদপুর আশ্রম ত্যাগ করেন এবং বিভিন্ন রাস্তা বরাবর বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলের মধ্য দিয়া পরিভ্রমণের পর অপরহ্ণ পাঁচ ঘটিকায় সোদপুর আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করেন।

যে গাড়ীখানিতে গান্ধীজী পরিভ্রমণ করেন সেই গাড়ীতে বাঙ্গলার অর্থসচিব মিঃ মহম্মদ আলি হিন্দু মহাসভার সেক্রেটারী দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং পার্লিয়ামেন্টারী সেক্রেটারী আবদুর রসিদ ছিলেন। মিঃ মহম্মদ আলি ও শ্রীযুক্ত মুখার্জি গান্ধীজীর দুই পার্শ্বে বসিয়াছিলেন।

অন্যান্য গাড়ীতে সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠানের শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ দাসগুপ্ত শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন দত্ত এবং অধ্যাপক নির্মল বসু গান্ধীজীর সহগামী ছিলেন।

গান্ধীজীর এই ভ্রমণের জন্য বিশেষ পুলিশ পাহারার বন্দোবস্ত ছিল। গান্ধীজীর গাড়ীর পুরোভাগে একখানি রেডিও সম্বলিত জীপ পথ প্রদর্শন করিতেছিল। গান্ধীজীর পশ্চাতে আর একখানি গাড়ীতে কয়েকজন পদস্থ অফিসার ও বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। ইহার পর একখানি জীপে চারিজন সার্জেন্ট ছিল এবং ইহা ছাড়াও আর একখানি ট্রাকে কতিপয় সশস্ত্র পুলিশ ছিল।

কলিকাতার বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিকদের কয়েকখানি গাড়ী উপরোক্ত গাড়ীগুলির অনুগমন করিতেছিল।

গান্ধীজীর গাড়ী পথিমধ্যে কোথাও থামে নাই এবং গান্ধীজী কোন বিধ্বস্ত অঞ্চলে অবতরণ করেন নাই। গাড়ীগুলি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ঘুরিয়া আসে।

অপরাহ্ণ তিনটায় রওনা হইয়া গাড়ীগুলি ক্রমান্বয়ে নিম্নলিখিত থানা এলাকাসমূহ অতিক্রম করে ঃ

চীৎপুর থানা, মাণিকতলা থানা, বেলিয়াঘাটা থানা, ইন্টালী থানা, বেনিয়াপুকুর থানা, পার্কষ্ট্রীট থানা, মুচিপাড়া থানা, বহুবাজার থানা, বড়বাজার থানা ও জোড়াসাঁকো থানা। পথে গান্ধীজী ভস্মীভূত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত ভবনসমূহ এবং অপবিত্রীকৃত ধর্মস্থানসমূহ লক্ষ্য করেন।

একস্থানে পুলিশ একটি গোটা এলাকা মিলিটারীর সহায়তায় খানাতল্লাস করিতেছিল। হাঙ্গামা সম্পর্কে বঙ্গীয় সরকার হাঙ্গামা দমন ও নিবারণের নিমিত্ত যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, অর্থসচিব মহাত্মাজীর নিকট তাহার উল্লেখ করেন।

মহাত্মাজী দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকাসমূহ পরিদর্শন করিবেন বলিয়া পূর্বাহ্নে কোনরূপ ভ্রমণপঞ্জী প্রচারিত না হইলেও গান্ধীজীর এই পরিভ্রমণের সংবাদ ছড়াইয়া পড়ে এবং খররৌদ্র উপেক্ষা করিয়া গান্ধীজীর ভ্রমণপথের উভয় পার্শ্বে বহু সংখ্যক দর্শনার্থী সমবেত হন।

প্রখর গ্রীষ্মতাপের মধ্যে গান্ধীজী একখানা ভিজা তোয়ালে মাথায় দিয়া বেলা ঠিক তিনটার সময় গাড়ীতে উঠেন। পাঁচটা বাজিতে পাঁচ মিনিট থাকিতে তিনি দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া সোদপুর আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করেন।

গাড়ী হইতে অবতরণ করিলে পর তাঁহার সহগামী পুলিশের ডেপুটি কমিশনার মিঃ এ কে রবার্টসন গান্ধীজীকে অভিবাদন জানাইয়া বলেন যে "আমার পরম সৌভাগ্য আপনাকে দেখিতে পাইলাম।" গান্ধীজী উচ্চ হাস্যে তাঁহাকে বলেন, "আমি কি চিড়িয়াখানার জীব?" এই কথা বলায় সকলেই উচ্চ হাস্যধ্বনি করিয়া উঠেন।

হিন্দু মহাসভার সম্পাদক শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ঐ সময় এই প্রদেশে যাহাতে শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়, তজ্জন্য তাঁহার আশীর্বাণী চাহিলে গান্ধীজী তৎপরতার সহিত বলেন, "আমি এইজন্যই ত এখানে আসিয়াছি।"

মিঃ মহম্মদ আলী এই প্রদেশে যাহাতে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে তজ্জন্য তাঁহার শুভেচ্ছা কামনা করিলে গান্ধীজী বলেন যে, ইহা তাঁহার ঐকান্তিক কামনা।

বুধবার কলিকাতার অবস্থা
দুইটি ঘটনার সংবাদ

মঙ্গলবার রাত্রে বেলিয়াঘাটা অঞ্চলে দুই দলে সঙ্ঘর্ষ

গত বুধবার কলিকাতায় দাঙ্গাহামাঙ্গামা সম্পর্কিত দুইটি ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায়।

বেলেঘাটা থানা এলাকার অপরাহ্নে একটি বস্তীর উপর ইট-পাটকেল ও ২টি পটকা নিক্ষেপের সংবাদ পাওয়া যায়। প্রকাশ যে, এতৎসম্পর্কে ১ ব্যক্তি আহত হয়। ইহার পরে উক্ত এলাকায় বাসসমূহ অন্য এক রাস্তা দিয়া যাতায়াত করে। এই সম্পর্কে ১ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মাণিকতলা থানা অঞ্চলে পুলিশ একটি বোমা কুড়াইয়া পায়। এই সম্পর্কে কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

পুলিশ এই দিন মুচিপাড়া থানা অঞ্চলে কতকগুলি গৃহ খানাতল্লাস করে। আপত্তিকর কোন দ্রব্য পাওয়া যায় নাই এবং কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

বেলিয়াঘাটা থানা অঞ্চলে দুই দল লোকের মধ্যে সংঘর্ষ
বোমা ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার

মঙ্গলবার মধ্য রাত্রির কিছু পূর্বে সান্ধ্য আদেশ বলবৎ থাকাকালে বেলিয়াঘাটা থানা অঞ্চলে একটি অঞ্চলে আক্রমণের ফলে দুই দল লোকের মধ্যে এক সংঘর্ষ হয়। এই ঘটনায় বোমা ও আগ্নেয় অস্ত্র ব্যবহৃত হয় বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায়।

মিলিটারী দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং অবস্থা আয়ত্তে আনয়নের নিমিত্ত কয়েকবার গুলী ছোড়ে। গুলী চালনার ফলে কেহ আহত হইয়াছে কি না তাহা জানা যায় নাই।

ঐদিন মধ্যাহ্নে উক্ত অঞ্চলে কয়েকজন দুর্বৃত্ত একটি গৃহের দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। প্রকাশ যে, উক্ত ভবন হইতে তাহারা সোণার গহনা সমেত কিছু জিনিষপত্র লুট করে।

একপক্ষকে অহিংস থাকিতে হইবে
কলিকাতায় স্বাভাবিক জীবনযাত্রা পুনঃপ্রতিষ্ঠার উপায় নির্দেশ
বুধবার প্রার্থনা সভায় মহাত্মাজীর ভাষণ

বুধবার প্রার্থনান্তিক সভায় মহাত্মাজী প্রথম জানান যে, তিনি পাটনা যাত্রা করিতেছেন এবং তথা হইতে এক সপ্তাহ পর তিনি দিল্লী যাত্রা করিবেন। দিল্লীতে তাঁহার কাজ শেষ হইলে তিনি কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করিতে পারিবেন বলিয়া আশা প্রকাশ করেন। তিনি আরও জানান যে, অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রীসহ তিনি দুই ঘণ্টাকাল সাম্প্রতিক গোলযোগের ফলে উপদ্রুত অঞ্চলসমূহ পরিদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, আগষ্টের হাঙ্গামার তুলনায় এবারের হাঙ্গামায় সামান্যই ক্ষতি হইয়াছে। ইহাই যেন শেষ হাঙ্গামা হয় এবং অতঃপর কোন হাঙ্গামা হইবে না বলিয়া তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অতঃপর গান্ধীজী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দেন।

মুসলমান অঞ্চলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে কলিকাতার নাগরিকদিগের কি করা উচিত?

গান্ধীজী বলেন যে, এই কার্য সাধনের একটি মাত্র উপায় রহিয়াছে— অন্ততঃ একপক্ষকে সম্পূর্ণভাবে সত্যাগ্রহী ও অহিংস হইতে হইবে। তাহা হইলে তাঁহারা অন্য কাহাকেও ভয় করিবে না। যাঁহারা এইরূপ করিতে পারে, তাঁহারাই সাহসী। সকল দলের লোকই তাঁহাদের সহিত সৌহার্দসূত্রে আবদ্ধ হইবে। এমনকি গুণ্ডারাও গুণ্ডামী ত্যাগ করিবে। গান্ধীজী আরও বলেন যে, ইহা অপেক্ষা শ্রেয়ঃ অন্য কোন পথ তাঁহার জানা নাই। মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিয়া তিনি তাঁহাদেরই নিকট এই ব্যাপারে অগ্রণী হইবার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন।

অন্যান্য ধর্মের গ্রন্থ পাঠ বিধেয় কিনা?

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ আপনি হিন্দুদিগকে কোরাণও পাঠ করিতে বলেন কেন? তাঁহারা যদি তাঁহাদের নিজেদের ধর্ম লইয়া সন্তুষ্ট থাকে, তাহা হইলেই কি যথেষ্ট হইবে না?

মহাত্মাজী বলেন যে, নিজ নিজ ধর্মশাস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। ইহার ফলে তাঁহারা নিজেদের ধর্মকে বিশুদ্ধ রাখিতে পারিবে; স্বীয় ধর্ম দোষ বিমুক্ত হইবে। উপরন্তু তাঁহাদের মধ্যে খৃষ্টান, মুসলমান, পার্শী এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোকজনও রহিয়াছে। হিন্দুরা যদি অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোকজনকে ভ্রাতাজ্ঞান করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থসমূহ পাঠ করাও তাঁহাদের (হিন্দুদের) উচিত।

হাওড়া ষ্টেশনে যাইবার জন্য যখন মহাত্মাজী সোদপুর আশ্রম ত্যাগ করিতেছিলেন, তখন বৃষ্টি আরম্ভ হয়। গত কয়েকদিন যাবৎ প্রায় অসহ্য গরম পড়িয়াছিল। এই বারিপাতের ফলে উত্তাপ কিঞ্চিৎ হ্রাস পায়। মহাত্মাজী যুক্তকরে জনতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন এবং শীঘ্রই কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের অঙ্গীকার করেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের "আমাদের যাত্রা হলো শুরু ওগো কর্ণধার" এই সঙ্গীতটি প্রার্থনায় গীত হয়। অন্যান্য দিন অপেক্ষা ঐ দিন প্রার্থনা সভায় অধিক নরনারী যোগদান করে।

১৫ মে

ধীরেন— ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় (২৪ জুন ১৮৯৯-১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩)। হুগলি ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা। বিধানসভায় কংগ্রেস দলের চিফ হুইপ ছিলেন।

কালুদা—জ্যোতিষচন্দ্র রায় (১৮৯৪/৯৫-৬ মার্চ ১৯৭২)। ছাত্রাবস্থায় স্বাধীনতার কাজে যোগ দিয়ে বিপ্লবী দলে নাম লেখান। বিভিন্ন আন্দোলনে অংশ নিয়ে কয়েকবার কারাবরণ করেন। অকৃতদার গান্ধিবাদী এই মানুষটি গান্ধিজির প্রবর্তিত নঈ তালিম প্রতিষ্ঠানের শাখা গড়েন বর্ধমানের নবকলাগ্রামে। স্বাধীনতা সংগ্রামের বাইরে এটাই ছিল তাঁর সাধনক্ষেত্র। মহাত্মার বেশ কয়েকটি গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন।

প্রিয়দা—প্রিয়রঞ্জন সেন (২৫ জানুয়ারি ১৮৯৩-১১ ডিসেম্বর ১৯৬৭)। পিতা প্রসন্নকুমার সেন। ১৯১৯ এবং ২০ সালে ইংরেজি ও বাংলায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে এম. এ পাস করেন। ১৯২৫ সালের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিপ্রাপক। ১৯২০ সালেই অধ্যাপনা শুরু রংপুর কারমাইকেল কলেজে, ১৯২৩-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। শিক্ষাব্রতী এই মানুষটি শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীতেও শিক্ষা সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের জন্য দমদম জেলে বন্দী ছিলেন। গণপরিষদ এবং বিধানসভার সদস্য ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি আজও পাঠকমহলে সমাদৃত।

ওর মেজদা— সুধীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পেশায় চিকিৎসক ছিলেন।

১৬ মে

বিজয়দা—বিজয়কুমার ভট্টাচার্য (১৭ জানুয়ারি১৮৯৫-২ জানুয়ারি ১৯৯৩)। বর্ধমান খণ্ড ঘোষের বিখ্যাত পণ্ডিত বংশের সন্তান। পিতা হেরম্বচন্দ্র ভট্টাচার্য। শিক্ষা এবং দেশসেবা ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। দশবছর বয়সে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তাঁর ভিতরে প্রথম পরাধীনতার গ্লানি বোধ জাগায়। কলেজ জীবন থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯১৭-তে দর্শনশাস্ত্রে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় পাস করে স্কুলশিক্ষকের কর্ম গ্রহণ করেন। ১৯২১ সালে ভাণ্ডারহাটি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এবং অনিবার্যভাবেই কারাবাসও করেন। বিভিন্ন সময়ে পল্লীসংগঠনের নানান উদ্যোগের সূচনা করেন। গান্ধিবাদের উপর তাঁর লেখা কয়েকটি গ্রন্থ আছে।

১৭ মে

তাপস—নির্মলকুমার বসুর পরিচিত।

১৮ মে

অনির্বাণ—নরেন্দ্রনাথ ধর (৮ জুলাই ১৮৯৬-৩১মে১৯৭৮)। ময়মনসিংহ জেলার আদিবাসিন্দা। পিতা রাজচন্দ্র সন্ন্যাস জীবনযাপনের উদ্দেশে পরিবারসহ তান্ত্রিকযোগী নিগমানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং

অসমের কোকিলমুখ আশ্রমবাসী হন। অসাধারণ মেধাবী নরেন্দ্রনাথ এম.এ পরীক্ষায় প্রথমশ্রেণিতে প্রথম স্থান লাভ করেন। ধর্মশাস্ত্র ছাড়া বহু বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। *বেদ মীমাংসা* গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্রপুরস্কার লাভ করেন। আলমোড়ায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের নাম হৈমবতী।

Kramrisch— Kramrisch, Dr. Stella (১৮৯৫-১৯৯৩)। অস্ট্রিয়া তাঁর স্বদেশ। শিল্পশাস্ত্র বিশারদ। ১৯২০ সালে অক্সফোর্ডে এই তরুণী শিল্পশাস্ত্রীর বক্তৃতা শুনে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সদ্য প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর কর্মে আহ্বান করলে তিনি ১৯২১-এর শেষে শান্তিনিকেতনে পৌঁছন। পরের বছর থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় শিল্প বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। পরবর্তীকালে বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা এবং শিল্পসংগ্রহশালার অবেক্ষকরূপে কাজ করেছিলেন। শিল্প বিষয়ক বেশ কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা।

বইখানা—THE HINDU TEMPLE : By Stella Kramrisch, Professor of Indian Art, Calcutta University, Photographs by Raymond Burnier, University of Calcutta, 1946. Vols. I&II. Pp.xii+466 Plates I-LXXX.

১৯ মে

গৌরী ভট্টাচার্য—গৌরীনাথ ভট্টাচার্য, শাস্ত্রী (২ ফেব্রুয়ারি ১৯০৯-১৫ এপ্রিল ১৯৯২)। বাগবাজারের বিখ্যাত শাস্ত্রী পরিবারে জন্ম। পিতা পশুপতিনাথ শাস্ত্রী। সংস্কৃত সাহিত্যের পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ। তাঁর *দি ফিলজফি অফ ওয়ার্ড এ্যান্ড মিনিং* গ্রন্থ প্রকাশিত হলে বিশ্ববিদ্বজ্জনেদের কাছে সমাদর লাভ করেন। শিক্ষা বিষয়ক আলোচনাসভায় যোগ দিতে দেশ-বিদেশের বহু স্থানে গিয়েছেন। আজীবন পোশাকে আহারে পারিবারিক রীতি মেনে চলেছেন। বংশানুক্রমে কলকাতার বহু বনেদী পরিবারের কুলগুরু ছিলেন। অধ্যাপনা ছাড়াও যজন-যাজন বৃত্তিও অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন।

২২ মে

শ্যামাপ্রসাদবাবু— শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (৬ জুলাই ১৯০১-২৪ জুন ১৯৫৩)। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা।

সুহৃদ সিংহ— সুহৃৎ চন্দ্র সিংহ (২২ মার্চ ১৯০১-৯ মে ১৯৮২)। সুসংগ রাজ পরিবারের মানুষ। পিতা প্রমোদচন্দ্র সিংহ। মনোবিজ্ঞানী নরেন্দ্রনাথ সেন এবং গিরীন্দ্রশেখর বসুর অনুপ্রেরণা জীবনের পথ দেখিয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিদ্যা বিভাগে পড়াশোনা এবং অধ্যাপনা। বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণায় নিযুক্ত থেকেছেন। পরে আবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মজীবনের অবশিষ্ট অংশ কাটে তাঁর। মনোবিদ্যা চর্চার বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগ ছিল। রবীন্দ্রনাথ সহ ঠাকুরবাড়ির অনেকেরই স্নেহধন্য তিনি। একসময় বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের দায়িত্বের অংশ নিয়েছেন। এরপরেও তিনি চিত্রশিল্পী ও সংগীতজ্ঞ। নানান বাদ্যযন্ত্র বাদনে যেমন তাঁর নিপুণ হাত ছিল তেমনি দক্ষতা ছিল ক্যামেরা চালনায়।

২৪ মে

কানু গান্ধি— কানাইয়ালাল নারানদাস গান্ধি (১৮২২-৮৫)। গান্ধিজির পৌত্র। মহাত্মার আদর্শের বাস্তব রূপায়ণের অন্যতম সুদক্ষ কর্মী। একজন অসামান্য আলোকচিত্রী হিসেবে তাঁর আর একটি পরিচয় আছে।

২৫ মে

রাঙামামীমা—নির্মলকুমার বসুর মায়ের খুড়তুতো ভাই বসন্তকুমার সরকারের স্ত্রী নীহারিকা দেবী। মেনু বা বিভাময়ী বসুর মা।

২৭ মে

ইন্দুদেবী—ইন্দুমতী দেবীর (১৮৯০-১৯৬৬) জন্ম মির্জাপুরে। পিতা নীলমাধব ঘটক ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ান। মাতামহের সংসারে প্রতিপালিত হয়েছিলেন। বাঁকুড়ার চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বার বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তাঁর মনে গভীর ছাপ ফেলে। দেশসেবার নীরবকর্মী হয়ে বিপ্লবীদের গোপন আশ্রয়দান ও সাহায্য করতে থাকেন। তাঁর দেবর হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ছিলেন। গান্ধিজির আদর্শে প্রতিষ্ঠিত 'লালবাজার বয়স্ক শিক্ষামন্দির,' 'মাচানতলা বুনিয়াদী বিদ্যালয়', 'পাঠকপাড়া ব্যায়াম বিদ্যালয়' প্রভৃতিতে প্রচুর অর্থসাহায্য করেন। বিপন্নের সেবা এবং অনাথদের শবদাহ-কাজ ইত্যাদিতে তিনি তাঁর সহযোগীদের নিয়ে এগিয়ে আসতেন। শুধু অখণ্ড বাংলা নয়, অসমও তাঁর কাজের এলাকাধীন ছিল।

২৮ মে

কে. পি. বসুর ছাপাখানায়—বীজগণিতখ্যাত কালীপদ বসু। ঢাকা কলেজে অধ্যাপনার সময়ে ১৮৮৮ সালে তাঁর প্রথম বই *ইন্টারমিডিয়েট অ্যালজেব্রা* প্রকাশিত হয়। ১৯৩০ সালে কালীপদ বসুর পুত্র ত্রিদিবেশ বসু স্থাপন করেন কে.পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস। এছাড়াও কে.পি. বসু পাবলিশিং কোম্পানি, টাইপ ফাউন্ড্রি, বাইন্ডিং ওয়ার্কস ও ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং-এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ত্রিদিবেশ বসু। ১১ মহেন্দ্র গোস্বামী লেন ছিল তাঁদের ছাপাখানা।

(তথ্যসূত্র : আমাদের বাড়ি, ছন্দা সেন, নভেম্বর ২০০৫)

মায়া ঘোষ—কালীপদ বসুর মেজো মেয়ে প্রিয়ংবদা ঘোষের একমাত্র কন্যা। সক্রিয় স্বাধীনতা সংগ্রামী। শৈশবাবস্থা থেকেই গান্ধিজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নানারকম গঠনমূলক কর্মে জড়িত ছিলেন।

(তথ্যসূত্র : তদেব)

২৯ মে

গোপাল হালদার—(১১ ফেব্রুয়ারি ১৯০২-৩ অক্টোবর ১৯৯৩)। আইনব্যবসায়ী পিতা সীতাকান্তর কর্মস্থল নোয়াখালিতে গোপাল হালদারের বিদ্যালয়শিক্ষা। পরবর্তীকালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ ও বি.এল (১৯২৪) পাস করে নোয়াখালিতে ওকালতি শুরু করেন। কিছুদিনের মধ্যেই ১৯২৬ সালে ওয়েলফেয়ার পত্রিকার সহ-সম্পাদকের চাকুরিসহ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অধীনে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত ভাষাতত্ত্বের গবেষণা করেন। এরপরের কর্মজীবন ফেনি কলেজ (১৯২৯-৩০), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগে গবেষণা-সহকারী, প্রবাসী, মডার্ন রিভিউ পত্রিকার সম্পাদকীয় দফতরে এবং হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড-এর সহ সম্পাদনা (১৯৪০-৪২)। ১৯২১-৪০ কংগ্রেসের সদস্য এবং ১৯৩৯-৪০ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অন্যতম সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪১ সালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান। দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপিকা অরুণা সিংহকে বিবাহ করেন।

৩০ মে

হিমাংশুর ঠাকুমা—নির্মলকুমার বসুর প্রতিবেশিনী।

৩১ মে

অনন্ত সিং—(১ ডিসেম্বর ১৯০৩-২৫ জানুয়ারি ১৯৭৯)। চট্টগ্রামের বাসিন্দা গোলাপ সিং-এর পুত্র। আদিনিবাস আগ্রা। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম নায়ক। বিদ্যালয়ে পড়ার সময় মাস্টারদার (সূর্য সেন) সঙ্গে পরিচয় হয় ও বিপ্লবীদলের অনুগামী হন। বিপ্লবীদলের অর্থসংগ্রহের জন্য আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানির অর্থলুঠ করার সময়।

৪ জুন

সজনী ও দেবীর মেয়ে—সজনীকান্ত দাশের বড়ো মেয়ে উমা এবং 'শনিবারের চিঠি'-র আড্ডার অন্যতম সদস্য দেবী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়ে রমা।

(তথ্যপ্রাপ্তি : সজনীকান্ত দাশের কন্যা সোমা বসুর সৌজন্যে)

৬ জুন

ইন্দুবাবু—কালীপদ বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যা শৈলবালা সেনের কনিষ্ঠ পুত্র।

পাটু মুখুজ্যে—পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য। পরিষদ প্রকাশিত *ভারতকোষ*-এর সম্পাদক মণ্ডলীর একজন।

বীরেন সিংহ—(১৯১০-১০ মার্চ ১৯৯৯)। চিত্র সাংবাদিক। আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বহু বরণীয় মানুষের স্মরণীয় মুহূর্ত এবং ভারত ইতিহাসের কয়েকটি অবিস্মরণীয় ক্ষণের ছবি ধরা আছে তাঁর ক্যামেরায়। *Netaji A Pictorial Biography* বইটির যুগ্ম সম্পাদক। ১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত 'প্রেস ফটোগ্রাফার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

১১ জুন

হীরেনবাবু—হীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (২৭ এপ্রিল ১৯১০-১১ অগস্ট ১৯৯৩)। ১৯৩০-এ দর্শনশাস্ত্রে বি.এ. এবং ১৯৩৩ সালে আইন পরীক্ষা পাস করেন। আইন বিভাগ ছিল তাঁর কর্মক্ষেত্র আর শখের রাজত্ব ছিল সংগীতের জগৎ। পিতার কাছে তাঁর তবলার হাতেখড়ি। পরে পিতৃবন্ধু নগেন্দ্রনাথ বসু এবং লক্ষ্ণৌয়ের তবলিয়া খলিফা আবিদ হুসেন খানের কাছে তবলার তালিম নেন। তিরিশের দশক থেকে বিভিন্ন সংগীত সম্মেলনে তবলা বাজানো শুরু করেন এবং গুণীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিভিন্ন সরকারি ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে তাঁকে সম্মান জানানো হয়। তবলা বাজিয়ে বা শিখিয়ে তিনি কোনও দিন পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নি।

১২ জুন

AIWC– All India Women's Conference, অখিল ভারতীয় মহিলা পরিষৎ বা নিখিল ভারত নারী সম্মেলন নামে পরিচিত সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান। ১৯২৬-২৭ সালে প্রতিষ্ঠিত। সারা ভারতে শাখা-প্রশাখা ছয়শতর কাছাকাছি। আলোচ্য শাখাটির ঠিকানা ৮ বেথুন রো। ১৯৪২ সালে এই শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রধান

উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন ডা. সরলা ঘোষ, সুরমা দাস, কমলা বসু, করুণাকণা গুপ্ত প্রভৃতি। 'ভারতের সকল প্রান্তে সকল গ্রামে-গঞ্জে নারী প্রগতি, নারী শিক্ষা ও নারীর অধিকার সম্বন্ধীয় আন্দোলন গড়ে তোলার মুখ্য ও পথিকৃৎ প্রতিষ্ঠান। এই সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের উৎসাহে নোয়াখালির দুর্যোগে বহু নারী ও মহিলা সংগঠন সংবদ্ধভাবে কাজ করতে পেরেছিলেন।'

করুণাকণা গুপ্ত— বেথুন কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপিকা ছিলেন। AIWC-র অন্যতম কর্ত্রী হিসেবে তিনি সমধিক পরিচিত।

সরসী সরস্বতী—সরসীকুমার সরস্বতী (১৯০৬-২২সেপ্টেম্বর ১৯৮০)। পিতা সতীশচন্দ্র লাহিড়ী। সরস্বতী পৈতৃক উপাধি। শিল্পকলার ইতিহাস চর্চায় একটি অপরিহার্য নাম। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। আমন্ত্রিত বক্তা হয়ে আমেরিকার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন। শিল্পকলা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। বেশ কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা।

১৪ জুন

অতুল গুপ্ত—অতুলচন্দ্র গুপ্ত (১০মে ১৮৮৪-১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৬১)। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজি ও দর্শনে অনার্স নিয়ে বি.এ. পাস করেন। ১৯০৬ সালে দর্শনশাস্ত্রে প্রথমশ্রেণিতে প্রথম হয়ে এম.এ. এবং পরের বছর বি.এল পাস করেন। কিছুদিন রংপুর আদালতে আইনের কাজ করার পর ১৯১৪-এ কলকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন। ১৯১৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বছর দশেক পর অধ্যাপনা ত্যাগ করে পুরো সময়ের জন্য ওকালতিতে মনোনিবেশ করেন। অল্প সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলেন। সংখ্যায় কম হলেও কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা। বিভিন্ন সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর আন্তরিক যোগ ছিল। তাঁর বাড়ি ছিল ১২৩এ, রাসবিহারী এভিনিউ।

১৫ জুন

যতীন দত্ত—যতীন্দ্রমোহন দত্ত, যমদত্ত (১৮৯৪-২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫)। এম. এস. সি ও বি. এল পাস করার পর অর্থনীতিতে বি.এ পাস করেন। ১৯৩৭ সালে হিন্দু মহাসভার সম্পাদক হন। ইসলাম আইনে বিশেষজ্ঞ হিসেবে কলকাতায় হাইকোর্টে তাঁর আলাদা খাতির ছিল। সংখ্যাবিজ্ঞানে গবেষণার জন্য তিনি ১৯৭৫ সালে পদ্মশ্রী খেতাব লাভ করেন। 'যমদত্ত' ছদ্মনামে বহু পত্রিকায় গল্প রম্যরচনা প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশের বহু পুরাতন বনেদী পরিবারের ইতিহাস ধরা আছে তাঁর লেখায়।

১৯ জুন

হাবু—সমীরণ সরকার (২৫ জুন ১৯০৯-১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪)। নির্মলকুমার বসুর মামাতো ভাই। একটি বহুজাতিক সংস্থার প্রশাসনিক বিভাগে কর্মরত ছিলেন।

অনিল সরকার—রাঁচির বাসিন্দা সুরেন্দ্রনাথ সরকারের মধ্যম পুত্র অনিলচন্দ্র সরকার। সমীরণ সরকারের (হাবু) শ্যালক। আমেরিকায় দর্শনাশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন সেখানেই মৃত্যু।

২১ জুন

সুরেন ঘোষ— সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, (২২ এপ্রিল ১৮৯৩-৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬)। তৎকালীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি।

AICC—All India Congress Committee

কৃষ্ণ— কৃষ্ণরামচন্দ্র কৃপালনি (১৯০৭-৯২)। কৃষ্ণ কৃপালনি নামেই পরিচিত। পৈত্রিকভূমি সিন্ধু প্রদেশ। লন্ডন থেকে ব্যারিস্টার হয়ে আসেন বটে কিন্তু করাচি এবং মুম্বই-এর বৈষয়িক জীবন তাঁকে বাঁধতে পারেনি। এলেন শান্তিনিকেতনে, সেখানে অধ্যাপনার পাশাপাশি রবীন্দ্রসাহিত্যচর্চার জগতে প্রবিষ্ট হলেন। ২৫ বৈশাখ ১৩৪২ (১৯৩৫) তাঁর সম্পাদনায় Visva-Bharati Quarterly পুনঃপ্রকাশিত হল। রবীন্দ্র দৌহিত্রী, মীরা দেবীর কন্যা নন্দিতার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় ১২ বৈশাখ ১৩৪৩। কবি এই নবদম্পতিকে তাঁর *পত্রপুট* কাব্যখণ্ড উৎসর্গ করে লেখেন, 'কল্যাণীয় শ্রীমান কৃষ্ণ কৃপালানি ও কল্যানীয়া শ্রীমতী নন্দিতার শুভ পরিণয় উপলক্ষ্যে আশীর্বাদ।'

রবীন্দ্র উত্তরকালে কৃপালনি দিল্লী প্রবাসী হন। তিনি আচার্য কৃপালনির ভ্রাতুষ্পুত্র। আচার্য প্রতিষ্ঠিত Vigil সপ্তাহিকের দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয়। জীবনের প্রাক শান্তিনিকেতন পর্বে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়ে কিছুদিন কারাবাস করেছিলেন। স্বাধীন ভারতে বিদেশ দফতরে ও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদের একান্ত সচিব পদে ছিলেন। ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য একাডেমির সম্পাদক পদের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। ১৯৭১ পর্যন্ত এই পদে ছিলেন। দীর্ঘদিন তিনি ন্যাশানাল বুক ট্রাস্টের সভাপতি ছিলেন। ১৯৭৪-৮০ রাজ্যসভার মনোনীত সদস্য হন।

নির্মলকুমার বসুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় এবং বন্ধুত্ব শান্তিনিকেতনে। বন্ধুর মৃত্যুর পরে তিনি যে শোক প্রবন্ধ লেখেন A Remarkable Indian তাতে আছে :

Through Nirmal Bose was following the Gandhian way and I was not, and he later came much closer to Gandhiji than I could ever have hoped to be, it was through me that he had his first personal contact with the Mahatma—... It was in Wardha that we had the good fortune of a long interview with Gandhiji which Nirmal Bose has described with his characteristic incidity and met iculous regard for facts inth Introduction to his book on Gandhi.

নির্মলকুমারের সঙ্গে কৃপালনির বন্ধুত্ব আজীবন স্থায়ী হয়েছিল। কৃপালনির Vigil পত্রিকার তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন।

কৃষ্ণ কৃপালনির জীবনের শেষাংশ কেটেছে শান্তিনিকেতনের মালঞ্চ বাড়িতে।

কর্মজীবনের বহু ব্যস্ততার মধ্যে চিরদিন সাহিত্যচর্চা ও গবেষণায় ব্যাপৃত থেকেছেন। তিনি রবীন্দ্রসাহিত্যের একজন বিশিষ্ট অনুবাদক। তাঁর গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য *Rabindranath Tagore : A Biography; Gandhi, The Modern Mahatma; Modern India:Rammohun Roy to Rabindranath Tagore; Modern Indian Literature.* বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে তাঁর অনেক রচনা ছড়িয়ে আছে।

২২ জুন

প্রমথ ব্যানার্জী— প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৩-২২ এপ্রিল ১৯৭৬)। বর্ধমানবাসী ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। ফজলুল হক মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন। ১৯৪৫-৪৯ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। স্বাধীনতা উত্তর ভারতে বিদেশে শিক্ষা এবং আইন বিষয়ক সম্মেলনে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জামাতা।

S. P. Chatterjee— শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯০৩ সালে। পিতা ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়। শিবপ্রসাদ দেশে এবং বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা, গবেষণা এবং অধ্যাপনা করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কালে উপাচার্য শাম্যাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ সমস্ত বিদ্যালয়ে ভূগোল পাঠ আবশ্যিক করেন। তারজন্যে শিক্ষক তৈরির উদ্দেশে তিনমাসের 'টিচার্স ডিপ্লোমা কোর্স' প্রবর্তন করেন।

১৯৫৬ সালে জওহরলাল নেহরুর প্রেরণায় National Thematic Maping Organisation (NATMO) প্রতিষ্ঠা করেন। পরের বছর ১৯৫৭ সালে NATMO থেকে প্রথম জাতীয় মানচিত্র প্রকাশিত হয়। এদেশে তিনি আধুনিক ভূগোল চর্চার পথিকৃৎ।

২৩ জুন

প্রফুল্ল ঘোষ— প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (২৪ ডিসেম্বর ১৮৯১-১৮ ডিসেম্বর ১৯৮৩)। পশ্চিমবাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী।

সই করে দিলেন— স্বাধীনতার অন্যতম শর্ত হিসাবে যখন ভারত বিভাগ স্থির হল, তখন বঙ্গব্যবচ্ছেদের সীমা নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধি নিয়ে যে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয় এখানে সেই কমিটির কথা বলা হয়েছে। ২৫ জুন ১৯৪৭-এর আনন্দবাজার পত্রিকায় কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের বিস্তারিত তথ্য আছে।

জাতীয় বাঙ্গলার সীমা নির্ধারণ

কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত

রাষ্ট্রপতি আচার্য জে বি কৃপালনীর ঘোষণা

শ্রীযুত অতুলচন্দ্র গুপ্তের সভাপতিত্বে বাংলায় কেন্দ্রীয় সীমা নির্ধারণ কমিটি গঠন করিয়া রাষ্ট্রপতি জে বি কৃপালনী এক ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন।

উক্ত ঘোষণায় আচার্য কৃপালনী বলিয়াছেন : 'সীমানির্ধারণ কমিশনের সমক্ষে আমাদের বক্তব্য বিষয় স্থাপনের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণের জন্য একটি কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি স্থাপনের আশু প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, মেজর জেনারেল এ সি চ্যাটার্জি এবং অন্যান্যের সহিত কলিকাতায় অবস্থানকালে আমার আলোচনা হইয়াছে। এই সম্পর্কে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে ইতিমধ্যে কমিটি নিয়োজিত হইয়াছে এবং তাহারা মূল্যবান তথ্যাদি সংগ্রহে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। সংগৃহীত তথ্যসমূহ কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটির হস্তগত হওয়া প্রয়োজন। উক্ত কমিটি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতিনিধিমূলক হইবে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি এবং অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের সহিত পরামর্শক্রমে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের বিষয় স্থির হইয়াছে। উক্ত কমিটিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ থাকিবেন :

সভাপতি— শ্রীযুত অতুলচন্দ্র গুপ্ত।

সভ্যগণ— অধ্যাপক বিনয় ব্যানার্জি, সমর রায়, ডাঃ প্রমথনাথ ব্যানার্জি, বঙ্কিম মুখার্জি, এস এন বসু, রায়বাহাদুর চুণীলাল বায়, সনৎকুমার রায়চৌধুরী, অধ্যাপক হরিচরণ ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, এস এন মোদক, রায়বাহাদুর বি বি মুখার্জি, ডাঃ এস পি চ্যাটার্জি।

সম্পাদক— শ্রীযুত নির্মলকুমার বসু।

কংগ্রেস সীমানির্ধারণ কমিটির সম্পাদকের ইস্তাহার

কংগ্রেস সীমানির্ধারণ কমিটির সম্পাদক অধ্যাপক বিনয় ব্যানার্জি এক ইস্তাহারে জিলা কংগ্রেস কমিটিগুলিকে এই অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, তাহারা যেন যত শীঘ্র সম্ভব নববঙ্গের সীমানির্ধারণ সম্পর্কে তাঁহাদের সুপারিশ ১৭নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন।

নববঙ্গের সীমা নির্ধারণ
তথ্যাদি প্রেরণ সম্পর্কে সীমা-নির্ধারণ কমিটির
সভাপতির বিবৃতি

নিউ বেঙ্গল এসোসিয়েশনের উদ্যোগে গঠিত সীমা-নির্ধারণ কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত এস এন মোদক আই সি এস (অবসরপ্রাপ্ত) জানাইতেছেন :

বাঙ্গলার দুইটি প্রদেশের সীমারেখার নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহের তথ্যাদি সরবরাহ করিয়া উক্ত অঞ্চলসমূহ নববঙ্গ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি নির্ধারণের জন্য আমরা জনসাধারণের নিকট যে আবেদন জানাইয়াছিলাম তাহাতে তাঁহারা যেভাবে সাড়া দিয়াছেন আমরা তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদজ্ঞাপন করিতেছি।

সেক্রেটারি স্মারকলিপি ও প্রশ্নোত্তরগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। প্রয়োজনীয় বিবরণগুলি পরীক্ষার জন্য কমিটির নিকট পেশ করা হইতেছে। এইভাবে সীমা-নির্ধারণ কমিটির নিকট একটি নিখুঁত পরিকল্পনা পেশ করিবার আয়োজন চলিতেছে।

কতকগুলি অঞ্চল নববঙ্গ প্রদেশের সহিত যুক্ত করিবার দাবি জানাইয়া জনসভায় যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, অনেক সময় সেগুলি হুবহু পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু এখানে বলা দরকার যে, এই সকল প্রস্তাবের সহিত তথ্য ও বিবরণ না থাকিলে প্রস্তাবগুলি তত কাজে আসে না। আমাদের প্রশ্নতালিকা পূরণ করিয়া পাঠানো উচিত কিংবা এ সম্পর্কে কমিটির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষের সহিত পরামর্শ করিলে ভালো হয়। অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৬টা পর্যন্ত ভবানীপুরে ৯নং এ্যালেনবী রোডের অফিসে তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে।

পরিশেষে আমি আমার দেশবাসীকে বিশেষ করিয়া দুই প্রদেশের সীমার নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে এই আশ্বাস দিতেছি যে, আমরা তাঁহাদের উদ্বেগ ও আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত আছি। যুক্তিসঙ্গতভাবে যতগুলি এলাকা নববঙ্গের সহিত যুক্ত করিতে পারি, আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

২৪ জুন

বই-এর সমালোচনা— মডার্ন রিভিউ-র জুলাই ১৯৪৭ সংখ্যায় এই সমালোচনা প্রকাশিত হয়।

THE HINDU TEMPLE: *By Stella Kramrisch, Professor of Indian Art, Calcutta University. Photographs by Raymond Burnier. University of Calcutta. 1946. Vols. I & II. Pp. xii + 466. Plates I-LXXX.*

In spite of the limitations and handicaps set by the long continuance of the War, we are glad that Dr. Kramrisch has at last been able to publish her great work on the Hindu temple.

In these volumes, Dr. Kramrisch has dealt not so much with the physics as with the metaphysics of the temple. Her central thesis is that the temple is an embodiment in architectural form of the individual soul's striving towards *Moksha-Kaivalya*, in which final state, it loses its separate indentity and becomes merged in the Universal Soul. The temple, which grew out of the simple altar of Vedic times retains the mystic import of the original alter and thus enshrines a certain world-view.

Dr. Kramrisch then pursues this symbolism through the entire range of architectural and sculptural details. The ground-plan with its resaults has been explained as an irradiation of the central principle enshrined as the Divinity, and it is this same inner light which creates by the urgency of its need of irradiation, the *gavakshas* or windows, which are meant not for the ingress of light from outside as for the egress from within. The structure of the temple, capped by the *amalaka* and the *kalasa*, which draws and closes in all upward movement of lines into one single point, has the same symbolic significance. The placement of the sculptures as well as their character, all fuse into one whole, intensifying the message which is otherwise borne by the separate structural elements.

The author has taken great pains to substantiate her thesis by means of quotations from contemporary Sanskrit literature, both sacred and secular. One is however sometimes left in doubt as to how far these thoughts recorded in sacred literature of a ritulistic kind, were actually responsible for the origin of particular architectural traditions. Some of them might as well have been after-thoughts of *sadhakas*, who were not *silpins* and who might have enriched the metaphysical connotation of physical forms which sprang from the creative genius of those who designed and built the temples.

This should not, however, be taken to mean that Dr. Kramrisch has neglected the physical side of temples or of the importance of the *silpasastras*. She has also laid the latter under contribution, sometimes discovered meanings which were lost to the architects themselves, as in the case of her very original interpretaion of the meaning of the term *rekhagunaghata* where she has found a geometrical formula for determining the curve of the *rekha-gandi*. Such explanations deserve careful examination, and have to be verified by actual measurement of the curves of extant temples. Dr. Kramrisch's suggestion about the origin of the roof of the stepped Pirha Deul is likewise based upon a due recognition of the importance of the physical factor. But in spite of this deep familiarity with *silpa* texts and of the bearing of material facts, the reviewer begs to submit that her leanings are on the mental-spiritual side of the question.

The unfortunate part of such explanations is that they often demand such deep familiarity with mystic thoughts and practices as well as such a high degree or individualization, that they are usually beyond the reach of average science as we know it. It is more than likely that the *silpin* himself might have been motivated by impulses for setting in symbolic form the thoughts and aspirations which Dr. Kramrisch

has discovered from contemporary literature by means of her painstaking research, but then it is difficult that it was actually so. Something akin to this might be likewise said of the explanations about the origins of Art as expounded by the School of Psycho-analysis under Sigmund Freud. There also one often feels tempted to say that the explanations might be true; but then it is difficult to prove except to initiate. As such, the reviewer believes that Dr. Kramrisch's work belongs more to the realm of Art than of Science with its narrowly set limitations of method.

We are indeed grateful to Dr. Kramrisch for the new light that she has been able to throw upon this well-trodden path of Indian civilization by dint of her industry and penetration; and there can be no doubt that the volumes under review will entitle their author to a lasting place in the history of Indian archaeological studies. And we are also thankful to M. Burnier who has adorned the text by a series of magnificent photographs.

NIRMAL KUMAR BOSE

গান্ধীজি সম্পর্কিত অনেক বই— ১৯৪৭-এর ডিসেম্বর সংখ্যার মডার্ন রিভিউতে নির্মলকুমার বসুর সমালোচনা করা গান্ধীজির দুটি গ্রন্থের খবর পাওয়া যায়। বই দুটি SELF–RESTRAINT v. SELF-INDULGENCE by M. K. Gandhi, 1947. Nawajiban Publishing House ও TO THE PROTAGONISTS OF PAKISTAN. by Mahatma Gandhi. Gandhi Series, Volume V. Edited and Published by Anand T. Hingorani, Karachi.

বিনয় ব্যানার্জি— বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯০৯-১৯৯৪)। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের নানা বিভাগে দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন। দেশবিভাগের সময় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে র‍্যাডক্লিফ কমিশনে যে তথ্যসমৃদ্ধ স্মারকলিপিটি পেশ করা হয়, তিনি তার রচয়িতা ছিলেন।

বাদল— কল্যাণী সুর, বোলপুরের বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা হংসেশ্বর রায়ের কন্যা। আশৈশব নির্মলকুমার বসুর স্নেহধন্যা।

২৫ জুন

বোলপুরে মিটিং— সম্ভবত অনেকদিন আগেই বোলপুরে কোনও মিটিং-এ নির্মলকুমার বসুর যোগ দেওয়ার জন্য দিনটি নির্ধারিত ছিল।

মি. মোদক — সত্যেন্দ্রনাথ মোদক, আই সি এস।

২৬ জুন

সত্যেন বসু— সত্যেন্দ্রনাথ বসু, বিজ্ঞানাচার্য।

২৭ জুন

বিতরণ করার জন্য—

ADDRESSES

Sj. Atul Chandra Gupta
125, Rash Bihari Avenue,
Calcutta – 29
PK. 2043

Prof. S. N. Bose
87, Barrackpore Trunk Rd.
Calcutta
Bb– 69

Prof. B. N. Banerji
17, Cornwallis St.
Calcutta

Sj. Samarendranath Roy
33/2, Beadon Street
Calcutta – 6
Morning and evening – BB. 2859
Office hours – BB. 1422

Dr. Pramatha Nath Banerjea
4A, Vidyasagar St.
Calcutta – 9

Sj. Bankim Chandra Mukerjee
15, Jadu Bhattachrji Lane.
Calcutta – 26
South – 290

Rai Bahadur Chunilal Roy
31, Rammohan Dutt Road,
Calcutta – 25
PK. 309 (Ajit Kr. Roy)

Sj. Sanat Kumar Roy Chowdhuri
9, Williams Lane
Calcutta – 12
BB. 1256

Prof. Haricharan Ghosh
45/1, Mudiali Road
Calcutta – 26
South 2340 (9 pm to 9 am)

Sj. Bhupendra Chandra Lahiri
55/1, College St.
Calcutta – 12
BB. 2309 (10 am to 6 pm)

Sj. S. N. Modak
9, Allenby Road
Calcutta – 25
Pk. 2191

Rai Bahadur Bejoy Bihari Mukherji
4, Gokhale Road
Calcutta – 25
PK. 1644

Mr. Prasanta Bhusan Mukherji
as for Rai Bahadur B.B. Mukherji

Dr. S. P. Chatterji
133/1 C, Ramdulal Sarkar St.
Calcutta – 6.
Geography Dept., Cal. Univ.
BB. 207

Sj. N. C. Chatterji
5, Theatre Road,
Calcutta. PK. 1771

নমামা— চন্দ্রকুমার সরকার, বিখ্যাত স্থপতি।

২৮ জুন

Digging up the Past—1945, Ernest Been. London.
What happened in History— 1942 Dec. Penguin Books.
সুহৃৎ মিত্র— নির্মলকুমার বসুর প্রতিবেশী।

২৯ জুন

Co-ordination Com.-র প্রথম অধিবেশন—

Proceeding of the First Meeting of Central Co-ordination Committee held on 29.6.1947

The first meeting of the Central Co-ordination Committee (Bengal Boundary) appointed by the President of the Indian National Congress was held at 36, Wellington Street on the 29th June, 1947. The sitting began at 9.35 a.m. and ended at about 11 a.m. All members were present.

Items in the Agenda (8) were taken up one after another. The Chairman first brought to the notice of the house ceratin tentative rules which had been formed for the guidance of the Partition Committee set up by the B.P.C.C. in the matter of determining the boundary (9). Copies of these rules were circulated among the memebrs; and there was general agreement with regard to 1,3,4,5, 6 of the above rules. Discussion centred round Rule 2 which states :

'The ratio of the Moslem population to the non-Moslem population in the western part, and the ratio of the non-Moslem to the Moslem population in the eastern part should, as far as possible, be nearly equal,'

Some memebrs were of opinion that instead of the ratios being approximately equal, it would be more desirable to claim that the actual number of Hindus in the eastern section should be approximately equal to the number of Moslems in the western section. Secondly, contiguity, as a principle had to be accepted in accordance with the terms set forth in the Viceroy's broadcast of the 3rd of June. But some memebrs asked if it could not be over-riddern in certain cases, in view of the vital nature of the implications involved. The Chairman then suggested that memebrs should prepare a full statement of the fundamental rules which they favoured and also draw partition lines on the map in accordance with those rules. More than one such might be drawn; and when all of them were available it would facilitate discussion and help us to arrive at an agreed set of guiding principles. This task was thus assigned to memebrs until the next meeting.

It was also decided that the next meeting will be held in the office of the Committee at 8.30 a.m. on Saturday, the 5th of July, 1947.

Item 3 in the Agenda was held over for future consideration.

Item 4 : Adequate room not being available in the Statistical Laboratory, it was decided that the office be located in some suitable room in the University if such were available. Prof. Haricharan Ghosh brought to the notice of the House that the room known as the office of the Employment Bureau, now being vacant, might be available for this purpose. It was then decided that the office be located there if the room can be secured. With regard to expenses it was decided that the four

organizations, viz. the Bengal Provincial Congress Committee, the New Bengal Association, the Indian Association and the Hindu Mahasabha, should all contribute equally towards the expenses. The Secretary was also asked to draw up a budget of provisional expenses.

Dated, Chairman.

Teentative Rules

1. The two parts respectively to contain as large a proportion a population as practicable of the total Moslem and non-Moslem population of the Province of Bengal.

2. The ratio of the Moslem population to the non-Moslem population in this western part, and the ratio of the non-Moslem to the Moslem population in the eastern part should, as far as possible, be nearly equal.

3. The boundary being the boundary between two States must be continuous; and necessarily many pockets and areas containing a majority of Moslem population in the western part, and a majority of non-Moslem population in the eastern part will have to be disregarded.

4. If without substantially affecting Rules 1 and 2, and without affecting Rules 3 there could be found any natural boundary, e.g., a river, over any portion of the boundary line, should be adopted.

5. Subject to the above rules and without in any way affecting Rule 3, any special reasons for any area to be incorporated either in the western or in the eastern part may be considered.

১ জুলাই

কণারকের বিবরণ— নির্মলকুমার বসু প্রণীত, ব্রাহ্মমিশন প্রেস, কলিকাতা ১৩৩৩।

নেমিচাঁদ জৈন— বস্ত্রব্যবসায়ী (১৪, আর. জি. কর রোড, কলকাতা) ও কংগ্রেস সমর্থক।

২ জুলাই

সংশোধন করে দিতে হবে— 'মডার্ন রিভিউ'-এর পরবর্তী কোনও সংখ্যায় এই গ্রন্থ সমালোচনার সংশোধনী চোখে পড়েনি। পরের দিনের ডায়ারিতে আছে যে, সংশোধিত সমালোচনা 'মডার্ন রিভিউ'-এর অফিসে জমা দিয়েছিলেন।

সুরেশ মজুমদার— সুরেশচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৮-১২ অগস্ট ১৯৫৪)। আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। ভারতীয় সংবিধান রচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন।

H S সম্পাদক— Hindusthan Standard-এর কার্যনির্বাহী সম্পাদক শশধর সিংহ।

আনন্দবাজারের সম্পাদক— চপলাকান্ত ভট্টাচার্য।

৩ জুলাই

মোটামুটি একটা মত—স্থিরীকৃত মত স্টেটমেন্ট আকারে প্রেসকে জানানো হয় :

PRESS STATEMENTS (3RD JULY 1947)

The Central Co-ordination Committee which was appointed by Acharya Kripalani in consultaion with Sj. Surendra Mohan Ghosh, President of the B.P.C.C., Dr. Syamaprasad Mookerjee, President of the Hindu Mahasabha, Major General A.C. Chatterji and other leaders, have already discussed the various memoranda and data which have been sent by different District associations and organizations.

The Committee met under the Chairmanship of Sj. Atul Chandra Gupta and considered the various problems in all their bearings for three hours. It was decided by the committee that after due consideration of all the data and materials placed at the disposal of the committee, only one case will be presented on behalf of nationalist Bengal before the Boundary Commission. As the Commission is going to meet within a few days, it is requested that any district or organization which wants to place any further material or data for the consideration of the Commission will forward the same without any delay to Sj. Nirmal Kumar Bose, the Secretary of the Central Co-ordination Committee at its office in the ground-floor of the Darbhanga Building, Calcutta University between two and four in the afternoon.

As the task before the Central Co-ordination Committee is of a very exacting nature, the Chairman has requested all the members to be ready to meet whenever called upon to do so to give final shape to the case which will be submitted before the Boundary Commission.

Sj. N.C. Chatterji and Mr. P.B. Mukherji who have been requested by the President, B.P.C.C. and the President of the Hindu Mahasabha have been co-opted by the Central Co-ordination Committee as members. They have been requested and have agreed to present the case before the Boundary Commission along with the Chairman and Sj. B.C. Mukherji.

SCHEMES DICTATED BY THE CHAIRMAN ON THE 3RD JULY, 1947

SCHEME ONE– Strictly according to the principles of Majority and Contiguity: with adjustments in Murshidabad Dist. for incorporating the headwaters of the Jalangi-Mathabhanga for the preservation of the flow of the Bhagirathi; and with adjustments in the neighbourhood of Calcutta to include the whole of the E.-W. road running from the Jessore Road to Khulna via Satkhira.

SCHEME TWO– Mainly a river boundary. Atrai, Punarbhaba, Mahananda, Jalangi, Matabhanga, Ichhamti, Kumar, Arial Khan, Baleswar.

SCHEME THREE– Burdwan Division; Presidency Division bounded on the West by the Garai, less thanas Morelgunj and Sarankhola in Khulna, plus Gopalgunj subdivision and Rajair thana in Faridpur Dist. and thanas of Gaurnadi, Swarupkathi, Jhalakathi and Bazirpur in Backergunj Dist.

Darjeeling Dist. Jalpaiguri Dist., Thanas Dimla and Hatibandha in Rangpur Dist., Dinajpur Dist. less eight Msulim majority thanas viz. Khansama, Chirirbandar, Parbatipur, Phulbari. Nawabgunj, Ghoraghat, Patnitola, Porsha, and the town of Dinajpur.

Malda Dist. excluding Shibganj, Nawabganj, Nachol, Gomostapur and Bholahat.

South of Padma, as in Scheme Two.

৫ জুলাই

দেবপ্রসাদ ঘোষ— দেবপ্রসাদ ঘোষ, (১৫ মার্চ ১৮৯৪-১৪ জুলাই ১৯৮৫)। বরিশালের ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপক ক্ষেত্রনাথ ঘোষের পুত্র। খ্যাতনামা গণিতজ্ঞ, সুপণ্ডিত, শিক্ষাব্রতী ও রাজনীতিবিদ। জীবনে কখনও দ্বিতীয় হননি কোনও পরীক্ষায়। ১৯৪১ সাল থেকে তিনি রংপুরের কারমাইকেল কলেজে অধ্যক্ষ পদে যোগ দেন এবং ১৯৫০ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

৭ জুলাই

তারক দাস— তারকচন্দ্র দাস (জানুয়ারি ১৮৯৮-২৬ জুলাই ১৯৬৪)। জন্ম ও বিদ্যালয়ের শিক্ষা পূর্ববঙ্গে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে এম. এ পাশ করে নৃতত্ত্ব বিদ্যার বিশেষ শিক্ষণ প্রাপ্ত হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগে তাঁর কর্মজীবন অতিবাহিত হয়েছে। বিভিন্ন গবেষণকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং বিজ্ঞান কংগ্রেসের (১৯৪১) সভাপতি হন। বেশ কয়েকটি শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থার সদস্য ও উপদেষ্টা ছিলেন। নৃতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর বেশ কিছু সুলিখিত প্রবন্ধ ও গ্রন্থ আছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্মলকুমার তারকচন্দ্র দাসকে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন, সহকর্মী হিসেবেও। উভয়ের মধ্যে একটি অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল।

ক্ষিতীশ চাটুয্যে— ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৫ ডিসেম্বর ১৮৯৭-৩১ মে ১৯৬৩)। যামিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র। বিশিষ্ট নৃতাত্ত্বিক।

Horace Alexander— কোয়েকার সম্প্রদায় ভুক্ত। ১৯২৯-এর মার্চে ভারতভ্রমণে এসে গান্ধিজির সঙ্গে প্রথম পরিচয়। গান্ধি অনুপ্রেরণায় ১৯৪৬ সালে সোসাইটি অফ ফ্রেন্ডেস-এর ভারতীয় শাখায় কাজ করার জন্য দ্বিতীয়বার এদেশে আসেন। গান্ধি এবং ভারত বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা।

প্রীতিদের বাড়ী — প্রীতি মিত্র নির্মলকুমার বসুর ছাত্রী। তাঁর বাড়ি ছিল ১৪ চৌরঙ্গি টেরেস। সে সময় তিনি বিদেশে।

৮ জুলাই

অতুলবাবুর উপরে কিছু চাপ— বঙ্গবিভাগ বিষয়ে সর্বদলীয় প্রতিনিধি নিয়ে যে কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি গঠিত হয়েছিল তার সভাপতির সঙ্গে সদস্যদের অবিরত মতভেদ দেখা দিচ্ছিল। প্রসঙ্গত বিজয়বিহারী

মুখোপাধ্যায় সভাপতিকে যে চিঠি দেন নির্মলকুমার বসুর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে সে চিঠিটি এখানে তুলে দেওয়া হল :

4 Gokhale Road, Calcutta,
4th July 1947

Dear Mr. Gupta,

It seems necessary that any Memorandum or statement introducing the subject should be placed before the members of the Co-ordination Committee for discussion and approval. I would suggest that if there is any such memorandum, it should be placed before the Committee.

Secondly I would think that for the final presentation the one demand that would be made for Indian-Union-Bengal should be finally settled in a meeting of the Co-ordination Committee.

I should suggest that immediately the plans in support of the demand are ready, a meeting of the Co-ordination Committee should be convened and that the memorandum, if any, may kindly be circulated in the interval, so that we may come ready with our constructive suggestion.

Yours sincerely,
Bijoy Bihari Mukherji

Atul Ch. Gupta. Esq. BA. BL
Chairman, Co-ordination Committee

এই তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে জানা যাচ্ছে এ-দিন সীমা নির্ধারণ কমিশনের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।

'**বঙ্গীয় সীমা নির্ধারণ কমিশন ৯ই জুলাই হইতে বেলভিডিয়ারে কার্যারম্ভ** ... আগামী ৯ই জুলাই বেলভিডিয়ারে বেলা ১২টার সময় বঙ্গীয় সীমা নির্ধারণ কমিশনের অধিবেশন বসিবে। যাহারা কমিশনের নিকট বক্তব্য দাখিল করিতে চান, কমিশনে উপস্থিতির জন্য সেক্রেটারির নিকট হইতে তাঁহাদের পূর্বে অনুমতিপত্র সংগ্রহ করিতে হইবে। ...'

৯ জুলাই

আজ Boundary Commission আলিপুরে বসলো— ৯ জুলাই-এর আনন্দবাজার পত্রিকা সীমা নির্ধারণ কমিশন বিষয়ে যে সংবাদ দিয়েছিল সেটি :

সীমা নির্ধারণ কমিশন

বুধবার প্রথম অধিবেশন

সীমা নির্ধারণ কমিশনের প্রথম অধিবেশন অদ্য (বুধবার) বেলা ১২টার সময় বেলভিডিয়ারে আরম্ভ হইবে।

কলিকাতার দাঙ্গা তদন্ত কমিশনের অধিবেশন যে কক্ষে বসিত সেই কক্ষেই সীমা নির্ধারণ কমিশন বসিবে।

স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ (চেয়ারম্যান) এবং বিচারপতি শ্রীযুত চারুচন্দ্র বিশ্বাস, বিচারপতি শ্রীযুত বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি মিঃ আবুসালে মহম্মদ আক্রাম এবং বিচারপতি এস এ রহমানকে লইয়া এই

কমিশন গঠিত হইয়াছে। প্রথম অধিবেশনে কমিশনের কাজ কিভাবে পরিচালিত হইবে সে সম্পর্কে স্থিরীকৃত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিবৃন্দ এই অধিবেশনেই তাঁহাদের স্ব স্ব মতামত কমিশনের নিকট উপস্থিত করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

কংগ্রেস দলের প্রতিনিধিত্ব করিবেন শ্রীযুত অতুলচন্দ্র গুপ্ত। তাঁহার সহায়তা করিবেন শ্রীযুত চন্দ্রশেখর সেন, শ্রীযুত পি বি মুখার্জী এবং শ্রীযুত সিদ্ধার্থ রায়। এতদ্ব্যতীত চারিজন বিশেষজ্ঞ তাঁহার সহিত থাকিবেন। তাঁহারা হইতেছেন অধ্যাপক সত্যেন বসু, অধ্যাপক নির্মল বসু, শ্রীযুত সমরেন্দ্র রায় এবং শ্রীযুত বিনয় ব্যানার্জি। মুসলিম লীগের প্রতিনিধিত্ব করিবেন মিঃ ফজলুর রহমান, হিন্দু মহাসভা, নববঙ্গ সমিতি এবং অন্যান্য কতিপয় জিলা প্রতিষ্ঠান তাঁহাদের বক্তব্য পেশ করার জন্য কমিশনের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়।

আরও জানা গিয়াছে যে, কংগ্রেস দল হইতে উপস্থিত করার জন্য একটি স্মারকলিপি রচিত হইয়াছে। শুক্রবার তাহা কমিশনের নিকট উপস্থাপিত করা হইবে।

১০ জুলাই-এর আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে জানা যায় : শ্রীঅতুল গুপ্ত বলেন যে, 'বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি লইয়া কংগ্রেস সভাপতি এই কমিটি গঠন করিয়াছেন বটে; কিন্তু কিভাবে তাহাদের বক্তব্য পেশ করিতে হইবে, সেই সম্বন্ধে কমিটি ও কংগ্রেসের মধ্যে খানিকটা মতানৈক্য হইয়াছে। সুতরাং তিনি পৃথকভাবে জাতীয় কংগ্রেসের বক্তব্য পেশ করিবার ভার পাইয়াছেন।'

নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন : 'তিনি কেবল হিন্দু মহাসভা, নববঙ্গ সমিতি ও ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পক্ষে দাঁড়াইবেন।'

১২ জুলাই-এর আনন্দবাজার পত্রিকার খবরে জানা যায়, নববঙ্গ সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডাঃ এস কে গাঙ্গুলী জানিয়েছেন : 'গত ২৩শে জুন রাষ্ট্রপতি আচার্য কৃপালনী কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের ও নববঙ্গ সমিতির সদস্যদিগকে লইয়া এবং এ সি গুপ্তকে সভাপতি করিয়া কেন্দ্রীয় কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন করেন। আচার্য কৃপালনী স্পষ্টই বলিয়াছেন, যে, 'কমিটি সীমা নির্ধারণ কমিশনের সম্মুখে তাঁহাদের বক্তব্য পেশ করিবার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন।'

গত ৭ জুলাই কেন্দ্রীয় কমিটির অধিকাংশের মত সম্বলিত এক স্মারকলিপি কমিটির সভাপতি মিঃ এ সি গুপ্তের নিকট পেশ করা হয় এবং উহা ১০-২ ভোটে গৃহীত হয়। সভাপতি মহাশয় অধিকাংশের মত না মানিয়া বলেন, তিনি কেন্দ্রীয় কো-অর্ডিনেশন কমিটির বক্তব্য বিষয় সীমা নির্ধারণ কমিশনের নিকট পেশ করিবার দায়িত্ব লইবেন না এবং কমিশনের নিকট শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চ্যাটার্জিকে কমিটির প্রতিনিধিত্ব করিতে হইবে।

গত ৮ই ও ৯ই জুলাই সকালে আচার্য কৃপালনী কলিকাতার নববঙ্গ সমিতির সভাপতি মেজর জেনারেল এ সি চ্যাটার্জিকে দিল্লী হইতে টেলিফোনে বলেন যে, তিনি কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে বাতিল করেন নাই। সেই অনুসারেই মিঃ এন সি চ্যাটার্জী ও মিঃ বি বি মুখার্জী ৯ই জুলাই সীমা নির্ধারণ কমিশনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন।'

এ দিনের আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয়তে এ বিষয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছিল :

সীমা নির্ধারণ ও কংগ্রেস

বাংলার সীমা নির্ধারণ বিষয়ে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত মানিতে অসম্মত হইয়া অথচ কংগ্রেসের নাম লইয়া শ্রীযুত অতুলচন্দ্র গুপ্ত সীমা নির্ধারণ কমিশনের সম্মুখে যে বক্তব্য উপস্থাপিত

করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহার অসঙ্গতি ইতিপূর্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। ২৩ জুন তারিখে রাষ্ট্রপতির ঘোষণায় বলা হইয়াছিল, কেন্দ্রীয় কমিটিই কংগ্রেস ও অন্যান্য সংযুক্ত পক্ষের বক্তব্য কমিশনের নিকট পেশ করিবে। কিন্তু শ্রীযুত গুপ্ত চাহিতেছেন যে, কমিটির সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিয়াও তিনি কংগ্রেসের বক্তব্য উপস্থাপিত করিতেছেন। তাঁহার এই দাবি যে অচল তাহা পূর্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। সম্প্রতি অন্যতম সংযোগকারী পক্ষ নববঙ্গ সমিতির তরফ হইতে যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে আমাদের কথাই পূর্ণভাবে সমর্থিত হইয়াছে।

আচার্য কৃপালনীর এই নির্দেশের (৮ ও ৯ জুলাই নববঙ্গ সমিতির সভাপতিকে টেলিফোনে) পর কাহারও মনে কোনো সংশয় বা ভ্রান্ত ধারণা থাকা উচিত নহে। কমিটির পক্ষ হইতে যে বক্তব্য পেশ করা হইবে, তাহাই কংগ্রেসের মত। শ্রীযুত গুপ্ত অনর্থক কংগ্রেসের নাম লইয়া গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিতেছেন। কেবল রাষ্ট্রপতির কমিটি নহে, প্রাদেশিক কংগ্রেস কর্তৃক নিযুক্ত কমিটিও অতুলবাবুকে সমর্থন করেন না এবং তাঁহাদের অভিমতও অতুলবাবু অগ্রাহ্য করিয়াছেন। বিশেষ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এতবড় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে, অতুলবাবু কি স্থির করিয়াছেন তাহাও এখনও পর্যন্ত কোনো কমিটিকে জানান নাই।

এই অবস্থায় অতুলবাবু কংগ্রেসের অভিমত বলিয়া যাহা পেশ করিবেন তাহার মূল্য কি হইবে? আমরা পূর্বে বলিয়াছি, এবং এখনও বলিতেছি, এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে পরিচালিত হইতে এবং কেন্দ্রীয় কমিটির অভিমত সীমা নির্ধারণ কমিশনের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে অতুলবাবু ন্যায়তঃ নীতিগতভাবে বাধ্য। তাহাতে তিনি যদি অসম্মত বা অপরাগ হন, তাহা হইলে অন্তত কংগ্রেসের নাম লইয়া দাঁড়াইবার কোনও অধিকার তাঁহার নাই।

কংগ্রেসের সভাপতির চিঠি —

All India Congress Committee
6 Jantar Mantar Road,
New Delhi.

9 July 1947

My dear Atul Babu,

I had not the pleasure of meeting you. But I know you by your reputation as a lawyer and all my advisers in the matter of appointment of your Committee were unanimous that you should be its Chairman.

I hear that there are some differences in your Committee. I find that the differences are not fundamental and they can be easily solved if there is a little spirit of accommodation and I am sure a legally trained mind can always adjust itself. You may not approach your task as the Chairman of the Co-ordination Committee in the spirit of a lawyer who has merely been briefed to argue a case. The Boundary question is not a question of purely property rights. It is intimately connected with politics in which may parties whose political interests are not identical are involved. You will have, therefore, to convince your colleagues in the Committee about the correctness of your approach not merely from the legal but also from the political view point. That ten memebrs of your Committee approach the matter of presentation from an angle and you and one more colleague of yours view it from another may be due to the fact that you have thought of the question merely from the legal and not

from the political view point. In any case you have to convince your Committee if the work of the Committee is to go on. Personally I think that your approach is quite correct. But in politics, specially in democratic politics, it is not enough that one should be correct, one should also appear so to one's colleauges. I am sure if you approach your colleauges again some compromise may be possible. Even if no compromise in the point of presentation is possible I do not see any reason for dissolving the Committee. There may be two cases prepared, one representing the Congress view point and the other of the rest of the Association. But presentation is the last item. The Committee can profitable collect and co-ordinate facts and materials from all sources. This, after all, is the main task, I therefore, feel that you may not dissolve your Committee.

I heard that you need the co-operation of Sri Chandra Shiker Sen. You have my authority to include his name in your Committee or Associate with yourself for the presentation of the Congress case.

With best wishes and namaskars,

Yours sincerely,
J B Kripalani

Shri Atul Chandra Gupta,
125, Rashbihari Avenue,
Calcutta 29.

১০ জুলাই

Willcooks খানা পড়বেন— Willcooks, Sir William, Lecturers on the ancient system of irrigation in Bengal & its application to modern problem. 1930, Calcutta University, Calcutta.

১১ জুলাই

এন. সি. চ্যাটার্জী— নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিশিষ্ট আইনজীবী এবং সাংসদ।

১২ জুলাই

যোগেশ সেন— রায়বাহাদুর যোগেশচন্দ্র সেন অবিভক্ত বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ৫ ডিসেম্বর ১৯৫০ সালে কলকাতায় তাঁর একডালিয়ার বাসভবনে পরলোকগমন করেন।

NCC— নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

SPM— শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

প্যাটেল— বল্লভভাই জাভেরভাই প্যাটেল (৩১ অক্টোবর ১৮৭৫-১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০)। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল নামে পরিচিত। গুজরাটের নাদিয়াদে জন্ম। দৃঢ়চেতা সংকল্পে অটল মানুষটিকে ভারতের

লৌহমানব বলে তাঁকে সম্বোধন করা হত, সর্দার ডাকও জনগণেরই দেওয়া। ১৯১৮ সালে দেশে ফিরে আইনজীবীর কাজের পাশাপাশি স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। বহুবার কারাবারণ করেন। দেশ বিভাগের মুখ্য ভূমিকায় জওহরলাল নেহরুর সঙ্গী ছিলেন। স্বাধীন ভারতের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী।

রাজেনবাবু— রাজেন্দ্রপ্রসাদ।

রাজাজী— রাজাগোপালাচারি চক্রবর্তী (১৮৭২-১৯৭২)। মাদ্রাজের সালেমে জন্ম। গান্ধিজির বিশ্বস্ত সহচর। বিচক্ষণ রাজনীতিক এবং প্রশাসক। স্বাধীনতা আন্দোলনের দিনগুলিতে যেমন স্বাধীনতার পরের দিনগুলিতেও তাঁর আত্মত্যাগ ও বিচক্ষণতার স্পর্শ দেশ পেয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম রাজ্যপাল এবং প্রথম ভারতীয় গভর্নর জেনারেল।

তাঁরা নির্দেশ দিলেন —

বাঙ্গলার অমুসলমান অঞ্চলের দাবী
রাষ্ট্রপতি কৃপালনীর নির্দেশ

নয়াদিল্লী ১২ই জুলাই— বঙ্গীয় সীমা নির্ধারণ কমিশনের সমক্ষে বাঙ্গলার অমুসলমান প্রধান অঞ্চলের দাবী উত্থাপন সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি আচার্য কৃপালনী অদ্য রাত্রে নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়েছেন :—

আমি এবং ওয়ার্কিং কমিটির কয়েকজন সহকর্মী বঙ্গীয় সীমা-নির্ধারণ কমিশনের সম্মুখে অমুসলমান প্রধান অঞ্চলের দাবী উত্থাপনের প্রশ্ন সম্পর্কে সমন্বয় কমিটির সম্পাদক ও কংগ্রেস পরামর্শদাতা কমিটির সম্পাদকের সহিত আলোচনা করিয়াছি। তাঁহারা প্রয়োজনীয় তথ্যাদি লইয়া দিল্লী আসিয়াছিলেন। আমি যথাযোগ্য নির্দেশ দিয়াছি এবং আশাকরি বিভিন্ন দল এখন পরস্পর সহযোগীতা করিতে ও একত্র কাজ করিতে সক্ষম হইবেন। — এ পি

(আনন্দবাজার পত্রিকা। ১৩ জুলাই ১৯৪৭)

লক্ষ্মীকান্তবাবু— লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র (২৩ জুলাই ১৮৯৫-২৫ জুলাই ১৯৫৩)। পিতা রাজনীকান্ত মৈত্র। কৃষ্ণনগরে ওকালতি করার সময় রাজনৈতিক আন্দোলনে সামিল হন। ১৯৩৪ সালে প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হিসাবে কংগ্রেস জাতীয় দলের নেতা ছিলেন।

১৩ জুলাই

সত্যেন রায়— সত্যেন্দ্রনাথ রায় ১৯০২ সালে কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম। পিতা জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় ছিলেন সেকালের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ১৯২৩-এ তিনি আই. সি. এস হন। তাঁর কর্মজীবন বর্নোজ্জ্বল। ১৯৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব হওয়ার আগে পর্যন্ত বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৪ জুলাই

শেষ পর্যন্ত হল না— কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা আলাদাভাবে বাউন্ডারি কমিশনের কাছে নিজেদের পরিকল্পনা পেশ করল।

প্রফুল্ল ঘোষকে দিয়ে এলাম

37, Bosepara Lane,
Calcutta 3
14th July, 1947

Dear Dr. Ghosh

As instructed by you and the Co-ordination Committee on the 12th of July, 1947; I left for Delhi along with Prof. Binoy Banerji who carried in a sealed cover a full copy of the Memorandum prepared by Shri Atul Chandra Gupta and a critical note on the Memorandum prepared and signed by Dr. P. N. Banerjea, Messrs. N. C. Chatterji, S.N. Modak, Bijay Bihari Mukherji and Chuni Lal Ray.

On reaching Delhi in the afternoon, I was immediately instructed over the phone by Acharya Kripalani who was then in Sardar Patel's house, to proceed there with all the papers. Both of us went there and found Rajaji, Sardar, Rajen Babu and Acharya closeted together. Prof. Banerji then delivered the sealed cover to the President. Rajen Babu then asked me to place the whole case before him verbally. I described the main features of the scheme of partition, the two plans, as well as the points of difference which had arisen between two sections of the Committee.

While this was being done, the sealed cover was broken open and a map illustrating plan I was placed on the table. When I had finished and some amount of discussion had taken place, Rajen Babu went through the the text of the Memorandum prepared by Atul Babu. He suggested certain changes, and these were incorporated in his own handwriting. Prof. Banerji explained certain points to Rajen Babu and also took down notes of alterations suggested by other members. These have all been incorporated in a note already submitted to Atul Babu over the signatures of Prof. Benerji and myself. The other points arising out of the discussion and which we were asked to convey orally, are now being set forth briefly in this letter. I shall feel thankful if you kindly convey them formally to Atul Babu, to whom I have already conveyed them by word of mouth.

1. Sardar Patel; Rajaji and Rajen Babu are emphatically of opinion that as no portion of any area which has been allotted to us in the notional partition should be given up in the first instance, the portions left out of the Districts of Khulna and 24 Pergannas in Plans I and II should not be excluded as they have been. They added that it should not however be mentioned anywhere that we stick to the notional division or that we accept districts as the basic unit. In order to clarify our position in this respect, they think it would be enough if we leave out the thanas of Morelganj and Sarankhola from the Khulna District.

They were also of opinion that, if in course of bargaining, any Muslim majority thana had to be given up, we should sacrifice the northern thanas of Khulna, but no portion of the district of 24 parganna under any circumstances whatsoever. The Sunderban area of Khulna should also thus never be bartered away.

2. Regarding the contiguous Hindu majority area of Jessore, Faridpore and Backergunj, they were emphatically of opinion that no portion of this zone should be sacrificed. The question of transfer of population, which might come up in connection with this wedge-shaped area, should also not be agreed to on any account. Rajen Babu said that, under the present circumstances, Mr. Jinnah, would not raise the question of transfer of population; and we should also be careful not to introduce the possibility of transfer in course of our presentation of the case.

3. The contiguity of the Hindu-majority areas in the north, viz. Darjeeling-Jalpaiguri and Dinajpur-Rangpur-Malda should receive due emphasis. The word 'corridor' should always be avoided.

4. With regard to the connection which had been asked for between the northern and the southern areas to the west of Bengal, all were of opinion that it would be advisable to ask for the least. The reasons for including the thanas of Godagari for this purpose were then set forth by me; but all members were of opinion that it would not be politic to ask for such a large connection between the two areas, and that we would have to sacrifice the obvious geological advantages of the Godagari area as well as of the railway line which runs north from that point. They preferred to keep the demand low and did not see sufficient reason for suggesting any alteration in Atul Babu's Memorandum in this respect.

5. In the District of Nadia, they were all keen upon preserving the area including the towns of Navadwip, Shantipur and Krishnagar. When it was pointed out to them that we had asked for a large slice of the contiguous Muslim majority area of that district for the sake of control over the Jalangi-Matabhanga in the interest of the port of Calcutta, they said that we should be prepared to lose that in course of the bargain, although they did not see any objection to including it in the demand, for the sake of port of Calcutta.

6. I then set forth the arguments in favour of including the southern portion of the District of Jessore in Plan I. This was a wedge pointing towards the industrical area in the neighbourhood of Calcutta, and also contained road and rail connections between Calcutta and the Hindu-majority areas of Jessore, Faridour and Backerganj through Khula.

Rajen Babu and Rajaji were of opintion that the question of defence could not be openly mentioned. The former had consulted the highest authorities in India concerned with defence, and had been told that no really effective defence line could be satisfactorily drawn between the two portions of Bengal. The members were therefore not in favour of including any portion of Jessore District on the score of defence in Plan-I. But as the whole of Jessore District had been asked for in the Scheme of Partition, they suggested that, while setting forth agruments in favour of such inclusion, the point that it contained the railway link between Khulna and Calcutta should be duly emphasized, as it was not possible to build any further railway line in the south without seriously endangering the drainage system of this area.

7. With regard to the Chittagong Hill Tracts, Dr. Rajendra Prased had already made suitable alteration in the Memorandum in his own handwriting.

8. As to the question whether the Scheme of Partition alone should be submitted, or it should be accompanied by the two plans in order to show their unsatisfactory character, Rajen Babu, after having gone through the Memorandum itself as well as the criticism and alterations suggested by Mr. N. C. Chatterji and others, said that he deed not sufficient reason for interfering with the procedure adopted by Atul Babu in the Memorandum.

Both Prof. Banerji and I then left with Acharya for the latter's residence. There met is. Lakshmikanta Maitra, Prafulla Banerji, Haren Mujumdar and Suresh Majumdar. Major-Genral A. C. Chatterji arrived shortly afterwards. All of them pressed Acharya Kripalani to take into account the question of Calcutta's defence and to include the southern portion of Jessore district containing the railway line (Calcutta-Khulna) within Plan I. Acharya replied that they had already taken everything into account at Sardar Patel's residence where the minimum necessary changes had been made in that plan. Any further alteration in Plan I, like for instance, the inclusion of the railway line in question, could not now go as a directive, but as a suggesstion to Atul Babu. He then added the following postscript to the letter already addressed by him to the latter :

"If our case is not otherwise prejudiced I suggest that the railway line from Calcutta to Khulna may be included in our First Plan. This I am given to understand by the parties, will remove all the differences between the parties."

On the 13th morning, I met Rajen Babu at the Bhangi colony where I had gone to see Gandhiji, and laid the question of a united demand from Bengal and the need of incorporating the railway line in Plan I. I told him about Acharya Kripalani's letter to Atul Babu and asked him if I could associate his name also while conveying the request to the latter. Rajen Babu readily told me that I could do so on his behalf.

Yours Sincerely
Nirmal Kumar Bose

Dr. Prafulla Chandra Ghosh.

১৬ জুলাই

অশোক মৈত্র— ব্রাহ্মনেতা হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের কনিষ্ঠ পুত্র।

১৮ জুলাই

বিমল মুখজ্জ্যে— বিমল মুখোপাধ্যায় (১৯০৩-৮৭)। ভারত ভ্রমণ শেষে নামমাত্র অর্থ সম্বল করে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছিলেন এই পর্যটক তিন বন্ধুকে সঙ্গী করে। তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিবরণপূর্ণ স্বরচিত গ্রন্থ *দু-চাকার দুনিয়া*।

তিনি একজন দক্ষ ফটোগ্রাফারও ছিলেন। প্যারিসে উদয়শঙ্করের বিভিন্ন নৃত্যানুষ্ঠানের অনেক ছবি তিনি তোলেন। 'সানন্দা' পত্রিকার কয়েকটি সাম্প্রতিক সংখ্যায় ধারাবাহিক তাঁর তোলা ছবিগুলি প্রকাশিত হয়েছে।

২০ জুলাই

হাবু— রমেশচন্দ্র মিত্র, অধ্যাপক ডুপ্লে কলেজ, চন্দননগর।

২১ জুলাই

খগেন দাশগুপ্ত— খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (১৮৯৮-১৫ জুন ১৯৮৫)। উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট নেতা। রাজশাহীতে কলেজে পড়ার সময় স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২৪ সাল থেকে রাজনৈতিক নেতা হিসেবে বিভিন্ন প্রশাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হন। পুরসভার কমিশনার থেকে মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

দেবেশ ঘোষ— প্রসিদ্ধ শিল্পপতি। দেশের বাণিজ্য জগতে তাঁর একটি বিশিষ্ট আসন ছিল। বিশেষত ভারতীয় চা শিল্পের উন্নতি ও প্রসারের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে আছে। ১৯৬২ সালে ৫৯ বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান হয়।

২২ জুলাই

গান্ধীজী কি চান— সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি প্রকাশিত নির্মলকুমার বসুর গ্রন্থ।

তারাশঙ্করবাবুর জামাই-এর বদলি— শান্তিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ জামাতা, বীরভূম রামপুরহাটের সার্কেল অফিসার পদে ছিলেন। এই সময় তাঁকে বাংলাদেশের টাঙাইল জেলার জামুরকিতে বদলি করা হয়েছিল। নির্মলকুমার বসুর প্রচেষ্টায় সে বদলি আটকানো সম্ভব হয় এবং তিনি কলকাতায় কমার্সিয়াল ট্যাক্স অফিসার পদে যোগ দেন।

অন্নদা চৌধুরী— অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী (১৩০২-৩০ ভাদ্র ১৩৭১)। ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মন্ত্রীসভার অর্থমন্ত্রী।

সনৎ— তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

ভেবু— প্রভাতকুমার বসু, নির্মলকুমার বসুর সম্পর্কিত ভাগিনেয়।

২৪ জুলাই

হরিজন পত্রিকা— ১৯৩২ সালে 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকার প্রকাশ নিষিদ্ধ হলে ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩ এ গান্ধীজি 'হরিজন' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল অস্পৃশ্যতাদূরীকরণ আন্দোলনের আদর্শ ব্যাখ্যা ও প্রচার।

'হরিজন' পত্রিকা প্রকাশের নেপথ্য ইতিহাসটুকু বি. আর. নন্দা যেরকমটি জানিয়েছেন :

As *Young India* had ceased publication in 1932, Gandhi discussed with Jamnalal the project of a new-journal devoted to the cause of abolition of untouchability. Birla had recomended *Prayaschit* (Penance), as a suitable name for the new journal Gandhi preffered *Harijan* (children of God), a name which eventually replaced the words 'untouchables' and 'depressed classes.'

যমনালাল ১৯৩৩ ফেব্রুয়ারি ২৭ তারিখে তাঁর ডায়েরিতে জানিয়েছেন যে, ইংরাজি 'হরিজন'-এর সদস্য সংখ্যা ছয় হাজার আর হিন্দি 'হরিজন'-এর গ্রাহক হয়েছেন হাজার জন। সমসময়ে ভারতবর্ষের প্রধান-প্রধান

ভাষাতেও 'হরিজন'-এর সংস্করণ মুদ্রিত হতে আরম্ভ করেছিল। বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হয় ওই বছরের ৭ মার্চ।

২৭ জুলাই

সর্দার— বল্লভভাই প্যাটেল।

২৮ জুলাই

প্রফুল্ল সেন— প্রফুল্লচন্দ্র সেন, (১০ এপ্রিল ১৮৯৭-২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯০)। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। সে সময় সাংসদ হয়ে দিল্লিতে থাকতেন।

ডক্টর এইচ সি মুখার্জি — সম্ভবত হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, শিক্ষাবিদ ও পরবর্তীকালে ১৯৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হন।

বুড়ো— নির্মলকুমার সিংহ, নির্মলকুমার বসুর স্নেহভাজন। তিনি সেসময় ন্যাশানাল আর্কাইভস-এ চাকরি করতেন।

উপেন বর্মন— উপেন্দ্রনাথ বর্মন (৩১ মার্চ ১৮৯৮-৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮)। ছাত্রাবস্থায় স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন। রাজনীতিবিদ। বিধানসভা ও লোকসভার সদস্য ছিলেন। অবিভক্ত বাংলার কোয়ালিশন সরকারের পূর্ণ মন্ত্রীর দায়িত্ব বহন ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বিদেশে ভারতীয় দলের প্রতিনিধি হয়েছেন।

২৯ জুলাই

ভাইসরয়ের বাড়ি চলে গেছেন— পরের দিন অর্থাৎ ৩০ জুলাই-এর আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে জানা যায় আসন্ন ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বারবার ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছিলেন।

৩০ জুলাই

নোয়াখালি যাবার বিষয়ে— বছরখানেক আগে শুরু হওয়া সাম্প্রদায়িক অশান্তি তখনও মেটেনি। ডিসেম্বর ১৯৪৬ থেকে ১ মার্চ ১৯৪৭ পর্যন্ত গান্ধীজি নোয়াখালিতে বসবাস করে সাম্প্রদায়িক হানাহানি বন্ধ করতে আবেদন জানান। সাময়িকভাবে উত্তেজনা বন্ধ হলেও দেশভাগের সিদ্ধান্তে নোয়াখালির সমস্যা আবার প্রবলভাবে মাথাচাড়া দিয়েছিল। স্বাধীনতার দিন গান্ধীজি নোয়াখালিতে কাটাবেন বলে স্থির করেছিলেন। শেষপর্যন্ত গান্ধীজির আর নোয়াখালি যাওয়া হয়নি, স্বাধীনতার দিন তিনি কলকাতায় ছিলেন।

Imperial Records Office— স্বাধীনতা উত্তরকালে ইম্পিরিয়ল রেকর্ড অফিসের নামকরণ হয় ন্যাশেনাল আর্কাইভস অফ ইন্ডিয়া।

Central Asian Museum — আজকের জাতীয় সংগ্রহশালা বা ন্যাশেনাল মিউজিয়ম।

সরদার বলদেব সিং — কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন।

Souvenier— প্রতিরক্ষা মন্ত্রক প্রকাশিত পত্রিকায় এই সময় তাঁর যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তার নাম Independence and Swaraj , হিন্দি অনুবাদ 'স্বাধীনতা অউর স্বরাজ' প্রকাশিত হয়েছিল আজকাল পত্রিকার ১৯৪৭ অগস্ট ১৫-র সংখ্যায়।

BPCC— বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি।

৩১ জুলাই

প্রফুল্ল— প্রফুল্লচন্দ্র সেন।

জয়রাম দাস— জয়রামদাস দৌলতরাম, সিন্ধুর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে পকিস্তান গণ পরিষদের সদস্য ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের একাংশ তাঁকে রাজ্যপাল হিসাবে পেতে ইচ্ছুক হলেও বাস্তবে তা হয়নি। জয়রামদাস বিহারের রাজ্যপাল নিযুক্ত হয়েছিলেন।

গোলযোগ পাকাচ্ছেন— নির্মলকুমার বসু যে গোলযোগের ইঙ্গিত করেছেন তার পরিস্কার ছবিটি ধরা আছে অতুল্য ঘোষের লেখনীতে :

> ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট দেশ স্বাধীন হল। তার কিছু আগেই অবশ্য 'ছায়া' মন্ত্রিসভা হয়েছিল। 'লীগ ও কংগ্রেস'। দুজন মুখ্যমন্ত্রী। সব লেখাপড়া, নিয়মকানুন শেষ হবার পর লীগের মন্ত্রীরা চলে যাবেন ঢাকায় ও কংগ্রেসী মন্ত্রীরা বসবেন কলকাতার মহাকরণে, পশ্চিমবঙ্গে। ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী। ১৫ই আগস্টের আগেই ঝড় উঠল। তরুণ তফসিলী-ভুক্ত মন্ত্রী শ্রীরাধানাথ দাসকে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দিতে হবে। ডঃ ঘোষের নির্দেশে খুব গোলমাল আরম্ভ হয়ে গেল। এবং তারপর যে তিনি মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকে সরে যেতে বাধ্য হলেন এবং ডাঃ রায় এলেন, এইখানেই তার সূত্রপাত। প্রতিবাদে অনেকে মুখর হয়ে উঠলেন। শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা, শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতি, শ্রীমোহিনী বর্মন, শ্রীকমলকৃষ্ণ রায়, শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ, শ্রীরাধানাথ দাস এবং আরও কেউ কেউ সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ পত্র লিখে ফেললেন। ঘন ঘন বৈঠক, কিছুতেই আর সমস্যার সমাধান হয় না। দেশভাগজনিত একটা দুঃখ ও অবসাদ আছে, তার উপর আবার হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার স্মৃতিও বেশ প্রকট হয়ে আছে, গান্ধীজী নোয়াখালি ঘুরেছেন, কলকাতায় যেখানে ছিলেন, সে বাড়িও আক্রান্ত হয়েছে— এসব মিলিয়ে রাজনীতি বেশ ভারাক্রান্ত। আর তার উপর যদি এতজন মন্ত্রী পদত্যাগ করেন, তা হলে ১৫ই আগস্টের স্বাধীনতা উৎসব পর্যবসিত হবে নৈরাশ্য ও হতাশায়।
>
> নানারকম আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক করেও যখন সমাধানের সূত্র পাওয়া গেল না তখন কংগ্রেস সভাপতিকে আনাই সাব্যস্ত হল। আচার্য কৃপালনী তখন কংগ্রেস সভাপতি। আচার্য কৃপালনী এলেন, অনেকের সঙ্গে কথাবার্তাও বললেন। কিন্তু জট বিশেষ খুলল না। আচার্য কৃপালনী প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে ডেকে বললেন, 'আপনাকে মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে হবে।' প্রফুল্লচন্দ্র পরিষ্কার উত্তর দিলেন, 'না। আমার দ্বারা সম্ভব নয়।' আচার্য কৃপালনী বললেন, 'আমি কংগ্রেস-সভাপতি। আমি নির্দেশ দিচ্ছি আপনাকে হতে হবে।' প্রফুল্লচন্দ্র সেন উত্তর দিলেন, 'আমি আপনার সব কথা শুনতে প্রস্তুত। যে কাজ দেবেন, করব। কিন্তু মন্ত্রী হতে পারব না।' ঘুরে-ফিরে সেই অচল অবস্থা। একজন অখ্যাতনামা কর্মী অনেক ঘোরাঘুরি করে সমস্যা সমাধানের একটা সাময়িক সূত্র বার করলেন। ১৫ই আগস্টটা কেটে যাক, তারপর ৩১শে আলাপের মধ্যে ভেবে-চিন্তে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ প্রতিপালিত হবে। সাময়িক বিরতি। সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে কলকাতায় ১৫ই আগস্ট কংগ্রেস সভাপতির জন্য কোনো জনসভার আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। অথচ উনি জনসভা করবেনই। অনেক ভেবেচিন্তে ওঁকে নিয়ে যাওয়া

হল শ্রীরামপুর। শ্রীরামপুর কাছেই, কিন্তু যাত্রাটা খুব উপভোগ্য হয়েছিল। গাড়ির পেছনের আসনে উনি এবং আর দুটি মেয়ে— দুজনেই বি এ পাস। আর সামনের সীটে আমার সঙ্গে বন্ধুবর এ বি চ্যাটার্জি, আই সি এস। মেয়ে দুটি আচার্য কৃপালনীকে রাস্তাঘাট ভাল করে বোঝাল। টালা ব্রীজ দিয়ে যেতে যেতে বোঝাল, ওটি Tolly's নালার উপরে সেতু। বালী ব্রীজকে হাওড়া ব্রীজ বলে চালিয়ে দিল। আর উনি তাদের সঙ্গে গল্পে মশগুল। দেখে একবারও মনে হবে না যে, কিছুক্ষণ আগেও পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা নিয়ে ওঁর উদ্বেগের অন্ত ছিল না। রবীন্দ্রসঙ্গীতের দু-একটি কলিও পেছন থেকে শুনতে পাওয়া গেল। উনি অবশ্য গান গাইছিলেন না, মনে হল যেন একটু গুনগুন করছেন।
(*কষ্টকল্পিত* : ২০-২১)

১ অগস্ট

চারু বিশ্বাস— চারুচন্দ্র বিশ্বাস কর্মজীবনের শুরু থেকে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৯১০ সালে কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করে ১৯৩৭-৪৮ বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৩৮-৫০ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অফ'ল-এর ডিন ছিলেন। ১৯৪৯-৫০ কয়েকমাসের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদে আসীন ছিলেন। ১৯৫০-৫৭ পর্যন্ত চারুচন্দ্র কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় বিভিন্ন দফতরের দায়িত্ব পান। হিন্দু কোড য়্যামেন্ডমেন্ট এ্যাক্ট এবং স্পেশাল ম্যারেজ এ্যাক্ট এই দুটি আইনের সঙ্গে সুদক্ষ আইনবিদ চারুচন্দ্র বিশ্বাসের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। ১৯৬০সালে ৭২ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

বিজন মুখোপাধ্যায়— বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৯১-২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬)। পিতা রাখালদাস মুখোপাধ্যায় আইনজীবী ছিলেন। আদি নিবাস হুগলি জেলায়। মেধাবী ছাত্র, ইতিহাস ও আইন বিষয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৯১৪ সালে কলকাতা হাইকোর্টে কর্মজীবন শুরু করেন। কিছুকাল পরেই আইন কলেজে অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। আইনজ্ঞ হিসাবে প্রথম থেকেই বিশিষ্টতার পরিচয় দেন এবং ১৯৩৬ সালে কলকাতা হাইকোর্ট ও ১৯৪৮-এ দিল্লীতে ফেডারেল কোর্টে (পরবর্তীকালে সুপ্রীম কোর্ট) বিচারপতির পদে যোগ দেন। ১৯৫৪ সালের ২৩ ডিসেম্বর তিনি ভারতের প্রধানবিচারপতির পদ অলংকৃত করেন। কর্মজীবনে সাফল্যের পাশাপাশি তাঁর বিদ্যানুরাগ ভারতীয় ঐতিহ্য সংস্কৃতির প্রতি তাঁর একনিষ্ঠ সশ্রদ্ধ আকর্ষণ বিশেষত সংস্কৃত চর্চার প্রসারে তাঁর অবদান স্মরণীয় হয়ে আছে।

যে প্রবন্ধ লিখতে হবে— Acharya Kripalani : The professor. Acharya J. B. Kripalani. edited by P.D. Tandon. Hind Kitabs Ltd., Bombay. 1948. Nov. pp. 51-54

৩ অগস্ট

অতুল্য— অতুল্য ঘোষ (৮ আগস্ট ১৯০৪-১৮ এপ্রিল ১৯৮৬)। সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা।

পঞ্চানন গ্রন্থাগার— শ্রীরামপুরের চাতরা গার্লস স্কুলের শিক্ষক পঞ্চানন ভট্টাচার্য এই গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা। চাতরা দত্ত পাড়ায় এটি অবস্থিত ছিল।

৫ অগস্ট

নির্ণয়ের জন্য একটা প্রবন্ধ— গান্ধীবাদের সমস্যা, নির্ণয় ১৯৪৭ অগস্ট ১৫:৫-৬।

৮ অগস্ট

স্টেশনে এলাম— গান্ধীজি পাটনা থেকে কলকাতায় আসছিলেন। দিদির বাড়ি থেকে বর্ধমান স্টেশনে এসে অপেক্ষা করেন নির্মলকুমার।

৯ অগস্ট

সোদপুরে এলাম— গান্ধীজি সোদপুরের খাদি প্রতিষ্ঠানে সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের আতিথ্য গ্রহণ করেন।

নোয়াখালির জন্য গুছিয়ে নিচ্ছি— শেষ পর্যন্ত নোয়াখালি যাত্রা স্থগিত ও বাতিল হয়।

১০ অগস্ট

রাধানাথ— রাধানাথ দাস, রাজনীতিক।

মি. উসমান— এস এম ওসমান, কলকাতার প্রাক্তন মেয়র। এবং কলকাতা জেলা মুসলিম লীগের সম্পাদক।

কথা হওয়ার পর —

> Mohammad Usman again came. A large Muslim deputation accompanid him. They entreated Gandhiji to stay on in Calcutta even if it were only for two more days :
>
> We Muslims have as such claim upon you as the Hindus. For you yourself have said you are as much of Muslims as of Hindus.
>
> GANDHIJI : I am willing, but hten you have to guarantee the pcace of Noakhali. If I do not go to Noakhali before the 15th on the strength of your guarantee and things go wrong thee, my life will become forfeit; you will have to cace a fast unto death on my part.

১১ অগস্ট

একসঙ্গে থাকবেন— গান্ধীজির প্রস্তাবটি এমনই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, সুরাবর্দি সাহেব তৎক্ষণাৎ কোন জবাব দিতে পারেননি। গান্ধীজি সাহিদ সাহেবকে বলেন যে, 'আপনার বৃদ্ধ পিতা ও কন্যার সহিত আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।'

GANDHIJI : Do you want to suggest I should not leave on Wednesday and pass the whole of my time in bringing peace to Calcutta ?

SUHRWARDY : Yes.

I stayed (for these two days in Calcutta) very much against my will. But Usman Saheb overpowered me. He made a successful appeal to my heart. He asked me to see things with my own eyes and do something to allay the present communal feelings. I would remain if you and I are prepared to live together. This is my second offer[2] to you. We shall have to work till every Hindu and Mussalman in Calcutta safely returns to the place where he was before. We shall continue in our effort till our last breath.

I do not want you to come to a decision immediately. You should go back home

and consult your daughter; for the implication of what I mean is that the old Suhrawardy will have to die and accept the garb of a mendicant (fakir).

My Days with Gandhi, pp. 538-39

অদ্য অপরাহ্নে কলিকাতার ভূতপূর্ব মেয়র মিঃ ওসমান সহিদ সাহেবের পত্র লইয়া আমার নিকট আসিয়াছেন। সহিদ-সাহেব আমার প্রস্তাব সমগ্রভাবে গ্রহণ করিয়াছেন।...

(প্রার্থনান্তিক সভায়। আনন্দবাজার পত্রিকা। ১৩ আগস্ট ১৯৪৭)

রাজা গোপালাচারির পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হওয়ায় নানামহলে কিছু অসন্তোষ লক্ষ্য করা যায়। ১১ অগস্ট গান্ধিজির হাতে একটি হ্যাণ্ডবিল পৌঁছয়, তারই প্রতিক্রিয়ায় শরৎচন্দ্র বসুকে লেখেন :

SODEPUR,
August 11, 1947

MY DEAR SARAT,

What is all this black flag demonstration[1] against Rajaji ? I am certain that it is a mistake on our part. In spite of his faults (moreover who among us can claim to be faultless?) he is as much a lover of the country as you and I. I am giving you the impression left on me. As regards the situation in Bengal you are a better judge.

Hope you are well.

Yours,
BAPU

1. The addressee considered C Rajagopalachari's appointment as Governor of Bengal "an outrage upon Bengal's sentiments."

অতুল্য ঘোষ লিখেছেন :

> উনি যখন পশ্চিমবাংলার প্রথম গভর্নর হয়ে আসেন সেই সময়ে সুরেশদা (মজুমদার) ও প্রফুল্লদা (সেন) দু'জনে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদকে একটি চিঠি দেন। চিঠি বহন করে নিয়ে যান অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু। চিঠিতে লেখা ছিল যে রাজাজীকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বিশেষ পছন্দ করে না। তাঁর তীক্ষ্ণ শ্লেষ বাক্য এবং ত্রিপুরীতে সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে যে সমস্ত উক্তি তিনি করেছিলেন তার কোনটাই পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা ভালভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। অবশ্য চিঠিতে কোনও কাজ হয়নি।...

১২ অগস্ট

চন্দননগর সম্পর্কে— সে সময় চন্দননগর ফরাসিদের অধীনে ছিল। চন্দননগরবাসীরা স্থির করেন একই দিনে অর্থাৎ ১৫ অগস্ট তাঁরাও স্বাধীনতা দিবস পালন করবেন। গান্ধীজি তাঁর ভাষণে বলেন, 'উহা অবিবেচনাপ্রসূত কার্য হইবে...। সম্ভবত ইহা স্পর্ধারই পরিচায়ক হইবে। ইংরেজরা ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতেছে ফরাসী ও পর্তুগীজ নহে। ফরাসী ও পর্তুগীজ অধিকৃত অঞ্চলের অধিবাসীরা শীঘ্রই স্বাধীন ভারতের সহিত যুক্ত হইবেন, এ বিশ্বাস তাঁহাদের রহিয়াছে। কিন্তু সে সকল অঞ্চলের ভারতবাসীরা যেন নিজেরাই নিজেদের বিচারক না হইয়া বসেন।'

(আনন্দবাজার পত্রিকা। ১৩ অগস্ট ১৯৪৭)

১৬ আগস্ট

Rev. Kellas এর সঙ্গে —

The prinicipal question discussed was in connection with the relation between education, religion and the State.

Gandhiji expressed the oponion that the State should undoubtedly be secular. It could never promote denominational education out of public funds. Everyone living in it should be entitled to profess his religion without let or hindrance, so long as the citizen obeyed the common law of the land. There should be no interference with missionary effort, but no mission could enjoy the patronage of the State as it did during the foreign regime.

While discussing these matters with Principal Kellas, Gandhiji incidentaly remarked that although we had thrown overboard British political supremacy, we have not yet been able to throw overboard the cultural one. In his characteristic style, he said :

We have discarded foreign power, not the unseen foreign influence.

What he would like the new India of his dream to do was to lay the foundation of a new life in keeping with its natural surroundings. In every State in the world today, violence, even if it were for so-called defensive purposes only, enjoyed a status which was in conflict with the better elements of life.

'The organization ofthe best in society', was the aim to which new India should dedicate herself; and this could be done only if we succeeded in demolishing the status which had been given to goondaism today.

One of the scientist memebrs of the staff then asked Gandhiji what scientific men should do if they were now asked by the free India Government to engage in researches in furtherance of war and the atom bomb ? Gandhiji promptly replied :

Scientists to be worth the name should resist such a State unto death.

Harijan, 24-8-1947

২০ অগস্ট

দুই পতাকাই বন্ধুত্বের চিহ্ন— এ প্রসঙ্গে গান্ধিজি বলেছিলেন, 'দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে মৈত্রী সম্পর্ক বিদ্যমান রহিয়াছে। ইংল্যান্ড ও আমেরিকা যেমন পরস্পরের পতাকা উত্তোলন করিতে পারে তেমন এক ডোমেনিয়নে, 'যে কেন অন্য ডোমেনিয়নের পতাকা উত্তোলন করা চলিবে না, উহার কারণ আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না।'

(আনন্দবাজার পত্রিকা। ২১ আগস্ট ১৯৪৭)

২২ অগস্ট

P.R.Thakur— প্রমথরঞ্জন ঠাকুর (১৫ জুন ১৯০২-৯০)। মতুয়া ধর্মের প্রবর্তক শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের বংশধর। পিতা শশিভূষণ ঠাকুর। তপশিলি জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করে রাজনীতিতে প্রবেশ। অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুর থেকে নির্বাচিত হয়ে ব্যবস্থাপক সভায় (বর্তমানে যে বিধানসভা) (১৯৩৭-৪৬) প্রবেশ। প্রফুল্লচন্দ্র সেনের মন্ত্রীসভায় উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রকের দায়িত্ব পান। পরবর্তীকালে নবদ্বীপ লোকসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হন। মতুয়া মহাসংঘের মহাসংঘাধিপতি ছিলেন।

২৩ অগস্ট

Woodlands (আলিপুরে) মিটিং — কোচবিহারের মহারাজার আলিপুরের বাড়িতে এই সভা হয়। কোচবিহারের মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

বন্দেমাতরম সম্বন্ধে— আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন ২৪ অগস্ট ১৯৪৭ :

'বন্দেমাতরম্' দেশাত্মবোধের মূলমন্ত্র

জাতিধর্ম নির্বিশেষে এই মন্ত্রগ্রহণের আহ্বান, "আল্লা-হু-আকবব" ও "বন্দেমাতরম্" ধ্বনির উল্লেখ করিয়া গান্ধীজি বলেন, প্রথম ধ্বনিটি আধ্যাত্মিকধ্বনি; উহার অর্থ একমাত্র ভগবানই মহৎ, দ্বিতীয় ধ্বনিটি জাতীয় সঙ্গীত ও বাঙ্গলার জাতীয় ধ্বনি; ভারতের অন্যান্য অংশ যখন নিদ্রিত তখন এই ধ্বনিই বাঙ্গলাকে জাগরূক রাখিয়াছে এবং এই ধ্বনি হিন্দু ও মুসলমান সকলেই গ্রহণ করিয়াছিল। গান্ধীজির মতে হিন্দুদের যেমন "আল্লা-হু-আকবর" উচ্চারণে আপত্তি করা উচিত নহে, মুসলমান বন্ধুদেরও তেমনি "বন্দেমাতরম্" উচ্চারণে আপত্তি থাকা উচিত নহে।'

২৪ অগস্ট

ঢেঙ্কানলের রাজা— তৎকালীন ওড়িশার একটি দেশীয় রাজ্য। সেসময় সেখানকার রাজা ছিলেন শঙ্করপ্রতাপ সিং দেও মহেন্দ্রবাহাদুর। জন্ম ১৫ নভেম্বর ১৯০৪। পিতার মৃত্যুর পর ১৯১৮ সালে তিনি রাজপদ লাভ করেন। রায়পুরের রাজকুমার কলেজের শিক্ষার পর কটকের র‍্যাভেনশ্ কলেজ থেকে স্নাতক হন।

জুয়াঙ— ওড়িশার একটি আদিবাসী গোষ্ঠী। নৃতাত্ত্বিক নির্মলকুমার প্রথম জীবন থেকে এদের সম্পর্কে আগ্রহ বোধ করেছিলেন। ১৯৪৭-এর আগে এবং পরেও এই গোষ্ঠীর বিষয়ে তাঁর লেখা কয়েকটি প্রবন্ধ আছে।

২৫ অগস্ট

নিতাইচরণ পাল— মৃৎ শিল্পী ও ভাস্কর। অবনীন্দ্রনাথ এবং নন্দলাল বসুর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য ও শিক্ষা নিতাইচরণকে বাঙালার মৃৎশিল্প ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে স্বকীয়পথের সন্ধান দিয়েছে।

১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে ৬৩বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

কিরণবাবু-- কিরণশঙ্কর রায় (১৮৮৯-২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯)। অখণ্ড বাংলার রাজনীতিতে একটি উল্লেখযোগ্য নাম।

২৬ অগস্ট

দেবেন মুখুয্যে— দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। হিন্দু মহাসভার সদস্য। কাউন্সিলার, কলকাতা কর্পোরেশন।

পঞ্চানন নিয়োগী— শিক্ষাবিদ। রাজশাহী গভর্নমেন্ট কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার পর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কলেজের অধ্যক্ষ হন।

নরেন দাস— স্বাধীনতা সংগ্রামী, সংযুক্ত সোসালিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান।

জগমোহন বসু— উত্তর কলকাতার জনপ্রিয় নেতা, আইনজীবী।

গুণেন্দ্রকৃষ্ণ রায়— রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিট এবং যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ-এর সংযোগ স্থলে ১৭ নম্বর বাড়িটি রায়বাহাদুর গুণেন্দ্রকৃষ্ণ রায়ের বাড়ি। পাশে রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের বেশ কয়েকটি বাড়িও তাঁরই। তারই একটিতে (P15) এই আড্ডা বসত। রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের বাড়িগুলি আগেই মালিকানা বদল করেছে। মুল বাড়িটিও গাঁইতি-শাবলের অপেক্ষায়।

২৮ অগস্ট

সুহরাবর্দির বিরুদ্ধে poster—গান্ধীজি ছাত্রদের সুহরাবর্দির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের তীব্র নিন্দা করে বলেন, 'যাহারা ভবিষ্যতে জাতির নেতৃবৃন্দের স্থান দখল করিবে, তাহাদের নিকট তিনি এই রূপ মর্মান্তিক উচ্ছৃঙ্খলতা আশা করেন নাই।' ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে গান্ধীজির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়।

সুভাষবাবু এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ—

নেতাজীর রোমাঞ্চকর জীবন

গান্ধীজী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, নেতাজী এই নশ্বর দেহে জীবিত নাই বটে, কিন্তু ভারত সেবকের অন্তরে তিনি বিরাজমান। তাঁহার জীবন দুঃসাহসিক রোমাঞ্চকর ঘটনাবলীতে পূর্ণ, তাঁহার দুঃসাহসিকতা অতুলনীয়। স্বীয় প্রতিভাবলে তিনি যে ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী গঠন করিয়াছিলেন, বর্তমান জগতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তাঁহার সংগ্রাম সামান্য কথা নয়। তাঁহাদের মধ্যে মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও নেতাজীর প্রতি গান্ধীজির শ্রদ্ধা ও ভালবাসা বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নাই। ছাত্রগণ হিংসা কিংবা অহিংসা যে মতেই বিশ্বাসী হোক না কেন, উভয় ক্ষেত্রেই কঠোর নিয়মানুবর্তিতা প্রয়োজন এই কথা তাহাদিগকে বুঝিতে হইবে। (আনন্দবাজার পত্রিকা। ২৯ আগস্ট ১৯৪৭)

৩০ অগস্ট

শ্যামাপ্রসাদবাবু পাঞ্জাব সম্বন্ধে— শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সে সময় কেন্দ্রীয় শিল্প ও সরবরাহ দপ্তরের মন্ত্রী।

৩১ আগস্ট

দেবেন সেন— (১৮৯৭/৯৯ ?-২৯ এপ্রিল ১৯৭১) ছাত্রাবস্থায় অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ হন। বিশিষ্ট শ্রমিকনেতা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে আজীবন যুক্ত ছিলেন। এই সূত্রে বিশ্বের নানাস্থানে অনুষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। বিধানসভা ও লোকসভার সদস্য ছিলেন।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

অতীতের তিক্ততা ভুলিয়া যাইতে হইবে
পুনর্বসতির কর্তব্য পালন করুন
গৃহহারাদের সাহায্যের জন্য গান্ধীজীর আহ্বান

রবিবার বাগমারী পার্কে প্রার্থনান্তিকভাষণে মহাত্মা গান্ধী জনতার উদ্দেশে বলেন, তিনি মঙ্গলবার নোয়াখালি যাত্রার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

গান্ধীজী বলেন, "আমি নোয়াখালিতে বেশি দিন থাকিব না; আরব্ধ কার্য সম্পাদন করিতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিব। আমি আশা করি ইতিমধ্যে এখানে পুনর্বসতির কার্য দ্বিগুণ উৎসাহে চলিবে।"

প্রার্থনান্তিক সভায় আসিবার পূর্বে লোয়ার চিৎপুর রোডের মুসলমান অধিবাসীরা গ্র্যাণ্ড হোটেলে মহাত্মা গান্ধীকে বিপুল সম্বর্ধনা জানান। হিন্দু, মুসলমান ও ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের বহু ধনী ব্যক্তি সম্বর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন। মিঃ এইচ এস সুরাবর্দী সভাপতিত্ব করেন।

গান্ধীজী ধনী ব্যক্তিদের নিকট আবেদন জানাইয়া বলেন যে, "বিধ্বস্ত বস্তী ও গৃহগুলির পুনঃসংস্কার ও নির্মাণে তাঁহারা যেন অর্থ দিয়া সাহায্য করেন। তিনি বলেন, আমি আশা করি, আমার এই আবেদন ব্যর্থ হইবে না। ধনীরা যদি সহযোগিতার মনোভাব দেখান তাহা হইলে কার্য আরও দ্রুত অগ্রসর হইবে। নাগরিক হিসাবে তাঁহাদের এই কর্তব্য পালন করা উচিত। ইহাতেই উভয় সম্প্রদায়ের মৈত্রীর প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে।"

গান্ধীজীর প্রার্থনান্তিক ভাষণ

নিম্নে গান্ধীজীর প্রার্থনান্তিক ভাষণের সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হইল :—

"আমি ও শহীদ সাহেব হিন্দু, মুসলমান ও ইউরোপীয় ধনীদের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করিয়া বিধ্বস্ত বস্তী ও গৃহাদি নির্মাণে আর্থিক সাহায্য করিতে তাঁহাদের নিকট আবেদন জানাইয়াছি। প্রায় এক ঘণ্টা তাহাদের সহিত অবস্থানের পর আমরা বাগমারীর প্রার্থনা-সভায় আসিলাম।

ধনীদিগকে আমি বলিয়াছি, আমি আপনাদের নিকট ভিক্ষাপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছি। শিক্ষা সমাপন করিয়া যখন কোনোরকমে সাংসারিক জীবনযাত্রা শুরু করিলাম তখন আমি বুঝিতে পারিলাম ধনিদরিদ্র নির্বিশেষে সকলেরই নিকট ভিক্ষা চাহিবার গুণ আমার আছে। বিধ্বস্ত গৃহ নির্মাণ ও পুনর্গঠনের কাজ দুই প্রকারে হইতে পারে— গবর্ণমেণ্টের অর্থে কিংবা কলিকাতার ধনী সমাজের সাহায্যে। আমি মনে করি গবর্ণমেণ্ট তহবিল খুলিলে তাহা গুরুত্বপূর্ণ হইবে না। কিন্তু ধনী সমাজ যদি সাহায্যের মনোভাব লইয়া অর্থ সাহায্য করে তাহা হইলে ইহার গুরুত্ব দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইবে। নাগরিক হিসাবে তাঁহাদের স্বেচ্ছায় কর্তব্য পালন করা উচিত— ইহাতেই হিন্দু মুসলমান মৈত্রীর প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে। বড় বড় সভাসমিতির কোনো প্রয়োজন নাই, সেগুলিতেই সব কাজ হইবে না। মৈত্রী স্থায়ী করিতে হইলে পুনর্গঠনের কার্য সমাধা করিতে হইবে। সব দলের উচিত এই কর্তব্য পালন করা। অতীতের সমস্ত মলিনতা মুছিয়া ফেলিয়া চিত্তশুদ্ধি করার প্রয়োজন। অতীতের তিক্ততা বিস্মৃত হওয়াই শ্রেষ্ঠ গুণের পরিচায়ক। বিধাতা মানুষকে এই শ্রেষ্ঠ গুণ দান করিয়াছেন।

ধনীরা যদি অতীতের তিক্ততা না ভুলিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা কখনই দান করিতে পারিবে না। আমি ধনীদের উদ্দেশে বলি, সুরাবর্দী সাহেব ও আমি হোটেল ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার পর, পুনরায় একত্র বসিয়া একটা সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত আলোচনা চলাইবেন।

আমি ধনীদের সভায় বক্তৃতা করিয়াছি, তাই বেশি কথা এখন আর বলিতে চাহি না। পুনর্বসতি সংক্রান্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ রায় আমাকে একথা জানাইলে আনন্দিত হইব যে, উভয় সম্প্রদায়ের মৈত্রীবন্ধন অটুট হইয়াছে এবং গৃহত্যাগীরা এখন গৃহে ফিরিয়া আসিতে প্রস্তুত। তবে তাহারা যেসব কারখানায় কাজ করিয়া জীবিকার্জন করিত সেগুলি চলিতেছে না— ইহাই তাহাদের পক্ষে বড় বাধা। মুসলমান প্রতিবেশীরা পরিত্যক্ত গৃহগুলি সংস্কার করিবার ভার লইয়াছে। এই কথা যদি সম্পূর্ণ সত্য হয়, তাহা হইলে কলিকাতার উপদ্রুত অঞ্চলে ইহার প্রভাব বিস্তার করিবে।

বাগমারী পূর্ব কলিকাতার একটি মুসলমান প্রধান অঞ্চল, দাঙ্গার সময় সমস্ত হিন্দু পরিবারেরা ঘরবাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যায়। ইহা সর্বাধিক উপদ্রুত অঞ্চলগুলির অন্যতম।

পশ্চিমবঙ্গের পুনর্বসতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ রায় শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে এখানে একটি কুটিরে বাস করায় প্রায় ১ শত লোক ফিরিয়া আসিয়াছে।

আমি আগামী মঙ্গলবার নোয়াখালি যাত্রার সঙ্কল্প করিয়াছি। শহীদ সাহেবও যদি তাঁহার সহিত যাইতে চান, তাহা হইলে তিনি যাইতে পারেন। আমি নোয়াখালিতে বেশি দিন থাকিব না; কলিকাতার আরব্ধ কার্য সম্পাদন করিবার জন্য আমি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিব। আমি আশা করি, ইতিমধ্যে পুনর্বসতির কার্য দ্বিগুণ উৎসাহে চলিতে থাকিবে। শান্তি স্থায়ী করিতে হইলে, বিলম্ব করিলে চলিবে না।

গ্র্যাণ্ড হোটেলে মিঃ সুরাবর্দীর বক্তৃতা

গ্র্যাণ্ড হোটেলে গান্ধীজীর সম্বর্ধনা সভায় মিঃ সুরাবর্দী সভাপতির ভাষণে বলেন, কলিকাতার দাঙ্গায় প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। তাই দরিদ্রদের আহার, আশ্রয় ও বস্ত্র সংগ্রহে তাঁহাদের সাহায্য করা উচিত।

সভায় মিঃ সুরাবর্দীর বক্তৃতা

মিঃ সুরাবর্দী জনতার উদ্দেশে বলেন, হিন্দু ও মুসলমানেরা যাহাতে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া বসবাস করিতে পারে তজ্জন্য উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। উভয়ের তরফ হইতে অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা করিয়া সকলের মনে আস্থা ফিরাইয়া আনিবার চেষ্ট করা হইতেছে। অবশ্য কিছু বাধাও আছে। এক শ্রেণীর লোক গুণ্ডামির দ্বারা, লোকের মনে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ জাগাইয়া তোলে; তাহাদের দিক হইতেই বাধা আসিতে পারে। এই সব লোক জানে না যে কোনো স্থানের ছোটখাট ঘটনায় শুধু কলিকাতা কেন, পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গেও ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

মিঃ সুরাবর্দী বলেন, দেশের বর্তমান সাম্প্রদায়িক অবস্থার সংবাদ পরিবেষণ সম্পর্কে সংবাদপত্রগুলির সংযত হওয়া উচিত। তিনি বলেন, অন্য স্থানে কি হইতেছে, তাহা লইয়া আমাদের মাথা ঘামানো উচিত নয়। আমাদিগকে এখানে সর্বপ্রকারে শান্তিরক্ষা করিতে হইবে— অন্য স্থানের ঘটনায় আমরা যেন বিচলিত বা উত্তেজিত হইয়া না পড়ি।" তিনি পরিশেষে বলেন যে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলিয়াছেন, প্রতিশোধের মনোভাব দূর করিতে হইবে। এই কথা যেন সকলে স্মরণ রাখিয়া কর্তব্য পালন করেন।

মুসলমান বালকগণ "হিন্দুস্থান হামারা" সঙ্গীতটি গাহিবার পর সভার কার্য আরম্ভ হয়।

হিন্দু-মুসলমান ঐক্য উৎসবে বিচিত্র অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়।

মঙ্গলবার গান্ধীজীর নোয়াখালি যাত্রা
কাজিরখিল ক্যাম্পে অবস্থানের ব্যবস্থা

আগামী ২রা সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার সকালে গান্ধীজী চট্টগ্রাম মেলে নোয়াখালি যাত্রা করিবেন। মিঃ সুরাবর্দীও গান্ধীজীর সঙ্গে যাইবেন।

নোয়াখালির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট দাখিলের জন্য শ্রীপিয়ারীলাল ও শ্রীচারুভূষণ [চন্দ্র] চৌধুরী রবিবার সকালে এখানে পৌঁছিয়াছেন। তাঁহাদের সহিত আলোচনার পর গান্ধীজী সন্ধ্যায় নোয়াখালি গমনের সিদ্ধান্তের বিষয় প্রকাশ করেন।

শ্রীচারুভূষণ [চন্দ্র] চৌধুরী বলেন, নোয়াখালির অবস্থা বিশেষ খারাপ নহে। অবশ্য ছোট খাটো রকমের দুর্ঘটনা ঘটিতেছে।

গান্ধীজী এক সপ্তাহ কিংবা সর্বাধিক এক পক্ষকালের বেশী নোয়াখালিতে অবস্থান করিবেন না।

গান্ধীজী কাজিরখিল ক্যাম্পে অবস্থান করিবেন এবং প্রয়োজনবোধে তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পাঞ্জাব যাত্রা করিবেন। পাঞ্জাবের অবস্থা সম্পর্কে তিনি বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। তবে নয়াদিল্লী হইতে তাঁহাকে সরকারীভাবে জানান হইয়াছে যে, অনতিবিলম্বে তাঁহার পাঞ্জাব গমনের প্রয়োজন নাই; স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্বপ্রযত্ন।

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু গান্ধীজীর সহিত নোয়াখালি গমন করিবেন এবং তাঁহার সেক্রেটারীরূপে কাজ করিবেন। কুমারী মানু গান্ধী ও সেবাগ্রামের আশ্রমবাসী শ্রীবিষণ তাঁহার সঙ্গে যাইবেন।

গান্ধীজী সকাশে ডাঃ ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ রবিবার অপরাহ্নে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন।

গান্ধী শিবিরে বণিকসভার সভাপতিগণ

রবিবার অপরাহ্নে কলিকাতার বিভিন্ন বণিক সভার সভাপতিগণ গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তন্মধ্যে মিঃ কাম্বারব্যাচ (বঙ্গীয় বণিক সভা), মিঃ ডি এন সেন (বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স) মিঃ বাবুলাল জালান (মারোয়াড়ী বণিক সভা) মিঃ ডি সি ড্রাইভার (ভারতীয় বণিক সভা), মিঃ কাসিম মহম্মদ (মুসলিম বণিক সভা), মিঃ ডি সি ঘোষ, মিঃ কে ডি জালান প্রভৃতির নামই উল্লেখযোগ্য।

রাখীবন্ধন উৎসব

রবিবার গান্ধী শিবিরে রাখীবন্ধন উৎসব হয়। শ্রীযুত আভা গান্ধী ও কুমারী মানু গান্ধী সর্বপ্রথম গান্ধীজীর হস্তে রাখী বাঁধিয়া দেন। পরে মিঃ সুরাবর্দী ও অপর কয়েকজন মুসলমান ভদ্রলোক সহ সমাগত ব্যক্তিগণ গান্ধীজীর হস্তে রাখী পরাইয়া দেন।

১ সেপ্টেম্বর

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদন :

সোমবার রাত্রি সওয়া ৮ ঘটিকা হইতে মহাত্মার অনশন অবলম্বন
কলিকাতায় শান্তি ফিরিয়া না আসিলে অনশন ভঙ্গ করিবেন না
'কোনমুখে পাঞ্জাব যাইব'— কলিকাতার অশান্তিতে মহাত্মার মনোবেদনা

সোমবার রাত্রি সওয়া আট ঘটিকা হইতে মহাত্মা গান্ধী অনশন আরম্ভ করিয়াছেন। কলিকাতায় শান্তি ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত তিনি অনশন ভঙ্গ করিবেন না।

মহাত্মা সকাশে গবর্ণর

পশ্চিমবঙ্গের গবর্ণর শ্রীযুত চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী সোমবার রাত্রি সাড়ে ৮ ঘটিকায় বেলিয়াঘাটায় গান্ধীজীর বাসভবনে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি প্রায় ৩ ঘণ্টাকাল গান্ধীজীর সহিত অবস্থান করেন। কলিকাতার সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সম্বন্ধেই প্রধানতঃ তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে আলোচনা হয় বলিয়া বিশ্বাস।

মহাত্মার নোয়াখালি যাত্রা স্থগিত

কলিকাতার পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার দরুণ মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালি যাত্রা স্থগিত রাখিয়াছেন। গান্ধীজীর অদ্যই (মঙ্গলবার) নোয়াখালি অভিমুখে রওনা হইবার কথা ছিল।

কোন্ মুখে পাঞ্জাব যাইব? মহাত্মার বিবৃতি

এক বিবৃতি প্রসঙ্গে মহাত্মা জানান যে, অনশনকালে প্রয়োজনবোধে তিনি জলের সহিত লবণ ও সোডা বাই-কার্ব গ্রহণ করিবেন।

তিনি বলেন,— পাঞ্জাব হইতে আমার নিকট জরুরী আহ্বান আসিয়াছে, কিন্তু কলিকাতায় যে শান্তি দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে— এমতাবস্থায় কোন্ মুখে আমি পাঞ্জাব যাইতে পারি? যে অস্ত্র আমার নিকট এতাবৎ অব্যর্থ বলিয়া মনে হইয়াছে তাহা হইল অনশন— আমার মুখের কথা যাহা করিতে পারতে পারে না— আমার অনশন তাহা করিতে পারে। এই অনশন যদি কলিকাতার হাঙ্গামাকারীদের অন্তর স্পর্শ করিতে পারে, তাহা হইলে পাঞ্জাবের হাঙ্গামাকারীদের অন্তরও ইহা স্পর্শ করিতে পারিবে — এজন্যই আমি অদ্য (সোমবার) রাত্রি ৮-১৫ মিনিট হইতে অনশন আরম্ভ করিলাম। কলিকাতায় যদি শান্তি ফিরিয়া আসে তবেই আমি অনশন ভঙ্গ করিব।"

মহাত্মা গান্ধী নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন :

"অতি দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে যে, গতকল্য রাত্রিতে কয়েকজন যুবক ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় এক ব্যক্তিকে লইয়া বাড়ীর প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়। সে কয়েকজন মুসলমান কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল বলিয়া জানান হয়। প্রধানমন্ত্রী তাহাকে পরীক্ষা করে, কিন্তু কথিত কোন ছুরিকাঘাতের চিহ্ন তাহার শরীরে পাওয়া যায় নাই। আঘাতের গুরুত্বই প্রধান বিষয় ছিল না। আমি জোরের সহিত বলিতে চাই যে, এই যুবকগণ নিজেরাই বিচারক ও শাস্তিদাতা হইবার চেষ্টা করিয়াছিল। তখন রাত্রি প্রায় ১০টা। তাহারা তাহাদের সাধ্যমত চীৎকার করিতেছিল। আমার নিদ্রার ব্যাঘাত হইলেও কি ঘটিয়াছে, তাহা না জানিয়া শান্তভাবে শুইয়া থাকিবার চেষ্টা করি। আমি জানালার সার্শি ভাঙ্গিবার শব্দ শুনিতে পাই। আমার উভয় পার্শ্বে দুইটি অত্যন্ত সাহসী বালিকা শুইয়াছিল। তাহারা নিদ্রিত ছিল না। আমার চক্ষু মুদ্রিত থাকায় তাহারা আমার অজ্ঞাতে সেই ক্ষুদ্র জনতার মধ্যে গিয়া তাহাদের শান্ত করিতে চেষ্টা করে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে জনতা তাহাদের কোন ক্ষতি করে নাই। আমার মনে হয় যে, বাড়ীর বৃদ্ধা মুসলমান মহিলা ও একজন মুসলিম যুবক আমাকে রক্ষা করিবার জন্যই আমার বিছানার পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল। চীৎকার তখনও চলিতেছিল। কয়েকজন মধ্যের হলঘরে প্রবেশ করিয়া দরজা খুলিতে আরম্ভ করে। আমার মনে হইল যে, উঠিয়া উক্ত রাগান্বিত দলটির সম্মুখীন হওয়া উচিত। আমি একটি দরজার চৌকাঠের উপর দাঁড়াই। বন্ধুরা আমাকে ঘিরিয়া ধরে এবং অগ্রসর হইতে বাধা দেয়। এই সব ক্ষেত্রে মৌনব্রত ভঙ্গ করা যায় বলিয়াই আমি উহা ভঙ্গ করি এবং উত্তেজিত যুবকদের শান্ত হইবার জন্য অনুরোধ করি। আমি আমার বাঙ্গালী পৌত্রবধূকে আমার কথাগুলির বাঙ্গলা তর্জমা করিয়া দিতে বলি। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। কোনরূপ যুক্তি শুনিবার জন্য তাহারা প্রস্তুত ছিল না। আমি হিন্দুদের কায়দায় হাতজোড় করি, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হয় না। জানালার আরও শার্শি ভাঙ্গিতে থাকে। জনতার মধ্যস্থ বন্ধুরা জনতাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করে। দুইজন পুলিশ অফিসারও সেখানে ছিল। তাহারা কোনরূপ শক্তিপ্রয়োগ না করিয়া হাতজোড় করিয়া অনুরোধ করেন। অল্পের জন্য আমার ও আমার পার্শ্বস্থ সকলের দেহে একটি লাঠির আঘাত লাগে নাই। আমার প্রতি একখণ্ড ইষ্টক

নিক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু তাহা আমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান একজন মুসলমান বন্ধুর দেহে লাগে। বালিকা দুইটি আমার পার্শ্ব ত্যাগ না করিয়া শেষ পর্যন্ত আমার পার্শ্বে থাকে। এই সময়ে পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও তাঁহার কর্মচারিগণ উপস্থিত হন। তাঁহারাও কোনরূপ বলপ্রয়োগ না করিয়া আমাকে গৃহে যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। অতঃপর যুবকদের শান্ত করিবার সুযোগ দেখা দিল। কিছুক্ষণ পরে জনতা চলিয়া যায়। জনতা ছত্রভঙ্গ করাব জন্য পুলিশের টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করা ছাড়া প্রাঙ্গণের বাহিরে কি ঘটিয়াছিল তাহা আমি জানি না। ইতিমধ্যে ডঃ পি সি ঘোষ, আনন্দবাবু ও ডাঃ নৃপেন আসিয়া উপস্থিত হন এবং কিছুক্ষণ আলোচনার পর চলিয়া যান। সুখের বিষয় যে প্রস্তাবিত নোয়াখালি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইবার জন্য শহীদ সাহেব বাড়ী গিয়াছিলেন। উপরোক্ত বিশ্রী ঘটনার জন্য আমি নোয়াখালি যাত্রার কথা চিন্তাও করিতে পারি না কারণ উহার পরিণতি যে কি তাহা কেহই বলিতে পারে না।

এই ঘটনা হইতে কি শিক্ষা লাভ করা যায়? আমি সুস্পষ্ট দেখিতেছি যে, ভারতবর্ষ যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, সেই সাধের স্বাধীনতা যদি রক্ষা করিতে হয়, তবে প্রত্যেক নরনারীর সম্পূর্ণভাবে আইন বিস্মৃত হইতে হইবে। বর্তমান ক্ষেত্রে যাহা করার চেষ্টা করা হইয়াছে তাহা মোটামুটি আইনের অনুকরণ। যদি মুসলমানেরা অন্যায় করিয়া থাকে তবে অভিযোক্তারা মন্ত্রীদের নিকট যাইতে না চাহিলে আমার নিকট বা আমার বন্ধু শহীদ সাহেবের নিকট যাইতে পারিত। মুসলমান অভিযোক্তাদের সম্পর্কেও এই কথাই প্রযোজ্য। যদি সভ্য সমাজের প্রাথমিক নীতি সমূহ অনুসৃত না হয় তবে কী [...] কুত্রাপি শান্তিরক্ষা করা অসম্ভব। তাহারা যেন পাঞ্জাবের বা বহির্ভারতের বর্বরতার কথা না বলে। নিজ হস্তে প্রতিকারোপায় না-করার যে প্রকৃষ্ট নীতি, উহার কোনও ব্যতিক্রম থাকিতে পারে না।

পাটনাস্থিত আমার সেক্রেটারী দেবপ্রকাশ তার করিয়াছেন— "পাঞ্জাবের ঘটনাবলীতে জনসাধারণ বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে। এই বিষয়ে জনসাধারণ ও সংবাদপত্রের কর্তব্য সম্পর্কে বিবৃতি দেওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে করি।" শ্রীদেবপ্রকাশ কদাপি অযথা বিচলিত হন না। সংবাদপত্র নিশ্চয়ই কোনও অসতর্ক উক্তি করিয়া থাকিবে। যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে বর্তমান সময়ে— যে সময়ে আমরা বারুদের স্তূপের উপর বসিয়া আছি, সেই সময় সংবাদপত্রের বিশেষভাবে বিবেচনা করা ও সংযত হওয়া আবশ্যক। অসাধুতার ফল হইবে বারুদের স্তূপে জ্বলন্ত দিয়াশলাইয়ের কাঠি সংযোগ করার মত। আমি আশা করি প্রত্যেক সম্পাদক ও রিপোর্টার তাঁহার কর্তব্য সম্যক উপলব্ধি করিবেন।

একটি বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক। পাঞ্জাব যাওয়ার জন্য আমার নিকট জরুরী তাগিদ আসিতেছে যে, এই শান্তি হয়তো সাময়িক আমি নানারূপ জনরব শুনিতে পাইতেছি। আমি আশা করি, এই সকল জনরব সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন না হইলেও অতিরঞ্জিত। আমাকে কলিকাতাবাসীদের আশ্বস্ত করিতে হইবে যে, কলিকাতায় কোনও গোলযোগ ঘটিবে না এবং শান্তি পুনঃস্থাপিত হইলে আর উহা ভঙ্গ করা হইবে না।

যেদিন শান্তি স্থাপিত হয়, সেইদিন হইতেই অর্থাৎ ১৪ই আগষ্ট হইতেই আমি বলিয়া আসিতেছি যে, এই শান্তি হয়তো সাময়িক নিস্তব্ধতা মাত্র। অলৌকিক কিছুই ঘটে নাই। এই আশঙ্কা কি সত্যে পরিণত হইবে এবং কলিকাতায় কি আবার জঙ্গলের আইন প্রবর্তিত হইবে? তাহা যেন না হয় সর্বশক্তিমান ভগবান যেন আমাদের হৃদয় স্পর্শ করেন এবং বাতুলতার পুনরাবির্ভাব যেন তিনি বাধা দেন।

উপরোক্ত বিবৃতি রচনার পর অর্থাৎ বেলা ৪টার সময় আমি কলিকাতার বিভিন্ন অংশে সঙ্ঘটিত ঘটনাসমূহের মোটামুটি বিস্তৃত বিবরণ জানিতে পারিয়াছি। যে সকল স্থান কাল পর্যন্ত নিরাপদ ছিল, উহার কতকগুলি আজ অকস্মাৎ বিপদাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কয়েকজনের মৃত্যু হইয়াছে। আমি দুইজন অতিশয়

দরিদ্র মুসলমানের মৃতদেহ দেখিয়াছি। আমি দেখিয়াছি, কয়েকজন বিরসবদন মুসলমানকে গরুর গাড়ীতে করিয়া নিরাপদ স্থানে লইয়া যাওয়া হইতেছে। আমি বেশ দেখিতে পাইতেছি যে, এই আকস্মিক হাঙ্গামার তুলনায় কালকার ঘটনাটি ম্লান হইয়া গিয়াছে। আমি এই জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মধ্যে গিয়া ইহা নির্বাপনের চেষ্টা করিলেও কোনও ফল হইবে না। যে সকল হিন্দু সন্ধ্যাবেলা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন এই বিষয়ে তাঁহাদের কর্তব্য কি তাহা আমি তাঁহাদিগকে বলিয়াছি। এই হাঙ্গামা দমনে আমার কর্তব্য কি? এই কয়দিন পূর্ব পাঞ্জাব কি করিয়াছে তাহা তাহাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। পশ্চিম পাঞ্জাবের মুসলমানেরা উন্মাদের ন্যায় আচরণ আরম্ভ করিয়াছে। বলা হইয়াছে যে, পাঞ্জাবের ঘটনায় হিন্দু ও শিখেরা উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছে। উপরে উল্লেখ করিয়াছি, পাঞ্জাবে যাওয়ার জন্য আমার নিকট জরুরী তাগিদ আসিয়াছে। কিন্তু কলিকাতার বুদ্বুদ যখন ফাটিয়া গিয়াছে, তখন আমি কোন মুখে পাঞ্জাব যাইব? ইতিপূর্বে আমার নিকট যে অস্ত্র অমোঘ প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহা হইতেছে উপবাস। চীৎকাররত জনতার সম্মুখে উপস্থিত হইলেই সর্বদা কার্যসিদ্ধি হয় না। গত রাত্রিতে তাহাতে কোনও ফলোদয় হয় নাই। আমার মুখের কথায় যাহা না হয়, আমার উপবাসে তাহা হইতে পারে। যদি আমার উপবাসে কলিকাতার বিবাদমান পক্ষগণের হৃদয় দ্রব হয়, তবে উহাতে পাঞ্জাবের বিবদমান পক্ষ সকলের হৃদয়ও দ্রব হইতে পারে।

সুতরাং আমি অদ্য রাত্রি ৮টা ১৫ মিনিটের সময় অনশন আরম্ভ করিতেছি। যদি কলিকাতার শুভবুদ্ধি ফিরিয়া আসে এবং যখন ফিরিয়া আসিবে তবে এবং তখনই আমি এই অনশন ভঙ্গ করিব। অনশনের সময় যদি আমি জলগ্রহণ করি, তবে উহার সহিত লবণ ও সোডা বাইকার্ব মিশ্রিত করিয়া লইবার অধিকার আমি রাখিলাম।

যদি কলিকাতাবাসীরা চাহে যে, আমি পাঞ্জাব গিয়া তত্রত্য অধিবাসীদের সেবা করিব, তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাহাদের আমাকে আমার অনশন ভঙ্গ করিতে সাহায্য করা উচিত।

কলিকাতায় পুনরায় দাঙ্গা
আই-এন-এ-সি'র বিজ্ঞপ্তি

সোমবার রাত্রে ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল এম্বুলেন্স কোরের প্রচারিত এক ইস্তাহারে বলা হয় যে, ঐ দিন বিভিন্ন ঘটনায় ৭১ জন নিহত এবং ১৬৩ জন আহত হয়। আই এন এ সি ১৪৪ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা করেন এবং ৫১৭ জন উপদ্রুত এলাকাগুলি হইতে নিরাপদ অঞ্চলে স্থানান্তরিত করেন।

অশান্তি পীড়িত অঞ্চলে শান্তি বাহিনী

বিভিন্ন ছাত্র প্রতিষ্ঠান ও নবগঠিত শান্তিসেনা বাহিনী সোমবার কলিকাতার বিভিন্ন অশান্তি পীড়িত অঞ্চল পরিভ্রমণ করে— এই সকল শোভাযাত্রায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই ছিল।

সম্মিলিত রক্ষী বাহিনী নিয়োগের অনুরোধ

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সাধারণ সম্পাদক মিঃ ডি এন মুখার্জি ও মিঃ জে সি গুপ্ত মহাত্মার নিকট সহরের গুরুত্ব পূর্ণ কেন্দ্রগুলিতে হিন্দুস্থান ন্যাশনাল গার্ড, মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড ও কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক দলের সম্মিলিত বাহিনী নিয়োগের প্রস্তাব করিয়াছেন।

কেন্দ্রীয় শান্তি সেনা কমিটির জরুরি বৈঠক

সহরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে মঙ্গলবার সকাল ৮টায় কেন্দ্রীয় শান্তি সেনা কমিটির এক

জরুরী সভা আহূত হইয়াছে। কমিটির সম্পাদক সকল ইউনিট কমাণ্ডারদিগকে ছাত্র প্রতিষ্ঠানগুলিকে ও কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির অপরাপর সদস্যগণকে ঐ বৈঠকে যোগদানের অনুরোধ জানাইয়াছেন।

সহরে শান্তি বাহিনীর মিছিল।

মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশ অনুসারে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির একটি মিছিল গতকল্য সোমবার অপরাহ্ণে বেলেঘাটা, বহুবাজার ষ্ট্রীট, হ্যারিসন রোড, জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীট, কলুটোলা ষ্ট্রীট, চিৎপুর রোড, পার্কসার্কাস, তিলজলা ও ধর্মতলা ষ্ট্রীট পরিভ্রমণ করে।

২ সেপ্টেম্বর

শরৎবাবু—শরৎচন্দ্র বসু (৭ সেপ্টেম্বর ১৮৮৯-২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০)। বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী ও প্রখ্যাত রাজনীতিক।

গান্ধীজী শরৎবাবু, শ্যামাপ্রসাদবাবুদের সঙ্গে দেখা করলেন—

GANDHIJI (laughingly) : So, it needed a fast on my part to bring you to me?

SARAT BOSE : I had a felling that you no more cared for me. But I will not tax your stength. Are you permitted to talk ?

I have to, at least in pursuance of the object for which I am fasting.

I have always been opposed to partition. I have never made any secret of my views. I am a frank man. I did not come before because, as I have already said, I had a feeling that you had not much use for me.

Representatives of all groups and parties have come and asked me why I did not send for you. Some of them said, they had a suspicion that the Forward Bloc people were behind the disturbances. I told them that Sarat Bose knows my door is always open to him. He will come whenever he thinks fit.

That you have wronged me doth appear in this. In your prayer address you said I was spending money like water... in corrupt practices.

Was it not then your clear duty to come to me and remove my doubts – if they were ill-founded? It is the privilege of friendship to speak out one's mind unreservedly without the fear of being misunderstood. Otherwise that is friendship worth? Even your Suhrawardy has said, you spend money like water. But if you had a grievance on that score, why did you not contradict it publicly ? Or you could have written to me. I would have then either explained to you what I meant, or you would have removed the misconception under which I was labouring. I would have then withdrawn my remarks. That was what true friendship demanded.

Let bygones be bygones. What is your complaint now against the Forward Bloc?

The Hindu Mahasabha people say Forward Bloc people are behind this holocaust. I ow it to you to place their allegation before you.

You may believe it if you like. But I tell you a number of Hindu Mahasabha people are behind this business. It is they who are inciting the Sikhs by telling them that it is unmanly on their part passively to look on while the Punjab is burning. I could even mention names.

Mutual recrimination will lead us nowhere. I am not here to judge. My fast is an appeal to everybody to search his heart. It should result in all-round self-purification. When the initial cleansing of the hearts has been effected, parties of Hindus and Muslims should go out together to patrol the troubled areas and relieve the police of its arduous duties. Or they should openly say they want to fight. What is the use of the Forward Bloc and the Hindu Mahasabha bandying words and engaging in mutual recrimination ? How long can we carry on with the help of the police and the military ?

The best use I would have for such tea would be to pour it down the drain. But, perhaps, you will retort that strong tea is better than weak independence.

The deterioration in Bengal set in with the introduction by Suhrawardy of armed police from the Punjab. Dose he now want the British ?

No, he did not say the British. He only said mixed. But there I have a bone to pick with him too. If the hearts of our volunteers could be cleansed, peace would immediately return. For that, cleansing of the hearts on the part of the leaders is necessary. Then alone will they be able to give the masses a clear lead. This today is lacking. You should first declare in unequivocal terms what you stand for and then back it by appropriate personal example. If in the course of it, some topranking leaders are killed, I will not grieve. On the contrary, I shall dane with joy. I told the same to some leading members of the Marwari community who came to seek my advice yesterday. Peace processions by themselves will be an empty show if the basic honesty of intention on the part of the leaders and the rank-and-file workers is not there. If such a volunteer organization wedded to non-violence and ready to make the supreme sacrifice for the achievement of unity and peace begins functioning, I will not mind if the entire police force in the city is withdrawn. And if in the result the whole of Calcutta swims in blood, it will not dismay me. For it will be willing offering of innocent blood. I know how to tackle such a situation. You and I shall then have to rush barefoot in the midst of the flames and work without respite day and night till either peace is restored or we are all dead. That is my conception of a peace mission – not a mealy-mouthed, milk-and-water business. I do not care if I am alone in these thoughts. Enough unto me is my faith. I shall be content if I get honest and whole-hearted co-operation of you all in this work. We shall then be able to control the situation in the Punjab too.

I had the authorities withdraw the armed police guard that was posted at my residence. Unfortunately, it has again come back. I have suffered it to remain not for mine but for Suhrawardy's sake. He feels nervous. If on the night of the 31st August, he had not luckily gone out to get ready for the journey to Noakhali, who knows what might have happened to him, and consequently to me ?

I have often asked why there should be any further trouble now that the League and Jinnah have got what they wanted. If only Jinnah had accepted my offer embodied in the Rajaji Formula, all this could have been avoided ... I was prepared to go even

further. If ater the British had quitted, the collective wisdom and statesmanship of India were still unable to achieve a peaceful solution, I would have invited the Muslim League to take charge of the Government. The Congress Ministers would have made way for them if I had asked them to. Pandit Nehru and the Sardar had told me that they would carry out my orders if I took over command.

I shall endeavour to do my best on your lines for the establishment of peace.

প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে আলোচনা

September 2, 1947

Ghosh : You have been very unfair to the Ministry in undertaking the fast without taking them into your confidence.

GANDHIJI : Perhaps you are right. But the conglagration was spreading so fast that every moment counted. Any avoidable delay would have meant further los of innocent lives.

I do not wish to prolong the argument.

That is just like you. I had expected of you nothing less.

One thing, however, strkies me. You have launched your fast at a time when a section of the Hindus have begun to look upon you as their enemy. They foolishly feel that by asking them to practise non-violence, when the other side has shed all scruples, you are being very unfair to them. I wuld have had nothing to say if you had declared a fast for anything wrong that the Ministry did.

All this is wide of the mark. Don't you see, this now gives me the right to fast against the Muslims, too. My fast is intended to serve both the communities. The moment the Hindus realize that they cannot kep me alive on any other terms, peace will return to Calcutta.

You fast weighs down on us more than anything else. How can we effectively set to work under the heavy weight of your fast ?

It is a wrong way of looking at the thing. My fast is intended to strengthen your hands and to spur everybody to greater activity. You will be done for if you regard it as an oppression.

H. S. Suhrawardy, intervening, said : Already Hindus and Muslims are feeling the pressure. Let us call their representatives together and confer with them at the earliest opportunity.

Dr. Ghosh replied that he had already invited the representatives of Hindus, Muslims and Sikhs to meet him the next day. He asked : "Should it be here or at my residence ?"

"Not here but at the Chief Minister's residence," Suggested Suhrawardy. Gandhiji supported Suhrawardy's suggestion. A preliminary conference should be held at the Chief Minister's residence. Afterwards all or a few out of them could come to him, if necessary.

That was also the procedure followed at the time of my twenty-one days' fast at Delhi in 1924.

Dr. Ghosh told Gandhiji of the stringent action his ministry had already taken in regard to the Press. Any paper indulging in inflammatory propaganda would summarily be suspended.

শ্যামাপ্রসাদবাবু—

September 2, 1947

Dr. Syama Prasad Mookherjee was the next to come. He was accompanied by some other Hindu Mahasabha leaders. Before he could say anything, Gandhiji made solicitous inquiries about his health. this concern for him, by one who was himself fasting, touched Dr. Mookerjee deeply.

Dr. Mookerjee : The general feeling here now is in faouvr of peace. But there is danger of a delayed repercussion in East Bengal. The news from Dacca is disturbing. Their may be a flare-up there any moment.

GANDHIJI : It is inevitabl if the situation here does not improve immediately.

Dr. Mookerjee : From tomorrow Hindustan National Guards (of Hindu Kahasabha) will be patrolling the streets along with the Muslim National Guards.

SUHRAWARDY : The bulletins about Gandhiji's health ought to be more widely publicized. His fast must be terminated within two days.

I will break my fast when Dr. Mookerjee reports that all is quiet in Calcutta – not before that. *Mahatama Gandhi – The Last Phase*, Vol. II, p. 41-15

৩ সেপ্টেম্বর

মন্ত্রিত্বে রদ বদল— সেসময় রাজ্য মন্ত্রীসভায় নানান মতভেদের দরুণ এক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। সর্বভারতীয় সভাপতি আচার্য কৃপালনিকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। আনন্দবাজার পত্রিকায় যে বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল :

মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ
প্রাদেশিক বা জেলা কংগ্রেসের পক্ষে শৃঙ্খলার পরিপন্থী
কংগ্রেস সভাপতির অভিমত

"যদি কোন প্রাদেশিক অথবা জেলা কংগ্রেস কমিটি মন্ত্রিমণ্ডলের গঠন সম্বন্ধে প্রস্তাবসমূহ পাশ করেন তাহা হইলে উহা সর্বপ্রকার শৃঙ্খলার পরিপন্থী হইবে। আজ আমরা যে অবস্থায় আছি তাহাতে উহা স্বদেশানুরাগের পরিপন্থী বলিয়াও গণ্য হইবে।"

সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে আচার্য কৃপালনী উপরোক্ত রূপ অভিমত ব্যক্ত করেন।

আচার্য কৃপালনী আরও বলেন যে, "এইরূপ প্রস্তাবের কোন গঠনতান্ত্রিক যোগ্যতা নাই; কারণ ঐ সকল প্রস্তাব কোন একদল কংগ্রেস সদস্য অথবা কংগ্রেস কমিটিসমূহের অধিকার বহির্ভূত। সুতরাং কংগ্রেসের সদস্যগণ অথবা মন্ত্রিগণকে বাধ্য করার মত উহাদের কোন শক্তি নাই।"

মেদিনীপুরের কতকগুলি কংগ্রেস কর্মীর এক সভায় একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া ইতিপূর্বে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিমণ্ডলের গঠন সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা হয়। উক্ত প্রস্তাবের প্রতি রাষ্ট্রপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে তিনি এই বিবৃতি দান করেন।

শুক্রবার অপরাহ্নে সেচ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীযুত নিকুঞ্জবিহারী মাইতির কলিকাতাস্থিত বাসভবনে মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস কমিটির কার্যনির্বাহক পরিষদের যে সভা আহূত হয়, মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুত কুমারচন্দ্র জানা তাহা অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তৎপূর্বে শ্রীযুত জানা রাষ্ট্রপতির নিকট এক পত্র প্রেরণ করেন। উহাতে বলা হয় যে, বি পি সি সি'র গঠনতন্ত্র অস্বীকার করিয়া উক্ত সভা আহূত হইয়াছে; কারণ উক্ত গঠনতন্ত্রে আছে যে, যদি জেলা কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক পরিষদের কোন পূর্বেকার সভায় অনুমোদন নেওয়া না হয়, তাহা হইলে জেলার কার্যনির্বাহক পরিষদের কোন সভা জেলার বাহিরে আহূত হইতে পারে না। উহাতে আরও বলা হয় যে, সভাপতির সহিত পরামর্শ না করিয়াই কমিটির সম্পাদক শ্রীযুত চারুচন্দ্র মহান্তি উক্ত সভা আহ্বান্ করেন।

প্রকাশ যে, সভাপতি শ্রীযুত জানা উক্ত সভা হইতে প্রস্থান করার পরে উপস্থিত কতকগুলি সদস্য অনেক রাত্রি পর্যন্ত আলাপ-আলোচনা করেন এবং মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্তা ইন্দুমতী দেবী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন।

শনিবার (অদ্য) অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের ৮নং থিয়েটার রোডস্থ বাসভবনে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস পরিষদ দলের আহূত সভার অধিবেশন হইবে।

আচার্য কৃপালনীর বিবৃতি

আচার্য কৃপালনী তাঁহার বিবৃতিতে বলেন :—

মেদিনীপুরের কতকগুলি কর্মীর এক সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে এবং যাহাতে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিমণ্ডলের গঠন সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত প্রদত্ত হইয়াছে তৎপ্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। আমি আরও শুনিয়াছি যে, এই প্রস্তাব অনুমোদন অথবা মন্ত্রিসভার গঠন সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব গ্রহণের জন্য কলিকাতায় মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস কমিটির কার্যনির্বাহক পরিষদের এক সভা আহূত হইয়াছে।

কংগ্রেসের পরিষদ সম্পর্কিত ইতিহাসে মেদিনীপুরের কর্মীদের কার্যের ন্যায় ঘটনা শোনা যায় নাই। সকল সময়েই কংগ্রেস এই দুই নীতি স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। উহা হইতেছে এই যে, কোন মন্ত্রিমণ্ডলকে যোগ্যতার সহিত কার্য করিতে হইলে ভিত্তিস্বরূপে মন্ত্রিসভার একতা এবং সম্মিলিত দায়িত্ব আবশ্যক। উহার জন্যই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলিকে প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডলীসমূহের গঠন অথবা দৈনন্দিন কার্য সম্বন্ধে কখনও হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দেওয়া হয় নাই।

অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের ন্যায় এখানেও পরিষদীয় দল তাঁহাদের নেতা নির্বাচন করেন এবং তাঁহার ইচ্ছানুরূপ মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে তাঁহাকে অনুমতি দেন। উক্ত নেতা মন্ত্রিমণ্ডল গঠনে কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারী বোর্ডের সহিত পরামর্শ করেন।

সুতরাং যতই খ্যাতনামা হউন না কেন, মন্ত্রিমণ্ডলের গঠন অথবা উহার দৈনন্দিন কার্য সম্বন্ধে কোন একদল কংগ্রেস কর্মীর পক্ষে প্রস্তাব পাশ করা ভুল। কংগ্রেস সদস্যদের কোন দলের প্রস্তাব করিবার যদি কিছু থাকে তবে হয় উহা পার্টির নেতার নিকট না হয় কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারী বোর্ডের নিকট উত্থাপন করা অত্যাবশ্যক।

শচীন মারা গেছে — শচীন্দ্রনাথ মিত্রের মৃত্যু সংবাদ জেনে গান্ধিজি তাঁর স্ত্রীকে লেখেন :

September 3, 1947

Pyarelal has just given me the news that your husband who was mortally stabbed in the course of protecting others has succumbed to his wounds today.[1] Do not let this be an occasion for sorrow but only for joy. Sachin has bacome immortal. You must not grieve but lose yourself in service in emulation of him.[2]

Mahatama Gandhi – The Last Phase, Vol. II, p. 417

1. Sachin Mitra, who was working with Thakkar Bapa in Noakhali, was wounded on Septemebr 1 while proceeding towards Noakhoda mosque which was supposed to be a danger spot.

2. A group of ladies, who called on Gandhiji, wanted the body of Sachin Mitra to be taken out in a procession. Gandhiji deprecated the idea, saying he hated too much being made of the physical body and added, "If anybody tried to take out my body in a procession after I died, I would certainly tell them – if my corpse could speak– to spare me and cremate me where 'I had died.'

৪ সেপ্টেম্বর

অনশন ভঙ্গ করলেন— এই প্রসঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকায় যে প্রতিবেদন বেরিয়েছিল :

অনশন ভঙ্গের প্রাক্কালে বন্ধুবান্ধবদের নিকট মহাত্মাজীর ঘোষণা
সৎপ্রবৃত্তিকে জাগ্রত করাই বর্তমান অনশনের উদ্দেশ্য
অনশনের পটভূমিকা এবং যৌক্তিকতা বর্ণনা

মহাত্মা গান্ধীর সেক্রেটারী অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু গান্ধীজীর অনশন সম্পর্কে এক বিবরণ প্রচার করিয়াছেন। বৃহস্পতিবার তাঁহার যেসব বন্ধু তাঁহাকে অনশন ভঙ্গ করিতে প্রবুদ্ধ করেন, গান্ধীজী তাঁহাদের বলিয়াছেন যে, কলিকাতায় পুনরায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হইলে তিনি আমরণ অনশন বরণ করিবেন। তিনি তাঁহাদের আরও বলিয়াছেন যে, সমাজের সৎ, শান্তিপ্রিয় ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে সক্রিয় করিয়া তোলার, তাঁহাদিগকে মানসিক অবসাদ হইতে উদ্ধার এবং সংপ্রবৃত্তিকে সজাগ করার উদ্দেশ্যেই বর্তমান অনশন আরম্ভ করা হয়।*

সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা প্রশমন এবং কলিকাতায় প্রকৃতিস্থতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৪৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর রাত্রি সোয়াআটটার সময় গান্ধীজী অনশন আরম্ভ করেন এবং ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাত্রি সোয়া নয়টার সময় মিঃ সুরাবর্দী প্রদত্ত এক গ্লাস সুমিষ্ট কমলালেবুর রস পান করিয়া তিনি অনশন ভঙ্গ করেন।

কিরূপে এবং কোন্ অবস্থায় তিনি অনশন ত্যাগ করেন, তাহার পটভূমিকা জানিতে হইলে অনশন আরম্ভের ইতিহাস দেওয়া প্রয়োজন।

বিগত ১৪ই আগষ্ট হইতে ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত কলিকাতার অবস্থা শান্ত ছিল। ৩১শে আগষ্ট সন্ধ্যায় গান্ধীজীর শান্তি মিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। পরদিন সকালে সহরের কয়েকটি অংশে পুনরায় প্রচণ্ড আকারে সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা দেখা দেয়। ইতিমধ্যে সকালেই কতকগুলি লক্ষণ দেখিয়া মনে হয় যে, গান্ধীজী অনশন আরম্ভ করিতে পারেন। কিন্তু রাত্রি ১১টার সময় তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ঐ সময় তাঁহার নিকট উপস্থিত বন্ধুবান্ধব তিনি কেন তাঁহার প্রস্তাবিত সঙ্কল্প অনুযায়ী কাজ করিবেন না, সে সম্পর্কে কোন হেতু প্রদর্শন করিতে অক্ষম হন বলিয়া তিনি মনে করেন।

রাত্রি ৭টায় তিনি শেষবারের মত সুমিষ্ট পানীয় গ্রহণ করেন এবং রাত্রি সোয়া আটটায় সাময়িক সিদ্ধান্ত করেন। যে কোনভাবেই হউক, অনশন ব্রত গ্রহণ করা হয়। তবে কিছুটা এই জন্য এবং যে-জনসাধারণ এক বৎসরকাল হানাহানির পর শান্তির স্বাদ পাইয়াছিল, তাহারা দাঙ্গা চাহে নাই বলিয়া কিছুটা তাহার জন্য দাঙ্গার দ্রুত প্রশমন হয়। এই হেতু ৪ঠা সেপ্টেম্বর গবর্ণমেণ্ট এবং জনসাধারণের তরফ হইতে গান্ধীজীকে জানান হয় যে, বিগত ২৪ঘণ্টাকাল কোন ঘটনা ঘটে নাই। দলে দলে লোক গান্ধীজীর নিকট হয় সংবাদ বা প্রতিশ্রুতি বহন করিয়া উপস্থিত হইতে থাকে। শরীর দুর্বল থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেক দল দর্শনার্থীর সহিত ক্ষীণস্বরে কথা বলিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকে। খ্যাতনামা চিকিৎসক ও নেতাজীর ভ্রাতা ডাঃ সুনীল বসু গান্ধীজীকে প্রচুর বিশ্রাম গ্রহণের এবং আদৌ বাক্যালাপ না করার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু গান্ধীজী তাঁহাকে বলেন যে, তিনি প্রাসঙ্গিক কথা না বলিয়া পারিবেন না। তিনি বাঁচিয়া থাকিতে অভিলাষী বটে, কিন্তু কর্তব্য বিসর্জন দিয়া নহে। তিনি ডাঃ বসুকে বলেন, যে কাজের জন্য আমাকে অনশন করিতে হইয়াছে এবং যাহার জন্য আমাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইতেছে, তাহা আমি বন্ধ করিতে পারি না। এই কাজ করিতে গিয়া আমার জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়া গেলেও আমি সন্তোষলাভ করিব।"

এই সব কথাবার্তা বেলা সাড়ে এগারটার সময় হয়। ইহার কয়েক মিনিট পর মধ্য কলিকাতার ২৭জন বন্ধু তাঁহাকে দেখিতে আসেন। গত বৎসর সাম্প্রদায়িক গোলযোগের সময় ইতস্ততঃ আত্মরক্ষী দল গড়িয়া উঠে। বর্তমান দলটি উহার অন্যতম। উহাদের যে অংশে বাস, তথায় সোমবার পুনরায় দাঙ্গা আরম্ভ হয়। তাঁহারা গান্ধীজীকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাঁহাদের অঞ্চলে আর কোন দুর্ঘটনা ঘটিবে না এবং এই হেতু তাঁহার অনশন ভঙ্গ করা উচিত; অন্যথায় তাঁহারা সকলে গান্ধীজীর সহিত সহানুভূতিসূচক অনশন অবলম্বন করিবেন। গান্ধীজী বহুক্ষণ তাঁহাদের বুঝাইতে চেষ্টা করেন। তিনি তাঁহাদের বলেন যে, বর্তমান ব্যাপারে তাঁহারা তজ্জাতীয় কোনরূপ অনশন অবলম্বন করিতে পারেন না। হিন্দু ও মুসলমান গত এক বৎসরকাল নিজেদের মধ্যে সংগ্রাম করিয়াছে। অতঃপর প্রধান দলগুলি ভারতকে দুইটি রাষ্ট্রে বিভক্ত করার বিষয়ে একমত হয়। উভয় রাষ্ট্রেই হিন্দু ও মুসলমান প্রজা আছে। এই অবস্থায় সাধারণ নাগরিক বোধ সৃষ্টি এবং স্বাধীনতার ফল আস্বাদ করার উদ্দেশ্যে দেশ পুনর্গঠিত করার ইহাই সুসময়। এই উদ্দেশ্য লইয়া প্রত্যেকের কাজ করা উচিত। গান্ধীজী বলেন যে, শুধু তাঁহার জীবন রক্ষার্থই যদি বন্ধুরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে বিশেষ সুফল হইবে না।

পুণায় অনশন করায় সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সংশোধিত হইয়াছিল। উহার উল্লেখ করিয়া কেহ কেহ বলেন যে, যদিও উক্ত সংশোধন ব্যবস্থা তাঁহাদের মনোমত হয় নাই তথাপি তাঁহারা তাঁহার জীবনরক্ষার জন্যই উহা মানিয়া লইয়াছিলেন। ইহা একেবারেই ভুল ধারণা। বিবেককে জাগ্রত করা এবং মানসিক জাডা দূর করার উদ্দেশ্যে এ জাতীয় অনশন বরণ করা হইয়া থাকে। একটি জীবন যতই অমূল্য বিবেচিত হউক না কেন, তাহা রক্ষার জন্যও সত্যকে বিসর্জন দেওয়া যায় না। সুতরাং গান্ধীজী তাঁহাদের এই মর্মে সতর্ক করিয়া দেন যে, রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিক হিসাবে জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া প্রকৃত হিন্দু-মুসলমান ঐক্য স্থাপন করা উচিত। তাঁহারা যদি ঐ উদ্দেশ্যে কাজ করিয়া যান এবং কয়েক দিনের চেষ্টার পর কলিকাতার মুসলমানদের মনে নিরাপত্তার ভাব সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে তখন তিনি অনশন ভঙ্গ করিবেন। গান্ধীজী এই মর্মে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেন যে, তাঁহার কাজ কলিকাতায় সীমাবদ্ধ থাকিলেও হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান তখনই হইবে বলিয়া তিনি মনে করিবেন, যখন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র অথবা পাকিস্থানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্পূর্ণ নিরাপদ বোধ করিবে। কোথাও অতিরিক্ত সুবিধাভোগী বা অনুন্নত শ্রেণী বলিয়া কিছু

থাকিবে না। সকলকে ধর্মীয় বন্ধনের কথা বিস্মৃত হইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যেই তিনি কাজ করিয়া যাইতেছেন। প্রত্যেক রাষ্ট্রের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় আগাইয়া গিয়া স্বাধীনতা ভোগের যথাযোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি যাহাতে করিতে পারে, তিনি তেমনভাবেই কাজ করিতেছেন।

কোন এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, সমাজবিরোধী যে শক্তি তাহার উপর তাঁহার এই উপবাসের কোন প্রভাব পড়িবে কি? বর্তমান দাঙ্গার সময়ে এই শক্তিরই কার্য চলিতেছে। গান্ধীজীর আত্মদানে তাহাদের হৃদয় গলিবে কি? গান্ধীজী সুস্পষ্ট ভাষায় উত্তর দেন, এই সমস্ত গুণ্ডাকে আমরা সৃষ্টি করিয়াছি বলিয়াই তাহারা আছে। অতীতের এক বৎসরের হাঙ্গামায় আমরা বুঝিয়াছি কিরূপে ইহারা সমাজের মধ্যে মর্যাদা পাইয়াছে। কিন্তু পাকিস্থান মতবাদী ও অখণ্ড ভারত মতবাদীদের মধ্যে সংগ্রাম শেষ হইয়াছে। শান্তিকামী ব্যক্তিবর্গকে এখন কাজ করিতে হইবে, গুণ্ডাশ্রেণীকে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে। অহিংস, অসহযোগ, সর্বজনীন প্রতিষেধক ব্যবস্থা, কল্যাণ অনন্যনির্ভরশীল, কিন্তু অমঙ্গলকে অন্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। ইহা পরগাছার মতই মঙ্গলের উপর নির্ভর করে। মঙ্গল যদি তাহাকে আশ্রয় না দেয়, ইহার মৃত্যু অনিবার্য। এই সমস্ত সমাজবিরোধী ব্যক্তিগণের হৃদয়ের পরিবর্তন না হইতে পারে, কিন্তু তাহারা যদি বুঝিতে পারে, সমাজের উন্নততর শক্তি শান্তি ও স্বাভাবিকতার জন্য কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা হইলেই হইল।

মধ্য কলিকাতা হইতে যাঁহারা গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তিনি বলেন, আপনারা সহানুভূতিসূচক উপবাস করিবেন না, প্রতি অঞ্চলে নির্যাতিতদের মধ্যে যান, তাহাদিগকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিন এরূপ ব্যবস্থা করুন যে, নবগঠিত ভারতে নিরাপত্তা স্থায়ী হইতে পারে। কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া জনসাধারণের নিকট আমার মতামত ব্যক্ত করি ইহাই আমার ব্যক্তিগত ইচ্ছা, কিন্তু আমার দৈহিক অবস্থায় ইহা সম্ভব হইবে না। অন্য সকলে যদি কাজ করে, আমি কি করিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারি? আমাকে আমার অংশ করিতেই হইবে। আমি বুঝিয়াছি উপবাসই আমার এই কাজ।

ইহার পর অন্যান্য দল গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কলিকাতার আইন ব্যবসায়ীদের পক্ষ হইতে এক প্রতিনিধিদল গান্ধীজীকে প্রতিশ্রুতি দেন, শান্তি স্থাপনের জন্য তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। বেলিয়াঘাটার একদল লোক গান্ধীজীর শান্তি মিশন সম্পর্কে সন্দেহ করিতেছিলেন, কিন্তু গান্ধীজীর অনশনে তাহাদের সন্দেহ দূর হয়। তাহারা এই শান্তি মিশনের তাৎপর্য পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেন এবং সর্বপ্রযত্নে জনশূন্য মুসলমান বস্তিগুলিতে পুনর্বসতি— কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। গৃহ প্রত্যাগত বাস্তুত্যাগীদের সঙ্গে সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণ সাক্ষাৎ করিয়া জানেন, কয়েক সপ্তাহ পূর্বে যাহারা তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়াছিল, তাহারা তাহাদের আন্তরিকতা ও আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়াছে। গান্ধীজীর নিকট এ সকলই সুসংবাদ। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তিনি অনশন ভঙ্গের অবস্থায় পৌঁছিয়াছেন মনে করেন নাই।

সন্ধ্যার সময়ে মিঃ এন সি চ্যাটার্জি, শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জি, সর্দার নিরঞ্জন সিং তালিব, ডাঃ জি জিলানী, ডঃ আব্দুর রসিদ চৌধুরী এবং মহিবুর রহমান চৌধুরী ও অন্যান্য কয়েকজন গান্ধীজীর নিকট উপস্থিত হইয়া গান্ধীজীকে কলিকাতার শান্ত অবস্থার কথা জানান এবং অনশন ভঙ্গ করিতে অনুরোধ করেন। রাজাজী, আচার্য কৃপালনী, ডাঃ পি সি ঘোষ এবং মিঃ এইচ এস সুরাবর্দী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ইহাদের সঙ্গে আলোচনার ফলে গান্ধীজী ক্লান্ত হইয়া পড়েন। তাঁহারা যাহা বলেন গান্ধীজী শুনেন এবং নিজেও কথা বলেন। তিনি তাঁহার বক্তব্যে ইহাই জানান।

তিনি বলেন, যদিও ১৪ই আগষ্ট হইতে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভ্রাতৃভাব দেখা যাইতেছে তথাপি তিনি অতি সাবধানতার সহিত এই ভাবাবেগ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র নূতন বন্ধুত্বের জন্যই যদি এই মনোভাব হইত তবে পুনর্বসতির চেষ্টার মধ্য দিয়া উহার আরও লক্ষণ প্রকাশ পাইত। সেই লক্ষণ না থাকায়

কালই পুনরায় দাঙ্গা আরম্ভ হয় এবং সেই কারণে গান্ধীজী মনে করেন যে, তাঁহাকে উপবাস করিতেই হইবে। ঈশ্বর তাহাকে বস্তুতঃ সাম্প্রদায়িক শান্তির জন্য কাজ করিবার ও মৃত্যু বরণ করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। শান্তি স্থাপনের জন্য তাঁহার ক্ষমতা কি তাহা তিনি জানেন। গত ২৪ ঘণ্টা যাবৎ যে শান্তি দেখা যাইতেছে তাহাই যথেষ্ট নহে। বর্তমান অবস্থা স্থায়ী হইবে বলিয়া যাহারা প্রতিশ্রুতি দিতেছেন তাঁহাদিগকে কিছু লিখিয়া দিতে হইবে। উহাতে লিখিত থাকিবে যে যদি কলিকাতায় পুনরায় কোন দাঙ্গা আরম্ভ হয় তবে তাঁহারা উহা দমনের জন্য জীবন দিবেন। তাঁহারা যদি ইহাতে স্বীকৃত হন তবেই যথেষ্ট হইবে। আগামীকল্য হইতে তাঁহাদিগকে এইরূপভাবে কাজ করিতে হইবে যাহাতে, অন্যস্থানে যাহাই ঘটুক না কেন, কলিকাতায় প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হয়। সাম্প্রদায়িক শান্তি স্থাপনই তাঁহাদের প্রধান কাজ হইবে। অন্যান্য কার্য এখন হইতে উহার পরে স্থান লাভ করিবে।

অপর একটি বিষয় আছে, কিন্তু তাহা একটি সর্ত এবং ইহা অবস্থার সহিত আপনা হইতেই যুক্ত। কলিকাতায় যাঁহারা তাঁহার অনশন ভঙ্গ করিতে বাধ্য করিতেছেন, বিহার ও নোয়াখালির ন্যায় তিনি সেই সমস্ত বন্ধুদেরও বলিতে চান যে, যদি কলিকাতায় পুনরায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা দেখা দেয় তবে তিনি অপরিবর্তনীয় উপবাস করিবেন। সমাজের সৎ ব্যক্তিদের সজাগ করাই বর্তমান অনশনের উদ্দেশ্য।

দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত হইয়া বন্ধুরা অপর কক্ষে যান। তাহাদের মধ্যে খোলাখুলিভাবে আলোচনা হয়। নানাপ্রকার আলোচনার পর তাঁহারা সর্তনামা স্বাক্ষর করিতে স্বীকৃত হন।

গান্ধীজী সন্তুষ্ট হন। তিনি এই আশা ব্যক্ত করেন যে, পরবর্তী প্রভাত হইতে প্রাত্যহিক জীবনে তাঁহাদের, প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য ঈশ্বর যেন তাঁহাদিগকে সাহস ও শক্তি দেন। এই প্রার্থনার পর তিনি গত রাত্রিতে উপবাস ভঙ্গ করেন। গান্ধীজীর সম্মুখে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা রক্ষার জন্য বাঙ্গালার জনসাধারণের উপর গুরুদায়িত্ব বর্তাইয়াছে।

বৃহস্পতিবার রাত্রি ৯টা ১৫মিনিটের সময় মহাত্মা অনশন ভঙ্গ করেন— এইদিন কলিকাতা সহরে পূর্ণ শান্তি বিরাজিত ছিল

সোডা মিশ্রিত এক গ্লাস মিষ্টি লেবুর রস পান করিয়া মহাত্মা গান্ধী অনশন ভঙ্গ করেন। অনশন ভঙ্গের পূর্বে প্রার্থনা হয়। মহাত্মার অনশন ভঙ্গের প্রাক্কালে এইরূপ প্রার্থনার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। মিঃ সুরাবর্দী মহাত্মার হস্তে লেবুর রসপূর্ণ গ্লাসটি দেন।

মহাত্মার সহিত নেতৃবৃন্দের বৈঠক।

আচার্য কৃপালনী, শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও মিঃ এইচ এস সুরাবর্দী মহাত্মার সহিত এক বৈঠকে মিলিত হন এবং তাঁহাকে অনশন ত্যাগে প্রবুদ্ধ করেন।

নেতৃবৃন্দ কর্তৃক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর

অনশন ভঙ্গের পূর্বে মহাত্মা কতকগুলি কঠোর সর্ত নির্দেশ করেন এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতাদের দ্বারা উহা স্বাক্ষর করাইয়া লন— ঐ সর্তগুলির মর্ম এই যে, যদি তাহাদের এলাকায় কোন অশান্তির উদ্ভব হয় তাহা হইলে তাহাদিগকে সেই অশান্তি দমনের "অগ্নি পরীক্ষা বরণ করিয়া লইতে হইবে।"

অস্ত্রশস্ত্রাদি সমর্পণ

অনশন ভঙ্গের পূর্বে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা মহাত্মার নিকট গমন করিয়া তাঁহাদের নিকট যে সকল অস্ত্রশস্ত্র ছিল তাহা মহাত্মাকে সমর্পণ করেন এবং মহাত্মাকে এই প্রতিশ্রুতি দেন যে— কলিকাতার শান্তি

যাহাতে আর ব্যাহত না হয় এ বিষয়ে তাঁহারা লক্ষ্য রাখিবেন। আরও অস্ত্রশস্ত্র আজ শুক্রবার মহাত্মার নিকট সমর্পণ করা হইবে আশা করা যায়।

৭৩ ঘণ্টা পর অনশন ভঙ্গ

সোমবার রাত্রি ৮টা ১৫মিনিটে মহাত্মা অনশন আরম্ভ করিয়াছিলেন। বৃহস্পতিবার রাত্রি ৯-১৫ মিনিটের সময় অনশন ভঙ্গ করা হইল— অতএব অনশন ঠিক ৭৩ ঘণ্টাকাল স্থায়ী হইল।

মহাত্মার অনশন ভঙ্গের খবর অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কলিকাতা কেন্দ্র হইতে এবং বাঙ্গালা সরকারের প্রচার বিভাগের গাড়ী হইতে ঘোষণা করা হয়। গাড়ীগুলি সহরের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে।

ভালভাবেই সঙ্কট উত্তীর্ণ

পরিণত বয়সেও গান্ধীজীর অনশনকাল ভালভাবেই উত্তীর্ণ হইয়াছে। অনশন ভঙ্গের একঘণ্টা পরে তিনি নিদ্রামগ্ন হন।

অনশনভঙ্গের পূর্বে প্রার্থনা

অনশনভঙ্গের পূর্বে মহাত্মার যে প্রার্থনা সভা হয়, উহাকে আচার্য কৃপালনী, শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, মিঃ এন সি চ্যাটার্জি, মিঃ ডি এন মুখার্জি, সর্দার নিরঞ্জন সিং তালিব, ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া, শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখার্জি, হেমচন্দ্র নস্কর, প্রফেসর নির্মল বসু, শ্রীযুক্ত পিয়ারীলাল শ্রীযুক্তা মানু গান্ধী, শ্রীযুক্তা আভা গান্ধী প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী শায়িত অবস্থায় ছিলেন। নেতাগণ মহাত্মা প্রস্তাবিত সর্তাবলী মানিয়া চলিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের "জীবন যখন শুকায়ে যায়" এই সঙ্গীতটি প্রার্থনায় গীত হয়।

গবর্ণরের আগমন

অপরাহ্ন ৬.৩৫ মিনিটের সময় পশ্চিমবঙ্গের গবর্ণর শ্রীযুক্ত রাজগোপলাচারী মহাত্মার আহ্বানে আগমন করিয়াই মহাত্মার অবস্থা জানিতে চান। তাঁহাকে তখনই মহাত্মার কক্ষে লইয়া যাওয়া হয়। মিঃ সুরাবর্দি তৎপূর্বেই আগমন করিয়া মহাত্মার কক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন। নোয়াখালীর পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ আবদুল্লা আজ মহাত্মার সহিত দেখা করেন।

নেতৃবৃন্দের রুদ্ধদ্বারে বৈঠক

গবর্ণর, কংগ্রেস সভাপতি ও ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের আগমনের পর নেতৃবৃন্দের এক বৈঠক আহ্বানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

গান্ধীজী সকাশে স্যার সর্বপল্লী

গত বৃহস্পতিবার অপরাহ্লে স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকারের পর প্রশ্ন করা হইলে স্যার সর্বপল্লী উত্তরে বলেন,— "আমি মহাত্মা গান্ধীকে বলিয়াছি যে, তিনি যেন গুণ্ডাদের কার্যকলাপকে সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষ বলিয়া ভ্রম না করেন। গত কয়েক দিনে কলিকাতায় যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা নিছক গুণ্ডাদের কার্য ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।"

গান্ধীজীর স্বাস্থ্যের অবস্থা

ছয় ঘণ্টা সুনিদ্রার পর বুধবার শেষ রাত্রি ৩-৩০ টায় গান্ধীজীর নিদ্রাভঙ্গ হয়। রাত্রিতে গান্ধীজীর সুনিদ্রা

হইয়াছিল এবং তিনি শান্তিতে রজনী যাপন করিয়াছিলেন। জনৈক আশ্রমবাসী এই বিষয় বিজ্ঞাপিত করেন। রাত্রিতে গান্ধীজী দুইবার উঠিয়াছিলেন এবং দুই গ্লাস জল পান করিয়াছিলেন।

বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে ডাঃ দীনশা মেটা গান্ধীজীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। গান্ধীজীকে ক্লান্ত এবং বুধবার অপেক্ষা অধিকতর দুর্বল দেখাইতেছিল। কথা বলিবার সময় দেখা যায়, তাঁহার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইয়াছে।

বুধবার শেষরাত্রি ৪ ঘটিকায় গান্ধীজীর অনশনের ৫৬ ঘণ্টা অতিবাহিত হয়। তিনি এই সময় ভগবচ্চিন্তায় মনোনিবেশ করেন। আনুমানিক অর্ধ ঘণ্টা প্রার্থনা চলে। ঐ সময় গীতা, কোরাণ, উপনিষদ ও জেন্দ আবেস্তা হইতে স্তোত্রাদি আবৃত্তি হয়।

গান্ধীজীর শিবিরে বিশেষ উদ্বেগ দৃষ্ট হয়। গান্ধীজীর অবস্থা জানিবার জন্য প্রত্যুষ হইতে লোক সমাগম হইতে থাকে।

গান্ধীজী দিন দিন দুর্বল হইয়া পড়িতেছেন জানিয়া, অনেকে অশ্রু বিসর্জন করেন। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠান বিশেষ সুশৃঙ্খলার সহিত জনতা নিয়ন্ত্রিত করে। প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশই ছাত্র প্রতিষ্ঠান। তাহারা দিবারাত্রি গান্ধীজীর আশ্রমে সেবাকার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে।

গান্ধীজী সকাশে প্রতিনিধি দল কলিকাতার অবস্থা জ্ঞাপন

বৃহস্পতিবার মধ্য কলিকাতার কর্মীদের একটি প্রতিনিধি দল মহাত্মাজীর বেলিয়াঘাটা বাসভবনে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং ঐ দিন দ্বিপ্রহর পর্যন্ত কলিকাতার অবস্থা— যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা মহাত্মাজীকে জানান। প্রতিনিধিদল মহাত্মাজীকে অনশন ত্যাগ করার জন্য অনুরোধ জানান।

মহাত্মাজী তাঁহাদিগকে বলেন যে, কলিকাতায় মুসলমানরা সংখ্যালঘু। সুতরাং উপদ্রুত অঞ্চলের মুসলমানরা যখন আসিয়া বলিবে যে হিন্দুদের ভয় করার মত কিছুই নাই এবং মুসলমান প্রধান অঞ্চলের হিন্দুরাও তাঁহাকে অনুরূপভাবে জানাইবে তখনই তিনি অনশন ত্যাগ করার বিষয় বিবেচনা করিবেন— তাহার পূর্বে নহে।

শ্রীযুত দেবেন দে এবং শ্রীযুত বিজয় সিং নাহার প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেন। তাঁহারা গান্ধীজীকে বলেন যে, তাঁহারা মুসলমান অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া এই সম্পর্কে লোকের অভিমত জানিতে চেষ্টা করিবেন।

প্রতিনিধিদল অদ্য (শুক্রবার) পুনরায় গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

৫ সেপ্টেম্বর

একটা বড় প্রবন্ধ— Mahatma Gandhi's fast [news item] Hindusthan Standard 1947 Sept. 6.

৭ সেপ্টেম্বর

পাঁজা মশাই— যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা (১৮৮৫-১৯৬১)। বর্ধমানের মানুষ। ওকালতি ছিল তাঁর পেশা এবং সমাজসেবা ছিল নেশা। গান্ধিবাদী আন্দোলনের শরিক। উত্তরাকালে রাজ্য মন্ত্রীসভার সদস্য। রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন।

অংশু— অংশুরানি, শচীন্দ্রনাথ মিত্রের স্ত্রী।

৮ সেপ্টেম্বর

নিকুঞ্জ মাইতি— নিকুঞ্জবিহারী মাইতি (২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯২-১৯৬০)। পিতা বিশ্বনাথ মাইতি। এম.

এ. পাশ করে নন্দীগ্রাম হাইস্কুলে প্রধানশিক্ষক পদে যোগ দেন। পরবর্তীকালে স্বগ্রাম কলাগেছিয়া জাতীয় বিদ্যালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, যার বর্তমান নাম কলাগেছিয়া জগদীশ বিদ্যাপীঠ। ছাত্রবস্থা থেকেই জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন।

১১ সেপ্টেম্বর

Fasting in Satyagraha— ভারত সরকারের গৃহমন্ত্রালয়ের অক্টোবর ১৯৪৭ সালের স্মারক পুস্তিকায় প্রকাশিত। হিন্দি অনুবাদ বেরিয়েছিল 'আজকাল' সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৪৭ সংখ্যায়।

হিন্দু মুসলমান সমস্যা ও গান্ধীজী— 'শনিবারের চিঠি', আশ্বিন ১৩৫৪, ১৯ বর্ষ ১২ সংখ্যা : ৪৪৩-৪৪।

Calcutta Municipal Gazette এর জন্য লেখা— Gandhiji's contribution to Indian Independence সচিত্র প্রবন্ধটি Calcutta Municipal Gazette-এর ১৯৪৭ নভেম্বর সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। প্রবন্ধটি ১৩ সেপ্টেম্বর লেখা হয়।

বঙ্গীয় সংস্কৃতি সম্মেলন— এই সময়ে এই নামে কোনও সংস্থা উক্ত বিষয়ে কোনও উদ্যোগি হয়েছিল এমন তথ্য আমরা পাই নি। বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন নামে একটি সংস্থার জন্ম হয় ১৯৫৩ সালে। বঙ্গদেশের সর্বস্তরের সংস্কৃতি অনুসন্ধানে পৃষ্ঠপোষকতা এবং লোকসম্মুখে উপস্থাপন প্রচার ও প্রসার এই সংস্থার লক্ষ্য ছিল। বঙ্গ সমাজের বিদ্বজ্জনেদের সাক্ষর সম্বলিত আবেদনপত্রে বলা হয়েছিল, এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য বাঙ্গলার লুপ্তপ্রায় লোক-সংস্কৃতির প্রতি দেশাবাসীদের সচেতন করে দেওয়া এবং সেই সঙ্গে যে সব লোকশিল্প ও শিল্পী উৎসাহের অভাবে আজ ধ্বংসোন্মুখ, তাঁদের মধ্যে নূতন প্রাণ সঞ্চার করা। বলা বাহুল্য, শুধুমাত্র দর্শকের মনে আনন্দেৎপাদনই সম্মেলনের লক্ষ্য নয়, আনন্দের মধ্য দিয়ে তাঁদের আত্মসচেতন করে তোলাই সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য।' বলা বাহুল্য নির্মলকুমার বসুও এই আবেদন সাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন।

১২ সেপ্টেম্বর

সংগঠন— ২ শ্রাবণ ১৩৫৪ শচীন্দ্রনাথ মিত্রের সম্পাদনায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। প্রথমে পাক্ষিক পরে সপ্তম সংখ্যা ১৩৫৪ থেকে মাসিক। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় শচীন্দ্রনাথ নিহত হলে পঞ্চম সংখ্যা থেকে তাঁর স্ত্রী অংশুরাণী মিত্র পত্রিকাটির সম্পাদনা করেন।

২০০্ দেবো— ১৬ সেপ্টেম্বর এই টাকা দিয়েছিলেন।

যাদুগোপাল বাবু— যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় (১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৮৬-৩০ অগস্ট ১৯৭৬)। বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা এবং সেই সঙ্গে নামকরা চিকিৎসক। বাঘা যতীন, অরবিন্দ ঘোষ, এম. এন. রায়, মতিলাল রায় প্রভৃতির অনুগামী। বাঘা যতীনের মৃত্যুর পর যুগান্তর দলের নেতৃত্ব দেন। ১৯১৫ সালে ডাক্তারির ছাত্র থাকার সময় আত্মগোপন করেও বিভিন্ন প্রদেশে ঘুরে ঘুরে আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১৯২১-এ আত্মপ্রকাশ করে সর্বোচ্চ নম্বর নিয়ে ডাক্তারি পাশ করেন। ১৯২৩-২৭ এবং ১৯৪২-৪৫ কারাবন্দী ছিলেন। ১৯২৭ সালে সরকার তাঁকে মুক্তি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বাংলা থেকে বহিষ্কার করেন। পরবর্তী জীবনে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের রাঁচিতে সুচিকিৎসক হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। 'যুগান্তর পার্টির কর্ণধার হিসাবে তিনিই ইস্তাহার প্রচার করে বিপ্লবী সংগঠন তুলে দিয়ে বাঙলার বিপ্লবীদের কংগ্রেসের মাধ্যমে গণ-আন্দোলনে অংশ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলেন।'

যতীন মুখুয্যে— যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বাঘা যতীন (৮ ডিসেম্বর ১৮৭৯-১০ সেপ্টেম্বর ১৯১৫)। ১৯০৩ সালে অরবিন্দ ঘোষের প্রেরণায় দেশের মুক্তির জন্য বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন এবং অচিরেই নেতৃপদে অভিষিক্ত হন। সারা ভারতব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য গোপনে যে আয়োজন চলেছিল

যতীন্দ্রনাথ সেই সম্ভাব্য অভ্যুত্থানের একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন। ১৯১৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সামরিক অভ্যুত্থানের দিন ধার্য হয়েছিল কার্যত তা ব্যর্থ হল। ৯ সেপ্টেম্বর ১৯১৫ ইংরেজ বাহিনী বুড়ীবালামের তীরে চষাখণ্ডে তাঁদের ঘিরে ফেলে। 'ইচ্ছা করিলেই যতীন্দ্রনাথ সঙ্গীদের লইয়া পাহাড়, জঙ্গল ডিঙ্গাইয়া পলাইয়া আসিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া সম্মুখ সমরের জন্য প্রস্তুত হইলেন। দেশমাতার চরণে নিজেদের বলিদানের জন্যই তাঁহারা সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। যতীন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন— তাঁহারা প্রাণ দিবেন। তাঁহাদের বলিদান ব্যর্থ হইবে না। তাঁহাদের আত্মবিসর্জনের কাহিনী একদিন দেশবাসী শুনিবে। তাঁহারা অধিক সংখ্যায় মাতৃমুক্তি যজ্ঞে অংশ নিবেন। দেশবাসী আত্মবিশ্বাসলাভ করিবে। নির্ভীক হইবে।' যুদ্ধে গুরুতর আহত যতীন্দ্রনাথ বালেশ্বর হাসপাতালে ১০ সেপ্টেম্বর মৃত্যুকে বরণ করেন।

১৪ সেপ্টেম্বর

শিবুর বাড়ী— সে সময় শিবনারায়ণ রায় টালা পার্কের নীলমণি মিত্র রোডে থাকতেন।

বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী— উত্তর কলকাতার একটি শতাব্দী প্রাচীন গ্রন্থাগার।

তুষারকান্তি বাবু— তুষারকান্তি ঘোষ (২১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮-২৯ অগস্ট ১৯৯৪)। খ্যাতনামা সাংবাদিক। ইংরেজি সংবাদপত্র অমৃতবাজার পত্রিকা এবং বাঙলা দৈনিক যুগান্তরের সম্পাদক। সাপ্তাহিক 'অমৃত' তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। পৃথিবীর বহুদেশের রাজনীতিবিদদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল।

১৫ সেপ্টেম্বর

অমল হোম— (১০ নভেম্বর ১৮৯৩—২৩ অগস্ট ১৯৭৫)। ছাত্রাবস্থা থেকে সাহিত্য ও সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেন। 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় তাঁর শিক্ষানবিশী শুরু। ১৯১৮ সালে লাহোরের দি পাঞ্জাবী এবং কালীনাথ রায়ের দি ট্রিউবন পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯১৯-এ কালীনাথ রায় রাজরোষে গ্রেপ্তার হলে পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব তাঁরই উপর পড়ে। ১৯২৪ সাল পর্যন্ত তিনি একে একে আরও কয়েকটি নামকরা পত্রিকার সম্পাদনা বিভাগে কর্মরত ছিলেন। মুখ্যত তাঁরই পরিকল্পনায় 'ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেট' প্রকাশিত হয়। ১৯২৫-৪৯ তিনিই সম্পাদক ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজভুক্ত এই কর্মকুশলী উদ্যমী মানুষটি তাঁর কালের অনেক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষত জড়িত ছিলেন। তার মধ্যে বোধকরি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ১৯৩১ সালে রবীন্দ্রনাথের সত্তর বছর পূর্তির উৎসবের আয়োজন এবং কবির আশী বছরের জন্মোৎসবে 'ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেট'-এর একটি সুপরিকল্পিত সংখ্যার সম্পাদক।

১৬ সেপ্টেম্বর

তাপস— সংগঠন ১৯৪৭ অক্টোবর শচীন্দ্র সংখ্যা।

১৭ সেপ্টেম্বর

স্বরাজের জন্য সংগঠন— স্বরাজের সংগঠন। সংগঠন ১৯৪৭ গান্ধী সংখ্যা : ৫-৭।

সত্যাগ্রহে অনশনের স্থান— ভারত ১৩৫৪ পূজাসংখ্যা : ১৫-১৭।

১৮ সেপ্টেম্বর

একটি ছোট্ট লেখা— সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত। শনিবারের চিঠি আশ্বিন ১৩৫৪ : ৪৪৩-৪৪।

১৯ সেপ্টেম্বর

সুকৃতি সেন— (? -৯ এপ্রিল ১৯৭২)। সংগীত শিল্পী ও সুরকার। ১৯৪৪ সালে কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যোগ দেন। কলকাতার স্বাধীনতা আন্দোলনের সভাগুলি সাধারণত তাঁর গান দিয়েই শুরু হত। বেশ কিছু গানের রেকর্ড করেছেন। কয়েকটি সিনেমার সঙ্গীত পরিচালনায় তাঁর সাংগীতিক দক্ষতার সাক্ষর বহন করে।

২০ সেপ্টেম্বর

কলিকাতায় গান্ধীজী— নির্ণয় ১৩৫৪ শারদীয় সংখ্যা : ২-৯

২১ সেপ্টেম্বর

রতনদা— রতনমণি চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৩-২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩)। প্রখ্যাত গান্ধিবাদী নেতা এবং বাংলা 'হরিজন' পত্রিকার সম্পাদক। ছাত্রাবস্থা থেকেই স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২০ সালে গান্ধিজির অহিংসা নীতির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেন এবং কারাবরণ করেন। ভারতের মুক্তি আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়ে অনেকগুলি বছরই তাঁর জেলে কেটেছে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন জনহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন।

আশা অধিকারী— আশা আর্যনায়কম (১৮৯২-১৯৬৯)। ফণিভূষণ অধিকারীর কন্যা। শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীর ছাত্রী ও শিক্ষিকা। এখানেই আর্যনায়কমের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। গান্ধিজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উভয়ে নঈ তালিম শিক্ষা পদ্ধতির পরিচালনায় যোগ দেন। তিনি ভূদান কর্মযজ্ঞেও সক্রিয় অংশ নেন।

২২ সেপ্টেম্বর

অজয় মুখুয্যে— অজয়কুমার মুখোপধ্যায় (১৫ এপ্রিল ১৯০১-২৭ মে ১৯৮৬)। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।

২৩ সেপ্টেম্বর

শৈবাল গুপ্ত— শৈবালকুমার গুপ্ত (৫ ফেব্রুয়ারি ১৯০২-২২ জুন ১৯৮৯)। অসাধারণ মেধাবী ছাত্র ছিলেন। প্রাক স্বাধীনতা পর্বে দক্ষ সিভিলিয়ন ও একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক— এই দুই ভূমিকার আশ্চর্য সমন্বয় লক্ষ করা যায় তাঁর জীবনে। বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী মানুষটি আত্মমর্যাদা না হারিয়ে তাঁর প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালন করতে পেরেছিলেন। স্বাধীনভারতে উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধান ও দেশ গঠন মূলক বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে আসীন ছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন জানাতে পশ্চিমবঙ্গে গঠিত সংগঠনের তিনি ছিলেন সম্পাদক, সভাপতি রমেশচন্দ্র মজুমদার। ১৯৭৪ সালে ভারতে জরুরী অবস্থার সময় তার প্রতিবাদে 'সিটিজেনস ফর ডেমোক্রেসি' সংস্থা গঠিত হলে পশ্চিমবঙ্গ শাখার সম্পাদকের কার্যভার তাঁরই উপর নস্ত্য হয়।

সারা জীবন শতকর্ম ব্যস্ততার মধ্যেও বিদ্যাচর্চার প্রতি তাঁর আকর্ষণ কখনও হারায়নি।

২৪ সেপ্টেম্বর

সংবাদপত্র ও সাংবাদিকের আদর্শ— সাংবাদিক গান্ধীজীর আদর্শ। চলন্তিকা, ১৩৫৪ কার্তিক শারদীয় সংখ্যা।

সেটা শুদ্ধ করে দিলাম— নোয়াখালি থেকে পাকিস্থান প্রবন্ধটি দীপায়ণ ১৩৫৪ আশ্বিন-কার্তিক : ১৬৫-৬৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়।

ভাইস চানসেলর— প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (১৯৪৫-৪৯) ছিলেন।

২৫ সেপ্টেম্বর

সংগঠন (গান্ধী সংখ্যা)— গান্ধীবাণী : স্বাধীন গভর্ণমেন্ট ও সংগঠন। সংগঠন ১৯৪৭ গান্ধী সংখ্যা : ১-৩।

২৬ সেপ্টেম্বর

ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত— (১৮৯৪— ২৯ ডিসেম্বর ১৯৭৯)। বিপ্লব আন্দোলনের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের যে জাল বিস্তৃত হয়েছিল সেই পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজে ভূপেন্দ্রকুমারের সক্রিয় ভূমিকা ছিল।

২৭ সেপ্টেম্বর

উপেন ঘোষ— উপেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৮৭৯ সালে বসিরহাট মহকুমার শিকড়াকুলীন গ্রামে জন্ম। পিতা জানকীনাথ ঘোষ। ভাগ্যান্বেষণে উপেন্দ্রনাথ কটক শহরে ওকালতি আরম্ভ করেন। তবে তাঁর কর্মজীবন সুপ্রতিষ্ঠা পায় বালেশ্বরে। বাঘা যতীনের নেতৃত্বে বুড়ি বালামের তীরে যে ইংরেজ বিরোধী সশস্ত্র আক্রমণ সংগঠিত হয় তার জেরে চাষাখণ্ড গ্রামে ধৃত দুই তরুণ নীরেন দাশগুপ্ত (১৯) এবং মনোরঞ্জন সেনগুপ্তের (১৮) পক্ষে তাঁর সওয়াল বিদেশী বিচারকদের সপ্রসংশ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অবশ্য তরুণদুটির ফাঁসী রদ করা সম্ভব হয় নি, তার বেদনা উপেন্দ্রনাথ আজীবন বহন করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পক্ষ সমর্থন করে প্রায় সারা জীবনই তিনি আইনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন সাহসের সঙ্গে।

কর্মদক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ উপেন্দ্রনাথকে নিখিল ওড়িশা আইনজীবী সম্মেলনে সভাপতি পদে বরণ কবা হয় এবং ১৯৫৩ সালে তাঁর আইন ব্যবসায়ের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে ওই রাজের আইনজীবীরা সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালন করেন।

মনোরঞ্জন— মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত (১৮৯৬-২২ নভেম্বর ১৯১৫)। পিতা হলধর সেনগুপ্ত। আদিনিবাস ফরিদপুর জেলার মাদারিপুরের খৈয়ারডাঙা। '১৯১২ সালে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়বার সময় সে মাদারিপুর যড়যন্ত্রে ধরা পড়ে। যে আটমাস জেলে কাটাতে হয়েছে তাকে, দুরন্ত মনোরঞ্জন নিত্য নতুন জেলের আইন ভেঙে হাড়ে হাড়ে জ্বালিয়ে এসেছে কর্তৃপক্ষকে।'

বুড়িবালাম নদীর তীরে বিপ্লব অভিযানকালে নেতা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অন্যতম সহযোগী ছিলেন মনোরঞ্জন। ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধের শেষ পর্বে যতীন্দ্রনাথ তাঁর দুই জীবিত সহযোগী অর্থাৎ মনোরঞ্জন ও নীরেনকে যে নির্দেশ দেন সেই অনুসারে প্রতিপক্ষের কাছে আত্ম সমর্পন করেন। যতীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "চিত্ত তো চলেই গেল। আমারও দেরি নেই। তোরা থাকলি। মরবার আগে তোরা দেশবাসীকে শুধু ব'লে যাস— আমরা ডাকাত নই। ওদের বলিস— আমরা মরতেই চেয়েছিলাম, দেশের লোক জেগে উঠবেই ব'লে, দেশের মঙ্গল হবে ব'লে!..."

বিচারশেষে তাঁর ও নীরেন্দ্রনাথের ফাঁসি হয়।

নীরেন— নীরেন্দ্রনাথ (১৮৯২-২২ নভেম্বর ১৯১৫)। মাদারিপুরের খৈয়ারডাঙার কবিরাজ ললিতমোহন দাশগুপ্তের পুত্র। ১৯১২ সালে নীরেন ও তাঁর প্রতিবেশি মনোরঞ্জন বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। বিপ্লবী জীবনে মনোরঞ্জন ও নীরেন্দ্রনাথের ভূমিকায় পার্থক্য কিছু নেই। মাদারিপুরের মামলায় তাঁদের প্রথম কারাবাস। বুড়ি বালামের অভিযানে উভয়ে সহযোগী ছিলেন। একই দিনে উভয়ের ফাঁসি হয়।

২৮ সেপ্টেম্বর

রাহুল সাংকৃত্যায়ন— ছদ্মনামে পরিচিত, প্রকৃত নাম কেদারনাথ পাণ্ডে (১৮৯৩-১৯৬৩)। পিতা গোবর্ধন পাণ্ডে ছিলেন কৃষক। আদিবাড়ি উত্তরপ্রদেশের আজমগড় জেলায়। শৈশবে মাতৃহীন রাহুল নয় বছর বয়স থেকে গৃহছাড়া এবং আত্মশিক্ষিত। জীবনের শুরু থেকেই তিনি পদব্রজে এশিয়া ও রাশিয়ার বহুদেশ পর্যটন করেছেন। এই পর্যটনের সূত্রেই বিভিন্ন দেশের ভাষা ও সংস্কৃতির গভীর চর্চায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। ভারতের ও বহির্ভারতের ত্রিশটির অধিক ভাষা তাঁর আয়ত্তগত হয়েছিল। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় দেড়শ। কোনওরকম প্রথাগত শিক্ষা তাঁর ছিল না অথচ বিভিন্ন খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা কর্মে তিনি যুক্ত হয়েছিলেন। আবার কখনও বা প্রত্যন্ত স্থানের বৌদ্ধবিহারে দুর্লভ পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি নিয়ে গবেষণা করেছেন। তিব্বতেও গিয়েছিলেন। বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বুদ্ধপুত্র রাহুলের নাম গ্রহণ করেন।

তাঁর বহুমুখী কর্মকাণ্ডের মধ্যেও তিনি স্বদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে পূর্ণ মাত্রায় সচেতন ছিলেন এবং তার সঙ্গে তাঁর সক্রিয় যোগ ছিল। এই সূত্রে কারাবরণও করেছিলেন।

রাজু মহান্তি— যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পরিচয় প্রসঙ্গে আমরা আগেই জানিয়েছি যে, তাঁর অভ্যুত্থান পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল। সহযোগীদের সঙ্গে অভ্যুত্থানের স্থান পরিত্যাগ করার পথে স্থানীয় গ্রামবাসীরা তাঁদের ডাকাত সন্দেহে বাধা দেয়। অনিবার্য পরিস্থিতিতে মনোরঞ্জন গুলি চালালে রাজু মহান্তি নামে এক গ্রামবাসীর মৃত্যু হয়।

৩০ সেপ্টেম্বর

নব চৌধুরী — নবকৃষ্ণ চৌধুরী (১৯০৯ - জুন ১৯৮৪)। জন্ম ওড়িশার খেরসরে। ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতিতে প্রবেশ। মহাত্মা গান্ধির প্রদর্শিত পথে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়ে বহুবার কারাবরণ করেন। স্বাধীনতা পূর্ব এবং উত্তর কালে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাস বহুবিস্তৃত।

Planning এর বিষয়ে— সংগঠন ১৯৪৭ গান্ধীসংখ্যা ৯-১১ পৃষ্ঠায় আলোচনাটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নামে প্রকাশিত হয়।

১ অক্টোবর

প্রসূন দাশগুপ্ত— প্রসূন দাশগুপ্ত, ডা. (২৬ অক্টোবর ১৯০৫-৩০ জুলাই ২০০২)। পিতা ক্ষীরোদচন্দ্র দাশগুপ্তের কর্মস্থল বরিশালের পটুয়াখালিতে জন্ম। নাবালক বয়সেই সতীন্দ্রনাথ সেনের নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর জাতীয় বিদ্যালয় থেকে স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করে কলকাতার ন্যাশানাল মেডিকাল কলেজ থেকে ১৯২৯ সালে ডাক্তারি পাশ করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য দফতরে কর্মরত ছিলেন। তার আগে পর্যন্ত স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। শেষজীবনে বাস করতেন হবড়ায় ইতনা কলোনীতে এবং প্রাক্তন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বেশ কয়েকটি সংগঠনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।

Selections from Gandhi — তখন এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের কাজ করছিলেন নির্মলকুমার বসু। সর্বোদয় থেকে বইটি প্রকাশিত হয়।

২ অক্টোবর

সুরেন্দ্রনাথ দত্ত— বরিশাল জেলার কোষাবর গ্রামের অধিবাসী। শিক্ষকতার পাশাপাশি প্রথম জীবন থেকেই দেশের পরাধীনতা শৃঙ্খল মোচন করার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। 'দেশমাতৃকার সেবাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা বা যশোলিপ্সা তাঁর ছিল না। সংযত বাক নীরবকর্মী সুরেন্দ্র কাজ করেছেন পল্লি অঞ্চলে— স্বগ্রাম কোষাবর ও তাৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে।' অসহযোগের আদর্শই ছিল তাঁর পথ সেই সঙ্গে 'স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী-পরিচালিত বিপ্লবী গুপ্ত সমিতিরও তিনি সদস্য ছিলেন এবং গোপনে নানাভাবে সাহায্য করতেন।'

ফুলরেণু গুহ— ১০ অগস্ট ১৯১১ কলকাতায় জন্ম। স্বামী প্রখ্যাত জৈবরসায়ন বিজ্ঞানী বীরেশচন্দ্র গুহ। ফুলরেণু অপ্রাপ্ত বয়স থেকেই স্বাধীনতা আন্দোলনের শরিক, আজীবন সমাজসেবী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠনে উদ্যোগী। তাঁর রাজনৈতিক জীবন বহু বর্ণময়। রাজ্যসভা ও লোকসভার সদস্য পদে থেকেছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্বের দায়িত্বভারও যোগ্যতার সঙ্গে বহন করেছেন। ২৬ জুলাই ২০০৬ কলকাতার এক বৃদ্ধাশ্রমে তাঁর জীবনাবসান হয়।

সুরেশ গুপ্ত— সুরেশচন্দ্র গুপ্ত ১৮৮৫ সালে বরিশালের কলসগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ধর্মজিজ্ঞাসু সুরেন্দ্রনাথের মাতৃভাষায় গভীর প্রবেশ ছিল। প্রথম জীবন থেকে মন্দিরে কথকতা, ডাক্তারের কাছে থেকে কমপাউণ্ডারি শিক্ষা বা এজেন্ট রূপে জীবনবিমার কাজ ইত্যাদি তাঁকে বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ধনী করেছিল।

১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে তিনি দূরে ছিলেন না। এই সময় থেকেই স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ ও গভীর যোগসূত্র স্থাপিত হয়। ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে তিনি তাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই সময় বরিশালে গান্ধি আশ্রম স্থাপন করে হিন্দু মুসলমান ও নিম্নবর্গের সবমানুষকে নিয়ে নিজে তিনি সপরিবারে সেখানে বাস করতে শুরু করেন। জেলা কংগ্রেসের বিভিন্ন পদের দায়িত্বে থেকে একনিষ্ঠ ভাবে কাজ করেছেন এবং অবিভক্ত বাংলায় বরিশাল জেলার শেষ কংগ্রেস সভাপতি তিনি। বলাবাহুল্য স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নিয়ে বারেবারেই তাকে কারাবরণ করতে হয়েছিল। নোয়াখালি দাঙ্গা পরবর্তী পুনর্বাসন পর্বে তিনি চরমণ্ডল কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। ১৯৫৪ সালে কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়।

হরিজন বিদ্যালয়—বরিশালের বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী শান্তিসুধা ঘোষ লিখেছেন, ভারতছাড়ো আন্দোলনে যোগ দিয়ে হরিজন বিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা যখন কারারুদ্ধ বা অন্তরীণাবদ্ধ সেসময়, 'সুরেশচন্দ্র গুপ্ত হরিজন বিদ্যামন্দিরের পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়া ইহাকে কাউনিয়া হরিজন-পল্লীতে স্থানান্তরিত করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার নিরলস নীরব কর্মপ্রচেষ্টায় সে প্রতিষ্ঠানটি তাঁর জীবিতকালের কিছুদিন পরেও বাঁচিয়া ছিল।'

শান্তিসুধা— মাত্র তেরবছর বয়সে শান্তিসুধা ঘোষ (১৮ জুন ১৯০৭- ৭ মে ১৯৯২) ১৯২০ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। এই ঘটনা থেকেই গান্ধি প্রবর্তিত দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর যোগদানের সূত্রপাত। ১৯৩০ সালে এম. এ পাশ করার পর বরিশালে ফিরে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও স্থায়ীভাবে যুক্ত হন। বহু ক্লেশে অর্জিত বহু প্রত্যাশিত স্বাধীনতা যখন এল তখন তা যে খণ্ডিত স্বাধীনতা এবং বরিশালের সংগ্রামী কর্মীরা যে এপারে অর্থাৎ ভারতে চলে আসতে বাধ্য হলেন, বরিশাল অন্তর্ভুক্ত হল পাকিস্থান রাষ্ট্রের সেই কথাটি বেদনার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন শান্তিসুধা।

স্বাধীনতা উত্তর জীবনে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজে শিক্ষকতা ও অধ্যক্ষতার দায়িত্ব পালন করেছেন।

টাউন হল— স্বদেশী সভা-সমাবেশ করার জন্য বরিশালের নাগরিকদের উপযুক্ত কোনও স্থান ছিল না। সেই অভাব মোচনের জন্য টাউন হলের সূচনা। যে স্থানটি মিটিং মিছিলের জন্য ব্যবহৃত হত 'রাজা বাহাদুরের হাভেলি' নামের পরিচিত একটি খেলার মাঠ। ১৯২০ সালে এই স্থানে টাউন হল নির্মাণের কাজ শুরু হয়। ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন স্বয়ং অশ্বিনীকুমার দত্ত। ১৯৩০ সালে নির্মাণকার্য শেষে এর জন্য একটি ট্রাস্ট গঠিত হয় এবং পরলোকগত অশ্বিনীকুমারের নামে হলটির নামকরণ হয়। প্রচলিত নাম বরিশাল টাউন হল।

তারই বিশ্লেষণ— প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য নির্মলকুমার বসুর রচনা 'হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ও গান্ধীজী' শনিবারের চিঠি, আশ্বিন ১৩৫৪ : ৪০৫-১৪।

৩ অক্টোবর

আশ্রয় করে বললাম— গান্ধিজির উক্তি I will give you a talisman প্রসঙ্গে নির্মলকুমার বসুর ব্যক্তিগত কাগজপত্রের মধ্যে প্রাপ্ত তাঁর একটি লেখা থেকে এখানে কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করে দেওয়া গেল :

A Remarkable Letter From Mahatma Gandhi

I will give you a talisman, whenever you are in doubt, or when the self becomes too much with you, try the following expedient. Recall the face of the poorest and the most helpless man whom you may have seen and ask yourself, if the step you contemplate is going to be of any use to him. Will he be able to gain anything by it? will it restore him to a control over his own life and destiny? In other words, will it lead to Swaraj or self-rule for the hungry and also spiritually staryed millions of our countrymen?

Then you will find your doubts and your self melting away.

মো. ক. গান্ধী

নগেন্দ্রবিজয় ভট্টাচার্য— বরিশালের উজিরপুর গ্রামের তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের পুত্র। আদর্শনিষ্ঠ মানুষটি শিক্ষাব্রতী ছিলেন, সমাজ সংস্কারের প্রতিও তাঁর আগ্রহ ছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কাল থেকেই স্বদেশের মুক্তি সংগ্রাম প্রয়াসে তিনি এক একনিষ্ঠ সেবক। দেশসেবায় নিবেদিত প্রাণ। স্বাধীনতা লাভের পরে ভারতে চলে আসেন এবং ১৯৫২ সালে কাশীতে চলে যান। সেখানে ১৩ নভেম্বর ১৯৬৭-তে তাঁর জীবনাবসান হয়।

সারস্বত বালিকা বিদ্যালয়— 'বরিশাল ধর্মরক্ষিণী সভার সম্পাদক নারায়ণ কবিরাজের সহযোগে নগেন্দ্রবিজয়বাবু ধর্মরক্ষিণী সভা-ভবনে সারস্বত বালিকা বিদ্যালয়ে প্রথমে মাত্র ১৯টি ছাত্রী নিয়ে আরম্ভ করেন। সে স্কুল পরে বিরাজ রায়ের বাড়ির পশ্চিম অংশে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৩৪ সালে আচার্য জগদীশের নাম অনুসারে সেই স্কুলের নাম রাখা হয় 'জগদীশ সারস্বত বালিকা বিদ্যালয়'।

এই স্কুলে প্রচলিত সাধারণ পাঠ্য ছাড়া সংস্কৃত আদ্য, মধ্য, সেলাই, রন্ধন, চিত্রাঙ্কন, গান, মডেলিং, ফার্স্ট এইড, হোম নার্সিং প্রভৃতি বিষয়ও শিক্ষা দেওয়া হত।'

কলেজে— ব্রজমোহন কলেজ, বরিশাল। অশ্বিনীকুমার দত্ত ১৮৮৪ সালে তাঁর পিতার নামে ব্রজমোহন বিদ্যালয় এবং ১৮৮৯-তে ব্রজমোহন কলেজ স্থাপন করেন।

পাকিস্তান সম্পর্কে— 'নোয়াখালি থেকে পাকিস্থান' নামে তাঁর একটি প্রবন্ধ 'দীপায়ণ' আশ্বিন-কার্তিক ১৩৫৪ পৃষ্ঠা ১৬৫-৬৮ প্রকাশিত হয়েছিল।

ক্ষেত্রনাথ ঘোষ—শান্তিসুধা ঘোষের পিতা, বরিশালের গাভা গ্রাম নিবাসী। ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপক ছিলেন।

ভোলা— বরিশাল জেলার একটি দ্বীপ।

৪ অক্টোবর

শিশু সদন— সরযূবালা সেনগুপ্ত ভোলা শহরের উপকণ্ঠে বাপ্তা গ্রামে অনাথ বালক-বালিকাদের জন্য একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে তাঁত ও চরকা চালান শিক্ষা দেওয়া হত। দেশবিভাগের পরে এই আশ্রম কলকাতার সখের বাজারে এবং পরে মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামে স্থানান্তরিত হয়। এখানে সম্ভবত সেই আশ্রমের কথা বলা হয়েছে।

কর্মকুটীর— সরযূবালা সেনগুপ্ত ভোলায় প্রথম মহিলা সমিতি স্থাপন করেন। তাঁরই উদ্যোগে 'কর্মকুটির' প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। 'সেখানে দুস্থ মহিলাদের আশ্রয় দিয়ে তাঁত, চরকা, বেতের কাজ, সেলাই ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হত'।

চুনীলাল সেনগুপ্ত— ভোলা নিবাসী চুনিলাল সেনগুপ্ত পেশায় উকিল ছিলেন। সরযূবালা দেবী তাঁরই পত্নী। অসহযোগ আন্দোলন এবং তৎকালীন দেশ ও সমাজ গঠনে এই দম্পতির অবদান অসামান্য। চুনিলাল সেনগুপ্ত জেলা কংগ্রেসে সংগঠনের দায়িত্বে ছিলেন। আন্দোলন পরিচালনায় অগ্রণী ভূমিকা ছিল তাঁর।

৫ অক্টোবর

লতা— লতা গ্রাম বরিশাল শহর থেকে পূর্ব দিকে ১৫/১৬ মাইল দূরে মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত।

স্কুল চালান— স্কুলটি গান্ধি আশ্রম নামে পরিচিত ছিল। লতার বাসিন্দা জিতেন্দ্রমোহন দত্ত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। কংগ্রেস কর্মী অবিনাশচন্দ্র ঘোষ ও তাঁর পত্নি সাধনা ঘোষের ওপর প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। কলকাতার খাদি প্রতিষ্ঠানের আদর্শে এই সংস্থা পরিচালিত হত। এখানে ছেলেমেয়েদের বুনিয়াদি শিক্ষা দেওয়া হত। অনেকগুলি চরকা ও তাঁত চলত, পাশাপাশি তেলের ঘানিও ছিল। একটি ট্যানারি ছিল, সেখানে ট্যানকরা চামড়ার জুতো বরিশাল শহরে বিক্রি হত।

ভারত ভাগের পর লতা গ্রামের প্রায় সব রাজনৈতিক কর্মী দেশ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন 'তার ফলে গান্ধি আশ্রমে'র প্রাণ চাঞ্চল্য স্তব্ধ হয়ে যায়, পড়ে থাকে শুধু তার ভিটেমাটি; আরো কিছুদিন পরে বিরাট বিপুল সাগরোপম মেঘনা নদী আশ্রমের ভিটামাটির সবটাই গ্রাস করে নেয়।'

৬ অক্টোবর

জিতেন দা— মেধাবী ও পরোপকারী জিতেন্দ্রমোহন দত্ত অধ্যাপনার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করলেও অনতিবিলম্বে ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের সভাপতি হয়েছিলেন। অতঃপর অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বানে ব্যবসা ছেড়ে স্বভূমি লতায় ফিরে আসেন। সেখানে দেশসেবার কাজে নিয়োজিত হন। লতায় গান্ধি আশ্রম প্রতিষ্ঠা তাঁর অন্যান্য কাজের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অখিল দত্ত— অখিলচন্দ্র দত্ত লতার জমিদার বংশের সন্তান, একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। জনহিতকর কাজের উদ্যোক্তা।

৭ অক্টোবর

রায়পুরা বুনিয়াদী বিদ্যালয়— সুরেশচন্দ্র গুপ্তের পরিচয় আগেই দিয়েছি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই কেন্দ্রটি ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত সজীব ছিল।

মায়া— সুরেশচন্দ্র গুপ্তের কন্যা, নোয়াখালি পুনর্বাসন পর্বে পিতা-পুত্রী কর্মরত ছিলেন।

৯ অক্টোবর

প্রবন্ধ লিখেছি— প্রবন্ধের নাম Barisal as it is today : Impressions of a way-farer, Hindusthan Standard, 30 Oct. 1947. প্রবন্ধ নাম পত্রিকা সম্পাদকের দেওয়া, লেখক নাম দিয়েছিলেন 'বরিশাল'।

১০ অক্টোবর

TT Dept– Teachers Training Department.

১৪ অক্টোবর

বোলপুরে খাদি সংঘ— নির্মলকুমার বসু ১৯৩০ সালে বীরভূম জেলার বোলপুরের হরিজন বস্তিতে খাদি সংঘ ও আশেপাশের নিম্নবর্গের মানুষদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। 'পুরোনো বোলপুরের হাটতলা পার হলেই পশ্চিম দিকে যে বাড়িটা দেখা যেত তার দেওয়ালে গায়ে কালো বোর্ডে সাদা অক্ষরে লেখা ছিল 'খাদি-সংঘ'।

১৫ অক্টোবর

বাঙালী ও গান্ধীজী— প্রবন্ধটি শনিবারের *চিঠি*, কার্তিক ১৩৫৪ পৃষ্ঠা ১৯-২৩ প্রকাশিত হয়।

১৬ অক্টোবর

কণারকের মন্দিরের বর্ণনা— স্থাপত্য বিদ্যা নির্মলকুমার বসুর অন্যতম চর্চার বিষয়। এবিষয়ে তাঁর পড়াশোনা গভীর এবং বহু প্রবন্ধে ভারতবর্ষের মন্দির স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করেছেন। এ দেশে স্থাপত্যবিদ্যাচর্চার তিনি একজন পুরোধা পুরুষ। কণারকের মন্দির স্থাপত্য বিষয়ে তাঁর বেশ কয়েকটি বাংলা এবং ইংরেজি প্রবন্ধ আছে গ্রন্থও আছে।

১৮ অক্টোবর

ছেলের জন্য— তারকচন্দ্র দাসের একমাত্র পুত্র সুবীর সে সময় বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে উচ্চশিক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে তিনি ইংল্যান্ড থেকে মুদ্রণ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে' এবং দেশে ফিরে ন্যাশানাল টোবাকো কোম্পানিতে কর্মরত ছিলেন।

১৯ অক্টোবর

রবির বিষয়ে— নির্মলকুমার বসুর ভাগিনেয় রবীন্দ্রনাথ বসুর সম্পর্কে এই আলোচনা। তিনি তখন বিএ পাস করেছেন বলে আমাদের জানিয়েছেন।

২০ অক্টোবর

ইন্দু ভট্টাচার্য— ইন্দুমতী ভট্টাচার্য (১৮৮৬-১৯৯২) আদি বাসস্থান তমলুক, মেদিনীপুর। স্বামী ডা. সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। দেশ গঠনে তাঁর অবদান সামান্য নয়। উদার মনের মানুষটি সবশ্রেণীর মানুষের উন্নতির জন্য কাজ করেছেন। হাসপাতাল ও বিদ্যালয় তার উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছে। অন্যান্য বহুবিধ সমাজ উন্নয়ন মূলক কাজের সঙ্গে তাঁর আজীবন যোগ ছিল।

২৩ অক্টোবর

অতুল্যর স্ত্রী— বিভা ঘোষ।

২৫ অক্টোবর

বিজয় নাহার— বিজয় সিং নাহার (৭ নভেম্বর ১৯০৬) পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একটি উল্লেখযোগ্য নাম। ছাত্রাবস্থা থেকে স্বাধীনতার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর ঘনিষ্ঠ ছিলেন। কলকাতা কর্পোরেশন, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা এবং ভারতীয় লোকসভার সদস্য ছিলেন। একাধিকবার পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভায় স্থান লাভ করেছেন। শেষ জীবনে রাজনীতি থেকে সরে গিয়েছিলেন।

২৭ অক্টোবর

দুর্গা দত্ত— গান্ধিবাদী ও বিশিষ্ট সাংবাদিক মনোরঞ্জন গুহ-র সহকারী ছিলেন। 'শনিবারের চিঠি' আড্ডার অন্যতম সদস্য।

বিজুদের বাড়ী— বিজু (শৈলেন্দ্রনারায়ণ দত্ত) দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার জয়নগর-মজিলপুরের দত্ত বাড়ির সন্তান। বাংলা ১০১১ সালে (ইংরেজি ১৬০৫) চন্দ্রকেতু দত্ত এখানে বসতি স্থাপন করেন। চন্দ্রকেতু থেকে গণনা করলে শৈলেন্দ্রনারায়ণ তাঁর সপ্তম পুরুষ। এঁরা বর্ধিষ্ণু পরিবার। এই বাড়িতে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির আনাগোনা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র একাধিকবার এঁদের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন।

"বন্দেমাতরম্" গান— এ গান রচনার স্থান সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

২৯ অক্টোবর

রাধাকুমুদ বাবু— রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় (২৫ জানুয়ারি ১৮৮৪-৯মে ১৯৬৩)। পিতা গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। অসাধারণ মেধাবী রাধাকুমুদের ছাত্রজীবন ব্যতিক্রমী সাফল্যের পরিচয় দিয়েছিল। আজীবন অধ্যাপনা করেছেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে। সমধিক সাফল্যে চিহ্নিত কর্মজীবনও। উন্নতশীর্ষ মানুষটি সারাভারতে একটি বিশিষ্ট নাম। শেষপর্যন্ত স্থিত হয়েছিলেন লক্ষ্ণৌতে। বহু বিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা রাজনীতিতেও বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিলেন।

৩০ অক্টোবর

মুরিতে বহুক্ষণ— সেসময় রাঁচি যাওয়ার জন্য হাওড়া থেকে মুরি পর্যন্ত গিয়ে ছোটো লাইনের ট্রেন ধরতে হত।

অমিয় মুখার্জি— অমিয় রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, জন্মস্থান ঢাকা। ১৯৩৭ সালে কলকাতায় পুস্তক প্রকাশন সংস্থা এ. মুখার্জী এণ্ড কোম্পানি স্থাপন করেন।

অনিল বাঁড়ুয্যে— অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদিনিবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত বালিগাঁওগ্রাম। পিতা সুরেশচন্দ্র নোয়াখালিতে শিক্ষকতা করতেন সেখানেই ১৯১০ সালের ৮ অগষ্ট অনিলচন্দ্রের জন্ম। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এবং মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর ছাত্রজীবন আদ্যপান্ত উজ্জ্বল। ভারত ইতিহাসের বহুবিষয় নিয়ে গবেষণা মূলক কাজ করেছেন। বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা ছাড়া অন্যান্য বহু সারস্বত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

৩১ অক্টোবর

মনুবাবু— অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পিতা রায়বাহাদুর প্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন পাশ করে রাঁচীতে ওকালতি করতেন।

কিরণদা— কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৯৩-১২ ডিসেম্বর ১৯৫৪)। ভুগিলহাট, যশোহরের অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়ের পুত্র। স্বাধীনতা পূর্বকালে এদেশে বিপ্লব আন্দোলনের ধারায় এই নামটিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। মানিকতলা বোমা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত। কিরণচন্দ্র বন্দেমাতরম্, যুগান্তর, সন্ধ্যা ও নবশক্তি পত্রিকা মণ্ডলির সহকারী ছিলেন। কিরণচন্দ্রই প্রথমে বোমা প্রস্তুত প্রণালী যুগান্তর কাগজে প্রকাশ করেন। সারভেন্ট পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করায় তিনি পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীকে সাহায্য করেন। পরে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, কুন্তল চক্রবর্তী ও চারু ঘোষ এবং জীবনলাল চ্যাটার্জির সঙ্গে তিনি দৌলতপুর সত্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর জীবনের সিংহভাগ কেটেছে ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র বিপ্লব চেষ্টায় সক্রিয় অংশ নিয়ে। বলা বাহুল্য এর প্রতিক্রিয়ায় দীর্ঘকাল তাঁর কেটেছে জেলে। ১৯৪৫ সালে যুবকদের নৈতিক ও মানসিক উন্নতি সাধনের উদ্দেশে তিনি প্রজ্ঞানানন্দ পাঠগৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। রাজনৈতিক মহলে তিনি 'কিরণ-দা' নামেই পরিচিত ছিলেন।

ভূপেনবাবু— ভূপেন্দ্রনাথ মৈত্র স্থানীয় লিওনেল এডওয়ার্ড বেঙ্গলি বয়েস হাইস্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন।

খোকাদা নন্তু, খুকু— নির্মলকুমার বসুর আত্মীয়।

সুরেন সরকার— সুরেন্দ্রনাথ সরকার আদি বাড়ি বর্ধমান। কর্মোপলক্ষে রাঁচিতে বাস করতেন, বিহার সরকারের নাজির পদে ছিলেন।

অনিতা— সুরেন্দ্রনাথ সরকারের কনিষ্ঠা কন্যা। তাঁর সঙ্গে নির্মলকুমার বসুর মামাতো ভাই সমীরণ সরকারের বিবাহ-সম্বন্ধ সূত্রে এই সাক্ষাৎ।

১ নভেম্বর

ননিদা— ননি সেন স্থানীয় বাসিন্দা। নির্মলকুমার বসুর ঘনিষ্ঠ জন।

২ নভেম্বর

রমেশ রায়— রমেশচন্দ্র রায় প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ শরৎচন্দ্র রায়ের পুত্র। এক সময় তিনি 'ম্যান ইন ইণ্ডিয়া'র যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন।

Man in India-র সম্পাদকতা— শরৎচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে এবং সম্পাদনায় ১৯২১ সাল থেকে 'ম্যান ইন ইণ্ডিয়া' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৯৪২ সালে শরৎচন্দ্র রায়ের মৃত্যু হলে যে সম্পাদকমণ্ডলির উপর 'ম্যান ইন ইণ্ডিয়া'-র দায়িত্ব অর্পিত হয়, নির্মলকুমার বসু তার অন্যতম ছিলেন। ১৯৫৫ সাল থেকে শরৎচন্দ্র রায়ের একপুত্র ভবেশচন্দ্র রায় ও নির্মলকুমার বসুর যুগ্ম সম্পাদনায় এই পত্রিকা ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত

প্রকাশিত হয়েছিল। ভবেশচন্দ্রের প্রয়াণের পর ১৯৫৯ থেকে আমৃত্যু নির্মলকুমারই পত্রিকাটির সম্পাদনা করেন।

৭ নভেম্বর

বাড়ীর কি অদল বদল— নির্মলকুমারের পিতা ডাক্তার বিমানবিহারী বসু। কর্মসূত্রে রাঁচিতে থাকার সময় হাজারিবাগ রোড-এ একটি গৃহ নির্মাণ করেন। এখানে তারই উল্লেখ করা হয়েছে।

৮ নভেম্বর

স্বদেশ সংঘ— ১৯৪০ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ক্লাবের উদ্দেশ্য ছিল গ্রন্থাগার স্থাপন, সামাজিক সেবাকর্ম এবং সংস্কৃতি চর্চা। তারই অন্তরালে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগ সাধিত হয়েছিল। পরিচালনার অভাবে ১৯৫২ সাল থেকে ক্লাবটি বন্ধ হয়ে গেছে।

হিনু ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ক্লাব— হিনুতে অবস্থিত এই ক্লাবটির প্রতিষ্ঠা ১৯১৪ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি। ১৯৭৪-এ সংস্থাটি হীরক জয়ন্তী উৎসব পালন করে।

বিনয় রায়— লিওনেল এডওয়ার্ড বেঙ্গলি বয়েস স্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক ছিলেন।

নীরদ রায়— রাঁচি এ. জি. অফিসের কর্মী এবং জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব।

অনাথ চক্রবর্তী— অনাথনাথ চক্রবর্তী (১৯০৭-৯৬)। পিতা সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী বিহারের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি কবি অমিয় চক্রবর্তীর কাকা।

হরিসত্য— হরিসত্য মুখোপাধ্যায় রাঁচি ইউনিয়ন ক্লাবের অন্যতম কর্মকর্তা ছিলেন। ১৯৪১-৪৫ সহসম্পাদকের এবং ১৯৪৬-৪৭ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

সতীশ চাটুয্যে— সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৬ মার্চ ১৮৭৩-২২ জুন ১৯৩৮)। শিক্ষাব্রতী ও সমাজ সেবী। ১৯১১ সালে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। ছাত্রজীবনেই অশ্বিনীকুমার দত্তের প্রেরণা ও নেতৃত্বে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। কর্মজীবনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যুক্ত থেকেছেন। মুখ্যত তিনি বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে শিক্ষক ও পরে আমৃত্যু অধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিলেন। স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণে রাঁচি গিয়েছিলেন সেখানে মৃত্যু হয়।

১৪ নভেম্বর

অবনীবাবু— অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রাঁচি ইউনিয়ন ক্লাবের সহসভাপতি ছিলেন।

রমা— অনাথনাথ চক্রবর্তীর স্ত্রী। বিশ্বভারতীর ছাত্রী ছিলেন। তাঁর রচিত স্মৃতি কথা *ভরা থাক স্মৃতি সুধায়*।

১৫ নভেম্বর

হিনু সাহিত্য সম্মিলনী— বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনী এই সম্মেলন প্রতি বছরই অনুষ্ঠিত হত। ১৯৫৪ সাল থেকে বন্ধ হয়ে গেছে।

রবি রায়— রবীন্দ্রনাথ রায় নির্মলকুমারের ছাত্র। বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। ১৯৮৩ সালে সম্বলপুর গঙ্গাধর মেহের কলেজ থেকে অবসর নেন। বর্তমানে রাঁচিতে অবসর জীবন যাপন করছেন।

বীরেন রায়— বীরেন্দ্রচন্দ্র রায় আদি নিবাস মানিকগঞ্জ ঢাকা। সরকারি কর্মে উচ্চপদে ছিলেন। ১৯৬৩ সালে বাহাত্তর বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

১৬ নভেম্বর

রাঁচি ইউনিয়ন ক্লাব— ১৮৬৪-তে প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন লাইব্রেরি এবং ১৮৮৬-তে প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন ক্লাব ১৮৯৬-সালে মিলিত হয়ে দি ইউনিয়ন ক্লাব এণ্ড লাইব্রেরি নামে সংস্থাটির জন্ম হয়। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান রাঁচির বাঙালিদের একমাত্র মুখপত্র ও অভিভাবক স্বরূপ। গ্রন্থাগারে চল্লিশ হাজারের অধিক বই আছে। দুঃষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সংখ্যাও কম নয়।

নাটুম— প্রভাসচন্দ্র বসু, নির্মলকুমার বসুর ছোটকাকা যতীন্দ্রনাথের পুত্র।

১৮ নভেম্বর

কল্যাণীদের বাড়ী— ধুবড়ী শহরের ডি কে রোডে অবস্থিত। বর্তমানে এই বাড়িতে কল্যানী দত্তের প্রতিষ্ঠিত একটি শিশু বিদ্যালয় আছে।

২০ নভেম্বর

মাতৃ মন্দির— এটি এখনও আছে, সি আর দাস রোডে।

২১ নভেম্বর

কল্যাণীর বাবা— নির্মলকুমার বসু ডায়ারিতে এঁর পদবি ভুল করে গুপ্ত লিখেছেন। এঁর নাম সুরেশ-চন্দ্র দত্ত। ইনি অসম সরকারের বিচার বিভাগে ম্যাজিস্ট্রেট পদে ছিলেন। এঁর পাঁচটি সন্তানের মধ্যে কল্যাণী দ্বিতীয়। তাঁরা চার বোন ও এক ভাই ছিলেন।

২২ নভেম্বর

হীরা— অসমের একটি জনজাতি। পেশায় এরা কুম্ভকার। এদের বিশেযত্ব এই যে এরা মাটি ছেনে হাতের কায়দায় বাসনপত্র গড়ে। চাক বা অন্য কোনও যন্ত্র ব্যবহার করে না। আজও এরা এই ধারা বজায় রেখেছে। নিম্ন অসমের কয়েকটি জেলায় এদের বাস।

২৩ নভেম্বর

কণক টকীজ— ধুবড়ী শহরের হরিসভা এলাকায় ছিল।

২৬ নভেম্বর

হাবু— গোপেশ্বর দাশ, বোলপুর গান্ধি শিবিরের কর্মী।

২৮ নভেম্বর

সুধীর সেন/সুধা সেন— ডায়েরিতে উল্লিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করে এঁদের কারও পরিচয় জানতে পারিনি।

মিত্র— দেবপ্রসাদ মিত্র।

প্রাদেশিকতা— প্রাদেশিক সাম্প্রদায়িকতা ও গান্ধীজী। শনিবারের চিঠি ১৩৫৪ অগ্রহায়ণ : ৮১-৮৯।

Planning এর বিচার— অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সংগঠন ১৯৪৭ গান্ধীসংখ্যা : ৯ - ১১।

৩০ নভেম্বর

শক্তি প্রেস— ২৭/৩ বি, হরিঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা।

বসু বিজ্ঞান মন্দির— জগদীশচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান গবেষণা সংস্থা, ৯৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা।

জ্ঞান মুখোপাধ্যায়— জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (২৩ এপ্রিল ১৮৯৩-১০ মে ১৯৮৩)। রাজশাহী মহাদেবপুরে জন্ম। পিতা দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিজ্ঞানী।

২ ডিসেম্বর

ভারতীয় সমাজের ইতিহাস— লেখাটি 'হিন্দু সমাজ ও তাহার ইতিহাস' নামে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে বারোটি সংখ্যায় ১৪ চৈত্র ১৩৫৪-১২ আষাঢ় ১৩৫৫ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। এরই পরিমার্জিত সংস্করণ *হিন্দুসমাজের গড়ন* নামে বিশ্বভারতী, কলকাতা থেকে বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ পর্যায় ১৩৫৬ সালে বেরিয়েছিল।

সাহিত্য পরিষদ— বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা।

বাৎসায়ন—বাৎসায়ন মুনির সময়কাল খৃ. তৃতীয় শতক। সম্ভবত দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশে বসবাস করতেন। তাঁর রচিত *কামসূত্র* একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। ভোগবিলাস নিমগ্ন জীবনের আদর্শকে খণ্ডন করে ধর্মের আদর্শকে স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁর এই গ্রন্থ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বের ভারতীয় সমাজ কিরূপ ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দু সমাজ ও তাহার ইতিহাস 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হওয়ার সময় প্রাচীনকাল অধ্যায় (৮ জৈষ্ঠ্য ১৩৫৫) বাৎসায়নের *কামসূত্র* প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছিল। *হিন্দু সমাজের গড়ন* গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে এই প্রসঙ্গ বর্জিত হয়।

৫ ডিসেম্বর

সূতাপটীতে Disposal— কলকাতার বড়বাজারের একটি এলাকা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সেনাবাহিনীর পুরোনো জিনিষপত্রের বাজার বসত।

৬ ডিসেম্বর

বালি সাধারণ পাঠাগারে— বালি সাধারণ গ্রন্থাগার। ১৮৮৫ সালে বালির তিনটি ছোট ছোট গ্রন্থাগার একত্রকরে বালি সাধারণ গ্রন্থাগার গড়ে তোলা হয়েছিল। বালি সাধারণী সভার উদ্যোগে জি টি রোডের উপর এই গ্রন্থাগারের তিনতলা গৃহ নির্মিত হয়। এই গ্রন্থাগারে চল্লিশ হাজারের বেশি গ্রন্থ সংগৃহীত হয়েছে। দুঃপ্রাপ্য গ্রন্থ ও পুঁথির সংখ্যা কম নয়। স্থানীয় পাঠকরা ছাড়াও নিকট ও দূরের গবেষকদের কাছেও এই গ্রন্থাগারের বিশেষ মূল্য আছে। শিশু ও কিশোরদের জন্য আলাদা বিভাগ আছে।

নির্মলকুমার বসু তাঁর ভাষণ দেওয়ার দিনে এই গ্রন্থাগার দেখে তাঁদের মন্তব্য খাতায় যা লিখেছেন সেটি আমরা ওই দিনের ডায়েরির পাতায় যুক্ত করেছি।

৮ ডিসেম্বর

বঙ্গভারতী— বর্তমানে এই দোকানের অস্তিত্ব নেই। স্থানীয় পুরানো বই-এর দোকানে খোঁজ নিয়ে জানা গেল বঙ্গভারতী দেড়-দুবছর মাত্র চলেছিল। ১২৯/১এ, বিধানসরণী যে ঠিকানায় বর্তমানে তন্তুজ সংস্থার দোকান, বঙ্গভারতীর অবস্থান ছিল সেখানেই।

৯ ডিসেম্বর

হংসবাবু— হংসেশ্বর রায় (১৬ জুলাই ১৮৯৩-৮ এপ্রিল ১৯৭৭)। বীরভূম জেলার বোলপুরের বাসিন্দা। পিতা অধীরচন্দ্র রায়। ওকালতির পেশা ছেড়ে দেশগড়ার তাগিদে শিক্ষকতায় প্রবৃত্ত হন। পশ্চিমবঙ্গে খদ্দরের প্রচার ও প্রসারে একটি অগ্রগণ্য নাম।

১১ ডিসেম্বর

ভব— ভবগতীপ্রসাদ ঘোষ, নির্মলকুমার বসুর স্নেহভাজন।

পুলিশের গুলিতে মারা গেছেন— বিশেষ ক্ষমতা বিলের বিরুদ্ধে সে সময় কয়েকদিন ধরে সারা দেশ ব্যাপী যে প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত হয় তার তৃতীয় দিনে পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থাপক সভার (বর্তমান বিধানসভা) সামনে বিক্ষোভ চলাকালে পুলিশের গুলিতে রিলিফ ওয়েলফেয়ার এম্বুলেন্স কোরের (RWAC) শিশিরকুমার মণ্ডল নামে এক কর্মী নিহত হন। বিক্ষোভকারী ও পুলিশের সংঘর্ষে দু-পক্ষের অনেকেই সেদিন আহত হয়েছিলেন।

১২ ডিসেম্বর

দীপেন— দীপেন্দ্রনাথ সরকার, যদুনাথ সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্র। সমীরণকুমার সরকারের (হাবু) বন্ধু।

জ্যোৎস্না— রবীন্দ্রনাথ বসুর ভ্রাতুষ্পুত্রী।

১৩ ডিসেম্বর

অনিলের পিসীমা— শশীমুখী নন্দী, রাঁচি লেকের কাছে বাড়ি ছিল।

নন্দ— নন্দলাল ঘোষ, অ্যাডভোকেট।

১৭ ডিসেম্বর

ডক্টর চাটুয্যে— শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

Cal. Geo. Society— জিয়োগ্রাফিকাল সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া।

রাজি হলুম না— তখন অসম্মত হলেও পরে তাঁকে এই সংস্থার সম্পাদকের দায়িত্ব নিতে হয়েছিল।

১৯ ডিসেম্বর

মেদিনীপুরে জাতীয় বিদ্যালয়— ১৯২১ সালে স্থাপিত কাঁথি জাতীয় বিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠাতা বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। স্বদেশী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারই ছিল উদ্দেশ্য। চরকা, তাঁত চালানোর শিক্ষা দেওয়া হত, কামারশালার কাজও শেখান হত। এই প্রতিষ্ঠান স্বাধীনতা আন্দোলনের ঘাঁটি ছিল, সেজন্য সরকারি আদেশে দু-বার নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। স্বাধীনতার পর সহশিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এখনও 'কাঁথি জাতীয় বিদ্যালয়' নামই আছে।

বনবিহারী পাল— (৮জ্যৈষ্ঠ ১৩২২-২২ ডিসেম্বর ১৯৯৪)। মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুরের পূর্বরাধানাথপুর গ্রামে জন্ম। পিতা মুচিরাম পাল। ১৯৪২ সালের ৯ অগস্ট দেশব্যাপী ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সূচনা হলে কাঁথির ছাত্র যুবসমাজ যে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেন, তাঁদের অগ্রণীর ভূমিকা নিয়ে কারারুদ্ধ

হয়েছেন। কারাবাসকালে এম. এ পাশ করেন। স্বাধীনতা উত্তরকালে জেলাপ্রশাসনের এবং দলীয় সংগঠনের দায়িত্বে থেকেছেন। বিধানসভার সদস্য ছিলেন।

রাসবিহারী পাল— (১৬ জানুয়ারি ১৯০৫-৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৫)। ১৯২৭ সালে কলকাতার ন্যাশানাল মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পরীক্ষায় প্রথম হন। ১৯৩০ সালে লবণ সত্যাগ্রহের মধ্য দিয়ে তাঁর স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান। রাজনৈতিক ও জেলা প্রশাসনিক স্তরে দুই ভ্রাতার ভূমিকায় যথেষ্ট মিল আছে। রাসবিহারী নিজে চিকিৎসক সুতরাং জেলার চিকিৎসক সংগঠন এর সঙ্গে যেমন তাঁর যোগ ছিল তেমনই এখানকার স্বাস্থ্য প্রকল্প রূপায়ণে তিনি বহু উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন।

২০ ডিসেম্বর

পুলিনবিহারী দাস— (৩ মার্চ ১৮৯৯–৯মে ১৯৭৭)। জন্ম পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি থানার অন্তর্গত বসন্তিয়া অঞ্চলের পশ্চিম কুশবনী গ্রাম। পিতা উপেন্দ্রনাথ দাস। ১৯২১ সালে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের অনুপ্রেরণায় কংগ্রেসে যোগ দেন। লবণ সত্যাগ্রহ সহ স্বাধীনতা আন্দোলনের সব পর্যায়ে তিনি সক্রিয় ছিলেন। ফলস্বরূপ নানাভাবে তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত স্থানীয় সমাজ সেবার সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

রঘুনাথ মাইতি— (৬মাঘ ১৩০৯-২৬ নভেম্বর ১৯৭৪)। মেদিনীপুর জেলায় ভগবানপুরের মানিক জোড় গ্রামে জন্ম। পিতা রামহরি মাইতি। কলেজের পাঠ অসমাপ্ত রেখে কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় গ্রেপ্তার হয়ে হিজলি জেলে দীর্ঘদিন আটক থাকেন। দেশের স্বাধীনতা না আসা পর্যন্ত এই আন্দোলনই তাঁর পথ ছিল।

শ্যামাদাস বাচস্পতির বৈদ্যশাস্ত্র পীঠে আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেন। স্বাধীনতা উত্তর কালে দেশসেবায় পাশাপাশি আয়ুর্বেদ চর্চা ও প্রসারে তিনি উৎসাহী ছিলেন।

যোগেশচন্দ্র বসু— (১৮৮৪-৩০ অক্টোবর ১৯৫৪)। পিতা জ্ঞানদাচরণ বসু। নিবাস আমর্শী গোণাড়া। কর্মস্থল ছিল সেটেলমেন্ট ও খাসমহল। ইতিহাসবিদ এবং প্রাবন্ধিক। দুই খন্ডে রচিত *মেদিনীপুরের ইতিহাস* তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

ঈশ্বর চন্দ্রমাল— (৫ মার্চ ১৮৮৯-২৯ মার্চ ১৯৬৩)। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে শিক্ষক পদে ইস্তফা দেন। আন্দোলনের নানাস্তরে কারাবরণ করেছিলেন। বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের সহযোগী এই মানুষটি স্বাধীনতা উত্তরকালে জেলার উন্নয়নে অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিলেন।

ভূতেশ্বর পড়ুয়া— কাঁথি জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং শিক্ষক। স্বাধীনতা আন্দোলনে মেদিনীপুরের প্রথম সারির নেতা।

২১ ডিসেম্বর

প্রমথ বন্দ্যোপাধ্যায়— কাঁথি কংগ্রেসের জনপ্রিয় কর্মী।

গবর্ণমেন্টের অনাথ আশ্রম— রাষ্ট্রিয় কল্যাণ আশ্রম দুঃস্থা মহিলাদের স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষে ১৯৪৫ সালের ২৮ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রতচারি, সেলাই, তাঁতের কাজ ইত্যাদি শেখান হয়।

২৩ ডিসেম্বর

কাঁথি ক্লাব— স্বদেশ চেতনার প্রসার কল্পে ১৯০৫ সালের ১৪ মে এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠা।

ব্রাহ্মসমাজ— ১৯০৭ সালের ১১ মার্চ ব্রাহ্মসমাজের এই নবনির্মিত গৃহের দ্বার উন্মোচিত হয়।

২৪ ডিসেম্বর

দুর্গাদাস রায়—(১৯১৫-৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬)। কাঁথি মহকুমার এগরা থানার গড়বাসুদেবপুরের রাজবংশে জন্ম। পিতা রাজা যোগেশনারায়ণ রায়। স্ববংশে রানি হরিপ্রিয়ার দত্তকপুত্র হিসেবে গৃহীত হয়েছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে পরোক্ষ প্রেরণা দান করেছিলেন এবং কাঁথির জনহিতকর কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

মতিলাল— মতিলাল প্রধান ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ এগরা থানার দুবদা গ্রামে জন্ম। পিতা দ্বারকানাথ প্রধান। গান্ধিজির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। ছাত্রাবস্থায় বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের প্রেরণায় স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান। মেদিনীপুরের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দুর্গত মানুষদের ত্রাণে তিনি বরাবরই সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করেছেন। বিদ্যানুরাগী মানুষটি এগরা অঞ্চলে প্রায় চল্লিশটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। এখানকার ট্রেনিং ক্যাম্প 'আলোককেন্দ্র'-এ নির্মলকুমার বসুর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সেই স্মৃতি আজও তাঁর মনে উজ্জ্বল।

হেডমাস্টার— ক্ষীরোদমোহন চক্রবর্তী। প্রধান শিক্ষক, বালিঘাই ফকিরদাস হাইস্কুল।

দ্বিজেশবাবু— দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্তী, কবি অমিয় চক্রবর্তীর পিতা। অসমের গৌরীপুর রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন।

সুরেশবাবু— সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, অমিয় চক্রবর্তীর কাকা। বিহার সরকারের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।

২৮ ডিসেম্বর

জগদীশ ভট্টাচার্য— শ্রীহট্টের মানুষ। অধ্যাপক, কবি এবং প্রাবন্ধিক। বিপ্লবী দলের সঙ্গে যোগ থাকায় প্রবেশিকা বৃত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা। একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপক ছিলেন।

রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে তাঁর স্বকীয় ভাবনা প্রথম থেকেই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। প্রশংসার চেয়ে নিন্দা ও বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল বেশি। কিন্তু গবেষণার ক্ষেত্রে সারা জীবন তাঁর অন্বেষণ, সাহিত্যবোধ ও যুক্তিধর্মমন তাঁকে সার্বিক পথের দিশা দেখিয়েছে নিন্দা বা প্রশংসা নয়।

বেশ কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রধান আকর্ষণ হলেও বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য দিকও বাদ যায়নি। দুই খণ্ডে প্রকাশিত *কবিমানসী* বিদগ্ধ মহলে সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তাঁর জ্ঞানচর্চার প্রদীপটি প্রজ্জ্বলিত ছিল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

লেখার আসর— মুকুল সর্বাধিকারী, শচীন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ স্টাডি সার্কল ধরণে এই আসরটির প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞানচর্চার জন্য একটি নির্দিষ্ট দিনে কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ভাষণ দিতে আহ্বান করা।

ধীরেন্দ্রলাল দে— পিতা সুরেন্দ্রলাল দে। পড়াশোনা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার পাশাপাশি পারিবারিক জমিদারি দেখাশোনা করতেন। ১৯৯৩ সালে প্রায় নব্বই বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

গ্রন্থঋণ

অতুল্য ঘোষ, কষ্টকল্পিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৮০

অমলেশ ত্রিপাঠী, স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭), আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা, ১৩৯৮ (ব.)

অশোকা গুপ্ত, নোয়াখালির দুর্যোগের দিনে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৯

কমলা দাশগুপ্ত, রক্তের অক্ষরে, নাভানা, কলকাতা, ১৯৫৪

কানাই বসু, নোয়াখালির পটভূমিকায় গান্ধীজী, এস. কে পালিত এন্ড কো., কলিকাতা, ১৩৫৩

কুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য, সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব অভিধান, ফার্মা কে এল এম প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৭৮

চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, কংগ্রেস সংগঠনে বাঙ্গলা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা

ছন্দা সেন, আমাদের বাড়ি, জয়ন্ত বসু, কলকাতা, ২০০৫

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় স. বাঘা যতীন ও বালেশ্বর সংগ্রাম, হীরক জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ, বালেশ্বর সংগ্রাম হীরক জয়ন্তী উৎসব সমিতি।

ননীগোপাল দেবদাস, স্বাধীনতা সংগ্রামী চরিতাভিধান, প্রতিশব্দ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৬

নির্মলকুমার বসু, গান্ধিচরিত, মেরিট পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬৯

নবীন ও প্রাচীন, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৫৬ (ব.)

পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বাঘাযতীন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, নভেম্বর ২০০৩

প্রণতি মুখোপাধ্যায়, স., প্রসঙ্গ বসুমতী সাহিত্য মন্দির ১২৮৭-১৩৭৭, প্যাপিরাস, কলকাতা, ২০০৫

প্রমথরঞ্জন ঠাকুর, আত্মচরিত বা পূর্ব্বস্মৃতি, ঠাকুরবাড়ী, ঠাকুরনগর, উ. চব্বিশপরগণা, ১৯৯৫

বসন্তকুমার দাস, স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর, মেদিনীপুর স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস সমিতি, কলকাতা, ১৯৮০

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, গান্ধী-রচনাসম্ভার (প্রথম-পঞ্চম খণ্ড), গান্ধী শতবার্ষিকী সমিতি, কলকাতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতবিতান, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, পৌষ ১৩৮০ (ব.)

শ্রীপান্থ, নামভূমিকায়, বাক সাহিত্য, কলকাতা, ১৯৬৫

সুকুমার রায়, নোয়াখালিতে মহাত্মা, ওরিয়েন্ট বুক কো., কলিকাতা, ১৯৪৭

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, স. সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) সাহিত্য সংসদ কলকাতা, ১৯৯৮

হীরালাল দাশগুপ্ত, স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৯৭

Bose, Nirmal Kumar. Gandhiji the men and his mission, Bharatiya Vidya Bhawan, Bombay, 1966,

Gandhism and Modern India, University of Gauhati, Gauhati, 1970,

Lectures on Gandhism, Navajivan Publishing House, Ahmedabad, 1971,

My days with Gandhi, Nishana, Calcutta, 1954,

Satya and Ahnisa, World Pacific Meeting, Calcutta, 1949,

Selected Writings Archaeology, Architecture & Art, Centre for Archaeo logical Studies & Training, Eastern India, Kolkata 2006,

Selections from Gandhi, Navajivan Publishing House, Ahmedabad, 1972,

Studies in Gandhism, Indian Associated Publishing Co., Ltd., Calcutta, 1947,

Chakrabatti, Monmohan, A Summary of the Changes in the Jurisdiction of Districts in Bengal. 1757-1916, Revised and updated by Kumud Ranjan Biswas, West Bengal District Gazetteers, Govt. of West Bengal, 1999

Gandhi, Gopal Krishna, A Frank Freindship, Seagull Books, Kolkata, 2007

Gandhi, Manuben, The Miracle of Calcutta, Navajivan Publishing House, Ahmedabad, 1959

Gandhi, Mohandas Karam Chand, Collected Works of Mahatma Gandhi, Publication Div. New Delhi

Gopal, S. ed. Selected Works of Jawaharlal Nehru, II Series, Vol.I, Jawarharlal Nehru Memorial Fund, Teenmurti House, New Delhi, 1984

Kumar, Girija, Brahmacharya Gandhi & His Women Associates, Vitasta Publishing Pvt. Ltd., New Delhi, 2006

Nanda, B.R. In Gandhi's Footsteps, Oxford University Pres,, New Delhi, 1990

Radhakrishnan, S. ed. Mahatma Gandhi 100 years, Gandhi Peace Fundation, New Delhi, 1968

Sitaramayya, Pattabhi, The History of Indian National Congress, Vol. II (1935-47) Padma Publications Ltd. Bombay, 1947

Tendulkar, D.G., Mahatma, Vo. I-VII, Vithalbhai K. Jhaveri & D.G. Tendulkar, Bombay

নির্দেশিকা
(ব্যক্তিনাম)

গ্রন্থ / পত্রিকা

(*গ্রন্থ বক্রাক্ষরে*)

(বিবিধ)